A

HISTORY OF COOCH BEHAR

(IN BENGALI)

PART I.

COMPILED

BY

KHAN CHOWDHURI AMANATULLA AHMED

PRINTED AT THE STATE PRESS AND PUBLISHED UNDER

AUTHORITY OF THE COOCH BEHAR STATE.

1936.



কোচবিহারের বর্ত্তমান অধিপতি

শ্রীশ্রীমান্ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর

বিষয়ানুক্রমিক সূচিপত্র

ঐতিহাসিক উপাদানাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চিত্রসূচী

মানচিত্র

ঐতিহাসিক উপাদানাবলী (Bibliograp

১। রাজখণ্ড—

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় কবিরত্ন-কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। মুন্সী জয়নাথ ঘোষের সঙ্কলিত 'রাজোপাখ্যান' পুস্তকে (আনুমানিক ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ) এবং আনন্দচন্দ্র ঘোষের লিখিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রবন্ধে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) উক্ত গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু এখন তাহা কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, কবিরত্ন মহারাজ প্রাণনারায়ণের এক মন্ত্রী ছিলেন, এবং ছত্রনাজীর মহীনারায়ণকর্ত্তৃক তিনি নিহত হইয়াছিলেন।

২। বিশ্বসিংহচরিতম্— সংস্কৃতভাষয়া বিরচিতম্)

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কাব্য। কোচবিহার রাজধানীর উপকণ্ঠস্থিত খাগড়াবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত গিরিশানন্দ চক্রবর্ত্তীর নিকট উক্ত পুথির ১৪শ হইতে ২২শ পত্র রক্ষিত আছে; অবশিষ্টাংশের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ১৭শ পত্রে গ্রন্থের ৪র্থ সর্গ সমাপ্ত হইয়াছে। যে অংশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালের দুই একটি বিবরণ লিখিত আছে; সুতরাং উহা বিশ্বসিংহের পরবর্ত্তিকালের রচনা। উক্ত পুথির ১৭শ পত্রে 'ভূদেব রামেশ্বরের পুত্র নবীন কবি শ্রীনাথবিরচিত' এই রূপ ভণিতা আছে। শ্রীনাথ রামেশ্বরের পুত্র এবং (গুরুধ্বজের পাঠক) ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন। রামেশ্বর মহারাজ প্রাণনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীনাথ মহারাজ প্রাণনারায়ণের আদেশে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং 'বিশ্বসিংহচরিতম্' মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে (১৭শ শতাব্দী) রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মহারাজ নরনারায়ণের সহিত 'হজরতান্ ছিলিমান্নামা যবনেন্দ্রের' (সোলেমান কররাণীর) যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্ত উক্ত গ্রন্থের ২১শ পত্রে লিখিত আছে; মুসলমান ঐতিহাসিকগণও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সোলেমানের 'হজরত আলা' উপাধি ছিল।

৩। রাজোপাখ্যান—

মুন্সী জয়নাথ ঘোষকর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যে বিরচিত। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীর আজ্ঞায় উক্ত পুস্তকের রচনা আরম্ভ হইয়াছিল। রচনার প্রারম্ভকাল গ্রন্থে লিখিত নাই; কিন্তু, অবস্থানুসারে বিবেচিত হয় যে, ১২৩০ হইতে ১২৪০ সনের মধ্যে গ্রন্থারম্ভ হইয়া মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের শেষভাগে (১২৫২ সনে) উহার রচন

সমাপ্ত হইয়াছে। এই পুথির এক খণ্ড হস্তলিখিত প্রতিলিপি রঙ্গপুরসাহিত্যপরিষৎ সংগ্রহ করিয়াছেন; তাহাতে কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান নীলকমল সান্ন্যালের মোহরাঙ্ক আছে। উহা আধুনিক পুস্তকের আকারে ২৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং চামড়ার বাঁধাই করা। পুথিতে লিখিত আছে যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে (১২৪০ সনে) এই পুথি (প্রত্যেক খণ্ডের ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত) পাঠ করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে পুরস্কারস্বরূপ 'পঞ্চগ্রাম' ভূমি নিষ্কর (লাখেরাজ) প্রদান করিয়াছিলেন*। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণকেও উক্ত পুথি পাঠ করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু, তিনি উহা পাঠ করিয়াছিলেন কি না, পুথিতে তাহার সংবাদ নাই। পুথি খানা সর্ব্বত্র প্রচারিত করা রাজার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু, উহা কার্য্যতঃ মুদ্রিত হইয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই। এই পুথিরচনার ভিত্তি কি ছিল, ভূমিকায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী গ্রন্থকারকে বলিয়াছিলেন, :—

'যোগিনীতন্ত্রে শিববংশীয় রাজাসকলের স্থূল প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা আকল্প পর্য্যন্ত প্রতি কলিযুগে হইতেছে ও ঃবেক বর্ত্তমান কলিযুগে ঐ তন্ত্রসম্মত যে সকল রাজা হইয়াছেন তাঁহাদের প্রস্তাবের যে সকল পুস্তক ছিল প্রায় লোপ হইয়াছে। এবং বৃদ্ধপারম্পর্য্যরূপে যে প্রকাশ ছিল যাঁহারা.........বর্ত্তা ছিলেন এইক্ষণ তাঁহারা অতীত হইয়াছেন। অনুমান হয় ইহার পর এ সকল প্রস্তাব লোপ হইবে। কাহার পর কে রাজা হইয়া কত দিবস রাজত্ব করিয়াছেন ও কতি সংখ্যক রাজা হইয়াছেন এবং শিবসন্তান কত পুরুষ এখনি অনেকে কহিতে পারেন না। তুমি মহারাজ নরনারায়ণের সভাস্থ সর্ব্ববেত্তা উপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব অনুসারে প্রাণনারায়ণ মহারাজার সময় কবিরত্ন যে রাজখণ্ড নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা এবং অপর রাজাদিগের প্রস্তাব মেছর (মার্শী) সাহেব এবং সারবিট (শোভে) সাহেবের বিচারসময় যে সংগ্রহ হইয়াছিল সকল জ্ঞাত আছ। আর মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সভাস্থ লোকের সহিতও তোমার এ সকল প্রস্তাব আলোচনা ছিল' ইত্যাদি।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কমিশনার মার্শী ও শোভের অনুসন্ধানকালে যে সমস্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, জয়নাথ ঘোষ তাহা অবগত ছিলেন, উদ্ধৃত ভূমিকায় এরূপ উক্তি রহিয়াছে। রাজপক্ষ এবং নাজীরের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতভেদ ছিল না, এ রূপ অনেক আবশ্যক প্রাচীন বৃত্তান্ত কমিশনারের রিপোর্টে মুদ্রিত রহিয়াছে। উক্ত রিপোর্ট ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে (১১৯৫ বঙ্গাব্দে) সম্পূর্ণ হইয়াছিল, এবং ইহার সাত বৎসর পরে জয়নাথ ঘোষ রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; তথাপি, রিপোর্টের লিখিত অনেক বৃত্তান্তই রাজোপাখ্যানে নাই।

---

* কোচবিহারের ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্তী কাগজে জয়নাথ ঘোষের উত্তরাধিকারী দীননাথ ঘোষ প্রভৃতির নামে 'বর্ম্মকিরী' বলিয়া ৮১৭ বিঘা লাখেরাজ ভূমির উল্লেখ আছে।

দরঙ্গের রাজা গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ, দূতপ্রেরণ করিয়া, রাজা বিজয়নারায়ণের নিকট হইতে 'দরঙ্গবংশাবলী' পুথি আনয়ন করিয়াছিলেন ; কিন্তু, সেই বংশাবলীর সহিত রাজোপাখ্যানের অনেক অনৈক্য আছে।

সরকার বনাম বিক্রমানন্দ চক্রবর্ত্তীর মোকদ্দমায় (১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৪৮৯ ও ৫২০ নং সেটল্‌মেণ্ট) রাজোপাখ্যানে লিখিত রাজবংশের কুর্শীনামার (বংশলতার) সত্যতার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইলে, তাৎকালিক দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত লিখিয়াছিলেন যে, "Joynath Munshi's book is not always quite correct" (জয়নাথ মুন্সীর পুস্তক সর্ব্বত্র শুদ্ধ নহে)। উক্ত মোকদ্দমায় প্রার্থিগণ বলিয়াছিলেন যে, সমসাময়িক মহারাণী বড় আইদেবতী, কুমার মুনীন্দ্রনারায়ণ, বাবু রতিদেব বখ্‌শী এবং বাবু চন্দ্রনাথ তরফদার উকিল,—ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট এক এক খণ্ড কুর্শীনামা আছে, তাহাদের সহিত জয়নাথ ঘোষের কুর্শীনামার ঐক্য নাই। রতিদেব বখ্‌শীর আত্মীয় দুর্গাদাস মজুমদারের লিখিত 'রাজবংশাবলী' নামক গ্রন্থ রতিদেবের পুত্রগণের নিকট এবং মহারাণী বৃন্দেশ্বরী বড় আইদেবতীর রচিত 'বেহারোদন্ত' গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; কিন্তু উক্ত দুই খণ্ড বংশাবলী রাজোপাখ্যানের তুলনায় ভ্রান্তিপূর্ণ। অন্য দুই খানা কুর্শীনামার কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পরমানন্দ তর্কালঙ্কারপ্রণীত (১২০৪ সন, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) বনপর্ব্বের ভণিতায় প্রদত্ত বংশলতা রাজোপাখ্যানের অনুরূপ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ গুড্‌লাড্ স্বকীয় মন্তব্যে কোচবিহাররাজবংশের একটি কুর্শীনামা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বের লিখিত কোনও কুর্শীনামা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই ; কিন্তু, এই কুর্শীনামাও রাজোপাখ্যানের তুলনায় ভ্রান্তিপূর্ণ।

জয়নাথ ঘোষ লিখিয়াছেন যে, রাজোপাখ্যান পুথি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে পাঠার্থ প্রদত্ত হইলে তিনি 'আমার পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীনরাজাদিগের কীর্ত্তিচন্দ্র কালরাহুকর্ত্তৃক প্রায় গ্রাসিত হইয়াছিল, তোমার অনুষ্ঠানে ঐ সকল লুপ্ত কীর্ত্তি পুনরায় চিরস্থায়ী হইল' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী জয়নাথ ঘোষকে বলিয়াছিলেন 'কাহার পরে কে রাজা হইয়া কত দিবস রাজত্ব করিয়াছেন ও কতিসংখ্যক রাজা হইয়াছেন এবং শিবসন্তান কত পুরুষ এখনি অনেকে বলিতে পারেন না'। এই সমস্ত অবস্থা এবং মন্তব্য হইতে অনুমিত হয় যে, কোচবিহাররাজবংশের প্রামাণিক বংশতালিকা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং জয়নাথ ঘোষ ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া 'রাজোপাখ্যান' রচনা করিয়াছিলেন। 'বৃদ্ধপারম্পর্য্য' উক্তির (জনশ্রুতির) উপরেও যে তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন, ভূমিকায় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কোচবিহারের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ রেভারেণ্ড্ মিঃ আর রবিন্‌সন রাজোপাখ্যানের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ব্যাপ্টিস্‌ট মিশনপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। উহা আকারে ডিমাই ৮ পেজী ২৪৪ পৃষ্ঠা।

অনুবাদিত পুস্তকের প্রচ্ছদপটে গ্রন্থকারের নাম 'যদুনাথ ঘোষ' লিখিত আছে এবং উপেক্ষার অযোগ্য এরূপ অনেক ভ্রমপ্রমাদও অনুবাদে রহিয়া গিয়াছে। এই ইংরাজী অনুবাদের অবলম্বনে কোচবিহারের ইতিহাসসম্পর্কে কতকগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে; তাহাদের কোনও কোনও গ্রন্থকার উক্ত অশুদ্ধ অনুবাদ স্বকীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া অশুদ্ধির মাত্রার অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছেন।

রাজোপাখ্যানের রচয়িতা জয়নাথ ঘোষ জাতিতে কায়স্থ এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার 'বানিয়াজুরী' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১২০২ সনে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ফারসী এবং বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জয়নাথকে নিজের মুন্সী (লেখক) নিযুক্ত করিয়া ছিলেন; পরে তাঁহাকে খালিশা মহালের সেরেস্তাদারের কর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ জয়নাথ ঘোষকে রাজসভার সেরেস্তাদারের কর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় তিনি তহশীলদারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কোচবিহারে জয়নাথের কর্ম্মকাল অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক ছিল; মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভের সময় (১২৫৪ সন) পর্য্যন্ত তিনি রাজকর্ম্ম করিতেছিলেন এবং ১২৬৫ বঙ্গাব্দে কাশীধামে পরলোকপ্রাপ্ত হন।

৪। সঙ্গীতশঙ্কর—

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের আদেশে 'জগতদুর্ল্লভ বিশ্বাস'-কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার পদ্যে উক্ত পুথি রচিত হইয়াছিল; কিন্তু, রচনার কাল পুথিতে লিখিত নাই। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের বিবরণ উক্ত পুথিতে লিখিত আছে; উহা সংক্ষেপে ১৫ পাতায় সমাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহার স্থানে স্থানে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ভণিতাযুক্ত সঙ্গীত আছে। গ্রন্থকার 'জগতদুর্ল্লভ বিশ্বাস' মুর্শিদাবাদ জেলার অধিবাসী, পিতার নাম ব্রজমোহন, বাসস্থান গঙ্গাতীরবর্ত্তী কালিকাপুর গ্রাম। আলোচ্য পুথি দুর্গাদাসের বিরচিত 'হরভক্তিতরঙ্গ' নামক পুথির সহিত এক পাটার ভিতরে বদ্ধ অবস্থায় কোচবিহারের মালকাছারীর মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। এই পুথির ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছু নাই, এবং অন্যান্য বংশাবলীর সহিত ইহার অনৈক্যও অনেক অধিক। পুথির পাটা রঙ্গীণ চিত্রে চিত্রিত; তাহাতে মহাদেব, হারিয়া মণ্ডল, হীরা এবং জীরা দেবী, বালক বিশু ও শিশু, মহারাজ নরনারায়ণ, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, হরেন্দ্র নারায়ণ এবং শিবেন্দ্রনারায়ণের রঙ্গীণ চিত্র আছে। নাম লিখিয়া চিত্রগুলি পরিচিত করা হইয়াছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ এবং শিবেন্দ্রনারায়ণের রঙ্গীণ চিত্র কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। কোচবিহারসাহিত্যসভা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের চিত্র মুদ্রিত করিয়া তাঁহার 'শ্যামাসঙ্গীতের' সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই চিত্রের সহিত পুথির পাটার অঙ্কিত চিত্রের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের উল্লিখিত দুই চিত্রের সাদৃশ্য সাধারণদৃষ্টিতে অনুভূত হয় না। অন্যান্য চিত্রগুলিকে কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

৫। হরভক্তিতরঙ্গ—

দুর্গাদাসকর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যে বিরচিত এবং ৭৩ পত্রে সমাপ্ত। পুথির শেষে মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেকবিবরণ (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুথিরও ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই।

ইহার অনেক স্থলের রচনা 'রাজবংশাবলী' নামক পুথির রচনার অনুরূপ, স্থানে স্থানে প্রায় ঐক্য আছে। 'রাজবংশাবলীর' গ্রন্থকার দুর্গাদাস মজুমদার এবং আলোচ্য পুথির রচয়িতা দুর্গাদাস অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গৃহীত হইলে, আলোচ্য পুথি অগ্রে রচিত হইয়াছিল এবং তাহাই পরে সংশোধিত হইয়া 'রাজবংশাবলী' নামে পরিচিত হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

৫ক। Major Jenkins' Report in 1849.—(মেজর জেন্‌কিন্সের রিপোর্ট, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে)

(Selections from the records of the Government of Bengal No. 5.)

মেজর ফ্রান্সিস্ জেন্‌কিন্স গবর্ণর জেনারেলের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তপ্রদেশের এজেন্ট ছিলেন। তিনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সিকিম, মোরঙ্গ এবং কোচবিহার সম্পর্কে যে রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন, তাহা গবর্ণমেন্টের আদেশে ১৮৫১ খৃঃ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার কোচবিহারসম্পর্কিত বিবরণ ১৯শ পৃষ্ঠায় আরব্ধ হইয়া ৫১ম পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ অতি সংক্ষেপে এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততরভাবে লিখিত হইয়াছে।

৬। মহারাজবংশাবলী—

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণী কামেশ্বরী দেবীর ('ডাঙ্গর আই'র) আজ্ঞায় কোচবিহারের অন্তর্গত গোবরাছড়া গ্রাম নিবাসী রিপুঞ্জয় দাস এবং বিদ্যারত্ন উপাধিধারী এক পণ্ডিত কর্ত্তৃক বাঙ্গালা গদ্যে বিরচিত। পুথিতে রচনার কাল লিখিত নাই। উহা মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের) পরে লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে রাজবংশের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও মহারাজ বিশ্বসিংহের ঊনবিংশতি পুত্রের নাম আছে, যাহা কোচবিহারে লিখিত আর কোনও বংশাবলীতে পাওয়া যায় নাই। জয়নাথ ঘোষবিরচিত রাজোপাখ্যানের সহিত উক্ত পুথির অনেক অনৈক্য আছে। জয়নাথ ঘোষ মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের আদেশে রাজোপাখ্যানের শেষভাগের কয়েক অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন এবং শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষীর আদেশে আলোচ্য বংশাবলী রচিত হইয়াছিল। অথচ, অবস্থা দেখিলে অনুমিত হয় যে, আলোচ্য পুথির লেখকদ্বয় রাজোপাখ্যান পাঠ করেন নাই, অথবা তাহার প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যেই উক্ত পুথি রচনা করিয়াছিলেন।

এই পুথিতে উক্তরূপ কতকগুলি বৃত্তান্ত লিখিত আছে, যাহা অন্য বংশাবলীতে নাই ; যথা,—"মহারাজ মল্লদেবকর্তৃক মল্লদেবীঅভিধানপ্রণয়ন", "মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণকর্তৃক কাশীধামে লোলার্ককুণ্ডের আবিষ্কার," এবং "মহারাজ প্রাণনারায়ণকর্তৃক কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা," ইত্যাদি।

৮। বেহারোদন্ত—

"শ্রীশ্রীবৃন্দেশ্বরী দেব্যা মহারাণীকৃত। স্থিত বেহার রাজ অন্তঃপুর সন ১২৬৬ বাঙ্গালা তারিখ ১৫ই ভাদ্র কাকিনীয়াস্থ শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে মুদ্রিত।" আকার ডিমাই আট পেজী ৫৫ পৃষ্ঠা। ১৩৩০ সনে কোচবিহারসাহিত্যসভা এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

গ্রন্থকর্ত্রী মহারাণী বৃন্দেশ্বরী (বড় আইদেবতী)ও মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের মহিষী ছিলেন ; তিনি উক্ত পুস্তকের ভণিতায় নিম্নলিখিতরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন :—

"পর্ব্বত জোয়ারে ঘর, রাজেন্দ্রনারায়ণবর,
ধনেশ্বর জিনি ধনপতি।
... ...
"তাহার নন্দিনী হই, জানিনাকো দুঃখ বই,
কারে কই কৈয়ে কিবা ফল (?)।
... ...
"শ্রী শ্রী কামেশ্বরী সহ, এ অভাগীর বিবাহ,
করে বেহারের ক্ষিতিকান্ত"। ১২—১৩ পৃষ্ঠা।

পর্ব্বত জোয়ার গোয়ালপাড়া (ধুবড়ী) জেলার উত্তরপশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই পুস্তকের বংশলতায় বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ আছে।

৯। রাজবংশাবলী—

দুর্গাদাস মজুমদারকর্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে বিরচিত এবং ১৭৬ পত্রে লিখিত ; ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, ৩৫৪ রাজশকে) পুথির রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সেই সময়ে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ এক বৎসরের শিশু ছিলেন এবং তিনি সবে মাত্র সিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য পুথিতে ইতিহাসবিরুদ্ধ অনেক উক্তি আছে ; তথাপি, ইহা রাজোপাখ্যানের পরেই কোচবিহার-রাজবংশাবলী বলিয়া ঐতিহাসিকসমাজে বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। রাজোপাখ্যানে বিবৃত হয় নাই এ রূপ অনেক বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিত আছে। দুর্গাদাস এই পুথিতে জয়নাথ ঘোষের অনুরূপ প্রত্যেক রাজার রাজ্যলাভের সময় রাজশকে লিখিয়াছেন ; "সময়-সংক্রান্ত আলোচনা" অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। এই পুথি কোচবিহারের শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দেব বখ্‌শীর নিকট রক্ষিত আছে।

দুর্গাদাস লিখিয়াছেন যে, শুক্লধ্বজ ৫৩ রাজশকে ১৪ জন কায়স্থকে পূর্ব্বদেশ* হইতে আনয়ন করিয়া ভূমিদানপূর্ব্বক কোচবিহারে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের এক জনের বংশধর—

"চৌদ্দ জন নিজ দাস তের জন বংশ নাশ
দুর্গাদাস আমি মাত্র আছি।
বৃত্তিখানি যে বা ছিল প্রায় নদী ভাঙ্গি নিল
অন্নচিন্তা প্রাণে নাহি বাচি॥ ৫৬ পত্র।

* * * *

"শিবের সন্তান সে শঙ্কর নাম তার।
শঙ্করের সুত নাম ধরে মনোহর॥
মনোহরসুত আমি দুর্গাদাস মূঢ়।
চৌদ্দ জন মধ্যে অবশিষ্ট কুলাঙ্গার" ॥ ৬৫ পত্র।

বঙ্গাব্দ ১২৯৮ সনে, আনুমানিক ৭৫ বৎসর বয়সে, দুর্গাদাসের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কোনও বংশধর বিদ্যমান নাই; সুতরাং শুক্লধ্বজকর্ত্তৃক আনীত কায়স্থগণের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

১০। বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা—

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে "কোচবিহারের ইতিহাস" নামক একটি প্রবন্ধ "কোচবিহার হিতৈষিণী সভায়" পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সভার এক জন সদস্য ছিলেন। উক্ত প্রবন্ধ ভ্রমপ্রযুক্ত "রামচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আনন্দচন্দ্র রাজোপাখ্যানের রচয়িতা মুন্সী জয়নাথ ঘোষের ঔরসপুত্র এবং তাঁহার অগ্রজ গোপীনাথ ঘোষের দত্তকপুত্র ছিলেন। আনন্দচন্দ্র কোচবিহারের কমিশনার অফিসের সেরেস্তাদারের কর্ম্ম করিতেন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানের কর্ম্মভার কয়েক মাসের জন্য তাঁহার উপরে ন্যস্ত ছিল।

---

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অনুমানমতে এখানে 'পূর্ব্বদেশ' বলিতে শ্রীহট্ট বুঝাইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে:—

"বরবক্রো মহাতীর্থঃ পূর্ব্বদেশসমুদ্ভবঃ।"

বরবক্রমাহাত্ম্যম্।

বরবক্র নদ এক্ষণে 'বরাক' নামে পরিচিত এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রবাহিত। শুক্লধ্বজ ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে (৫৩ রাজশকে) শ্রীহট্ট বিজয় করিয়াছিলেন। মহারাজ রূপনারায়ণের প্রদত্ত ২০১ রাজশকের এক তাম্রফলকে শুক্লধ্বজ-কর্ত্তৃক 'কামরূপ' হইতে ১৪ ঘর কায়স্থ আনয়নের এবং মহারাজ নরনারায়ণকর্ত্তৃক ৫৩ রাজশকে তাঁহাদিগকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে শ্রীহট্ট অঞ্চল কামরূপ দেশের অন্তর্গত ছিল।

উক্ত প্রবন্ধ (কতিপয় অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত) রাজকীয় ব্যয়ে ১৭৮৭ শকে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার এক খণ্ড রায় চৌধুরী সতীশচন্দ্র মুস্তোফীর নিকট ছিল। এই প্রবন্ধ ডিমাই ৮ পেজী আকারের ২৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত; তাহাতে রাজ্যের সীমা, 'কোচবিহার' নামের উৎপত্তি, দেশের ভৌগোলিক অবস্থা, ভূমিজাত দ্রব্যের বিবরণ, রাজধানীর এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের বৃত্তান্ত এবং রাজবংশাবলী পৃথক্ পৃথক্ সংক্ষিপ্ত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার ইতিহাসরচনার পথ কোচবিহারে সম্ভবতঃ আনন্দচন্দ্র রায়ই সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবন্ধে 'রাজোপাখ্যানের' বংশাবলীই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে; তাহার অধিক বিশেষ কিছু নাই। লেখকের রচনা তাঁহার পিতার রচনার অনুরূপ এবং তাহাতে স্বাধীন সমালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১। One authoritative paper on the early History of Kuch Behar; which, unsigned and undated, is published as Appendix B in "Selections from unpublished records of Government of Bengal." Edited by Rev J. Long (Calcutta, 1869).

এই পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

১২। Completion Settlement Report.

মিঃ ডবলিউ এ. ও. বেকেট উক্ত রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মিঃ বেকেট ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের এসিস্‌টাণ্ট কমিশনার হইয়া আগমন করেন; পরে সেটেল্‌মেণ্ট্ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় উক্ত রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহা কোচবিহাররাজ্যের প্রথম সেটলমেণ্টসম্পর্কে লিখিত এবং উহাতে রাজ্যের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। রিপোর্টের ঐতিহাসিক অংশ রাজোপাখ্যান এবং মেজর জেন্‌কিন্সের রিপোর্ট অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছিল। আলোচ্য রিপোর্ট রাজকীয় কাগজ পত্রের মধ্যে এবং ষ্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। রয়েল ফোলিও তিন পৃষ্ঠায় 'বংশাবলী' সমাপ্ত হইয়াছে।

১৩। Account of the Cooch Behar State.

উহা কাপ্তান টি. এইচ. লিউইনকর্ত্তৃক ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তক পাওয়া যায় নাই, সুতরাং নামপ্রকাশ ব্যতীত উক্ত পুস্তকসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিবার উপায় নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে 'কোচবিহারের ইতিহাস' রচনাকালে, উহার লেখক ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ইতিহাস রচনাকালেও (১৭ সংখ্যক পুস্তক, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ) উহা বিদ্যমান ছিল (p. 225); কিন্তু, উহার ভূমিকায় রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর উহাকে দুষ্প্রাপ্য (out of print) বলিয়াছেন।

১৪। কোচবিহারের ইতিহাস—

কোচবিহারের শিক্ষাবিভাগের সব-ডিপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার ষ্টেটপ্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তক সর্ব্বসাধারণের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তাঁহার রচিত 'কোচবিহারের বিবরণ'* পাঠ করিয়া তাৎকালিক দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর গ্রন্থকারকে কোচবিহারের এক খানা সুশৃঙ্খলিত ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করায় তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'এ দেশীয় অনেক লোক' পুস্তকের লিখিত কোনও কোনও বিষয়সম্বন্ধে আপত্তি করায় 'শ্রীযুক্ত কুমার গোবিন্দনারায়ণ সাহেবের অভিপ্রায়মত' আপত্তিকৃত বৃত্তান্ত পরিহার করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিমাই ৮ পেজী ১৭০ পৃষ্ঠায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৫। কোচবিহাররাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের ফৌজদারী আহেল্‌কার (ম্যাজিষ্ট্রেট্) যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উক্ত পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেকের উপলক্ষে উহা লিখিত এবং কোচবিহার ষ্টেটপ্রেসে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। পুস্তক খানি রয়েল ১৬ পেজী আকারের ৭৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তাহার দুই খণ্ড মাত্র রাজকীয় পুস্তকাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, নদনদী, অধিবাসী, জলবায়ু, জীবজন্তু এবং শিল্পবাণিজ্যের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণতঃ 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থের অনুসরণে এই পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশ সঙ্কলিত হইয়াছিল, অতিরিক্ত সংগ্রহ বিশেষ কিছু নাই।

১৬। দামোদরচরিতামৃতের ভূমিকা—(অপ্রকাশিত)

গোবিন্দদেব গোস্বামীর বিরচিত। রাম রায়বিরচিত 'দামোদরচরিতামৃত' মুদ্রণের অভিপ্রায়ে লেখক তাহার এক খণ্ড হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়া ১৮১৭ শকের (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের) ২০শে শ্রাবণ তারিখে কোচবিহারের দেওয়ান রায় বাহাদুর কালিকাদাস দত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত হস্তলিপির সঙ্গে তাঁহার স্বরচিত ২২ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা সংযুক্ত ছিল এবং তাহাতে কোচবিহারের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং প্রত্যেক রাজার রাজ্যারম্ভের শকাব্দ প্রদত্ত হইয়াছিল; 'সময়সংক্রান্ত আলোচনা' অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। উল্লিখিত 'দামোদরচরিতামৃত' অথবা তাহার ভূমিকা মুদ্রিত হয় নাই। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের মালকাছারীর মহাফেজখানায় উক্ত হস্তলিপি রক্ষিত ছিল।

---

* ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যার্থিগণের প্রয়োজনে 'কোচবিহারের বিবরণ' মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উহা ডিমাই ১২ পেজী আকারের ২৩ পৃষ্ঠা ছিল। কোচবিহারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৯২২ খৃষ্টাব্দ) এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় (১৯২৮ খৃষ্টাব্দ) উল্লিখিত প্রয়োজনে এক এক খণ্ড পুস্তিকা রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন।

১৭। The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement—

উক্ত পুস্তক 'কোচবিহার সেটল্‌মেণ্ট্‌ রিপোর্ট' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক সেটল্‌মেণ্ট নায়েব আহেল্‌কার (এসিষ্টাণ্ট সেট্‌লমেণ্ট অফিসার) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি. এল. কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় সঙ্কলিত এবং কোচবিহার ষ্টেটপ্রেসে মুদ্রিত; রয়েল আট পেজী ১০৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রাজসরকারের প্রয়োজনে উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং বেসরকারী কোনও কোনও ব্যক্তিকেও উহা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার রাজসরকার হইতে পুরস্কারস্বরূপ দুই সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকগুলি আবশ্যক চিত্র এবং ম্যাপ প্রদান করায় উহা উপযোগী এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সমসাময়িক দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি. আই. ই. উহার ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ব্যতীত অতিরিক্ত কোনও বিবরণ নাই। মূল পুস্তকের ঐতিহাসিক অংশ সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহার নূতন সংগ্রহে কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ আছে।

১৮। The Re-Settlement of the Town of Cooch Behar—

কোচবিহাররাজধানীর পুনর্ব্বার বন্দোবস্তের বিবরণী পুস্তক। নায়েব আহেল্‌কার প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল. কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় সঙ্কলিত এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় ব্যয়ে ষ্টেটপ্রেসে মুদ্রিত; আকার রয়েল ৮ পেজী এবং ইহার ঐতিহাসিক অংশ ১০ পৃষ্ঠা মাত্র। মুন্সী জয়নাথ ঘোষের পুস্তকে কোচবিহাররাজ্যের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজধানীগুলির যে সমস্ত নাম আছে, গ্রন্থকার তাহাদের স্থাননির্ণয়ের চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তে বহু ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯। চাকলাজাত মোকদ্দমার ফয়সালার নকল—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের অধীনতায় ফকিরচান্দ ও হরিনারায়ণ বোদার, দেবীপ্রসাদ পাটগ্রামের এবং আলীমোহাম্মদ পূর্ব্বভাগ চাকলার চৌধুরীর, অর্থাৎ করসংগ্রাহকের, কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা চাকলা তিনটি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে কোচবিহারের মহারাজ এবং নাজীরের বিপক্ষে রঙ্গপুরে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহা সেই মোকদ্দমার ফয়সালা (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ)।

উল্লিখিত মোকদ্দমার ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত তিনটি চাকলা বাদশাহের রাজ্যাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। চাকলা তিনটির উপর মোগলের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার এবং সে গুলিকে নাজীরের নামে রাজাকে ইজারা প্রদান করিবার বিবরণ উল্লিখিত ফয়সালার নকলে লিপিবদ্ধ আছে। মোকদ্দমার সময়ে (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে) কাননগু দফতরে রক্ষিত এক খণ্ড পুরাতন কাগজে লিখিত

বিষয়ের অবলম্বনে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত ফয়সালায় অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল, ফয়সালায় এরূপ লিখিত আছে। কোচবিহারের ইতিহাসের এই অংশ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কমিশনার মার্শী ও শোভের অনুসন্ধানকালে উক্ত মোকদ্দমার ফয়সালার এক খণ্ড নকল রাজপক্ষ হইতে দাখিল হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে দস্তখত ও মোহরযুক্ত না থাকায় কমিশনারেরা গ্রহণ করেন নাই।

রাজসভায় রক্ষিত প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে উক্ত মোকদ্দমার ফয়সালার জীর্ণপ্রায় এক খণ্ড নকল পাওয়া গিয়াছে (১৯২০ খৃষ্টাব্দ), তাহাতেও দস্তখত নাই। এই নকল এবং প্রথমোক্ত নকল এক এবং অভিন্ন, কিংবা শেষোক্ত নকল প্রথমোক্তের প্রতিলিপি, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। মিঃ গ্লেজিয়ারের লিখিত রঙ্গপুরের রিপোর্টে এবং কমিশনার মার্শী ও শোভের সংগৃহীত বিবরণে বাদশাহকর্তৃক চাকলা তিনটির অধিকারের বিবরণ যাহা যাহা মুদ্রিত আছে, তাহাদের সহিত আলোচ্য ফয়সালার বর্ণিত বৃত্তান্তের প্রায় ঐক্য রহিয়াছে। অধিকন্তু, উক্ত নকলে অনেক অতিরিক্ত বিবরণও লিখিত আছে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত বিষয়ের শুদ্ধতা পরীক্ষা করিবার উপায় নাই। কয়েকস্থলে যে সমস্ত অনৈক্য আছে, সে গুলি লিপিকরপ্রমাদ-জনিতও হইতে পারে। যে সমস্ত জলুসী এবং বাঙ্গালা সন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সহিত ইতিহাসের অনেক স্থলেই ঐক্য আছে।

২০। Mercer and Chauvet's Report*—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোচবিহারের ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের সহিত (অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে) রাজগুরু সর্বানন্দ গোস্বামীর যে বিবাদ হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত কমিশনার মসিয়েঁ মার্শী ও শোভে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ)। কমিশনারের নিকট উভয় পক্ষ আপন আপন বক্তব্য ব্যতীত যে সকল আবশ্যক দলিল, কুর্শিনামা এবং বাচনিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেইগুলির ইংরেজী অনুবাদ, কমিশনারের মন্তব্য এবং গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। কোচবিহারের রাজসরকার তাহাদের নকল আনয়নপূর্ব্বক ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার ষ্টেটপ্রেসে মুদ্রিত করিয়াছেন, উহা রয়েল ৪ পেজী আকারের ২০৫ পৃষ্ঠা, সূচিপত্র ৮ পৃষ্ঠা। এই পুস্তকের লিখিত নাম 'Cooch Behar Select Records in 1788, Vol. II.' (কোচবিহার সিলেক্ট রেকর্ডস্, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ); এবং উহা লোকমুখে 'মার্শী ও শোভের রিপোর্ট' বলিয়া পরিচিত। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; কিন্তু, যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নামতঃ দ্বিতীয় খণ্ড

---

* Messieurs Lawrence Mercer and John Lewis Chauvet's Report.

হইলেও, কথিত অনুসন্ধানব্যাপারের সম্পূর্ণ রিপোর্ট ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। নাজীরের বিরুদ্ধে রাজার লিখিত (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বরে প্রাপ্ত) অভিযোগপত্র, কমিশনারের লিখিত ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বরের রিপোর্ট এবং বোর্ডের ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মের মন্তব্য উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত রহিয়াছে।

কমিশনারের অনুসন্ধানকালে এক পক্ষের প্রদত্ত দলিল এবং বাচনিক প্রমাণ অপরপক্ষ অনেকস্থলে স্বীকার করেন নাই; তথাপি, অনেক নিরপেক্ষ উক্তি উক্ত রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময়ের ঘটনা প্রত্যক্ষকারী লোকের উক্তি রিপোর্টে মুদ্রিত আছে এবং উহাতে এমন কতকগুলি বিবরণ আছে, যাহা অন্য কোনও বংশাবলী পুঁথিতে নাই। কর্ণেল হটনের মন্তব্যেও উক্ত রিপোর্টের উল্লেখ আছে। এই ইতিহাস সঙ্কলনের সময়ে উক্ত রিপোর্টের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু সংবাদগুলি যাচাই করার সময়ে উহা আর পাওয়া যায় নাই। উক্ত রিপোর্টের আর একটি সংস্করণ একই বৎসরে কোচবিহার ষ্টেটপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার এক খণ্ড মহারাজের নিজের আফিসে এবং এক খণ্ড রাজসভার কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। ইহা ডবল ফুলস্ক্যাপ ৪ পেজী আকারের ১৯০ পৃষ্ঠা এবং তদন্তের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া কমিশনারের রিপোর্ট পর্য্যন্ত বৃত্তান্তগুলি তাহাতে মুদ্রিত আছে। অভিযোগপত্র, বোর্ডের মন্তব্য এবং সূচিপত্র শেষোক্ত সংস্করণের অন্তর্গত হয় নাই; ইহা প্রথম কি দ্বিতীয় খণ্ড, তাহারও উল্লেখ নাই।

২১। Cooch Behar Select Records—

'কোচবিহার সিলেক্ট রেকর্ডস্' নামে ইংরাজী ভাষায় আরও দুই খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত হইয়া রাজসভার মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। প্রথম খণ্ড ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার ষ্টেটপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে। কোচবিহারের রাজা, কমিশনার, পলিটিকাল এজেন্ট এবং গবর্ণমেন্টের মধ্যে, ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল, কোচবিহার রাজসরকার তাহাদের অধিকাংশের নকল গবর্ণমেন্ট্ দফ্তর হইতে আনয়নপূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী নকলগুলি বিংশতি খণ্ডে এবং বাঙ্গালা নকলগুলি তিন খণ্ডে বাঁধাই হইয়া রক্ষিত আছে। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ইংরেজী পত্রগুলির নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, এবং তাহাই উল্লিখিত দুই খণ্ডে 'কোচবিহার সিলেক্ট রেকর্ডস' নামে ডবল ফুলস্ক্যাপ ৪ পেজী আকারে মুদ্রিত এবং রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ৩৫৯ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ২৭৯ পৃষ্ঠা আছে। উক্ত পত্রাবলীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অনেক ঐতিহাসিক সংবাদ সংগৃহীত আছে।

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ মহোদয় কোচবিহারসংক্রান্ত আরও কতকগুলি প্রাচীন ইংরেজী পত্রের নকল গবর্ণমেন্ট্ দফ্তর হইতে আনয়ন করিয়াছেন (১৯২২

খৃষ্টাব্দ)। কোচবিহাররাজের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরের অনেক সংবাদ এই সমস্ত নকলে লিখিত আছে। 'সিলেক্ট রেকর্ডে' নাই, এ রূপ বৃত্তান্তও এই সমস্ত নকলে পাওয়া গিয়াছে।

২২। বাহরিস্তানে ঘায়বী—

বাঙ্গালা এবং ওড়িশা দেশের, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের, ইতিহাস এবং ইহা মির্জ্জা নাথান আলাউদ্দিন ইস্পাহানী সেতাব খাঁকর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় বিরচিত।* গ্রন্থকারের পিতা মালেক আলী এহতেমাম খাঁ বাদশাহের অধীনতায় বাঙ্গালার এক সেনাপতি ছিলেন। সুবাদার এসলাম খাঁ, কাশেম খাঁ এবং ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে (১৬০৮ হইতে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দ) কামতা এবং কামরূপরাজ্যে যে সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছিল তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে এবং গ্রন্থকার স্বয়ং জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষস্বরূপ সেই সকল যুদ্ধের অনেকগুলিতেই লিপ্ত ছিলেন। উক্ত সময়ে কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই গ্রন্থের লিখিত বিবরণগুলির সহিত 'বাদশাহনামা' এবং 'পুরণি অসম বুরঞ্জী' পুস্তকের লিখিত বিষয়ের বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই।

গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত মূল 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' কেতাবখানি এক্ষণে পারী নগরের পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। উহা ৬৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে এবং উহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২১ পংক্তি লিখিত আছে। ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সার যদুনাথ সরকার এম. এ., সি. আই. ই. উক্ত গ্রন্থের এক এক খণ্ড প্রতিলিপি (Rotograph) আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত প্রতিলিপি হইতে সার যদুনাথ যে হস্তলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, তদবলম্বনে এই সংবাদ প্রদত্ত হইল।

২৩। রুদ্রসিংহের বুরঞ্জী—

আসামের আহোম রাজগণের রাজত্বকালে অনেকগুলি বুরঞ্জী (ইতিহাস) পুথি সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালেও কয়েক খানা বুরঞ্জী আধুনিক নিয়মে সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে এবং আসাম গবর্ণমেন্ট্ কয়েক খণ্ড প্রাচীন বুরঞ্জীও যথাযথ মুদ্রিত করিয়াছেন। সার এড্ওয়ার্ড গেইট্ তাঁহার 'হিস্টরী অফ্ আসাম' পুস্তকে আসাম বুরঞ্জীগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আসাম গবর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যালয়ে এক খণ্ড হস্তলিখিত বুরঞ্জী ছিল (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে); তাহা '১৬৩৪ শকত (১৭১২ খৃষ্টাব্দ) শ্রীশ্রী রুদ্রসিংহ ৺দেবে পুথি

---

* 'সেতাব খাঁ' গ্রন্থকারের বাদশাহদত্ত উপাধি। 'পুরণি অসমবুরঞ্জী' (৯২ পৃষ্ঠা) এবং 'ফুকনড্ চুনলাইর বুরঞ্জী'তে (*p 586*) সমসাময়িক এক মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের নাম "মির্জা নাথান" বা 'নাথান' পাওয়া যায়।

পুথির 'গৌহাটীর ক্ষেত্র শর্ম্মাত লিখা কথা' (১৬৩৩ শকাব্দে শ্রীশ্রী রুদ্রসিংহ দেবের আদেশে গৌহাটীর ক্ষেত্র শর্ম্মাকর্ত্তৃক লিখিত)। এই পুথিকেই 'রুদ্রসিংহের বুরঞ্জী' নামে পরিচিত করা হইল। বিশ্বসিংহের পূর্ব্ববর্তী কামতেশ্বরগণের বিবরণ এবং আহোম রাজগণের সমসাময়িক কোচবিহারের কতিপয় রাজার সংবাদ এই পুথিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

২৪। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী—

দরঙ্গের রাজা সমুদ্রনারায়ণের আদেশে অসমীয়া ভাষায় পদ্যে বিরচিত এবং 'সাঁচিপাতে' লিখিত। গ্রন্থকারের নাম বালদেব, উপাধি সূর্য্যখরী দৈবজ্ঞ; পুথির রচনাকাল আনুমানিক ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ। পুথির প্রথম ভাগে ৬ষ্ঠ পত্র পর্য্যন্ত পরশুরামকর্ত্তৃক পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইবার বৃত্তান্ত এবং বিশ্বসিংহবংশের পূর্ব্বসংবাদ লিখিত আছে, এবং উহাতে কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ববিবরণ পর্য্যন্ত (১০০ পত্রে) আছে। পরীক্ষিৎনারায়ণের ভ্রাতা বলি-নারায়ণের আসামযাত্রার বিবরণ পুথির সর্ব্ব শেষরচনা। পুথির অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে 'শিববংশাবলী' এবং 'রাজবংশাবলী' বলিয়া পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং অধিকাংশ পত্রের নিম্নভাগে পুথির বর্ণিত বিষয় রঞ্জিত চিত্রের সাহায্যে প্রকটিত করা হইয়াছে। বিশ্বসিংহ এবং হীরা দেবী প্রভৃতির যে সকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, সেগুলি কাল্পনিক বলিয়াই অনুমিত হয়।

উক্ত পুথি দরঙ্গ হইতে আসাম প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যালয়ে আনীত হইয়াছিল। দরঙ্গরাজ লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট প্রাপ্ত হওয়ায় সার এড্ওয়ার্ড গেইট্ উহাকে 'লক্ষ্মীনারায়ণের বংশাবলী' নামে পরিচিত করিয়াছেন। পুথির কোনও বিশেষ নাম না থাকিলে, গ্রন্থকারের, অথবা যাঁহার আদেশে উহা রচিত হয় তাঁহার, নামে পুথির পরিচয় প্রদান করা উচিত। এই নিয়মে আলোচ্য পুথিকে 'সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী' নামে পরিচিত করা গেল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই পুথি আসামের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যালয়ে রক্ষিত ছিল এবং আসাম গবর্ণমেণ্ট ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উহাকেই 'দরঙ্গ বংশাবলী' নামে মুদ্রিত করিয়াছেন।

২৫। রাজবংশাবলী (খড়্গনারায়ণের বংশাবলী)—

১৭২২ শকে (১৮০০ খৃষ্টাব্দে) দরঙ্গের কুমার খড়্গনারায়ণের আদেশে রতিকান্ত-কর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষায় পদ্যে বিরচিত। উক্ত পুথির এক খণ্ড নকল গৌহাটী নগরে আসাম প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কার্য্যালয়ে রক্ষিত ছিল (১৯১৫ খৃষ্টাব্দ)। উক্ত পুথি ডবল ফুলস্ক্যাপ ৪ পেজী আকারের ৮২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ৬৩তম পৃষ্ঠায় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বৃত্তান্ত সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী কোচবিহাররাজগণের বিবরণ এই পুথিতে নাই। ১ম হইতে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কামরূপে নরকাসুরের রাজত্ববিবরণ, বারভূঁইয়ার বিবরণ এবং বিশ্বসিংহের বংশপরিচয় বর্ণিত হইয়াছে। সার এডওয়ার্ড গেইটের কোনও পুস্তকে এই বংশাবলীর উল্লেখ নাই।

২৬। কামরূপবংশাবলী—

অসমীয়া ভাষায় পদ্যে সাঁচিপাতে লিখিত। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গৌহাটী নগরের চকুবাড়ী পল্লীর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা অধিকারীর নিকট উক্ত পুথি রক্ষিত ছিল। মহারাজ বিশ্বসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কামরূপরাজগণের বৃত্তান্ত ঐ গ্রন্থে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। মহারাজ লক্ষ্মী-নারায়ণের পরবর্ত্তী রাজগণের বিবরণ উহাতে নাই। পুথিখানা অসম্পূর্ণ, সুশৃঙ্খলও নহে। ১৮শ হইতে ৫৮তম পত্র পুথিতে আছে; তন্মধ্যে ৫৪ম হইতে ৫৮ম পত্রে (যথাযথ নকল না হইলেও) একই বৃত্তান্তের পুনরুক্তি মাত্র আছে। পুথির রচনার সময় কোথায়ও লিখিত নাই, কিন্তু লেখা এবং পাতাগুলির অবস্থা দেখিয়া পুথিখানাকে প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। পুথিতে গ্রন্থকারের নাম কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আসাম গবর্ণমেন্ট 'কামরূপর বুরঞ্জী' নামে যে পুথি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার সহিত অনেক স্থলে ইহার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

২৭। শিববংশাবলী বা বিজনীবংশাবলী—

গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিজনীর রাজা বলিতনারায়ণের আদেশে বিরূপাক্ষ ন্যায়-বাগীশকর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষায় পদ্যে বিরচিত। বিরূপাক্ষ বিজনীর অন্তর্গত হাবড়াঘাট পরগণার হাদীগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। বাদী ললিতনারায়ণ কুঁওর, বিবাদী রাণী অভয়েশ্বরী দেবীর মোকদ্দমায়* প্রমাণস্বরূপ এই বংশাবলী দাখিল হইয়াছিল এবং বাদিপক্ষ উহা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সমগ্র বংশাবলী ডবল ফুলস্কেপ ৪ পেজী আকারের কাগজে দুই স্তম্ভে ছয় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, এবং তাহার মূল হস্তলিপি বিজনীতে আছে। পুথিতে রচনার সময় লিখিত নাই (রাজা বলিতনারায়ণ বঙ্গাব্দ ১২০১ হইতে ১২৩৬ পর্য্যন্ত বিজনীর রাজা ছিলেন)। উল্লিখিত মোকদ্দমার পক্ষগণ আরও কয়েক খণ্ড কুর্শীনামা দাখিল করিয়াছিলেন। ১২৪৫ সনের ২৫ শ্রাবণের লিখিত এক খণ্ড মন্তব্য পত্র উক্ত মোকদ্দমায় নথীভুক্ত হইয়াছিল; তাহাতে লিখিত আছে যে, উত্তর 'বিশ্বসিংহ মোকামে' মহারাজ বিশ্বসিংহের জন্ম হইয়াছিল এবং তথায় তাঁহার 'রাজতক্ত' স্থাপিত ছিল।†

২৮। গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী—

দরঙ্গের রাজা জগৎনারায়ণের পুত্র গন্ধর্ব্বনারায়ণের আদেশে অসমীয়া ভাষায় পদ্যে বিরচিত। গ্রন্থকারের নাম সূর্য্যদেব সিদ্ধান্তবাগীশ, বাসস্থান মঙ্গলদই। গ্রন্থকার গন্ধর্ব্ব-নারায়ণের গুরু ছিলেন এবং তিনি আপনাকে মহারাজ নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত পীতাম্বর

---

* জেলা ২৪ পরগণার প্রথম সবজজ আদালতের ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১০০ নং মামলার মোকদ্দমা।

† গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত সিদলীর প্রায় ৩২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং ভুটান রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে 'কিল্লা বিশ্বসিংহ' বা 'কিল্লা বিবেলসিংহের' ধ্বংসাবশেষ এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। পুথির রচনাকাল কোথায়ও লিখিত নাই। গন্ধর্ব্বনারায়ণ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, সুতরাং পুথি খানা প্রায় ঐ সময়েই রচিত হইয়াছিল। পুথির প্রথম ভাগে লিখিত আছে,—

'মহন্তর বংশবুলি অতি মান্য করে, দরঙ্গের নরপতি সদায় আদরে।
আমি এক বংশাবলী আছহো করিয়া, বিজয়নারাণে আছে বেহারক দিয়া।
বেহার নগরে রাজা হরিন্দ্রনারায়ণ, দূত পাঠি নিয়াই আছে বংশাবলী খান।
আরও এক বংশাবলী পাছতো নির্ম্মিলো, ছাহেবক দিবে রাজা বিজয়ক দিলো।
ই সব কথাক তুমি জানহ আপনি, যথা জ্ঞানে বিরচিব বংশাবলী খানি'।

উদ্ধৃত বাক্য হইতে জানা যায় যে, ক্রমান্বয়ে দুই খানা বংশাবলী লিখিত এবং হস্তান্তরিত হইবার পরে আলোচ্য পুথি রচিত হইয়াছে। ইহাতে 'বেহার নগরে রাজা হরিন্দ্রনারায়ণ' কর্ত্তৃক এক খণ্ড বংশাবলী আনয়নের উল্লেখ রহিয়াছে। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ উক্ত সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারী জয়নাথ ঘোষ হাজো ও কামাখ্যা গমন করিয়াছিলেন। জয়নাথ ঘোষ 'রাজোপাখ্যান' রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আলোচ্য পুথির লিখিত অনেক বিবরণ রাজোপাখ্যানে নাই।

এই পুথি দরঙ্গরাজবংশধরগণের নিকট হইতে আনীত হইয়া আসাম কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কার্য্যালয়ে রক্ষিত ছিল (১৯১৫ খৃষ্টাব্দ)। সার এড্ওয়ার্ড গেইট্ রাজা গন্ধর্ব্ব-নারায়ণের পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধনারায়ণের নামে এই পুথির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কারণে ইহা গন্ধর্ব্বনারায়ণের নামে পরিচিত করা হইল।

সার এড্ওয়ার্ড গেইট্ তাঁহার 'হিস্টরী অফ্ আসাম' পুস্তকের রচনাকালে যে গন্ধর্ব্বনারায়ণ এবং সমুদ্রনারায়ণের (প্রসিদ্ধনারায়ণ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের) বংশাবলীর ইংরেজী অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং তিনি তাহা হইতে কোচরাজবংশের অনেক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত বাক্য হইতে উপলব্ধ হয়, যথা,—

'I caused a translation to be prepared of the Bangshabali, or family history, of the Darrang Rajas, which contains a great deal of information regarding the Koch dynasty" (*p iii*) কোচবিহারে লিখিত বংশাবলীগুলির অপেক্ষা দরঙ্গবংশাবলীগুলি অধিকতর প্রাচীন, প্রামাণ্য এবং তাহাদের মধ্যে অনেক অধিকতর বিবরণ লিখিত আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তাহাদের সমস্ত উক্তি ইতিহাসসম্মত নহে, এবং স্থানে স্থানে অত্যুক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়।

২৯। বিজনীরাজবংশ—

ভগিনীপ্রসাদ সেনবিরচিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গোয়ালপাড়ার হিতসাধনীপ্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

৩০। An Account of Assam—

এই পুস্তকের ইংরেজী হস্তলিপি ডাঃ জন পিটার ওয়েড্ কর্তৃক ১৭৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছিল। ডাঃ ওয়েড্ সেই সময়ে আসামে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যদলের অনৈক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি উল্লিখিত হস্তলিপি লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল কার্কপ্যাট্রিকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং উহা এত কাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। শিবসাগরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত বেনুধর শর্ম্মা সম্প্রতি (১৯২৭ খৃষ্টাব্দে) উহা সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা ডিমাই আট পেজী আকারের ৩১০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে; এই পুস্তকে গ্রন্থকারের লিখিত আসামের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত (৩৪ পৃষ্ঠা) এবং দীর্ঘ সূচীপত্র আছে।

বিশ্বসিংহবংশের রাজত্ববিবরণ এই পুস্তকের ১৮৪তম হইতে ২৪৬তম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে; কিন্তু, তাহাতে কোচবিহাররাজবংশের সংবাদ অধিক নাই। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্ববিবরণ পর্য্যন্ত এই পুস্তকের অন্তর্গত আছে। দরঙ্গের বংশাবলী পুথিগুলির অপেক্ষা এই পুথি প্রাচীনতর এবং তাহাদের সহিত এই পুস্তকের বর্ণিত বৃত্তান্তের বিশেষ কোনও অনৈক্য নাই। যে সমস্ত ইতিহাসবিরুদ্ধ উক্তি আছে, তদ্দ্বারা বিষয়ের মৌলিকত্বের হ্রাস হয় নাই।

৩১। The Koch Kings of Kamarupa—

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ই. এ. (পরে সার) গেইট্ উক্ত নামে ইংরেজী ভাষায় একটী প্রবন্ধ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন (*Vol. LXII. Part I. No. 4*) এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উহা পুস্তকাকারে শিলং সেক্রেটারীয়েট প্রেসে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক রয়েল আট পেজী আকারের ৫৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে মহারাজ বিশ্বসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কামরূপরাজগণের বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে। তন্ত্র, পুরাণ, স্থানীয় বংশাবলী পুথি, আসাম বুরঞ্জী এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থমালাদির অবলম্বনে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছিল। মহারাজ বিশ্বসিংহ ও তাঁহার বংশধরগণের (কোচবিহার, বিজনী এবং দরঙ্গ রাজগণের) বৃত্তান্তও এই পুস্তকে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। কোচবিহারসম্পর্কে মহারাজ নরনারায়ণের পরবর্ত্তী বিবরণ ইহাতে নাই। এই পুস্তকের সমগ্র বিবরণ পরে 'হিস্টরী অফ্ আসাম' পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং উক্ত অধ্যায় ডিমাই আট পেজী আকারের ২২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ)। গ্রন্থকার 'হিস্টরী অফ্ আসামে'র উক্ত অংশের রচনাকালে দরঙ্গবংশাবলী পুথিগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছিলেন।

ENGLISH BOOKS AND JOURNALS, ETC.

	NAMES OF BOOKS, JOURNALS, ETC.	NAMES OF AUTHORS, EDITORS, ETC.
1.	Ain-i-Akbari, Vol. I (Translated) ...	H. Blochman.
2.	Do Do Do II, III. Do ...	Colonel H. S. Jarrett.
3.	Aitchision's Treaties.	Aitchision.
4.	Akbarnama, Translated ...	H. Beveridge.
5.	Ancient India, Ptolemy's ...	McCrindle.
6.	Ancient Geography of India ...	General A. Cunningham.
7.	Bengal District Records Vol. I. (Rungpore)	W. K. Firminger.
8.	Bhutan and story of the Dooar War..	Surgeon Rennei.
9.	Catalogue of the Provincial Cabinet of Coins, Eastern Bengal and Assam	H. E. Stapleton.
10.	Catalogue of the Provincial Cabinet of Coins, Assam, (Supplementary)	A. W. Botham and R. Friel.
11.	Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. II.	H. N. Wright.
12.	Contribution to History and Geography of Bengal	H. Blochman.
13.	District Gazetteers of Darrang, Kamarup, Goalpara, Mymansing, Rungpore, Dinajpore, Jalpiguri and Purnia, etc., The ...	Govt. of Bengal.
14.	District of Rungpore (in Bengal District Records), The ...	F. G. Glazier.
15.	Farly History of India ...	V. A. Smith.
16.	Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603-1721	C. Wessels.
17.	Eastern India	Buchanan Hamilton.
18.	Embassy to Tibet	Captain S. Turner.
19.	History of Aurangzeb, Vol. III. ...	Sir J. N. Sircar.
20.	History of Bengal in Jahangir's time, A new	Sir Jadunath Sircar.
21.	History of Bengal (Vangavasi Edn.)	C. Stewart.
22.	History of Bengal ...	E. Marsden.
23.	History of Moghal East Frontier Policy, A	Sudhindra Nath Bhattacharjee.

Names of Books, Journals, etc.	Names of Authors, Editors, etc.
24. History of Nepal	D. Wright.
25. History of India, Elliot's, Vol. III. (Tarikh-i-Mafazzali by Mafazzal Khan and Muntakhab-i-Lubab, by Muhammad Hossin Khafi Khan)	Sir H. Elliot.
26. History of Upper Assam, etc. ...	Colonel Shakspeare.
27. History of the rise of Muhammadan power in India (Tarikh-i-Ferista)	J. Briggs.
28. Indica of Megasthenes ...	McCrindle.
29. Initial Coinage of Bengal ...	E. Thomas.
30. J. A. S. B. 1849, 1855, 1856, 1910	The Society.
31. Lands of the Thunderbolt ...	Earl of Ronaldashay.
32. Letters and Proceedings having the force of Law in the Cooch Behar State	The State.
33. Life of Guru Teg Bahadur, The ...	R. Macanliffe.
34. Memoirs of Warren Hastings, Vol. I.	Rev. G. R. Gleig.
35. Narrative of Bengal (from original Parsian, in 1788), A,—Translated	F. Gladwin.
36. Narratives of the Mission of G. Bogle to Tibet and of the Journey of T. Manning to Lhasa.	C. R. Markham.
37. Numismata Orientalia. ...	W. Marsden.
38. Prospectus of the Kamarupa Anusandhana Samiti, in 1914. ...	The Samiti.
39. Ralph Fitch.	J. Horton Ryley.
40. Report on the Progress of Historical Research in Assam. ...	Sir E. A. Gait.
41. Sikh Religion, The	R. Macanliffe.
42. Social History of Kamarupa, The ...	Nagendra Nath Vasu.
43. Statistical Account of Rungpore, Bogra, Cooch Behar and Jalpaiguri	Sir W. W. Hunter.
44. Travels in Hindustan, Translated in English (Vangavasi Edn.) ...	F. Bernier.
45. Works of the Kamarupa Anusandhana Samiti, 1920, The ...	The Samiti.
46. Yuan Chwang's Travels in India, On Translated.	T. Watters.

বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক এবং পত্রপত্রিকাদি

	পুস্তক এবং পত্রপত্রিকাদির নাম	গ্রন্থকার, প্রকাশক, সম্পাদক, অথবা অনুবাদকাদির নাম
১।	উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের কার্য্যবিবরণ ...	রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ
২।	কাছাড়ের ইতিবৃত্ত	উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ
৩।	কামরূপশাসনাবলী	পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
৪।	কোচবিহার সাহিত্যসভার কার্য্যবিবরণ ...	কোচবিহার সাহিত্যসভা
৫।	গোসানীমঙ্গল	ব্রজচন্দ্র মজুমদার
৬।	গৌড়ের ইতিহাস	রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
৭।	গৌড়রাজমালা	রমাপ্রসাদ চন্দ
৮।	প্রাচীন কামরূপের রাজমালা ...	পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
৯।	জল্পেশ্বর-মন্দিরের ইতিবৃত্ত	জল্পেশ্বর মন্দিরকমিটী
১০।	ময়মনসিংহের ইতিহাস	কেদারনাথ মজুমদার
১১।	মাণিকচাঁদের গীত	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ
১২।	মুর্শিদাবাদের ইতিহাস	নিখিলনাথ রায়
১৩।	মুর্শিদাবাদের কাহিনী	ঐ
১৪।	রাজতরঙ্গিণী (কহ্লণ পণ্ডিতের) ...	নিবারণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
১৫।	রাজমালা (ত্রিপুরার ইতিহাস) ...	কৈলাসচন্দ্র সিংহ
১৬।	রিয়াজোস্ সালাতিন	রামপ্রাণ গুপ্ত
১৭।	বগুড়ার ইতিহাস	প্রভাসচন্দ্র সেন
১৮।	বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস	দুর্গাচন্দ্র সান্যাল
১৯।	বাঙ্গলার ইতিহাস, ১ম এবং ২য় ভাগ ...	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২০।	বাঙ্গলার ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর ...	কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
২১।	বিশ্বকোষ :...	নগেন্দ্রনাথ বসু
২২।	শম্ভুবংশচরিত (কাকিনার) ...	বনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী
২৩।	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত	অচ্যুতচরণ চৌধুরী
২৪।	সাময়িক পত্রপত্রিকা— আলোচনা, ঐতিহাসিকচিত্র, কমলা, নব্য-ভারত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, বসুমতী, সাহিত্য, প্রভৃতি ...	প্রকাশক
২৫।	শেরপুরের ইতিহাস	হরগোপাল দাস কুণ্ডু

অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক এবং পত্রিকাদি

পুস্তক এবং পত্রিকাদির নাম	গ্রন্থকার, প্রকাশক, সম্পাদক অথবা অনুবাদকাদির নাম
১। আসামবন্তী পত্রিকা	প্রকাশক
২। আসামবুরঞ্জী (৪র্থ সংস্করণ) ...:	রায় গুণাভিরাম বড়ূয়া
৩। আসাম বুরঞ্জী	হরকান্ত বড়ূয়া
৪। আসামর সংক্ষিপ্ত বুরঞ্জী (২য় সংস্করণ) ...	পদ্মনাথ বড়ূয়া
৫। কামরূপর বুরঞ্জী	সূর্য্যকুমার ভূঁইয়া
৬। গুরুলীলা—দামোদরদেবচরিত ...	রাম রায়
৭। পুরণি অসম বুরঞ্জী	হেমচন্দ্র গোস্বামী
৮। মহাপুরুষ শঙ্কর ও মাধবদেবর জীবনচরিত্র ...	দৈত্যারি ঠাকুর
৯। শঙ্করচরিত	রামচরণ ঠাকুর
১০। শ্রীশ্রীবনমালীদেবচরিত্র	রমাকান্ত দ্বিজ
১১। শ্রীশ্রীদামোদরদেবচরিত্র	নীলকণ্ঠ দাস
১২। শ্রীশ্রীশঙ্করদেব	ভূষণ দ্বিজ
১৩। সৎ সম্প্রদায়ের কথা	ভট্টদেব কবিরত্ন

হস্তলিপি পুথি

১।	আদিকাণ্ড রামায়ণ	মাধবদেব
২।	আদিপর্ব্ব মহাভারত	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ
৩।	আশ্রমিকপর্ব্ব ঐ	কীর্ত্তিচন্দ্র দ্বিজ
৪।	উপকথা (অধুনা মুদ্রিত) ...	মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ
৫।	কিরাতপর্ব্ব মহাভারত	কবিশেখর
৬।	গোসানীমঙ্গল	রাধাকান্ত অধিকারী
৭।	দ্রোণপর্ব্ব মহাভারত	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ
৮।	ঐ ঐ	দ্বিজ কবিরাজ
৯।	ভাগবত দশম স্কন্ধ	পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ
১০।	ভাগবতসার	রাজা রামচন্দ্র
১১।	ভীষ্মপর্ব্ব মহাভারত	রাম সরস্বতী
১২।	মার্কণ্ডেয়পুরাণ	পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ
১৩।	বনপর্ব্ব মহাভারত	পরমানন্দ তর্কালঙ্কার
১৪।	সাত্বততন্ত্র	রামচন্দ্র দ্বিজ
১৫।	Buranji from Khunlong and Khunlai, translated from Ahom language (Printed with the Ahom text as 'Ahom Buranji' in 1930) ...	The Assam Government

ফারসী, উর্দু এবং হিন্দি ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিপি

	গ্রন্থ	গ্রন্থকার অথবা সংগ্রহকর্তার নাম
১।	আইনে আকবরী, মূল	সেখ আবুল ফজল আল্লামী
২।	আকবরনামা, মূল (আকবরশাহের রাজত্বের প্রথম ৪৭ বৎসরের বিবরণ) ...	ঐ
৩।	আকবরনামা উর্দু ও হিন্দি সংগ্রহ (আকবর শাহের রাজত্বের ৫১ বৎসরের বিবরণ) ...	মুন্সী দেবীপ্রসাদ
৪।	আলমগীরনামা, মূল (আওরঙ্গজেব শাহের রাজত্বের প্রথম ১০ বৎসরের বিবরণ) ...	মির্জ্জা মোহাম্মদ কাজেম
৫।	তারিখে আসাম বা ফাতেহারে ইব্রীয়া, মূল ...	হিসাবুদ্দিন মোহাম্মদ তালিশ
৬।	তারিখে ফেরিস্তা, মূল (কলিকাতা, বোম্বাই এবং কানপুর প্রেসে মুদ্রিত বিভিন্ন বিভিন্ন তিন খণ্ড)	মোহাম্মদ কাজেম ফেরিস্তা
৭।	তারিখে ফেরিস্তা, উর্দু (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ প্রেসে মুদ্রিত)	নবলকিশোর প্রেস
৮।	তাবকাতে নাসেরী, মূল	মিন্হাজ সেরাজউদ্দিন ওমারুল গজ্জালী
৯।	তোজকে জাহাঁগীরী, উর্দু (জাহাঁগীর শাহের আত্মজীবনী)	মূল, জাহাঁগীর বাদশাহ
১০।	ফতুহাতে আলমগীরী, মূল	ঈশ্বরদাস নাগর
১১।	বাদশাহনামা, মূল	আবদুল হামিদ লাহোরী
১২।	মাসেরে আলমগীরী, মূল (আলমগীরনামার পরবর্ত্তী বিবরণ)	মোহাম্মদ শাকি মোস্তায়েদ খাঁ
১৩।	শাহজাহাঁনামা, উর্দু ও হিন্দি সংগ্রহ (মোহাম্মদ বিন সালেহ্ লিখিত মূল অবলম্বনে) ...	মুন্সী দেবীপ্রসাদ

সংস্কৃতভাষার পুস্তক

(বঙ্গানুবাদ সহিত)

১। অগ্নিপুরাণ
২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
৩। ঋগ্বেদসংহিতা
৪। কালিকাপুরাণ
৫। কূর্ম্মপুরাণ
৬। গরুড়পুরাণ
৭। ব্রহ্মপুরাণ
৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
৯। মৎস্যপুরাণ
১০। মনুসংহিতা
১১। মহাভারত
১২। মার্কণ্ডেয়পুরাণ
১৩। যোগিনীতন্ত্র
১৪। রঘুবংশ
১৫। রামায়ণ
১৬। বরাহপুরাণ
১৭। বায়ুপুরাণ
১৮। বিষ্ণুপুরাণ
১৯। বৃহৎসংহিতা
২০। শতপথব্রাহ্মণ
২১। হর্ষচরিত, প্রভৃতি

এই দেশের 'কোচ' নাম লিখিত আছে। ঐ সময়ের পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারী টিকেন ক্যাসিলা এই দেশের নাম 'কোচ' (Cocho) এবং রাজধানীর নাম 'বিহার' (Biar) লিখিয়া রাখিয়াছেন। 'আইনে আকবরী' এবং 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকে 'কোচ' দেশ এবং তাহার মধ্যে 'কামতা' ও 'কামরূপ' দুইটী রাজ্যের নাম লিখিত আছে। যোগিনীতন্ত্রে এবং ষোড়শ শতাব্দীর পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অনুবাদিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভণিতায় 'কামতা' রাজ্যের নাম আছে। রঘুদেব নারায়ণ 'হাজো'র হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের দ্বারলিপিতে আপনাকে 'কামরূপেশ্বর' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ)। সপ্তদশ শতাব্দীর কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ এবং মোদনারায়ণ আপনাদিগকে 'কামতেশ্বর' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। উক্ত শতাব্দীর ব্লেভ এর মানচিত্রে (Blaev's Map, in 1650 A. D.) কামতা (Comotay) রাজ্যের নাম আছে।

কামতা এবং কামরূপ

সপ্তদশ শতাব্দীর অনুবাদিত মহাভারতের একখণ্ড আদিপর্ব্ব পুথির ভণিতায় 'রত্নপীঠ' নামেও এই দেশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের 'বাদশাহনামা' এবং 'শাহজাহাঁনামার' এই দেশের পশ্চিমার্দ্ধের নাম 'কামতা' স্থলে 'কোচবিহার' এবং পূর্ব্বার্দ্ধের নাম 'কামরূপ' স্থলে 'কোচ হাজো' লিখিত হইয়াছে। 'তারিখে আসাম' এবং 'আলমগীরনামা' পুস্তকেও তাহাই লিখিত আছে। উক্ত শতাব্দীর ভন ড্যান্ ব্রুক কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে 'রাজওয়ারা-কোচবিহার' (Ragiawerra-Cos Bhaar) নাম লিখিত আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর এক অজ্ঞাতনামা ওলন্দাজ নাবিক (নবাব মীর জুমলার সহযাত্রী) এই দেশের নাম 'কোচবিহা' লিখিয়াছেন।(১) উক্ত শতাব্দীর অনুবাদিত কিরাতপর্ব্ব এবং আদিপর্ব্বের ভণিতায় 'কামতাবিহার' নাম আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'মাসেরে আলমগিরী' এবং 'ফতুহাতে আলমগিরী' পুস্তকে 'কোচবিহার' নাম আছে। বিশ্বকোষে লিখিত আছে যে, কোচবিহারের লক্ষ্মীনারায়ণ রাজার পূর্ব্বে এই দেশের 'বিহার' নাম ছিল, মোগল অধিকৃত 'বিহার' প্রদেশ হইতে পৃথক্ বুঝাইবার জন্য 'কোচবিহার' নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা সমর্থনযোগ্য নহে।

কোচবিহার এবং কোচ হাজো

কামতা বিহার

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, এই দেশের এক স্থানে ব্রহ্মা প্রথমে নক্ষত্রসৃষ্টি করিয়াছিলেন, উক্ত কারণে ঐ স্থান ইন্দ্রপুরতুল্য 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।(২) প্রাচীনকালে এই দেশে জ্যোতিষের আলোচনা হইত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মতান্তরে, পূর্ব্বকালে দিনাজপুর অঞ্চলের 'জ্যোতিষদেশ' নাম ছিল, তাহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়া এই দেশ

'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' নামের উৎপত্তি

---

(১) "After a long march, we entered into Koshia, a country lying between the kingdoms of Bengala and 'Azo, of which the general easily became master."
Bengal Past and Present, Vol. XXIX, p 14.

(২) কালিকাপুরাণ, ৩৮শ অধ্যায়, ১১১।

'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' নামে অভিহিত হইত। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নিকটবর্ত্তী 'পাণ্ডুনাথ' নামক স্থানে বিষ্ণু কর্ত্তৃক মধু এবং কৈটভ অসুরদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছিল এবং কেশিদৈত্যের বিনাশার্থ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কালীর পূজা করিয়া ছিলেন। সতীদেহের অঙ্গবিশেষ সেই স্থানে পতিত হওয়ায় উহা 'কামাখ্যা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।(৩) ভগবতীর অপর নাম 'কামরূপা'।(৪) কেহ কেহ বলেন যে, আসামের 'খাষ' জাতির নাম হইতে 'কামরূপ' নামের

'কামরূপ' নামের উৎপত্তি

উৎপত্তি। মতান্তরে, হরকোপানলে ভস্মীভূত মদন বা কাম, এই স্থানে রূপ (দেহ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'কামরূপ' হইয়াছে।(৫)

'কোচবিহার' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকমত শুনিতে পাওয়া যায়, যথা ;—

'কোচ' জাতির বাসস্থান বা বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি; কোচকুমারী এবং মহাদেবের বিহারক্ষেত্র হইতে কোচবিহার নামের উৎপত্তি; পরশুরামের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণ ভগবতীর 'কোচে' (ক্রোড়ে) আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সেই হইতে 'কোচ' নামের

'কোচ' নামের উৎপত্তি

উৎপত্তি; ক্ষত্রিয় জাতির 'সঙ্কোচ' অবস্থা হইতে 'কোচ' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, ইত্যাদি। বিশ্বকোষে 'কোচ' শব্দের অর্থ 'সঙ্কোচ' লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, 'সনকোষ' নদের তটবর্ত্তী বলিয়া 'কোষ' হইতে 'কোচ' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। জাতিকৌমুদী এবং যোগিনীতন্ত্রের লিখিত 'কুবাচ' (মন্দ-ভাষী) শব্দ হইতেও 'কোচ' নামের উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে। যোগিনীতন্ত্রে 'কোষ' দেশের নাম আছে। 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থের প্লিনি লিখিত অংশে, হিমালয়ের পরে 'কসিরী' (Cosyri) জাতির বাস লিখিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে (ব্রহ্মখণ্ড, দশম অধ্যায়) ও দেবীবর মিশ্রের 'মেলবিধি' গ্রন্থে (পঞ্চদশ শতাব্দী) 'কোচ' জাতির এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের 'কুলকারিকা'য় 'কোচক' দেশের নাম আছে। ভারতীয় অধিকাংশ মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থে 'কোচ' জাতির নাম আছে।(৬)

'রাজোপাখ্যানে' লিখিত আছে যে, জল্পীশ্বরের (শিবের) বিহারস্থান হেতু এই দেশ 'বিহার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 'বিহার' শব্দের অর্থ ক্রীড়া বা ভ্রমণ; বৌদ্ধযতিগণের মঠ অথবা আশ্রমগুলিও

'বিহার' নামের উৎপত্তি

'বিহার' নামে পরিচিত ছিল। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে পাটনা জিলার অন্তর্গত 'বিহার' নামক স্থানে বৌদ্ধ-বিহার স্থাপিত ছিল, তাহা হইতে ঐ স্থান এবং উত্তরকালে এক বৃহৎ ভূভাগ 'বিহার' নাম

---

(৩) কালিকাপুরাণ ৬২শ অধ্যায়, ৭৪, ৭৭, ১০৩; যোগিনীতন্ত্র, প্রথমার্দ্ধ, ১৫শ পটল, ৪৮, ৪৯।

(৪) " ৬৪শ অধ্যায়, ৭৩।

(৫) " ৫১শ অধ্যায়, ৬৫-৭৬।

(৬) 'খোরসেদ জাহাঁনামা' (উনবিংশতাব্দী), 'রিয়াজোস সালাতিন' (অষ্টাদশ শতাব্দী), 'আলমগিরনামা' এবং 'তারিখে আসাম' (সপ্তদশ শতাব্দী) পুস্তকে এতদঞ্চলের অধিবাসী 'কোচ' এবং 'মেচ' ব্যতীত অন্য জাতির নাম নাই। 'তাবকাতে নাসেরী' (ত্রয়োদশ শতাব্দী) গ্রন্থে তদতিরিক্ত 'থারু' জাতির নাম পাওয়া যায়।

প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে বৌদ্ধমতের প্রচার থাকার সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কোচবিহার নগরপ্রান্তে এবং ভুটান পর্ব্বতে মহাকালের ধাম, গোয়ালপাড়ায় মঙ্গলচণ্ডী এবং যোগিঘোপা, কামরূপ জেলায় মঙ্গলচণ্ডী, নওগাঁয়ে যোগিজান, দরঙ্গে চণ্ডিকাবিহার ও সিঙ্গরী নামক দেবস্থান এবং লক্ষ্মীপুরের থামতী রাজ্যস্থ বৌদ্ধ দেবালয়গুলি বৌদ্ধযুগের স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে। রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত বিজয়সেন দেবের মন্দিরলিপিতে, মাণিক দত্তের পুরাতন মঙ্গলচণ্ডী পুস্তকে এবং রত্নপালের তাম্রশাসনে এক 'কলিঙ্গ' দেশ অথবা নগরের নাম আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে ঐ 'কলিঙ্গ' হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার একটী কেন্দ্রস্থল ছিল।(৭) এতদঞ্চলের ময়নামতীর গীতে এক 'কলিঙ্গ বাজারের' নাম আছে।

দরঙ্গের রাজা খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, আরিমত্ত রাজার রাজধানী 'বিহার' নগরে অবস্থিত ছিল। 'কামরূপ বংশাবলী'তে বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক বিজিত এক 'বিহার ভুঁইয়ার' উল্লেখ আছে। বৌদ্ধযুগ হইতে মিথিলা দেশ 'উত্তর বিহার' নামে পরিচিত হইতেছে। আসাম এবং বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান এখনও 'বিহার' নামে পরিচিত হইয়া থাকে ; যথা,—দরঙ্গ জেলায় 'চণ্ডিকা বিহার', রাজসাহী জেলায় 'হলুদ বিহার', নদীয়া জেলায় 'সুবর্ণ বিহার', ইত্যাদি। বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ের নিকট 'বিহার' এবং 'ভাসুবিহার' গ্রাম অবস্থিত ; জেনারেল কানিংহামের মতে ঐ সমস্ত স্থানে বৌদ্ধবিহার স্থাপিত ছিল। উল্লিখিত কারণে কোনও বৌদ্ধবিহার হইতে 'বিহার' নাম সৃষ্ট হওয়া অনুমিত হয়।

বিভিন্ন স্থানের 'বিহার'

ষোড়শ শতাব্দীর আহোমরাজ সুখাম ফা কামতারাজ নরনারায়ণকে 'বিহারেশ্বর' লিখিয়াছিলেন। নেপালে আবিষ্কৃত সপ্তদশ শতাব্দীর মন্দিরলিপিতে এই দেশের 'বিহার' নাম ক্ষোদিত আছে। উক্ত শতাব্দীর রচিত 'শঙ্করদেব, মাধবদেব ও দামোদরদেব চরিত্রে' 'বেহাররাজ্য' এবং 'বেহার নগরের' নাম আছে। কোচবিহারের রাজার সম্পাদিত অষ্টাদশ শতাব্দীর একখণ্ড সনদে কেবল 'বিহার' নাম লিখিত আছে। উক্ত শতাব্দীর মেজর রেনেলের অঙ্কিত মানচিত্রে রাজধানীর নাম 'বিহার' লিখিত হইয়াছে। ভুটানের রাজা কোচবিহাররাজকে 'বিহারেশ্বর' লিখিয়া থাকেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত কোচবিহাররাজের যে সন্ধি হইয়াছিল (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ), তাহাতে রাজ্যের নাম 'কোচবিহার' এবং রাজধানীর নাম 'বিহার দুর্গ' (Behar Fort) লিখিত আছে। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত ডাক্তার বুকানন হেমিল্টনের বিবরণে কেবল 'বিহার' নাম আছে। কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস 'রাজোপাখ্যান'

'বিহার' নামের ব্যবহার

(৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৭ সন, সপ্তদশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠা। পুরাণোক্ত মহাদেবের লীলাস্থান 'একাম্রক্ষেত্র' কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত বলিয়া কথিত হয়। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শিবপ্রিয়া বিশ্বসিংহমাতা পূর্ব্বজন্মে একাম্রক্ষেত্রে (বর্ত্তমান 'ভুবনেশ্বর' ধামে) প্রাপ্ত ব্রহ্মশাপের ফলে পরজন্মে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহাতে 'বিহার' ব্যতীত 'কোচবিহার' নাম নাই। সার উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন যে, কোচবিহার রাজদরবারে 'নিজবিহার' লিখিত হইয়া থাকে।(৮) এই নামবিভ্রাট দূরীকরণার্থ কোচবিহার রাজসরকার বিগত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ঘোষণাপত্র দ্বারা 'কোচবিহার' (Cooch Behar) নাম লিখিতব্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

আধুনিক 'কোচবিহার'

প্রাচীন কামরূপ

পুরাকালে কামরূপ দেশের আয়তন কতদূর বিস্তৃত ছিল, কালিকাপুরাণে তাহার উল্লেখ আছে। কামাখ্যাতন্ত্র এবং যোগিনীতন্ত্রেও তাহা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সকল তন্ত্রের উক্তি একরূপ নহে। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, নারায়ণ পূর্ব্বদিকে ললিতকান্তার এবং পশ্চিমে করতোয়া নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ নরককে প্রদান করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে ঐ দেশে কর্কশকায় কিরাতজাতির বাস ছিল। নরকের আগমনে তাহারা সাগরের নিকটবর্ত্তী এবং দিক্করবাসিনীর দেশে (দিক্রাই নদীর তীরে) গিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করে।(৯) সেই সময় কামরূপ দেশের দক্ষিণে সাগর ছিল।(১০) কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, এই দেশ দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন এবং প্রস্থে একশত যোজন; ইহা ত্রিকোণাকার এবং কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতময়। উদ্ধৃত বিবরণের সাহায্যে পৌরাণিক কামরূপের সীমা নির্ণয় করিতে এক দক্ষিণ সীমা ব্যতীত আর কোনও অসুবিধা নাই। উত্তর সীমার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও হিমালয়ের অপর প্রান্তে কামরূপ দেশ

কামরূপের আয়তন

---

(৮) সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোগল অধিকৃত প্রদেশে 'সরকার কোচবিহার' সৃষ্ট হইয়াছিল; ঐ সময় হইতে 'নিজ বিহার' লিখিয়া কোচবিহার রাজ্যের বিশেষত্ব রক্ষা করা হইত, এই অনুমান অধিকতর সঙ্গত।

(৯) কালিকাপুরাণ, ৩৮শ অধ্যায়, ৯৪-১২৬।

'পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃস্থিতাঃ'॥ ৮॥

বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, তৃতীয় অধ্যায়।

নেপালে অনেক কিরাত জাতি বাস করে। 'ইণ্ডিকা'র প্লিনি লিখিত অংশে যে যাযাবর স্কাইরিটাই (Scyritae) জাতির নাম আছে, উহা কিরাত জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমী লিখিত ভূবৃত্তান্তের কিরাদিয়া (Kirradia) কিরাত জাতির বাসস্থান, উহাই প্রাচীন কামরূপ বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১০) "চণ্ডিকায়াং নরঃ স্নাত্বা আরুহ্য ধবলেশ্বরম্।

দক্ষিণং সাগরং বীক্ষ্যপৃষ্ঠে গোলোকসংজ্ঞকম্॥

* * *

বর্ষাশায়া দক্ষিণস্যাং লৌহিত্যো নাম সাগরঃ।"

কালিকাপুরাণ, ৭৮ম অধ্যায়।

সম্ভবতঃ লৌহিত্যনদ লৌহিত্যসাগর বলিয়াও কথিত হইত।

বিস্তৃত ছিল, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই দেশ রত্নপীঠ, কামপীঠ, স্বর্ণপীঠ এবং সৌমারপীঠ এই চারিভাগে বিভক্ত ছিল।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে অতি প্রাচীনকালে বর্ত্তমান পদ্মানদীর দক্ষিণে, পূর্ব্বে মেঘনা হইতে পশ্চিমে হুগলী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ জলরাশির মধ্যে মধ্যে দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মিশরীয় ভৌগোলিক পণ্ডিত টলেমী তাঁহার গ্রন্থে এবং মানচিত্রে গঙ্গা (ভাগীরথী বা হুগলী নদী) নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কোনও প্রদেশের নামোল্লেখ করেন নাই।(১১) পৌরাণিক সাহিত্যে 'বঙ্গ' দেশের নাম পাওয়া গেলেও উহার প্রকৃত অবস্থান স্পষ্ট ভাবে হৃদবোধ হয় না। মহাভারতে বঙ্গরাজ্য এবং বঙ্গাধিপতি চন্দ্রসেন ও সমুদ্রসেনের নাম আছে।(১২) সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছ রাজগণ লৌহিত্য দেশে ভীমসেনকে কর এবং বিবিধ রত্নরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙএর আগমন সময়ের পূর্ব্ব হইতে ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত কোন এক অঞ্চল 'সমতট' নামে পরিচিত ছিল। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে পূর্ব্বোত্তর ভারতে অবস্থিত নিম্নলিখিত কয়েকটী রাজ্যের বিবরণ আছে, যথা—১ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া এবং পাবনা অঞ্চল), ২ কামরূপ, ৩ সমতট (সমতল এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ), ৪ কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ অঞ্চল) এবং ৫ তাম্রলিপ্ত (তমলুক)।(১৩) পূর্ব্বকালে লৌহিত্য নদের মোহানা অতি বিস্তৃত থাকায় উহা 'লৌহিত্য সাগর' নামে পরিচিত

---

(১১) টলেমীর (Claudius Ptolemaeus) গ্রন্থে মোটামোটী ভাবে ভারতবর্ষের মানচিত্র অঙ্কিত এবং ভূগোল বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ এবং কামরূপ সম্পর্কে টলেমীর বিবরণ অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত। পরবর্ত্তী সেণ্ট মার্টিন এবং ইয়ুল প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ টলেমীর বর্ণিত স্থান গুলির অবস্থান এবং আধুনিক নামনির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন; যথা—তমলুক (Tamalites), বর্দ্ধমান (Gangaridai জাতির রাজধানী), রঙ্গপুর প্রদেশ (Kirradia), রাঙ্গামাটী (Rhadamarkotta), নিম্ন আসাম উত্তরকূল (Aninakhai), সুবর্ণগ্রাম (Sonanagoura), ত্রিপুরা Triglypton), হিমালয় (Emoli), ভুটান পর্ব্বত (Damassa), হুগলী নদী (Kambyson) বুড়ীগঙ্গা (Antiboli), দিহিং-ব্রহ্মপুত্র (Doanas), নাগাজাতি (Nangalogai), ইত্যাদি। গঙ্গে (Gange) নামক স্থান যশোর-খুলনা অঞ্চলে ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অনেকেই সমর্থন করেন নাই।

(১২) এই দেশের প্রকৃত নাম বঙ্গ, ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আল' (বাঁধ) থাকায় আল শব্দ যুক্ত হইয়া 'বাঙ্গলা' হইয়াছে, এরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন।

সায়েরউল মোতাক্ষরিণ, (উর্দ্দু), ১৫ পৃষ্ঠা।

মহারাজ বলির অন্যতম পুত্র 'বঙ্গের' নামানুসারে এই দেশের নামকরণ হইয়াছে,—

'অঙ্গোবঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি ॥'৫৩

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪শ অধ্যায়।

(১৩) 'কোশলান্ধ্র পুণ্ড্রতাম্রলিপ্তসমতটপুরীংচ দেবরক্ষিতো রক্ষিতা'। ৩২। বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৪।

রহিত এবং উহার অংশবিশেষ এখনও স্থানে স্থানে 'হাওর' (সাগর) বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত রহিয়াছে। সুতরাং কোনও এক সময়ে কামরূপের অদূর দক্ষিণে লৌহিত্যসাগরের (লৌহিত্য মোহানার বা Estuaryর) অবস্থান আদৌ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না।

পুরাণাদিতে এই দেশ অতি পবিত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানকালে লৌহিত্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন লৌহিত্যজলে গাণ্ডিব বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রামায়ণ এবং প্রাচীন পৌরাণিক সাহিত্যে ব্রহ্মপুত্র নদের নাম নাই, কেবল গরুড় পুরাণে উক্ত নদের নাম আছে। বৃহৎসংহিতা, হরিবংশ, মৎস্য, বায়ু, বরাহ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে 'লোহিত' নদের এবং কূর্ম্মপুরাণে 'লোহিনী' নদীর নাম আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ও বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদের 'লৌহিত্য' নাম ছিল। বনমাল এবং বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে (নবম শতাব্দী) লৌহিত্যের উৎপত্তিস্থান কৈলাস পর্ব্বত লিখিত আছে।(১৪) রত্নপাল এবং ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে লৌহিত্য-নদের নাম আছে (একাদশ শতাব্দী)। ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে লৌহিত্য ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, পরশুরাম মাতৃহত্যার পাপ মোচন করিতে গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের আবিষ্কার এবং তাহার জলধারা (ব্রহ্মপুত্র) ভারতে আনয়ন করেন। বৌদ্ধেরা বলেন, মুঞ্জঘোষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মপুত্র সমতল ক্ষেত্রে আনীত হইয়াছে। মতান্তরে, বৌদ্ধযতি পদ্মসম্ভব সাম্পু-নদের সহিত ব্রহ্মপুত্রের মিলন সঙ্ঘটন করিয়াছেন। পৌরাণিককাল হইতে কামরূপক্ষেত্রে করতোয়া একটী পবিত্র নদী বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে যে, হিমালয় কর্ত্তৃক কন্যাসম্প্রদানকালে মহাদেবের হস্তচ্যুত জল হইতে 'করতোয়া' উদ্ভূত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের মনু নদীর তীরে স্বয়ং মনু শিবপূজা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বরবক্র নদ সর্ব্বপাপনাশক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শতপথ ব্রাহ্মণের লিখিত সদানীরা নদী হইতে পৌরাণিক করতোয়াকে অনেকে বিভিন্ন মনে করেন। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা এই দেশের আর একটী প্রধান নদী। কালিকাপুরাণে এই নদী ভগবতীর হৃদয় হইতে উৎপন্ন বলিয়া লিখিত আছে। উক্ত পুরাণে সুবর্ণমানস (মানস), জটোদা (ঝড়দা কিংবা গদাধর), সিতপ্রভা বা শ্বেতবর্ণা (ধবলা—ধরলা), নবতোয়া (তোয়রোষা—তোর্ষা), ক্ষীরপাথ্যা (দুধকুমার), নীলা (নীলকুমার) এবং ভৈরবীনদীর নাম আছে।

কামরূপের নদ নদী

(১৪) পৌরাণিকযুগে লৌহিত্যনদের উৎপত্তিস্থান আলোচনার বহির্ভূত ছিল না, যথা ;—

হিমালয় হইতে লৌহিত্যনদের উদ্ভব।—মৎস্যপুরাণ, ১১৪ম অধ্যায় ; বরাহপুরাণ, ৮৫ অধ্যায় ; বায়ুপুরাণ, ৪৫ ম অধ্যায়।

হিমশৃঙ্গের নিকট লোহিত সরোবর হইতে লৌহিত্যনদের উদ্ভব।—মৎস্যপুরাণ, ১২১ম অধ্যায়।

কৈলাসের দক্ষিণ লোহিত সরোবর হইতে লৌহিত্যনদের উৎপত্তি।—বায়ুপুরাণ, ৪৭ম অধ্যায়।

আহোম ভাষায় ব্রহ্মপুত্রনদের নাম 'নাম্‌-ডাও-ফি' (Nam-dao-phi), ইহার উপনদী লোহিতনদের নাম 'নাম্‌-তি-লাউ' (Nam-ti-lao).

প্রাচীন কালের নাগরাজ্য (নাগা হিল), হৈড়ম্বদেশ (কাছাড়), শোণিতপুর (তেজপুর), মৎস্যদেশ (রঙ্গপুরের দক্ষিণ), বিদর্ভ অথবা কৌণ্ডিল্য (সদিয়ার নিকট) এবং মণিপুর প্রভৃতি সুবিখ্যাত রাজ্যগুলি এতদঞ্চলে অবস্থিত ছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।(১৫) নরক কিরাত জাতিকে বিতাড়িত করিয়া কামরূপে আর্য্য জাতির উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ভগদত্ত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি চীন ও কিরাত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভারতযুদ্ধে

কয়েকটি পৌরাণিক রাজ্য

---

(১৫) পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ঐ সমস্ত দেশের অবস্থানসম্বন্ধে বিভিন্ন বিভিন্ন অস্পষ্ট উক্তি আছে, যথা:—

প্রাগজ্যোতিষ দেশ—পূর্ব্বদেশে (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৭ম অধ্যায়, বায়ুপুরাণ, ৪৫ম অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১১৪ম অধ্যায়; ব্রহ্মপুরাণ, ২৭ম অধ্যায়)। পূর্ব্বদেশের ৬, ৭, ৮ নক্ষত্রে অবস্থিত (বৃহৎসংহিতা, ১৪।৭, ৮)। ত্রিগর্ত্ত এবং সিন্ধুরাজের দেশের মধ্যে (অশ্বমেধ পর্ব্ব, ৭৪, ৭৭ম অধ্যায়)। হস্তিনাপুরের উত্তরে (সভাপর্ব্ব, ২৫, ২৬শ অধ্যায়)। পশ্চিমদেশের সমুদ্রে, বরাহপর্ব্বতে প্রাগজ্যোতিষদেশে নরক বাস করিতেন (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২শ সর্গ)। ভগদত্তের রাজ্য হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় (বায়ুপুরাণ, ৪১শ অধ্যায়, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৪৩শ অধ্যায়)। ভগদত্ত পূর্ব্ব সাগরের তীরবাসী (উদ্যোগপর্ব্ব, ৪র্থ অধ্যায়)।

লৌহিত্যদেশ—পূর্ব্বদেশে (সভাপর্ব্ব, ৩০শ অধ্যায়)। পূর্ব্বদেশের ৬, ৭, ৮ নক্ষত্রে অবস্থিত (বৃহৎসংহিতা, ১৪ ৭, ৮)। ত্রিগর্ত্ত এবং কাশ্মীরের নিকট (সভাপর্ব্ব, ২৭শ অধ্যায়)।

হৈড়ম্বদেশ—মৎস্য এবং ত্রিগর্ত্ত দেশের নিকট (আদিপর্ব্ব, ১৫৫, ১৫৬ম অধ্যায়)। মতান্তরে, বদাউনের নিকট বুন্দেলখণ্ডে অথবা পঞ্জাব অঞ্চলে।

শোণিতপুর—দিনাজপুর জিলায় দেবকোট (দেবীকোট) নামক স্থানে 'বাণনগর' অবস্থিত ছিল এবং পুনর্ভবা নদীতীরস্থ 'করদহ' নামক স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণের যুদ্ধ হইয়াছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত ক্ষেতলাল থানার চারি ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত 'বলিগ্রামের' ধ্বংসাবশেষ বলি রাজার রাজধানী বলিয়া কথিত হয়।

মৎস্যদেশ—মধ্যদেশে (ভীষ্মপর্ব্ব, ৯ম অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১১৪ম অধ্যায়); ৩, ৪, ৫ নক্ষত্রে অবস্থিত (বৃহৎসংহিতা, ১৪।২, ৩)। বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট, মধ্যদেশে (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৭ এবং ৫৮ম অধ্যায়)। দক্ষিণদিকে, (সভাপর্ব্ব, ৩১শ অধ্যায়; কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১শ সর্গ)। ব্রহ্মর্ষিদেশে (মনুসংহিতা, ২।১৯)। গঙ্গার অববাহিকায়, (বায়ুপুরাণ, ৪৭ম অধ্যায়; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫১ম অধ্যায়)। মতান্তরে, ময়ূরভঞ্জের নিকট, সুবাট অঞ্চলে, জয়পুর রাজ্যে বা মথুরার দক্ষিণে। রঙ্গপুরের দক্ষিণে 'বিরাট' নামক একটী স্থান আছে; প্রবাদ আছে যে, বিরাট রাজার ঘোড়া থাকিত বলিয়া সেই স্থান 'ঘোড়াঘাট' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিদর্ভদেশ—দক্ষিণদেশে (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৭ম অধ্যায়; বায়ুপুরাণ, ৪৫ম অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ, ১১৪ম অধ্যায়; হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৫৯ম অধ্যায়, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪১শ সর্গ)। পূর্ব্ব-দক্ষিণ দেশে (গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৫৫ম অধ্যায়), ৯, ১০, ১১ নক্ষত্রে অবস্থিত, (বৃহৎসংহিতা, ১৪।৮)। সৌরাষ্ট্রের নিকট (সভাপর্ব্ব, ৩১শ অধ্যায়)। ভীষ্মক বিদর্ভদেশে কুণ্ডিন রাজ্যের রাজা ছিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৫,২৬।১)। আসামের 'চুলিকাটা মিশমী' জাতির প্রবাদ যে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রুক্মীর মস্তকমুণ্ডনের স্মৃতি রক্ষা করিয়া থাকে। সদিয়ার নিকট 'কুণ্ডিন' নামক স্থান এবং 'কুণ্ডিল' নাম্নী নদী রহিয়াছে।

মণিপুর—পূর্ব্ব ঘাট শ্রেণীর মহেন্দ্রপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত (আদিপর্ব্ব, ২১৫ম অধ্যায়)।

যোগদান করিয়াছিলেন।(১৬) পৌরাণিক কালে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, কর্ণ এবং অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়াদির প্রয়োজনে প্রাগ্জ্যোতিষ অথবা কামরূপে আগমনের উল্লেখ আছে। পুরাণাদিতে অসুর, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নরাদি সম্প্রদায়গুলিকে স্বর্গবাসী দেব এবং সাধারণ মানব শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া, স্থলবিশেষে অন্যরূপ চিত্রে চিত্রিত করা হইয়া থাকিলেও, তাঁহারা যে তাৎকালিক উন্নত জ্ঞান এবং আচারবিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা পুরাণকারগণের লিখিত বিবরণের মধ্যেই ব্যক্ত রহিয়াছে। অলৌকিক আচারব্যবহারবিশিষ্ট ঐ সমস্ত জাতির বাসস্থান হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং তাৎকালিক ভারতবর্ষের ভিতরেও ঐ সমস্ত জাতির বাস ছিল। বিষ্ণুশত্রু মুর অথবা মুরুদৈত্যের (অথবা দৈত্যজাতির) বাসস্থান প্রাগ্জ্যোতিষপুরে ছিল, এরূপ অনুমানও করা হইয়া থাকে।

তীর্থস্থান

যোগিনীতন্ত্র এবং কালিকাপুরাণে সমগ্র কামরূপ দেশ তীর্থস্থান বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। এই দেশের ব্রহ্মকুণ্ড এবং কামাখ্যাপীঠ দুইটী ভারতবিখ্যাত হিন্দুতীর্থ। ঐ দুইটী ব্যতীত বশিষ্ঠাশ্রম, অশ্বক্রান্ত এবং উমানন্দ প্রভৃতি স্থান, পাণ্ডুনাথ, ভুবনেশ্বরী, কেদারেশ্বর, হয়গ্রীব, (১৭) কামতেশ্বরী, সিদ্ধেশ্বরী, বাণেশ্বর, প্রভৃতি দেবদেবীব, (১৮) এবং ব্রহ্মপুত্র (লৌহিত্য), ত্রিস্রোতা, করতোয়া, বরবক্র ও জটোদা প্রভৃতি নদনদীর মাহাত্ম্য হিন্দুদের চক্ষুতে সামান্য

(১৬) মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩৪শ অধ্যায়; উদ্যোগপর্ব্ব, ১৯শ অধ্যায়।

(১৭) রামায়ণে লিখিত আছে যে, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নিকট পঞ্চজন এবং হয়গ্রীব দানব বাস করিতেন এবং নারায়ণ তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া চক্র এবং (পাঞ্চজন্য) শঙ্খ আনয়ন করেন, যথা,—

'তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্।
আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুষোত্তমঃ॥' ২৮॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২শ সর্গ।

হয়গ্রীব অসুর নরকের সেনাপতি ছিলেন; (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬৩ম অধ্যায়); শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন,—

'তং জঘান হয়গ্রীবং সমতিক্রম্য কেশবঃ।' কালিকাপুরাণ, ৪০শ অধ্যায়। মতান্তরে, হয়গ্রীব নারায়ণের স্বরূপ—

'মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।' যোগিনীতন্ত্র, উত্তরখণ্ড, ৯।১২৩।

নারায়ণ হয়শীর্ষরূপ ধারণ করিয়া মধু এবং কৈটভ অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্ব, ৩৪৭শ অধ্যায়।

ভুটীয়ারা হয়গ্রীব দেবের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে এই দেবতা ভুটান হইতে আনীত। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়ার কৃত 'আসাম বুরঞ্জী', ৩৭শ পৃষ্ঠা।

'The temple of Hazo is an object of veneration of Buddhists as well as to Hindus. It is said to have been originally built by Ubo Rishi. *The Kamrupa District Gazetteer*, p 93.

(১৮) কথিত আছে যে, 'কামতেশ্বরী' ভগদত্তের বাহুর কবচ (তাবিজ) মধ্যে অবস্থান করিতেন। বাণেশ্বর শিব রাজা বাণ এবং জল্পেশ্বর কর্তৃক স্থাপিত এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

নহে।(১৯) নেতা ধোপানীর অনুগ্রহে চান্দ সওদাগরের পুত্র লক্ষীন্দরের পুনর্জ্জীবনলাভ ধুবড়ীতে হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।(২০)

পৌরাণিক সংবাদ

বরাহপুরাণের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সিন্ধুদ্বীপ রাজার পুত্র বেত্রাসুর প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ছিলেন এবং তিনি ইন্দ্রকে পরাজিত করেন। মহাভারতের মতে ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত বজ্রের সাহায্যে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।(২১) ঋগ্বেদে প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নাম নাই, কিন্তু মায়াবী বৃষয়ের পুত্রের নিধনবৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। সায়ণাচার্য্যের মতে বৃষয় ত্বষ্টার একটী নাম, তাঁহার পুত্র বৃত্রকে ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থির সাহায্যে বধ করিয়াছিলেন।(২২) বরাহপুরাণের লিখিত সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বেত্র, বৈদিক বৃষয়ের পুত্রের সহিত অভিন্ন হইলে, ঋগ্বেদের সঙ্কলনকালে এদেশে আর্য্য সমাগম হইয়াছিল মনে করিতে হইবে। বেদের ব্রাহ্মণভাগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যগণ কোসল এবং মিথিলার মধ্যবর্ত্তী সদানীরা নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন; শতপথব্রাহ্মণেও তাহার উল্লেখ আছে।(২৩) আর্য্যেরা মিথিলা হইয়া কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরও মতে কামরূপ একটী প্রাচীন আর্য্যভূমি। মধ্যভারতে অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্যগণের সঙ্ঘর্ষ আরব্ধ হইলে কতকগুলি আর্য্য পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া কামরূপ বা প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমিত হয়।

আর্য্য সমাগম

---

(১৯) জটোদয়া বা জটোদা (গদাধর) নদীর স্নান মাহাত্ম্য কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, যথা,—

'চৈত্রমাসি সিতাষ্টম্যাং স্নাত্বা যস্তাং নরোত্তমঃ।
পূর্ণায়ুর্ব্বৈ নরশ্রেষ্ঠঃ শিবস্য সদনং প্রতি।' ৭৭ম অধ্যায়।

বর্ত্তমান জল্পেশ্বর শিবমন্দির 'ঝড়দা' (Jhordâ) নাম্নী ক্ষুদ্র নদীতটে অবস্থিত। (*The Jalpaiguri District Gazetteer, p 152*). পূর্ব্বকালে এই নদী বিশালকায়া এবং 'জটোদয়া' (জটোদা) নামে খ্যাত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

(২০) চান্দ সওদাগরের বাসস্থান নানাস্থানে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা—ত্রিপুরার চম্পকনগরে, বর্দ্ধমানের চম্পাই নগরে, বগুড়ার মহাস্থানে, দিনাজপুরের কাঞ্চনগরে, দার্জ্জিলিংএর রঙ্গীত নদীতীরে, কামরূপের নাটকাচলে, ইত্যাদি।

(২১) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৪২ম অধ্যায়; বনপর্ব্ব, ১০০ ও ১০১ম অধ্যায়; উদ্যোগপর্ব্ব, ৯ম এবং ১০ম অধ্যায়।

(২২) ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ ম, ৬১সূ, ৩ ঋক্; ২য় ম, ১১সূ, ৯, ১০ ঋক্; ১ম ম, ৮৪সূ, ১৩ ঋক্।

(২৩) বৈদিক সদানীরা নদী উত্তরপর্ব্বত হইতে প্রবাহিত (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১ কাণ্ড,৩ প্রপাঠক, ৩ ব্রাহ্মণ, ১৪-১৭); সায়ণাচার্য্যের মতে করতোয়া এবং সদানীরা অভিন্ন নদী; অমরসিংহ ও হেমচন্দ্রের মতে করতোয়ার নামই সদানীরা।

কৃষ্ণবৈরী নরকের পূর্ব্বে মহীরঙ্গ, হিতকাসুর, শম্বরাসুর এবং রত্নাসুর নামক দানববংশীয় চার জন রাজার নাম কামরূপের সংশ্রবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। দানববংশের পরে কিরাত-বংশীয় ঘটক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজা হইয়া ছিলেন। বেলতলায় মহীরঙ্গের, রাঙ্গামাটীতে শম্বরের এবং শরণিয়া পর্ব্বতে ঘটকের রাজধানী ছিল। (২৪) নরক কর্ত্তৃক কিরাতরাজ ঘটকের নিধন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ অধিকার, কিরাত জাতির নির্ব্বাসন এবং ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের লোককে কামরূপে স্থাপন প্রভৃতি বৃত্তান্ত কালিকাপুরাণে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দানববংশ

কিরাতবংশ

পৌরাণিক কালে নরক, বাণ এবং ভীষ্মক প্রায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নরক বিনষ্ট হইলে, তৎপুত্র ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা হন। নরকবংশীয় রাজকন্যা অমৃতপ্রভাকে কাশ্মীররাজ মেঘবাহন বিবাহ করেন এবং তিনি এই বিবাহে যৌতকস্বরূপ 'বারুণ ছত্র' প্রাপ্ত হন।(২৫) নরকের পুত্র ভগদত্ত ভারতযুদ্ধে কুরুপক্ষে প্রাণদান করিলে, তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা হইয়াছিলেন।(২৬) মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত এবং বজ্রদত্তের নাম আছে। ভগদত্তের সময়ে চীন দেশের কিয়দংশ ও তাঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অবস্থানুসারে বোধ হয় যে, দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে আর্য্য উপনিবেশ আরব্ধ হওয়ার অগ্রেই মিথিলা এবং তাহার প্রতিবেশি রাজ্য কামরূপে আর্য্যেরা বসতি করিতেছিলেন।

নরক ও তাঁহার বংশধর

'কোচ কিংস্ অফ্ কামরূপ' (The Koch Kings of Kamrup) পুস্তকে লিখিত আছে যে, নরকের বংশে ঊনবিংশতিতম পরবর্ত্তী রাজা সুপাক্ষ তদীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত হইলে নরকবংশ বিলুপ্ত হয়। 'আসামর সংক্ষিপ্ত বুরুঞ্জী' পুস্তকে সুপাক্ষর পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা সুবাহুকে সংবৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। সুপাক্ষ, নরকবংশীয় রাজা হইলেও তিনি নরকের ঊনবিংশ পুরুষ পরবর্ত্তী হইতে পারেন না, পরন্তু তাঁহার অনেক পরের রাজা হইতে পারেন। নরকের পুত্র

ভারতযুদ্ধ

---

(২৪) খড়্গনারায়ণের বংশাবলী। 'শরণিয়া পর্ব্বত' গৌহাটী নগরের প্রান্তে অবস্থিত।

(২৫) রাজতরঙ্গিণী, দ্বিতীয় তরঙ্গ, ১৫০-১৫৫ শ্লোক। পরবর্ত্তী কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা হর্ষদেবকে বরুণদেবের 'আভোগ' নামক ছত্র উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। হর্ষচরিত, সপ্তম উচ্ছ্বাস।

নরককে বিনাশের পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বারুণ ছত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬৪ম অধ্যায়।

(২৬) মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব্ব, ৭৫।৭৬ম অধ্যায়)। ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর-তাম্রশাসনে এবং ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্ত ভগদত্তের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; কিন্তু বনমাল, বলবর্ম্মা এবং রত্নপালের তাম্রশাসনে পুত্রের স্থলে ভ্রাতা বলা হইয়াছে। কালিকাপুরাণে (৪০শ অধ্যায়) নরকের ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্ এবং সুমালী নামক চারি পুত্রের উল্লেখ আছে।

ভগদত্ত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে নিহত হইয়া ছিলেন। উক্ত যুদ্ধের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমাজে অনেক মতভেদ আছে।(২৭) কথিত আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য গুরুর আদেশে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন এবং কামাখ্যা মন্দিরের দ্বারে 'হত্যা' দিয়া 'তালবেতাল সিদ্ধ' হইয়াছিলেন; এই প্রবাদ প্রকৃত হইলে, ইনি কোন্ বিক্রমাদিত্য, তাহা নিরূপণ করা কঠিন।

---

(২৭) 'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
বড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥
একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।' বৃহৎসংহিতা, ১৩।৩-৪।

অর্থাৎ,—নৃপতি যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিতেন, তখন সপ্তর্ষিগণ মঘানক্ষত্রে অবস্থিতি করিতে ছিলেন; শকাব্দের অঙ্কের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপিত হয়। সপ্তর্ষিগণ এক একটী নক্ষত্রে শতবর্ষ করিয়া অবস্থান করেন।

কলিযুগের প্রারম্ভ সময় এবং তাহার সংস্রবে পরীক্ষিতের রাজ্যকাল মহাপুরাণাদিতেও (মৎস্য, ২৭৩ম অধ্যায়, বায়ু, ৯৯ম এবং বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৪শ অধ্যায় ইত্যাদিতে) প্রদত্ত হইয়াছে। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বজ্রদত্তের তিন সহস্র বৎসর পরে পুষ্যবর্ম্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। পুষ্যবর্ম্মা, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর রাজা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, এরূপ অবস্থায়, ভগদত্ত অথবা বজ্রদত্তের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তবিংশ শতাব্দীতে গণিত হইতে পারে। বৃহৎসংহিতার গণনাও প্রায় তদনুরূপ। পৌরাণিক মতানুসারে প্রচলিত পঞ্জিকায় কলিযুগের প্রারম্ভকাল ৩১০১ খৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লৌকিক ইতিবৃত্ত

শূদ্রবংশ

খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে শূদ্রবংশীয় দেবেশ্বর কামরূপের রাজা ছিলেন। কথিত আছে যে, দেবেশ্বর কামাখ্যা দেবীর ভক্ত ছিলেন। অনেকের অনুমান এই যে, দেবেশ্বরের বংশজাত পৃথু নামে একজন রাজা ছিলেন এবং তিনি পশ্চিম কামরূপে রাজত্ব করিতেন। জলপাইগুড়ির দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'ভিতর গড়' বা 'পৃথু রাজার গড়' এই রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।(১)

নাগশঙ্কর

৩৭৮ খৃষ্টাব্দে নাগশঙ্কর নামক জনৈক রাজা পূর্ব্ব-কামরূপে রাজত্ব করিতেন, এবং তেজপুরের নিকট প্রতাপগড়ে তাঁহার রাজধানী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, চারি শত বৎসর কাল, অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত, নাগশঙ্কর বংশীয়দের রাজত্ব বিদ্যমান ছিল।(২)

সাঙ্গলদেব

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের ধর্ম্মসভায় কামরূপের প্রতিনিধি গমন করিয়াছিলেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে সাঙ্গলদেব নামক কোচ দেশের জনৈক রাজা কামরূপে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত আছে যে, সাঙ্গলদেবের চারি সহস্র গজারোহী, এক লক্ষ অশ্বারোহী এবং চারি লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল; তাঁহার দ্বারা হূণ জাতি বিতাড়িত হয় এবং তিনি বঙ্গ হইতে মালব পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তারিত করিয়া লক্ষ্ণৌতী (লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়) নগরের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

---

(১) ডাক্তার বুকানন হেমিল্টন অনুমান করিয়াছেন যে, যুদ্ধবিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে এই দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল; অথচ উহাকে অধিক পুরাতন বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। তাঁহার মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজিত কামতাপুর দুর্গের সহিত উহার সাদৃশ্য আছে। তিনি ভীমসেন কর্ত্তৃক বিজিত এক পৃথু রাজাকে কামরূপের ধর্ম্মপাল রাজার জাতি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই ভীমকে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কৈবর্ত্তবংশীয় রাজা মনে করা যাইতে পারে।

(২) এই বংশ কোনও সামন্ত রাজার ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই সময়ের মধ্যে (সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে) হিউএন সাঙ কামরূপে আগমন করেন; কিন্তু তিনি কামরূপের নিকটবর্ত্তী আর কোনও রাজ্যের নাম করেন নাই, অধিকন্তু কামরূপের পূর্ব্বে, চীনদেশের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত অসভ্য জাতির বাস, বলিয়াছেন। কাশ্মীরের দিগ্বিজয়ী রাজা ললিতাদিত্যের অভিযানবৃত্তান্তে প্রাগ্জ্যোতিষ দেশের নিকট নেপাল, মোরঙ্গ এবং ভোট ব্যতীত অন্য রাজ্যের উল্লেখ নাই। এই সকল কারণে কামরূপ রাজ্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভগদত্ত বংশের একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীনতায় ভিন্ন ভিন্ন সামন্ত রাজগণ দ্বারা শাসিত হইত বলিয়া অনুমিত হয়।

'তারিখে ফেরেস্তা'য় এক 'শঙ্কল' রাজার নাম আছে। 'খোরসেদ জাঁহানামা' অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে যে, তেইশ শত বৎসর পূর্ব্বে কোচ দেশের রাজা মঙ্গলদীপ, শিবালিক পর্ব্বতের গণ্ডার অথবা কেদার নামক ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিয়া গৌড় নগরের পত্তন করেন,(৩) তুরাণী (মোঙ্গল) জাতিকর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্য বিজিত হয় এবং তিনি নিহত হন।

রাজাবলী

খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ের প্রাগ্‌জ্যোতিষ অথবা কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতিগণের নামাবলী এবং আনুমানিক সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সময় (খৃষ্টাব্দ)			রাজা এবং রাজমহিষীগণ		
			নরকবংশ		
চতুর্থ	শতাব্দী	…	পুষ্যবর্ম্মা	…	……
,,	,,	…	সমুদ্রবর্ম্মা	…	দত্তদেবী
,,	,,	…	বলবর্ম্মা	…	রত্নবতী
পঞ্চম	,,	…	কল্যাণবর্ম্মা	…	গন্ধর্ব্ববতী
,,	,,	…	গণপতিবর্ম্মা	…	যজ্ঞবতী
,,	,,	…	মহেন্দ্রবর্ম্মা	…	সুব্রতা
,,	,,	…	নারায়ণবর্ম্মা	…	দেববতী
ষষ্ঠ	,,	…	ভূতিবর্ম্মা	…	বিজ্ঞানবতী
,,	,,	…	চন্দ্রমুখবর্ম্মা	…	ভোগবতী
,,	,,	…	স্থিতবর্ম্মা	…	নয়নদেবী
,,	,,	…	সুস্থিতবর্ম্মা	…	শ্যামাদেবী
সপ্তম	,,	…	ভাস্করবর্ম্মা *	…	……
,,	,,	…	শালস্তম্ভ	…	……
,,	,,	…	বিগ্রহস্তম্ভ	…	……
,,	,,	…	বিজয়	…	……
অষ্টম	,,	…	পালক	…	……
,,	,,	…	কুমার	…	……
,,	,,	…	বজ্রদেব	…	……
,,	,,	…	শ্রীহরিষ	…	……

(৩) প্রাচীনকালে মালদহের অন্তর্গত (ধ্বংসাবশিষ্ট) গৌড় ব্যতীত শ্রীহট্টে, প্রয়াগের উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জিলায়, মালবরাজ্যে এবং মধ্যপ্রদেশে এক একটী গৌড় নামক স্থান ছিল। পাণিনিসূত্রে এক 'পূর্ব্বদেশীয় গৌড়ে'র উল্লেখ আছে (৬।১।১০৩)।

সময় (খৃষ্টাব্দ)			রাজা এবং রাজমহিষীগণ		
			নরকবংশ		
নবম	শতাব্দী	...	প্রালম্ভ	...	শ্রীজীবদা
,,	,,	...	হর্জ্জর *	...	তারা, মঙ্গলশ্রী, অথবা শ্রীমণ্ডরা
,,	,,	...	বনমাল *	...	......
,,	,,	...	জয়মাল	...	... ..
,,	,,	...	বীরবাহু	...	অম্বা
দশম	,,	...	বলবর্ম্মা *	...	. ..
,,	,,	...	ত্যাগসিংহ	...	.... .
,,	,,	...	ব্রহ্মপাল	. .	কুলদেবী
একাদশ	,,	...	রত্নপাল *	...	...
			পুরন্দরপাল	..	দুর্ল্লভা
,,	,,	. .	ইন্দ্রপাল *	.	.....
,,	,,	..	গোপাল	...	নয়না
,	,,	..	হর্ষপাল	...	......
দ্বাদশ	,,	...	ধর্ম্মপাল *	...	. .
,,	,,	...	তিঙ্গদেব বা তিম্‌গ্যাদেব		......
,,	,,	...	বৈদ্যদেব *	...	.... .
,,	,,	...	বল্লভদেব *	...	.. ...

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, তত্ত্বসরস্বতী মহাশয়ের সঙ্কলিত 'কামরূপ শাসনাবলী'তে (৪৫, ৪৬ পৃষ্ঠা, এবং ভূমিকা [২০], [২১] পৃষ্ঠা) বিগ্রহস্তম্ভ বিজয়ের এবং বীরবাহু জয়মালের নামান্তর বলিয়া লিখিত আছে।

* চিহ্নিত রাজগণের ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন মূল শাসন নহে, অধিকন্তু, তাহার একখানি পত্র আবিষ্কৃত হয় নাই; উহা তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ভূতিবর্ম্মার বিনষ্ট তাম্রশাসনের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত হইয়াছিল। রত্নপালের তাম্রশাসনে ভাস্করবর্ম্মার পরবর্ত্তী রাজা শালস্তম্ভ এবং তদ্বংশীয় ত্যাগসিংহ পর্য্যন্ত নৃপতিগণকে 'ম্লেচ্ছাধিনাথ' বলিয়া নরকবংশ হইতে পৃথক করিয়া তাঁহার (রত্নপালের) পিতা ব্রহ্মপাল হইতে 'ভৌম' বা 'নরক' বংশের পুনঃ প্রবর্ত্তন লিখিত হওয়ায় কোন কোন ঐতিহাসিক শালস্তম্ভ প্রভৃতি রাজাকেই ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছেন; কিন্তু, উক্ত বংশীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনে আপনাদিগকে নরক বা ভগদত্তবংশীয় বলিয়াই পরিচিত করিয়াছেন। শেষোক্ত তিন নৃপতি নরকবংশীয় নহেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব কামরূপ-রাজ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। (৪) ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজ যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন উত্তর ভারতে প্রবল হইয়া হুণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজয় পূর্ব্বক লৌহিত্যনদের (ব্রহ্মপুত্রের) তীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উক্ত শতাব্দীর 'কর্ণসুবর্ণের' রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তও লৌহিত্যনদের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত দেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।(৫) 'শঙ্কর দিগ্বিজয়'কালে (ষষ্ঠ, মতান্তরে অষ্টম শতাব্দী) চট্টগ্রামের রাজা গোপীচন্দ্র এবং তৎপিতা বিমলচন্দ্র কামরূপের উপর আধিপত্য করিতেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

সমুদ্রগুপ্ত

যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন

শশাঙ্ক

গোপীচন্দ্র ও বিমলচন্দ্র

ভগদত্তবংশীয় রাজা কুমার ভাস্করবর্ম্মার নাম কামরূপের ইতিহাসে সমধিক বিখ্যাত। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ভাস্করবর্ম্মার পিতা সুস্থিতবর্ম্মা গুপ্তবংশীয় রাজা দামোদর-গুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্তের হস্তে লৌহিত্যতীরে পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু, এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। (৬) ভাস্করবর্ম্মার সময়ে পশ্চিম কামরূপ, সমগ্র আসাম এবং বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ পর্য্যন্ত কামরূপরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি সমসাময়িক কর্ণসুবর্ণরাজ্যও জয় করিয়াছিলেন। (৭) ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার বংশের ঊর্দ্ধতন একাদশ রাজার নাম আছে, তাঁহাদের মধ্যে পুষ্যবর্ম্মার নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, ভগদত্তের বংশ তিন সহস্র বৎসর রাজত্ব করার পরে ঐ বংশে রাজা পুষ্যবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হিউএন সাঙ ভাস্করবর্ম্মাকে নারায়ণ হইতে এক সহস্র পুরুষ পরবর্ত্তী বলিয়াছেন; তিনি ভাস্করবর্ম্মার অনুরোধে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন। (৮)

ভাস্করবর্ম্মা

---

(৪) সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি।

(৫) গৌড় রাজমালা, ১৮ পৃষ্ঠা।

(৬) বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রথমভাগ, ৭৭ পৃষ্ঠা;

কিন্তু, Mr. C. V. Vaidyaএর মতে ('*History of Mediaeval Hindu India*', *Vol. I. p 37*) এই সুস্থিতবর্ম্মা কনৌজের মৌখরী বংশীয় রাজা ছিলেন এবং তাঁহার সহিত মহাসেনগুপ্তের কেবল যুদ্ধ হইয়াছিল। হর্ষচরিত এবং নিধনপুর-তাম্রশাসনে ভাস্করবর্ম্মার পিতার নাম সুস্থিরবর্ম্মা (সুস্থিতবর্ম্মা) ও উপাধি মৃগাঙ্ক লিখিত আছে।

(৭) নিধনপুরে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

(৮) 'On Yuan Chwang's *Travels in India*', *Vol. II. p 186.* এই 'এক সহস্র পুরুষ' লেখক, অনুবাদক অথবা মুদ্রাকরের প্রমাদজনিত, সন্দেহ নাই।

ভাস্করবর্ম্মার সময়েই তিব্বতীয়গণ বঙ্গ এবং মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই আক্রমণ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে (৬৪৭ খৃষ্টাব্দে) হইয়াছিল। তিব্বতীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশ কিছুকাল তিব্বতের অধীন ছিল। তিব্বতীয়গণ মিথিলার পথেই মগধে আগমন করিয়াছিলেন এবং ভাস্করবর্ম্মা সেই যুদ্ধে তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন; (৯) তিনি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের বন্ধু ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ মহাকবি বাণভট্টপ্রণীত হর্ষচরিতেও উক্ত দুই রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব থাকার উল্লেখ আছে। ভাস্করবর্ম্মা সম্রাট্ শীলাদিত্যের অনুরোধেই বহুসৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার মহামোক্ষ পরিষদে যোগদানের জন্য গমন করিয়াছিলেন। (১০) রত্নপালের তাম্রশাসনে ক্ষোদিত আছে যে, ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরে 'ম্লেচ্ছাধিনাথ শালস্তম্ভ' কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন এবং এই বংশের একবিংশতিতম রাজা ত্যাগসিংহের পরে পুনরায় ভগদত্তবংশীয় ব্রহ্মপাল প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা হইয়াছিলেন; পরন্তু, শালস্তম্ভবংশীয় বনমাল এবং বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে শালস্তম্ভ ভগদত্তবংশীয় বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। (১১)

কাশ্মীররাজ দিগ্বিজয়ী মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কর্তৃক প্রাগ্জ্যোতিষরাজ্য এবং স্ত্রীরাজ্য (অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে) আক্রান্ত হইয়াছিল।(১২) এই কামরূপ দেশেরই নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান রাজতরঙ্গিণীতে 'স্ত্রীরাজ্য' নামে উল্লিখিত হওয়া অনুমিত হয়। ললিতাদিত্য গৌড়দেশ জয় করেন এবং গৌড়রাজকে বন্দী করিয়া স্বদেশে লইয়া যান; কামরূপরাজ শ্রীহর্ষ বা হরিষ, সম্ভবতঃ এই সুযোগেই, গৌড়, উড্র, কলিঙ্গ ও কোশল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই শ্রীহর্ষের কন্যা রাজ্যমতীকে নেপালরাজ জয়দেব বিবাহ করিয়াছিলেন (অষ্টম শতাব্দী)। (১৩)

মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য

শ্রীহর্ষ বা হরিষ

---

(৯) গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৫৭, ১২৭ পৃষ্ঠা; *The Early History of India, p 353.*

(১০) 'On Yuan Chwang's *Travels in India*', *Vol. I. p 349.*

(১১) বর্ত্তমান কামরূপ জেলার 'রাণী' নামক স্থানের রাজা আপনাকে ভগদত্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসামের 'মোয়ামারিয়া' সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া ভরত সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে আসামের রাজা করিয়াছিলেন। এই ভরত সিংহ স্বকীয় মুদ্রায় আপনাকে 'ভগদত্তকুলোদ্ভব' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। 'বাতরি' পত্রিকা ২।৫।৩১।

(১২) 'তিনি জনশূন্য প্রাগ্জ্যোতিষপুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে দহ্যমান কৃষ্ণাগুরুবন হইতে ধূপধূম নির্গত হইতেছে। মরীচিকার জলভ্রম উৎপাদন করে; এ জন্য বালুকাময় মরুসমুদ্র অতিক্রমকালে তাঁহার হস্তিগণকে দেখিয়া বৃহদাকার মকরাদি বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তৎপরে স্ত্রীরাজ্য (ললিতাদিত্যের) বশীভূত হইয়াছিল'। রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ, ২৭২-২৭৪ শ্লোক। উড্র বা ওড্র উড়িষ্যার প্রাচীন নাম এবং এই 'কোশল' কলিঙ্গের পশ্চিম উত্তরে অবস্থিত 'দক্ষিণ কোশল'।

(১৩) নেপালে পশুপতিনাথের মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিতে রাজ্যমতী 'ভগদত্তরাজকুলজা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। গৌড় রাজমালা, ১৭-১৮ পৃষ্ঠা।

[illegible] গোপালদেব কামরূপের যে অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্ম্মপালদেব তাহা রক্ষার নিমিত্ত বর্দ্ধনকোটের ৭০ মাইল উত্তরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। কামরূপবাসীর আক্রমণ নিবারণই উক্ত দুর্গনির্ম্মাণের উদ্দেশ্য ছিল। এই দুর্গ রঙ্গপুরের অন্তর্গত 'ধর্ম্মপালের গড়' বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ডোমার ষ্টেশনের কয়েক মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে 'ধরমপালের গড়' অবস্থিত আছে। দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে, এই দুর্গ ধর্ম্মপাল নামক একজন সামন্ত রাজার অধীনতায় ছিল, এরূপ প্রবাদ আছে।

গোপাল এবং ধর্ম্মপালদেব

ধর্ম্মপালের পরবর্ত্তী পালবংশীয় তৃতীয় রাজা দেবপাল (৮১৫-৮৫০ খৃষ্টাব্দ) কর্ত্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে পাল আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের অনুমান এই যে, ঐ সময়ে ভগদত্তবংশীয় জয়মাল এবং বীরবাহু কামরূপের রাজা ছিলেন। দেবপাল অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং তিনি স্বকীয় ভ্রাতা জয়পালের সাহায্যে উৎকল হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্য্যন্ত স্থানে অধিকার বিস্তারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাবাসী কম্বোজ জাতি প্রবল হইয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কোচ এবং মেচ প্রভৃতি জাতির লোককে এই কম্বোজজাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে (দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের পূর্ব্বে) জনৈক শিবোপাসক কম্বোজবংশীয় রাজা গৌড় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। (১৪) তৃতীয় বিগ্রহপালের সময়ে (১০৪২-১০৭০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গে এবং বরেন্দ্রভূমে রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কল্যাণের চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক কামরূপরাজ্য আক্রান্ত হওয়া অনুমিত হয়। বিগ্রহপালের মৃত্যু হইলে তাঁহার তিন পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল (১০৭০-১০৭৫) এবং রামপালের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ আরব্ধ হইয়াছিল এবং সেই সুযোগে কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্বোক গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন।

দেবপাল

বিক্রমাদিত্য চালুক্য

দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত মালদোয়ারের ব্রাহ্মণ জমিদারের সেরেস্তায় রক্ষিত এক তাম্রশাসনে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামক এক সামন্তরাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাঁহাকে কামরূপবিজেতা বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি আনুমানিক দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ঈশ্বর ঘোষের প্রপিতামহ ধূর্ত্ত ঘোষ রাঢ়দেশের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম বাল ঘোষ, তৎপুত্র ধবল ঘোষ। ধবল ঘোষের ঔরসে তাঁহার সদ্ভাবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ঈশ্বর ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ঘোষ 'জটোদা' নদীতে স্নান করিয়া 'ঢেক্করী'

ঈশ্বর ঘোষ

(১৪) গৌড় রাজমালা, ৩৭ পৃষ্ঠা; দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ে প্রাপ্ত শিবমন্দিরলিপি।

[illegible] শিবপোর মণ্ডলান্তঃপাতী পারিটপ্যক বিষয়ে নিদ্রালোদিকা গ্রাম শিবোক শর্মাকে দান করিয়াছিলেন। নিবোক শর্মা উঁহার গুরুদেবকে [illegible] ভূমি এবং উক্ত তাম্রলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত লিপির শেষভাগে ‘স্থিতি সম্বৎ ৩৫ মার্গ দিনে ১’ খোদিত রহিয়াছে। (১৫)

কামরূপে পাল রাজবংশের আধিপত্যকালে (খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী) কোচরাজ্য উঁহাদের করদ ছিল। কথিত আছে যে, ঐ সময়ের মধ্যে জিতারি নামক জনৈক

কোচরাজ্য

বৌদ্ধসন্ন্যাসী মধ্যকামরূপে একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। জিতারি মুনি বরেন্দ্রভূমির সনাতন রাজার পুত্র (১৬) এবং তিনি বিক্রমশিলা সত্রের সংস্থাপক

জিতারি

ছিলেন। উক্ত বিক্রমশিলা বিহার ভাগলপুরের নিকট সুলতানগঞ্জে অবস্থিত ছিল। জিতারি প্রথম মহীপালদেবের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তিনি মহীপালদেবের নিকট (৯৭৮-১০২৬ খৃষ্টাব্দ) ‘পাণ্ডিত’ উপাধি ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঙ্গপুরের কোনও কোনও স্থান এবং দিনাজপুরের সুবৃহৎ মহীপালের দীঘী, মহারাজ মহীপালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

পালবংশীর চতুর্দ্দশ রাজা রামপাল (১০৭৭-১১২০ খৃষ্টাব্দ) বরেন্দ্র ভূমির কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ

রামপাল

তিঙ্গদেব

নিবারণ করিয়া কামরূপ পুনরধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পুনরধিকার কামরূপরাজ ধর্ম্মপাল অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী নৃপতি তিঙ্গদেবের সময় হইয়া থাকিবে। রামপালের পুত্র কুমারপাল (১১২০-১১২৫

কুমারপাল

ও

বৈদ্যদেব

খৃষ্টাব্দ) তাঁহার মন্ত্রিপুত্র বৈদ্যদেবকে প্রাগ্‌জ্যোতিষ অথবা তাহার কোনও অংশের রাজা করিয়াছিলেন। কুমার পালের পরে গৌড়ীয় পালরাজত্বের প্রতাপ নিষ্প্রভ হইলে সেই সময়ে বৈদ্যদেব কামরূপে

---

(১৫) বড়গদাধর নদ ই ‘জটোদা’ অথবা ‘জটোদ্ভব’ বলিয়া বিশ্বকে যে কথিত হইয়াছে, (১ম খণ্ড ৫১২, ৫১৬ পৃষ্ঠা)। জটোদা কামরূপের একটী অতি প্রাচীন নদী, ইতঃপূর্ব্বে তাহার স্নানমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই স্নানের উপলক্ষে ছোট গদাধরের উপনদী কালজানীতীরে এখনও প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকমুখে ইহা ‘গদাধরস্নান’ বলিয়া কথিত হয়। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের রচিত ইতিহাসে জটোদার বর্ত্তমান নাম ‘জলঢাকা’ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (*p 210*)। মুনসী জয়নাথ ঘোষ মহাশয়ের ‘রাজোপাখ্যানে’ (হস্তলিপি) জটোদার বর্ত্তমান নাম ‘মানসাই’ আছে (প্রত্যক্ষ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়), বর্ত্তমান ‘জলঢাকার’ নিম্নভাগই মানসাই’ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। জল্পেশ্বর শিবমন্দির সন্নিহিত ক্ষুদ্র ‘ঝড়দা’ বা ‘ঝড়োদা’কেও প্রাচীন ‘জটোদয়া’ বা ‘জটোদা’র বর্ত্তমান অবস্থা মনে করা যাইতে পারে; এই অনুমান সত্য হইলে, জটোদয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ‘জলঢাকা’ এবং ‘মানসাই’ নামেই পরিচিত হইয়াছিল, বলিতে হয়। জনশ্রুতি এবং পুরাণবর্ণিত জটোদাস্নান এপর্য্যন্ত কামরূপে বিদ্যমান থাকায় কামরূপক্ষেত্রে এই প্রাচীন জটোদার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

(১৬) মতান্তরে, জিতারি দ্রবিড় দেশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, কামরূপ বুরুঞ্জী, ৭র্থ পৃষ্ঠা।

স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। আসামে প্রাপ্ত কুমার্ বল্লভদেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারীদেব ত্রৈলোক্য সিংহের সময়ে বঙ্গসেনা কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিল। রায়ারীদেব সম্ভবতঃ বৈদ্যদেবের পরবর্ত্তী এবং বঙ্গদেশের প্রান্তভাগের কোনও স্থানের রাজা ছিলেন। বঙ্গসেনার এই আক্রমণ বিজয়সেনদেবের অভিযান বলিয়া অনুমিত হয়। রায়ারীদেবের পুত্র উদয়কর্ণ এবং তাঁহার পুত্র বল্লভদেব ১১০৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। (১৭)

রায়ারীদেব ত্রৈলোক সিংহ

বল্লভদেব

সেনবংশীয় প্রথম রাজা বিজয়সেন (১০৭৯-১১১৯ খৃষ্টাব্দ) কামরূপে অধিকার স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তিনি কামরূপের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ীর নিকট প্রাপ্ত দেবপাড়া মন্দিরের শিলাফলকে 'গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপভূপং' পাঠ আছে; তাহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, বিজয়সেন কামরূপপতিকে দমন করিয়াছিলেন। পালবংশীয় সপ্তদশ রাজা মদনপালদেবের সময়ে গৌড়রাজ্য বিজয়সেনের পুত্র স্বনামখ্যাত বল্লালসেনের অধিকারে আসিয়াছিল (১১১৯-১১৬৯ খৃষ্টাব্দ) এবং এই সময়ে অন্ততঃ পশ্চিম কামরূপ গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে যে, বল্লালসেন বরেন্দ্রবাসী একশত ঘর ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্রদেশে রাখিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে ভোট, অভঙ্গ, মোবঙ্গ, মগধ এবং উৎকলে স্থাপিত করিয়াছিলেন; তাহাতে কামরূপের নাম নাই। বল্লালসেনের সময়ে ব্রাহ্মণদিগকে গ্রামদান সম্পর্কে যে সকল 'গাঁই'এর সৃষ্টি হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাৎস্য গোত্রের 'দেউলিগ্রাম' করতোয়া নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, করতোয়া নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত দেশ অথবা দেশাংশও বল্লালসেনের আধিপত্য স্বীকার করিত।

বিজয়সেনদেব

মদনপাল ও বল্লালসেন

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের সময়ে (১১৬৯-১১৯৮ খৃষ্টাব্দ) গৌড়রাজ্যে মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত হইয়াছিল। পাবনা জেলার মাধাই নগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের 'বিক্রমবশীকৃতকামরূপঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কামরূপরাজ্য লক্ষ্মণসেনের অধীনতায় থাকা সপ্রমাণ হয়। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন এবং বিশ্বরূপসেন পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। দ্বাদশশতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়রাজ্যে হিন্দুরাজত্বের অবসান এবং মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন

(১৭) এ সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান আছে, বল্লভদেবের তাম্রশাসনের মুদ্রা (Seal) পাওয়া যায় নাই, এবং অন্য কোনও উপায়েও তাঁহার রাজ্যের নাম উক্ত তাম্রশাসন হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই।

'প্রতিভা' পত্রিকা, ষোড়শবর্ষ, ১৩৩৩ সন, ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা।

'নওদিয়া' (নদীয়া) বিজয়ের পরে স্বনামখ্যাত এখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী কামরূপের মধ্য দিয়া তিব্বতজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন (১২০৫ খৃষ্টাব্দে)। তিব্বতের পথে, একটী বৃহৎ পর্ব্বতীয় নদের অপর পারে তাৎকালিক কামরূপ রাজধানী অবস্থিত ছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ারের সময়ে পশ্চিম কামরূপে কোনও স্বাধীন রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল কিনা, তাহার নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু, স্থানে স্থানে কোচ ও মেচ জাতির আধিপত্য ছিল।

মোহাম্মদ বখতিয়ার

কামরূপে 'পাল' উপাধিধারী সামন্ত অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা সময়ে সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 'পাল' উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রাজগণের অস্তিত্ব হেতু গৌড়ীয় পালরাজগণের ইতিহাস সঙ্কলনে অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চিম কামরূপে গোপীচান্দ রাজার উপাখ্যান এবং গীত শুনিতে পাওয়া যায় এবং পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের স্থানে স্থানে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষগুলির সংশ্রবেও তাঁহার নাম কথিত হইয়া থাকে। বঙ্গের রাজা মাণিকচান্দের সহিত 'ফেরুসা নগরের' তিলকচান্দ রাজার কন্যা ময়নামতীর বিবাহ হইবার বিবরণ ময়নামতীর গীতে শ্রুত হয়। মাণিকচান্দের পরে তাঁহার পুত্র গোপীচান্দ রাজা হইয়াছিলেন। মতান্তরে, ধর্ম্মপাল নামক জনৈক রাজা ময়নামতীর ভ্রাতা অথবা ভগিনীপতি ছিলেন; তিনি মাণিকচান্দের মৃত্যুর পরে রাজ্য অধিকার করিলে ময়নামতী তিস্তা নদীর তীরে ধর্ম্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলেন। ময়নামতীর গীতে তাঁহার পুত্রের নাম গোপীচান্দ। গোপীচান্দ এবং গোবিন্দচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি কি না তাহা বলা কঠিন। গোপীচান্দ হরিশ্চন্দ্র রাজার অদুনা এবং পদুনা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর জেলার ডিমলা থানার এলাকায় 'হরিশ্চন্দ্রের পাটের' ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

'পাল' উপাধিক সামন্ত

মাণিকচান্দ এবং ময়নামতী

অবস্থানুসারে অনুমিত হয় যে, গোপীচান্দ পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন, এবং পরে উত্তর বঙ্গের রাজ্যলাভ করিয়া মাতা এবং গুরুর সহিত পশ্চিম কামরূপে আগমন করেন। উত্তর বঙ্গের প্রচলিত ময়নামতীর গীতে গোপীচান্দের সম্পর্কে শুনা যায়:—

গোপীচান্দ এবং ভবচন্দ্র

'শিকিয়া বাঁকুয়া দিহে আর দুইটা হাঁড়ী,
জল আনিয়া ভাত খাবু বঙ্গের অধিকারী'।

গোপীচান্দ রাজার পুত্রের নাম ভবচন্দ্র; ভবচন্দ্রের পুত্রের নাম হবচন্দ্র রাজা এবং সেই 'হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর' নাম নানা প্রবাদবাক্যে শুনিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুরের দক্ষিণে 'বাক্ দুয়ারে' 'বাগ্‌দেবীর' মন্দির আছে; কথিত আছে যে, এই বাগ্দেবী ভবচন্দ্রের ইষ্টদেবী ছিলেন। সেই মন্দিরের নিকট অবস্থিত 'পালের গড়' এক্ষণে দানেশ নগর নামে পরিচিত হইতেছে। পীরগঞ্জের দুইক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে 'লোরারপাটে' ভবচন্দ্রের আত্মীয় 'লোরা রাজা' বাস করিতেন

বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দক্ষিণাপথের 'তিরুমলৈ' গিরিলিপিতে 'বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র' রাজার নাম আছে (১০২৫ খৃষ্টাব্দ); গোপীচান্দ এবং উল্লিখিত গোবিন্দচন্দ্রকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালে শ্রীচন্দ্র রাজার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে; শ্রীচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র; (১৮) ইঁহারা আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গের রাজা ছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের 'গোর্থবিজয়' পুথিতে ময়নামতীকে 'মেহেরকুলের' রাজমাতা বলা হইয়াছে, এবং তাহাতে 'গার্ড্স' রাজ্য, 'বিজয়নগর' এবং 'কদলীদেশের' নাম আছে। 'গার্ড্স' রাজ্য কোথায় ছিল, এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে এক 'বিজয়পুর' অথবা 'বিজয়নগরে' কামরূপরাজ রঘুদেবনারায়ণের দুর্গ ছিল। রাজশাহী জিলার অন্তর্গত গোদাগাড়ীর নিকটে এক 'বিজয়নগরের' চিহ্ন আছে; সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেন তথায় বাস করিতেন। মেহেরকুল এবং পাটীকাড়া ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত; তথায় 'চৌদ্দগ্রামের' নিকটও ভবচন্দ্রের বাড়ী থাকার স্থানীয় প্রবাদ আছে। উক্ত পুথির সহিত উত্তরবঙ্গের গোপীচান্দের গীতের অনেকস্থলে ঐক্য আছে। চট্টগ্রামেও এক গোপীচান্দ রাজার রাজধানী ছিল। গৌহাটীর উত্তরে চুটীয়াপাড়া গ্রামে গোপীচন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্র রাজার এক নগর ছিল। উত্তরবঙ্গের ময়নামতীর গীতে মেচপাড়া, পাটীকানগর, শ্রীকলার বন্দর, কদলীসহর, কলিঙ্গ বন্দর, ফেরুসা নগর, দারাইপুর এবং করতোয়ার নাম আছে। ইহাদের মধ্যে মেচপাড়া গোয়ালপাড়া জেলায়, শ্রীকলার বন্দর অথবা হাট এবং পাটীকানগর অথবা পাটীকাপাড়া রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনার উত্তরে, কদলীসহর অথবা কলাগাছী রঙ্গপুর নগরের উত্তরে অবস্থিত, এবং করতোয়া নদী এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বনামে পরিচিত হইতেছে। ডিমলা থানার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ধর্ম্মপালের গড়ে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী পাটীকাপাড়ায় ময়নামতী ও গোপীচান্দের বাসস্থান থাকার প্রবল জনশ্রুতি আছে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ডোমার হইতে পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অনেক স্থানের সহিত গোপীচান্দ এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীর নাম জড়িত আছে। গোপীচান্দের পরে তাঁহার পরিত্যক্ত রাজধানী অন্য রাজবংশ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের গড়ের দুইমাইল পশ্চিমে আটীয়াবাড়ী গ্রামে 'ময়নামতীর কোট' আছে। কামতারাজ বিশ্বসিংহের অধীনতায় 'আটীয়াবাড়ী' নামক একটী সামন্ত রাজ্য ছিল।

ডিমলার অন্তর্গত 'চরণগড়' এবং 'রামুরগড়' শিববংশীয় রাজগণের আধিপত্যকালে নির্ম্মিত অথবা ব্যবহৃত হইয়াছিল। টেঙ্গনমারীর নিকট যে পুরাতন দুর্গের চিহ্ন আছে, তাহা ভুটীয়াদিগের দ্বারা এবং ঘাঘটতীরবর্ত্তী 'মন্থনাকোট' কামতাপুরের কোনও নৃপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কামরূপবাসী যোগিগণের শিবের গীতে গোপীচান্দের উল্লেখ

---

(১৮) 'সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তান পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।' (৮৩) গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ৮৩ পৃষ্ঠা।

আছে। রাজপুতনা, পঞ্জাব, অযোধ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক ব্রাহ্মণ গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার প্রতিকৃতিও বিক্রীত হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় গোপীচান্দের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাণিকচান্দের গানের গোপীচান্দকে 'বেনে ক্ষত্রিয়' বলা হইয়াছে। গোপীচান্দকে কেহ কেহ ব্রাত্যক্ষত্রিয় (রাজবংশী) বলেন। এই জাতির লোকেই এখন ময়নাবুড়ীর 'দেঁওদা' (দেওধাই) অথবা পূজারি। মহারাষ্ট্রদেশে যে গোপীচান্দের উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তদনুসারে গোপীচান্দ ত্রৈলোক্যচান্দের পুত্র ছিলেন এবং গৌড় বাঙ্গলার অন্তর্গত কাঞ্চননগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

উত্তরবঙ্গের ময়নামতীর গীত পুরাতন হইলেও তাহার সমস্ত অংশ পুরাতন নহে। রাজা মাণিকচান্দ, তাঁহার মহিষী ময়নামতী এবং পুত্র গোপীচান্দের বৃত্তান্ত অবলম্বনে এই গীত রচিত হইয়াছে। গীতে মাণিকচান্দের নবনিযুক্ত কর্ম্মচারীর প্রসঙ্গে শুনিতে পাওয়া যায়,—

'দক্ষিণ হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকং কৈল কড়ি॥'

বাঙ্গালদের সম্বন্ধে এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের তাৎকালিক মনের ভাব এই গীতে সুব্যক্ত রহিয়াছে। (১৯)

'দেওয়ানগিরি চাকরী রাজা সেই বাঙ্গালক্ দিল।
দেড়বুড়ি খাজনা ছিল পনরগণ্ডা নিল॥'

গ্রাম্য কবির মতে উল্লিখিত কারণেই রাজার আশঙ্কা এবং রাজ্যে বিবিধ অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোচবিহার এবং রঙ্গপুর অঞ্চলের হিন্দুসমাজে ময়নাবুড়ী অথবা 'বুড়ীর পূজা হইয়া থাকে এবং শিশুসন্তানের উপর 'বুড়ীর ঝোঁক' (বুড়ীর কুদৃষ্টি) সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। (২০) স্থানে স্থানে বুড়ীর 'থান' (স্থান) আছে এবং তথায়ই তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। ময়নাবুড়ীর পূজার মন্ত্রে

'থান মধ্যে বন্দো মা গৌড় বোল মানা'

থাকায় উহা গৌড়ের প্রভাবকালে রচিত বলিয়া বোধ হয়।

---

(১৯) কোনও কোনও পুথিতে উদ্ধৃত বাক্যের পাঠান্তর আছে। পূর্ব্বে কামরূপবাসিগণ মুসলমানকে 'বঙ্গাল' বলিতেন, পরে দক্ষিণ পশ্চিম দেশ হইতে আগত ব্যক্তি মাত্রই 'বঙ্গাল' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আসামে ইয়োরোপীয়গণকে 'বগা বঙ্গাল' (শাদা বঙ্গাল) বলে। শ্রীহট্টের পূর্ব্বাঞ্চলে, জয়ন্তিয়া এবং কাছাড়ে 'বঙ্গাল' বলিতে এখনও মুসলমান বুঝাইয়া থাকে।

(২০) 'বুড়া বুড়ী' বলিতে শিবদুর্গাও বুঝাইয়া থাকে (রাজোপাখ্যান, দেবখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়)। 'বুড়া' শব্দের অর্থ 'বাবা' এবং 'বুড়ী' শব্দের অর্থ 'মা'।

হবচন্দ্র রাজার নাম ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, কেহ কেহ তাঁহাকে পালবংশের রাজা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী হাওড়া হইতে ঘোড়াঘাটের দক্ষিণ পর্য্যন্ত ভূভাগে অবস্থিত অনেক ধ্বংসাবশেষ হবচন্দ্র রাজা এবং গবচন্দ্র মন্ত্রীর কীর্ত্তির চিহ্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, হবচন্দ্র রাজা প্রথমে গোপীনাথপুরে এবং পরে বাক্ দুয়ারে (রঙ্গপুর জেলায়) বাস করিতেন; রঙ্গপুর নগরের 'ধাপ' নামক স্থান তাঁহার 'ধাপরাজ্যের' স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ডোমারের নিকট 'বিন্নার দীঘী' নামক যে বৃহৎ দীঘী আছে, তাহা হবচন্দ্রের অধীন বিন্না রাজা নামক কোনও সামন্তের খনিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; ঐ দীঘী দৈর্ঘ্যে সাত শত গজের ন্যূন নহে।

হবচন্দ্র রাজা এবং গবচন্দ্র মন্ত্রী

হবচন্দ্র রাজা এবং গবচন্দ্র মন্ত্রীর নাম বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বিশেষ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া লোকে 'হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর' উদাহরণ প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহাদের বুদ্ধিহীনতার একটী গল্প এই :—একদা দুইজন বণিক্ রাজবাটীর নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতীরে রন্ধন করার নিমিত্ত চুল্লী খনন করিতেছিলেন; 'বণিগ্‌দ্বয় পুষ্করিণী চুরির উদ্দেশ্যে সিঁদ খুঁড়িতেছে' এই অভিযোগে গবচন্দ্র মন্ত্রী তাঁহাদিগকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিলেন। হবচন্দ্র রাজার বিচারে অবধারিত হইল যে, পুষ্করিণী অপহরণ পূর্ব্বক নগরবাসীকে জলাভাবে বিনষ্ট করাই ঐ দুই ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং উক্ত অপরাধে উহাদিগকে শূলে দেওয়ার আদেশ প্রদত্ত হইল। বণিগ্‌দ্বয় প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এক কৌশল স্থির করেন এবং শূলের নিকট আনীত হইলে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শূলটিতে আরোহণের জন্য উভয়েই ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। রাজা তাঁহাদের এই আচরণের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, বণিগ্‌দ্বয় আপনাদিগকে জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া পরিচিত করিয়া বলেন যে, শূল দুইটী অতি শুভক্ষণে স্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং উচ্চনীচ ভেদে ঐ দুই শূলে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে পরজন্মে উভয়ের যথাক্রমে রাজা এবং মন্ত্রী হওয়া একেবারে অবধারিত রহিয়াছে। উক্ত কারণে তাঁহারা পরজন্মে রাজা হইবার আশায় প্রত্যেকেই উচ্চশূলে আরোহণের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক হইয়াছে। হবচন্দ্র রাজা এবং গবচন্দ্র মন্ত্রী পরজন্মেও রাজা এবং মন্ত্রী হইবার প্রত্যাশায় তৎক্ষণাৎ ঐ দুই শূলে আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। এতাদৃশ উপকার এবং অন্তিম-কালীন পুণ্য সঞ্চয়ের পরামর্শ প্রদানের জন্য তাঁহারা, উক্ত বণিগ্‌দ্বয়কে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন,—ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব আসামে কছাড়ীদিগের আধিপত্যকালে তাঁহারা দূর পশ্চিমেও উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। হিউএন সাঙএর কামরূপ আগমনের কিছুকাল পরে কছাড়ীগণ কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ১২০ বৎসর রাজত্বের পরে তাঁহারা প্রবল শত্রুর আক্রমণে কামরূপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 'ভুঁইয়ার পুথি'তে লিখিত আছে যে,

কছাড়ীদিগের আধিপত্য

আহোম এবং বারভূঁইয়াদের আক্রমণে কছাড়ীরা কামরূপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও কছাড়ীগণের সংখ্যা অল্প ছিল না, তথাপি তাঁহারা কামতারাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই।

ইতঃপূর্ব্বে যে জিতারি মুনির উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনি আনুমানিক দশম শতাব্দীর মধ্যে অথবা শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। কথিত আছে যে, জিতারি মুনি গৌহাটীর নিকটস্থ

আরিমত্ত

কুবেরাচলে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন; (২১) মতান্তরে, তিনি (জলপাইগুড়ির অন্তর্গত) জল্পেশ্বরের নিকটে রাজত্ব করিতেন। জিতারির বংশের কোনও এক শাখা হইতে উদ্ভূত আরিমত্ত নামে জনৈক শক্তিশালী রাজা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ধর্ম্মপাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজাকেও আরিমত্তের পূর্ব্বপুরুষ বলা হইয়া থাকে। (২১)

জিতারির বংশে রামচন্দ্র নামক এক রাজা ছিলেন। জিতারির সময়ে 'জল্লেশ্বর' নামক জনৈক রাজা পশ্চিম কামরূপে কিছু খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে,

জল্লেশ্বর

তিনি জলপাইগুড়ির বিখ্যাত জল্পেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 'জল্পেশ্বর' রাজা হিন্দু ছিলেন, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পাল রাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। গোরক্ষনাথের গীতে রাজা জল্পেশ্বরের উল্লেখ আছে; তাঁহার রাজধানী সম্ভবতঃ তিস্তা নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, জল্পেশ্বরের মন্দিরের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 'পৃথু রাজার গড়ে' জল্পেশ্বরের রাজধানী ছিল। (২২) 'জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত' লেখকের অনুমান এই যে, 'বর্ম্মণ' বংশের শেষ রাজা জল্পেশ্বর ত্রিস্রোতা নদীর নিকটে আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজের নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং গৌহাটী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার মতে এই 'বর্ম্মণ' বংশ খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আসামের ইতিহাসে মিমাঙ্গ, গজাঙ্গ, শ্রীবাঙ্ক এবং মৃগাঙ্ক নামক চারি জন রাজার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, তাঁহারা ২০০ বৎসর ধরিয়া যথাক্রমে 'লৌহিত্যপুরে'

মিমাঙ্গ, গজাঙ্গ, শ্রীবাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক

রাজত্ব করিয়াছিলেন। মতান্তরে, নবাঙ্গ এবং মৃগাঙ্ককে যথাক্রমে আরিমত্তের পুত্র এবং পৌত্র ও বলা হইয়া থাকে। উল্লিখিত চারিজন রাজার রাজত্বকাল এ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। (২৩)

---

(২১) কথিত আছে যে, আসামের 'বৈদ্যের গড়' এবং 'প্রতাপগড়' আরিমত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খড়্গনারায়ণের বংশাবলী, ১-২ পত্র।

(২২) জল্লেশ্বরের নামান্তর 'পৃথু' বলিয়াও কথিত হয়। কামরূপর বুরুঞ্জী, ৯৯ পৃষ্ঠা।

(২৩) ভাস্করবর্ম্মার পিতার 'মৃগাঙ্ক' উপাধি ছিল। কামতাপুরের রাজগণকে 'কামতেশ্বর', লোকে অপভ্রংশে 'কান্তেশ্বর' বলিত। খেন বংশের অন্তিম রাজা নীলাম্বর 'কান্তেশ্বর' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন; এ জন্য উল্লিখিত 'মিমাঙ্গ' প্রভৃতি তাঁহাদের নাম অথবা উপাধি, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না।

পরবর্ত্তিকালে 'ছুটীয়া' জাতীয়েরা পূর্ব্ব কামরূপে একটী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা বীরপালের পুত্র সোনাগিরিপাল অথবা গৌরীনারায়ণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভদ্রসেন নামক রাজাকে পরাজয় পূর্ব্বক 'রত্নধ্বজপাল' নাম গ্রহণ করিয়া সদীয়া অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন (১২২৪ খৃষ্টাব্দে)। রত্নধ্বজপাল পূর্ব্ব কামরূপের রাজা ন্যায়পালের দুহিতাকে এবং কামতাপুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রত্নধ্বজপাল ১৩০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাৎকালিক 'গৌড়েশ্বরে'র সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশের অন্তিম রাজা নীতিপালের সময়ে (ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) ছুটীয়ারাজ্য আহোম রাজার হস্তগত হইয়াছিল।

ছুটীয়াবংশ

ছুটীয়াবংশের রাজত্বপ্রতিষ্ঠার প্রায় একই সময়ে আহোমবংশীয় আদি রাজা চুকা ফা সদলবলে পূর্ব্বদেশ হইতে (পাটকই পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক) আসামে প্রবেশ করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন (১২২৯ খৃষ্টাব্দ) এবং তাঁহার বংশধরগণ গত শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কামরূপে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন।

আহোমবংশ

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার কামতাপুরের মধ্য দিয়া তিব্বত আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে আলি মেচ নামক এক দলপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার এবং মিত্রতা হইয়াছিল। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দের পরে আহোমরাজ সুখাং ফার সহিত কামতারাজের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। পরে উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল এবং তদনুসারে কামতারাজ তাঁহার রজনী নাম্নী কন্যাকে আহোম রাজাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে সুখাং ফার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সুক্রাম ফা রাজা হইয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় চাও পুলাইকে (রাণী রজনীর পুত্র এবং কামতারাজের দৌহিত্রকে) 'সরিংরাজা' করিয়াছিলেন। তাফি খেন বড় গোঁহাই এবং চাও পুলাই সুক্রাম ফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক আসাম পরিত্যাগ এবং কামতারাজের আশ্রয়ে আগমন করেন। কামতারাজ তাঁহাদের সাহায্যার্থে সরিং পর্য্যন্ত গমন করিলে, পরে উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।

আলি মেচ

সামন্তশ্রেণীর শাসনকর্তৃগণের সাহায্যে কামরূপদেশ শাসিত হইবার কিছু কিছু বিবরণ কোন কোন প্রাচীন পুথিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতি পুরাকাল হইতে 'বারভুঁইয়ার' ('দ্বাদশ ভৌমিকের') সৃষ্টি ভারতীয় ক্ষমতাশালী রাজগণের পক্ষে একটী প্রসিদ্ধ 'নীতি' বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজপুতনার কোনও কোনও দেশীয় রাজ্যে দ্বাদশ ভৌমিক নিযুক্ত করার প্রথা আছে। পাল এবং সেন রাজগণের সময়ে ভুঁইয়াগণই দেশ শাসন করিতেন। এই 'ভুঁইয়া'র উৎপত্তি ও অর্থ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন

বারভুঁইয়া

মত আছে।(২৪) 'আসামর সংক্ষিপ্ত বুরুঞ্জী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জিতারিবংশীয় আরিমত্ত রাজার পরবর্ত্তী কোনও এক রাজার সময়ে তাঁহার মন্ত্রী মনোহর নিজের যে সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে প্রবল হইয়া 'ভুঁইযা' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মনোহরের দৌহিত্র শান্তনুর দ্বাদশ পুত্র হইতে বারভূঁইয়ার উৎপত্তি হইয়াছিল। উত্তরকালে, এই বারভুঁইয়াগণ আহোমরাজের অধীনতায় চালিত হইয়া ছুটীয়া এবং কোচরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

'বারভুঁইয়া'গণের সম্বন্ধে আর একটী কিংবদন্তী এই যে, কামতাপুরের রাজা দুর্ল্লভনারায়ণের সহিত 'গৌড়েশ্বর' ধর্ম্মনারায়ণের কোনও এক সময়ে যুদ্ধ হইয়াছিল।(২৫) পরে, উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, দুর্ল্লভনারায়ণের প্রার্থনাসূত্রে গৌড়েশ্বর সাত ঘর ব্রাহ্মণ এবং সাত ঘর কায়স্থ তাঁহার নিকটে প্রেরণ করেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণের মধ্যে কাহারও কাহারও বংশধরগণ এ পর্য্যন্ত কামরূপে বাস করিতেছেন। দুর্ল্লভনারায়ণ কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণগণের নাম কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ন, ধবম এবং মথুরা এবং কায়স্থগণের নাম হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ এবং চণ্ডীবর ছিল।(২৬) কামরূপের অন্তর্গত বংশী পরগণার 'পেমাগুড়ি' নামক স্থানে (এবং মতান্তরে, নওগাঁও জেলার 'বড়দোয়া' গ্রামে) তাঁহারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডীবর সমধিক উপযুক্ত এবং শিক্ষিত ছিলেন এবং 'তিনি দেবীর বিশেষ ভক্ত' ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'দেবীদাস'

---

(২৪) ' দেখিলেক লোকে যবে ভৈলেক অরাজ।
গাবে গাবে (গ্রামে গ্রামে) ভৈল তেবে সবে ভুঁইয়ারাজ।' ২৫২৮।

শঙ্করচরিত।

এতদঞ্চলে যে সমস্ত অজ্ঞাত রাজার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, অনুসন্ধান করিলে ঐ সমস্ত গল্পের মধ্য হইতে ভুঁইয়া রাজগণের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। স্থানে স্থানে অবস্থিত গড় এবং ধ্বংসাবশেষগুলি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যোগীর গীত, বিসহরির গীত, সত্যপীরের গীত, একদিল ও গাজীর গীত এবং মনাই যাত্রা প্রভৃতি গ্রাম্য সঙ্গীতগুলিকে কিছুদিন পূর্ব্বে কাল্পনিক বলিয়া মনে করা হইত; কিন্তু, এখন তাহাদের মূলে ঐতিহাসিক তথ্য আছে বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। সাধারণতঃ কোনও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র অবলম্বন ব্যতীত এদেশে গল্প বা গীত রচিত হইবার পদ্ধতি ছিল না।

(২৫) ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়ে হিন্দুপ্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। যে গৌড়েশ্বরের সহিত কামরূপেশ্বরের উল্লিখিত যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্ত 'শঙ্করচরিতে' লিখিত আছে, তাঁহার 'গৌড়ের' অবস্থান সম্বন্ধে পরে আলোচনা হইবে।

(২৬) 'রুদ্রসিংহর বুরুঞ্জী' গ্রন্থে কামতেশ্বর কর্ত্তৃক 'গৌড়' হইতে আনীত ব্রাহ্মণগণের নাম, ভবানীনাথ, গোবিন্দমিশ্র, জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, রমাপতি, কবিভারতী, গৌরীকান্ত এবং কেশবমিশ্র লিখিত হইয়াছে।

বলিত। উত্তরকালে, তাঁহাদের সহিত ভূটীয়াদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই চণ্ডীবরের বংশেই সুবিখ্যাত শ্রীশঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'শঙ্করচরিতে' দেবীদাসকে শঙ্করদেবের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ বলা হইয়াছে। শ্রীশঙ্করদেব ১৩৭১ শকে (১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; এরূপ অবস্থায় দেবীদাস এবং দুর্ল্লভ নারায়ণকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করা অযৌক্তিক নহে। ভুঁইয়াগণের মধ্যে কাহারও কাহারও 'খাঁ' উপাধি ছিল। কোনও কোনও বারভুঁইয়াকে গৌড়েশ্বরের অধীন বলিয়াও অনুমান করা হইয়া থাকে।(২৭)

---

(২৭) 'গৌড়েশ্বর পাশে থাটে ভুঞা নিরন্তর।
বিশ্বসিংহ নামে পাছে ভৈলা নরেশ্বর।'

'শ্রীশ্রীশঙ্করদেব', ৯: পৃষ্ঠা ;

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামতাপুর

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধরলানদীর পশ্চিমতীরে কামরূপরাজ্যের ধনজনসমৃদ্ধ প্রধান নগর সুপ্রসিদ্ধ কামতাপুরের (গোঁসানীমারির) সুবিশাল দুর্গ এবং রাজধানী অবস্থিত ছিল; এক্ষণে ইহার ধ্বংসাবশেষ মাত্র কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত রহিয়াছে। এই স্থান কোচবিহার রাজধানী হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমদক্ষিণে এবং কোচবিহার ষ্টেট্ রেলপথের দীনহাটা ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এবং 'গোঁসানীমারি' ('গোঁসানীমারই' বা দেবীস্থান) নামে পবিচিত। ডাঃ বুকানন হেমিল্টন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান এই যে, দুর্গের পাঁচ মাইল পরিমিত স্থান সম্ভবতঃ ধরলা নদীব দ্বাবা সুরক্ষিত হইত। কি বিশালতায় এবং কি নির্ম্মাণকৌশলে কামতাপুরের ন্যায় সুরক্ষিত দুর্গ তৎকালে পূর্ব্বোত্তর ভারতেব আর কোথায়ও লক্ষিত হইত না। পূর্ব্বে অথবা পরবর্ত্তিকালে সমগ্র সুবে বাঙ্গালায় যে সমস্ত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তুলনায় সেগুলির একটিও কামতাপুবেব সমকক্ষ ছিল না। এই দুর্গের পরিধি প্রায় উনবিংশ মাইল ছিল এবং প্রবেশদ্বারগুলি ব্যতীত গড়ের চারিদিকের অত্যুচ্চ প্রাকাব মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল।

'শিল দুয়ার', 'বাঘ দুয়ার', 'জয় দুয়ার', 'সন্ন্যাসী দুয়ার', 'হোকো দুয়ার' এবং 'নিনাই দুয়াব' নামে দুর্গের এই কয়েকটী দুয়ার বা দ্বার ছিল(১) এবং ঐ দ্বাবগুলির উভয়পার্শ্ব সুপক্ক ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল; এক্ষণে কিন্তু দ্বাবেব চিহ্ন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

নগরের অবস্থা

দুর্গের বহির্ভাগেও স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় বা উপদুর্গসমূহ বিদ্যমান ছিল বলিয়া শত্রুর পক্ষে দুর্গজয় সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। ডাক্তার বুকানন হেমিল্টনের পরিদর্শন কালে ক্ষুদ্রকায়া সিঙ্গিমারী নদী দুর্গের অভ্যন্তর দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গড়কে দুইভাগে বিভক্ত করিত। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় বৃহৎ মানসাই নদী নিজের গতিপথ পরিত্যাগ করত সিঙ্গিমারীর সহিত মিলিত হইয়া গড়ের অদূর দক্ষিণে ধরলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। মানসাই নদীর এই অংশ উক্ত কারণে এখনও সিঙ্গিমারী নামে পরিচিত হইতেছে। সিঙ্গিমারীর পশ্চিমদিকে গড়ের প্রাকার এবং পরিখা অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থায় বিদ্যমান আছে; তাহাদের (প্রাকারের) বর্ত্তমান উচ্চতা

---

(১) পূর্ব্বদিকে 'ধর্ম্ম দুয়ার', উত্তরে 'অকম দুয়ার', দক্ষিণে 'শিল দুয়ার' এবং 'বাঘ দুয়ার' নামক 'দুয়ার' অথবা দ্বারের নাম 'গোঁসানীমঙ্গলে' লিখিত আছে।

শল দুয়ার এবং বাঘ দুয়ারের নিকটে ৩০ ফিট, জয় দুয়ারের দক্ষিণে (জল উবারের নিকট) এবং তাহার পূর্ব্বদিকে ৩৫ ফিট, জয় দুয়ারের পূর্ব্বদিকে সিঙ্গিমারী নদীর নিকটে ৪০ ফিট।(২) প্রাকারের তলদেশের বিস্তার সর্ব্বত্র একরূপ নহে, কিন্তু ২০০ ফিটের ন্যূন বিস্তার উহার কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। পরিখার বিস্তার প্রায় সর্ব্বত্রই ২৫০ ফিট; কিন্তু, উহা বাঘ দুয়ারের উত্তরে ৫৫০ ফিট এবং দক্ষিণে ৬০০ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পরিখার গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং উহার স্থানে স্থানে স্থানে এক্ষণে আমন ধান্যের চাষ হইতেছে।

ডাক্তার বুকানন হেমিল্টন লিখিয়াছেন যে, প্রাকারের ভিতরের দিকে একটী এবং বহির্ভাগে (একটীর পর একটী করিয়া) দুইটী পরিখা বিদ্যমান ছিল। তাহাদের চিহ্ন গড়ের পশ্চিমদিকে এখনও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বহির্ভাগের প্রথম পরিখা সুস্পষ্ট,—দ্বিতীয় পরিখা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। উপায় বিশেষের দ্বারা যে স্থান হইতে জল সংগ্রহ করিয়া পরিখা পূর্ণ করা হইত, ঐ স্থান এখনও 'জল উবার' নামে পরিচিত এবং উহা 'সন্ন্যাসী দুয়ার' এবং 'জয় দুয়ারের' মধ্যে অবস্থিত।(৩) দুর্গের এই স্থান হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে চারি মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ একটী প্রাকার বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার উচ্চতা জল উবারের পশ্চিমে ১৮ ফিট এবং ছোট গদাইখোবা তালুকে ২০ ফিট। দুর্গের পূর্ব্বদিক হইতে বহির্গত একটী পূর্ব্বাভিগামী প্রাচীরের অংশ বর্ত্তমান আছে এবং কোচবিহার রাজ্যের রেলপথ এই প্রাকারকে ভেদ করিয়া গিয়াছে, কারিশাল তালুকে ইহার উচ্চতা ২০ হইতে ২৫ ফিট। উত্তরদিকে, বর্ত্তমান সিঙ্গিমারী নদীর পূর্ব্বতটে, প্রাকারের উচ্চতা জিগাবাড়ী তালুকে ১০ ফিট এবং তাহার পূর্ব্বে বুড়ী ধরলা নদীর নিকটে (ছোট নলধোন্দরা তালুকে) ২০ হইতে ৩০ ফিট। দক্ষিণ দিকে কামতেশ্বরীর (গোঁসানী দেবীর) মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে (সিঙ্গিমারী নদীর পূর্ব্বতটে) প্রাকারের যে সামান্য অংশ বিদ্যমান আছে, তাহার উচ্চতা ৩০ ফিট; তাহার পূর্ব্বে উহা ফুলবাড়ী তালুকে ৩২ ফিট এবং আলকঝারী তালুকের উত্তরে ৩০ ফিট উচ্চ। ইহার পূর্ব্বদিকে গড়ের উচ্চতা অতি অল্প,—৫ ফিট হইতে ৭ ফিটের অধিক নহে, এই স্থানে পরিখার চিহ্ন এখনও আছে, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ সমভূমিতে পরিণত হইতেছে।

প্রাচীন সিঙ্গিমারী নদী দুর্গের অভ্যন্তরে বারংবার গতি পরিবর্ত্তন করায় নগরের কতকগুলি স্থান ঐ নদী কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পরে বেগবতী এবং বৃহৎকায়া নূতন সিঙ্গিমারীর গর্ভে বহুকীর্ত্তি চিরসমাধি লাভ করিয়াছে। ডাঃ বুকানন হেমিল্টন, বাঘ দুয়ারের

---

(২) *Vide* Letter No. 826D, From the Office of the Survey of India, to Khan Chaudhury Amanatulla Ahmed (the Compiler) *Dated, Shillong, the 2nd June, 1930.*

বুকানন হেমিল্টন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত প্রাকারের উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ ফিট, তলদেশের বিস্তার ১৩০ ফিট এবং পরিখার বিস্তার ২৫০ ফিট পর্য্যন্ত, লিখিয়াছেন। উক্ত পরিমাপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

(৩) স্থানীয় লোকে জলের স্বাভাবিক উৎসকে 'জল উবার' বলেন

পূর্ব্বে (আটিয়াবাড়ী গ্রামে) একটী ক্ষুদ্র খালের উপরে, ধ্বংসপ্রায় একটী ইষ্টকসেতু দেখিতে পাইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ ঐ খাল একটী কৃত্রিম ঝিল ছিল। উল্লিখিত সেতুর দুইটী জলনির্গম প্রণালী ছিল এবং উহা পুরাতন প্রণালীতে নির্ম্মিত ছিল। বাঘ দুয়ার হইতে 'রাজপাট' যাতায়াতের সুবৃহৎ রাজপথ উক্ত খাল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; এই পথের বিস্তার এখনও খালের পূর্ব্বদিকে ১১০ এবং পশ্চিমদিকে ১০০ ফিট রহিয়াছে। কথিত ইষ্টক সেতুর কোনও চিহ্নই এক্ষণে বিদ্যমান নাই এবং ঐ স্থান সাধারণের নিকট 'মাল্লিভাঙ্গা' নামে পরিচিত হইতেছে। দুর্গের ভিতরে 'রাজপাট' নামে পরিচিত একটী উচ্চস্থান আছে, উহার ভিত্তির চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত। এই 'রাজপাটের' উচ্চতা ৬০ ফিট এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থের পরিমাণ প্রত্যেক দিকে ৩৬০ ফিট।(৪) গড়ের অভ্যন্তরে 'টাঁকশাল' 'ভুলকাভুলকি' (লুকাচুরি), 'দেওয়ানের কোর্ট' এবং 'পেটলা' (জলকেলির ঝিল) ব্যতীত আরও অজ্ঞাতপরিচয় অনেক ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। গড়ের প্রায় এক মাইল উত্তরে 'শীতলাবাস' নামক গ্রামে 'শিলখুরী' নামে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড খুরী (জলাধার, স্নানপাত্র) ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে।(৫) দুর্গের ভিতরে সাধারণ এবং ক্ষোদিত মূর্ত্তিযুক্ত বহুসংখ্যক শিলাখণ্ড যত্র তত্র পতিত আছে এবং ঐ গুলির সম্বন্ধে নানা অলৌকিক গ্রাম্য গল্প প্রচলিত রহিয়াছে। ডাঃ বুকানন হেমিল্টন লিখিয়াছেন, "এ দেশীয় লোক অলৌকিকতায় এত বিশ্বাসী যে, আমার সঙ্গী একজন মুসলমান লস্কর,—যে দীর্ঘকাল ফোর্ট উইলিয়মে অবস্থান করিয়াছে এবং অনেক বৃহৎ বৃহৎ কামান স্থানান্তরিত করিতে দেখিয়াছে, সে ব্যক্তিও,—এই স্থানের শিল্পকার্য্যগুলিকে দেবতার নির্ম্মিত বলিয়া বিশ্বাস করে", ইত্যাদি। ঐ সমস্ত শিলাখণ্ডের অনেকগুলি সিঙ্গিমারী নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং বহু প্রস্তর ক্রমশঃ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে ও হইতেছে। কোচবিহার রাজ্যের পূর্ত্তবিভাগ এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃকও এই জাতীয় বহু প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত হইয়াছে। কোচবিহার রাজবাটীর প্রাচীন অংশের উদ্যান এবং রঙ্গমন্দিরের দ্বারে প্রস্তরনির্ম্মিত যে সুদৃশ্য তোরণ আছে, উহা মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কামতাপুর হইতে আনীত হইয়াছিল। কামতাপুরের অভ্যন্তরে পতিত অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডেই ক্ষোদিত মূর্ত্তি আছে; সেগুলি যে কোনও দেবমন্দির অথবা নিবাসবাটীর অংশবিশেষ মাত্র, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অর্দ্ধপ্রস্তুত অবস্থায় পতিত আছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কামতেশ্বরীর মন্দিরের অদূর দক্ষিণপূর্ব্বে সিঙ্গিমারী নদীর ভগ্নতটে পাঠান নরপতিগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক

---

(৪) ডাক্তার বুকানন হেমিল্টনের বিবরণে রাজপাটের উচ্চতা ৩০ ফিট লিখিত আছে, কিন্তু তাহাও আনুমানিক মাপ বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন কালে এদেশে 'খিলান' (Arch) নির্ম্মাণের পদ্ধতি ছিল না, অন্য উপায়ের (Corbelling) দ্বারা খিলানের কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইত।

(৫) কয়েকবৎসর পূর্ব্বে এই জলাধারটীকে কোচবিহার রাজধানীতে আনয়নের উদ্দেশ্যে, একখানা লোহার গাড়ীতে তোলা হইয়াছিল; কিন্তু, উহা বিদীর্ণ হওয়ায় স্থানান্তরিত হইতে পারে নাই।



বালকৃষ্ণ—কামতাপুর

To face p 32



নাগিনী—কামতাপুর

To face, p. 32.

রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কামতেশ্বরীর মন্দিরে যে একখানা খড়্গ রক্ষিত আছে, তাহা নদীভঙ্গকালে প্রাপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দুইটী লৌহনির্ম্মিত কামানও নদীভঙ্গের স্থানে মৃত্তিকাগর্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে ছোটটী কোনও এক দুর্গোৎসবের সময়ে বারুদের বিস্ফোরণবেগে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—বড়টী কোচবিহার রাজধানীতে আনীত হইয়াছে।(৬)

আক্রমণকারী মুসলমানগণ কামতাপুর অবরোধের সময়ে অথবা অধিকারের পর দুর্গের বহির্ভাগে কিছুকাল যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। দুর্গের নিকট দক্ষিণ এবং পশ্চিমে অবস্থিত লালবাজার, মরিচা, পাঠানটুলি, নেফরা, নওহাটী এবং মীবাপাড়া প্রভৃতি পর পর অবস্থিত গ্রামসমূহের আরবী এবং ফারসী নামগুলি তাহার সমর্থক। গড়ের দক্ষিণে বারঘরিয়া বা বারবাঙ্গলায় মুসলমান প্রধান অথবা সেনাপতিগণের অবস্থানের বারটী বাটী এবং বারঘরিয়ার নিকট 'সোয়ারীগঞ্জে' মুসলমান 'সওয়ারদিগের' (অশ্বারোহিগণের) 'কাওয়াতের' স্থান ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।(৭) তাহার অদূরে দক্ষিণে সিঙ্গিমারী নদীর পশ্চিম তটে ক্ষুদ্র একটী গড়ের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার উচ্চতা দক্ষিণ প্রান্তে ৩০ ফিট হইবে। কথিত আছে যে, কোনও সেনাপতির সঙ্গিনী লালবাই নাম্নী কোনও মহিলা কর্তৃক 'লালবাজার' স্থাপিত হইয়াছে।(৮)

কতিপয় গ্রাম

---

(৬) মুদ্রিত গোঁসানীমঙ্গলের পরিশিষ্ট, ১০৮ পৃষ্ঠা।

কোচবিহার রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ছয়টী প্রাচীন কামান আছে; সেগুলি কি উপায়ে অথবা কোথা হইতে আনীত হইয়াছে তৎসংবাদ কেহই বলিতে পারেন না। তিনটীতে আরবী অক্ষরে ক্ষোদিত লিপি আছে, তন্মধ্যে দুইটীর অক্ষর বিলুপ্ত প্রায়; এবং তাহার কোনও অংশের পাঠোদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। অক্ষরের প্রকৃতি হইতে এই কামানটি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় না। অবশিষ্টটীর ক্ষোদিত লিপিতে ১০২২ হিজরীর (১৬১৩ খৃষ্টাব্দের) সওয়াল মাসে প্রস্তুত বলিয়া লিখিত আছে। ইহার অন্যান্য শব্দের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই,—ধুবড়ী অথবা আকিয়াব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা একটী জলযুদ্ধের কামান,—দৈর্ঘ্যে ৫'-৪", তন্মধ্যে পশ্চাতের কীলক ১'-৭"; সম্মুখস্থ রন্ধ্রের ব্যাসে ১¾"; ওজন একমণ, আটাইশ সের এবং দুই ছটাক।

(৭) *The Eastern India*, *Vol. III. pp. 437, 438.*

মতান্তরে, বারবাঙ্গলা এবং সাগরদীঘী রাজা কান্তেশ্বরের কীর্ত্তি। রাজার 'সোয়ারী' রাখার স্থান 'সোয়ারীগঞ্জ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে (গোঁসানীমঙ্গল)। এতদঞ্চলের সাধারণ লোকে 'সোয়ারী' বলিতে 'পাল্কী' মনে করিয়া থাকে।

(৮) মতান্তরে, এই লালবাই কোচবিহাররাজ উপেন্দ্রনারায়ণের নর্ত্তকী ছিল। 'রাজোপাখ্যান, নব খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়।

দুর্গজয়ের অথবা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিখা বা খাত খনিত হওয়ায় সেই স্থান 'মুরচা' (মরিচা) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।(৯) 'পাঠানটুলি' স্বনামেই পরিচিত; (১০) 'নেকরা' নফর শব্দের রূপান্তর; 'মীরপাড়া' বা মীরাপাড়ায় দলপতিগণের বাসস্থান ছিল; (১১) 'নওহাটা' বা নাওহাটা নাম পোতাশ্রয় হইতে উৎপন্ন। এই শেষোক্ত গ্রাম 'ছুটাসাগর' (থর্প বা রত্নাই) নামক নদের তীরে অবস্থিত; এই ক্ষুদ্র নদ কোনও প্রাচীন বৃহৎ জলস্রোতের ক্ষীণাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়।

উল্লিখিত গ্রামগুলি বর্ত্তমান সময়ে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। রাজকীয় 'বন্দোবস্তী কাগজে' কোনও কোনও গ্রাম দুই বা অধিক ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বন্দোবস্ত বিভাগের মানচিত্রে 'পাঠানটুলি' নামে কোনও গ্রাম চিহ্নিত করা হয় নাই, লোকমুখেই কথিত হইয়া থাকে। পাঠানটুলিতে 'পাঁচ পীরের দরগা' বিদ্যমান। কামতাপুর দুর্গের পশ্চিমে অবস্থিত লালবাজার এবং তৎসংলগ্ন ছয় সাত খানা গ্রামে হিন্দুর বাস নাই, অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান।

পশ্চিম দ্বার 'বাঘ দুয়ারের' পথে মুসলমান সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল, এরূপ জনশ্রুতি আছে। ডাক্তার বুকানন হেমিল্টনের অনুমান এই যে, বার বাঙ্গলার দিক দিয়া দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছিল।

ভোলানাথের দীঘী

ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানে অনুমিত হইয়াছে যে, বাঘ দুয়ারের নিকটে মুসলমানগণের বাসস্থান ছিল। কামতাপুর পরিদর্শনকালে (১৮০৮ খৃষ্টাব্দ), ডাক্তার বুকানন হেমিল্টন বাঘ দুয়ারের নিকটে, ভোলানাথের দীঘীর দক্ষিণপশ্চিম তীরে, ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীর ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন; 'মুর্শি' (মুসলমান) প্রণালীতে নির্ম্মিত হওয়ার হেতুতে, উহাকে তিনি মুসলমানদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; ঐ ভিত্তি এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কথিত ভোলানাথের দীঘী পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ থাকায় উহা মুসলমানগণের দ্বারা খনিত বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। ভোলানাথের (শিবের) নামে উৎসর্গীকৃত অথবা ভোলানাথ কার্য্যী নামক কোচবিহারের কোনও এক রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক উক্ত দীঘী খনিত, এই জনশ্রুতি তিনি বিশ্বাস

---

(৯) 'মুরচা' বা 'মুরচাল' ফারসী শব্দ। ষোড়শ শতাব্দীতে সুবাদার মানসিংহ বগুড়া সেরপুরে একটী সৈনিকনিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থান 'সেরপুর মরিচা' নামে অভিহিত হইতেছে এবং আইনে আকবরীতে তাহার উল্লেখ আছে। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত 'মরিচা' গ্রাম (খড়গ্রাম থানায়) 'আতাই' নামক গ্রামের নিকটে অবস্থিত। 'পাঠান মোগল' বিবাদ কালে ওসমান খাঁ সসৈন্যে 'আতাই'র দুর্গে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন (১৬০০ খৃষ্টাব্দ) এবং উক্ত 'মরিচার' পশ্চিম প্রান্তরে মোগল সৈন্যের সহিত ওসমান খাঁর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। ঘোড়াঘাটের পশ্চিমে 'মরিচা' নামক আর একটি গ্রাম আছে। পাবনার অন্তর্গত চাটমোহরের নিকটস্থ 'মরিচপুরাণ' গ্রামে মোগল সৈন্যের ছাউনী ছিল।

(১০) চট্টগ্রামে, বগুড়া-সেরপুরে এবং মালদহে 'পাঠানটুলি' (পাঠানপাড়া) নামক এক একটি পল্লী বিদ্যমান রহিয়াছে।

(১১) 'নফর', আরবী শব্দ, অর্থ সৈনিক। 'মীর' আরবী শব্দ, অর্থ সরদার, দলপতি।

করেন নাই। তাঁহার মতে 'লালবাই' সম্ভবতঃ এই স্থানেই বাস করিতেন। এক ভোলানাথ বা ভবনাথ কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন। ভোলানাথের দীঘীর চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত (পোস্তা বাধা) এবং ঘাট গুলি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঘাটের অনেক প্রস্তরে নানাবিধ মূর্ত্তির চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এগুলিও দেব-মন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, সুতরাং হিন্দুর দ্বারা এই কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে না। ডাক্তার বুকানন হেমিল্টনের আগমন সময়ে (১৮০৮ খৃষ্টাব্দে) লালবাজার একটী জনবহুল নগর ছিল; এখন ঐ স্থান জনশূন্য অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তাহার

রাজার মার দীঘী

অদূর উত্তরপশ্চিমে, বড়মরিচা তালুকে, 'রাজার মার দীঘী' অবস্থিত; ঐ জলাশয় সমচতুষ্কোণ এবং উহার প্রত্যেক দিকের পরিমাণ প্রায় ৪০০ ফিট ছিল। 'রাজার মার দীঘী'র চতুষ্পার্শ্বও ভোলানাথের দীঘীর ন্যায় ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল এবং তাহার কিয়দংশ মাত্র অধুনা বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্যূন দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে, স্থানীয় এক ব্যক্তি ঐ দীঘীর ইষ্টক দ্বারা তাহারই দক্ষিণে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তালুকের সীমান্ত চিহ্ন করার প্রয়োজনেও অনেক ইষ্টক স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং স্থানীয় অধিবাসীরাও অনেক ইষ্টক আত্মসাৎ করিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কামতেশ্বর

'গুরুজনের কথাচরিত্র' পুথিতে কামতাপুরের দুর্লভনারায়ণ রাজার নাম আছে। দুর্লভনারায়ণ আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে বড়নদী (কামরূপ জেলায়) পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া বোধ হয়।(১)

দুর্লভনারায়ণ

দুর্লভনারায়ণ প্রতাপধ্বজ রাজার পুত্র ছিলেন; প্রতাপধ্বজ প্রথম জীবনে সিংহধ্বজ রাজার মন্ত্রী ছিলেন; পরে তিনি প্রভুকে বধ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। সিংহধ্বজের পিতা রূপবায়, পিতামহ সিন্ধুপতি এবং প্রপিতামহ সিন্ধুরায় ছিলেন। কামেশ্বরের পুত্রের নাম তাম্রধ্বজ। বিশ্বকোষে কামতাপুরের রাজা নীলধ্বজকে চণ্ডীবরের পুত্র রাজধরের সমসাময়িক বলা হইয়াছে (১২৫০-৬০ শক, ১৩২৮-৩৮ খৃষ্টাব্দ)। 'গৌড়ের ইতিহাসে' নীলধ্বজের রাজ্যারম্ভ কাল ১৩২৮ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে।

১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আসামের চাও তা গুলাই এবং তিপা মিয়া কুমার কামতেশ্বরের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আহোমরাজ চাও ফা সুদাং তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কামতেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। রজনী রাণী কামতেশ্বরকে সেই সংবাদ প্রেরণ করিয়া সন্ধিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিলে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং কামতেশ্বর স্বকীয় কন্যা ভজনীকে আহোমরাজের করে সমর্পণ পূর্ব্বক দুইটী হস্তী, একটী সুসজ্জিত বৃহৎ অশ্ব, বারটী সাধারণ অশ্ব, ৪৭ জন দাস, ২০ জন দাসী, স্বর্ণ এবং রৌপ্য প্রভৃতি যৌতক প্রদান করেন।

আসামের 'রুদ্রসিংহর বুরুঞ্জী'তে লিখিত আছে যে, তিপাম এবং তামং রায় নামক দুই রাজা আসামের নরা রাজার সাহায্যে আহোমরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরাজিত হইয়া ১৩৬৪ শকের (১৪৪২ খৃষ্টাব্দের) অব্যবহিত পূর্ব্বে কামতেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত ঘটনার পরে কামতেশ্বরের সহিত 'গৌড়েশ্বরে'র সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল

আসামের বুরুঞ্জী গ্রন্থে কামতেশ্বর

---

(১) 'কামেশ্বর' ধর্ম্মপালের পরে তাঁহার বেলগিয়া ভাই (পৃথগন্ন ভ্রাতা) দুর্লভনারায়ণের রাজা হইবার বৃত্তান্ত 'শঙ্করচরিতে' লিখিত আছে। 'বেহার' হইতে তিন প্রহরের পথ দূরে 'গরিয়া নগরে' তাঁহার রাজধানী ছিল। ১১৮ পৃষ্ঠা। শঙ্করচরিত (৫ পৃষ্ঠা) পাঠে অনুমিত হয় যে, দুর্লভনারায়ণ 'গৌড়েশ্বর' ছিলেন।

ডাক্তার বুকানন হেমিণ্টনের অনুমান যে, এই ধর্ম্মপাল, কামরূপের পৃথুরাজার (আনুমানিক ১১শ শতাব্দী) পরবর্ত্তী এবং একই বংশের রাজা ছিলেন।

এবং কামতেশ্বর গৌড়েশ্বরের কন্যা 'সুশুদ্ধি'কে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুশুদ্ধি অত্যন্ত সুন্দরী এবং প্রধানা মহিষী ছিলেন। কামতেশ্বরের সুলোচনা নাম্নী আরও এক মহিষী এবং আট জন সাধারণ স্ত্রী ছিলেন। কামতেশ্বরের পুরোহিত নীলাম্বরের দীননাথ, চন্দ্রভাল এবং চন্দ্রশেখর নামক তিন পুত্র ছিলেন। ইঁহারা গোপনে রাজমহিলাগণকে হরগৌরীসংবাদ পুথি শ্রবণ করাইতেন। চন্দ্রশেখর রাজার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং সেই সুযোগে তিনি রাজান্তঃপুরে দুষ্কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রাজার আদেশে শাওলা, ছলিহা, তোপাই এবং ধনেশ্বর গুয়াকাটা প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ চন্দ্রশেখরকে কারারুদ্ধ করেন এবং রাণী সুশুদ্ধিও বন্দিনী হন। শতানন্দ এবং সতী রায় নামে রাজার দুই ভ্রাতা এবং কেশ রায় নামে এক ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। চন্দ্রশেখরের সহিত কেশ রায়ের ঘনিষ্ঠতা থাকায় রাজা তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার পিতাকে পুত্রমাংস ভোজন করাইয়াছিলেন; শতানন্দ এবং সতী রায় সেই অবমাননায় মর্ম্মাহত হইয়া গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হন। রাণী সুশুদ্ধিও পুরোহিতপুত্র দীননাথের দ্বারা স্বকীয় অবস্থা গোপনে পিতাকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। পাতশা প্রথমতঃ জম্মু খাঁ থানাদারকে হরগৌরীসংবাদ পুথি এবং চন্দ্রশেখরকে আনয়নের নিমিত্ত কামতাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, কামতেশ্বর তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া হায়ান খাঁ এবং বাজিত খাঁকে ১৪০১ শকে (১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে) পুনরায় কামতেশ্বরের নিকটে প্রেরণ করেন। কামতেশ্বরের পক্ষ হইতেও রুদ্রসরস্বতীর পুত্র রামদেব ভট্টাচার্য্য দূতস্বরূপ গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দূতের সাহায্যে এই ব্যাপারের কোনও প্রকার নিষ্পত্তি না হওয়ায়, গৌড়েশ্বর উজবক (ইউজবেগ?) নামক উজিরের পরামর্শে স্ববংশীয় তুবরককে কামতাপুর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন ... ... ইত্যাদি।(২)

---

(২) রুদ্রসিংহর বুরুঞ্জী, ২৪-৩৪ পত্র। কামতেশ্বরের সহিত (মুসলমান?) গৌড়েশ্বরের কন্যার 'বিবাহ' সংবাদ বুরুঞ্জীতে কোন্ অর্থে লিখিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করা কঠিন। কামতেশ্বর এবং গৌড়েশ্বরের নাম উক্ত পুস্তকে লিখিত নাই, ঘটনাটী প্রকৃত হইলে উহা ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বের মনে করিতে হইবে।

১৫শ এবং ৩৬শ পৃষ্ঠার টীকায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 'গৌড়' এবং 'গরিয়া' নগরের নাম লিখিত হইয়াছে; উক্ত 'গৌড়েশ্বর' হিন্দু হইলে, তাঁহার রাজধানী তদ্রূপ কোনও স্থানে ছিল, প্রসিদ্ধ গৌড়ে (মালদহ জিলায়) ছিল না।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের সঙ্কলিত 'রেসালাতোস্‌সোহাদা' নামক একখানা ফারসী ভাষায় পুস্তক রঙ্গপুরের দক্ষিণ কাঁটাদুয়ারে ইসমাইল গাজীর দরগার মতাওয়াল্লীর নিকট রক্ষিত ছিল; তাহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর বারবাক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৪৭৪ খৃষ্টাব্দ) ইসমাইল গাজীর সহিত কামরূপের রাজা কামেশ্বরের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পরে কামেশ্বর গাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন।

J. A. S. B., Old Series, Vol. XLIII, pp 215-220.

'শঙ্কর চরিতে' কামতেশ্বরকেই স্থল বিশেষে 'কামেশ্বর' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

গৌসানী মঙ্গলে 'কামতেশ্বর' বা কান্তেশ্বর

স্থানীয় লোকের মুখে কামতাপুরের 'একপুরুষী রাজা কান্তেশ্বরের' (কামতেশ্বরের) গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। 'গৌসানীমঙ্গলের' একখণ্ড হস্তলিখিত পুথিতে ও এই সম্বন্ধে এক জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত পুথিতে লিখিত আছে যে, প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, পরে ভগদত্তের রাজ্যারম্ভ হয় ; ভগদত্তবংশ বিলুপ্ত হইলে, কামতাপুরের নিকটস্থ জামবাড়ী গ্রামে মহাদেবের বরে কান্তেশ্বর নামে একটী বালক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভক্তীশ্বর এবং মাতার নাম অঞ্জনা ছিল ; দরিদ্রের সন্তান কান্তেশ্বর প্রথম জীবনে এক ব্রাহ্মণের গোরুর রাখাল ছিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। একদা তাঁহার প্রভু সেই অনাবিষ্ট ভৃত্যের অনুসন্ধানে গিয়া দেখিতে পান যে, এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তারিত করিয়া নিদ্রিত কান্তেশ্বরকে ছায়া দান করিতেছে ! উহা যে রাজলক্ষণ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ সেই হইতে কান্তেশ্বরকে আদর যত্ন করিতে আরম্ভ করেন, এবং সে ভবিষ্যতে রাজা হইলে তাঁহাকে রাজগুরু করিবেন, বালকের নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। রাজা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী 'কাজলীকুড়া' নামক জলাশয়ের তীরে গমন করিতে এবং যে কোনও দ্রব্য জল হইতে উথিত হইবে সেগুলিকে স্পর্শ করিতে, কান্তেশ্বর চণ্ডী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি সমর্থ হন নাই ; পরন্তু, জল হইতে উথিত মকর কুম্ভীরাদি জলজন্তু দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহার হস্ত একটী সর্পের পুচ্ছদেশ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে অগ্রসর হইয়াছিল এবং সেই কারণে তাঁহার রাজত্ব একপুরুষ মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল ; তাঁহার মহিষী বনমালার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার অপরাধে কান্তেশ্বর মন্ত্রিপুত্র মনোহরকে বধ করিয়া তাঁহার পিতা শশিপাত্রকে সেই নিহত পুত্রের মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। রাজার এই অন্যায় আচরণের প্রতিফল প্রদান মানসে মন্ত্রী 'দিল্লীর মোগলের' (!) শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে কান্তেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন, কিন্তু পরে চণ্ডীর কৃপায় রাজা 'কাজলীকুড়া' নামক জলাশয়ে স্নানকালে অন্তর্হিত হন······ইত্যাদি। গৌসানীমঙ্গল পুথির সকল হস্তলিপির বিবরণ একরূপ নহে। কোনও কোনও পুথিতে শশিপাত্রের দিল্লীর পরিবর্ত্তে লক্ষৌ গমনের (!) উল্লেখ আছে। অনেকের মতে শশিপাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।(৩)

---

(৩) কাছাড়ের বিলুপ্ত রাজবংশের ত্রিপঞ্চাশত্তম রাজা নির্ভয়নারায়ণের পূর্ব্ববৃত্তান্তের সহিত 'গৌসানীমঙ্গলের' লিখিত কান্তেশ্বরের সর্পস্পর্শাদি অলৌকিক ঘটনার প্রায় ঐক্য রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মনে হয় যে, কাছাড়ী-সংস্রবের ফলে উক্ত কাহিনী এতদঞ্চলে আনীত হওয়া অসম্ভব নহে। কামতাপুরবিজেতা হোসেন শাহ 'বাল্যজীবনে এক ব্রাহ্মণের গো-পালক ছিলেন এবং নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে সর্পে ছায়াদান করিত', ইহাও কথিত হইয়া থাকে।

'গৌসানীমঙ্গল' আধুনিক পুথি উহা কোচবিহারের মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে, (ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী নামক জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক পদ্যছন্দে রচিত হইয়াছিল। গৌসানীমারি মধ্যবঙ্গ স্কুলের শিক্ষক ব্রজচন্দ্র মজুমদার এই নামের একখানি পুথি ১৩০৬ সনে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ১২৩১ বঙ্গাব্দের (১৮২৪ খৃষ্টাব্দ) লিখিত নষ্টপ্রায় একখণ্ড হস্তলিপি হইতে উল্লিখিত বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।

ইতঃপূর্ব্বে 'নীলধ্বজ' রাজার নামোল্লেখ করা গিয়াছে। শঙ্করদেবের শিষ্য প্রতিধর রূপনারায়ণ 'কামতেশ্বর কুলকারিকায়' কামতেশ্বরগণকে রাজা 'বর্দ্ধনে'র বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৬শ শতাব্দী)। প্রবাদ আছে যে, রাজা বর্দ্ধনের নামে বর্দ্ধনকোট নগরের (রঙ্গপুর জেলার) নামকরণ হইয়াছিল। উক্ত কারিকায় লিখিত আছে যে, " 'দ্বিতীয় পরশুরাম' মহানন্দকৃত [redacted]

নীলধ্বজ

" ছিড়িয়া গলার দড়ি, ক্ষত্রি চিহ্ন লুপ্ত করি,
প্রাণভয়ে ইতি উতি পলাস্ত সকলি।
সংগ্রামক ভয় করি, 'ভঙ্গক্ষত্রি' নাম ধরি
আপনাকে মানে কেহ 'রাজবংশী' বুলি ॥'
'বর্দ্ধনসুত পাঁচ জন, রত্নপীঠে নিল থা
আর কেহ লুকাইল যোনীগর্ভ পীঠে।'

ভ্রামরী স্তবের দ্বিতীয় পটলেও লিখিত আছে যে, বর্দ্ধনের পলায়িত পুত্রগণ ক্ষত্রিয়াচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রত্নপীঠে (কামতায়) আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'রাজবংশী' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।(৪) নীলধ্বজের বংশ যে মূলে ক্ষত্রিয় ছিল এবং পরে আচারভ্রষ্ট হইয়া 'রাজবংশী' অথবা 'কোচ' নামে পরিচিত হইয়াছে, উদ্ধৃত বৃত্তান্তে তাহা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।(৫) কথিত আছে যে, এই নীলধ্বজ প্রথমজীবনে এক ব্রাহ্মণের রাখাল ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার শরীরে

গোসানীমঙ্গলের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লিখিত আছে যে, শশিপাত্র 'জাতি কুল তোমারে করিনু সমর্পণ' বলিয়া মোগলকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; 'জাতি কুল গেল তোর হইল যবন' এবং কামতাপুরের পতনের পরে নগরবাসিগণ তাঁহাকে 'ক্ষেত্রি না বলি তোকে এ বেডি শৃগাল' বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন, এইরূপও লিখিত আছে। শশিপাত্র রাজা কামেশ্বরের সহিত পংক্তিভোজন করিয়াছিলেন, এরূপ কথাও উহাতে পাওয়া যায়। 'আলোচনা' পত্রিকায় (১৩২২ সন, ৪২-৪৬ পৃষ্ঠা) শশিপাত্রের বংশধরগণের পরিচয়সূচক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহাতে 'শশিপাত্র আর্য্যবংশসম্ভূত ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং তিনি ৮৩৭ বঙ্গাব্দে (১৪৩০ খৃষ্টাব্দ) বিদ্যমান ছিলেন', বলিয়া লিখিত আছে। একখানা আধুনিক বংশাবলী অবলম্বনে উক্ত প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল এবং তাহাতে অনেক ইতিহাসবিরুদ্ধ উক্তি আছে।

(৪) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা।

'কামরূপর বুরুঞ্জী' পুস্তকে যে 'প্রাচীন কামরূপ পুরাবৃত্ত' মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রাজা নীলধ্বজকে 'কোচ-বংশী' বলা হইয়াছে (৯৯ পৃষ্ঠা)। কামতেশ্বর নীলাম্বরের কন্যার সহিত বিশ্বসিংহের 'মাতুলপুত্র' চন্দনের বিবাহ হইবার বৃত্তান্ত 'জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিহাস' পুস্তকে লিখিত আছে।

(৫) এতদঞ্চলে 'খেন' নামে একটী জাতি আছে। ডাক্তার বুকানন হেমিল্টন (সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথমে) নীলধ্বজকে জাত্যংশে 'খেন' (Khyen) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৮০৮ খৃষ্টাব্দ); কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ তিনি প্রদর্শন করেন নাই। নীলধ্বজকে যে 'অসুর' (নরকাসুর?) বংশোদ্ভব বলা হইত এবং 'রাজবংশীরা' যে তাঁহাকে স্বজাতীয় বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাহাও শ্রবণ করিয়াছিলেন,—

'According to some, this servant (Niladhwaj) was an infidel (Osur), most probably from the mountains of Tripura, * * * There is no trace of any earlier colony of

রাজচিহ্ন দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ঐ হীন কার্য্য হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। নীলধ্বজের গোচারণের ক্ষেত্র বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছিল বলিয়াও প্রবাদ আছে। (৬) তাঁহার রাজ্যলাভ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটী মত এই যে, নীলধ্বজ স্বনামখ্যাত হবচন্দ্রের উত্তরাধিকারী পাল বাজার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; মতান্তরে, তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ প্রভুব পরামর্শে পালবংশীয় অন্তিম রাজাকে গৌহাটীর নিকটে পরাজিত করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। তিনি গৌহাটী হইতে রাজধানী কামতাপুরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্যক মৈথিল ব্রাহ্মণকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া স্বকীয় রাজ্যের 'ব্রাহ্মণরাজ্য' নামকরণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। (৭)

চক্রধ্বজ

নীলধ্বজের পরে চক্রধ্বজ, আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, কামতাপুরের রাজা হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার সম্বন্ধে অধিক বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। প্রবাদ আছে যে, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'কামতেশ্বরী' তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। কামতাপুরের দুর্গের (গোসানীমারির) অভ্যন্তরে কামতেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত রহিয়াছে। দৈনিক পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর সমগ্র বৈশাখ মাস ধরিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত কামতেশ্বরীর পূজা হইয়া থাকে। কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের প্রদত্ত বিস্তৃত ভূসম্পত্তি কামতেশ্বরীর পূজার জন্য নিয়োজিত ছিল; কিন্তু, পরবর্ত্তিকালে তাঁহার সেবা পূজা রাজকীয় দেবোত্তর বিভাগের অধীন হইয়াছে।

Brahmans in Kamrup than this from Mithila, and the great merits of the prince were rewarded by elevating his tribe called Khyen to the dignity of pure Hindu. It is indeed contended by the Rajbangsis, that Niladhwaj was of their caste and that the Khyen were only his servants begotten by Rajbangsis upon prostitutes of Khyatrio tribe but it seems highly improbable that the Raja would procure the dignity of pure birth for the illegitimate offspring of his servants, while his own family remains in the impure tribe of Rajbangsi, the origin of which seems to me of a later date.'

The Eastern India, Vol III, pp 408, 409

ডাক্তার বুকানন হেমিল্টনের এই উক্তি উল্লিখিত প্রমাণের উপরে স্থান পাইতে পারে না। কামরূপে যে এই সময়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তিকাল (অন্ততঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) হইতে ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাহাও কুমার ভাস্করবর্ম্মার 'নিধনপুর তাম্রশাসন' দ্বারা নিঃসংশয়িত ভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে। আহোমভাষায় 'খুন' (Khun) ও 'খেন' (Khen) বলিয়া দুইটী সমার্থক শব্দ আছে, তাহাদের অর্থ রাজা, বৃহৎ এবং উত্তম ইত্যাদি; 'আহোম বুরুঞ্জী' পুস্তকে 'খুন কামতা', 'খুন কামতেশ্বর' লিখিত আছে (pp 47, 48, 50)। এই 'খুন' অথবা 'খেন' শব্দই পরে এক বিশেষ জাতির ('খেন' Khyen) নামে পরিণত হইয়াছে কিনা, তাহা আলোচনার বিষয়।

(৬) কামতারাজ্যের অন্তর্গত পরগণা বোদার (জলপাইগুড়ি জেলায়) এলাকার 'দেবনগর' নামক স্থানে নীলধ্বজের জন্ম হইয়াছিল, এরূপ প্রবাদও আছে। দেবনগরের অদূরে হোসেন দীঘী' নামে একটী দীঘী আছে, উহা পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে, 'জিয়াকাটা খিড়িগাঁও' গ্রামে, অবস্থিত। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দিবসে উক্ত দীঘীর পাড়ে একটী মেলা বসিয়া থাকে। উক্ত দীঘীর উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে বহির্গত হইয়া জলপাইগুড়ির অন্তর্গত 'জিতর গড়' পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বৃহৎ প্রাচীন পথের চিহ্ন এ পর্য্যন্তও বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৭) *The Koch Kings of Kamrupa, p 15* নীলধ্বজকে কামতাপুরের স্থাপনকর্ত্তাও বলা হয়।

কথিত আছে যে, প্রাগ্জ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত ভারতযুদ্ধে নিহত হইলে তাঁহার 'কবচ' যুদ্ধক্ষেত্রে অযত্নে পতিত ছিল এবং রাজা চক্রধ্বজ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাহা আনয়ন পূর্ব্বক রাজধানী কামতাপুরে স্থাপন করেন। গোঁসানীমঙ্গলে লিখিত আছে যে, 'ফটিককুড়ার' তটে এক শিমুল বৃক্ষের মূলে ঐ 'কবচ' নিহিত ছিল; রাজা কান্তেশ্বর 'মধু জালী' নামক চণ্ডালের সাহায্যে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি তাহাকে মৈথিল ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত এবং 'কুলতোলা দেউরী' উপাধি প্রদান করিয়াছিলন। মতান্তরে, ভগদত্তের ঐ 'অক্ষয় চণ্ডিকাকবচ' যুদ্ধাবসানে তাঁহার বংশধরগণেরই অধিকারে ছিল।(৮)

কামতেশ্বরী গোঁসানী

চক্রধ্বজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির কোথায় ছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ডাঃ বুকানন হেমিল্টন কামতাপুর পরিদর্শনকালে (১৮০৮ খৃষ্টাব্দে) 'রাজপাটে'র উপরে কামতেশ্বরীর আদিম মন্দির এবং তৎসংলগ্ন মঞ্চের স্থান ছিল, এরূপ অনুমান করিয়াছেন। 'রাজপাটে'র প্রায় ২০০ ফিট পূর্ব্বদিকের সমতল ভূমিতে অবস্থিত যে স্থানটীকে তিনি রাজার অস্ত্রাগার ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, একশত বৎসর পরে, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বরচিত ইতিহাসে তাহাকেই কামতেশ্বরীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু, স্বকীয় মতের অনুকূল কোন প্রমাণ দেন নাই। কামতেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্দির গড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। একটী সাত অথবা আট ফিট উচ্চ ভূখণ্ডের উপরে প্রাচীরবেষ্টিত (২২৫′ × ১৩৫′) চত্বরের পূর্ব্ব প্রান্তে এই মন্দির এবং তাহার সম্মুখে হোমগৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে।(৯) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পের প্রভাবে, প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায়, তাহার কতক অংশ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর করিয়া সংস্কৃত করা হইয়াছে। হিন্দু রাজগণ অনেক সময়ে দেবতার নামে রাজ্যশাসন করিতেন; সুতরাং কামতেশ্বরীর রাজ্য 'কমতা' বা 'কামতা' এবং তাঁহার মন্দিরের স্থান 'রাজপাট' নামে পরিচিত হওয়া বিচিত্র নহে।(১০) যোগিনীতন্ত্রের দ্বাদশ

---

(৮) 'আলোচনা' পত্রিকা, ১৩২২ সন ৪২ পৃষ্ঠা।

(৯) মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে কামতেশ্বরীর সিংহাসনের উত্তর পার্শ্বে সূর্য্য মূর্ত্তি এবং এক পৃথক্ চৌকির উপরে মহাদেব নারায়ণ, গোপাল ও প্রজাপতি ব্রহ্মার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। প্রাচীরের অভ্যন্তরে এবং অঙ্গনের মধ্যে উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মন্দিরে মহাদেব ও ভৈরবী, দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের এক মন্দিরে মহাদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণ, দক্ষিণপশ্চিম দিকে তারকেশ্বর শিব এবং উত্তরপশ্চিমে 'দোলভিটা' বিদ্যমান আছে।

(১০) কামাখ্যা দেবীর [illegible] কামরূপ নাম।
চারি জাতি যথেষ্ট প্রবর্ত্তে অনুপাম'॥ ভক্তলীলা।

মহারাজ বিশ্বসিংহ প্রথমে যে রাজসিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাহাতে 'গোঁসানীদেবীকে' স্থাপন করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ৪৪ পত্র।

রাজপুতনার মেবার রাজগণ বংশানুক্রমে 'একলিঙ্গকা দেওয়ান' বলিয়া পরিচিত।

কামাখ্যা দেবীর অপর নাম 'কামদা' (কালিকাপুরাণ, ৬২তম অধ্যায়)। অনুমান হয় যে, 'কামদাপুর' লোকমুখে 'কামতাপুর' হইয়া থাকিবে।

পটলে লিখিত আছে যে, কামাখ্যাসেবক নরকাসুরের আচরণে বশিষ্ঠ ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে কামাখ্যা দেবী নীলাচল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কামাখ্যাপীঠ কোনও একসময়ে হীনপ্রভ হইয়া পড়ার বৃত্তান্ত কালিকাপুরাণেও (৮১তম অধ্যায়ে) লিখিত আছে। কামরূপ অথবা প্রাগ্‌জ্যোতিষের নৃপতিগণের (সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের) যে সমস্ত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনেক দেবদেবীর নাম আছে, কিন্তু কামাখ্যার নাম নাই।(১১) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, নরকাসুরই বশিষ্ঠশাপে 'কান্তেশ্বর' হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (দেবখণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়)। ইতঃপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ডাঃ বুকানন হেমিল্টন জনশ্রুতি অবলম্বনে 'নীলধ্বজকে' (কান্তেশ্বরকে) অসুরবংশীয় এবং ত্রিপুরা পর্ব্বত হইতে এতদঞ্চলে আগত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কামতেশ্বরী দেবীর অথবা গোঁসানীদেবীর মূর্ত্তি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, জনপ্রবাদ সে সংবাদ বহন করিয়া আসিতেছে; ডাঃ বুকানন হেমিল্টনও সেই জনপ্রবাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহ কর্ত্তৃক কামতেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট এবং রাজ্য অধিকৃত হওয়ার কিছুকাল পরে বিশ্বসিংহ দেশাধিপতি হইয়া কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার এবং কামতাপুরে দৈবলব্ধ 'গোঁসানীদেবী'কে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নরসিংহ পরে ঐ দেবীকে সঙ্গে লইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার পুনরুদ্ধার করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় কামরূপ আক্রমণ করিয়া কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং মন্দির ধ্বংসসাৎ করিয়াছিলেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজুম্‌লা কর্ত্তৃক কোচবিহার রাজ্য আক্রান্ত এবং কতিপয় দেববিগ্রহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৫৫৬ শকে (১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে) আহোমরাজের কর্ম্মচারিগণ 'নবাব আহলয়ার খাঁ'কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে করতোয়া নদীর পূর্ব্বদিকে 'কমতেশ্বরের পাট' অবস্থিত থাকার উল্লেখ আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ প্রাণনারায়ণ কর্ত্তৃক কামতেশ্বরীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু তৎসংক্রান্ত জনরবে কোনও মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার কথা নাই, 'কবচ' প্রতিষ্ঠার কথা আছে। মন্দিরের বড়দেউরী বলেন "ঐ কবচ যে রজতনির্ম্মিত কৌটায় আবদ্ধ আছে, তাহার উপরে ভগবতীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; কৌটার অভ্যন্তরে রক্ষিত বস্তু কেহই দেখিতে পান না, এমন কি পূজকও উহা দেখেন না"। বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ডাঃ বুকানন হেমিল্টন 'কবচ' সংক্রান্ত জনরবগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক কালের রচিত 'গোঁসানীমঙ্গল' নামক হস্তলিখিত পুথিতেও ঐ সমস্ত জনরবের উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মন্দির ধ্বংসসাৎ হইলে, কামতেশ্বরী 'কাজলীকুড়া' নামক সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন; 'ভুনা' নামক জনৈক ধীবর সেই সরোবরে জাল ক্ষেপণ করিয়া তাহা উত্তোলনে অশক্ত হয়

(১১) কামরূপরাজ বনমালের তাম্রশাসনে (নবম শতাব্দী) লৌহিত্য তীরবর্ত্তী কামকূটে 'কামেশ্বর' দেব এবং 'মহাগৌরীর' উল্লেখ আছে। এই কামকূট এবং মহাগৌরী কিন্তু নীলাচল ও কামাখ্যা বলিয়া বোধ হয় না।

এবং রাজা প্রাণনারায়ণ, সেই রাত্রিতেই জাগাবস্থায় কামতেশ্বরীকে উত্তোলন করিয়া তাঁহার পূজার সুব্যবস্থা করিতে স্বপ্নাদিষ্ট হন। রাজাদেশে অনেক ব্রাহ্মণ সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া 'কবচ' রূপিণী কামতেশ্বরীকে উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করেন এবং হস্তী স্বেচ্ছায় যে স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তথায় কামতেশ্বরীকে স্থাপনপূর্ব্বক, তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হয় ইত্যাদি। (১২)

চক্রধ্বজের পরে নীলাম্বর কামতারাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রাজা নীলাম্বর মৎস্যদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগে স্বীয় আধকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি রাজধানী কামতাপুর হইতে রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাদের চিহ্ন এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। জলপাইগুড়ির অন্তর্গত জল্পেশ্বর মন্দির পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে এক পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বে প্রতি দুই এক মাইল অন্তরে খনিত এক একটি জলাশয়ের চিহ্ন অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই পথের পূর্ব্বাংশ এক্ষণে 'দীনহাটা মেথলীগঞ্জ রোড্' নামে পরিচিত হইতেছে। উত্তরাভিমুখে কুমারীর কোট এবং মুবলাবাস হইয়া যে পথ গিরিমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার দক্ষিণাংশ এক্ষণে 'কোচবিহার কাকিনা রোড্' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

নীলাম্বর

রাজপথ

ঘোড়াঘাটের পথ রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রসারিত ছিল এবং কথিত আছে যে, উহা (বগুড়া জিলায় অবস্থিত) ভাসুবিহার এবং সেরপুর হইয়া দক্ষিণাঞ্চল পর্য্যন্ত গিয়াছিল।

---

(১২) মহারাজ নরনারায়ণ ধ্বস্তপ্রায় কামাখ্যামন্দির আমূল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; ইষ্টক গঠিত অংশ তাঁহার নির্ম্মিত। এই মন্দিরের সংলগ্ন চলন্তমূর্ত্তির গৃহে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণের (সংস্কারের নহে) বৃত্তান্ত ক্ষোদিত রহিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবনারায়ণ কর্ত্তৃক হাজোর হয়গ্রীবমাধবের মন্দির নির্ম্মাণের বিবরণ উক্ত মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে। রঘুদেবও ঐ মন্দির আমূল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। তাঁহার পিতৃব্য নরনারায়ণ কর্ত্তৃক ঐ মন্দির পূর্ব্বে একবার সংস্কৃত হইয়াছিল। কামতাপুরের অভ্যন্তরে ভগ্ন মন্দিরের অনেক প্রস্তর খণ্ড যত্র তত্র পতিত আছে। মহারাজ প্রাণনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ কামতেশ্বরীর সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে।

দরঙ্গের রাজা সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে, বিশ্বসিংহের রাজধানী প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

'অগ্নিকোণে দেবীগঞ্জ আছয় সাক্ষাত।
নামত কমতেশ্বরী দেবী আছে তাত ॥' ২১ পত্র।

পুথির এই পৃষ্ঠায় কমতেশ্বরীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে এবং তাহার নিম্নে 'কমতেশ্বরী' লিখিয়া তাহা পরিচিত করা হইয়াছে।

গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে ;—

'নগর সাজিয়া রাজা তৈথে থাকিলন্ত।
দেবীর নগর সাজিলেক দক্ষিণত ॥' ৪৫ পত্র।

ঘোড়াঘাটের পথের স্থানে স্থানে দুর্গের চিহ্ন আছে এবং এই পথ বগুড়ার অন্তর্গত 'ভীমের জাঙ্গালের' সহিত মিলিত ছিল। রঙ্গপুরের উত্তরাঞ্চলের একটী পথ এখনও 'নীলাম্বরী সড়ক' বলিয়া পরিচিত হইতেছে। 'দর্পার মাল্লি' নামক আর একটী রাজপথ বাঘ দুয়ারের অদূরে জল্পেশ্বরের পথ হইতে বহির্গত হইয়া রঙ্গপুরের অন্তর্গত হাতীবান্ধা, ঘোড়ামারা, জলঢাকা এবং দরওয়ানী হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রসারিত ছিল। কথিত আছে যে, গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য দর্প লস্কর নামক জনৈক সেনানীর তত্ত্বাবধানে ঐ পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে শত শত যাত্রী ঐ পথে যাতায়াত করিতেন। 'দর্পার মাল্লি' নামক আর একটী প্রাচীন পথ 'বুড়া বাউরা' (পুরাতন বাউরার বন্দর) হইতে পশ্চিমাভিমুখে বর্ত্তমান তিস্তা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। (১৩)

দেবমন্দির ও দুর্গ

কথিত আছে যে, বাণেশ্বর (কোচবিহার রাজ্যে) ও কোটেশ্বরের (পাঙ্গা, রংপুর জেলায়) শিবমন্দির রাজা নীলাম্বর নির্ম্মাণ অথবা সংস্কার করিয়াছিলেন এবং রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবল শত্রু বিদ্যমান থাকায় তিনি 'ছয় ঘর' (সাদুল্লাপুর থানায়), 'মহ্না কোট' (ঘাঘট তীরে), 'সাত পাড়া' (ঘোড়াঘাটের উত্তরে), 'হাতীবান্ধা' (পীরগঞ্জ থানায়), 'ফতেপুর' (সাঘিয়াকান্দি থানা, বগুড়া জেলায়), উলিপুরের দক্ষিণে এবং 'ঘোড়াঘাট' প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্যকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। পীরগঞ্জের এলাকায় কাঁটাদুয়ারের ধ্বংসাবশেষ নীলাম্বরের প্রাসাদ এবং ঘোড়াঘাটের নিকটবর্ত্তী 'বাঘপাইকের গড়' তাঁহার অধিকারভুক্ত থাকার জনশ্রুতি আছে।

রাজ্যবিস্তার

কথিত আছে যে, কামতেশ্বরগণ পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বে কামরূপের বড় নদী এবং উত্তরে ভুটানপর্ব্বত হইতে দক্ষিণে বগুড়া জেলার এলাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর আহমদ শাহের রাজত্বকালে (১৪৩১-৪২ খৃষ্টাব্দ) পাঠান রাজশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, কামতেশ্বরগণের পক্ষে রাজ্য বিস্তারের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল এবং ঐ সময়ে প্রকৃতই তাঁহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সমসাময়িক ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারিগণের গ্রন্থে কামতা রাজ্যের উল্লেখ আছে। (১৪)

---

(১৩) বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্য, রঙ্গপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার সংযোগস্থলে 'বুড়া বাউরা' অবস্থিত ছিল। উল্লিখিত প্রাচীন কীর্ত্তি এবং ধ্বংসাবশেষগুলি লোকমুখে 'কান্তেশ্বরী কীর্ত্তি' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'কান্তেশ্বর' একটী উপাধি, নাম নহে; লোকের মৌখিক উচ্চারণে 'কামতেশ্বর' হইতে 'কান্তেশ্বর' এবং তাহা হইতে 'কান্তেশ্বর' হইয়াছে। কোচবিহারের শিববংশীয় 'নারায়ণ' রাজগণও যে 'কামতেশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন, তাহাও যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

(১৪) 'During the fifteenth century, the tract north of Rungpore was in the hands of the Rajas of Kamta, to which country passing allusion was made above. The kingdom

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের পরে, গৌড়ের যে সকল মুসলমান সোলতান পূর্ব্বোত্তর দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেকেন্দার শাহ ৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে) কামরূপ বিজয় করিয়া তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। অন্যান্য মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণও কামতারাজ্যের স্বাধীনতা-হরণের চেষ্টায় ছিলেন। কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্ররোচণা এরূপ চেষ্টার একমাত্র কারণ নহে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার সূচনা লক্ষিত হইতেছিল এবং তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকারেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে জামালপুর (ময়মনসিংহ জেলায়) অঞ্চলে, দলিপ সামন্ত নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন এবং গড় দলিপায় বা গড় জরিপায় তাঁহার রাজধানী ছিল। গৌড়েশ্বর ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে), তদীয় সেনাপতি মজলিশ খাঁ হুমায়ুন কর্ত্তৃক গড় দলিপা বিজিত এবং রাজা দলিপ নিহত হইয়াছিলেন। (১৫)

মুসলমান আক্রমণ

১৪৬০ হইতে ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়েশ্বর বারবাক শাহের রাজত্বকালে কামতাপুর আক্রান্ত হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি রহমত খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া করতোয়ার জলপথে পলায়ন করেন; কিন্তু তাহাতেও আপনাকে নিরাপদ মনে না করিয়া ভবানীপুরের (বগুড়া জেলায়) জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক কোচসৈন্যের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।(১৬) বারবাক শাহের

রহমত খাঁ

---

is prominently marked as 'Reino de Comtah', or Comoty, on the maps of De Barros and Blaev (pl. IV) The town of Kamta, or Kamtapore, lay on the eastern (? western) bank of the Dharla river, which flows south-west of the town of Kuch Behar'.

'The Contribution to the History and Geography of Bengal, p 32.

(১৫) ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৩৭ পৃষ্ঠা।

'The ruins of an old mud-fort are still visible at the Garh Jaripa, 8 miles north-west of Sherpore. It covers about 1100 acres and was encompassed by seven successive walls * * *. A Koch temple stood near the Khirki gate. It was converted into a mosque but a fair in honour of Dalip's mother is still held here every Baishakh * * * the Muhammadans took possession about 1370'.

The Mymenshing District Gazetteer, p 32.

মতান্তরে, ফকির শাহ সোলতান কর্ত্তৃক দলিপ সামন্তের রাজ্য বিজিত হইয়াছিল।

গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, ৬০ পৃষ্ঠা।

এই শাহ সোলতান, মহাস্থান গড়ে সমাহিত শাহ সোলতান কি না, বলা কঠিন। মহাস্থানগড়ের শাহ সোলতানকে, হোসেন শাহের সমসাময়িক বলা হইয়া থাকে; মতান্তরে, তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ময়মনসিংহের মদনপুরে এক শাহ সোলতানের সমাধি আছে। 'তারিখে বাঙ্গালা'য় লিখিত আছে যে, ৪৩৯ হিজরীতে (১০৪৭ খৃষ্টাব্দে) মহাস্থানগড়ের ভোজগৌড় বংশীয় রাজা, বলরিন্দ্র, নামান্তরে পরশুরাম, শাহ সোলতান মাহিসোয়ার কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

(১৬) সেরপুরের ইতিহাস, ৫২ পৃষ্ঠা।

বগুড়া জেলায় 'কাত্তানগর' (ধুনট থানায়), 'ভুমিয়াপাড়া' (পাঁচবিবি থানায়), 'ভুমিয়াবাড়ী' (ক্ষেতলাল থানায়) এবং 'ভুমিয়া' (শিবগঞ্জ থানায়) নামক স্থানগুলি আছে।

রাজত্বকালে, বিখ্যাত পীর ইসমাইল গাজীর সহিতও কামেশ্বরের (কামতাপুরের রাজার) যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্ত 'রেসালাতোস্ সোহাদা' নামক এক ফারসী ভাষার পুঁথিতে লিখিত আছে। উক্ত দুইটী যুদ্ধের

ইসমাইল গাজী

কোন্‌টী অগ্রে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। মতান্তরে, নশরত শাহের সময় পর্য্যন্ত গাজী ঘোড়াঘাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং নশরত শাহ কাঁটাদুয়ারের অধিবাসী নীলাম্বর নামক কোনও এক স্থানীয় (সামন্ত?) রাজার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ১৪০৫ শকে (১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে) কামতেশ্বর, গৌড়ীয় সৈন্যের ভয়ে রাণী সুলোচনা এবং পুত্র দুর্ল্লভেন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আহোমরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহোমরাজের প্রেরিত সৈন্যের সহিত করতোয়া নদীর তীরে যুদ্ধে গৌড়ীয় সৈন্য পরাজিত হইয়াছিল; ঐ সময়ে ফতে শাহ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। হোসেন শাহ, রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই, কামতাপুর অধিকার করিয়া 'কামতা-বিজয়ী' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। (১৭) হোসেন শাহ কর্ত্তৃক কামতাপুর বিজয় ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তাঁহার 'কামরু ও কামতা' বিজয়ের সংবাদ ৯০৭ হিজরীতে (১৫০২ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত গৌড়ের একটী মসজিদের দ্বারলিপিতে এবং কাঁটাদুয়ারের (রঙ্গপুর জেলায়) আর একটী মসজিদের দ্বারলিপিতে ক্ষোদিত আছে। হোসেন শাহের নামাঙ্কিত ৮৯৯ হইতে ৯১৯ হিজরীর (১৪৯৩—১৫১৩ খৃষ্টাব্দের) যে সকল রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার কামরু, কামতা, যাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ের উল্লেখ আছে।

হোসেন শাহ

কামতাপুর বিজয়ের উদ্দেশ্যে গৌড় হইতে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটী দলে বিভক্ত করা হইয়াছিল। স্থলপথে যে সমস্ত সৈন্য যাত্রা করিয়াছিল, কথিত আছে যে, তাহারা বাঙ্গালী এবং মানস নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গড় ফতেপুর (বগুড়া জেলায়) অধিকার করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল এবং জলপথে যে সমস্ত নৌসৈন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা 'একডালা' হইতে যাত্রা করিয়াছিল। (১৮) হোসেন শাহ, কামতাপুর আক্রমণকালে, রূপনারায়ণ, মানকুমার, লক্ষণ এবং লক্ষ্মীনান রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। ডাঃ বুকানন হেমিল্টন মালদহে প্রাপ্ত একখণ্ড বাঙ্গালা হস্তলিপি পুঁথিতে সদালক্ষ্মীনান, মালকুঁবার এবং হরূপনারায়ণ নামক তিনজন কামতেশ্বরের নাম প্রাপ্ত

---

(১৭) 'কামরূপের বুরুঞ্জী' গ্রন্থে (১০০ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে যে, হোসেন শাহের সেনাপতি চন্দনগাজী ১৪১১ শকে (১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে) কামতাপুর বিজয় করিয়াছিলেন।

(১৮) ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৩৯ পৃষ্ঠা।

'* * * fort Ekdala on the banks of the Banar river where the Sonargaon Governors fled for refuge' *The Mymenshing District Gazetteer, p 24.*

এই 'একডালা' দুর্গের স্থান নির্ণয় লইয়া ঐতিহাসিক সমাজে মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। ধরলা নদী উজাইয়া যে নৌসৈন্য অগ্রসর হইয়াছিল, বানার নদীর তীরবর্ত্তী উল্লিখিত 'একডালা'ই তাহাদের যাত্রা স্থল মনে করা সঙ্গত।

হইয়াছিলেন ; তিনি এই তিনটী নাম নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ এবং নীলাম্বরের নামান্তর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (১৯)

কথিত আছে যে, দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী অবরোধ সত্বেও, মুসলমানগণ কামতাপুর অধিকারে সমর্থ হন নাই ; পরিশেষে, তাঁহারা বন্ধুতার ভান করিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্যকে স্ত্রীবেশে দুর্গাভ্যন্তরে প্রেরণপূর্ব্বক দুর্গজয় করিয়াছিলেন। (২০) মতান্তরে, দীর্ঘকাল অবরোধের পরে, দুর্গ গৌড়েশ্বরের হস্তগত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, দুর্গ অধিকৃত হইলে রাজা শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া 'কাজলীকুড়া' নামক সরোবরে স্নানকালে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যে পিঞ্জরে বন্দী করা হইয়াছিল, তাহা কামতাপুরের ৭।৮ মাইল পশ্চিমে একস্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; ঐ স্থান এখনও 'পিঞ্জাবীরঝাড়' নামে পরিচিত হইতেছে। উক্ত গ্রামে একটী এবং 'ব্রহ্মগ্রাম' নামক স্থানে একটী মৃণ্ময় দুর্গের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সার এডওয়ার্ড গেইটের মতে, রাজা বন্দী হইয়া গৌড়ে নীত হইবার সময়ে পথিমধ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হোসেন শাহের পুত্র দানিয়ালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং নিহত হইয়াছিলেন। গোঁসানীমঙ্গলে লিখিত আছে যে, ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য নহে বলিয়া রাজা পলায়নে অস্বীকৃত হওয়ায় বন্দী হইয়াছিলেন।

দুর্গ অধিকার

কামতাপুর অধিকারের পরে হোসেন শাহ আসাম বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 'তারিখে আসাম' পুস্তকে লিখিত আছে যে, হোসেন শাহ, অসংখ্য যুদ্ধ নৌকা, ২০ সহস্র পদাতি এবং অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। তথাকার রাজা, যুদ্ধে অশক্ত হইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, হোসেন শাহ পুত্রের উপর রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করিয়া

হোসেন শাহের প্রত্যাবর্ত্তন

---

(১৯) উল্লিখিত নামগুলির বর্ণবিন্যাস সর্ব্বত্র একরূপ নহে।

রূপনারায়ণ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী লক্ষ্মীনাথ (নামান্তরে কংসনারায়ণ) মিথিলার রাজা ছিলেন। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ এবং দিল্লীশ্বর সেকেন্দার লোদী একযোগে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ)।

বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ ২০৫ পৃষ্ঠা।

(২০) 'গোঁসানীমঙ্গল' পুথিতে এই বৃত্তান্ত লিখিত নাই। স্ত্রীবেশে সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক দুর্গ অথবা শত্রুজয়ের আখ্যায়িকা অনেক স্থলেই শ্রুত হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন কর্ত্তৃক চিতোর অবরোধকালে, রাজপুতগণ উল্লিখিত উপায়ে ভীমসিংহের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন ; ষোড়শ শতাব্দীতে শের খাঁ কর্ত্তৃক ঐ উপায়ে রোটাস্ দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল ; উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে, রাজা দলরাজ রায়ের 'ভোগবেতাল' দুর্গ (ময়মনসিংহ জেলায়), ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক অন্তঃপুরিকা প্রেরণের ছলে অধিকৃত, হওয়া কথিত হইয়া থাকে। 'ভোগবেতালের' অদূরবর্ত্তী, রাজা গোবর্দ্ধনের 'বর্দ্দোদল' দুর্গও (কিশোরগঞ্জ মহকুমায়) ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক উল্লিখিত উপায়ে অধিকৃত হওয়া শ্রুত হয় (১৫৮২ খৃষ্টাব্দ)। অবস্থানুসারে এই প্রকারের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সর্ব্বত্র মানিয়া লওয়া নিরাপদ নহে। পরাজয়কলঙ্ক গোপনের জন্য সৃষ্ট না হইয়া থাকিলে, প্রতিপক্ষের ঐ প্রকারের প্রস্তাবে যত্র তত্র সম্মতি প্রদান আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। বর্ষা ঋতুর সমাগমে পথ ঘাট দুর্গম হইলে, অসমীয়া সৈন্যের আক্রমণ আরব্ধ হয় এবং হোসেন শাহের পুত্র যুদ্ধে নিহত হইলে, সৈন্যগণ গৌড়ে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়।(২১) আসামের ইতিহাসসমূহে লিখিত আছে যে, হোসেন শাহ কামতাপুর বিজয়ের পরে, আসাম আক্রমণ করিয়া স্বকীয় পুত্রকে হাজোতে স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আসামী সৈন্যের আক্রমণে বিজিত রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 'রিয়াজোস্ সালাতিনে' উহা সমর্থিত হইয়াছে। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে যে, নসরত শাহ, বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কোচজাতির আক্রমণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় মুসলমান সৈন্য কামতাপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মুসলমানগণ কর্তৃক কামতাপুর অধিকৃত হইলে, কামতেশ্বরের পুত্র দুর্লভেন্দ্র আসামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কেন্দুয়া তাঁহাকে বধ করিয়া গৌহাটীর

দুর্লভেন্দ্র ও কেন্দুয়া

নিকট রাজা হইয়াছিলেন। কেন্দুয়ার মৃত্যুর পরে আহোমরাজ তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অসমীয়াদিগের সহিত মুসলমানগণের তিনটী যুদ্ধ সংঘটিত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য পরাজিত এবং বুড়াই নদী পর্য্যন্ত তাড়িত হইয়াছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধ তিমানীর নিকট হইয়াছিল এবং অন্তিম যুদ্ধে অসমীয়া সৈন্য জয়লাভ করিয়া করতোয়া তীর পর্য্যন্ত মুসলমান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। 'আসামের সংক্ষিপ্ত বুরুঞ্জী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি তুবরক খাঁ, নবাব খলছ খাঁর (?) আদেশে অসমীয়াদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন।

" হোসেন শাহের কামতাপুর আক্রমণকালে, আহোমরাজ স্থূপিম ফা পূর্ব্ব আসামে রাজত্ব করিতেন এবং দিহিং নদীর তীরবর্ত্তী বকটা নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। কামতারাজ্যের পূর্ব্বাংশে, চিকনার হরিদাস মণ্ডলের পুত্র বিশু বা বিশ্বসিংহ পিতার অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতে

চন্দন ও মদন

ছিলেন এবং কামতাপুরের পতনের পরে, ভুঁইয়াগণ পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিতে আরম্ভ করেন। ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের মতে, ঐ সময়ে চন্দন ও মদন নামক দুই ভ্রাতা কামতাপুরের প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে মুরলাবাস নামক স্থানে আট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(২১) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে লিখিত আছে যে, হোসেন শাহের পুত্র দানিয়ালের মৃত্যুর পরে, গেয়াসউদ্দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং গেয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁহার মৃতদেহ হাজোতে সমাহিত হইয়াছিল। হাজোর 'পোয়ামক্কা' মসজিদ তাঁহারই নির্ম্মিত এবং উক্ত 'পোয়ামক্কা' মসজিদের তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, উহা ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেশের অবস্থা

ঐতিহাসিক উপকরণ

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন যাবতীয় সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার গ্রন্থাদি, আবিষ্কৃত মুদ্রা, তাম্র, শিলা এবং শৈললিপি, পুরাতন ভাস্কর্য্য, শিল্পকার্য্য এবং পরম্পরাগত জনশ্রুতি প্রভৃতি বিবিধ উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের নিমিত্ত বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন এবং তাঁহাদের পথানুসরণে দেশীয় শিক্ষিত সজ্জনেরাও এই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতের প্রদেশবিশেষের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার ভৌগোলিক অবস্থান লইয়াই প্রথমতঃ অসুবিধায় পড়িতে হয়; কোনও দেশের সীমানির্ণয় বিষয়ে গোলোযোগ হইলে, ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অবস্থানই এক্ষণে অনুমানের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ত্রিংশদ্ যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত 'কামরূপ' অধুনা ৩৮৫৮ বর্গ মাইল পরিমিত সীমাবদ্ধ একটী মাত্র 'জেলা'র নামে পরিচিত হইতেছে। ক্রমাগত বহিরাক্রমণের ফলেই যে কেবল কামরূপের অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, তাহা নহে; আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রবিপ্লবেও উহার অল্প অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। প্রাচীন সময়ে শক্তিশালী কামরূপরাজগণ কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে নববিজিত অনেক প্রদেশ এই দেশের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' পুস্তক অবলম্বনে যে মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে কামরূপের পশ্চিমে মিথিলা এবং বৈশালী (Passalae) প্রদেশ এবং দক্ষিণে গঙ্গারিডাই (Gangaridai) জাতির দেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

দিগ্বিজয়ী রাজা

সাঙ্গলদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত রাজ্যের আয়তন আরও অধিকতর বিস্তৃত ছিল, এরূপ কথিত হইয়া থাকে। হিউএন্ সাঙএর সমসাময়িক রাজা ভগদত্তবংশীয় ভাস্করবর্ম্মার সময়ে কামরূপ রাজ্য পশ্চিমে করতোয়া হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রায় চীনজাতির বাসস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর কামরূপরাজ হরিষকে 'গৌড়-ওড্র-কলিঙ্গ-কোশলাধিপতি' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ কামরূপের অন্তিম দিগ্বিজয়ী মহাবীর; ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে পশ্চিমে কুশী (কৌশিকী) নদী, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং দক্ষিণপূর্ব্বে চট্টগ্রামের নিকটস্থ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। মোটামোটি বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার উত্তরপূর্ব্বার্দ্ধ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, কুমিল্লা, ত্রিপুরা,

সমস্ত আসাম প্রদেশ এবং ভোটান রাজ্য মহারাজ নরনারায়ণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কথিত আছে যে, তিনি গৌড়ের তাৎকালিক অধিপতিকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ পর্য্যন্ত স্বকীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের লিখিত বিবরণ হইতেও কামরূপের পূর্ব্বাবস্থা কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। তাঁহাদের আগমনের হেতু হইতেও এ দেশের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি অনুমান করা যাইতে পারে। কামরূপের যে সমস্ত বিবরণ মেগাস্থিনিসের লিখিত বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে, সেই অনুমান প্রকৃত হইলে, লেখক মগধের রাজধানীতে বসিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন; তাহাতে অনেক অসম্ভব বিবরণ লিখিত আছে। চৈনিক ভ্রমণকারী হিউএন্ সাঙ সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে লিখিত আছে যে, কামরূপ (Kia-mo-lu-po) রাজ্যের পরিধি প্রায় ১০,০০০লি (২,০০০ মাইল) এবং রাজধানীর পরিধি প্রায় ৩০লি (৬ মাইল); দেশের ভূমি নিম্ন এবং আর্দ্র; শস্য নিয়মিত ভাবে উৎপন্ন হয়; কাঁটাল এবং নারিকেল লোকের অতিশয় প্রিয়, যদিও ঐ সমস্ত ফল অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে; নদী এবং পুষ্করিণী হইতে নগরে জল সঞ্চার করা হয়; জলবায়ু মনোরম; লোকের আচার ব্যবহার সৎ এবং সরল; কিন্তু তাঁহারা উগ্র ও রুক্ষস্বভাববিশিষ্ট, অথচ অধ্যবসায়শীল এবং শিক্ষানুরাগী; তাঁহাদের আকৃতি খর্ব্ব এবং শরীরের রঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ; এই দেশের এবং 'মধ্য দেশের' ভাষার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। অধিবাসিগণ দেবদেবীর পূজা করেন; তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ নহেন; বুদ্ধের জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত কোনও সঙ্ঘারাম এদেশে নির্ম্মিত হয় নাই; যে সমস্ত বুদ্ধবিশ্বাসী নরনারী আছেন, তাঁহারা গোপনে বুদ্ধের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই দেশে কয়েক শত দেবমন্দির এবং বহু সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা দশসহস্রের ন্যূন নহে। বর্ত্তমান রাজা নারায়ণদেবের (বিষ্ণুর) বংশধর, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার এক নাম ভাস্করবর্ম্মা এবং দ্বিতীয় নাম 'কুমার'; এই বংশের রাজ্যারম্ভকাল হইতে বর্ত্তমান রাজা একসহস্র পুরুষ পরবর্ত্তী; রাজা শিক্ষানুরাগী, প্রজারাও তদ্রূপ; দূরদেশের পণ্ডিতগণ শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষায় এখানে আগমন করিয়া থাকেন; রাজা যদিও বৌদ্ধ নহেন, তথাপি তিনি পণ্ডিত শ্রমণগণের সম্মান করেন; প্রথমতঃ তিনি যখন শ্রবণ করেন যে, একজন শ্রমণ বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত দূরবর্ত্তী চীনদেশ হইতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া মগধের নালন্দা সঙ্ঘারামে আগমন করিয়াছেন, তখনই তিনি লোক প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; রাজপ্রেরিত লোকেরা সেই শ্রমণকে (হিউএন্ সাঙকে) তিনবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই; পরে মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের অনুরোধে স্বীকৃত হন। এই রাজ্যের (কামরূপের) পূর্ব্বসীমায় পর্ব্বতশ্রেণী আছে এবং এদেশে কোনও বৃহৎ নগর নাই; অসভ্যজাতিরা এই রাজ্যের ~~দক্ষিণপশ্চিম~~ সীমান্তে বাস করে এবং তাহারা 'লাও' ও 'মান' জাতির অনুরূপ। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন যে,

ভ্রমণকারিগণ

'সু চুআন' প্রদেশের দক্ষিণপশ্চিম সীমা এই স্থান হইতে প্রায় দুই মাসের পথ; কিন্তু পর্ব্বত এবং নদীবহুল হওয়ায় তাহা দুর্গম হইয়াছে এবং সেই পথে বিষাক্ত বাষ্প, বিষধর সর্প এবং অপকারী তরুলতা প্রভৃতির আশঙ্কা বর্ত্তমান রহিয়াছে; দেশের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে বন্য হস্তীর বাস আছে এবং তাহারা দলে দলে লোকালয়ে আসিয়া উপদ্রব করিয়া থাকে; সুতরাং হস্তীগুলিকে ধরিয়া যুদ্ধকার্য্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ আছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন (Pun-na-fa-tan-na) হইতে প্রায় ৯০০লি পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে এখানে উপস্থিত হওয়া যায় এবং পথে একটী বৃহৎ নদী (করতোয়া) উত্তীর্ণ হইতে হয়। এইস্থান হইতে ১২০০ অথবা ১৩০০লি দক্ষিণদিকে গমন করিলে সমতট (San-mo-ta-ta) দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।(১)

সোলেমান নামক জনৈক আরবীয় ভ্রমণকারী নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন; তিনি কামরূপ হইয়া 'কসবিন' দেশে গমন করেন। ইবনে বতুতা নামে পরিচিত টাঞ্জিয়ার নিবাসী জনৈক ভ্রমণকারী মালদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কামরূপ দর্শন করিয়া গিয়াছেন (১৩৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে)। তিনি চাটগাঁও (Sadkawan) হইতে পর্ব্বতসঙ্কুল কামরূপ দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন; ঐ স্থানের দূরত্ব এক মাসের পথ এবং ঐ পথ অসংখ্য পর্ব্বত মালার দ্বারা আচ্ছন্ন; ঐ পর্ব্বতগুলি চীনদেশ এবং কস্তূরিকামৃগের আবাসভূমি তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐ দেশের লোকের আকৃতি তুর্কীদের আকৃতির অনুরূপ এবং উহারা কঠোর পরিশ্রমী; উক্ত কারণে ঐ জাতির দাস অন্য সম্প্রদায়ের দাসের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ঐ দেশের লোকের ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শিতার এবং তাহাতে তাহাদের অতিরিক্ত আসক্তি থাকার খ্যাতি আছে। ইংরেজ বণিক রালফ ফিচ্ (Ralph Fitch) লিখিয়াছেন যে, তিনি (১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) এদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে পর্ত্তুগালের অধিবাসী খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ষ্টিফেন ক্যাসিলা এবং জন কাব্রেল কামতারাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন (১৬২৬ খৃষ্টাব্দ)। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের অধিবাসী জে, বি, টাভারনিয়ার এবং এফ, বার্ণিয়ার ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। টাভারনিয়ার বঙ্গের তাৎকালিক রাজধানী ঢাকা নগরেও গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থে আসাম এবং ভূটানের কিছু কিছু বিবরণ লিখিত আছে। তিনি 'ভূটান' বলিতে যে দেশ মনে করিয়াছিলেন, তাহা ভোট (তিব্বত) বলিয়া অনুমিত হয়। টাভারনিয়ারের গ্রন্থে ডিউক অব মস্কোভয়ের (Duke of Muscovoy's) তিন জন দূতের ভূটান হইয়া (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে) চীনদেশ গমনের প্রসঙ্গ আছে। ভূটান রাজদরবারের প্রথানুসারে তাঁহারা রাজাকে তিনবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, রাজা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।(২) পাটনায় চারিজন আর্ম্মানী শিল্পীর সহিত টাভারনিয়ারের সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাঁহারা ভূটানীদিগের উপাস্য নানাপ্রকারের দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তদ্দেশে বিক্রয়

(১) *On Yuan Chwang's Travels in India, Vol. II, pp 186-187.*

(২) *Travels in India, Third Book, Chapters XV and XVII.*

করিতেন। বার্ণিয়ার, স্বকীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে নবাব মীর জুমলার আসাম অভিযানকাহিনীর কোনও কোনও অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কামতা বা কোচবিহারের নাম নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জর্জ বগল, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হেমিল্টন এবং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান টার্ণার ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মোপলক্ষে কোচবিহারের মধ্য দিয়া ভুটান যাতায়াত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কোচহিারের অবস্থা বিশেষ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মেজর রেনেল কোচবিহার রাজ্য এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কোম্পানীর রাজ্যের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ডাঃ বুকানন হেমিল্টন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুর জেলার প্রাচীন এবং সমসাময়িক অবস্থা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; তিনি ঐ সময়ে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত কামতাপুরে (গোঁসানীমারিতে) আগমন করিয়া তথাকার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ঐতিহাসিক বুশেলের অনুমান এই যে, ভারতীয় সন্ন্যাসধর্ম্মের শিক্ষা, কামরূপের পথে চীনদেশে নীত হইয়া, তদ্দেশীয় 'তাও' মতের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। বেদান্ত মতের প্রভাবে ভারতে যে উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার হইয়াছিল, কামরূপের সীমান্তবর্ত্তী মিথিলায় তাহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সেই জ্ঞানজ্যোতির দ্বারা কামরূপ দেশ যে আলোকিত হয় নাই, তাহা মনে করা অযৌক্তিক। দার্শনিক কপিলের মতবাদও এদেশে অজ্ঞাত ছিল না; কাছাড়ের অন্তর্গত বদরপুরের নিকটে এক কপিলের আশ্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বিদ্যা এবং সভ্যতা

পাল রাজবংশের আধিপত্যকালেও কামরূপে জ্ঞানচর্চ্চার সুব্যবস্থা ছিল। নানা শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং বৌদ্ধবিহার গুলির সাহায্যে সাধারণ লোকশিক্ষা এবং উচ্চ জ্ঞানানুশীলন দেশমধ্যে বিস্তৃত হইত। হিউএন্ সাঙের প্রদত্ত বিবরণের সাহায্যে জানা যায় যে, ভগদত্তবংশীয় রাজগণের সময়েও এদেশে জ্ঞানালোচনা হইত এবং নানাস্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলিও তাহার সমর্থক। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের এবং ভারতের সাধারণের মতে কামরূপবাসিগণ ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আনুমানিক নবম শতাব্দীতে কামরূপে 'ডাকের বচন' রচিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকমতের কতকগুলি গ্রন্থ এবং বিশেষতঃ যোগিনীতন্ত্র এবং কালিকাপুরাণ কামরূপবাসী পণ্ডিতগণের রচিত বলিয়া অনুমিত হয়। গোপীচান্দ, গোরক্ষনাথ এবং সোনারায়ের গীত দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই; ঐ শ্রেণীর গীতগুলি পল্লীবাসী কবিগণ কর্ত্তৃক বিশেষ দক্ষতার সহিত রচিত হইয়াছিল। 'হেঁয়ালী' অথবা 'ছিল্‌কাগুলির' রচনাপারিপাট্য এবং অর্থ-সংগোপনের কৌশলও প্রশংসনীয়। পৌরাণিক আখ্যান কিংবা লোকচরিত্র অবলম্বনে ছন্দোবদ্ধ পদ্যরচনার প্রথা পুরাতন এবং উহা লিখিত এবং মৌখিক দ্বিবিধ উপায়েই প্রচারিত হইত। প্রাচীনকালে বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশে প্রচলিত পদ্য ও গদ্য সাহিত্যের রচনাশৈলীর বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না।

সঙ্গীতবিদ্যায়ও এদেশবাসী নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন না। প্রাচীন পুথিতে নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্রসমূহের (বেয়াল্লিশ বাজনের) নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, দুন্দুভি,

ঢাক, ঢোল, ডগর, নাগারা, রামবেনা (বীণা), খঞ্জরিকা, মোহরী, বোতারা, রবাব, সারিন্দা, বাঁশী, ঝিল্লি, ঝিঞ্ঝিরি, কারালী, রুদ্রক টোকারী, তুরী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, খোল, ঘোমচি, গোগোনা, মুরলী (মুরলী), উপাঙ্গ, বড়কাথ, মুর্চ্ছা, জন্ক, জয়কালী, ভেরী, রামশিঙ্গা, রামতাল, খোজরা, গোমুখ, বীরকালী, সিংহবাণ, ডবল, দোচরী, উরুলী এবং ঢোলক, প্রভৃতি।

প্রথম শতাব্দীর গ্রীক্ বণিক্‌দিগের লিখিত বিবরণে, এদেশের শিল্পবাণিজ্যের তাৎকালিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, 'কিরাদিয়া' প্রদেশের তেজপত্র তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে ইয়োরোপে প্রেরিত হয়; উক্ত দেশের সীমান্তে প্রতিবৎসর একটী করিয়া মেলা বসিয়া থাকে, তথায় চীন দেশীয় বণিকেরা আসেন এবং তাঁহারা রেশমী কাপড় এবং রেশমের পরিবর্ত্তে তেজপত্র লইয়া যান।

কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য

ঐতিহাসিক বুশেলের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দী হইতে ব্রহ্মদেশ এবং আসামের পথে ভারতবর্ষের সহিত চীনের বাণিজ্যদ্রব্যের আদান প্রদান চলিত। বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলার 'হাদিরাচৌকি' নামক স্থানে কামরূপের সহিত বঙ্গদেশের বাণিজ্যের আদান প্রদান হইত এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এতদঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির মধ্যে কমলানেবু, গোলমরিচ, সুগন্ধিপুষ্প, পশ্চিমভারতে দুষ্প্রাপ্য অনেক ফলমূল, উৎকৃষ্ট মৃগনাভি, অগুরু কাষ্ঠ এবং এক প্রকার ধূপের বৃক্ষনির্য্যাসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তামাক আমেরিকা মহাদেশের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জজাত উদ্ভিদ্, সম্ভবতঃ উহা সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক এদেশে আনীত হইয়াছিল। গোল আলু, আনারস, আতা, পেয়ারা, পেঁপে, লঙ্কামরিচ, কামরাঙ্গা এবং ভুট্টা ইত্যাদিও ইয়োরোপীয়গণের দ্বারা এদেশে আনীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বস্ত্রশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম কামরূপে কার্পাসের চাষ বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব কামরূপে এখনও তাহা চলিতেছে। হিউএন্ সাঙ কামরূপে কাঁটাল এবং নারিকেল বৃক্ষের চাষ দেখিয়াছিলেন। মৎস্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু পূর্ব্ববঙ্গের শুষ্ক মৎস্য বহুকাল হইতে পশ্চিম কামরূপে আমদানী হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আবকারী বিভাগ স্থাপনের পূর্ব্বে এতদঞ্চলে আফিং এবং গাঁজার চাষ হইত। সীমান্তবাসী অসভ্যজাতীয় লোকদের মদ চোয়ান এবং পান করার অভ্যাস অতি প্রাচীন। ব্রহ্মপুত্রের বালুকাকণা হইতে স্বর্ণরেণু সংগ্রহের বৃত্তান্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে লিখিত আছে। প্রাচীন সময়ে এদেশে লবণ সহজ প্রাপ্য ছিল না। পূর্ব্বে করতোয়া নদীতে মুক্তাশুক্তি পাওয়া যাইত। রঙ্গপুরের অন্তর্গত ভবচন্দ্রের পাটে লোহার কারখানার অস্তিত্বের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী টাভারনিয়ার ভুটানে রৌপ্যের খনি থাকার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ভুটানে বারুদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত হইত, এরূপ বিবরণ উক্ত ভ্রমণকারী শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন যে, আসামে প্রস্তুত বারুদ এবং আগ্নেয়াস্ত্র প্রথমতঃ পেগু এবং পরে তথা হইতে চীনদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা স্থাণ্বীশ্বরের অধিপতি হর্ষবর্দ্ধনকে যে সমস্ত দ্রব্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক (সপ্তম শতাব্দী) মহাকবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে' তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—বরুণদেবের নিকট হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের উপার্জ্জিত 'আভোগ' নামক ছত্র, ভগদত্ত প্রভৃতি রাজগণ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অলঙ্কার, পদ্মরাগমণিখচিত মুক্তাহার, শুভ্র ক্ষৌমবস্ত্র, শুক্তিশঙ্খমরকতাদিবিনির্ম্মিত পানপাত্র, সুবর্ণখচিত মহার্ঘ মৃগচর্ম্ম, ভূর্জ্জত্বক্ সদৃশ কোমল এবং সুখস্পর্শ চিত্রিত বস্ত্রাচ্ছাদিত বিবিধ উপধান, পিঙ্গলবর্ণের সুন্দর বিবিধ বেত্রাসন, অগুরুত্বকে লিখিত সুপাঠ্য কাব্যপুস্তকসমূহ, অপক্ক এবং পক্ক গুবাক, পল্লবযুক্ত সরস বিবিধ ফল, লতা আম্রের রস, কৃষ্ণাগুরু তৈল, বিবিধ উপাদানের সাহায্যে প্রস্তুত নানা প্রকারের যষ্টি, বীণার নিম্নভাগস্থ অলাবু বন্ধনের উপযুক্ত কৌষেয়সূত্র, গৌর কৃষ্ণবর্ণের অগুরু, গোশীর্ষ চন্দন, তুষারশুভ্র কর্পূর, কস্তুরিকাকোষ, পক্ক-ফলের গুচ্ছসমন্বিত কক্কোলপল্লব, লবঙ্গপুষ্পের মঞ্জরী এবং জাতিফলস্তবক প্রভৃতি দ্রব্যরাশি, শ্বেতচামর, চিত্রাঙ্কণের উপকরণ, স্বর্ণশৃঙ্খলিতকণ্ঠ বনমনুষ্যমিথুন, জীবঞ্জীবমিথুন, জলমনুষ্য-মিথুন, সুগন্ধবিস্তারিকস্তুরিকামৃগ, চমরী, সুবর্ণধাতুরঞ্জিত বেত্রপঞ্জরস্থ বহুসুভাষিতশিক্ষিত শুকশারিকা প্রভৃতি পক্ষিসমূহ, প্রবালপঞ্জরস্থ চকোর, জলগজমুক্তাখচিত হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত কুণ্ডল, ইত্যাদি। (৩)

বস্ত্রশিল্পে পূর্ব্ব কামরূপ এখনও ইয়োরোপের সহিত কোনওরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রক্ষা করিতেছে। প্রাগ্জ্যোতিষে প্রাপ্ত সূক্ষ্ম লোমজবস্ত্রের এবং উত্তম উত্তম শয্যা ও বস্ত্রের উল্লেখ হরিবংশে আছে (বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬৪ অধ্যায়)। ষোড়শ শতাব্দীর ভ্রমণকারী রালফ্ ফিচ্ এই দেশজাত কৌষেয় ও কার্পাস বস্ত্র এবং মৃগনাভির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব কামরূপের ধাতুশিল্প এখনও কোনও প্রকারে পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। নানা দেবদেবীর ধাতু এবং প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তিসমূহ দেখিলে কামরূপের অতীত কালের শিল্পনৈপুণ্যের অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। কোচবিহারের অন্তর্গত গোঁসানীমারির (কামতাপুরের) দুর্গ, যুদ্ধবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ লোকের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর একটী স্থান মাত্র; সর্পাকৃতি বক্রপথে দুর্গের প্রবেশদ্বারসমূহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন সহসা বুঝিবার উপায় নাই। প্রাকারের বহির্ভাগে শত্রুর অগম্য গভীর পরিখা এবং তাহা জলপূর্ণ করিবার প্রক্রিয়ার স্থান (জলউবার) দর্শন করিলে এদেশের অবস্থা এখন যে কত অবনত হইয়াছে তাহা স্বতঃই প্রতীত হয়। লোকমুখে শ্রুত 'হেঁয়ালি' গুলির রচনাকালে সূত্রধর অথবা ছুতার মিস্ত্রিরা দক্ষিণদেশ হইতে এতদঞ্চলে আগমন করিত এবং সে সময়ে বন্দুকের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল; রজক এবং ক্ষুরধার বা সৌচিক (দরজী) অজ্ঞাত ছিল না। মুসলমানেরা এদেশে কাগজ এবং সাবানের আমদানী করেন; তৎপূর্ব্বে কাগজের স্থানে সাচী, তাল, এবং ভূর্জ্জপত্রাদির ব্যবহার ছিল।

(৩) হর্ষচরিত, সপ্তম উচ্ছ্বাস।

কামরূপের পশুর কথা বলিতে গেলে হস্তীর নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। অতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এ দেশের হস্তীর উল্লেখ আছে; কামরূপরাজগণের তাম্রশাসনের মুদ্রা (শিলমোহর) হস্তিমূর্ত্তিসমন্বিত ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের যুদ্ধহস্তী বিশেষ বিখ্যাত ছিল। রঘুবংশে লিখিত আছে যে, রঘু কামরূপ জয় করিয়া করস্বরূপ বহু হস্তী গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরককে বিনাশ করিয়া বহুসংখ্যক হস্তী, গো এবং দেশীয় অশ্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিউএন্ সাঙ কামরূপের বিবরণে হস্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। কামরূপে বন্যহস্তী ধৃত এবং বশীভূত করার বিদ্যা যথেষ্ট উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে পালকাপ্য ঋষি হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কামরূপের অধিবাসী বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; হস্তীর শিক্ষাপ্রদান এবং চিকিৎসা তাঁহার জীবনের মুখ্য কার্য্য ছিল।(৪) ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজ শিবসিংহ এবং তাঁহার মহিষী অম্বিকা দেবীর আদেশে সুকুমার বড়কায়েত 'হস্তিবিদ্যার্ণব' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে হস্তিগণের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তাহাদের শিক্ষার উপায়, বিবিধ রোগ এবং রোগচিকিৎসার প্রণালী লিখিত আছে।(৫) রাজতরঙ্গিণীতেও এদেশের হস্তীর প্রসঙ্গ আছে। ভ্রমণকারী যিনি যখন কামরূপে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারই দৃষ্টি এই বিশালকায় জন্তুর উপর পতিত হইয়াছে। মোগল বাদশাহগণও এদেশ হইতে করস্বরূপ হস্তী গ্রহণ করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের উত্তর এবং পূর্ব্বাঞ্চলে দলে দলে বন্যহস্তী বিচরণ করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও গোঁসানিমারির অদূর উত্তরে পাহাড়গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বন্যহস্তী আগমন করিত। রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব্বদিকের রাজরক্ষিত অরণ্যে এখনও সময়ে সময়ে বন্যহস্তী আসিয়া থাকে। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা এদেশীয় যে উত্তম অশ্বের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভুটান অথবা তিব্বত দেশীয়। 'ঘোড়ানিদান' অর্থাৎ অশ্বচিকিৎসার গ্রন্থও কামরূপে রচিত হইয়াছিল এবং তাহার একখণ্ড হস্তলিপি 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' সংগ্রহ করিয়াছেন।

কামরূপের হস্তী

কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা, হর্জ্জর, বলবর্ম্মা, রত্নপাল, ইন্দ্রপাল এবং ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনগুলিতে (সপ্তম, নবম, একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর) নানা পদবীর রাজকর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে; যথা,—আজ্ঞাপ্রাপণকারী, সীমাপ্রদানকারী, দ্বারকরণিক, ব্যবহারী, ভাণ্ডার গৃহের অধিকারী, শাসন প্রস্তুতকারী, লেখক, উৎখেটয়িতা, সেকাকার, মহাসামন্ত, রাণক, রাজবল্লভ, অন্তঃপুররক্ষিকা, হস্তিবন্ধ এবং

শাসনপ্রণালী ও রাজকর্ম্মচারিগণ

(৪) 'চাঁদকবির বীরগাথায়' এক পালকাপ্য ঋষির উল্লেখ আছে, হস্তিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, হস্তিচিকিৎসা-বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং 'ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব লুহিতাক্ষ সরবরের' নিকট তিনি বাস করিতেন। মল্লিনাথ রঘুবংশের টিকায় (৬।২৭) হস্তিচিকিৎসক পালকাপ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণে (২৮৭ম অধ্যায়ে) 'পালকাপ্য উবাচ' বলিয়া হস্তীর বিবিধ লক্ষণ এবং চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) আসাম গবর্ণমেন্টের সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে আমি (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে) ইহা দেখিয়াছি। হস্তিচিকিৎসা সম্বন্ধে এরূপ উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বহুকালব্যাপী অধ্যবসায়ের ফল বলিয়া অনুমিত হয়।

নৌকাবদ্ধ কর্ম্মচারী, অপহৃত দ্রব্যের অনুসন্ধানকারী, দণ্ডকারী, দণ্ডদাতা, মহাসৈন্যপতি, মহাস্বারাধিপত্য, মহাপ্রতিহার, মহামাত্য, ব্রাহ্মণাধিকার, প্রভৃতি। ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীর পদবিভাগ হইতে প্রাচীন কামরূপের দেশশাসনাবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উল্লিখিত তাম্রশাসনগুলিতে 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' পদবীর উল্লেখ নাই। গৌড়েশ্বরগণের মধ্যে নবম শতাব্দীর ধর্ম্মপাল অথবা দেবপালের তাম্রশাসনেও তাহা নাই; দশম শতাব্দীর নারায়ণপাল, একাদশ শতাব্দীর প্রথম মহীপাল এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল, দ্বাদশ শতাব্দীর মদনপাল, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনগুলিতে 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' পদবীর উল্লেখ আছে।

রাজস্বগ্রহণের এবং দণ্ডদানের প্রণালী

অতি পূর্ব্বকালে ভূমির উৎপন্ন শস্যাদি দ্রব্যের অংশই রাজকররূপে গৃহীত হইত। মাণিকচান্দের গীতে 'হালখানার মাসাড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি' শুনিতে পাওয়া যায়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এদেশে মুদ্রার হিসাবে কড়ির প্রচলন ছিল। 'রিয়াজোসসালাতিনে' লিখিত আছে যে, আসামের রাজারা কোনও কর গ্রহণ করিতেন না; প্রজারা প্রতি তিনজনে একজন করিয়া রাজার কার্য্য করিয়া দিত, তাহাতে অন্যথা করিলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত। কামরূপের 'নারায়ণ' রাজগণের আধিপত্যকালে রাজনৈতিক অপরাধিগণকে ঘাড়ে (স্কন্ধে) মোচড় দিয়া বধ করা হইত। আহোমরাজগণ অপরাধিগণের পদমর্য্যাদা বিবেচনায় কাহারও হস্তপদ, কাহারও বা নাসাকর্ণ ছেদন করিতেন এবং কাহাকেও অস্ত্রাঘাতে, কাহাকেও বা জলমগ্ন করিয়া বধ করিতেন। প্রবাদ আছে যে, কান্তেশ্বর রাজা (নীলাম্বর) হাল প্রতি সামান্য কিছু কড়ি রাজস্ব গ্রহণের জন্য পরবর্ত্তী রাজগণের উদ্দেশ্যে শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।(৬) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এদেশের যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কোচবিহাররাজগণের 'নারায়ণী' মুদ্রা। আহোমরাজেরাও স্ব স্ব নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছেন। তদপেক্ষা প্রাচীনতর কালের কোনও মুদ্রা এ দেশে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

হিন্দুরাজগণ যে সুবিচারের প্রয়াসী ছিলেন, শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে তাহা সুব্যক্ত রহিয়াছে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ আধিপত্যকালে নৃপতিগণ নানা শ্রেণীর সামন্ত, ভুঁইয়া এবং অধীন কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে দেশ শাসন করিতেন। তাঁহাদের সময়ে কামরূপে ভূমি পরিমাপ করার এবং প্রজার অধিকৃত ভূমির সীমা নির্ণীত এবং চিহ্নিত করার প্রথা ছিল। প্রাচীন তাম্রশাসনে ভূমির সীমা, প্রকার এবং মাপের উল্লেখ আছে। মুসলমান রাজগণের মধ্যে সম্রাট্ আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে ভূমির সাধারণ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বঙ্গেশ্বর সেকেন্দর শাহ ভূমির জরিপ এবং তাহার রাজস্ব অবধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পরবর্ত্তী সোলতান শের শাহও বঙ্গদেশ জরিপ করিয়াছিলেন। আকবরের মন্ত্রী টোডরমল্ল যে সুবিখ্যাত 'আসল জমা তুমার' নামক রাজস্ব বিবরক কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠানরাজ দাউদ্খাঁর দফ্তর হইতে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

---

(৬) নীলাম্বরের অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের উৎকীর্ণ কোনও লিপি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্তের ঐশ্বর্য্যের বিবরণ মহাভারতে সুব্যক্ত রহিয়াছে। হরিবংশের (বিষ্ণুপর্ব্বের) চতুঃষষ্টিতম এবং কালিকাপুরাণের চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নরককে বধ করার পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধনাগার হইতে প্রচুর ধনরত্ন স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুবিখ্যাত 'পাঞ্চজন্য শঙ্খ' প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতেই আহৃত হইয়াছিল। রাজার ঐশ্বর্য্য হইতে দেশের অবস্থা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে, কথায় কথায় সোনার পালঙ্ক এবং রূপার খাটের উল্লেখে এবং রাজপুরী ও রাজসভার ঐশ্বর্য্যের বর্ণনাচ্ছটায় কিছু কিছু অত্যুক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু, ঐ সমস্ত বিবরণ হইতে তাৎকালিক ধনাঢ্য দেশবাসিগণের উন্নত অবস্থার একটা আভাস অবশ্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঐশ্বর্য্য এবং আচার ব্যবহার

প্রাচীনকালে গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য ধাতুপাত্রক্রয়ের সামর্থ্য অতি অল্প লোকেরই ছিল। অলাবুর (লাউএর) থালা ও 'বল' (কলস), মৃত্তিকানির্ম্মিত হাঁড়ী, সরা, কলস, থালা ও ঘটী এবং বাঁশের 'থুরী' বা চোঙ্গ দরিদ্র লোকের ব্যবহারের পাত্র ছিল। স্বর্ণালঙ্কারের ব্যবহার কদাচ দৃষ্ট হইত; দরিদ্র অবস্থার স্ত্রীলোকেরা হাতে দস্তার খাড়ু ও গলায় প্রবালের মালা এবং মধ্যবিত্ত অবস্থার মহিলারা রৌপ্যালঙ্কার পরিতেন। সেকালের নারীরা 'বুকবান্ধনা' একখানা বস্ত্র, কেহ কেহ বা 'আগরণ' এবং 'ফোতা' নামক উপরে ও নীচে দুই খণ্ড বস্ত্র পরিতেন। সাধারণতঃ দরিদ্র পুরুষেরা 'লেঙ্গটী' এবং উন্নততর অবস্থার ব্যক্তিগণ হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি ব্যবহার করিতেন। এণ্ডির চাদরই ভদ্রলোকের উপযোগী শীতবস্ত্র ছিল; বনাত, শাল, তসর অথবা গরদের বস্ত্র উচ্চশ্রেণীর বিশেষ অবস্থাপন্ন লোক ব্যতীত সাধারণের ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল না। তবে, রেশমী বস্ত্রের আমদানীর সংবাদ হইতে তাহাদের প্রাচীন ব্যবহার জানা যায়।

ভাতই এদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য এবং তাহার অভাবে কাউন এবং চিনার ভাত এবং 'পয়রার গুঁড়া' (যবের ছাতু) লোকে ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে। ভাজা চাউলের ছাতু দরিদ্র লোকেরা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে। কামরূপের সর্ষপতৈল এবং মাহিষ ঘৃতের সুনাম ক্রমশঃই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এদেশে লবণ সহজপ্রাপ্য ছিল না এবং তজ্জন্য দরিদ্র লোকেরা তৎপরিবর্ত্তে 'ক্ষার' ব্যবহার করিত। জলযোগে দই চিড়ার ব্যবহার অতি প্রাচীন এবং দুগ্ধের অপেক্ষা দধির ব্যবহারে লোকে অধিকতর অনুরাগী ছিল।

কামরূপে মনুষ্য ক্রয়বিক্রয়ের অবাধ ব্যবসায় ছিল এবং ভোট, পূর্ব্ব আসাম এবং দক্ষিণ বঙ্গে বিক্রয়ার্থ মনুষ্যপণ্য প্রেরিত হইত। অভাবে পড়িলে লোকে নিজের পুত্রকন্যা বিক্রয় করিত এবং আত্মবিক্রয়ের ও প্রথা ছিল। স্থলবিশেষে বলপূর্ব্বক অথবা অপহরণ করিয়া দাসদাসী সংগ্রহ করাও হইত। 'ছেলেধরার' ভয় এতদঞ্চলে অমূলক নহে; প্রবাদ আছে যে, নরবলি দেওয়ার প্রয়োজনেও ছেলে ধরা হইত।

গোরক্ষনাথ এবং সোনারায়ের গীতে বিয়াপাতা দ্বারা এদেশে সদ্যোজাত শিশুর নাড়ীচ্ছেদের এবং খৈল ও ক্ষার দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করার কার্য্য সম্পন্ন হইত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন হেঁয়ালীগুলিতে 'মজা গুয়া' খাওয়া এবং জামা গায়ে দেওয়ার উল্লেখ আছে। অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে পান, গুপারি এবং এলাইচের ব্যবহারের উল্লেখ পুথিতে পাওয়া যায়। বনমালের তাম্রশাসনে নট, নটী, বারবনিতা এবং বেশ্যার উল্লেখ আছে; অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুথিগুলিতে বেশ্যার প্রসঙ্গ যত্র তত্র দৃষ্ট হয়।

প্রাচীনকালে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল এবং সর্ব্ব সাধারণে লেখাপড়া শিক্ষার ততটা আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না; এজন্য, ছেলের দল সতের আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লুকোচুরি, চিলাচিলা, গুটুগুটু, হাটুকডুগ্, চেঙ্গুপাইটু, ভেটাপাইটু, ডাণ্ডাপাইটু, তেপাইতা এবং মোগলপাঠান প্রভৃতি খেলা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিত। স্ত্রীলোকেরা এণ্ডির কীট প্রতিপালন এবং তাহার গুটি হইতে সূত্র প্রস্তুত করিতেন। পূর্ব্ব কামরূপের গৃহস্থ ঘরের বধূ ও কন্যাগণ বস্ত্রবয়ন কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন এবং ঐ প্রথা এ পর্য্যন্ত তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। পশ্চিম কামরূপে পুরুষেরাই বস্ত্রবয়ন করিত এবং সেই বস্ত্রবয়নকারিগণকে হিন্দু ও মুসলমান ভেদে তাঁতী এবং জোলা বলা হইত; কিন্তু, ঐ নামের কোনও পৃথক্ 'জাতি' ছিল না। পশ্চিম কামরূপের বস্ত্রবয়নবিদ্যা এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। লোকে ভূত ডাইনী প্রভৃতি অপদেবতার ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত থাকিত এবং প্রত্যেক গ্রামেই দুই একটী করিয়া বিখ্যাত ভূতের আড্ডা ছিল। লোকে পীড়িত হইলে অনেক স্থলেই 'দেওধরা' বলিয়া রোগ নির্ণীত এবং 'ওঝার' সাহায্যে 'ঝাড়িয়া' তাহার চিকিৎসা করা হইত। ঔষধের পরিবর্ত্তে মন্ত্রের উপরই সাধারণ লোকের অধিকতর নির্ভর ছিল। মন্ত্রগুলি প্রায়ই মুখে মুখে এবং কখনও কখনও লিখিত পুথির সাহায্যে রক্ষিত করা হইত; ঐ প্রকারের মন্ত্রের পুথি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক স্বরূপ 'দেশীয় টীকা' দেওয়ার প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং 'টীকা' দেওয়ার পর লোকের জ্বর এবং গায়ে দুই একটী অথবা ততোঽধিক বসন্তের গুটি উদ্গত হইত। স্থানীয় 'বৈদ্যেরা' বসন্তের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষায় বিশেষ পারদশী ছিলেন এবং এই প্রকারের চিকিৎসা এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। ব্রণ অথবা ক্ষত রোগের চিকিৎসায় এতদ্দেশীয় বৈদ্যের যোগ্যতার বিবরণ মুসলমান ঐতিহাসিকগণের পুস্তকে লিখিত আছে এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের বিস্ময়কর কৃতিত্ব এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মসংস্কারকগণ

গুরু গোরক্ষনাথ নাথপন্থী ধর্ম্মের অথবা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বা সংস্কারক ছিলেন এবং উক্ত সম্প্রদায়ের প্রাচীন পুথিতে ইঁহাকে 'অনন্তকুটিসিদ্ধার গুরু' বলা হইয়াছে। এই সম্প্রদায় বেদমূলক কি না, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রাচীন নাথপন্থিগণের মতে মহাপ্রলয়ের শেষে একমাত্র 'অলেখ নিরঞ্জন'ই অবশিষ্ট থাকেন এবং সিদ্ধ নাথগুরুগণ নিরঞ্জনের স্বরূপ বলিয়া কথিত হন। বর্ত্তমান কালে এতদঞ্চলে 'নাথপন্থী' ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পৃথক্ অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই ; 'নাথ' উপাধিধারী ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া কোনও প্রকারে তাঁহাদের প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। ত্রিপুরার অন্তর্গত ময়নামতী পাহাড়ের নিকটে অনেক 'নাথ' (যোগিজাতির লোক) বাস করেন। পশ্চিম কামরূপে চূণপ্রস্তুতকারক এবং শঙ্খব্যবসায়ী দুই শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা 'নাথ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। নিম্ন আসামে যোগিজাতির বহু লোক বাস করেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে 'নাথ' বলেন। উত্তর বঙ্গ এবং পশ্চিম কামরূপের অনেক স্থান অদ্যাপি গুরু গোরক্ষনাথের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে, যথা:—গারো পাহাড়, বগুড়ার গোরক্ষনাথের মন্দির, রঙ্গপুরের গোরক্ষমণ্ডপ, গোয়ালপাড়ায় যোগীঘোপা এবং দিনাজপুরের রাণীশঙ্কলের নিকটে গোরক্ষনাথের মন্দির এবং নেকমর্দ্দানের গোরক্ষকূই, প্রভৃতি।

গোরক্ষনাথ

উত্তর বঙ্গের প্রচলিত গীত হইতে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান জল্পেশ এবং মেচপাড়ার (গোয়ালপাড়া জেলায়) নিকটবর্ত্তী বলিয়া কথিত হয়। মিঃ গ্রিয়ারসনের মতে গোরক্ষনাথ একজন নেপালী বৌদ্ধযোগী ছিলেন। প্রাচীন নেপালী মুদ্রায় 'শ্রী শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথ' নাম আছে। পূর্ব্ববঙ্গের 'গোর্খবিজয়' নামক প্রাচীন পুথিতে লিখিত আছে যে, গোর্খনাথ গার্জ্জনের রাজকন্যা বিরহিণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই বিবাহের ফলে 'শ্রী ধোয়াজ' নামে একটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ; উক্ত পুথিতে 'গোর্খনাথের' বিজয়নগরে গমন বা অবস্থানের উল্লেখ আছে এবং তৎপ্রসঙ্গে 'কাণ ফা' ও 'হাড়ী পা' যোগীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও গোরক্ষনাথের নাম সুপরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে গুরু নানকের সহিত এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবিরের সহিত এক 'গোরক্ষনাথের' সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। গোরক্ষপুরে যে গোরক্ষনাথের পাদুকা, ছত্র এবং দণ্ড আছে, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দী অথবা তাহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পঞ্জাব অঞ্চলে এক গোরক্ষনাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথ পর্ব্বত গুরু গোরক্ষনাথের প্রবর্ত্তিত শিবোপাসক 'কাণফাটা' যোগিসম্প্রদায়ের তীর্থস্থান।

মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত 'জ্ঞানেশ্বরী' পুস্তকে এক যোগী গোরক্ষনাথের সংবাদ আছে; তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। জলন্ধরীনাথের গুরু গোরক্ষনাথ অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াও জনশ্রুতি আছে। উজ্জয়িনীর নিকটে 'ভরথরি' (ভর্তৃহরি) গুহার যে গোরক্ষনাথের চিত্র আছে, তিনি সংবৎপ্রবর্ত্তক রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যায়ান্ ভ্রাতা ভর্তৃহরির গুরু ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। মহারাষ্ট্র দেশে 'মৈনামতীর' গুরু জলন্ধরের নাম শ্রুত হয়; তিনি গোরক্ষনাথ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি এবং 'হাড়ী পা' তাঁহারই অন্যতর নাম ছিল বোধ হয়। নাসিকের নিকটবর্ত্তী ত্র্যম্বকতীর্থে এবং গঙ্গাদ্বারের নিকটে গোরক্ষনাথের মূর্ত্তি আছে। 'গোরক্ষনাথকী গোষ্ঠী' নামক হিন্দীভাষার এক পুস্তকে লিখিত আছে যে, গোরক্ষনাথ আদিনাথের পৌত্র এবং লোকেশ্বর পদ্মপাণি মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র ছিলেন। মিঃ উইলসনের মতে পদ্মপাণি বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ হইতে আগত; কিন্তু, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ, সি, আই, ই, মহাশয়ের মতে, মৎস্যেন্দ্রনাথ (মৎস্যান্ত্রাদনাথ) বরিশাল জেলার অধিবাসী এবং জাতিতে কৈবর্ত্ত ছিলেন। উক্তরূপ নানা কারণে, গোরক্ষনাথ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নাম না হইয়া নাথপন্থিসম্প্রদায়ের কোনও গুরু বা যোগিবিশেষের একটী উপাধি হওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয়।

মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা তৎপূর্ব্বে, কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় এবং রূপারায় নামক দুইজন ধর্ম্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহাদের প্রকৃত বিবরণ বিবিধ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।

সোনারায় এবং রূপারায়

সোনারায়, রূপারায় এবং গোরক্ষনাথের দেশপ্রচলিত গীতে মুসলমানের প্রসঙ্গ থাকায় ঐ গীতগুলি এদেশে মুসলমান আগমনের পরবর্ত্তিকালে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সোনারায়ের সহিত মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্তও গীতে শ্রুত হয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের গড় বা পাট এ পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সোনারায় ধর্ম্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত কতকটা শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তের অনুরূপ। সোনারায় এবং রূপারায়ের গীত এখনও এতদঞ্চলে শুনা গিয়া থাকে। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত গুরু নানক ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন এবং কামাখ্যা গমনের পথে কয়েকদিন তিনি ধুবড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, এরূপ ঐতিহ্য বিদ্যমান আছে।

গুরু নানক এবং তেগবাহাদুর

গুরু তেগবাহাদুর অম্বররাজ রামসিংহের সমভিব্যাহারে (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ, মতান্তরে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ) কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থাপিত 'শিখটোলা' অদ্যাপি ধুবড়ীতে বিদ্যমান আছে।(১)

---

(১) নানক প্রকাশ, দ্বিতীয় ভাগ, ৩৯ পৃষ্ঠা।

শিখ ইতিহাসে গুরু নানকের কামরূপে আগমনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক অসঙ্গত উক্তি আছে। গুরু তেগ বাহাদুরের প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে;—

'He (the Guru) and Raja (Ram Singh) marched through Mungher, Rajmahal, and Maldaha. Their next halt was at Dhaka. The Guru and Raja then set out for the

বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্যদেবেরও কামরূপে আগমন কথিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে শঙ্করদেব কামরূপে বৈষ্ণব মত প্রচার করিতেছিলেন এবং তখন পর্য্যন্তও দেশে বৌদ্ধাচার বিদ্যমান ছিল; তিনি চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, এরূপও প্রবাদ আছে। শঙ্করদেব জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে বড়দোয়া গ্রামে (নওগাঁও জেলায়) তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি শক্তিপূজার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে আরম্ভ করায় ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া আহোম রাজার নিকটে তাঁহার প্রতিকূলে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক আসাম বিজয়ের পরে, শঙ্করদেব আসাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামতারাজ্যে আগমন করেন এবং তথায় রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলা রায়ের) সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। শুক্লধ্বজের অনুমতিক্রমে শঙ্করদেব 'সীতাস্বয়ংবর' নাটক রচনা করিয়া দেশে 'ভাবনা'র (অভিনয়ের) প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজগুরু কণ্ঠভূষণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ এস্থানেও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন।(২) ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ আরোপিত এবং তজ্জন্য তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিম্নলিখিত পদে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যথা ;—

শঙ্করদেব

'কৈবর্ত্ত কোলতা কোচ ব্রাহ্মণ সমস্ত।
এক সঙ্গে খাই দুধ চিড়া কল যত॥

city of Rangamati on the right bank of Bramhaputra, * * *. At Dhubari, the capital of Kamrup, the Guru informed Raja Ram Singh's officers that Guru Nanak had visited the place and rendered it holy by his foot-steps. The Guru then requested that each soldier should bring five shields of earth to raise, in memory of the founder of the Shikh religion, a mound which could be seen at a great distance. The Guru then had a pavilion erected at the top. Some of the Guru's followers remained in Kamarupa, and their descendants are now found in Dhubri and Chaotala (Sikhtola ?). Great honour and reverence was shown to the Guru hearing which Raja Ram of Assam,...... came to do him homage. The Raja had no offspring and desired a son. He brought his two wives who made obeisance to the Guru'.

Translation of Guru Teg Bahadur's life, mentioned in Vol. IV, pp 348-358. By Maxrathur Macanliffe.

'When the Rajas of Assam were defeated, Ram Rai, the Raja of Gauripore, concluded peace through the intercession of the Guru and submitted. There the Guru pointed a place where Guru Nanak had once been, and raised a high platform called Damdama which exists to this day. The sacred Granth opens there and a village is assigned in Jagir for its maintenance. Out of the spoils the Imperial Army had gained, large offerings were made to the Guru, ° ° ° and reached Patna on the 7th Jaith Sambat, 1724 ° ° °'.

Translation of the Sikh History, Part I, p 151, treating the adventure of Guru Teg Bahadur in Assam, by Khasan Sing.

(২) 'শ্রীশ্রীশঙ্করদেব', ১৮৫ পৃষ্ঠা।

জয় রাখি জগন্নাথ প্রসাদ করয়।
ই পাএ সি পাএ ভাক দিয়া ফুরাবয়॥
ব্রাহ্মণেরো গুরু হই দেয় উপদেশ।
শয্যাদান আদি যত শবর নিশেষ॥'

ব্রাহ্মণেরা নদীগর্ভে বিসর্জ্জিত কালীমূর্ত্তি উত্তোলন পূর্ব্বক তাহা রাজার নিকট লইয়া গিয়া শঙ্করদেবের বিরুদ্ধে দেববিগ্রহভঙ্গেরও অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন।(৩) শঙ্করদেবের দুইজন শিষ্য ধৃত এবং রাজা নরনারায়ণের নিকট আনীত হইবার পর,—

"বোলন্ত নৃপতি, 'দুর্গাক নমিয়ো',
তারা বলে 'ন পারিবোঁ'।"

তাহাতে রাজা শিষ্যদ্বয়কে দণ্ডপ্রদানের আদেশ করিয়াছিলেন এবং গুরুর সংবাদ প্রদান না করায় কুক্কুর দিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইবার আদেশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।(৪) মতান্তরে, হাজারিকাগণ (একশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী) রাজপ্রাপ্য আদায়ের জন্য শঙ্করদেবকে ভুটীয়াদের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যদ্বয়কেও তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই বিপৎকালে শুক্লধ্বজ, শঙ্করদেবকে 'ফুলবাড়ীতে' গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন; (৫) পরিশেষে রাজা 'হরিপাগলা' বলিয়া শঙ্করদেবকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। পরে, শুক্লধ্বজের চেষ্টায় রাজা শঙ্করদেবের পূতচরিত্র, আত্মত্যাগ এবং ধর্ম্মমত অবগত হইয়া তাঁহার অনেক সমাদর করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ভারতী 'সন্ত নির্ণয়' পুথিতে লিখিয়াছেন যে, শঙ্করদেব রাজার আদেশে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তদবস্থায় 'গুণচিন্তামণি' পুথি রচনা পূর্ব্বক তাহা রাজাকে উপহার প্রদান করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। রাজা শঙ্করদেবকে বড়পেটা মহাল শাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না। শঙ্করদেব বড়পেটার তন্তুবায়দিগের দ্বারা 'বৃন্দাবনী বস্ত্র' নামক ১২০ হাত দীর্ঘ এবং ৬০ হাত বিস্তৃত এক খণ্ড বস্ত্র প্রস্তুত এবং তাহাতে কৃষ্ণলীলার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র অঙ্কিত করাইয়া সেই বস্ত্র রাজাকে উপায়ন প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ উক্ত মহালের শাসনকার্য্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন; পরে, শঙ্করদেবের জ্ঞাতি ভ্রাতা রাম রায় ঐ পরিত্যক্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

(৩) শঙ্করচরিত, ২৭২ পৃষ্ঠা।

(৪) 'কুপয়ু হেন্নাক দুইকো কাবুজিয়া খাউক' 'শ্রীশ্রীশঙ্করদেব', ১৯৬ পৃষ্ঠা।

(৫) ঠাকুর আতা, ১৪০, ১৫০ পৃষ্ঠা।

শঙ্করদেব বেহারে আগমন করিয়া কাগজকুটা গ্রামে বাস করিতেন (দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী ৪৫ পত্র)। শঙ্করদেব 'বেহার নগরে কতোদিন আছিলন্ত' (শ্রীশ্রীশঙ্করদেব, ২২২ পৃষ্ঠা)। তিনি 'জেনাত (জেলাডাঙ্গরে) সত্র পাতি রৈলা মহারঙ্গে'; মতান্তরে, 'বৈকুণ্ঠ পুরত সত্র পাতি রৈলা মহারঙ্গে', শ্রীশ্রীদেব দামোদর চরিত, ১১৫ পৃষ্ঠা।

শঙ্করদেব রাজার গুরু হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।(৬) শঙ্করচরিতে লিখিত আছে যে, রাজা 'শরণ' লইবার জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করায় শঙ্করদেব দেহত্যাগ পূর্ব্বক রাজার অনুরোধের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন ; মতান্তরে, বিস্ফোটক হওয়ায় ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) তিনি পরলোকে গমন করেন।(৭) শঙ্করদেব দুই বৎসর ছয় মাস কাল কামতারাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং শুক্লধ্বজ তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা রাম রায়ের কন্যা কমলাপ্রিয়াকে (মতান্তরে ভগেশ্বরীকে) বিবাহ করিয়াছিলেন।(৮)

শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবও আহোম রাজার কোপে পড়িয়া ছয় মাস কাল কারারুদ্ধ ছিলেন এবং পরে বড়পেটায় আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

মাধবদেব

মাধবদেবও কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমত 'মহাপুরুষীয়া'মত বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই সময়ে শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণ পূর্ব্ব কামরূপের (বড়পেটা অঞ্চলের) রাজা ছিলেন ; তিনি ব্রাহ্মণদের প্ররোচণায় উত্তেজিত হইয়া মাধবদেবের বিরুদ্ধে রাজাজ্ঞা প্রচার করেন এবং তাহার ফলে মাধবদেব তাঁহার ভক্তগণের সহিত বন্দীকৃত হইয়া দরবারে আনীত হন। পরে কোনও প্রকারে রঘুদেবের ক্রোধ শান্ত হইলে, মাধবদেব পশ্চিম কামরূপে আগমন করিয়া কামতারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয় লাভ করেন।(৯) রাজকর্ম্মচারী বিরূপাক্ষ কার্য্যী ব্রাহ্মণদের উত্তেজনায়,

---

(৬) 'রাজা স্ত্রী কর্ম্মকাণ্ডি ব্রাহ্মণ সবর।
কদাচিতো আমি গুরু নহ ই সবর। শঙ্করচরিত, ২৯৪ পৃষ্ঠা।

মতান্তরে,—'মহাপুরুষত রাজা শরণ পশিলা।' শ্রীশ্রীশঙ্করদেব, ২২১ পৃষ্ঠা।

(৭) শঙ্করচরিত, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

'মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবর জীবন চরিত্র', ১৮৭, ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

'পাচে শঙ্করে 'মনাহ'পায় হই কাকত কূটার ঘাটে গৈল।
* * * কাকত কূটার ঘাটতে শঙ্কর পরলোক হৈল।'

সৎসম্প্রদায়ের কথা, ৪৩, ৪৫ পৃষ্ঠা ;

তোরষা নদীর কাগজ কুটার ঘাটে শ্রীশঙ্করদেবের দেহের সৎকারকালে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নদীর নাম 'পুষ্পকান্তি' হইয়াছিল ; নদীর ঐ স্থান একটী মরা নদী অথবা বিলে পরিণত হইয়াছে (শঙ্করচরিত, ২০৪, ৩০১ পৃষ্ঠা)। কাগজকুটা এক্ষণে কোচবিহার অঞ্চলে 'অজ্ঞাত স্থান বিশেষ' হইয়া পড়িয়াছে।

(৮) *The Kooh Kings of Kamrupa, p 89* ; রায় গুণাভিরাম কৃত আসাম বুরুঞ্জী, ৫৮ পৃষ্ঠা ; ঠাকুর আতা, ১৩৪ পৃষ্ঠা ; শঙ্করচরিত টীকা, ২৬৩ পৃষ্ঠা ; বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা।

(৯) মাধবদেব 'ভেলাডাঙ্গর' গ্রামে বাস করিতেন ; ঠাকুর আতা, ২৫৫ পৃষ্ঠা ; মহাপুরুষ শঙ্কর ও মাধবদেবর জীবন চরিত্র, ৩০৬ পৃষ্ঠা।

মতান্তরে, 'মধুপুরে সত্র পাতি তথাতে থাকিয়া।
বৈকুণ্ঠক গেলা নরদেহক এরিয়া।' শ্রীশ্রীমাধবদেবর চরিত্র, ১২৩ পৃষ্ঠা।

'সৎসম্প্রদায়ের কথা' ৪৯, ৫০ পৃষ্ঠায় [illegible]

মাধবদেবের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। রাজকুমার বীরনারায়ণ এবং রাজাবরোধের মহিলাগণের অনেকেই মাধবদেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়—

"কোচ মেচ লোক, সবে এড়িলেক,
পূর্ব্বের মত আচার।"

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মাধবদেবের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক ধনসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মাধবদেব যে সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে একদা রাজান্তঃপুরে গমনের নিমিত্ত দোলা আগত হইলে, তিনি হস্তমুখ প্রক্ষালন করিতে গমন করেন; কিন্তু, সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং তদবস্থায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয় (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ)। রাজা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উত্তম ব্যবস্থা এবং 'অস্থি' গঙ্গায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাধবদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে—

" রাজা বোলে 'সব লোক মোহোর রাজ্যর।
আজি হন্তে প্রবর্ত্তোক মত মাধবর॥
আগর মতক মানে সবে দূর কর।
জানিলঞ মহাশুদ্ধ মত মাধবর॥' "

শ্রীশঙ্করদেবের জন্মস্থান বরদোয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী 'নলচা' গ্রামে সদানন্দ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ঔরসে দামোদরদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং শঙ্করদেবই তাঁহার 'দামোদর' এই নামকরণ করেন। দামোদরদেবও আহোমরাজের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কিছু দিবস বন্দিভাবে ছিলেন; পরে বড়পেটায় আগমন করিয়া বৈষ্ণব মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।' দামোদর জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায় 'বামনীয়া' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। দামোদরদেবের সময়ে পরীক্ষিৎ নারায়ণ পূর্ব্ব কামরূপের রাজা ছিলেন। একদা 'কামেশ্বর গিরি' নামক জনৈক শাক্ত সন্ন্যাসী দামোদর কর্ত্তৃক 'নষ্ট ভৈলা তোর রাজ্য' বলিয়া রাজার নিকট অভিযোগ করায়, রাজা—

দামোদরদেব

'যদি দেবী পূজর থাকোক সেঁহি থান।
তুহি তেবে মোর থানে শীঘ্র করি আন'॥

এই আদেশ প্রচার করেন। দামোদর—

'রাজার পাশক বাইবোঁ ন করিব পূজা।
হরি বিনে আছয় আমার কোন পূজ্য॥'

বলিয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইলে তিনি তথায় একবৎসর কাল 'নজরবন্দী' অবস্থায়

থাকিতে বাধ্য হন। পরীক্ষিতের রাজধানী 'বিজয়নগরে' অবস্থানকালে কামেশ্বর গিরি দামোদরের বিরুদ্ধে রাজার নিকট—

'ভোজন করিয়া, পত্র নেপেলাই,
জাতিকুল ভ্রষ্ট ভৈলা ॥'

প্রভৃতি নিত্য নূতন অভিযোগ আনিতে আরম্ভ করেন; পরিশেষে, রাজা একদিন প্রকাশ্য সভায়—

'পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, গায়ত্রী সন্ধ্যাক,
আন যত নিত্যকাম।
দ্বিজর আচার করি পরিহার
বৌধ মত প্রবেশিলা ॥'

বলিয়া দামোদরকে অনুযোগ করিলে, দামোদর—

'তীর্থক সেবন, দেবী উপাসন
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যোগ।'

সমস্তই বৃথা, এবং মানবের পক্ষে কেবল মাত্র—

'কলিত কৃষ্ণর নাম ব্যতিরেকে
নাই নাই আন গতি।'

বলিয়া উত্তর প্রদান করেন। উল্লিখিত অপরাধে দামোদরকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইলে তিনি শঙ্করদেব এবং মাধবদেবের পথানুসরণে কামতারাজ্যে উপস্থিত হন এবং মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ পূর্ব্বক 'বৈকুণ্ঠপুরে' তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন।(১০) ইনি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে—

'যত আত্ম ভক্ত, শঙ্কর পার্ব্বতী,
ন কয়ে পাঁঠা শীকার।'

বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন কিছুকালের জন্য এদেশে পশুবলি নিবারিত হইয়াছিল। দামোদরদেব রাজার গুরু হইয়াছিলেন (১১) এবং এদেশে তাঁহার আগমনের পরে পরীক্ষিৎ নারায়ণ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। সাত বৎসর কাল কামতারাজ্যে অবস্থান করিবার পর ১১০ বৎসর বয়সে দামোদরদেবের

(১০) শ্রীশ্রীদেবদামোদর চরিত্র পুস্তকে লিখিত আছে;—

"পরম আনন্দে রাজা নানা অর্চ্চা করি।
'বৈকুণ্ঠ পুর'ত থান দিলন্ত সাদরি ॥" ১৩৩ পৃষ্ঠা।
" 'বৈকুণ্ঠ পুর'ত দামোদর আছা রহি।" ১৩১ পৃষ্ঠা।

(১১) বৈকুণ্ঠপুরে দামোদরদেবের দেহত্যাগ হইয়াছিল এবং তথায় তাঁহার 'সাংবৎসরিক' শ্রাদ্ধ হইয়াছিল; ১৭৮, ১৮০ পৃষ্ঠা।

'লক্ষ্মীনারায়ণ পুত্র পত্নী যত যত।
লৈলেক শরণ দামোদর চরণত ॥' শ্রীশ্রীদেবদামোদর চরিত্র, ১৩৩ পৃষ্ঠা

দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল (১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ)। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলদেবকে স্বকীয় প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। দামোদরদেবের সময়েই চৈতন্যপন্থিগণ পশ্চিম কামরূপে ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিলেন।(১২) শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে মাধবদেবের সহিত দামোদরদেবের বিরোধ আরম্ভ এবং পরে ধর্ম্মমত সম্পর্কেও মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইসলাম প্রচারক

কামরূপে সর্ব্ব প্রথম কোন সময়ে ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারকের আগমন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। আনুমানিক খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে পশ্চিম কামরূপে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার আরব্ধ হইয়াছিল এবং পরে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী বহু সাধু সন্ন্যাসী যে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে। ইসলামের ভক্তিশাস্ত্রে সাধকগণের বিবিধ সম্প্রদায়ের নাম এবং বিবরণ আছে; প্রথমাবস্থায় যে সকল ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারক এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পর্য্যটক ছিলেন এবং তাঁহারা সাধারণতঃ 'পীর,' 'দরবেশ' এবং 'ফকির' বলিয়া অভিহিত হইতেন। সেই সাধুগণের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে পশ্চিম কামরূপে ইসলামের বহুল প্রচার হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্থানে স্থানে 'ধাম' বা আস্তানার প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনা এবং ধর্ম্মপ্রচার করিতেন; কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক পীরই সেই সকল আস্তানায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া তথায় সমাহিত হইয়াছেন।

আস্তানাগুলি সাধারণতঃ 'দরগাহ্' নামে পরিচিত; কিন্তু, সমস্ত 'দরগাহ্' সমাধিস্থান নহে। 'দরগাহ্' ফারসী শব্দ,—অর্থ দরবার, কাছারী, সমাধি। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যখন মক্কাশরীফে গমনাগমন সাধারণের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর ছিল, সেই সময়ে এতদঞ্চলের মুসলমানেরা 'পাঞ্জতন' (গোয়ালপাড়া জেলায়), 'পাঁড়ুয়া' (মালদহ জেলায়) এবং 'মহাস্থান' (বগুড়া জেলায়) প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের দরগায় গমন করিতেন; কিন্তু, পরে ঐ সমস্ত দরগায় অনুষ্ঠিত আচরণ সম্পর্কে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, অনেক মুসলমান উত্তর কালে তথায় যাতায়াত রহিত করিয়াছেন এবং তজ্জন্য অনেক 'দরগার' চিহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে উজীর শেখ আবুল ফজল ভারতীয় মুসলমান সাধু এবং প্রচারকগণের কতকগুলি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

এতদঞ্চলের কতিপয় পীরের জীবনী এবং তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারবৃত্তান্ত লইয়া অনেক গীত রচিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা পীরগণের আত্মত্যাগ এবং পূতচরিত্র জনসমাজে আদর্শ বলিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এখনও ঐ সমস্ত গীতের মুদ্রিত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুঁথির লেখা অথবা গীতগুলির রচনাকে পীরগণের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে না। গীতগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে লোকের শুধু মনোরঞ্জনের উপকরণে পরিণত হইয়াছে। পীরদিগের অনেকেরই জীবনী অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। জীবনীরচয়িতৃগণ পীরদের স্বাভাবিক সচ্চরিত্রতা অথবা ধর্ম্মজীবনের প্রতি অল্পই মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন; অথবা, জনসাধারণের

---

(১২) শ্রীশ্রীদেবদামোদর চরিত, ১০২ পৃষ্ঠা।

মনোভাবের কিংবা রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঐ সমস্ত রচিত হইয়াছিল। কোনও কোনও পীরের সহিত স্থানীয় হিন্দুরাজার যুদ্ধবিবাদ হইবার বিবরণ, জীবনীগুলিতে লিখিত আছে। যদিও সাধুসন্ন্যাসিগণকে রাজসিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া চিত্রিত করায় প্রবৃত্তি ভারতীয় ভাবপ্রবণতার প্রতিকূল ; তথাপি, মতবৈষম্য অথবা ব্যক্তিগত কারণে রাজা মহারাজা প্রভৃতির সহিত সাধু সন্ন্যাসিগণের প্রকৃত বিবাদের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। এমন কি, হিন্দু এবং মুসলমান রাজারাও স্ব স্ব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীর সহিতও বিবাদে লিপ্ত হইতেন। কামরূপের শঙ্কর, মাধব এবং দামোদরদেব হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃকই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। গৌড়ের সোলতান নসরত শাহ কর্ত্তৃক ইসমাইল গাজীর এবং সম্রাট্ বলবন কর্ত্তৃক কলন্দর ফকিরের প্রাণনাশ এই বঙ্গদেশেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, হিন্দুরাজার রাজধানী কামতাপুর, ধলিয়াবাড়ী এবং কোচবিহারে মুসলমান পীরের এক একটী সুপরিচিত আস্তানার চিহ্ন এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে যে, পীরগণ তথায় সসম্মানে এবং নিরুপদ্রবে বাস করিয়া সাধনা এবং ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। হাজোর মোগল ফৌজদারের বাসস্থানে সুপ্রসিদ্ধ হয়গ্রীব মাধবের মন্দির এবং তাঁহার বিশাল দেবোত্তর ভূমি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোরষা পীর

কোচবিহার নগরের প্রান্তে 'তোরষা পীরের থান' একটী সুপরিচিত 'দরগা'। প্রবাদ আছে যে, এই তোরষা পীরের প্রভাবে বহুলোক ইসলাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই পীর আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম অপ্রকাশ রহিয়াছে ; তবে, তোরষা নদীর তীরে বাস করিতেন বলিয়া 'তোরষা পীর' নামে পরিচিত হওয়া অনুমিত হয়। কোচবিহারের রাজা, তোরষা নদী এবং এই পীরের সম্পর্কে নানা অলৌকিক আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, এই পীর যোগবলে নদীগর্ভে অবস্থান করিতেন এবং রাজা দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিলে তিনি জলগর্ভ হইতে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিতেন, ইত্যাদি। যে কোনও কারণেই হউক, রাজারা এই পীরের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং দরগায় নিয়মিত ভাবে 'শিরিণী' প্রদানের জন্য রাজসরকার বহুকাল হইতে অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ এই দরগার উদ্দেশ্যে সাত বিঘা ভূমি 'পীরপাল' প্রদান করিয়াছেন।

কোচবিহার রাজধানীর চারি মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে, প্রাচীন রাজধানী ধলুয়াবাড়ীতে, শাহ ফকির সাহেবের সমাধি আছে। কোচবিহার রাজসরকার এই দরগার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৭৭ বিঘা ভূমি 'পীরপাল' প্রদান করিয়াছেন।

শাহ গরীব কামাল

কামতাপুর দুর্গের বহির্ভাগে এবং বাঘ দুয়ারের অদূর দক্ষিণপশ্চিমে, শাহ গরিব কামাল সমাহিত হইয়াছেন ; এই পীর আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে অথবা তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। শাহ গরিব কামালের যোগবল এবং ধর্ম্ম প্রচারের সম্পর্কে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত এখনও শ্রুত হইয়া থাকে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের রাজকীয় বন্দোবস্তী [illegible] হিন্দু এই 'দরগার' সেবাইত

বলিয়া লিখিত আছে। ইসলাম প্রচারক শাহ জালাল বোখারী এবং ঘোড়া শহীদ রঙ্গপুরের নিকট সমাহিত হইয়াছেন।

ইসমাইল গাজী

ইসমাইল গাজী পঞ্চদশ শতাব্দীতে রঙ্গপুরের দক্ষিণ কাঁটাদুয়ারের নিকটে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেন; তথায় 'গাজীর দরগা' এখনও বিদ্যমান; কিন্তু, গাজী এই দরগায় সমাহিত হইয়াছেন কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

পাগলা পীর

'পাগলা পীরের' প্রকৃত নাম এবং পরিচয় জনসমাজে অজ্ঞাত রহিয়াছে। তাঁহার আচরণ উন্মত্তের মত ছিল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে 'পাগলা পীর' বলিত। পাগলা পীরের নামের প্রভাব এতদঞ্চলে এখনও শ্রুত হইয়া থাকে; ইঁহার পাগলামী পরিপূর্ণ আচরণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার এবং লোকশিক্ষার বহু উপাদান ছিল। কথিত আছে যে, ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর ইঁহার দর্শন মাত্র শান্তভাব ধারণ করিত; এজন্য, কোথাও কুকুর শৃগাল ক্ষিপ্ত হইলে পাগলা পীরের নামে 'বাঁশ খাড়া' করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে একজন 'ভঁওরিয়া' (যাঁহার প্রতি পীরের 'ভর' হইয়া থাকে) পাগলের ন্যায় আচরণ এবং ভবিষ্যদুক্তি করেন। রঙ্গপুরের অন্তর্গত চিলমারীর নিকটে (তিস্তার নিম্নভাগ) পাগলা নদীর তীরে প্রতিবৎসর চৈত্র মাসে পাগলা পীর বা পাগলাদেওর নামে একটী মেলা বসিত।

গেয়াসউদ্দিন

আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক সাধু গেয়াসউদ্দিন আউলিয়া বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহার মৃতদেহ হাজোর গরুড়াচলে (কামরূপ জেলায়) সমাহিত হইয়াছে। সাধু গেয়াসউদ্দিন তথায় (হাজোতে) একটী মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন এবং 'পোয়ামক্কা' মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মক্কা শরিফ হইতে কিছু মৃত্তিকা আনয়ন পূর্ব্বক এই মস্‌জিদের মাঝিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল। সাধু গেয়াসউদ্দিন বিদ্বান্ এবং পূতচরিত্র মহাজন ছিলেন এবং ইসলাম প্রচারই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। শাহজাহান বাদশাহের রাজত্বকালে (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) উক্ত 'পোয়ামক্কা' মসজিদ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শাহ সোলতান

শাহ সোলতান পীরের জীবনী এবং প্রচার বিবরণ অবলম্বনে এতদঞ্চলে 'মনাই যাত্রা' বা গীত রচিত হইয়াছে। শাহ সোলতানের পরিচয় প্রসঙ্গে উক্ত গীতে 'বলখ নগরে ঘর বাদশা সোলতান' শ্রুত হয়। কথিত আছে যে, শাহ সোলতান মাহীসোয়ার মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত বলখের রাজকুমার ছিলেন এবং রাজসিংহাসনের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে পশ্চিম কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। বগুড়ার অন্তর্গত 'মহাস্থান গড়ে' তাঁহার আশ্রম ছিল এবং তিনি তথায় সমাহিত হইয়াছেন। শাহ সোলতানের সহিত মহাস্থান গড়ের তাৎকালিক রাজা পরশুরামের যুদ্ধ হইবার বিবরণ

শুনিতে পাওয়া যায়। এই পরশুরামের সময় সম্পর্কে নানা মত আছে। 'তারিখে বাঙ্গালার' মতে শাহ সোলতান ৪৩৯ হিজরীতে (১০৪৭ খৃষ্টাব্দে) মহাস্থান গড়ে বিদ্যমান ছিলেন। শাহ সোলতানের সম্পর্কে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে; কথিত আছে যে, তিনি মৎস্যারোহণে এদেশে আগমন করায়, তাঁহার উপাধি 'মাহীসোয়ার' হইয়াছে।

সত্যপীর

সত্যপীরের পিতৃমাতৃদত্ত নাম কেহই অবগত নহে, কিন্তু 'সত্যপীর' একটী উপাধি বলিয়াই অনুমিত হয়। মৈদলন (মহীদলন?) নামক কোনও রাজার কুমারী কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ভগবদিচ্ছায় সত্যপীরের জন্ম হইবার বৃত্তান্ত পুথি এবং গীতে উক্ত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, গৌড়ে পাঠান রাজত্বকালে মৈদলন মালঞ্চার রাজা ছিলেন; মালঞ্চার পশ্চিমে নূর নদী এবং পূর্ব্বে কম্প নদী প্রবাহিত ছিল, ইহা এক্ষণে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। জামালগঞ্জ রেলষ্টেশনের ৪ মাইল পশ্চিমে পাহাড়পুরের নিকটে মালঞ্চার স্থান অবধারিত হইয়াছে। পোরষা জমিদারীর বাদলগাছী কাছারীতে রক্ষিত ১২৭৮ সনের ১০ই বৈশাখের প্রস্তুত চিঠার এক ভূমির পরিচয় প্রসঙ্গে "মৈদলন রাজার বাটী, সত্য নারায়ণের ভুমী" লিখিত আছে।

পুথির লিখিত বিবিধ অলৌকিক বৃত্তান্তের মধ্যে সত্যপীরের প্রকৃত জীবনী অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হয় যে, সত্যপীর হিন্দুবংশজাত ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁহার মাতামহ এং অন্যান্য লোক বহু বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে সকলই পরাজিত এবং তাঁহার মতানুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সত্যপীরের দ্বারা উত্তর বঙ্গের বহু লোক ইসলাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার নামের অসাধারণ প্রভাব এপর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। পুথি এবং গীতে সত্যপীরের যুদ্ধবিবাদে লিপ্ত হইবার উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি লোকসেবার জন্য যে 'শিরিণির' ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরামিষ বা হিংসাবর্জ্জিত।

হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত আছে। 'সত্যনারায়ণ' বিষ্ণু অথবা নারায়ণের বহু নামের মধ্যে একটী নাম মাত্র। সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণের অভিন্নতা সম্বন্ধে সত্যপীরের পুথিতে লিখিত আছে,—

'যেই সত্যনারায়ণ সেই সত্যপীর।
দুই কুলে লৈছে সেবা করিয়া জাহির॥'

সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে লিখিত আছে,—

'সত্যপীর নামে পূজা করিবে যবনে।
এরূপে করিবে সেবা যার যেই মনে॥'

সত্যপীর অথবা সত্যনারায়ণের হিংসাবর্জ্জিত অবিকৃত অপক্ব শিরিণী অথবা প্রসাদ হিন্দু মুসলমান সকলেরই পক্ষে তাঁহাকে গ্রহণের পথ প্রসারিত করিয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলে ফলমূল দ্বারা প্রসাদ প্রস্তুত হইয়া থাকে; এদেশে তাহার আসে শিরিণী প্রদানের প্রশস্ত

সমন্ন। উড়িয়া ভাষাতেও 'সত্যনারায়ণের পালা' রচিত হইয়াছে। কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে সত্যনারায়ণের মন্দির আছে; স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে এবং ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ পর্ব্বে সত্যনারায়ণের পূজাবিধি এবং কথা লিখিত আছে, কিন্তু স্কন্দপুরাণের বোম্বাই সংস্করণের পুঁথিতে সত্যনারায়ণের প্রসঙ্গ নাই। কথিত আছে যে, গৌড়েশ্বর গণেশ হিন্দু মুসলমানকে একমতাবলম্বী করার জন্ম সত্যপীরের 'শিরিনী' প্রচলন করিয়াছেন।(১৩) মতান্তরে, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ এই সত্যনারায়ণ নামান্তরে সত্যপীরের পূজা অথবা শিরিনী প্রচলন করিয়াছিলেন।(১৪) সত্যপীরের দেহ কোথায় সমাহিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোনও জনশ্রুতি পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই।(১৫)

একদিল শাহ

কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে শাহনীর নামক এক সওদাগরের ঔরসে এবং আসকনুরীর গর্ভে একদিল শাহের জন্ম এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোটে মোল্লা আতার নিকট তাঁহার বিদ্যালাভ হইয়াছিল। তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন এবং চট্টগ্রামের বিখ্যাত পীর শাহ বদর তাঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল এবং উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্রই তিনি ইসলামের প্রচার করিয়াছেন। চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার 'কাজীপাড়ায়' এক একদিল শাহের দরগা আছে। তাঁহার পবিত্র চরিত্রকথা অবলম্বন করিয়া 'একদিলের পুঁথি' রচিত এবং গায়কদের মুখে মুখে তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। পুঁথি এবং গীতে তাঁহার জন্মস্থানের যে সকল পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনিশ্চিত এবং অযৌক্তিক। সমস্ত অবস্থার একত্র সমাবেশ এবং বিবেচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, দিনাজপুর জেলায়ই একদিল শাহের জন্ম হইয়াছিল।(১৬)

---

(১৩) গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা।

(১৪) বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

এই প্রকারের মিলন প্রয়াস অনেক পূর্ব্বেই লক্ষিত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলে লিখিত আছে;—

'ধর্ম্ম হইল যবনরূপী, মাথাঅত কাল টুপি,
হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদা অ বলিয়া এক নাম॥'

(১৫) একাদশ শতাব্দীর বাগ্‌দাদের 'বড় পীর সাহেব' (হজরত আব্দুল কাদের জিলানী) এবং সত্যপীরের অভিন্নতার স্বপক্ষে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২২ সন, দশম ভাগ, প্রথম সংখ্যা, ৪০ পৃষ্ঠা); কিন্তু এই অনুমান গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। গোরক্ষপুর জেলার কিছু উত্তরে ইটা নামক স্থানের দরগা বড় পীর সাহেবের সাধনার স্থান বলিয়া কথিত হয়; ইহা ব্যতীত বড় পীর সাহেবের সংস্রবে ভারতবর্ষের আর কোনও স্থান পরিচিত হওয়া শুনিতে পাওয়া যায় না।

(১৬) শিশু একদিলের মাতাপিতা তাঁহাকে গুরুহস্তে সমর্পণ করার সময়ে কতকগুলি অশুভলক্ষণ দর্শন করেন এবং তৎপ্রভাবে একদিল তাঁহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এরূপ ঐতিহ্য আছে; ঐ

গাজী পীর

গাজী পীরের নাম বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। 'গাজী' একটী উপাধি, উহার অর্থ, ধর্ম্মবীর। এই উপাধিবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ অনেক মুসলমান প্রচারক বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। গৌড়ের বাদশাহগণের মধ্যেও অনেকে গাজী উপাধি ধারণ করিতেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এক গাজী মিঞার নাম প্রসিদ্ধ আছে; কথিত আছে যে, তিনি সোলতান মাহমুদ গজনবীর ভাগিনেয় ছিলেন। 'গাজী, কালু ও চম্পাবতীর পুথিতে' দারাব উদ্দিন গাজীর যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহা ইতিহাসসম্মত নহে। এই পুথির মতে তিনি বৈরাট নগরের অধিপতি সেকেন্দার শাহের পুত্র ছিলেন এবং বলিরাজার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।(১৭) গীতের অন্যত্র গাজীর পরিচয় এইরূপ :—

'তার (সেকেন্দরের) বেটা বড় খাঁ গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের রাজী,
কলি যুগে যার অবতার।'

ইতিহাসে যে বড় খাঁ গাজীর নাম আছে, তিনি জাফর খাঁ গাজীর পুত্র ছিলেন এবং ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। জাফর খাঁ গাজীও একজন ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন এবং (অধুনা হুগলী জেলার অন্তর্গত) সপ্তগ্রামের ত্রিবেণীতে তিনি বাস করিতেন; কথিত আছে যে, পূর্ব্বস্থলীর রাজা মুকুট রায় উক্ত গাজীর শ্বশুর ছিলেন।

কালু পীর নামক একজন নবদীক্ষিত মুসলমান সাধক গাজীর সহকর্ম্মী ছিলেন এবং এই কালুর সঙ্গে বড় খাঁ গাজী সর্ব্বত্র ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। কালুর পূর্ব্ব পরিচয় সম্পর্কে নানা মত আছে; তন্মধ্যে একটী মত এই যে, কালু ঘোষ নামক জনৈক গোপ শাহ জালালের নিকট দীক্ষালাভ এবং ইসলামের প্রচারব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। গাজী এবং কালুর দরগা বঙ্গের নানা স্থানে প্রদর্শিত হইয়া থাকে; পূর্ব্ববঙ্গ, সুন্দরবন এবং ত্রিবেণীতে গাজীর ও কালুর দরগা আছে। সুন্দরবনের (অধুনা চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় অবস্থিত) 'ঘুটিয়ারী শরিফ' মোবারক গাজীর সাধনার স্থান বলিয়া সুপরিচিত এবং তথায় একটী রেলষ্টেশন ও (ই, বি, রেলপথের ক্যানিং বা মাতলা শাখায়) স্থাপিত হইয়াছে। গাজী এবং কালুর প্রচারবৃত্তান্ত সুপরিচিত এবং গায়কদের দ্বারা দেশে দেশে তাহার বহুল বিস্তার হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে শৌর্য্যবীর্য্য এবং করুণার আশ্চর্য্যরূপ সমাবেশ লক্ষিত হয়; 'দয়াল গাজী আয় আয় রে' বলিয়া গীতে বন্দনা আছে। জনসমাজে গাজী এত শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন

সমস্ত অশুভ লক্ষণের সংখ্যা অল্প নহে। পুথি রচনার সমসাময়িককালে অশুভ লক্ষণ সম্বন্ধে লোকের কিরূপ সংস্কার ছিল, পুথিতে তাহা ব্যক্ত রহিয়াছে।

(১৭) রঙ্গপুরের দক্ষিণে 'বিরাট' নামক একটী জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটী প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ আছে; তাহার পশ্চিমে, বগুড়ার অন্তর্গত 'বলিগ্রামে', বলিরাজার রাজধানীর চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

যে, 'কলিযুগে যার অবতার' বলিয়া অদ্যাপি অথাথে তাঁহার মহিমা গীত হইতেছে। পশ্চিম কামরূপের বহু ব্যক্তি গাজীর প্রভাবে ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুয়ার (মালদহ জেলার) পাঁচ পীরের (পঞ্চ পীরের) নামের প্রভাব এতদঞ্চলে অনেক অধিক ছিল। 'পীরান গীতে' 'পশ্চিমে বন্দিয়া গাও পাড়ুয়ার পঞ্চ পীর' শ্রুত হইয়া থাকে।

পাঁচ পীর

উক্ত পঞ্চ পীরের মধ্যে কাহারও কাহারও সমাধি পাণ্ডুয়ায় আছে। পূর্ব্বে এতদঞ্চলের মুসলমানেরা 'উরস্' (তিরোভাবের বার্ষিক দিন) উপলক্ষে দলে দলে পাণ্ডুয়ায় গমন এবং পঞ্চ পীরের দরগায় লোক-সেবার জন্য ভেট প্রদান করিতেন। 'পাণ্ডুয়ার ফকির' পরিচয়ে এক শ্রেণীর ফকির উষ্ট্র এবং অশ্বাদি আরোহণে নানা স্থানে ভ্রমণ এবং লোকের নিকট হইতে পার্ব্বণী সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। পাণ্ডুয়ার বড় দরগার (বাইশ হাজারীর) পীর মকদুম শাহ জালাল তাব্রেজী চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ছোট দরগার (ছয় হাজারীর) পীর সেখ নুর কুতব আলম ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু (সোলতান জেলাল উদ্দিন) ইঁহারই নিকট ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আঁখী সেরাজউদ্দিন, সেখ আলাউল হক্ এবং রাজা বিয়াবানী উল্লিখিত পাঁচ পীরের অন্তর্গত ছিলেন।

শাহ মাদারের 'বদিউদ্দিন' উপাধি ছিল এবং শাহ মাদার হইতেই 'মাদারী ফকির' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি মদিনার অধিবাসী এবং সেখ মোহাম্মদ তাইফুরী বোস্তামীর শিষ্য

শাহ মাদার

ছিলেন। শাহ মাদার সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সাধনা এবং ইসলামের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইনি তৈমুরলঙ্গ্-এর ভারতাক্রমণ কালে (১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ) আক্রান্ত প্রদেশে উপস্থিত ছিলেন, পরে কামরূপ অঞ্চলে আগমন করেন। ঈশ্বরভক্তি এবং পবিত্রজীবনযাপন ইঁহার কাম্য ছিল এবং তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় লোকালয় হইতে দূরে বাস করিতেন। প্রতি সোমবারে গল্পচ্ছলে তিনি লোককে নূতন নূতন উপদেশ প্রদান করিতেন; সেই সময়ে সমবেত জনসঙ্ঘ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া উপদেশ শ্রবণ করিত। শাহ মাদার মূল্যবান্ বস্ত্র পরিধানে বিরত ছিলেন।

রাজশাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুরের নিকটে ৬/৪৷৷৶০ ভূমি মাদারের নামে এখনও পীরোত্তর আছে। বগুড়া সেরপুরে এবং ঢাকার অন্তর্গত বাস্তা গ্রামে মাদার ফকিরের আস্তানা আছে এবং শেষোক্ত স্থানে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিবসে মেলা হইয়া থাকে। পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে, ইসলামপুর জমিদারীতে অবস্থিত 'হোসেনদীঘীর' পাড়ে, প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মাদার শাহের নামে একটী মেলা বসিয়া থাকে এবং লোকে মাদার শাহের নামে নানা প্রকারের উপহার দ্রব্য উক্ত দীঘীর জলে নিঃক্ষেপ করে। কানপুরের নিকটবর্ত্তী মাখানপুরে শাহ মাদার সমাহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে এতদঞ্চলের লোকে মাদার পীরের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করিত, মাদারের নামে বাঁশ খাড়া করিত এবং বন্ধ্যা নারীরা মাদার পীরের নামে হস্তে মাদুলী ধারণ করিত; ঐ সমস্ত প্রথা অধুনা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

খোয়াজ পীর

খোয়াজ পীর অথবা খাজে খেজরের প্রকৃত নাম 'বলিয়ান' এবং বংশগতনাম আবুল আব্বাস ছিল। তিনি 'হজরত নূহের বংশধর এবং ইহুদিবংশোদ্ভব ছিলেন' এরূপ পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়া থাকে। পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ নগরের অদূরে খাজে খেজরের জন্মস্থান প্রদর্শিত হয়। তাঁহার জন্মের সময়সম্বন্ধে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি একজন বণিক্ এবং রসায়নবিদ্ ছিলেন এবং পরোপকারের জন্য তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। উত্তরকালে তিনি ঈশ্বরপরায়ণ এবং পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যেই অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। খাজে খেজর অতি উচ্চ অর্থাৎ 'কুতব' এবং 'আবদাল' শ্রেণীর সাধক ছিলেন। লোকসাধারণকে সৎপথপ্রদর্শন ও তাঁহাদের দুঃখনিবারণের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেন এবং বহু সাধক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে সমাধিপ্রাপ্ত সাধু বাহরাম শাহ্ খাজে খেজরের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

খাজে খেজর অমর এবং চিরযৌবনসম্পন্ন বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন; কেহ কেহ বা তাঁহাকে 'স্বর্গীয় দূত' বলেন। কাবুলের নিকটস্থ একটী জলের ঝরণার সহিত খাজে খেজরের নামের সংস্রব আছে। সক্কর জেলার মীর মোহাম্মদ ভকরীর সমাধিস্থানে খেজরের আস্তানা ছিল। আসামের কামাখ্যা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটী ঝরণার ধারে প্রস্তরগাত্রে 'আবে হায়াৎ চশমে খেজর' এই ফারসী লিপি ক্ষোদিত আছে। পূর্ব্বে এতদঞ্চলের লোকে 'খোয়াজ পীরের' প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিত এবং প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে 'খোয়াজের ব্যাড়া' জলে ভাসান হইত।(১৮)

বোদার নিকটে এবং ধর্ম্মপালের গড়ে এক একটী পীরের দরগা আছে; পাটগ্রামের 'কদমরসুল' (পয়গম্বরের পদচিহ্ন) এবং গোয়ালপাড়ার 'পাঞ্জতন' অথবা 'বিবির পঁইতি'ও পবিত্র প্রাচীন স্থান বলিয়া লোকে মান্য করিয়া থাকে।

---

(১৮) 'ব্যাড়া' সাধারণতঃ কাগজে আচ্ছাদিত নৌকাবিশেষ; এই 'ব্যাড়া ভাসান'র প্রথাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। নবাবী আমলে, এমনকি গত শতাব্দের অন্তিমভাগেও, মুর্শিদাবাদ নগরে এই উপলক্ষে বিরাট উৎসব হইত। কলাগাছের দ্বারা 'ভেলা' বা 'মান্দাশ' বাঁধিয়া তাহার উপর বাঁশ, নানা রঙের সোনালী রূপালী কাগজ এবং রাঙতার সাহায্যে অতি সুন্দর সুন্দর ছোট বড় ঘর বাড়ী প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাদিগকে উজ্জ্বল আলোকমালা এবং বহুমূল্য আতশবাজী'র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া ভাদ্র মাসের অন্ধকার রাত্রিতে লালবাগ শহরে প্রাসাদের সম্মুখে গঙ্গাগর্ভে ভাসান হইত। ভাগীরথীর উপর নৌকাবক্ষে এবং দুই তীরে সমুপস্থিত সহস্র সহস্র দর্শকের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল বিচিত্র আলোকচ্ছটা এবং অগ্নিক্রীড়ার তুমুল শব্দ ও অতুল অগ্নিশোভার বিস্তার করিতে করিতে তাহারা চলিয়া যাইত। কথিত আছে যে, ঢাকার নবাব মোকরম খাঁ এই উৎসবের প্রবর্ত্তক ছিলেন। মতান্তরে 'ব্যাড়া ভাসান' চীনদেশীয় একটী প্রাচীন উৎসব বিশেষ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হৈহয়বংশ

পূর্ব্ব বিবরণ

ইতঃপূর্ব্বে সাক্লদেব নামক কামরূপের এক রাজার উল্লেখ করা গিয়াছে। কথিত আছে যে, তিনি আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন (১) এবং তাঁহার পুত্র রোহিতাশ্ব কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ রোহিতাশ্ব বা 'রোহতাশ' দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (২)

পঞ্চম শতাব্দীর কোচরাজা

কেহ কেহ উক্ত সাক্লদেবকে কোচজাতীয় এবং ভগদত্ত-বংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (৩) ভগদত্তবংশীয় ভাস্করবর্ম্মা সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের রাজা ছিলেন। এই বংশ অতি প্রাচীন কাল হইতে কামরূপে আধিপত্য করিতেছিলেন, এবং তাহা বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল; মূলবংশ নিরবচ্ছিন্নভাবে সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না। শালস্তম্ভ নামক জনৈক শক্তিশালী রাজা ভাস্করবর্ম্মার পরে প্রবল হইয়া মৌলিক বর্ম্মবংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। (৪)

বর্ম্মবংশ ক্ষমতাহীন হইলে কোচ নামে পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা অথবা সামন্তগণ প্রবল হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী)। গৌড়ের পালরাজগণের সময়ে (খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী) তাঁহারা করদ ছিলেন। (৫)

দশম শতাব্দীর কোচরাজা

ভগদত্তপাল নামক জনৈক রাজা খৃষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধুপুরে (ময়মনসিংহ জেলায়) রাজত্ব করিতেন; কেহ কেহ তাঁহাকে কোচ বলিয়া

---

(১) রিয়াজোস সালাতিন—বঙ্গানুবাদ, ৪০ পৃষ্ঠা।

(২) মতান্তরে, রোহিতাশ্ব সূর্য্যবংশীয় অতি প্রাচীন রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র ছিলেন, এবং তাঁহারই নামে রোহিতাশ্ব দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। এই পার্ব্বত দুর্গ বর্ত্তমান আরা জিলার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। *The Shahabad District Gazetteer, p 147.*

(৩) উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ১৪০ পৃষ্ঠা; *History of Upper Assam, p 20.*

(৪) শালস্তম্ভের সময় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 'কামরূপ শাসনাবলী'—রাজাবলী, ৯০ পৃষ্ঠা।

(৫) গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা।

"The Mechas or Mlechchhas, who had ruled the country of Kamarupa for thousands of years and been eclipsed only on account of repeated invasions by the Pala and the Sena kings of Bengal and the rule of the Soma vansa and Kayastha dynasties'.

The Social History of Kamarupa, Vol, II, pp 37, 38.

অনুমান করিয়াছেন। সেনবংশের প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজত্বও বিলুপ্ত হইয়াছিল। কামতাপুরের দুর্লভনারায়ণ নামক রাজার রাজত্বকালে কোচজাতি প্রবল হইতেছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের শক্তিহ্রাসের নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন।(৬)

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযান সময়ে (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং তাহার পরবর্ত্তি কালে উত্তরবঙ্গের রাজারা অর্দ্ধস্বাধীন অবস্থায় রাজত্ব করিতেন।(৭) উল্লিখিত অভিযানবৃত্তান্তে

দ্বাদশ শতাব্দীর কোচ এবং মেচ দলপতিগণ

পশ্চিম কামরূপে (গোয়ালপাড়া, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি জেলা এবং কোচবিহার রাজ্যে) কোচ এবং মেচ জাতির বসবাসের উল্লেখ আছে।(৮) ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশ্চিম কামরূপে তাঁহাদের আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। বুকানন হেমিল্টনের মতে খেনবংশীয় রাজাদের সময়েও কামরূপে কোচ এবং মেচ

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোচজাতির আধিপত্য

প্রভৃতি জাতি মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের পরবর্ত্তী পাঠান সোলতানগণ পশ্চিম কামরূপে যে সমস্ত যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা নগণ্য; পূর্ব্ব কামরূপ বিজয়ই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। উক্ত সময়ে কামতারাজ্যে (পশ্চিম কামরূপে) একটী পৃথক্ রাজবংশ বিদ্যমান থাকার বৃত্তান্ত বুরঞ্জী এবং আহোম বুরঞ্জীতে লিখিত আছে; অবস্থানুসারে অনুমিত হয় যে, সেই রাজবংশ কোচ অথবা মেচ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ পূর্ব্ব কামরূপ অধিকারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত গড় দলিপা (জামালপুর মহকুমায়), জঙ্গলবাড়ী (কিশোরগঞ্জ

পূর্ব্ববঙ্গের কোচ রাজা

মহকুমায়), মদনপুর (নেত্রকোনা মহকুমায়), বোকাই-নগর (ময়মনসিংহ জেলায়) এবং কাগমারী (টাঙ্গাইল মহকুমায়) প্রভৃতি স্থানের কোচ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের রাজ্যগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল (৯) উক্ত অঞ্চলের কোচের দীঘী এবং হাজোর দীঘী প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কীর্ত্তি-ঘোষণা করিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কোচবংশীয় ঐ সমস্ত রাজগণ এক প্রকার নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু, সোলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে তাঁহাদের

(৬) রায় গুণাভিরাম বড়ুয়াকৃত আসাম বুরঞ্জী, ৫১-৫৩ পৃষ্ঠা; বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা।

(৭) *The Contributions to the History and Geography of Bengal*, p 31.

(৮) তাবকাতে নাসেরী, ১৫২ পৃষ্ঠা।

'This all (unsuccessful invasions of Mohammed b. Bukhtiyar and other Mohammedans) goes to prove that the Kocch people were a powerful nation and well versed in the art of war of those times.' *The History of Upper Assam*, p 24.

(৯) *The Mymensing District Gasetteer*, pp 23, 152, 154, 160; ময়মনসিংহের ইতিহাস, ২৮, ৩৩, ৩৭, ৫৯ পৃষ্ঠা।

বিনাশের সূত্রপাত হয়। ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে গৌড়ীয় সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ূন কর্ত্তৃক গড় দলিপার কোচ রাজা দলিপ সামন্তের রাজ্য বিজিত হইয়াছিল ; কিন্তু ঐ সময়ে বিশ্বসিংহ বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলার উত্তরাংশে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন।

যোগিনীতন্ত্রে বর্ণিত ইতিহাস

কামরূপক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহাদি হইবার সংবাদ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে যোগিনীতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক গ্রন্থাবলীতে অতীত ঘটনাবলী ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে লিপিবদ্ধ হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কামরূপসম্পর্কে আহোম এবং মুসলমানগণের লিখিত ইতিহাসের বিবরণের সহিত যোগিনীতন্ত্রের বর্ণিত বৃত্তান্ত নিয়ে পাশাপাশি প্রদর্শিত হইতেছে:—

ইতিহাস

১২০৫ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর আক্রমণ, ১২২৬ খৃষ্টাব্দে গেয়াস উদ্দিনের অধিকার।

১২৫৭ খৃষ্টাব্দে এখতিয়ারউদ্দিন তুগ্রিলের অধিকার; পরে তিনি এবং তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য নিহত।

১২৭৮ খৃষ্টাব্দে মগীশউদ্দিন তুগ্রিলের আক্রমণ এবং অধিকার।

১২৯৩ খৃষ্টাব্দে আহোম এবং কামতা-রাজের মধ্যে যুদ্ধ।

১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে সেকেন্দার শাহের বিজয়।

১৩৯৭-১৪০৭ খৃষ্টাব্দে আহোম এবং কামতারাজের মধ্যে বিরোধ।

১৪৬০ খৃষ্টাব্দে ইসমাইল গাজীর আংশিক বিজয় এবং ১৪৭০-৭৪ খৃষ্টাব্দে মহমত খাঁর আক্রমণ।

১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের বিজয়।

১৫০৬-১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তুরবক খাঁ, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় এবং ১৫৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে সোলেমান কররাণীর আক্রমণ।

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ, ১৫৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ, ফতে খাঁ এবং ছুবার খাঁর আক্রমণ এবং ১৬০৯ খৃষ্টাব্দ

যোগিনীতন্ত্র

"মহাদেব বলিলেন, হে পরমেশ্বরি, যে সময়ে কামতাপুরের রাজার রাজ্যনাশ ঘটিবে, সেই সময় হইতে কামরূপে ব্রহ্মশাপ আরম্ভ হইবে। * * *

কুপূর্ব্বকুলচন্দ্রপরিমিতে শাকে (১১১১ শক, ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে) কামরূপমণ্ডলে সৌমার, কুবাচ এবং যবন দিগের মধ্যে বহুসৈন্যসমাকুল মহাযুদ্ধ অহর্নিশ ঘটিবে। তাহার পরে যবন সৌমার-গণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবেন এবং 'ম' কারাদি মহীপতি (যে রাজার নামের প্রথম অক্ষর 'ম') এক বৎসর মাত্র বাঞ্ছিত রাজ্য ভোগ করিবেন। তাঁহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কুবাচরাজ নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন ; কিন্তু, এক বৎসর পরে সৌমাররাজ যবনরাজকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যেশ্বর হইবেন।

'হে মহেশ্বরি, কুমারীচন্দ্রকালেন্দু শাক (১৩১৮ শক, ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দ) গত হইলে কামরূপে পুনরায় যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। যবন-রাজ কুবাচরাজের সহিত মিলিত হইয়া বার বৎসর কাল কামরূপে রাজত্ব করিবেন। তাহার পরে 'ষষ্ঠবর্গ পঞ্চমাদি' (?) নামক রাজা জন্ম গ্রহণ করিলে সৌমারগণ কুবাচগণের

হইতে কোচবিহাররাজ, আহোমরাজ এবং মুসলমানের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ।

১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহাররাজ, আহোমরাজ এবং মুসলমানের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ।

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে কোচবিহাররাজের সাহায্যে রাজা রামসিংহের আসাম আক্রমণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ।

১৬৮২ খৃষ্টাব্দে উত্তরকূলে মুসলমান, কোচবিহাররাজ এবং আহোমরাজের মধ্যে যুদ্ধ।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানপক্ষের ভবানী দাসের আক্রমণ এবং তাঁহার বিনাশ।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে এবাদত খাঁর এবং তাঁহার পরে জবরদস্ত খাঁর আক্রমণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ।

সহিত মিলিত হইয়া কামরূপ শাসন করিবেন। (কামরূপমণ্ডলে) ব্রহ্মশাপ যত কাল প্রভাবান্বিত থাকিবে, সেই সময়ের মধ্যে যবন, কুবাচ, সৌমার এবং প্লব জাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি কামরূপমণ্ডলে রাজত্ব করিবেন না।

শকাব্দার ষোড়শাব্দ গত হইলে ভূমহী-রিপুচুষকে (১৬১১ শক, ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে) কুবাচ, যবন এবং ঐন্দ্র এই তিন ম্লেচ্ছগণের মধ্যে মহা সঙ্কুলযুদ্ধ ঘটিবে। অশ্বমুণ্ড, নরমুণ্ড এবং বিশেষতঃ গজমুণ্ডের দ্বারা নদরাজ লৌহিত্য নিশ্চয়ই রক্তপূর্ণ হইবেন। তাহার পর সৌম্যগণ বিনষ্ট হইলে কুবাচগণ যবনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া করতোয়া নদীতীর পর্য্যন্ত মহা রণ করিবে' " (১০)

'হিস্‌টরী অব আপার আসামে'র লেখক কর্ণেল শেক্সপীয়ারের মতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে, শাঙ্কলদিপের (সাঙ্কলদেবের) অভ্যুত্থান হইতে, কোচরাজত্বের প্রারম্ভকাল বলিয়া গণিত হইতে পারে। (১১) ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

মুসলমান লিখিত ইতিহাসে প্রাচীন সংবাদ

মোহাম্মদ কাসেম ফেরিস্তা কোচবিহার রাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও লিখিত আছে যে, 'কোচদেশের রাজা সকলের

---

(১০) যোগিনীতন্ত্র, পূর্ব্বার্দ্ধ, ১২শ পটল। অন্তিম পংক্তির 'সৌম্য' সম্ভবতঃ 'সৌমার' (ঐন্দ্র) হইবে।

কাছাড়ীরাও আপনাদিগকে 'কুবাচ' বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। (রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া কৃত আসাম বুরঞ্জী, ২৩ পৃষ্ঠা)। 'কছাড়ী' বা 'কাছাড়ী' শব্দের অর্থ 'পর্ব্বতীয়' বা 'পাহাড়িয়া' এবং 'কুবচ' বা 'কুবাচ' শব্দের অর্থ কুৎসিতভাষাভাষী; এই অর্থে 'কাছাড়ী' সম্প্রদায়ও 'কুবাচ' বলিয়া কথিত হইতে পারেন; কিন্তু, যোগিনীতন্ত্রে 'কুবাচ' জাতির বাসস্থান কামরূপ দেশের পশ্চিমাঞ্চলে বলিয়া লিখিত আছে, যথা—

'পূর্ব্বভাগে চ সৌমারঃ কুবাচঃ পশ্চিমে তথা।
দক্ষিণে যবনশ্চৈবমুত্তরে প্লব এব চ॥' ৬৩। পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৩শ পটল।

আহোমরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের মুদ্রায় আপনাদিগকে 'সৌমারেশ্বর' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। বিশ্বসিংহের সম্পর্কে উক্ত তন্ত্রে লিখিত আছে;—

'তত্রাপি বহবঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপরিপালকাঃ।
কুবাচা ধার্ম্মিকাঃ সর্ব্বে রাজানো যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥'১৩। পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৩শ পটল।

(১১) 'This has been touched on before, so we begin the history of the great Kooch tribe at the rise of one Shankaldip, a Kooch chief, as we have the statements of a Hindu

সময় হইতে পুরুষানুক্রমে খীয় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভিতর চারিবার (শাসন) পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। সেই দেশের এক দিকে তিব্বত, অন্যদিকে চীন এবং আর এক দিকে বঙ্গদেশ অবস্থিত। এক্ষণে যে সম্প্রদায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা পার্ব্বতীয় ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত; কিন্তু, ভারতবাসীদিগের নিকট তাঁহাদের ততটা সম্মান নাই' (১২) —ইত্যাদি। আকবরনামায় বিশ্বসিংহের (বিশুর) প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, (কোচ দেশের) একটী ভক্তিমতী নারী—রাজা হইবে এরূপ—একটী পুত্রের কামনায় জল্পেশ্বরের (মহাদেবের) উপাসনা করিয়াছিলেন, ঈশ্বরানুগ্রহে তিনি গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটী পুত্র প্রসব করেন এবং তাঁহার 'বিশাঁ' (বিশু) এই নামকরণ হয়; এবং পরে যথাকালে তিনি সেই দেশের

---

historian and the poet Firdusi, which give a better semblance of facts than do the legendary ideas of Bisso, whom local tradition asserts to be the founder of this dynasty. Shankaldip rose to power in the middle of the fifth century, and when Huien Tsiang visited Assam, the Kingdom of Kamarupa apparently extended from the Karatoya river, near Jalpaiguri, as far as Sadiya along the north bank of the Bramhaputra, where, it seems, the Kocch people lived amicably with the Chutiyas, who even then may have been deteriorating from having been once a powerful community'. *History of Upper Assam, p 90.*

(১২) তারিখে ফেরিস্তা, ২য় খণ্ড, ৪১৯-৪২০ পৃষ্ঠা।

আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে দক্ষিণ বিজাপুরে 'তারিখে ফেরিস্তা' গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের সম্পর্কে ভিন্ন দেশবাসী ব্যক্তিদিগের উল্লিখিত প্রকারের ভ্রান্ত ধারণার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত বল্খ দেশের (বা নগরের) অধিবাসী মীর খন্দ পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'রওজাতাস সাফা' নামক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারতীয় এরূপ এক শ্রেণীর লোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাঁহারা স্ত্রীপুত্রাদিসহ পর্ব্বতগহ্বরে বাস, শস্যভোজন এবং পশুচর্ম্ম পরিধান করিতেন। আলেকজাণ্ডারের সহিত তাঁহাদের দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল; গ্রন্থকার তাঁহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মোহাম্মদ বখ্তিয়ার মগধের 'বিহার' অধিকার করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে তথায় (নালন্দা বিহারের মধ্যে) যে সমস্ত মুণ্ডিত মস্তক ব্যক্তি (বৌদ্ধ শ্রমণ) দৃষ্ট হইয়াছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (তাবকাতে নাসেরী, ১৩৮ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মেগাস্থিনিসের প্রদত্ত বিবরণে কতিপয় ভারতীয় ফলমূলভোজী এবং উলঙ্গ সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে; গ্রন্থকার তাঁহাদিগকেও 'ব্রাহ্মণ' (Brachhmans) বলিয়াছেন। *Ancient India, as described by Megasthenes and Arrian,* (*English Version*) *p 120.*

পক্ষান্তরে সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ ভগদত্ত (দেবতা বিষ্ণুর পৌত্র) বংশজ ভাস্করবর্ম্মাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয়ের গোত্র পুরোহিত বা গুরুর নামানুসারে কথিত হইয়া থাকে (উদয়পুর রাজ্যের ইতিহাস ২১৯-২২৩ পৃষ্ঠা)। কোচবিহার রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় এবং শিবগোত্রজ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তদনুসারে তাঁহাদিগকে দেবতা নামান্তরে ব্রাহ্মণ (ভূদেব) হইতে উদ্ভূত মনে করা অসম্ভব নহে।

শিবের 'চাপ' অর্থাৎ ধনুক হইতে 'চাবড়া' (মাংসা এবং বাঁয়সোড়া প্রভৃতি রাজবংশ—মহীকান্ত এজেন্সী) এবং জটা হইতে 'জাট' (ভোলপুর এবং পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজবংশ) ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরারাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ত্রিলোচন 'শিবাংশ সম্ভূত' বলিয়া তাঁহাদের বংশাবলীতে উক্ত হইয়াছেন।

শাসনভার প্রাপ্ত হন। (১৩) বিশ্ব। ঐ বংশের আদিম রাজা কি না 'আকবরনামায়' তাহার উল্লেখ নাই। 'তারিখে ফেরিস্তা' পুস্তকে কোচবিহার রাজবংশের পরিচয়প্রদান উপলক্ষে যে প্রাচীন রাজবংশের উল্লেখ করা হইয়াছে, বর্ত্তমান রাজবংশ যে সেই প্রাচীন বংশ হইতে উদ্ভূত এবং সেই সময় হইতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাহা 'তারিখে আসাম' পুস্তকে অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বর্ণিত (১৬৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে) বৃত্তান্ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যে, 'হিন্দুস্থানের জমিদারেরা এই রাজাকে (কোচবিহাররাজকে) অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন এবং লোকে মনে করে যে, এই রাজবংশ ইসলাম ধর্মপ্রচারের (সপ্তম শতাব্দী) পূর্ব্ব হইতেই রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন।'(১৪) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মহারাজ নরনারায়ণের প্রেরিত দূত সন্ধিস্থাপন উপলক্ষে আহোমরাজকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথোপকথন 'আহোম বুরঞ্জী' গ্রন্থে লিখিত আছে। তাহা হইতে বোধ হয় যে, ঐ সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই নরনারায়ণ রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ এই দেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন।(১৫)

আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে, বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ে, নরসিংহ বা পরশুরাম নামে ভোজগৌড় বংশধর এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন এবং কথিত আছে যে, কতকগুলি সামন্ত নৃপতির উপর তাঁহার প্রভুত্ব ছিল, (১৬) পৌণ্ড্র-দেশের অধিপতি 'বর্দ্ধন' তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন (১৭) এবং বর্দ্ধনের পুত্রগণ উক্ত পরশুরামের ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিয়াছিলেন। মতান্তরে, বর্দ্ধনের পঞ্চপুত্র মহানন্দগুপ্তের ভয়ে আত্মীয় বান্ধবাদির সহিত পৌণ্ড্রদেশ হইতে পলায়ন

রত্নপীঠে উপনিবিষ্ট করিয়

(১৩) আকবরনামা, ১১৩ পৃষ্ঠা।

'A hundred years before this, a pious woman was praying in the temple of Jalpesh—which is dedicated to Mahadev—and prayed for a son who should become a ruler. By God's help she became pregnant and bore a son. He received the name of Bisa and obtained the government of that country'. *The Akbarnamah, Vol. III, p 1067, Translated by H. Beveridge.*

(১৪) তারিখে আসাম, ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা। উক্ত পুস্তকের লেখক নবাব মীরজুমলার কোচবিহার আক্রমণকালে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন।

(১৫) "'We are in friendly terms from a long time. We (Ahom and Behar Rajahs) are friends of long existence. We are descendants of Gods as our forefathers were children of Gods. We are living as brothers. In the olden time, a girl was offered to us by the king of Assam'". *Burunjee from Khunlong and Khunlai, (English Version) Mss., Part I, p 497.*

(১৬) বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮, ১০, ১৩ পৃষ্ঠা।

(১৭) বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা।

বিজয়সেনের শিলালিপিতে (একাদশ শতাব্দের অন্তিম পাদ) তাঁহার সহিত এক বর্দ্ধনের যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্ত খোদিত আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' রামপালদেবের মিত্র সামন্তগণের মধ্যে 'কৌশাম্বীপতি' বর্দ্ধনের উল্লেখ আছে (একাদশ শতাব্দীর অন্তিম পাদ)।

পূর্ব্বক রত্নপীঠে (পশ্চিম কামরূপে) আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ক্ষাত্রচিহ্ন (যজ্ঞোপবীত) পরিত্যাগ করিয়া 'রাজবংশী' নামে পরিচিত হন।(১৮) কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, কতকগুলি ক্ষত্রিয় জামদগ্ন্যের (পরশুরামের) ভয়ে ম্লেচ্ছবেশ ধারণ পূর্ব্বক 'জল্পীশ' (জল্পেশ্বর, জলপাইগুড়ি জেলায়, রত্নপীঠে) শিবের আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন।(১৯) এরূপ বোধহয় যে, নরসিংহ পরশুরামের সহিত জামদগ্ন্য পরশুরাম মিলিয়া একাকার হইয়া গিয়াছেন।

কোচবিহার রাজবংশের অন্যতম শাখা দরঙ্গের রাজাদের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, (চন্দ্রবংশীয় হৈহয়ের পরবর্ত্তী রাজা) সহস্রার্জ্জুনবংশীয় দ্বাদশ ক্ষত্রিয়কুমার পরশুরামের ভয়ে আত্ম-গোপন পূর্ব্বক 'মেচ' এই পরিচয়ে পরিচিত হইয়া রত্নপীঠের অন্তর্গত 'চিকনা'য় বাস করিতে থাকেন, তাঁহাদের বংশজাত ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে সুমতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং সুমতির ভদ্রাজিত নামে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; ভদ্রাজিতের পুত্রের নাম ভদ্রশ্রবা, ভদ্রশ্রবার পুত্র বসুদাম এবং বসুদামের পুত্র দমাবু ছিলেন; দমাবুর ঔরসে এবং তাঁহার উর্ব্বশী নাম্নী পত্নীর গর্ভে হরিদাস অথবা হারিয়া নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

হরিদাস

কোচবিহার রাজবংশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্পর্কে উল্লিখিত বিভিন্ন বিভিন্ন মত, 'তারিখে আসাম' হইতে উদ্ধৃত প্রাচীন সংবাদ এবং 'তারিখে ফেরিস্তা'য় লিখিত তাঁহাদের মধ্যে 'চারি বার পরি-বর্ত্তনের' উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই রাজবংশ প্রাচীন কাল (৪র্থ অথবা ৫ম শতাব্দী) হইতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া এবং ইহার নানা শাখা প্রশাখার মধ্যে কয়েকবার রাজদণ্ড হস্তান্তরিত হইতে হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 'কামাখ্যা পীঠ যখন যখন ব্রহ্মশাপগ্রস্ত (বিলুপ্ত) হইবে, বিশ্বসিংহ সেই সেই সময়ে আবির্ভূত হইয়া

---

(১৮) 'ক্ষত্রিয়াস্তত্রাতঙ্কে পৌণ্ড্রদেশাৎ সমাগতাঃ।
বর্জিতা পঞ্চপুত্রাঃ স্বগোত্রৈর্বান্ধবৈঃ সহ।
রত্নপীঠং বিবিশুস্তে কালাদিগ্রহসঙ্গমাৎ।
ক্ষাত্রধর্মাদপক্রান্তা রাজবংশীতি খ্যাতাঃ ভুবি।' আমরীতন্ত্র, দ্বিতীয় পটল।

উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের কার্য্যবিবরণী (চতুর্থ অধিবেশন, ১৮৯-১৯১ পৃষ্ঠা) হইতে 'বঙ্গৃহতথ্য' উদ্ধৃত।

'মহানন্দিনস্ততঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধোঽতিবলো মহাপদ্মনামা নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়।

(১৯) 'জামদগ্ন্যভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বমেব যে।
ম্লেচ্ছচ্ছদ্মরূপাপন্না জল্পীশং শরণং গতাঃ। ৩০। ৭৭শ অধ্যায়।

এই 'ম্লেচ্ছ' হইতে (প্রাকৃত মেচ্ছ) মেচ হইয়াছে (*The Social History of Kamarupa, Vol. II, p 107*) 'ম্লেচ্ছ' শব্দের অর্থ, যাহারা অপভাষায় কথা বলে। কামরূপের রাজা ভগদত্তকে মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৫১ অধ্যায়) 'ম্লেচ্ছানামধিপ' এবং বনপর্ব্বে (২৫১ অধ্যায়) ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কামরূপরাজ শালস্তম্ভ রত্নপালের তাম্রশাসনে 'ম্লেচ্ছাধিনাথ', পরন্তু, বনমাল এবং বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

'কোচ'নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এই প্রকারে কথিত হইয়া থাকে। যথা:—'পরশুরাম ভয়াদ্ভীতা সঙ্কোচাৎ কোচ উচ্যতে।'

কামরূপ দেশ পালন করিবেন' যোগিনীতন্ত্রের এই ভবিষ্যদুক্তি (পূর্ব্বখণ্ড, ১৩শ পটল) উল্লিখিত পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্কেতসূচক বলিয়া অনুমিত হয়।

দমাধুর সময়ে ভূটানের পূর্ব্বাংশে (তোয়াজ অঞ্চলে) 'শৈলরাজ' নামে পরিচিত জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন; এই শৈলরাজের ঔরসে এবং মীরা নাম্নী এক মহিলার গর্ভে 'হীরা' নামে

হীরা দেবী

একটী কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে, 'গেলেঙ্গ ভোটে'র দেশে 'পুণ্যখাতা' নগরে উক্ত শৈলরাজ বাস করিতেন।(২০) গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীর ২৭ পত্রে লিখিত আছে;—

'রমা নামে ক্ষত্রি এক পূর্ব্বত আছিল, পরশুরামের ভয়ে কুলক ভাণ্ডিল।
ভার্য্যা স্বামী দুই জনে গৌরীক চিন্তিলা, তুষ্ট হয়া অল্প কালে দর্শনক দিলা।
দশ মাস অনন্তরে কন্যা জন্মিলন্ত, পিতৃর মাতৃর হরিষর নাই অন্ত।
রূপবতী দেখি তাঙ্ক অতি দায়ান্তরে, হীরা বুলি তান নাম থৈলেক সাদরে।'

ডাঃ বুকানন হেমিণ্টন হীরার পিতার নাম 'হাজো' ছিল, লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে হাজো শৌর্য্যশালী সরদার (The Valiant Chief) ছিলেন এবং তিনি কামতাপুর হইতে মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুরের মতে হীরার পিতার নাম 'হাজো', 'হাজি' অথবা 'হাখিয়া' ছিল। মতান্তরে, হীরার পিতা গৌহাটীর অন্তর্গত 'হাজো' নামক স্থানের রাজা ছিলেন।(২১)

সম্ভবতঃ ডাঃ বুকানন হেমিণ্টনই হীরার পিতার নাম যে 'হাজো' ছিল, তাহা সর্ব্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুসরণে মিঃ হড্‌সন 'Essay on the Koch, Bodo and Dhimal Tribes' নামক প্রবন্ধে 'হাজো'র উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। ডাঃ ল্যাথামের 'Ethnology of India' গ্রন্থে 'হাজোর' নাম আছে। কর্ণেল ডল্টন তাঁহার 'Ethnology of Bengal' পুস্তকে এবং 'Notes on Assam Temple Ruins' প্রবন্ধে 'হাজো'র উল্লেখ করিয়াছেন।(২২)

---

(২০) সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ৩৪শ পত্র। দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী, ৯ম পত্র।

(২১) দামোদরচরিতের ভূমিকা (হস্তলিপি)।

(২২) *J. A. S. B., 1849, Vol. II, p 704.*

"The other name by which the 'hill' is designated is Manikut. The etymon of the word 'Hajau' is traceable to the language of the Bows (Bodos?) who were for a long period the masters of the valley. It is composed of 'Ha', a land, and 'Jow' high."

J. A. S. B., 1865, p 8.

কাছাড়ী ভাষায়ও 'হাজো' শব্দের অর্থ পাহাড়।

হাজো গৌহাটী নগরের ১৪ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, তথায় হয়গ্রীব মাধবের মন্দির আছে। মুসলমান অধিকারকালে এই স্থানের নাম 'সুজাআবাদ' করা হইয়াছিল।

হরিদাস মণ্ডল

বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত এবং পূর্ব্বে মনাস নদ, পশ্চিমে সনকোষ নদ, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের উপর হরিদাস (নামান্তরে হারিয়া) 'মণ্ডল' নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে (৩০ পত্র) লিখিত আছে ;—

'হারিয়াক আনি সবে মণ্ডল পাতিলা।
সেই দিন ধরি তৈতে অধিকারী ভৈলা॥'

খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে ও (৭ পত্র) প্রায় অনুরূপ বাক্য লিখিত আছে, যথা ;—

'পুবত মানাহ সণকোষ পশ্চিমত, উত্তরে ধবল গিরি দক্ষিণে লোহিত,
সবে আসি হাড়িয়াক মণ্ডল পাতিলা, ভোজ ভাত খায়া সবে আনন্দে চলিলা।
সেই ধরি বার গ্রামে ভৈলা অধিকারী, কাহাকেও না দেয় কর এই সীমা ধরি।'(২৩)

প্রাচীন 'মানসার' নামক গ্রন্থে বর্ণিত নয় প্রকার রাজার মধ্যে 'মণ্ডলেশ' এক প্রকার রাজা ; ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার আয় দশলক্ষ কার্ষ (কাহণ) ছিল, তিনিই 'মাণ্ডলিক' হইতেন। মাণ্ডলিকগণ জ্যেষ্ঠাধিকার সূত্রে রাজাধিকারী হইতে পারিতেন ; কিন্তু, নির্ব্বাচনের সময়ে প্রজাগণের সম্মতি আবশ্যক হইত, উদ্ধৃত 'মণ্ডল পাতিলা' বাক্যেও তাহা সমর্থিত হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দ্বাদশটী রাজ্যের সমবেত অবস্থা 'মণ্ডল' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আনুগত্য স্বীকারের কোনও কথা নাই। 'মণ্ডল' শব্দের অর্থ এক প্রকার রাজা, ইহা 'মণ্ড্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, অর্থ বিভাজন করা (To distribute)। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা এবং সামন্তকে 'মণ্ডল' বলা হইয়াছে। গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ 'মণ্ডল' এই উপাধিতে পরিচিত হইতেন ; পালরাজগণের আধিপত্য কালে 'মণ্ডল' উপাধির ব্যবহার ছিল ; সন্ধ্যাকর নন্দীর কৃত 'রামচরিতের' টীকায় 'মহামাণ্ডলিকের'ও উল্লেখ আছে। দিনাজপুরের অন্তর্গত মালদোয়ারের জমিদারবংশের অধিকারে ঈশ্বরঘোষ 'মহামাণ্ডলিকে'র প্রদত্ত একখণ্ড তাম্রশাসন রক্ষিত আছে ; উহা দশম অথবা একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রঙ্গপুরের অন্তর্গত বর্দ্ধনকোট রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যাবর মণ্ডল, হরিদাস মণ্ডলের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। হরিদাস মণ্ডলের যে সমস্ত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি ছিল, তিনি তাহাতে কৃষিকর্ম্ম করিতেন।(২৪)

---

(২৩) হরকান্ত বড়ুয়া বিরচিত 'আসাম বুরুঞ্জী'তেও (২৭ পৃষ্ঠা) উক্ত বিবরণ সমর্থিত হইয়াছে।

(২৪) দরঙ্গের সমস্ত বংশাবলী এবং কোনও কোনও বুরুঞ্জীতে হরিদাসের কার্পাস চাষের উল্লেখ আছে। এতদঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা অথবা দলপতিগণ ব্যক্তিগতভাবে ক্রয়বিক্রয়ের বাণিজ্য ব্যাপার অথবা কৃষিকর্ম্মাদি

নবমবৎসরবয়স্কা রাজকন্যা হীরার সহিত হরিদাসের পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কন্যা অল্পবয়স্কা বলিয়া হীরার মাতা এই বিবাহে প্রথমতঃ সম্মতি প্রদান করেন নাই; 'যৌবন প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান করিবেন,' হরিদাস এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় তিনি সম্মত হইয়াছিলেন এবং শুভদিনে ও শুভলগ্নে বিবাহক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বরবেশে সুসজ্জিত হরিদাস অশ্বারোহণে কন্যার পিত্রালয়ে গমনপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি এবং কুলাচার মত হীরাকে বিবাহ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিবাহের অষ্টম দিবসে অষ্টমঙ্গলাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে কন্যা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং যুবতী না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর গৃহে আগমন করেন নাই।

হরিদাসের বিবাহ

জীরা নামে হরিদাসের আর একটী স্ত্রী ছিলেন। কালক্রমে হীরার গর্ভে শিশু এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে বিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম 'বিহুর' (প্রথম বিহু = মহাবিষুব) দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শেষোক্ত বালকের 'বিশু' এই নামকরণ হইয়াছিল।(২৫) কোচবিহার এবং দরঙ্গের বংশাবলীগুলিতে ইনি মহাদেবের ঔরসজাত বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। (ষোড়শ শতাব্দীর) রামচরণ ঠাকুরবিরচিত 'শঙ্করচরিতে'ও তাহাই লিখিত আছে; সমসাময়িক 'আকবরনামা'য় বিশ্বসিংহকে মহাদেবের বরপুত্র বলা হইয়াছে। বিশ্বসিংহের পুত্র নরসিংহের বংশধর রাজা রামচন্দ্রকর্ত্তৃক (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দে) বিরচিত ভাগবতসার পুথির ভণিতায় লিখিত আছে যে, মহাদেব স্বয়ং বিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর রচিত 'কামরূপবুরঞ্জী'তে লিখিত আছে যে, মহাদেব এবং পার্ব্বতী বশিষ্ঠের অভিশাপের ফলে যথাক্রমে হাড়িয়া ও হীরা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিশ্বসিংহ তাঁহাদের পুত্র ছিলেন।

শিশু এবং বিশুর জন্ম

করিতেন। হরিদাসের বংশধর স্বাধীন রাজগণের ও 'খানারখাতা', 'গোলাবাড়ী' এবং 'মহিষবাথান' ছিল; 'হালুয়া', 'টারাই' এবং 'হাজরা' শ্রেণীর ভৃত্যগণের দ্বারা তাঁহাদের ঐ সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত।

(২৫) সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী. ৮ পত্র; গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ৮ পত্র।

গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, ফাল্গুন মাসে হীরার গর্ভাধান এবং কার্ত্তিক বিহুতে বিশুর জন্ম হইয়াছিল এবং এই বৃত্তান্ত কামরূপবংশাবলীতে সমর্থিত হইয়াছে। আসামে এখনও বৎসরে তিনবার 'বিহু'র উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৈশাখ 'বিহু' (মহাবিষুব) চৈত্র মাসের, কার্ত্তিক 'বিহু' (জলবিষুব) আশ্বিন মাসের এবং মাঘ 'বিহু' পৌষ মাসের অন্তিম দিনে বা সংক্রান্তিতে, হইয়া থাকে। 'বিহু' বিষুব শব্দের অপভ্রংশ,—দিবামান এবং রাত্রিমান সমান, এরূপ কাল 'বিষুব' (Equinox) নামে অভিহিত হয়; আসামে 'বিহু' [illegible] উপলক্ষে হইয়া থাকে। বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে (১০ম শতাব্দী) বিষুবের উল্লেখ আছে। [illegible] লিখিত আছে যে, ৩৩৮১ কল্যব্দে (১৪৮১ খৃষ্টাব্দে) হীরা দেবীর জন্ম হইয়াছিল এবং তাঁহার ১৫ বৎসর বয়সে প্রথম পুত্র শিশুর এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে বিশুর জন্ম হইয়াছিল। বস্তুতঃ, হীরাদেবীর এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জন্মের উক্ত সময় যে কাল্পনিক, তাহা পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত হইতে দেখা যাইবে।

রাজোপাখ্যানে (আনুমানিক ১৮২৩ খৃঃ) লিখিত আছে যে, হীরা দেবীর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে শিশু ও বিশুর এবং জীরা দেবীর গর্ভে হরিদাসের ঔরসে চন্দন ও মদনের জন্ম হইয়াছিল।(২৬) জয়নাথ ঘোষ উক্ত পুথির মুখবন্ধে কোচবিহাররাজবংশের সমস্ত রাজার নামোল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, 'শিববংশে রাজার কাহিনী রচনা করাতে প্রবৃত্ত হইলাম' এবং 'শ্রীশ্রীমহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (পর্য্যন্ত) * * * এই পঞ্চদশ রাজার সংবাদ এই রাজ উপাখ্যানে লিখিলাম'; ইহাতে চন্দনের নাম নাই; কিন্তু, মূলপুথিতে চন্দনসহকারে ষোল জন রাজার বিবরণ লিখিত আছে।(২৭)

উক্ত পুথির দেবখণ্ডের দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহ দেবদত্ত রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজা হইয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে দৈবলব্ধ ছত্র ও দণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল। উক্ত ঘটনার পরে কোতওয়ালের সহিত তাঁহার দুইটী যুদ্ধ হইয়াছিল এবং প্রথম যুদ্ধে মদন নিহত হইয়াছিলেন। বিশ্বসিংহ পরিণামে জয়লাভপূর্ব্বক শোকাকুলা বিমাতার (মদনের মাতার) সন্তোষবিধানের জন্য 'অন্য আসন ও ছত্রে ঐ দিবস চন্দনকে রাজা করিয়া নিজে রাজ্য শাসন' করিয়াছিলেন। বিশ্বসিংহ এবং তাঁহার পুত্র নরনারায়ণের রাজ্যাভিষেচনের প্রণালীতে চন্দনের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইবার উক্তি রাজোপাখ্যানে নাই। রাজোপাখ্যানের রচনার পরে সঙ্কলিত কতকগুলি পুস্তকে চন্দন ও মদনের সম্পর্কে নানা প্রকার অসম্বদ্ধ এবং পরস্পরবিরোধি বাক্য স্থানলাভ করিয়াছে।

রাজসভার মহাফেজখানায় রাজবংশলতার (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কৃত) তিনখানা নকল রক্ষিত আছে; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু অনৈক্য থাকিলেও চন্দন এবং মদনের নাম এক খানিতেও নাই। ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের (১৮০৮ খৃষ্টাব্দে) সংগৃহীত বংশলতাতেও চন্দন এবং মদনের নাম নাই।(২৮) জয়নাথ ঘোষ রাজোপাখ্যানে (প্রত্যক্ষখণ্ডের

(২৬) দরঙ্গ ও কামরূপ বংশাবলীগুলিতে শিশুকে হরিদাসের ঔরসজাত বলা হইয়াছে।

(২৭) রাজোপাখ্যান পুথির সমস্ত নকলগুলি একরূপ নহে; জয়নাথ ঘোষ তিন খণ্ডে ও ৫১ অধ্যায়ে বিভক্ত পুথি রচনা করিয়াছেন বলিয়া মুখবন্ধে লিখিয়াছেন। কোচবিহাররাজসভার মহাফেজখানায় তাহার একখণ্ড অসম্পূর্ণ নকল (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ) আছে, তাহাতে ৫১ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ সূচীপত্র এবং সতর অধ্যায় অর্থাৎ প্রথম হইতে নরখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত নকলে (আনুমানিক ১৮৬০-৬৮ খৃষ্টাব্দ) ৬৯ অধ্যায় আছে, কিন্তু তাহাতে সূচীপত্র নাই। রেঃ রবিনসন্ ৬৬ অধ্যায় পুথির এবং তাহার সম্পূর্ণ সূচীপত্রের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ)। শেষ ভাগের অতিরিক্ত ১৫ অধ্যায় পুথিও জয়নাথ ঘোষের রচনা বলিয়া শেষোক্ত দুই খণ্ড পুথির অন্তিমাংশে (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১৯শ এবং ৩৩শ অধ্যায়) ভণিতা আছে। নকলগুলিতে ঘটনা এবং শব্দ সমাবেশেরও কিছু কিছু অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর পরিষদে রক্ষিত নকলে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্তাংশও আছে বলিয়া বোধ হয়।

(২৮) ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের মতে 'কামতাপুরের পতনের পরে চন্দন ও মদন কিছুদিন মুরলাবাসে রাজত্ব করিয়াছিলেন', কিন্তু তাঁহাদের সহিত বিশ্বসিংহের কোনও সম্পর্ক থাকার কথা তিনি বলেন নাই। *Eastern India, Vol. III. p 413.*

১৮শ অধ্যায়ে) লিখিয়াছেন যে, 'মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রাজোপাখ্যান আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন ;' কিন্তু এই রাজা তাঁহার (১৮০৯ খৃষ্টাব্দে) স্বরচিত 'উপকথা' পুথিতে স্ববংশের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চন্দন এবং মদনের নাম করেন নাই। তাঁহার আদেশে পরমানন্দ তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) অনূদিত 'বনপর্ব্ব' পুথির ভণিতায় যে রাজবংশলতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতেও চন্দন এবং মদনের নাম পাওয়া যায় না। রঙ্গপুরের কালেক্টার ও কোচবিহারের পলিটিকাল অফিসার মিঃ মুরের (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ) এবং কমিশনার মার্শী ও শোভের (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ) রিপোর্টে লিখিত বংশলতাতে চন্দন ও মদনের কোনও প্রসঙ্গ নাই।

'বিজনী'র উত্তরাধিকারসংক্রান্ত মোকদ্দমার পক্ষগণ (সকলেই বিশ্বসিংহের বংশধর) যে সমস্ত বংশলতা দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাদের একখানিতেও চন্দন এবং মদনের উল্লেখ নাই।(২৯) বিশ্বসিংহের পুত্র নরসিংহের ষষ্ঠপুরুষপরবর্ত্তী রাজা রামচন্দ্র তৎকৃত 'ভাগবতসার' পুথির ভণিতায় তাঁহাদের যে বংশলতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি চন্দন এবং মদনের নাম করেন নাই। জলপাইগুড়ির রায়কতবংশের পোষ্যপুত্রঘটিত মোকদ্দমায় এবং ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে তাঁহাদের যে বংশবিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাদের কোথায়ও চন্দন এবং মদনের নাম নাই। বিজনীর 'শিববংশাবলী' এবং আসামবুরঞ্জীগুলিতে চন্দন ও মদনের নাম পাওয়া যায় না। ডাঃ ওয়েড্ তাঁহার 'এন একাউণ্ট অব আসাম' পুস্তকে কোচবিহাররাজবংশের উৎপত্তিবিবরণ লিখিয়াছেন (১৭৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দ) ; কিন্তু, তাহাতেও তিনি চন্দন ও মদনের নাম করেন নাই। আকবরনামায় বিশ্বসিংহের জন্ম, রাজত্বপ্রাপ্তি এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের সংবাদ লিখিত আছে ; কিন্তু, তাহাতে চন্দন ও মদনের নামোল্লেখ নাই। সার এডওয়ার্ড গেইটের মতে 'চন্দন ও মদনকে এই বংশজাত মনে করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ নাই'। (৩০) উল্লিখিত সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, চন্দনকে কোচবিহারের রাজবংশের রাষ্ট্রপতি রাজা বলিয়া গ্রহণ অথবা রাজবংশলতায় স্থানপ্রদান করা যাইতে পারে না।

হরিদাস মণ্ডল যথাকালে পুত্রদ্বয়কে অস্ত্রশস্ত্রের পরিচালনাদিকার্য্যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু, বিশুর সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখিত আছে যে, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানলাভ হয় নাই।(৩১)

হরিদাসের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা

রাজকুমারদ্বয় মৃগয়ায় এবং নানাপ্রকার হিংস্র বন্যপশু ধৃত করিতে সুদক্ষ হইয়াছিলেন এবং ঐ সমস্ত সাহসের কার্য্যে বিশুই সতত অগ্রগামী হইতেন।

---

(২৯) বাদী কুমার ললিতনারায়ণ বনাম রাণী অভয়েশ্বরী, ২৪ পরগণার সবজজ আদালত, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০০ নং মোকদ্দমা।

(৩০) 'There is not sufficient evidence for assuming that Chandan and Madan belonged to this family.'—*The Koch Kings of Kamarupa*, p. 31.

(৩১) খড়্গনারায়ণের বংশাবলী, ১০, ১৩ পত্র।

ষোড়শবর্ষবয়সে বিশু নানাপ্রকার মল্লবিদ্যায় এবং অস্ত্রচালনায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে পিতৃরাজ্যবিস্তারের প্রবল অভিলাষ জন্মিয়াছিল। পুত্রের যুদ্ধস্পৃহা এবং শৌর্য্যবীর্য্য দর্শনে হরিদাস উৎসাহিত হইয়া প্রতিবেশী ভৌমিকগণের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক সেগুলিকে ক্রমশঃ নিজের অধিকারে আনয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কর্ণপুরের (মতান্তরে ফুলগুড়ির) ভুঁইয়ার সহিত যুদ্ধে হরিদাস পরাজিত এবং বন্দীকৃত হন; পরন্তু, বিশু পলায়নপূর্ব্বক অরণ্যে আশ্রয়গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে বিশু বনের মধ্যে দৈবক্রমে একটী দশভুজা দেবীপ্রতিমা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সযত্নে আনয়ন এবং গৃহে স্থাপন করিয়াছিলেন; এই বিগ্রহ প্রথমতঃ মণিকূটে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তৎপরে তিনি কামতাপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। (৩২) উক্ত যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবস পরে বিজয়ী ভুঁইয়া হরিদাসকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন। তিন দিবস অনাহারে অরণ্যে অতিবাহিত করিবার পর পলায়িত বিশু এক 'মেচনীর' গৃহে আশ্রয়লাভ করেন এবং তথায় আহার করিয়া তাঁহারই পরামর্শে বৈশাখ'বিহুর' উৎসবদিবসে কর্ণপুরের ভুঁইয়াকে সহসা গুপ্তভাবে আক্রমণ এবং বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।(৩৩) নারায়ণ ভুঁইয়ার কর্ম্মচারী কালকেতু এবং ধুমা সর্দ্দার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক এই যুদ্ধে বিশুকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

হরিদাসের রাজ্যবিস্তার

---

(৩২) এই প্রতিমার বর্ণনা দেবীর প্রসিদ্ধ পৌরাণিক ধ্যানের সহিত তুলনার যোগ্য, যথা;—

'দশখান বাহু বক্ত্র হয় একখান। তিন গোটা চক্ষু আতি দেখিতে সুঠান॥
যুবতীর বেশ শোভে অলঙ্কারগণ। সিংহের উপরত আছে দক্ষিণ চরণ॥
মহিষ পৃষ্ঠত বাম চরণ থাপিলা। মহিষর কাটা গলে পুরুষ জন্মিলা॥
দৃঢ় মুষ্টি পুরুষর কেশত ধরিলা। দক্ষ হস্তে হৃদয়ত ত্রিশূল ভেদিলা॥
বাম হস্তে অসুরর বাহ্যে কামোরিলা। দন্তে নিকোটায়া ছুটে প্রাণক ছাড়িলা॥
চক্ষু ভেল করি ছুটে রুধিরে ছাড়িলা। দশখান অস্ত্র দশ হস্তত ধরিলা॥
শূল খড়্গ শর শক্তি চক্র দক্ষিণত। বাম হস্ত সব যে ধরিছে হেন মত।
পাশ যে খেটক ধনু পরশু অঙ্কুশ। দেখি হরপুত্র পাইল পরম সন্তোষ॥'

গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ৪৩-৪৪ পত্র।

(৩৩) কথিত আছে যে, এই মেচনী ছদ্মবেশধারিণী স্বয়ং ভগবতী;—

'তিন দিন নিরাহারে ফুরে দুখ পাই। মেচনী স্বরূপে দেবী মিলিল সি ঠাই॥

* * * *

দেবীয়ে কুকুরা মারি ভাতক রান্ধিলা। জুরিপাক লাগিয়া বিশুর আগে দিলা॥

* * * *

মায়াবী মেচনী বলে শুন মন করি। যি মতে হারয় যেন মতে বলে পারি॥'

সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ১১ পত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহারাজ বিশ্বসিংহ

রাজশক—২৪, শকাব্দ ১৪১৮—১৪৫৫, বঙ্গাব্দ ৯০৩—৯৪০, খৃষ্টাব্দ ১৪৯৬—১৫৩৩

ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তরকূলে অবস্থিত ভুঁইয়া বা ভৌমিক রাজাগুলির একটী একটী করিয়া বিশুর পদানত হইতেছিল, এমত সময়ে আহোমরাজ সু-সেন-ফার দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইল এবং ১৪০৫ শকে (১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে) আহোম সেনাপতি চন-থাম গোঁহাই বিশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন।

আহোমরাজের বৈরিতা

তাঁহার রাষ্ট্রশক্তি তখনও বদ্ধমূল না হওয়ায় সুচতুর বিশু উক্ত সেনাপতিকে বিবিধ উপহার প্রেরণ এবং আহোমরাজের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন।(১) এই সময়ে পশ্চিম কামরূপে কামতাপুরের রাজা গৌড়ের পাঠানরাজগণের আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ায় অধীন সামন্ত এবং প্রতিবেশী রাজগণের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার কিছুমাত্র অবসর তাঁহার ছিল না। উক্তরূপ কৌশলের দ্বারা আহোমরাজকে পরিতুষ্ট রাখিয়া বিশু কামতেশ্বর এবং গৌড়েশ্বরের মধ্যে আরব্ধ বিবাদের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর হোসেনশাহ কর্ত্তৃক কামতারাজ্য অধিকৃত হইল। বিজয়ী হোসেন শাহ কেবল কামতাপুর অধিকার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; তিনি পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে হইতে পূর্ব্বকামরূপ অথবা আসাম রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং আহোমরাজ তাঁহার ভয়ে স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 'ভুঁইয়া' বা ভৌমিকরাজগণ এই সময়ে মুসলমান সৈন্যবলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ) করায় বিশু স্বকীয় অভীষ্টসিদ্ধির সুযোগ লাভ করেন এবং অবিলম্বে 'কামতেশ্বর' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে কামতা অথবা পশ্চিম কামরূপের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন (আনুমানিক ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ)।

কামতেশ্বর বিশ্বসিংহ

তিনি 'কামতেশ্বর' উপাধি গ্রহণের সহিত যথাশাস্ত্র রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন এবং এই অভিষেককালেই প্রাচীন রীতানুসারে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে রাজোচিত 'বিশ্বসিংহ' নাম অথবা উপাধি প্রদান করিলেন। তাঁহার অভিষেকোপলক্ষে নানাস্থান হইতে তীর্থবারি আনীত হইয়াছিল এবং বৈদিক প্রথানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের প্রজাগণ যথাশাস্ত্র মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক এবং বিবিধ অনুষ্ঠান সহকারে মহারাজ বিশ্বসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত

(১) কর্ণসিংহের বুরঞ্জী, ১৭ পত্র। আহোমরাজের সহিত বিশ্বসিংহের সাক্ষাৎকারলাভের এবং তাঁহার বশ্যতাস্বীকারের বিবরণ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়া খুমনং খুনলাইয়ের বুরঞ্জীতে লিখিত আছে; কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে উহা অনেক পূর্ব্বের (১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের) ঘটনা।

করিয়াছিলেন। অভিষেককালে ছত্র, দণ্ড, শ্বেত চামর এবং ধ্বজাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং 'শিশুসিংহ' অথবা 'শিবসিংহ' এই নাম অথবা উপাধি প্রাপ্ত শিশু রাজার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়াছিলেন।(২) মহারাজ বিশ্বসিংহের স্বাধীনতা ঘোষণার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার পিতামহ দমাধু এবং পিতামহী উর্ব্বশীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

মহারাজ বিশ্বসিংহ প্রথমতঃ গৌড়ের পাঠান সোলতানদিগের সহিত যথাসাধ্য সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁহাদের অধীনতাও স্বীকার করিতেন।

আহোমরাজের সহিত সন্ধি

১৪১৯ শকে (১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে) আহোমরাজ সু-হুং-মুংএর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ, সন্ধিসংস্থাপন(৩) এবং উভয়ের মধ্যে স্বাধীনরাজোচিত এবং সৌহার্দ্দসূচক উপহারাদিরও আদান প্রদান হয়। কামরূপমণ্ডল হইতে মুসলমান রাজশক্তির বিলোপসাধনই সম্ভবতঃ এই সন্ধিস্থাপনের অন্যতম

মুসলমান প্রভুত্বের অবসান

উদ্দেশ্য ছিল। ইতোমধ্যে হোসেন শাহের পুত্র কামরূপের অন্তর্গত গরুড়াচলে অথবা 'হাজোতে' পরাজিত অথবা নিহত হন (৪) এবং বিশ্বসিংহ সমগ্র কামতারাজ্য করায়ত্ত করেন।(৫) এই উপলক্ষে (আনুমানিক ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে) কামরূপ জেলায় অবস্থিত আটগাঁওয়ের পাঠান প্রতিনিধি তুবরকের (তুরুকা কোতয়ালের ?) সহিত বিশ্বসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল।(৬)

কামতা এবং কামরূপের অন্তর্গত উগারী, লুকীবকাই, পাস্তান, বকো, ভোলাগাঁও, ফুলগুড়ি, বিজনি, বেলতলা, মৈরাপুর, রাণি, বনগাঁও, কড়াইবাড়ী, আটিয়াবাড়ী, কামতাবাড়ী, বলরামপুর,

ভুঁইয়া বিজয়

পাণ্ডু, ঝাড়গাঁও, দীঘলা, খুটাঘাট, কর্ণপুর, বেহার, রাউসীয়া, চকুয়ার ছয়গাঁও, বড়নগব এবং দরঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং বড়ভুঁইয়া, সরুভুঁইয়া, আগুড়িভুঁইয়া, ছুটিভুঁইয়া, কুসুমভুঁইয়া, এবং কেলেয়া

---

(২) মতান্তরে, এই সময়ে শিশুসিংহকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ১৭ পত্র।

(৩) দুর্গাদাস লিখিত বংশাবলী, ২৬ পত্র ; 'আসামবন্তী' পত্রিকা, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন।

(৪) তারিখে আসাম, ৫৯ পৃষ্ঠা ; রিয়াজোস্ সালাতিন—বঙ্গানুবাদ, ১২৩ পৃষ্ঠা।

(৫) রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া কৃত আসাম বুরুঞ্জী, ৫৫ পৃষ্ঠা ; বগুড়ার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা।

(৬) আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের পরে কামতাপুরে মুসলমান অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, নরবলি দেওয়ার জন্য তুরকা কোতয়ালের সহিত বিশ্বসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে কোতয়াল নিহত হইয়াছিলেন (দেবখণ্ড, দশম অধ্যায়)। উক্ত পুস্তকে 'তুরকা' কোতয়ালের বাসস্থান 'অষ্টগ্রাম' লিখিত আছে। রেভারেণ্ড রবিন্সন, তাহার অনুবাদে Eight villages (আটখানা গ্রাম) লিখিয়াছেন (p 18)। গৌহাটি নগরে 'অষ্টগ্রাম' পল্লী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কামরূপ বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, 'সেই বেলা (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে) বঙ্গাল আটগাঁওত আছিল'। মোগল আধিপত্যকালে, রাজকর্ম্মচারিগণ গৌহাটিতে এবং তাহার অদূরে পশ্চিমস্থ পাণ্ডুতে বাস করিতেন। বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক বিজিত অধিকাংশ সামন্তরাজ্য উল্লিখিত আটগ্রামের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত ছিল। কামরূপে 'হরগাঁও', 'সাতগাঁও', এবং 'নওগাঁও' নামক স্থানগুলি আছে।

ভুঁইয়া প্রভৃতি ভুঁইয়ারা ক্রমশঃ একে একে বিশ্বসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।(৭) পাণ্ডুর প্রতাপ ভুঁইয়ার ভ্রাতা শ্বেতধান নিরস্ত্র অবস্থার ব্রহ্মপুত্রে স্নান করার সময়ে বিশ্বসিংহ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ এবং বধ করেন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ বিশ্বসিংহ ভুটান আক্রমণ করিলে ভুটানের অধিপতি পরাজিত হইয়া করদানের অঙ্গীকারে তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। আসাম আক্রমণের অভিপ্রায়ে বিশ্বসিংহ জলপথে শিঙ্গরি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু, পথে অর্থাভাব উপস্থিত হইল। পররাষ্ট্রের প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের দ্বারা স্বকীয় সৈন্য-বলের 'রসদ' সংগ্রহ পূর্ব্বক দেশজয়ের সাধারণ নীতি তাঁহার মনঃপূত হয় নাই; যথেষ্ট অর্থ, দ্রব্যসম্ভার এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া পুনশ্চ তথায় আগমন করিবেন এই সংকল্প করিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভুটান বিজয়

মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে, মুসলমানগণ কয়েকবার আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন (১৫২৭-১৫৩২ খৃষ্টাব্দ)। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে তুবরক খাঁ আসাম আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) আহোম-রাজের সেনাদল গৌড়ীয় সৈন্যের পরাজয় সাধন করিয়া করতোয়াতীর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল।(৮) গৌড়ে ঐ সময়ে নসরত শাহের আধিপত্য চলিতে ছিল। বিশ্বকোষে লিখিত আছে যে, নসরত শাহ বিশ্বসিংহের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, দিল্লীশ্বর এসলাম শাহের সময়ে (১৫৪৫-১৫৫২ খৃষ্টাব্দ) বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক গৌড় বিজিত হইয়াছিল; (৯) কিন্তু, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

মুসলমান আক্রমণ

গৌড়বিজয়

---

(৭) খড়্গনারায়ণের বংশাবলী, ১০, ১২ পত্র; গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ৪৩, ৪৪ পত্র; মনুব্রনারায়ণের বংশাবলী ১০, ১১ পত্র; কামরূপ বংশাবলী, ১৯, ২০ পত্র; শঙ্করচরিত, ১৮৫, ১৯৮ পৃষ্ঠা; 'পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম', ২য় খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা।

(৮) পুরণি অসম বুরুঞ্জী, ৩১ পৃষ্ঠা।

(৯) যোগিনীতন্ত্রে, বিশ্বসিংহের কামতা, সৌমার (উপর আসাম) এবং গৌড়বিজয়ের সংবাদ পাওয়া যায়, যথা,—

'একেন জিতবান্ কামান্ সৌমারান্ গৌড়পকমান্'। (প্রথমার্দ্ধ, ত্রয়োদশ পটল)।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে গড়গাঁয়ের রাজা (আহোমরাজ) কামতারাজকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন; ইহার পরে, তিনি বিশ্বসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিলে, বিশ্বসিংহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন (Kassam Buranjee, Mss.. Book VIII, pp 27-30)। এই সংবাদ প্রকৃত হইলে, উক্ত 'কামতারাজ' কে ছিলেন তাহা নিশ্চয় করা কঠিন।

রাজধানী

বিশ্বসিংহের পিতা হরিদাস মণ্ডলের সময়ে, 'চিকনা' নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে, মৃগয়াকালে একখণ্ড বাঁশের 'চিকনি' (কঞ্চি) বিপরীতভাবে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহাকে ভগবতী কল্পনায় বিশু পূজা করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই উক্ত স্থান 'চিকনা' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল; (১০) মতান্তরে, হরিদাস মণ্ডলই 'চিকনা' নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ধুবড়ীর পঞ্চাশ অথবা ষাট মাইল উত্তরে (গোয়ালপাড়া জেলায়) সরলভাঙ্গা এবং চম্পামতী নদীর মধ্যস্থলে 'চিকনা' নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। চিকনার চতুর্দ্দিকে সোনাবাড়ী, মহাদেব, বামনকিল্লা, বাঁশবাড়ী, শিকারপুর এবং নয়াগড় নামক স্থানগুলিতে এখনও দুর্গের চিহ্ন আছে। চিকনার দশ অথবা বার মাইল উত্তরে, ভুটানরাজ্যে, 'কিল্লা বিবেনসিংহের' (বিশ্বসিংহের কিল্লার) ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত রহিয়াছে। আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মহারাজ বিশ্বসিংহ স্বকীয় রাজধানী কামতাপুরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।(১১) দুর্গাদাস 'হরভক্তি তরঙ্গে' লিখিয়াছেন;—

'কামতা নগর মাঝে, পুরি করি মহারাজে,
জেন শুরপতি পৃথিবিত'॥

সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহের আসাম আক্রমণের পরে—

"'এহি হোক' বুলি সবে পাল্লাত আসিলা।
কান্ত নামে নগরতে আনন্দে রহিলা॥"

বিশ্বসিংহের এই রাজধানীর প্রসঙ্গে উক্ত বংশাবলীতে লিখিত আছে,—

'অগ্নিকোণে দেবীগঞ্জ আছয় সাক্ষাত।
নামত কমতেশ্বরী দেবী আছে তাত॥
উত্তরে আছয় শিব বাণেশ্বর নাম।
যাক সেবি পাবে ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম॥'

---

(১০) মতান্তরে, একখণ্ড 'মদন' অর্থাৎ 'ময়নাকাষ্ঠে' দেবী কল্পনা করিয়া বিশু পূজা করিয়াছিলেন; সেই হইতে কোচবিহার রাজধানীতে 'ময়নাকাষ্ঠ' দেবীপূজার 'শক্তি পৌজ' করা হইতেছে। রাজোপাখ্যান, দেবখণ্ড, নবম অধ্যায়।

(১১) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহ মাতার আদেশে তাঁহার রাজধানী চিকনা হইতে নিজভূমিতে (হিঙ্গুলাবাসে) স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন (দেবখণ্ড, একাদশ অধ্যায়)। বর্ত্তমান কোচবিহার রাজধানীর প্রায় ২০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে 'আলিপুর দুয়ার' মহকুমার মহাকালগুড়ির নিকটে 'হিঙ্গুলাবাস' বা 'হিঙ্গুলাকোটে'র ধ্বংসাবশেষ এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কামরূপ বংশাবলীতে ক্রময়াকুণ্ডের নিকট 'চণ্ডিকাবাহ' (চণ্ডিকা বিহার) নামক স্থানে বিশ্বসিংহের রাজধানী স্থাপনের উল্লেখ আছে।

বিশ্বসিংহের পুত্র শুক্লধ্বজের আদেশে রচিত (পীতাম্বরকৃত) নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত আছে;—

মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে।
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে॥'

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১ পত্র।

'কামতানগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর।
প্রচণ্ড প্রতাপ রাজা ভোগে পুরন্দর॥'

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৩৫ পত্র।

'অতি সুরপুর সে যে কামতানগর।
(তথায়) আছয় বিশ্বসিংহ নৃপবর॥'

দশম স্কন্ধ ভাগবত, ৭৮ পত্র।

বিশ্বসিংহের স্ত্রী এবং পুত্র

মহারাজ বিশ্বসিংহের বিবাহ-সংস্কার 'গান্ধর্ব্ব মতে' সুসম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মহিষীগণের সংখ্যা কত ছিল, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তাঁহার অষ্টাদশ অথবা (মতান্তরে) ঊনবিংশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার মহিষীদিগের এবং তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রগণের নিম্নলিখিত নাম ও পরিচয় দরঙ্গ বংশাবলীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা:—

	মহিষীদিগের পিত্রালয়	মহিষীদিগের নাম	গর্ভজ পুত্রগণের নাম
১।	নেপাল	রত্নকান্তি	নরসিংহ
২।	গৌড়	হেমপ্রভা	নরনারায়ণ
৩।	"	পদ্মাবতী	শুক্লধ্বজ
৪।	কামরূপ	চন্দ্রকান্তি	কমলনারায়ণ
৫।	"	পূর্ণকান্তি	মদন বা ময়দান
৬।	"	হেমকান্তি	রামচন্দ্র
৭।	"	রতি	সুরসিংহ
৮।	কাশ্মীর	তিলোত্তমা	মানসিংহ
৯।	কাশী	চন্দ্রা	মেচা
১০।	"	চন্দ্রাননা	মুধকজু বা মুধাজ
১১।	"	জয়া	বামনারায়ণ
১২।	"	বিজয়া	অনন্ত
১৩।	"	জয়ন্তী	দীপসিংহ

	মহিষীদিগের পিত্রালয়	মহিষীদিগের নাম	গর্ভজ পুত্রগণের নাম
১৪।	শোণিতপুর	ললিতা	হেমধর
১৫।	”	লাবণ্যবতী	মেঘনারায়ণ
১৬।	”	পদ্মমালা	জগৎ
১৭।	মিথিলা	শতরূপা	রূপচান্দ
১৮।	”	কাঞ্চনমালিকা	সূর্য্য
১৯।	(অজ্ঞাত)	(অজ্ঞাত)	হরিসিংহ

গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, রাণী প্রভাতীর গর্ভে নরসিংহ এবং সুদামীর গর্ভে নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রিপুঞ্জয়ের মতে, মধুমতী এবং সুদামী নামে বিশ্বসিংহের দুই মহিষী এবং লীলাবতী নামে এক 'কন্যাপাত্রী' ছিলেন (১২) এবং লীলাবতীর গর্ভে নরসিংহ এবং মধুমতীর গর্ভে অষ্টাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কামরূপ বংশাবলীতে বিশ্বসিংহের অষ্টাদশ পুত্রের নাম লিখিত আছে; কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যে নরসিংহের নাম নাই এবং মহিষীগণের পরিচয়ও অব্যক্ত রহিয়াছে। খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে রাজপুত্রগণের অষ্টাদশ সংখ্যার উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে কেবল নরসিংহ, মল্লদেব (নরনারায়ণ), শুক্লধ্বজ এবং গোসাঁই কমলের (কমলনারায়ণের) নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের মাতৃগণের নামের উল্লেখ নাই। কবি শ্রীনাথ বিরচিত (১৭শ শতাব্দী) 'বিশ্বসিংহচরিতম্' কাব্যে মল্লদেবের (নরনারায়ণের) 'বহু ভ্রাতার' উল্লেখ আছে। দুর্গাদাস লিখিয়াছেন যে, বিশ্বসিংহের 'বিশ্বধাত্রী' রাণীর গর্ভে মল্লদেব এবং শুক্লধ্বজ নামক দুইপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মুন্সী জয়নাথ ঘোষের মতে অষ্টগ্রামের অধিপতি 'তুরকা কোতয়াল' প্রথমতঃ হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন; হিন্দু থাকা অবস্থায় তাঁহার যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বিশ্বসিংহ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভেই নরসিংহ, নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ নামক তিন পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

মহারাজ বিশ্বসিংহের পুত্রগণের মধ্যে নরসিংহ, নরনারায়ণ (মল্লদেব), শুক্লধ্বজ (চিলারায়), কমলনারায়ণ (গোসাঁই কমল), গোসাঁই মদন, গোসাঁই সূর্য্য, রামচন্দ্র, হেমধর এবং দীপ-

---

(১২) রাজা অথবা রাজবংশধরগণের বিবাহ উপলক্ষে কন্যার অভিভাবক কর্তৃক এক বা ততোধিক কুমারীকে কন্যার সহচরীরূপে অথবা যৌতকস্বরূপ প্রদান করা হইলে, সেরূপ কুমারীকে 'কন্যাপাত্রী' বলা হইত। পর্ব্বতনারায়ণ কোঙর বাদী এবং কমীন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি বিবাদীর মধ্যে পাঙ্গার (রঙ্গপুর জেলায়) জমিদারী লইয়া যে স্বত্বের মোকদ্দমা (১১২ নং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) হইয়াছিল, তাহাতে সাক্ষ্যদান কালে জলপাইগুড়ির শর্ব্বদেব রায়কত ঐ প্রকারের লিখিত এক উক্তি দাখিল করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'ঐ প্রকার সহচরীর গর্ভজাত সন্তান রাজা হইতে পারেন, যদ্যপি বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সন্তান না থাকে।'

সিংহের ন্যায় তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যের জন্য সুপরিচিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারিজনই সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। কথিত আছে যে, মহারাজ বিশ্বসিংহ 'গুলিবাঁট' করিয়া পুত্রগণের ভবিষ্যৎ কর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছিলেন; উক্ত ব্যবস্থায় নরসিংহ স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়ায় বিদেশে এবং নরনারায়ণ মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়ায় স্বদেশে রাজা হওয়া অবধারিত হইয়াছিল এবং লৌহ প্রাপ্ত হওয়ায় শুক্লধ্বজ 'ক্ষাত্রধর্ম' প্রতিপালন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের পুত্রগণের মধ্যে নরসিংহ অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ এবং পিতার সবিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। নরসিংহের প্রতি পিতার স্নেহাধিক্য দর্শন করিয়া নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ অভিমানে দেশত্যাগ পূর্ব্বক বারাণসীক্ষেত্রে গমন এবং তথায় ব্রহ্মানন্দ বিশারদ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিয়া নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসা এবং পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।(১৩)

নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজের বিদ্যাশিক্ষা

মহারাজ বিশ্বসিংহের ভ্রাতা শিষ্যসিংহ বা শিবসিংহ 'শিলিয়াগুড়ি' নামান্তরে 'শিলিখাগুড়ি'তে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। 'রায়কত' উপাধিধারী তাঁহার বংশধরগণ তথা হইতে পরে বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাঁহারা জলপাইগুড়িতে বাস করিতেছেন।

রায়কত শিষ্যসিংহ

মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য নানা পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যসিংহকে 'রায়কত' (রায় কোট=দুর্গাধ্যক্ষ) এবং প্রধান সেনাপতির পদ ও স্ববংশীয় বাদশজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে কার্য্যী (কর্ম্মচারী) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 'বরিহনা'কে যুদ্ধ এবং পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর পদ প্রদত্ত হইয়াছিল, বৈশাগু ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বিচারবিভাগের অধিপতি এবং যুদ্ধপটু যুদ্ধাবরকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। 'সার্ব্বভৌম' উপাধিধারী জনৈক পণ্ডিত, শ্রীধর নামক দৈবজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত একজন বৈদ্য রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। কথিত আছে যে, মহারাজ বিশ্বসিংহের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কুড়ি জনের উপরে যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতেন তাঁহাকে 'ঠাকুরিয়া', যিনি একশত জনের উপর স্থাপিত ছিলেন তাঁহাকে 'শয়কিয়া', একসহস্রের উপরিস্থ ব্যক্তিকে 'হাজারিকা', তিন সহস্রের উপরে আধিপত্যকারীকে 'ওমরা' এবং বাইশ ওমরার উপরে স্থাপিত ব্যক্তিকে 'নবাব' বলা হইত।(১৪) রাজার বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ, মহিষ এবং উষ্ট্র ছিল। তিনি শান্তি রক্ষার জন্য জনকতক

রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা

(১৩) দরঙ্গের সমস্ত বংশাবলীতে এই বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

(১৪) এই ব্যবস্থা প্রাচীন অধিকারনির্দ্দেশের অনুরূপ; (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, দ্বিতীয় অধ্যায়)। মোগল সম্রাটদিগের 'মনসব' প্রভৃতি পদবীর সহিত উল্লিখিত পদগুলির কিছু কিছু ঐক্য আছে।

ব্যক্তিগণকে লস্কর, ভুঁইয়া এবং বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিয়া সীমান্ত প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজ বিশ্বসিংহের অধীন দেশসমূহে যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হইত, করস্বরূপ তিনি তাহার অংশ গ্রহণ করিতেন।

কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার

মহারাজ বিশ্বসিংহ গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী নীলাচলে অবস্থিত কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করিয়া তথায় তাঁহার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, উক্ত পীঠের মন্দির সর্ব্ব প্রথমে নরকাসুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ;(১৫) কিন্তু, পরে উহা ভগ্ন এবং মৃত্তিকার স্তূপের নিম্নে বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় পতিত ছিল। উক্ত পর্ব্বতের অধিবাসী কতিপয় নরনারী ঐ স্তূপকে দেবস্থান মনে করিয়া তথায় শূকর এবং কুক্কুট প্রভৃতি পশু পক্ষী বলি দিয়া পূজা করিত। কথিত আছে যে, একদা বিশ্বসিংহ ও শিবসিংহ নৈশ অভিযানে পথ ভুলিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নীলাচলের উপর গিয়া উপস্থিত হন ; তাঁহারা তথায় এক মৃত্তিকাস্তূপের সন্নিকটে বৃক্ষমূলে অবস্থিতা এক বৃদ্ধার প্রমুখাৎ অবগত হন যে, ঐ স্তূপটি স্থানীয় অধিবাসিগণের দেবস্থান। রাজা তাঁহার সৈন্যসামন্তের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার প্রত্যাশায় তথায় 'মানত' করেন এবং অগোণে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। উক্ত স্থানের এতাদৃশ মাহাত্ম্য দর্শনে রাজা বিস্মিত এবং কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং পণ্ডিতগণের সাহায্যে এবং শাস্ত্রাদি পাঠে উহাকে কামাখ্যা মহাপীঠ বলিয়া অবগত হন। স্বকীয় রাজ্য নিষ্কণ্টক হইলে তিনি ঐ পীঠে দেবীর স্বর্ণমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই কামনাও পূর্ণ হইয়াছিল। উক্ত মৃণ্ময় স্তূপের খননকালে তথায় ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরের নিম্নভাগ এবং মূলপীঠ আবিষ্কৃত হয় এবং রাজা সেই ভগ্নাবশেষের উপরে ইষ্টক দ্বারা নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বকীয় প্রতিশ্রুতি পরিপালনের জন্য প্রতি ইষ্টকখণ্ডে এক এক রতি স্বর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন, ইত্যাদি জনশ্রুতি আছে।(১৬)

---

(১৫) 'The Kamakhya temple is said to have been first erected by Narak.' *The Kamarupa District Gazetteer, p 91.*

(১৬) রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া কৃত আসাম বুরুঞ্জী, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা ; প্রবন্ধাষ্টক, ৯৯ পৃষ্ঠা। 'He (Bisva Sing) revived the worship of Kamakhya, rebuilt her temple on the Nilachal hill near Gauhatti, and imported numerous Brahmanas from Kanauj, Benares and other centres of learning.' *History of Assam, p 49.*

'কামাখ্যার যখন যখন ব্রহ্মশাপ আপতিত হইবে, তখন তখন বিশ্বসিংহ কামরূপ রাজা রক্ষা করিবেন' যোগিনী-তন্ত্রে এরূপ উক্তি আছে। পূর্ব্বখণ্ড, ১৩শ পটল। কামাখ্যামন্দির পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং চারি অংশে বিভক্ত ; গর্ভগৃহ বা মূলমন্দির পূর্ব্বদিকে এবং তাহার পরে ভোগমূর্ত্তি অথবা চলন্তমূর্ত্তি ও পঞ্চরত্নের গৃহ পর পর অবস্থিত আছে। ঐ সমস্ত গৃহের প্রস্তর নির্ম্মিত অংশ গর্ভগৃহ সহকারে উচ্চতায় যথাক্রমে ২৩ ফিট, ১২।০ ফিট এবং ১২ ফিট

বিশ্বসিংহের ধর্ম্ম

মহারাজ বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন এবং কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি শাস্ত্রমত শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।(১৭) তিনি কনৌজ, কাশী এবং অন্যান্য স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়ন এবং তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাসুদেব আচার্য্যের পুত্র বল্লভাচার্য্যকে শ্রীক্ষেত্র হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে তিনি কামাখ্যাদেবীর সেবাপূজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।(১৮)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজা হইবার পরে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী অনেক ঐতিহাসিক উক্ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, কিন্তু কেহই সেরূপ মতের অনুকূল কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। স্যার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়াছেন (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে) যে, 'হাজোর দৌহিত্র বিশুর সময়ে কোচজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্ব প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং বিশু স্বকীয় কর্ম্মচারী ও প্রধান প্রধান অধিবাসিগণের সহিত হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।' বিশ্বসিংহের ভ্রাতা শিশুসিংহ রায়কতের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, "বিশুর হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করার পরে শিশু 'শিবকুমার' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ডাক্তার ক্যাম্বেলের মতে (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে) "যদিও রাজা (তাৎকালিক রায়কত) আপনাকে 'হিন্দু' বলিয়া প্রচার করিতে অভিলাষী, তথাপি তাঁহাকে প্রকৃত 'হিন্দু' বলা যাইতে পারে না।" জলপাইগুড়ির অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতবংশের পোষ্যপুত্রগ্রহণ-সংক্রান্ত মোকদ্দমায় মহামান্য প্রিভি কাউন্সিল ঐ সকল অভিমত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, 'বৈকুণ্ঠপুর রাজবংশে যে কোন হিন্দু আচার গৃহীত হইয়া থাকুক না কেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, পোষ্যপুত্রের উত্তরাধিকারপ্রথা তাঁহাদের বংশে কখনও গৃহীত হয় নাই।'(১৯) ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের মতে (১৮০৮ খৃষ্টাব্দ) রাজা নীলধ্বজের পূর্ব্বে কামরূপে ব্রাহ্মণের বসতি থাকার

মাত্র। সর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তের গৃহ পরবর্ত্তিকালে আহোমরাজগণ কেবল ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এরূপ জানিতে পারা গিয়াছে।

(১৭) 'কালীচন্দ্র নামে ভট্টাচার্য্য আনিলা।
শিবর দিক্ষাক তেহে আনন্দতে দিলা॥'

গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ৫২ পত্র।

(১৮) রিপুঞ্জয় লিখিত বংশাবলী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বল্লভভট্ট নামক শ্রীক্ষেত্রবাসী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ)।

(১৯) *I. L. R.* Cal, *XI* (*P. C.*) *pp 472, 477, 482.*

উল্লিখিত অভিমতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, বিশ্বসিংহ সপারিষদ এবং প্রধান প্রধান প্রজা সহ 'হিন্দু' হইলেও তাঁহার ভ্রাতা এবং সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী কেবল মাত্র 'শিবকুমার' উপাধি গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত ছিলেন; ইহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই। তাঁহার এই মত যে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

'হিন্দুর আচার ব্যবহার' বলিলে কোন্ কোন্ আচার ব্যবহার বুঝায় অথবা কোন্ কোন্ আচার ব্যবহার পরিত্যাজ্য হয়, তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা জাতি 'হিন্দু অথবা অহিন্দু', তাহা নির্ণয়ের প্রয়াস অতি কঠিন এমন কি অসাধ্য কার্য্য বলিয়া মনে হয়। বিশাল হিন্দুজনতার মধ্যে দেশ অথবা সম্প্রদায় ভেদে যে সকল ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার ব্যবহারাদি প্রচলিত আছে, তাহারা সর্ব্বত্র একরূপ নহে। ধর্ম্মবিশ্বাসে সাকারবাদ, নিরাকারবাদ, নিরীশ্বরবাদ এবং শূন্যবাদ প্রভৃতি নানা প্রকারের বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে; তাঁহাদের উত্তরাধিকার কোথাও পুত্রক্রমে, কোথাও বা আবার কন্যাক্রমে, নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। খাদ্যপানীয়াদির বিচার করিয়াও কে হিন্দু অথবা কে অহিন্দু, তাহা নিরূপণ করিবারও কোন উপায় নাই। রাজপুতানার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ বন্যশূকরমাংস অবাধে ভক্ষণ করিয়া থাকেন; কামরূপ ক্ষেত্রেও কূর্ম্ম এবং বন্যবরাহাদির মাংসভক্ষণ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া যোগিনীতন্ত্রে এবং অন্যান্য মাননীয় শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। কূর্ম্ম, বন্যবরাহ, গণ্ডার এবং সাধারণতঃ আরণ্য পশুপক্ষিমাত্রেই (শূদ্রের কথা দূরে থাকুক) দ্বিজ ত্রিবর্ণের পক্ষেও ভক্ষ্য বলিয়া মনুসংহিতায় ব্যবস্থিত হইয়াছে (পঞ্চম অধ্যায়)।

ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নরক পৌরাণিক যুগে কিরাত জাতিকে কামরূপ হইতে অপসারিত করিয়া তথায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার বহুকাল পরে পর্য্যটক হিউয়েন সাঙ কামরূপ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন (সপ্তম শতাব্দী) যে, তথাকার লোকে দেবদেবীর পূজা করে এবং পশুপক্ষ্যাদি জীববলি দেয়; দেশে কয়েকশত দেবমন্দির আছে, কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম নাই; লোকে শিক্ষানুরাগী এবং তাহাদের ভাষার সহিত মধ্যভারতের ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ইত্যাদি।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর এবং তাহার পরের (ষষ্ঠ, সপ্তম, ইত্যাদির) যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি হয় ব্রাহ্মণগণের বসতির অথবা দেবমন্দিরস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূমিদানের দলীল এবং তাহাদের সম্প্রদাতা রাজগণ সকলেই হিন্দুধর্ম্মের ভক্ত ছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁহার সমসাময়িক কামরূপবাসিগণের বিশেষরূপ উন্নত অবস্থার সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এক সহস্র বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের অনুরূপ কামরূপদেশও বৌদ্ধমতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু, কামরূপ হইতে তাহার তিরোধান অনেক পরে ঘটিয়াছিল। কামরূপের সমাজবক্ষে বৌদ্ধ আচার ব্যবহারের অনেক চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

জাতিতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই 'রাজবংশী' জাতিকে কোচজাতির নামান্তর স্বীকার করত কেহ তাঁহাদিগকে মোঙ্গল, কেহ দ্রাবিড়, এবং কেহ বা নিগ্রো বংশোদ্ভব বলিয়াছেন। বিশ্বসিংহ যে বিশেষ জাতি অথবা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন, তাহা বাঙ্গলার

কোনও কোনও জাতি অথবা সম্প্রদায়ের স্তার হয়তো বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে হিন্দুধর্ম্মের কোনও বিশেষ (শৈব বা শাক্ত) সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু, বিশ্বসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই যে ইঁহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বনের সূত্রপাত হইয়াছে, এইরূপ উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ বিদ্যমান নাই। বিশ্বসিংহের পুত্রের সমসাময়িক ঐতিহাসিক সেখ আবুল ফজল আকবরনামায় লিখিয়াছেন যে, বিশ্বসিংহের মাতা জল্পেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং বিশ্বসিংহের মাতাপিতা যে হিন্দু ছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যাইতেছে।

রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা

কথিত আছে যে, মহারাজ বিশ্বসিংহ তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে করতোয়া হইতে ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত এক বিশাল মৃণ্ময় প্রাকার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। করতোয়াতীর হইতে ঘাঘট নদীর তীর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রসারিত উক্ত প্রাচীরের কিয়দংশ রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্ডীর নিকটে (বদরগঞ্জ রেলষ্টেসনের কয়েক মাইল দক্ষিণ) অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থায় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং ঘাঘটের পশ্চিমে সাদুল্লাপুরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে প্রাকারের কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গাইবান্ধার উত্তরে উক্ত প্রাচীর ঘাঘট অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ব্রহ্মপুত্রতীর (বরিতলা) পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং উহার একটী শাখা উলিপুরের প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রাকার ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহাররাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দ্দেশ করিত।(২০) বিশ্বসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কামতেশ্বরগণকেও উক্ত প্রাকারের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন ; কিন্তু, তাঁহাদের রাজ্য উক্ত প্রাকারকে অতিক্রম করিয়া আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত দক্ষিণে প্রসারিত ছিল। কেহ কেহ আবার উক্ত প্রাকার ষোড়শ শতাব্দীর অন্তিম ভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ নরনারায়ণ কিংবা তাঁহার পরবর্ত্তী কোনও রাজার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।(২১)

---

(২০) *A Statistical Account of Rungpore, p 315 ; The Rungpore Report, p 11 ; The Rungpore District Gazetteer, pp 26,32.*

'The Kamta family was succeeded by the Koch dynasty, * * * the new Rajas secured their possessions by erecting along the boundary a line of fortifications, many of which are still in excellent preservation'.

The Contributions to the History and Geography of Bengal, p 22.

'And thus (a line of fortifications) completed the defence of the northern parts of Kamrup from the Bramhaputra to the Karatoya. There can be little doubt, that, these works were constructed by the Koches as a defence against the Moslems, but for an additional strength to their lines they may have taken advantage of an old fort built by Nilambar.'

The Eastern India, Vol. III, p 465.

(২১) *The Rungpore District Gazetteer, p 26.*

'কোচবিহাররাজ মোদনারায়ণ (১৬৬৫-৮০ খৃষ্টাব্দ) অথবা উপেন্দ্রনারায়ণ (১৭১৪-৬৩ খৃষ্টাব্দ) উক্ত প্রাকার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন', ডাঃ বুকানন হেমিল্টন এইরূপ লোকমতও শ্রবণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, এতৎসম্বন্ধে উপেন্দ্রনারায়ণের সংশ্রব আদৌ আলোচনার যোগ্য নহে ; তবে, মোদনারায়ণকে উহার সংস্কারকর্ত্তা বলিলেও বলা যাইতে পারে। সুবাদার মীরজুম্‌লা কোচবিহার আক্রমণকালে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দ) ঐ প্রাকার অতিক্রম করিয়া কোচবিহারে প্রবেশ করা কঠিন কার্য্য মনে করিয়াছিলেন ; ভিতরের দিকে গভীর খাত এবং উহার আপাদ মস্তক কণ্টকবনে আচ্ছাদিত ছিল। কোচবিহারজয়ের পরে সুবাদার মীরজুম্‌লা উহার অনেকাংশ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।(২২)

শিখধর্ম্মের বিবরণে লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে (মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে) শিখধর্ম্মের আদি গুরু বাবা নানক কামরূপে আগমন করিয়াছিলেন।(২৩)

গুরু নানকের আগমন

মহারাজ বিশ্বসিংহ পূর্ব্বোত্তর ভারতে একটী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার সময় হইতে একটী অব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ; কোচবিহারে তাহা 'রাজশক' নামে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। এই রাজশকের প্রারম্ভকাল খৃষ্টীয় ১৫[illegible] অব্দ হইতে গণিত হইতেছে ; কিন্তু, মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বের প্রারম্ভ যে উহার অন্ততঃ তেরো চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বেই হইয়াছে, তাহা পৃথক প্রস্তাবে যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

রাজশক

মহারাজ বিশ্বসিংহের মৃত্যুসম্পর্কে দরঙ্গের যাবতীয় বংশাবলীতে নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিত আছে ;—একদা ভবানন্দ নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ শোণিতপুর রাজধানীতে মহারাজ বিশ্বসিংহের নিকট আগমন করিলে রাজা তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পাদোদকমাহাত্ম্যের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভবানন্দ বলেন যে, ব্রাহ্মণের পাদাঙ্গুষ্ঠে শুক্লবর্ণ ব্রহ্মতেজঃ বহমান থাকায় তাঁহার 'পাদোদক' সমস্ত তীর্থজলসদৃশ পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। রাজা শুক্লবর্ণ শোণিত দর্শনের জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটালির দ্বারা ভবানন্দের অঙ্গুষ্ঠে ক্ষত করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজাজ্ঞা যথাযথরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল, কিন্তু শুক্লবর্ণ শোণিতের

বিশ্বসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি

---

(২২) আলমগীরনামা, ৬৯২ পৃষ্ঠা।

(২৩) 'Guru Nanak and Mardana went to Kamrup, a country whose women were famous for their skill in incantation and magic. It was governed by a Queen called Nurshah in the Sikh Chronicles. She, with her several females, went to the Guru and tried to obtain influence over him. * * * It is said that they became followers of Guru Nanak, and thus secured salvation. * * * The Guru returned from Kamrup by the great river Bramhaputra, and then made a coasting voyage to Puri on the Bay of Bengal.' *Extract from Chapter VI of The Sikh Religion by Macauliffe, Vol. I, p 78.*

পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণের অঙ্গুলি হইতে অত্যধিক পরিমাণে শুক্ল বর্ণের রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং তন্নিবন্ধন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মরণোন্মুখ ভবানন্দ অন্তিমকালে 'তোমারও ক্ষতরোগে মৃত্যু হইবে' বলিয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনায় রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত এবং বিষন্ন হইয়া পড়েন এবং একপক্ষকাল পরে বড় খসু (বসন্ত) রোগে (মতান্তরে বিস্ফোটকে) আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে, অনুতপ্ত রাজা স্বীয় বংশধরগণকে ব্রাহ্মণের প্রতি কখনও কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার না করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

বিশ্বসিংহের অন্তিম উপদেশ

আনুমানিক ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করেন এবং মহারাণী সুদামী দেবী সহমৃতা হন। (২৪) গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহের মৃত্যুসংবাদে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হরিদাস মণ্ডল শোকাকুল হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, মাতা হীরা দেবী সহমৃতা হন এবং পিতাপুত্রের একই সময়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ইত্যাদি। (২৫)

মহারাজ নরসিংহ

রাজশক ২৪, শকাব্দ ১৪৫৫, বঙ্গাব্দ ৯৪০, খৃষ্টাব্দ ১৫৩৩

কুমার নরসিংহ যে সময়ে (আনুমানিক ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন, কুমার নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ তখন পর্য্যন্ত কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের ধাত্রী (ধাই মা) রাজান্তঃপুরে বাসকরিতেন, লোকে তাঁহাকে 'রত্নী ধাই' বলিত; তিনি কুমার নরসিংহের রাজা হইবার সংবাদ 'নাগতোপ' নামক এক সন্ন্যাসীর দ্বারা পত্রযোগে কুমার নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজের নিকট প্রেরণ করেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় সেই সংবাদ পাইবাই অশৌচে কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা পিতৃব্যবহার অনুসরণে নরসিংহের স্বদেশে রাজা হইবার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলে অন্যান্য ভ্রাতৃগণও তাঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিলেন; সুতরাং

সিংহাসনারোহণ

(২৪) দরঙ্গের যাবতীয় বংশাবলীতে মহারাজ বিশ্বসিংহের পরলোকগমনের উল্লিখিত বিবরণ লিখিত আছে। রাজোপাখ্যানের মতে ৯৩১ সনে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি 'যোগাভ্যাসের জন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন'। কামরূপ বংশাবলীর মতে বিশ্বসিংহ নরনারায়ণকে সিংহাসন প্রদান করিয়া 'তিতরে' প্রবেশ করিয়াছিলেন। রিপুঞ্জয় লিখিত বংশাবলীতে বানপ্রস্থের উল্লেখ নাই। দুর্গাদাসের মতে বিশ্বসিংহ 'কন্যান্তর' হইলে নরনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন।

(২৫) দুর্গাদাসের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহের রাজ্যনাশের বৎসরেই হীরা দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল, ২৩ পত্র।

নরসিংহ নিরুপায় হইয়া পুত্র এবং চারিজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া মোরঙ্গ রাজ্যে পলায়ন করিলেন। পলায়নকালে তিনি দশভূজা দেবীমূর্ত্তি এবং 'হনুমান দণ্ড' সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। নরনারায়ণ রাজা হইয়া পলায়িত নরসিংহের পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া মোরঙ্গ হইতে নেপালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, নরসিংহের সাহায্যকারী মোরঙ্গরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার কতকগুলি প্রজাকে সন্ধির পণস্বরূপ নরনারায়ণের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বংশধরেরাই 'মোরঙ্গিয়া' অথবা 'মুরুঙ্গিয়া' পরিচয়ে এ পর্য্যন্ত কোচবিহাররাজ্যে বাস করিতেছে। নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ নেপাল পর্য্যন্ত নরসিংহের অনুসরণ করিলে তিনি দেবীমূর্ত্তি এবং 'হনুমানদণ্ড' তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কাশ্মীরে গমন করেন এবং তথা হইতে পরে সপুত্র 'সেলেঙ্গ' ভোটের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।(২৬)

নরসিংহের পলায়ন

দরঙ্গের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, পিতৃরাজ্য হইতে প্রস্থান করিবার এক বৎসর পরে নরসিংহ ভুটানের 'ধর্ম্মরাজ' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।(২৭) লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে (১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ষ্টিফেন ক্যাসিলা কামতারাজ্যের ভিতর দিয়া ভুটানে গমন করিয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পিতৃব্য ব্রহ্মগোপালকে ভুটানের পার্ব্বত প্রদেশে প্রবেশ করায় তথায় তাঁহাকে আবদ্ধ এবং হলকর্ষণের কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল এবং রাজা (লক্ষ্মীনারায়ণ) সেই সংবাদে কুপিত হইয়া তাঁহার রাজ্যে অবস্থিত যাবতীয় ভুটীয়া প্রজাকে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রাজার পিতৃব্যকে মুক্ত না করা পর্য্যন্ত এই আদেশানুসারে কার্য্য চলিয়াছিল এবং ভুটীয়ারা পরে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ভুটানের ধর্ম্মরাজা

(২৬) কথিত আছে যে, হিঙ্গলা এবং পথ (পাঁচু এবং মাচু?) নদীর মধ্যবর্ত্তী 'পুর্ণখাতা' (পুনাখা) নগরে, যথায় শৈলরাজের পাট ছিল তথায়, নরসিংহ রাজা হইয়াছিলেন। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ৩য় পত্র। পুণ্যখাতা, পূর্ণখাতা, পূর্ণাখ্য অথবা পুনাখা নগর পাঁচু এবং মাচু নদের মধ্যবর্ত্তী।

Bhutan and Story of Dooar War, p 138.

(২৭) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, কুমার নরনারায়ণের নবপরিণীতা পত্নী জ্যেষ্ঠ কুমার নরসিংহকে প্রণাম করিবার সময়ে তিনি ভ্রাতৃবধূকে 'রাজমহিষী ভব' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। নরসিংহের রাজা হইবার সময় উপস্থিত হইলে, নরনারায়ণের উক্ত পত্নী পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত আশীর্ব্বাদের কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় সত্যপ্রিয় নরসিংহ নরনারায়ণকে রাজা করিয়া নিজবাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বকীয় আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঙ্গা পরগণা (রঙ্গপুর জেলায়) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রিপুঞ্জয়ের মতে নরসিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৃষকেতু পাঙ্গা রাজবংশের আদিপুরুষ এবং রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সেনাপতি ছিলেন; কিন্তু ইহা প্রকৃত সংবাদ নহে। 'বাহারিস্তানে গাইবী' পুথিতে মধুসূদনের পিতা 'বেশকেতু' (বৃষকেতু) লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নরসিংহের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন রাজা রামচন্দ্রের বিরচিত 'জ্ঞানবজ্রসার' পুথির ভণিতায় নরসিংহের পুত্রের নাম 'ধ্বান্তকেতু' লিখিত আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

মহারাজ নরনারায়ণ

রাজশক ২৪—৭৮, শকাব্দ ১৪৫৫—১৫০৯, বঙ্গাব্দ ৯৪০—৯৯৪, খৃষ্টাব্দ ১৫৩৩-৩৪—১৫৮৭

চৌদ্দশতপঞ্চান্ন শকে মহারাজ নরনারায়ণ কামরূপ এবং কামতা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিষেককালে রায়কত শিষ্যসিংহ রাজার মস্তকে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং নূতন রাজা স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (১) উক্ত সময়ে রাজার নামাঙ্কিত একটী ছাপ অথবা মোহর প্রস্তুত হইয়াছিল; তাহা ব্যতীত, সিংহের মূর্ত্তিসমন্বিত আর একটী মোহর প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা 'সিংহচাপ' নামে অভিহিত হইত এবং রাজার বিশেষ বিশেষ অনুজ্ঞাপত্রে ঐ 'সিংহচাপ' ব্যবহৃত হইত।(২) অধীন সামন্তরাজগণ মহারাজ নরনারায়ণের অভিষেক উপলক্ষে যথাযোগ্য উপহার এবং কর প্রেরণ করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাজ্যাভিষেক

মহারাজ বিশ্বসিংহের যুদ্ধে পাণ্ডুর প্রতাপ রায় ভূঁইয়ার ভ্রাতা খেতখান নিহত হইলে প্রতাপ রায় সপরিবারে পূর্ব্ব আসামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভানুমতী নাম্নী এক কন্যা এবং চন্দ্রপ্রভা নাম্নী এক ভ্রাতুষ্পুত্রী (খেতখানের কন্যা) ছিলেন এবং এই দুইটী কন্যাই পরমা সুন্দরী এবং বিদুষী ছিলেন। প্রতাপ রায় ভানুমতী দেবীকে মহারাজ নরনারায়ণের এবং চন্দ্রপ্রভা দেবীকে কুমার শুক্লধ্বজের করে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া মহারাজ নরনারায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলে মহারাজ ভূঁইয়ার উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে ভানুমতী দেবীর সহিত তাঁহার ও চন্দ্রপ্রভা দেবীর সহিত কুমার শুক্লধ্বজের শুভ পরিণয় কার্য্য যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছিল।(৩)

বিবাহ

(১) খড়্গনারায়ণের বংশাবলী, ২০ পত্র; কামরূপ বংশাবলী, ৫৫ পত্র; রাজোপাখ্যান. নরখণ্ড, প্রথম অধ্যায়।

এই সময়ে শুক্লধ্বজকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদত্ত হইয়াছিল। *History of Assam, P 15.*

(২) বংশাবলী পুথি ব্যতীত শঙ্করচরিত পুস্তকেও (২১৩ পৃষ্ঠা) 'সিংহচাপ' মোহরের উল্লেখ আছে।

(৩) গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ৩১ পত্র; শঙ্করচরিত, ১২৮ পৃষ্ঠা।

প্রতাপ রায় ভূঁইয়া কায়স্থ ছিলেন; তাঁহার বংশধরেরা এখনও আসামের অন্তর্গত গৌরীপুরে, বড়পেটার নিকটস্থ 'ঢেকা' এবং নলবাড়ীর নিকটস্থ 'বালিকরিয়া' গ্রামে বাস করিতেছেন। গোবিন্দ পঞ্জিকা

রাজ্যবিস্তার

মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্যারম্ভকালে বাঙ্গালার আধিপত্য লইয়া গৌড়ে অত্যন্ত গোলযোগ চলিতেছিল। নসরত শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন (১৫৩২ খৃষ্টাব্দ), কিন্তু মাহমুদ শাহ তাঁহাকে বধ করিয়া গৌড়ের অধিপতি হন; অতঃপর শের খাঁ (১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া গৌড় অধিকার করেন। এই সময়ে গৌড়ে পাঠানরাজত্বের অবসানের সূত্রপাত হইতে ছিল এবং মহারাজ নরনারায়ণ সেই সুযোগে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

আহোমরাজের সহিত বিবাদ

মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজত্বের শেষাবস্থায় তাঁহার সহিত আহোমরাজের যে অসদ্ভাব চলিতেছিল, তাহা এক্ষণে বিবাদের আকারে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। আসামের সীমান্ত প্রদেশে কামতারাজের যে সমস্ত রক্ষিসৈন্য অবস্থান করিত, আহোমরাজপুত্র তথা হইতে তাহাদিগকে 'হোলা' নামক স্থানে তাড়াইয়া দেন (১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে)। মহারাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা কুমার দীপসিংহ, কুমার হেমধর এবং কুমার রামচন্দ্র রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কুমারত্রয়ের 'ভ্রমরাকুণ্ডে' তীর্থস্নান উপলক্ষে তাঁহাদের কতিপয় সৈন্য আহোমকর্ম্মচারী বড় সন্দিকৈর এক খানা নৌকা আটক করিলে আহোমদিগের সহিত কুমারগণের রক্ষিসৈন্যের বিবাদ উপস্থিত হয়; আহোমরাজপুত্র দীপসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের এক শত লোককে বধ করেন এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধারম্ভ হইলে কুমার দীপসিংহ স্বয়ং বহু সৈন্যসহ নিহত হন (১৪৬৮ শক, ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে)। তাঁহার কন্যা ও চৌদ্দটী হস্তী আহোমরাজপুত্রের হস্তে পতিত হয় এবং কুমার রামচন্দ্র ও কুমার হেমধর যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে তাঁহাদেরও প্রাণান্ত ঘটে। উক্ত সময়ে 'কাহি-নগরে' অবস্থিত কামতারাজের কর্ম্মচারী এবং শ্রীশঙ্করদেবের জামাতা মধু গিরিকে আহোমেরা বধ করেন এবং তাহার পরে কামতারাজের নূতন সৈন্যবল আগমন করিয়া আহোমসৈন্যকে জলে স্থলে যুগপৎ আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত করিতে আরম্ভ করে। দিকরাই নদীর তীরে আহোমপক্ষের কয়েকজন সেনাপতি ও বহু সৈন্য নিহত হয় এবং হতাবশিষ্ট আহোমসৈন্যের কতক জঙ্গলে পলায়ন করে ও কতক কলিয়াবরে গিয়া উপস্থিত হয়। কামতার সৈন্যবল তাহাদের অনুসরণ পূর্ব্বক 'সাওল' পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিলে তথায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বহু সংখ্যক আহোমসৈন্য তাহাদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণের অধীনতায় এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং পরিণামে কামতাসৈন্য পরাজিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের অভিমুখে পলায়ন করে এবং তাহাদের সেনাপতিগণ নারায়ণপুরে (লক্ষ্মীপুর জেলায়) একটী দুর্গ নির্ম্মাণ এবং তথায়

নামক রাজার আর এক শ্বশুরের নাম পাওয়া যায় ('ঠাকুর আতা', ১১৩ পৃষ্ঠা)। শঙ্কর চরিতে (২৭৫ পৃষ্ঠা) মহারাজ নরনারায়ণের 'ভুবনেশ্বরী' রাণীর নাম আছে।

সৈন্যসমাবেশ পূর্ব্বক (১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে) আহোমরাজের শিকিয়া দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। আহোমরাজের ভ্রাতা স্বয়ং এই যুদ্ধে যোগদান পূর্ব্বক কামতার সেনাবলকে জলে স্থলে আক্রমণ এবং সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন।(৪) কথিত আছে যে, ইহারাই কোনও এক যুদ্ধে নিহত কামতারাজের পাঁচ হাজার সৈন্যের মুণ্ডগুলি আহোমেরা একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান 'মঠাডাঙ্গ' (শিবসাগর জেলায়) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৪৭০ শকের মাঘ মাসে (১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে) কামতারাজ্যের সৈন্যদল পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল।(৫)

কালাপাহাড়ের কামরূপাক্রমণ

কোনও কোন লেখকের মত এই যে, পাঠান সেনাপতি সুবিখ্যাত কালাপাহাড় ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করিয়া হাজো এবং কামাখ্যা প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত দেবমন্দির এবং মূর্ত্তিসমূহ ধ্বংসসাৎ করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের পক্ষ হইতে কালাপাহাড়ের কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইবার কোনও কথা জানা যায় নাই; সম্ভবতঃ রাজা ঐ সময়ে পূর্ব্ব আসামে যুদ্ধবিগ্রহে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন।(৬)

সুচারুচান্দ এবং হনুমান দণ্ড

হোসেন শাহ কর্ত্তৃক কামতাপুর বিজিত হওয়ায় পরে কামতেশ্বরের পুত্র দুর্লভেন্দ্র পূর্ব্বদেশে গমন করিয়া তথায় একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দুর্লভেন্দ্রের পুত্র সুচারুচান্দ পরে আহোমরাজের সাহায্য লাভ করিলে আহোমরাজ (১৫২৫ খৃষ্টাব্দের পরে) গৌড়েশ্বরের পরামর্শসূত্রে সুচারুচান্দকে 'বেহারের' (?) রাজত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ কিন্তু সুচারুচান্দকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেন (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ) এবং সেই সময়ে তিনি হনুমান দণ্ড এবং ছত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।(৭) উক্ত সময়েই মহারাজ নরনারায়ণের সহিত আহোমরাজের বিরোধ চরম অবস্থায় উঠিয়াছিল। এই সুযোগে কামতারাজ্যের জনৈক সামন্ত রাজা বিদ্রোহী হইয়া আহোমরাজ খুক্লেং-মুংএর আশ্রয় গ্রহণ করিলে আহোমরাজ তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক কামতারাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।(৮)

---

(৪) *Buruñjes from Khunlong and Khunlai, Mss. Vol., I, p 488.* (*English Version.*)

(৫) রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জী, ৫২ পত্র। 'মঠাডাঙ্গ' অসমীয়া ভাষার শব্দ; ইহার অর্থ 'মঠ'—মাথা, ডাঙ্গ—ডাঙ্গা বা স্তূপ, সুতরাং মস্তকস্তূপ।

(৬) *Koch Kings of Kamarupa, p 34*; আসাম গেজেটের বিশেষ বিবরণ, ১১ পৃষ্ঠা।

(৭) রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জী, ৬৮ পত্র; কামরূপ বংশাবলী, ৫৫ পত্র। দরঙ্গ বংশাবলী এবং রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহই দেবাশ্রয়ে হনুমানদণ্ড এবং শ্বেতছত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(৮) *History of Assam, p 49.*

মহারাজ নরনারায়ণ ১৪৭৭ শকের (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের) আষাঢ় মাসে সতানন্দ কর্মী, রামেশ্বর শর্ম্মা, কালকেতু সরদার, ধুমা সরদার, উদ্ধব চাওনিয়া এবং শ্যামরায় চাওনিয়াকে দূতরূপে আসামে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বাইশ জন "চেকরী" রাজা তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। দূতদল আহোম-রাজধানী 'গড়গাঁয়ে' উপস্থিত হইয়া আহোমরাজের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক কামতারাজের প্রদত্ত পত্র এবং উপঢৌকন প্রদান করিলেন এবং "যেতিয়া পিতৃমহার বিশ্ব গৌড়েশ্বর সঙ্গত সম্বন্ধ হল, সেই দিন অবধি অসমরে বেহাররে সদ্ভাব চলিছে", ইত্যাদি পূর্ব্ববৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের তিন জন রাজকুমারকে অন্যায় যুদ্ধে বধ করার জন্য আহোমরাজকে অনুযোগ করিলেন।

আসামে দূত প্রেরণ

কথিত আছে যে, কামতারাজের প্রেরিত পত্র কালির পরিবর্ত্তে কেঁচোর রসে লিখিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তাহা কেহই পাঠ করিতে সমর্থ হন নাই। দুর্গাচরণ বড় কাকতি নামক জনৈক কর্ম্মচারী রাত্রির অন্ধকারে উহা পাঠ করায় আহোমরাজ তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ পুরস্কার প্রদান করেন; আরও, 'তাঁহার বংশধরেরা ভবিষ্যতে যে কোন অপরাধ করুন না কেন তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না' বলিয়া আদেশ প্রদান করেন।

'বিহার' হইতে প্রেরিত পত্র;—

"স্বস্তি সকলদিগন্তবিকর্ত্তনালাকালসমীরপ্রচলিতহিমকরহারহাসকাশকৈলাসপাণ্ডরযশো-রাশিবিরাজিতত্রিপিষ্টপত্রিদশতরঙ্গিণীসলিলনির্ম্মলপবিত্রকলেবরধীরবীরধৈর্য্যমর্য্যাদাপারাবারসকল-দিকামিনীগীয়মানগুণসন্তানশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণমহারাজপ্রচণ্ডপ্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমাসর্দ্দার উদ্ধব চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিত্তাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ঘড় ১ চেলা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ ধকাই ১ (১) পাটি ৫ খান এই সকল দিয়া পঠিয়াছে। আরু সমাচার বুজি কহি পঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়"।

(১) ধকাই—বংশনির্ম্মিত মৎস্যধরা যন্ত্রবিশেষ।

উপহারের দ্রব্যগুলি অসম্মানজনক বিবেচিত হওয়ায় আহোমরাজমন্ত্রী বড় গোঁহাই বলিয়াছিলেন, "আমি শুনিছিলোঁ কোচর দেশত মানুহে মানুহর ভুরুর গারুত শোবে সেই দেখি আমার দেশলৈকো এইটো মানুহর ভুরুর গারু দিছে হবলা।(১০) আমার দেশত কিন্তু কাউরি শগুনেহে মরা শ ব্যবহার করে (১১) এই মাছ যে আনিছে তাক আমার মানুহে ব্যবহার ন করে কোচর নিচিনা হারামখোরেহে তার সোবাদ জানে। আরু এই সারী কেইখন যে পঠাইছে তাক আমার দেশর খারচাইহঁতেহে পিন্ধে।(১২) জকাই দিছে জকাইয়ো তিনটা চুক পৃথিবীয়ো তিনটা কোন কিন্তু ঠাই পানিতহে জকাই বাব পারি অঠাই পানিত জকাই বাবলৈ গলে বুরি মরিব লাগে"।

দূতদলের অনুযোগের উত্তরে বড় গোঁহাই বলিয়াছিলেন যে, রাজকুমারগণের মৃত্যু দৈবঘটনা ; 'ক্ষত্রিয়র সম্বন্ধ এনে কটা মরাই' এবং তজ্জন্য দুই রাজার মধ্যে পূর্ব্ব সম্পর্কের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ইহার পরে কামতারাজের পত্রের এক ভৎর্সনাপূর্ণ প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল।

আহোমরাজের উত্তর

"স্বস্তি ত্রিপুরহরচরণস্বর্ণশ্রীপর্ণসুধাপানভৃঙ্গায়মানসম্মানদানসন্তানশৌর্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যৌদার্য্যপারাবারতুহিনকরনিকরতরঙ্গিণীতরঙ্গপাণ্ডরযশোরাশিবিরাজিতকুলকমলপ্রকাশৈকভাস্করশ্রীমন্মল্লনারায়ণরাজমহোদয়চরিতেষু।

'লিখনং কার্য্যঞ্চ অত্র কুশল। তোমার কুশলবার্ত্তা শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হৈলোঁ। আরু যে লিখিছা প্রীতিবৃক্ষ অঙ্কুরিত সেয়ে তোমার আমার সাক্ষাদেত বৃদ্ধিক পাগ্রা কলিত পুষ্পিত হৈবার খান যি কহিছ ই গোট বিশেষ। কিন্তু তোমার আমার প্রীতি গোট যি হত হয়ে ঘটিছে সমস্তে জান। সেইরূপ মর্য্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব কলিত পুষ্পিত কিসক নহৈব। আমরা পূর্ব্ব অভিপ্রায়তে আছি। আরু উকিলর সঙ্গে যি সকল দ্রব্যাদি পাঠাইছিলা ই সকল সভাত দেখাইবার উচিত ন হয় কিন্তু যি সকলে যি হক আচরি থাকে অনীতি হৈলেও আচরণীয়ক লৈ তাকে নীতি স্বরূপে দেখে এতেকে দিবার শোবা আরু সমুচয় সেই সেই দ্রব্যত প্রবর্ত্তনীয় লোকর ব্যবহারে যি বুজুবা হৈছে সেইরূপে বুজিবা। তোমার উকিলর সঙ্গে আমার উকিল শ্রীচণ্ডীবর ও শ্রীদামোদর শর্ম্মাক পাঠোবা হৈছে এমরার মুখে সকল সমাচার বুজিবা। তোমার অর্থে সন্দেশ নড়া কাপোর ২ খান গজদন্ত ৪ পাটিয়ন ২ যোনা পঠাইছে। শক ১৪৭৮ মাস আহার দিন ১০।"(১৩)

---

(১০) গারু—উপধান, বালিশ।

(১১) কাউরি—কাক, শ—শব।

(১২) খারচাই—বেশ্যা।

(১৩) আহার—আষাঢ়। 'আসামবন্তী' পত্রিকা, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন।

দূতদল ভগ্নমনোরথ হইয়া আসাম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহাদের নিকট হইতে আহোমরাজের পত্র এবং সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসাম আক্রমণের জন্ম যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পূর্ব্ব আসামে যাতায়াতের পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল; এই অসুবিধার প্রতিকার মানসে রাজা তাঁহার অন্যতম কনীয়ান্ ভ্রাতা গোহাঁই কমলের উপর বিবিধ সৈন্য-বল এবং যুদ্ধসম্ভার প্রেরণের উপযোগী একটী পথ প্রস্তুতের ভার অর্পণ করিলেন এবং তদনুসারে তিনি ভুটান পর্ব্বতশ্রেণীর এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের উপর দিয়া সুদূর 'পরশুকুণ্ড' পর্য্যন্ত এক দীর্ঘ এবং বিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করিলেন।(১৪) জলাভাব নিবারণের জন্য এই পথের পার্শ্বে পরিমিত দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল; এই রাজপথ এ পর্য্যন্ত 'গোহাঁই কমল আলী' নামে পরিচিত রহিয়াছে।(১৫) তেজপুর জেলার 'কবিরা আলী' এবং তাহার পূর্ব্বাংশের 'রাজগড়' নামান্তরে 'দফলাগড়ের' সহিত এই রাজপথ সংযুক্ত হইয়াছে।(১৬) পথ প্রস্তুত হইবার পরে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপানীয়াদি 'রসদ' এবং আবশ্যক যুদ্ধসম্ভারাদি দ্রব্যসহ প্রধান সেনাপতি শুক্লধ্বজ কোচ, ডোম এবং কাবি (কেওট?) জাতীয় লোকের সমবায়ে ঘটিত ষষ্টিসহস্র সৈন্য লইয়া যথাসময়ে যুদ্ধযাত্রা করেন (১৫৬২ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে আহোমসৈন্যসমূহ রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে লুণ্ঠনাদি নানা প্রকার অত্যাচারজনক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল।

আসাম আক্রমণের উদ্যোগ

গোহাঁই কমলের পথ

প্রধান সেনাপতি শুক্লধ্বজের অভিযান

শুক্লধ্বজ যুগপৎ জলপথে এবং স্থলপথে আসাম আক্রমণের আয়োজন করিয়াছিলেন। নৌসেনাপতি ভকুমাল (Bukutumlung) এবং টেপুর নায়কতায় এক বৃহৎ নৌ'বহর' নদীপথে এবং সেনাপতি ভীমবল এবং বাহুবল পাত্রের অধীনতায় বায়ান্ন হাজার সৈন্য স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। যুদ্ধযাত্রাকালে শুক্লধ্বজ পথে একটী দেববিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং 'শ্রীসূর্য্য'

নৌসেনাপতি

(১৪) মতান্তরে, লক্ষীপুর জেলায় অন্তর্গত নারায়ণপুর পর্য্যন্ত এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(১৫) আসামে আহোমরাজত্বকালে 'গোহাঁই' উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর পদবী বলিয়া গণ্য হইত। বিশ্বসিংহবংশীয় কুমারগণও 'গোহাঁই' (গোসাই?) বলিয়া অভিহিত হইতেন। আকবরনামায় 'মাল গোসাঁই', 'শুক্ল গোসাঁইর', এবং বাহারিস্তানে গাইবীতে 'সূর্য্য গোসাইর' নাম লিখিত আছে।

(১৬) *Report on the Progress of Historical Research in Assam, p 17.*

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ, 'দফলা' জাতির উপদ্রব নিবারণের জন্ত 'দফলা গড়' সংস্কার করিয়াছিলেন।

নামক স্থানে উহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। (১৭) অভিযানকারী সৈন্যসমূহের শেষভাগে মহারাজ নরনারায়ণ মহারাণী ভানুমতীর সমভিব্যাহারে এই যুদ্ধযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন।

মহিষীর সহিত রাজার যুদ্ধযাত্রা

রাজা প্রথমতঃ সনকোষ নদের তীরে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং পরে তথা হইতে 'টামটুমানী' গমন করেন; তথায় বার দল প্রজা তাঁহাকে নজর প্রদান করায় সেই স্থানের নাম 'বারদলা' হইয়াছিল।

বারদলা হইতে রাজা ভ্রমরাকুণ্ডের নিকটস্থ 'চণ্ডিকাবেহার' গমন করেন এবং ত্রিশূলদেবী ও ধনশুরির মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করেন।(১৮) তাঁহার

রাজনিয়ম প্রচার

আদেশে ঐ স্থানে একটী পার্ব্বত দুর্গ এবং 'নলখামার' নামে মঠ নির্ম্মিত হয় এবং রাজা উক্ত মঠে এক দেবী-প্রতিমা স্থাপন করিয়া জনৈক কাছাড়ীকে তাঁহার দেউরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানে তিনি সাত দুয়ারের (দ্বারের) ভুটিয়া অধিবাসিবর্গ, বিজনী এবং কুলগুড়ির ভূঁইয়া ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত রাজনিয়ম প্রচার করেন:—

'গোঁহাই কমল আলি মধ্যে সীমা করি।
উত্তরর কালে আছে যতেক কছারী॥
সেহি কালে দেবালয় আছে যত যত।
কোচে মেচে পূজিবেক মোহর বাক্যত॥
দক্ষিণর কালে পূজা ব্রাহ্মণে করিব।
এহি নিবন্ধনে সবে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিব'॥ সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ৪১ পত্র।

এই সমস্ত ভুটিয়ারা কস্তুরী, চামর, অশ্ব, স্বর্ণ ও কিন্খাপ বস্ত্রের দ্বারা রাজকর দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও রাজার অধীনতায় যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।(১৯)

---

(১৭) 'শ্রীসূর্য্য পর্ব্বত' গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত 'হাওড়াঘাট' পরগণায় অবস্থিত। তথায় একখণ্ড চন্দ্রাকার প্রস্তরে জ্যোতিষিক যন্ত্রের অনুরূপ এক চিত্র আছে। কথিত আছে যে, শুক্লধ্বজের সর্ব্বাঙ্গে 'ধবল শুচি' ছিল, উল্লিখিত বিগ্রহ স্থাপন করায় তাঁহার সমগ্র শরীরের বর্ণ প্রায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু, শরীরের কিঞ্চিৎস্থান শ্বেতবর্ণ থাকায় তিনি 'শুক্লধ্বজ' নামে খ্যাত হন (কমলসিংহের বুরঞ্জী, ৭৪-৭৫ পত্র)। মতান্তরে, আহোমরাজের নিকট সন্ধির পণস্বরূপ একটী শ্বেতহস্তী গ্রহণ করায় তাঁহার 'শুক্লধ্বজ' নাম হইয়াছিল। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া কৃত আসাম বুরঞ্জী, ১০৪ পৃষ্ঠা।

(১৮) 'ভ্রমরাকুণ্ড' অথবা 'ভৈরবকুণ্ড' মঙ্গলদই মহকুমার এলাকায় সোনাইগাঁও মৌজার অন্তর্গত এবং ওদালগুড়ির অদূর উত্তরে অবস্থিত।

(১৯) গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ৬৮-৬৯ পত্র; কমলসিংহের বুরঞ্জী ৭৬ পত্র।

রাজা 'চাণ্ডকাবেহার' হইতে শিঙ্গরী নামক স্থানে গমন করেন। দরঙ্গের সমস্ত বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, সেনাপতি শুক্লধ্বজ ভরলী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া অশ্বারোহণে উল্লম্ফন পূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সেই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের জন্ত তিনি 'চিলা রায়' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হন।(২০) অহোমরাজকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত এবং বিতাড়িত ছুটীয়া রাজার বংশধরগণ এই সময়ে মহারাজ নরনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে বাঁশবাড়ীতে (দরঙ্গ জেলায়) স্থান দান করিয়াছিলেন। আহোমরাজের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ভূঁইয়ারা ক্রমশঃ মহারাজ নরনারায়ণের দলভুক্ত হইয়াছিলেন এবং জনৈক ব্রাহ্মণ ভূঁইয়া একটি হস্তী উপহার প্রদান করিয়া শুক্লধ্বজের মিত্ররূপে এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন। 'দফলা' নামক পর্ব্বতীয় জাতির লোকেরাও এই যুদ্ধে মহারাজ নরনারায়ণের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন এবং মহারাজ তাঁহাদের অধিকৃত ভূমির সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

শুক্লধ্বজের 'চিলা রায়' উপাধিপ্রাপ্তি

ব্রাহ্মণ ভূঁইয়া এবং 'দফলী' জাতি:

১৪৮৪ শকে (১৫৬২ খৃষ্টাব্দে) আহোমরাজের সহিত কামতারাজের প্রকৃত সম্মুখসংগ্রাম আরব্ধ হইল; নৌসেনাপতি টেপু এবং ভকুমাল উভয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ উজাইয়া সেওলা ও মাকালং অধিকার পূর্ব্বক দিক্ষু নদীর মুখ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। আহোমপক্ষের জলসৈন্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাঁহারা শত্রুপক্ষের উপরে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। সেনাপতিদ্বয়ের হাঁড়ীয়া নদীর মুখে অবস্থানকালে তথায় উভয় নৌবহরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে আহোমসৈন্ত পরাজিত, তাঁহাদের কয়েকজন সেনাপতি নিহত এবং একজন বন্দীকৃত হন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কামতারাজের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি শুক্লধ্বজ জলপথে অগ্রসর হইয়া দিক্ষু নদীর মুখে দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থান করেন এবং তিনি পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে মোরঙ্গী দেশ লুণ্ঠন করেন। আহোমপক্ষ তাঁহার পথ অবরোধের উদ্দেশ্যে উক্ত নদীর অপর পারে দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিসা নদীর মুখে অবস্থান করিতেছিলেন; সেই সময়ে আহোমপক্ষ হইতে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সন্ধির প্রস্তাব লইয়া মহারাজ নরনারায়ণের নিকট আগমন করিলে মহারাজ আবশ্যক উপদেশ সহকারে রতিকান্তকে দূতস্বরূপ আহোমরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। রতিকান্ত আহোমরাজকে বলিয়াছিলেন, "দীর্ঘকাল যাবৎ আপনাদের উভয়পক্ষের মধ্যে বন্ধুতা রহিয়াছে এবং উভয়পক্ষেরই

জলে এবং স্থলে যুদ্ধ

(২০) মতান্তরে, তিনি চিল পাখীর ন্যায় 'ছোঁ' মারিয়া (অতর্কিতভাবে) আক্রমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার 'চিলা রায়' উপাধি হইয়াছিল। কাছাড়ের ইতিহাস, ৩৩ পৃষ্ঠা।

' ঘোরে চরি চিলা যেন ঝাম্পে রণ মাঝে।
এতেকে সে চিলারাই বোলে সবে রাজ্যে।' 'শ্রীশ্রীশঙ্করদেব' ১৮০ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বপুরুষ দেবসন্তান, (২১) সুতরাং দেববংশধর ; আপনারা পুরুষানুক্রমে পর্ব্বতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন এবং প্রাচীন কালে আপনার এক পূর্ব্বপুরুষ আমাদের রাজার এক পূর্ব্বপুরুষকে একটী কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন ; এই বন্ধুতা পরবর্ত্তী কালেও বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ থাকা উচিত নহে এবং যাহাতে উভয় রাজ্যের সুখ এবং সমৃদ্ধি স্থায়ী হয় আপনাদের তাহাই করা উচিত", ইত্যাদি।

রতিকান্ত যথাকালে প্রত্যাবৃত্ত হইলে সন্ধির সর্ত্ত অবধারিত এবং উভয় পক্ষের মধ্যে উপহারের আদান প্রদান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে যুদ্ধের বিরাম হয় নাই ; পরবর্ত্তী যে মাসে নৌসেনাপতি টেপু ঝিহিং নদীর তীরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া শত্রুপক্ষের অধিকৃত দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার যুদ্ধ বাধিল এবং আহোম সৈন্য পরাজিত হইল ; নিরুপায় আহোমরাজ নাগাপর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ সেই সময়ে মাজুলিতে অবস্থান করিতে ছিলেন ; (২২) অতঃপর যথাসময়ে আহোম রাজধানী গড়গাঁও অধিকৃত হইলে তিনি তথায় গমন করিলেন। কিছু-কাল পরে পলায়িত আহোমরাজের পক্ষে একজন প্রধান ব্যক্তি সন্ধিস্থাপনের জন্য মহারাজ নরনারায়ণের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণের দুইটী ও রৌপ্যের দুইটী পানপাত্র এবং একটী বৃহৎ রৌপ্যপাত্র উপহার প্রদান করেন।

আহোমরাজের পরাজয়

মহারাজ সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হইয়া আহোমরাজের দূতকে বলিয়াছিলেন যে, আহোম-রাজকুমারের সমভিব্যাহারে থাও-মং-লাং, শেং-ডাং এবং খাম-শেং এর পুত্রগণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, তৎপরে তিনি ঐ দেশ ত্যাগ করিবেন। আহোমরাজ তদনুসারে ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বকীয় সভাসদ 'লাল-লাউএর' পুত্র 'আহ' এবং চারি জন অভিজাত

---

(২১) যোগিনীতন্ত্রে আহোমরাজগণকে ইন্দ্রবংশীয় সৌমার বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথমার্দ্ধ, ১৩শ পটল।

(২২) শুক্লধ্বজ স্বকীয় সৈন্য পরিচালনকালে তাহাদের অবস্থানের জন্য যে যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেগুলি পরে 'মেচাঘর' নামে পরিচিত হইয়াছিল। জয়সিংহের বুরুঞ্জী, ৬৮ পত্র।

কথিত আছে যে, শুক্লধ্বজের আক্রমণ নিবারণের নিমিত্ত আহোমসেনাপতি শূদ্রশ্রেণীর কতকগুলি লোককে যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক গোপৃষ্ঠে যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গোব্রাহ্মণবধের ভয়ে শুক্লধ্বজ প্রথমতঃ তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই ; পরে তিনি আহোমসেনাপতির চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়া ঐ সকল গবারোহী সৈন্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন (রায় গুণাভিরাম বড়ুয়াকৃত আসাম বুরুঞ্জী, ৩১, ১০৩ পৃষ্ঠা ; কামরূপ বংশাবলী, ৫৬ পত্র)। দুর্গাদাসের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, সেই যজ্ঞসূত্রধারী গবারোহী কাছাড়িগণের বংশধরেরা পরে 'বোনগাঞা ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়াছেন (২২ পত্র)। অতঃপর সেই সকল কৃত্রিম ব্রাহ্মণের বংশধরগণ অত্যন্ত অনাচারী হওয়ায় পরবর্ত্তী আহোমরাজ প্রতাপসিংহ তাঁহাদের মধ্যে আট ঘর ব্যতীত আর সকলের উপবীত ছিঁড়িয়া দিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের অবসান করিয়া দিয়াছেন। রায় গুণাভিরাম বড়ুয়াকৃত আসাম বুরুঞ্জী, ১০৯ পৃষ্ঠা।

ব্যক্তিকে মহারাজ নরনারায়ণের নিকট প্রেরণ এবং করদান করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।(২৩) কথিত আছে যে, আহোমরাজ সেই সন্ধির পণস্বরূপ প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, ৬০টি হস্তী, ৬০টি সুন্দরী কন্যা, ৩০০শত মনুষ্য এবং রক্তবর্ণ এক রাজচ্ছত্র মহারাজ নরনারায়ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে অবস্থিত সমস্ত ভূভাগ মহারাজ নরনারায়ণের শাসনাধীনে আনীত হয় এবং কুমার কমলনারায়ণ মোরঙ্গী দেশের (লক্ষ্মীপুর জেলায়) উপরাজ অথবা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

আহোমরাজের বশ্যতা এবং সন্ধি

মহারাজ নরনারায়ণ আসামবিজয়ের পরে কাছাড়রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। একদা শুক্লধ্বজ বিংশতিজন মাত্র অশ্বারোহী এবং সেনাপতি কবীন্দ্র, রাজেন্দ্রপাত্র, দামোদর কার্য্যী ও মেধা মকদুম সমভিব্যাহারে কাছাড়রাজধানী 'মাইবঙ্গের' উপর অকস্মাৎ আপতিত হন; কাছাড়রাজ (সম্ভবতঃ মেঘনারায়ণ) শুক্লধ্বজের সহসা আবির্ভাবে ভীত হইয়া বিবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য এবং ২৮টা হস্তী তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন এবং তিনি ৭০ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা, এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং ৬০টা হস্তী বার্ষিক করদানের অঙ্গীকারে মহারাজ নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। শুক্লধ্বজ এই সময়ে কাছাড়ে একটা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উপনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ দেওয়ান চিলা রায়ের স্বজাতীয় বলিয়া তথায় 'দেওয়ান' অপভ্রংশে 'খেয়ান' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কাছাড়রাজগণের আধিপত্যকালে এই 'খেয়ান'রা রাজদ্বারে বিশেষ অনুগ্রহ এবং সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।(২৪)

কাছাড়বিজয়

কাছাড়বিজয়ের পরে শুক্লধ্বজ মণিপুররাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। মণিপুররাজ যুদ্ধে ভীত হইয়া বিংশতিসহস্র রৌপ্যমুদ্রা, তিনশত স্বর্ণমুদ্রা এবং দশটী হস্তী বার্ষিক করদানের অঙ্গীকারে সন্ধিস্থাপন করেন। ইহার পরে শুক্লধ্বজ জয়ন্তিয়ার রাজাকে আক্রমণ করেন; যুদ্ধে শুক্লধ্বজের হস্তে জয়ন্তিয়ারাজ নিহত হইলে, মহারাজ নরনারায়ণের আদেশে রাজপুত্রকে পিতৃরাজ্য প্রদত্ত হয় এবং দশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা, সত্তরটী ঘোড়া ও তিনশত 'নাকৈ দাও' তাঁহার দাতব্য বার্ষিক কর অবধারিত হয়। জয়ন্তিয়ার রাজা অতঃপর স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই আজ্ঞা যে যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মণিপুরবিজয়

জয়ন্তিয়াবিজয়

(২৩) *Burunjee from Khunlong and Khunlai, Mss., Vol. I, pp 496-502. (English Version.)*

শঙ্করদেবের বংশাবলী, শঙ্করচরিত, গুরুলীলা, কাছাড়ের ইতিহাস এবং আসামের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত প্রায় সমস্ত বুরঞ্জীতে উল্লিখিত যুদ্ধত্রয়ের বিবরণ লিখিত আছে।

(২৪) কাছাড়ের ইতিহাস, ৬৮ পৃষ্ঠা।

জয়ন্তিয়ারাজের কতকগুলি মুদ্রায় নারায়ণী মুদ্রার অনুরূপ একপৃষ্ঠে 'শ্রীশ্রীশিবচরণকমলমধুকরস্য' এবং অপর পৃষ্ঠে রাজার নামের পরিবর্তে 'শ্রীশ্রীজয়ন্তাপুরপুরন্দরস্য শাকে ১৫১২' মুদ্রিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়।(২৫)

বশ্যতাস্বীকারের জন্য অনুরোধ করিয়া শুক্লধ্বজ শ্রীহট্টের আমিলের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, আমিল সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আমিলের বাসস্থান আক্রান্ত হইলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং দুই দিবস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পরে শুক্লধ্বজ স্বয়ং অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। শত্রুসৈন্য মথিত করিতে করিতে তিনি ক্রমশঃ আমিলের নিকটবর্তী হন এবং খড়্গাঘাতে তাঁহার মুণ্ড দেহচ্যুত করেন; আমিলের এই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া তাঁহার সৈন্যদল চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। নিহত আমিলের ভ্রাতা যথাসময়ে মহারাজ নরনারায়ণের সমীপে আনীত হইলে মহারাজ তাঁহাকে আমিলের পদাভিষিক্ত করেন এবং নবনিযুক্ত আমিল একশত হস্তী, তিনলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা, দশসহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং দুইশত অশ্ব বার্ষিক করস্বরূপ প্রদানের অঙ্গীকার করিলে তাঁহাকে শ্রীহট্টরাজ্য পুনঃপ্রদত্ত হয়।(২৬)

শ্রীহট্টবিজয়

মহারাজ নরনারায়ণের আদেশে শুক্লধ্বজ ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কাছাড়ের সমতলভাগ ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং 'লখাই' নামক স্থানে ত্রিপুররাজের সহিত শুক্লধ্বজের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে তাঁহার এক তৃতীয়াংশ সৈন্য এবং সেনাপতি ভীমবল নিহত হন এবং অপর পক্ষে অষ্টাদশসহস্র সৈন্যসহ স্বয়ং ত্রিপুররাজ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যুদ্ধশেষে জয়লাভ করিয়া শুক্লধ্বজ বিজয়চিহ্নস্বরূপ একখানা 'লখাই' (অসি) এবং একটী বংশদণ্ড বিপরীতভাবে ভূমিতে প্রোথিত করিয়াছিলেন।(২৭) ত্রিপুরার রাজকুমার (মতান্তরে ভ্রাতা)

ত্রিপুররাজ্যবিজয়

---

(২৫) *J. A. S. B. Vol. VI, No. 4, p 159.*

(২৬) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা। শ্রীহট্টদেশে ঐ সময়ে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উক্ত ঘটনার কোনও উল্লেখ করেন নাই। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে;—

'জয়ন্তার দৈবন্তে আছয় রাজা এক।
চিরাট দেশের সি তো পাওহা অতিরেক॥' ৫৯ পত্র।

(২৭) কাছাড়ের ইতিহাস, ৩৭ পৃষ্ঠা।

দরঙ্গের প্রায় সমস্ত বংশাবলী পুথিতে উক্ত ঘটনার উল্লেখ আছে। বংশাবলী পুস্তকসমূহের রচনার অন্যূনাধিক বৎসর পূর্বের লিখিত 'পুরণি অসম বুরুঞ্জী' (১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ) পুস্তকেও নরনারায়ণকর্তৃক ত্রিপুররাজ্য বিজয়ের উল্লেখ আছে, ৬৬ পৃষ্ঠা। মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ যে-অবস্থিতি, কাছাড়, ত্রিপুরা এবং খাইরাম রাজ্য বিজয়াভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে Dr. Wade তাঁহার *An Account of*

[illegible] রৌপ্যমুদ্রা, একশত স্বর্ণমুদ্রা এবং ত্রিশটী অশ্ব উপহার প্রদান করিয়া সন্ধিপ্রার্থী হইলে মহারাজ তাহা তাঁহার রাজ্যের বার্ষিক কর অবধারিত করা হয় এবং কাছাড়রাষ্ট্রের উপর ত্রিপুররাজের অধিকার বিলুপ্ত করা হয়। এই সময়ে চট্টগ্রামের উত্তরার্দ্ধও ত্রিপুররাজের অধিকার চ্যুত ছিল।

খানপুরে সৈন্যস্থাপন

মহারাজ নরনারায়ণ নববিজিত প্রদেশে স্বকীয় প্রভুত্ব রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মপুরে একদল সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপুর পরে 'কোচপুর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তাহা এক্ষণে 'খানপুর' নামে অভিহিত হইতেছে।(২৮)

খাইরমরাজ বীর্য্যবন্ত প্রতিবেশী রাজগণের দুরবস্থা দেখিয়া স্বেচ্ছায় মহারাজ নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। পঞ্চদশসহস্র রৌপ্যমুদ্রা, নয়শত স্বর্ণমুদ্রা, পঞ্চাশটী অশ্ব এবং ত্রিশটী হস্তী তাঁহার বার্ষিক কর অবধারিত হইয়াছিল। খাইরমরাজ মুদ্রা প্রস্তুত করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, পরে মহারাণী ভানুমতীর অনুরোধে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছিল এবং তিনি মহারাজ নরনারায়ণের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

খাইরমরাজের আনুগত্য

ডিমরুয়ারাজ পাত্তেশ্বর কাছাড়ীদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার প্রত্যাশায় মহারাজ নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মতান্তরে, মহারাজ নরনারায়ণকর্ত্তৃক ডিমরুয়ারাজ বিজিত এবং বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পরে মহারাজ নরনারায়ণের আদেশে পাত্তেশ্বর জয়ন্তিয়ারাজ্যের প্রান্তদেশে অবস্থিত অষ্টাদশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে দক্ষিণকূলের (ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণতীরস্থ প্রদেশের) সামন্তরাজগণের রাষ্ট্রসীমা অবধারিত হইয়াছিল। উত্তরকালে পাত্তেশ্বরের পুত্র করদানে ত্রুটী করায় বন্দীকৃত হন; কিন্তু, শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।(২৯)

ডিমরুয়ারাজের বশ্যতা

Assam পুস্তকে লিখিয়াছেন (১৭৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দ),—'The brothers (Naranarayana and Sukladhvaja) proceeded to the conquest of Zewointia (Jayantia), Cosari (Cachar), Tepeera (Teppera) and Kuiramee (Khyrum).' P 251.

কোচবিহারের ইতিহাস 'রাজোপাখ্যান' ও ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালায়' (কৈলাসচন্দ্র সিংহসঙ্কলিত) উক্ত যুদ্ধ এবং ত্রিপুররাজের পরাজয়ের উল্লেখ নাই। রাজোপাখ্যানে কেবল আসামবিজয়ের প্রসঙ্গ আছে। রাজোপাখ্যান যে একখণ্ড অসম্পূর্ণ গ্রন্থ, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে, 'রাজমালা'ও তদ্রূপ; অধিকন্তু, 'রাজমালায়' (৪৯, ৫২ ও ৮৫ পৃষ্ঠায়) পরাজয়কলঙ্কের গোপন এবং প্রকৃত ঘটনার পরিবর্ত্তন স্বীকৃত হইয়াছে।

(২৮) কাছাড়ের ইতিহাস ৩৮ পৃষ্ঠা; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উপসংহার ১০১ পৃষ্ঠা।

(২৯) *History of Assam, p 109.*

[illegible] পুত্র গোবাম সিংহ এবং তৎপুত্র [illegible] রঘুদেবনারায়ণের পুত্র পরীক্ষিৎকে কর প্রদান করিতেন। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে জিমদলা রাজ্য আহোমরাজের অধীন হয়। জয়ন্তিয়ার বুরঞ্জী, ৯৪ পত্র।

এই সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের মূল স্রোত হাজোর নিকটস্থ 'থারুভাঙ' (বলয়াকার বক্রপথ) দিয়া প্রবাহিত হইত।(৩০) মহারাজ নরনারায়ণ আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, একটি

ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তন

খাল খনন পূর্ব্বক তাহাকে সরল পথে (রাক্ষসী পর্ব্বত হইতে বর্নদিয়া নদীর মুখ পর্য্যন্ত) পশ্চিমাভিমুখে চালিত করিয়াছিলেন। কালক্রমে ঐ খাল ক্রমশঃ মজিয়া যাওয়ায় আহোমরাজ তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন এবং তদবধি ব্রহ্মপুত্র নদ ঐ খাল দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

আসামবিজয়ের (১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ) পরে এবং কামাখ্যার মন্দিরনির্ম্মাণের (১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বে মহারাজ নরনারায়ণকর্ত্তৃক গৌড় আক্রমণের বৃত্তান্ত প্রায় সমস্ত বংশাবলী এবং আসাম-বুরুঞ্জীগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। সেই সময়ে গৌড়ে বারংবার রাজপরিবর্ত্তন হইতেছিল। বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে (১৫৬১ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার ভ্রাতা জালালউদ্দিন কিছু দিন রাজত্ব করিয়া গতাসু হন (১৫৬৩ খৃষ্টাব্দ) এবং তাঁহার পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন; গেয়াসউদ্দিন তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাজখাঁকর্ত্তৃক অচিরে নিহত হন (১৫৬৩—৬৪ খৃষ্টাব্দ)। কথিত আছে যে, কালাপাহাড়কর্ত্তৃক কামাখ্যার মন্দিরধ্বংসের প্রতিশোধ লওয়ার অভিপ্রায়ে মহারাজ নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করিয়াছিলেন; (৩১) মুসলমানলিখিত কোনও ইতিহাসে কিন্তু এই বৃত্তান্ত লিখিত নাই।

যাহাই হউক, মহারাজ নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করিলেও জয়লাভ করিতে পারেন নাই; যুদ্ধে তাঁহার সেনা এবং সেনানী পরাজিত, সেনাপতি শুক্লধ্বজ বন্দী, হতাবশিষ্ট সৈন্যদল

গৌড় আক্রমণ, পরাজয় এবং শুক্লধ্বজ বন্দী

সুদূর তেজপুর পর্য্যন্ত তাড়িত এবং রাজা স্বয়ং অতিকষ্টে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। কথিত আছে যে, পলায়নকালে একদা রাজা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বকীয় পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক জনৈক

---

(৩০) 'মণিকূটস্তাশ্বগিরের্গন্ধমাদনকস্য চ।
মধ্যে প্রবর্ত্তি লৌহিত্যো ব্রহ্মণাগ্নিসমুত্থিতঃ॥' ৭৬। কালিকা পুরাণ, ৭৮ অধ্যায়।

'মণিকূট' হাজো নামে পরিচিত, গন্ধমাদন নামান্তরে 'গাঁদমোড়' তাহার দক্ষিণে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের এই প্রাচীন স্রোত এখন 'হাজোর সোতা' অথবা 'বুড়া লোহিত' নামে পরিচিত।

সম্ভবতঃ কোনও সময়ে কামাখ্যা মঠের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের গতি যে শূন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, যোগিনীতন্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে:—

'কামাখ্যাকমঠে ভদ্রে উর্ব্বশ্যাসহসঙ্গমঃ।
ব্রহ্মপুত্রস্য দেবেশি শূন্যধারা তু তত্র চ॥' প্রথমার্দ্ধ, দ্বাদশ পটল।

উর্ব্বশী নদী এক সময়ে গৌহাটীর নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিল।

(৩১) 'আসামের বিশেষ বিবরণ,' ১১ পৃষ্ঠা।

রিপুঞ্জয় লিখিয়াছেন যে, মহারাজ নরনারায়ণের সেনাপতি কুমার বৃষকেতু গৌড় বিজয় করিয়া তাহার স্মারক-স্বরূপ কতকগুলি রাজচিহ্ন আনয়ন করিয়াছিলেন এবং রাজা 'রাজা বাদশা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

গৃহস্থের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলে গৃহস্থ তাঁহাকে কোনও প্রকার সমাদর না করিয়া কেবল এক 'কাঠা' তণ্ডুল প্রদান করেন; কিন্তু, গৃহস্থের এই ব্যবহারে রাজা ক্ষুণ্ণমনে তণ্ডুল প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। শুক্লধ্বজ মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত রাজা অন্নাহার করেন নাই; তিনি দুগ্ধপান করিয়া কালযাপন করিতেন এবং নানা প্রকার শান্তি-স্বস্ত্যয়নে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন।(৩২) দরঙ্গবংশাবলীতে লিখিত আছে যে, একদা গৌড়েশ্বরের মাতাকে সর্পে দংশন করিলে শুক্লধ্বজের চিকিৎসায় তিনি বিষমুক্ত হইয়াছিলেন। এই

শুক্লধ্বজের মুক্তি এবং গৌড়ে বিবাহ

উপকারের প্রতিদানস্বরূপ রাজমাতা শুক্লধ্বজকে 'পুত্র' সম্বোধন এবং মুক্তিপ্রদান করিয়া পাঁচটী সদ্বংশজাতা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং উক্ত বিবাহের যৌতুকস্বরূপ বাহারবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়বাড়ী, সেরপুর এবং দশকাহণিয়া পরগণা তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। মতান্তরে, করতোয়া নদীকে মধ্যসীমা করিয়া তাহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সমস্ত ভূভাগই শুক্লধ্বজকে যৌতুক প্রদত্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৌড়েশ্বর মূল্যবান্ অশ্ব এবং একসহস্র আটশত টাকা মূল্যের এক খানি তরবার তাঁহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে (পুরুষোত্তম)

গৌড় হইতে পণ্ডিত আনয়ন

বিদ্যাবাগীশ এবং (পীতাম্বর) সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিমণ্ডিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদ্বয়কে স্বদেশে আনয়ন করেন। তাঁহারা গৌড়রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং শুক্লধ্বজের কারাবাসকালে সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁহাকে জলদান পূর্ব্বক উপকৃত করিয়াছিলেন।(৩৩)

গৌড়েশ্বরের নিকট পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ নরনারায়ণের গৌরবরবি মধ্য-গগন অতিক্রম করিয়াছিল এবং তাহার পরে তিনি শৌর্য্যবীর্য্যের পরিবর্ত্তে চাতুর্য্যপূর্ণ কূট রাজনীতির সাহায্যে স্বকীয় প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের গৌড়ে পরাজয়প্রাপ্তির পরে তাঁহার পক্ষভুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে আহোমরাজ গুরু দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন এবং আহোমরাজের প্রতিভূস্বরূপ যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি মহারাজ নরনারায়ণের নিকটে অবস্থান করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

---

(৩২) খড়্গনারায়ণের বংশাবলী, ৩৭ পত্র; কামরূপ বংশাবলী, ২১ পত্র।

'He (Chilarai or Sukladhvaja) was thrown into prison and confined in irons for a twelve months' *Dr. Wade's 'An Account of Assam' p 204.*

(৩৩) পণ্ডিতদ্বয় প্রথমতঃ কামরূপে আগমন করিতে সম্মত হন নাই; রাজা তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উত্তম ব্যবস্থা এবং দৈনিক একশত মুদ্রা বৃত্তিদানের অঙ্গীকার করায় তাঁহারা সম্মত হইয়াছিলেন।

গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ১৬, ৮৩ পত্র।

মতান্তরে, সিদ্ধান্তবাগীশ প্রতাপ ভূঁইয়ার গুরু ছিলেন। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ৬৬ পত্র।

কথিত আছে যে, আহোমরাজের উল্লিখিত প্রতিভূগণকে মুক্তিপ্রদানের প্রস্তাব শুক্লধ্বজই গৌড় হইতে গোপনে রাজার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন ;—কিন্তু, প্রকাশ্যে ঐ কর্ম্ম-সম্পাদন রাজনীতিসঙ্গত বলিয়া মনে না করিয়া রাজা তাঁহাদের এক জনের (সুন্দর গোঁহাইর) সহিত উক্ত রূপ (মুক্তিপ্রাপ্তির) পণ রাখিয়া পাশাখেলায় প্রবৃত্ত হন এবং স্বেচ্ছায় পরাজিত হইয়া (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ) প্রতিশ্রুত পণস্বরূপ তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। এই উপলক্ষে একটী সুন্দরী রাজকন্যাকে সঙ্গে দিয়া গজসিংহ ও পাতালসিংহ কার্য্যীকে দূতস্বরূপ আহোমরাজের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং আহোমরাজ তাহার পরে স্বকীয় রাজদূত রত্নসিংহ কন্দলীয়াকে মহারাজ নরনারায়ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণের এই কূট রাজনীতি কিন্তু কার্য্যতঃ কোন সুফল প্রদান করিতে পারে নাই ; পরন্তু, আহোমরাজ তাঁহার অধীনতাপাশ ছিন্ন করার চেষ্টায়ই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে (১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) নৌসেনাপতি টেপু পুনরায় আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আহোমরাজের নৌবহরের আক্রমণে তাঁহার বহু সৈন্য নিহত এবং সেনাপতি মোহন বন্দী হইলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সেনাপতি টেপু এবং ভিতরুয়াল আহোমরাজের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, নামতিমা নদীর মুখে আহোম-নৌসৈন্যের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহারা পুনশ্চ পরাজিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বহু সৈন্য নিহত এবং বহু বড় বড় নৌকা ও কামান শত্রুপক্ষের হস্তগত হইলে টেপু এবং ভিতরুয়াল পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দুর্গাদাস স্বরচিত বংশাবলীতে লিখিয়াছেন যে, ১৪৯৩ শকে (১৫৭১ খৃষ্টাব্দে) আহোমরাজ স্বকীয় স্বাধীনতা পুনরায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আহোমপ্রতিভূগণকে প্রত্যর্পণ

আহোমরাজের প্রতিভূগণ আসামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কামতারাজ্যের বিবিধ আচার ব্যবহারের সংবাদ আহোমরাজের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কামতাপুরে দশভুজা দুর্গামূর্ত্তির আড়ম্বরযুক্ত পূজাপদ্ধতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আহোমরাজ নিজ রাজ্যে উক্ত পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আসামে দুর্গাপূজা

১৪৮৮ শকের (১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের) ১৭ই ফাল্গুন মহারাণী ভানুমতীর গর্ভে মহারাজ নরনারায়ণের একটী নবকুমার জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ রাখা হয়। শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ কুমার লক্ষ্মীনারায়ণের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।(৩৪) মহারাজ নরনারায়ণকর্তৃক

লক্ষ্মীনারায়ণের জন্ম

(৩৪) গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯-৪১ পত্র।

মতান্তরে, ১৪৯২ শকে রঘুদেবের জন্ম হইয়াছিল (খড়্গনারায়ণের বংশাবলী, ৪২ পত্র) ; কিন্তু, এই মত সমর্থনযোগ্য নহে। রঘুদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ১৫০৫ শকে হাজোর হয়গ্রীব মন্দিরের এবং ১৫০৭ শকে পাণ্ডুনাথের মন্দিরের দ্বারলিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

আসামবিজয়ের পরে বৈষ্ণবধর্ম্মসংস্কারক সুবিখ্যাত শ্রীশঙ্করদেব কামতারাজ্যে আগমন করেন, এবং জীবনের শেষসময় পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীশঙ্করদেবের আগমন

১৫৬৮—১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর সোলতান সোলেমান কররাণীকর্ত্তৃক কামতারাজ্য একবার আক্রান্ত হইয়াছিল এবং 'বিশ্বসিংহচরিতে' এই আক্রমণের উল্লেখ আছে। 'আকবরনামায়' লিখিত আছে যে, সোলেমান যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মতান্তরে, রাজা যুদ্ধে পরাজিত এবং রাজধানী মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু, ঐ সময় উড়িষ্যায় বিদ্রোহসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় সোলতান কামতারাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।(৩৫)

সোলেমান কররাণীর আক্রমণ

গৌড়ের পাঠান নরপতিগণ কামতারাজের আক্রমণ হইতে স্বরাষ্ট্রের প্রান্তসীমা রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি পাঠান সরদারকে ঘোড়াঘাটে জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। মজুজারি ঘোষ নামক জনৈক কায়স্থ দিনাজপুর অঞ্চলে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান দিনাজপুর নগরের কিছু উত্তরে বাস করিতেন; কামতারাজের প্রেরিত সৈন্যগণ তাঁহার বাসস্থান লুণ্ঠন এবং অগ্নিসাৎ করিয়াছিল। পাঠানশাসন বিলুপ্ত হইবার পরে ঘোড়াঘাটের জায়গীরদারেরা কামতারাজের (নরনারায়ণের) সহিত মিলিত হইয়া মোগলের প্রতিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য পাঠান দলপতিগণও ক্রমশঃ তাঁহাদের দলপুষ্টি করিয়াছিলেন। 'আইনে আকবরী'তে লিখিত আছে যে, মোগল সেনাপতি মোনায়েম খাঁর অধীনতায় মুজনান খাঁ কাঁকশাল কর্ত্তৃক ঘোড়াঘাট আক্রান্ত হইলে (৯৮২ হিজরীর বা ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের পরে) পাঠান দলপতি বাবা মানকলি এবং স্বনামখ্যাত কালাপাহাড় কোচ (কামতা) রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শেরশাহের বংশধর জালালউদ্দিন সুরের পুত্রগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কাঁকশালকে ঘোড়াঘাট হইতে বিতাড়িত করেন।

দিনাজপুর আক্রমণ

পাঠানগণকে আশ্রয়প্রদান

১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আকবরের সহিত মহারাজ নরনারায়ণের সদ্ভাব স্থাপিত হয় এবং তিনি দিল্লীর দরবারে উপহার প্রেরণ করেন।(৩৬)

দিল্লীশ্বরের সহিত সদ্ভাব

---

(৩৫) রিয়াজোস্ সালাতিন, বঙ্গানুবাদ, ১০৩ পৃষ্ঠা।

(৩৬) 'কোচরাজ মালগোঁসাই' (মল্লদেব বা নরনারায়ণ) কর্ত্তৃক সুবাদার খাঁ জাহানের মারফতে দিল্লীশ্বর আকবরের নিকট 'নজর' প্রেরণের বৃত্তান্ত 'আকবর নামায়' লিখিত আছে।

উক্ত সুবাদারের যোগে (৯৮৪ হিজরী) ৫৪টী হস্তী দিল্লীতে 'নজর' পাঠাইবার বিবরণ 'আইনে আকবরী'তেও লিখিত আছে। 'নজর' আরবী শব্দ, তাহার অর্থ উপহার; ব্যবহারিক অর্থ,—রাজা এবং মন্ত্রিগণকে বশ্যতাসূচক উপহারস্বরূপে যাহা প্রদত্ত হয়। এই 'নজর' শব্দ প্রাপ্ত হওয়ায় কোনও কোনও ঐতিহাসিক তাৎকালিক কামতা-

আকবর বাদশাহের অধীন বাঙ্গলার সুবাদার মজফর খাঁর ব্যবহারে যে সমস্ত মোগল কর্ম্মচারী এবং জায়গীরদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, মাশুম খাঁ কাবুলী তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। ৯৮৮ হিজরীতে (১৫৮০ খৃষ্টাব্দে) সেই সকল বিদ্রোহী প্রবল হইয়া মজফর খাঁকে বধ এবং রাজধানী টাঁড়া (গৌড়ের সমীপস্থ) অধিকার করেন। মাশুম খাঁর সহিত মহারাজ নরনারায়ণের প্রথমে সদ্ভাব ছিল না; কিন্তু, পরে মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা উভয়ে গৌড় আক্রমণ করেন।(৩৭) রাজা টোডরমল্ল তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া অকৃতকার্য্য হইলে মীর্জ্জা আজিজ কোকা সুবাদার নিযুক্ত হইয়া বঙ্গে আগমন করেন; কিন্তু, পাঠানগণ দমিত হইতে না হইতে তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয় এবং তাঁহার সহকারী শাহবাজ খাঁ সুবাদার

মাশুম খাঁর সহিত মিত্রতা

রাজা (কোচবিহার) দিল্লীর অধীন ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, (History of Bengal, p 188)। মোগল বাদশাহগণ ভারতবর্ষের কোনও রাজার স্বাধীনতা সহজে স্বীকার করিতেন না; পক্ষান্তরে, নরনারায়ণের ন্যায় উদীয়মান দিগ্‌বিজয়ী রাজার বিনা যুদ্ধে কাহারও অধীনতা স্বীকারও সেইরূপ অস্বাভাবিক ছিল মনে করা কর্ত্তব্য। সমস্ত অবস্থার একত্র সমাবেশে অনুমিত হয় যে, কামতারাজের প্রেরিত প্রীতির উপহার দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দরবারের ঐতিহাসিকের লেখনীতে 'নজরে' পরিণত হইয়াছিল। এই রাজ্য যে একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে স্বাধীন ছিল, পরবর্ত্তী (১৬২৪ খৃষ্টাব্দ) 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকেও (১৪০খ পৃষ্ঠা) তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। উপহারস্বরূপ প্রেরিত হস্তীগুলির সংখ্যাও সম্ভবতঃ অত্যধিক বাড়াইয়া লেখা হইয়াছে।

(৩৭) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ 'টাঁড়া' আক্রমণের বিবরণ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার সংশ্রবে মহারাজ নরনারায়ণের সম্পর্কের কোন উল্লেখ করেন নাই। গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে;—

'বারবাঙ্গলার জমিদার লাগ পাই।
মাছিম খাঁ সমে মিত্র করি ছিলা রাই॥
মাছিম খাঁ জমিদার লগে চলিলন্ত।
পাছু দরশায়া গৌড় দেশক মিলন্ত॥' ৭৪ পত্র।

রিপুঞ্জয়ের লিখিত বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, কুমার বৃষকেতু গৌড়বিজয়ী সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন।

মহারাজ নরনারায়ণের বাঙ্গালী, ভুটিয়া, রাজপুত, মোগল এবং পাঠান সম্মিলিত একদল সৈন্য ঘোড়াঘাট ও গৌড় বিজয় করিয়াছিল. অনিরুদ্ধ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় অনেকগুলি ব্রহ্মোত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল; 'অত্তাপি (১৮২৩ খৃষ্টাব্দ) সে সমস্ত ওয়াকা (দানপত্র) কতক আছে' (রাজোপাখ্যান, কলবর্ত্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়)। এই প্রকারের দানপত্র কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

দিনাজপুরের অন্তর্গত এবং বিরামপুরের তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মিরজাপুর' গ্রামে 'অম্বুজেশ্বর' শিবের এক প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দির কোচবিহারের কোনও প্রাচীন রাজার নির্ম্মিত এবং তাঁহার শিরোত্তর ভূমি তাঁহারই প্রদত্ত বলিয়া সর্ব্বজনমান্য জনশ্রুতি আছে। *Chaklajat Settlement Report, pp 54, 55.*

নিযুক্ত হন (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ)। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সুজনান খাঁর পুত্র জাবেরী মোগলদিগের ভয়ে কামতা (কোচ) রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তিনি 'টাঁড়া' আক্রমণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আইনে আকবরীতে লিখিত আছে যে, জাবেরী তাজপুর (দিনাজপুরের অন্তর্গত) এবং পূর্ণিয়া অধিকার করিয়া ক্রমশঃ রাজধানী 'টাঁড়া' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।(৩৮)

জাবেরীকে আশ্রয়প্রদান

মহারাজ নরনারায়ণ সনকোষ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সামন্তরাজাগুলির উপরে শুক্লধ্বজকে কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কুমার কমলনারায়ণ (গোহাঁই কমল) নববিজিত পূর্ব্বদেশের অন্তর্গত ডিক্রুর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, পরে তিনি কাছাড়ে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। মহারাজের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সেনাপতি শুক্লধ্বজ মহারাজ নরনারায়ণের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, অত্যন্ত প্রীতিপাত্র এবং 'যুবরাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্য, স্বাভাবিক নিঃস্বার্থপরতা এবং অবিচলিত ভ্রাতৃপ্রেম তাঁহাতে একাধারে বিদ্যমান থাকায় তিনি তাৎকালিক প্রাচ্য ভারতের রাজনৈতিক গগনে পূর্ণশশীর ন্যায় প্রতিভাত ছিলেন।(৩৯) পশ্চিমে মিথিলা প্রদেশের সীমান্ত হইতে পূর্ব্বে আসামের শেষপ্রান্ত এবং উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয় হইতে দক্ষিণে (চট্টগ্রামের নিকটস্থ) বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমি পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ বিশাল ভূখণ্ড তাঁহারই বাহুবলে বিজিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত তুফানগঞ্জ নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান অথবা দুর্গ 'চিলারায়ের কোটের' ধ্বংসাবশেষ এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে; তাহার নিকটে 'জালধোয়া' গ্রামে আরও যে একটী দুর্গের চিহ্ন আছে তাহাও শুক্লধ্বজকর্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেনাপতি শুক্লধ্বজের স্থাপিত 'বড় মহাদেব'

রাজভ্রাতৃগণের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মভার

শুক্লধ্বজের বৈশিষ্ট্য

---

(৩৮) সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, শুক্লধ্বজের ধর্ম্মমাতার (গৌড়রাজমাতার) মৃত্যু হইলে মহারাজ নরনারায়ণ এবং দিল্লীশ্বর আকবর শাহ একযোগে গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (৭১, ৭৪ পত্র); এই বিবরণ কোনও দিক দিয়া সমর্থিত হয় না এবং নানা বৃত্তান্তের সহিত একত্র আলোচনায় ইহা সমর্থনযোগ্য বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু, মহারাজ নরনারায়ণকে পাঠানগণেরই সাহায্যকারী বলা যাইতে পারে। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়; ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে পাঠানরাজ দাউদ খাঁর পতন হইলে বঙ্গরাজ্য নামতঃ মোগল অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু, ভুঁইয়া রাজারা এবং পাঠান সর্দ্দারগণ সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা এবং ঘোড়াঘাট প্রদেশ মোগলপাঠানবিবাদে উৎসন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। এই বিবাদ অবলম্বনেই 'মোগলপাঠান' খেলার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(৩৯) রাজা শুক্লধ্বজকে 'সংগ্রামসিংহ' উপাধি প্রদান এবং যুবরাজের পদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন (সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ৩৮ পত্র)। গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে (৩৪ পত্র) কেবল যুবরাজ করার উল্লেখ আছে। রূপসিংহের বুরঞ্জীতে লিখিত আছে (৭৬ পত্র) যে, গৌড় আক্রমণে বীরত্ব প্রদর্শন করায় শুক্লধ্বজ 'সংগ্রামসিংহ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বারকোদালী গ্রামে এবং 'ছোট মহাদেব' নাককাটীগাছ গ্রামে এখনও নিত্যনিয়মিতভাবে পূজিত হইতেছেন। শুক্লধ্বজের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে; কথিত আছে যে, দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণ-কালে ১৪৯২ শকের (১৫৭১ খৃষ্টাব্দের) চৈত্র মাসে গঙ্গাতীরে বসন্ত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শুক্লধ্বজের মৃত্যুকাল

শুক্লধ্বজের সমসাময়িক পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশবিরচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভণিতায় লিখিত আছে;—

'মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে, তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে'। ১ম পত্র।

* * * *

'একদিন সভামাঝে বসি যুবরাজ, মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কায'।

* * * *

'পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্ত আছয়, পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়।
একারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার, নিজ দেশভাষাবন্দে রচিয়ো পয়ার।
বেদ পঙ্ক বাণ আর শশাঙ্ক শকত, আরম্ভ করিলোঁ মার্কণ্ডেয় কথা যত'। ২য় পত্র।

'যুবরাজের' (শুক্লধ্বজের) পূর্ব্বপ্রকাশিত ইচ্ছানুসারে ১৫২৪ শকে (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) উক্ত পুথির রচনা আরব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু, সে সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। পুস্তকরচনার নিমিত্ত যুবরাজের আদেশ ছিল; কিন্তু, তাঁহার জীবিতকালে পুথির রচনা আরব্ধ হইতে পারে নাই, পরে হইয়াছিল,—এইরূপ অনুমান না করিলে উদ্ধৃত পদের ঐতিহাসিক মূল্য থাকে না।

পীতাম্বর পরে আরও লিখিয়াছেন;—

'কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর, প্রচণ্ড প্রতাপ রাজা ভোগে পুরন্দর।
মহাপুণ্য কথা তার আজ্ঞা পরমাণে, পয়ার প্রবন্ধে শিশু পীতাম্বর ভনে'। ৩৫ পত্র।

তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন;—

'কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর, প্রচণ্ড প্রতাপ রাজা ভোগে পুরন্দর।
তাহান তনয় সর্ব্বগুণে রত্নাকর, মহামহোত্তর দানে কর্ণ সম নর।
কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমানে, কহে পীতাম্বর নারায়ণ পরশনে'। ৪৮ পত্র।

ইংরেজ বণিক্ রালফ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে শুক্লধ্বজকে (Suckel Counse) রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু, তাঁহার এই উক্তি সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; তবে জীবদ্দশায় তিনি 'যুবরাজ' বলিয়া পরিচিত থাকায় বৈদেশিক বণিক্ তাঁহাকে রাজ বলিয়া মনে করিতে পারেন। শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ পিতার মৃত্যুর পরে পিতৃব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন; তিনি ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে হাজোয় এবং ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে

পাণ্ডুনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারলিপি এপর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। এরূপ অবস্থায় ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেই যে শুক্লধ্বজের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'শঙ্করচরিতে' লিখিত আছে যে, শ্রীশঙ্করদেবের দেহত্যাগের (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ) পরে তাঁহার পুত্রবধূ অন্যান্য পরিবারবর্গের সহিত বড়পেটার নিকটস্থ পাটবাউসী গ্রামে বাস করিতেন। শ্রীশঙ্করদেবের ভ্রাতা বনগঞ্জা গিরি জ্ঞাতিজনসুলভ ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত বধূকে 'রাজার' হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, সেই মহিলার আত্মীয়বর্গের চেষ্টায় 'রাজা' তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অবস্থানুসারে এই 'রাজা' রঘুদেবনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজের মৃত্যুকাল ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী (দ্বিতীয় বার গৌড় আক্রমণের সময়ে, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের সমীপস্থ) বলিয়া অনুমান করা যায়।

মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার কনীয়ান্ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।

যুবরাজ রঘুদেবনারায়ণ

বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজার কোনও পুত্র জন্ম গ্রহণ না করায় রঘুদেবেরই রাজা হইবার সম্ভাবনা ছিল; এমন কি, রাজা তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি 'পাটকুমার' (যুবরাজ) বলিয়া অভিহিত হইতেন।(৪০) পরন্তু, যথাকালে রাজকুমার লক্ষ্মীনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করার ফলে পূর্ব্ব ব্যবস্থার অন্যথা হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য রঘুদেব অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পরে তাঁহার হস্তী এবং অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তি রাজাজ্ঞাসূত্রে রাজধানীতে আনীত হইয়াছিল। কবীন্দ্র পাত্র, গদাধর চাওনীয়া, পুরন্দর লস্কর, যুধিষ্ঠির ভাণ্ডারকায়স্থ, শ্রীরাম লস্কর, কর্ণপুর গিরি, সোনাবর, রূপাবর সরদার, কবিরাজ গোপাল চাওনিয়া এবং গদাই বড়কায়স্থ প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ শুক্লধ্বজের বিশেষ অনুগত ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা

রঘুদেবের অসন্তোষ

উক্ত ঘটনার উপলক্ষে পিতৃব্যের উপরে রঘুদেবের বিরাগ উৎপাদনের প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। সময়ানুসারে কর্ণেজপগণের পরামর্শ রঘুদেবনারায়ণের মনে সহজেই বিষম বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল এবং তিনি পিতৃব্যের আন্তরিক ইচ্ছা এবং সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ এবং মনাস নদের তীরে বড়নগরের নিকটে এক দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। রঘুদেব গদাধর নদের তীরে 'ঘিলাবিজয়পুরে' আর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, অচিরমৃত আত্মীয় স্বজন, মনসবদার এবং ওমরাহদিগের পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি (তাঁহাদের পুত্রাদি দায়াদ থাকা সত্ত্বেও) রাজকোষভুক্ত করিবার প্রথা সমসাময়িক মোগল দরবারেও প্রচলিত ছিল।

---

(৪০) আকবরনামা, ৭১৬ পৃষ্ঠা; কামরূপ বংশাবলী, ২১ পত্র।

যাহা হউক, রঘুদেবনারায়ণ ঐ পর্য্যন্ত করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; পরন্তু, তিনি দক্ষিণকূলের রামগোবিন্দকে হস্তগত করিয়া পিতৃব্যের রাজ্যের 'বাহারবন্দ' বিভাগ (রঙ্গপুর জেলায়) লুণ্ঠন করিলেন। রাজা নরনারায়ণ বিদ্রোহী ভ্রাতুষ্পুত্রকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিরূপাক্ষ কার্য্যীকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, কার্য্যী রঘুর হস্তে বন্দী হইলেন। রাজা অতঃপর গোঁসাই কমলকে শত্রুর দমনের জন্ত প্রেরণ করিয়া পরে স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করিলেন; রঘুদেব কিন্তু সম্মুখসংগ্রামে আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়া কৌশলে যুদ্ধজয়ের অভিপ্রায়ে এক ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি তাঁহার 'ছয়কুড়ি' (১২০) স্ত্রীকে যোদ্ধার বেশে সাজাইয়া পিতৃব্যের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রণক্ষেত্রে সহসা এতাদৃশ অল্পসংখ্যক এবং অজাতশ্মশ্রু বালকসৈন্তের আবির্ভাবে রাজা প্রথমতঃ বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু, পরে প্রকৃত সংবাদ ব্যক্ত হইয়া পড়িলে তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্তে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন। ইহার পরে, রাজার পক্ষে রঘুদেবকে সন্তুষ্ট রাখা ব্যতীত আর গত্যন্তর না থাকায় তিনি সনকোষ নদকে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত সমুদায় প্রদেশের অধিকার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রঘুদেব 'ছোটরাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অধীনতার চিহ্নস্বরূপ কিছু স্বর্ণ, কয়েকটী অশ্ব ও বড়নগরের বস্ত্র তাঁহার দাতব্য বার্ষিক কর অবধারিত হইয়াছিল এবং নিজের নামে টাকা প্রস্তুত করিতে তিনি নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; মতান্তরে, রঘুদেব নিজের টাকায় নরনারায়ণের নাম মুদ্রিত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।(৪১) মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে এই রাজ্যবিভাগ ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

রঘুদেবের বিদ্রোহ এবং রাজ্যলাভ

---

(৪১) কামরূপ বংশাবলী, ৫৬ পত্র।

'Provided he agreed to stamp the name of Nurnarain on his coins.' Dr. Wade's *An Account of Assam, p 210.*

'Ragoodeo received also the title of lesser Rajah, but it was stipulated that the latter should transmit the horses and gold which Nurnarain formerly received from Buxadwar (Buxa Dooar) and the cloths (Pat Kapor) from Bayghar (Baranagar ?) in the usual manner to Bayhar (Behar, *i.e.* Cooch Behar).' *Ibid, p 210.*

লক্ষ্মীনারায়ণ এবং সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে রঘুদেবের কর অবধারণের উল্লেখ নাই। রঘুদেব যে আপনাকে স্বাধীন রাজা মনে করিতেন, তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত হয়গ্রীবের এবং পাণ্ডুনাথের মন্দিরলিপিতে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে।

হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরের দ্বারলিপিতে লিখিত (১৫০৫ শক, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ) আছে:—

'শ্রীশ্রীমদ্বিশ্বসিংহঃ ক্ষিতিপতিরভবত্তৎসুতঃ খ্যাতকীর্ত্তিঃ
শ্রীমৎশ্রীমল্লদেবো নৃপতিরতিমতির্নির্জ্জিতারাতিজাতিঃ।
গাম্ভীর্য্যৌদার্য্যশৌর্য্যপ্রথিতপৃথুযশোধর্ম্মকর্ম্মাবদাতঃ
শ্রীমৎশুক্লধ্বজাখ্যো ব্যজনি তদনুজো [illegible]॥

ঈসা খাঁর আক্রমণ

গৌড়েশ্বর দাউদ খাঁর পতন হইলে, খেজেরপুরের (ঢাকা জেলায়) ঈসা খাঁ পাঠানদিগের দলপতি হইয়া কামতারাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) ; সেই সময়ে তদঞ্চলে রঘুদেবের অধিকার ছিল এবং লক্ষ্মণ হাজারা বা হাজারিকা ঐ সমস্ত স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।(৪২) ঈসা খাঁকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়া লক্ষ্মণ অকৃতকার্য্য হন ; প্রথমতঃ তিনি 'জঙ্গলবাড়ীর' দুর্গে (ময়মনসিংহ জেলায়) আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে তথা হইতে সুরঙ্গপথে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। বিজয়ী ঈসা খাঁ অতঃপর স্বকীয় বাসস্থান জঙ্গলবাড়ীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।(৪৩) লক্ষ্মণ হাজারিকার সেই ভগ্ন দুর্গের স্থান এ পর্য্যন্ত 'জঙ্গলবাড়ীতে' প্রদর্শিত হইয়া থাকে ; ঈসা খাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মদনপুরের

সাক্ষাদ্রাঘবপুঙ্গবো দিশি দিশি প্রখ্যাতকীর্ত্তিব্রজো
হত্বা পুণ্যজনস্ত যো বিধিবশাদ্ যঃ কামরূপেশ্বরঃ।
যো যো বাখিললোকশোকদহনজ্বালাবলীবারিদঃ
শ্রীমৎ শ্রীরঘুদেবো ভূপতিরভূৎ শুক্লধ্বজস্যৌরসঃ॥

তস্যাশেষজনপ্রসাদজনকঃ শ্রীকৃষ্ণপাদার্চ্চকো
ভূপঃ প্রাপ্তবরো গদাধরকৃতী প্রাসাদরত্নং ব্যধাৎ।
মণ্যাখ্যানগিরৌ হয়াসুররিপোরত্রাশ্রমানাস্পদং
শাকে বাণবিয়ত্তিথৌ গুণিবরাঃ কারাঃ স্বয়ংশ্রীধরঃ॥'

কামাখ্যামন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত পাণ্ডুনাথপাহাড়ে পাণ্ডুনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল (১৫০৭ শক, ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ) ; কালক্রমে তাহা ভগ্ন হওয়ায় তথায় একটা টীনের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের প্রাচীন দ্বারলিপি এইরূপ :—

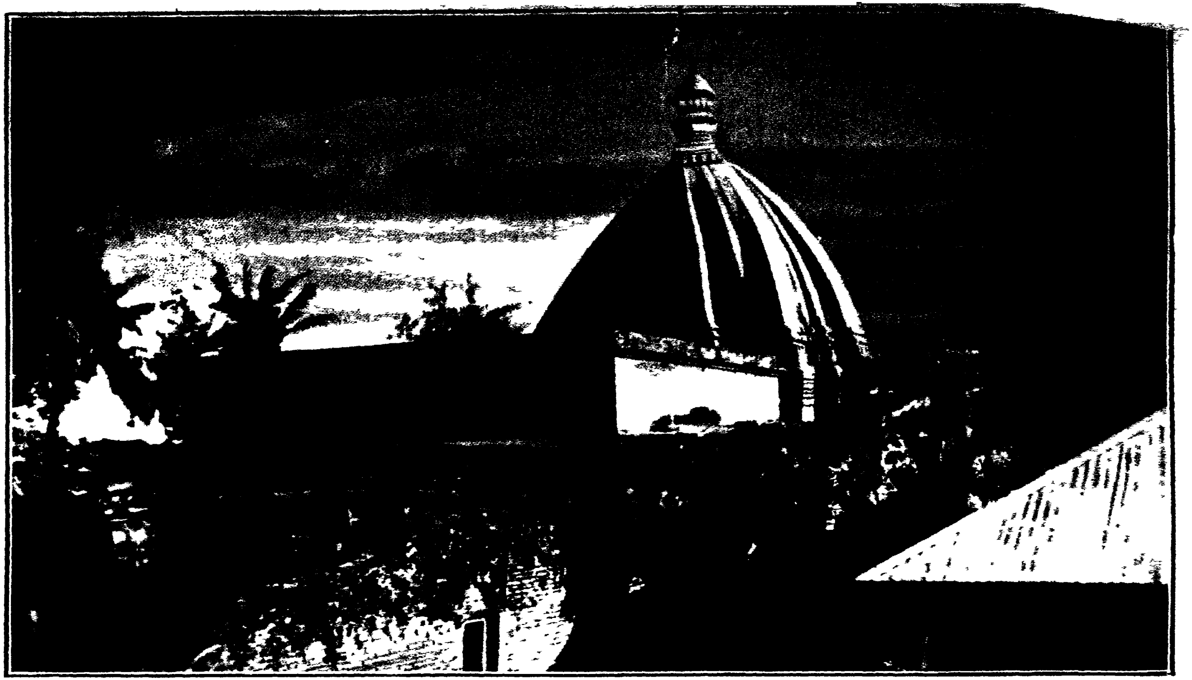
'শ্রীমন্মল্লনৃপানুজস্য কৃতিনঃ শুক্লধ্বজস্যাত্মজে
বীরে শ্রীরঘুদেবভূপতিকুলোত্তংসে কলানাং নিধৌ।
দুর্গাজিত্বরেণ শাসতি গুণাগ্রামাভিরামে মহীং
তত্রামাত্যগদাধরস্ত বহুশঃ স্নেহানুকূল্যাদপি॥

শ্রীপাণ্ডুনাথস্য হরেঃ শিলাভিঃ প্রাসাদমানির্ম্মিতবান্ মনোজ্ঞং।
পয়োনিধিবিধিভূপদৈকতানঃ শাকে স্বরব্যোমশরেন্দু সংখ্যে॥'

(৪২) ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৫৫ পৃষ্ঠা ; *The Mymenshing District Gazetteer*, p 25.

(৪৩) জঙ্গলবাড়ীর নিকটস্থ 'রঘুখালী' নামক একটী খাল আছে। কথিত আছে যে, রঘুদেব নৌকাযোগে ঐ খাল দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ খাল 'রঘুখালী' নামে পরিচিত হইয়াছে ; এই প্রসঙ্গে রঘুদেবের স্থানে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথের নামও কথিত হইয়া থাকে। ঈসা খাঁর 'দেওয়ান' উপাধিধারী বংশধরেরা অদ্যাপি 'জঙ্গলবাড়ী'তে বাস করিতেছেন।

ঢাকার অন্তর্গত 'ঘিওর' থানার এলাকায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে 'রঘুকোচ' নামক গ্রাম (২৪০ নং মৌজা) আছে ; তথায় 'রাজবংশী' নামে পরিচিত কতকগুলি লোক বাস করে।



হয়গ্রীবমাধবের মন্দির

To face, p 122

মদন কোচ, বোকাইনগরের বোকা কোচ এবং কাগমারীর হোমা রাজার রাজশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।(৪৪)

মহারাজ নরনারায়ণ পূর্ব্বোত্তর ভারতের এক সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে (প্রায় আশী অথবা নব্বুই হাজার বর্গ মাইল পরিমিত প্রদেশে) আপনাকে চক্রবর্ত্তিরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং

রাজ্যের বিবৃতি

প্রায় পঞ্চাশৎসংখ্যক ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের রাজগণ তাঁহার অধীনতা এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজশক্তির পূর্ণ অভ্যুদয়কালে উক্ত সাম্রাজ্য পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্ত্তী নানা শ্রেণীর আরণ্য এবং পর্ব্বতীয় অসভ্যজাতির বাসস্থান, উত্তরে তিব্বত, পশ্চিমে মিথিলা অথবা তীরভুক্তির (ত্রিহুতের) সীমান্ত এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তাঁহার সেই সুবিশাল সাম্রাজ্যের সীমারেখা বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার উত্তরপূর্ব্বার্দ্ধ বেষ্টন পূর্ব্বক চট্টগ্রামের নিকটস্থ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমির সহিত মিলিত হইয়াছিল।

মহারাজ নরনারায়ণের প্রসঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক মাধবদেব রামায়ণের আদিকাণ্ডের ভণিতায় লিখিয়াছেন :—

"জয় জয় নর নারায়ণ হুই নৃপকুল শিরোমণি।
যাহার পরম প্রচণ্ড প্রতাপ ঢাকিল ইতো ধরণি॥
* * * *
সাগর পর্য্যন্ত ভুঞ্জন্তোক রাজ্য প্রজা করি প্রতিপাল।
কৃষ্ণর ভকতি প্রচারি ই হন্তো জিয়ন্তোক চিরকাল॥" ৬৩ পত্র।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সার এডওয়ার্ড গেইটের মতানুসরণে মহারাজ নরনারায়ণের সাম্রাজ্যের যে আয়তনের উল্লেখ করিয়াছেন, কোনও আধুনিক লেখকের মতে তাহা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত এবং অত্যুক্তিবিলসিত; প্রধানতঃ অর্থোপার্জ্জন এবং দিগ্‌বিজয়জনিত যশোলাভের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ অভিযান হইয়াছিল, তাহাদের ফলে রাজ্যাধিকার বিশেষ স্থায়ী হয় নাই, বংশাবলী পুথি এবং পুরণি অসম বুরুঞ্জী হইতে ঐ সমস্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু

(৪৪) ফকির শাহ সোলতান কর্ত্তৃক 'জঙ্গলবাড়ী'র ভবানন্দ কোচ, মদনপুরের মদন কোচ এবং গড় দলিপার দলিপ সামন্তের রাজ্য বিজিত এবং অধিকৃত হওয়ার জনশ্রুতি আছে। মহাস্থানগড়ের (বগুড়া জিলার) শাহ সোলতান কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত রাজ্য অধিকৃত হইয়া থাকিলে, একই রাজার নাম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হওয়া অনুমিত হয়। ভবানন্দ সম্ভবতঃ লক্ষণ হাজারিকার পূর্ব্বে 'জঙ্গলবাড়ী'র রাজা ছিলেন।

'There is a tradition that the very first Mahommedan settlement in Mymenshing was at Madanpore near Netrokona, where their leader, a saint called Shah Sultan, lies buried.'

" * * * Shah Sultan who came from Turkey and settled at the site now known as the 'Darga Madan'; the Koch King of the village tried to poison him, but, being convinced of his saintly character, accepted Islam." *The Mymenshing District Gazetteer*, *pp 23, 152.*

ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা তাহাদের সমর্থন পাওয়া যায় না,—এরূপ তিনি লিখিয়াছেন।(৪৫) নরনারায়ণের রাজ্যের উল্লিখিত অতি বিস্তার যে অধিক দিন অক্ষত থাকে নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য ; তথাচ, সেই অধিকার যত অল্পকালই প্রবল থাকুক না কেন, বিজিত রাজগণ নরনারায়ণের নিকট যে নিয়মিতভাবে বার্ষিক কর প্রদানের এবং আনুগত্য স্বীকারের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহের স্থান নাই। আসামের অনেক বুরুঞ্জীতেই সেই সমস্ত বিবরণ লিখিত আছে এবং অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর কালে (১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে) লিখিত 'পুরণি অসম বুরুঞ্জীতে' ও তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিরাজশক্তির আশ্রিত একাধিক ঐতিহাসিকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লিখিত ঘটনাবলীতে অবিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কোনও যুক্তি অথবা প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

নরনারায়ণের ভ্রাতা গোঁহাই কমল কাছাড়ের খাসপুরে প্রথমতঃ উপরাজ ছিলেন, পরে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহার বংশধরগণ ঐ স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিতের সময় পর্য্যন্ত ডিমরুয়ার (নওগাঁও জেলায়) রাজা তাঁহার অধীন সামন্ত ছিলেন এবং জয়ন্তিয়ার রাজারা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নরনারায়ণের আদেশানুযায়ী মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবরণ কেবল মাত্র বংশাবলী পুথি অথবা বুরুঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হয় নাই। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল মহারাজ নরনারায়ণের সাম্রাজ্যের যে দক্ষিণ এবং পশ্চিম সীমার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, পরবর্ত্তী ইতিহাসে তাহা যথাযথরূপে সমর্থিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে (রঙ্গপুরের দক্ষিণ) ঘোড়াঘাটের নিকট পর্য্যন্ত 'কোচ' রাজ্য বিস্তৃত থাকার বৃত্তান্ত 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকে লিখিত আছে এবং সেই সময়ে সুবৃহৎ বাহারবন্দ এবং ভিতরবন্দ পরগণা দুইটিও তাহার অন্তর্গত ছিল। তাহারও প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে রঙ্গপুরের দক্ষিণ 'বাকদুয়ারের' নিকটবর্ত্তী 'গড়' পর্য্যন্ত কোচবিহাররাজ্য বিস্তৃত থাকার বৃত্তান্ত 'তারিখে আসাম' পুস্তকে লিখিত আছে। আবুল ফজলের সীমা মোটামোটি ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল ; 'তারিখে আসাম' পুস্তকে কোচবিহারের পশ্চিম সীমা মোরঙ্গ দেশের সমীপস্থ 'ভাটগাঁও' লিখিত আছে। উক্ত স্থান ত্রিহুতের পূর্ব্বে এবং পূর্ণিয়ার উত্তরে নেপাল রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। এই 'ভাটগাঁও'কে মেজর রেনেলের লিখিত 'পাটগ্রাম' (Patgong) মনে করিয়া (p. 97) উল্লিখিত লেখক বিষম প্রমাদে পড়িয়াছেন! তাঁহার প্রদত্ত মানচিত্রে পাটগ্রামের অবস্থান ধরলা নদীর তীরে ঠিকই প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু, কোথায় ভাটগাঁও আর কোথায় বা পাটগ্রাম! ভাটগাঁও এবং পাটগ্রাম দুইটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান এবং কোচবিহার রাজ্যের সীমা এখনও পাটগ্রামের কুড়ি পঁচিশ মাইল পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে তাহারও অনেক পশ্চিমে মহানন্দা নদীর তীর পর্য্যন্ত কোচবিহাররাজ্যের সীমান্তরেখা প্রসারিত ছিল ; ঐ অঞ্চল এখনও কোচবিহাররাজের জমিদারীর অন্তর্গত রহিয়াছে।

---

(৪৫) *A History of Mughal North-East Frontier Policy, pp 96, 97.*

শুক্লধ্বজের অভাব, রঘুদেবের বিদ্রোহ এবং রাজ্যের অদূর সামীপ্যে মোগল শক্তির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা প্রতিকূল কারণপরম্পরায় মহারাজ নরনারায়ণের জীবনের শেষাবস্থায় তাঁহার অধিকারের সীমা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার প্রচুর সৈন্যবল এবং নৌবাহিনী ছিল এবং তদতিরিক্ত ঐ সময়ে সামন্ত ও জায়গিরদারগণ কর্ত্তৃক সৈন্য সরবরাহের নিয়মিত রীতি ছিল। নগদ টাকার দ্বারা সৈনিকগণের বেতন দিবার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক সৈনিকের বেতনস্বরূপ তিন 'পুরা' (প্রায় ১২ বিঘা) ভূমি জায়গির নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেশের লোকসংখ্যাগ্রহণের সুবিধার জন্য মহারাজ নরনারায়ণ 'পোয়া পাইক' সংখ্যার (চারি মানুষে এক 'পোয়া পাইক' গণিবার নিয়মের) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ গণনায় তাঁহার রাজ্যের লোকসংখ্যা সতর লক্ষ অবধারিত হইয়াছিল।(৪৬)

রাজ্যের লোকসংখ্যা

মহারাজ নরনারায়ণকর্ত্তৃক নানা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অস্থায়ী রাজধানীস্থাপনের বৃত্তান্ত ভিন্ন ভিন্ন বংশাবলীতে লিখিত আছে। 'গোঁহাই কমল আলী' (গোঁহাই কমলের পথ) মহারাজ নরনারায়ণের অন্যতম বিরাট কীর্ত্তি। এই সুবিখ্যাত রাজমার্গ ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটী রাজপথ নির্ম্মাণ এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাদের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষসমূহ রোপণ করাইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মাণ এবং দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন। হাজোর হয়গ্রীব মাধবের প্রাচীন মন্দির কোনও কারণে পরিত্যক্ত এবং বনাকীর্ণ অবস্থায় ছিল, মহারাজ নরনারায়ণ উক্ত মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়া মাধবের পূজার্চ্চনার জন্য বহু ভূসম্পত্তি 'দেবোত্তর' প্রদান করিয়া গিয়াছেন।(৪৭)

রাজধানী এবং রাজপথ

হয়গ্রীব মাধবের মন্দির

মহারাজ নরনারায়ণ বিধ্বস্তপ্রায় কামাখ্যামন্দির শুক্লধ্বজের সাহায্যে পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বিখ্যাত মন্দির প্রস্তুতের ভার প্রথমতঃ মহৎরাম বৈদ্য নামক জনৈক কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু, অর্থ হরণের অভিযোগে তিনি দোষী অবধারিত হইলে সেনাপতি মেঘা মকদুম ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাহা সুসম্পন্ন করেন। মন্দির প্রস্তুত হইলে তাহার উৎসর্গের নিমিত্ত রাজা মহারাণী ভানুমতীর সহিত এবং শুক্লধ্বজ পত্নী চন্দ্রপ্রভা এবং গৌড়ে বিবাহিতা

কামাখ্যাদেবীর মন্দির

(৪৬) রিপুঞ্জয়লিখিত বংশাবলী।

সামন্তরাজগণের প্রজাসংখ্যা সম্ভবতঃ উল্লিখিত সতর লক্ষের অন্তর্গত ছিল না।

(৪৭) *J. A. S. B., 1855, p 10.*

হয়গ্রীব মাধবের দেবোত্তর পরবর্ত্তী রাজা রঘুদেবনারায়ণ, মোগল বাদশাহ এবং আহোম রাজার আধিপত্যকালেও বিদ্যমান ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও ঐ ভূমি (আটত্রিশ হাজার বিঘা নিষ্কর এবং ষোল হাজার তিনশত বিঘা অর্দ্ধরাজস্ব সকর) 'দেবোত্তর' বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। মণিকূট পর্ব্বতের উপরে রঘুদেবের নির্ম্মিত (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ) হয়গ্রীব মাধবের মন্দির এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে

পরিজনগণের সমভিব্যাহারে এবং ঐশ্বর্য্যোচিত আড়ম্বরের সহিত নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন।(৪৮) দেবীর প্রথম মহাপূজার উপলক্ষে বহুবিধ বলি প্রদত্ত, সেবক সেবাইত নিযুক্ত এবং বহু সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।(৪৯) মহারাজ নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজের প্রস্তরমূর্ত্তি মন্দিরসংলগ্ন চলন্তমূর্ত্তির গৃহে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মূল মন্দিরে প্রবেশপথের বামদিকে শিলালিপিতে মন্দিরনির্ম্মাণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত শ্লোকাকারে ক্ষোদিত আছে (১৪৮৭ শক, অথবা ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ):—

"লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ॥

---

(৪৮) শঙ্করচরিতে শুক্লধ্বজের একশত স্ত্রী থাকার উল্লেখ আছে, ২৮৩ পৃষ্ঠা।

(৪৯) সার এডওয়ার্ড গেইট এতদুপলক্ষে ১৪০টী নরবলি প্রদানের উল্লেখ করিয়াছেন ("including 140 men, whose heads he offered to the goddess on copper plates"; *The Koch Kings of Kamarupa, p. 28*)। তিনি সম্ভবতঃ নিম্নলিখিত উক্তির ঐ প্রকারের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ;—

'তিনি লক্ষ হোম দিলা এক লক্ষ বলি।
সাত কুড়ি পাইক দিলা করি তাম্রফলি।' সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ৬৮ পত্র।

উদ্ধৃত পদের প্রকৃত অর্থ এই যে, দেবীর সেবার সাহায্যের জন্য সাত কুড়ি (১৪০) পাইককে তাম্রফলিতে (তাম্রপত্রে, অর্থাৎ 'তাম্রশাসনে'র দ্বারা) লেখাপড়া করিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল। (আসামে দেবদেবীর মন্দিরে নিযুক্ত জল আচরণীয় সেবককে "পাইক" বলে) সার এডওয়ার্ড ভাবিয়াছিলেন যে, একশত চল্লিশজন মনুষ্যের ছিন্ন মুণ্ডগুলি তামার থালায় সাজাইয়া দেবীর নিকট উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পরের পদগুলি এই ;—

'ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ নট ভাট তাঁতী মালী।
কমার কঁহার বাঢ়ই ধোবা সালেই তেলী॥
সোণারী কুমার হিরা কৈবর্ত্ত চমার।
মুচিয়ার হারী আদি দিলা নিরন্তর॥'

এই উভয় স্থলের "দিলা" শব্দের অর্থ "নিযুক্ত করিলেন"—কিন্তু "বলিস্বরূপ বধ করিলেন" নহে।

খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে উক্ত ঘটনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে ;—

'ব্রাহ্মণক আদি করি দেবান্ত ভনিয়া ধরি
বহু নর উচর্গিয়া দিলা।' ৬৮ পত্র।

এই 'উচর্গ' (উৎসর্গ) এবং 'দিলা' অর্থে 'বলিদান' করা হইয়াছিল মনে করা হইলে ব্রাহ্মণও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়েন ; কিন্তু, তাহা অসম্ভব। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীর অন্যত্র রঘুদেবনারায়ণ কর্ত্তৃক হয়গ্রীব মাধবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা বর্ণনায় উল্লিখিত উক্তির অনুরূপ 'তাম্রফলি করি দিলা পাইক সপ্তশত' বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া সার এডওয়ার্ড হাজোর হয়গ্রীব মাধব দেবতার নিকটেও সাতশত নরবলি প্রদানের উল্লেখ করিয়াছেন। *The Koch Kings of Kamarupa, p. 30.* মাধব বা নারায়ণদেবের পূজায় নরবলি প্রদান করিবার এই উক্তি যে আদৌ গৃহীত হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।



কামাখ্যা মন্দির

To face, p. 126.

প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দ-
ভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইষুমুনিসিতোপলেন
শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে ॥"

উক্ত লিপির নিম্নে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং ভিন্ন একখানি শিলাপট্টে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও উৎকীর্ণ রহিয়াছে :—

"তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থলী
মাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলম্।
প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎ শাকে শিলারাজিভি-
র্দেবীভক্তিমতাংবরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্বধ্বজঃ ॥"

কামাখ্যাদেবীর সেবাপূজার জন্য রাজা বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি, মন্দিরের ব্যয় বিধানের জন্য যথেষ্ট দেবোত্তর ভূমি এবং সেবকগণের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।(৫০) কামাখ্যা হইতে দেবীর অম্বুবাচী এবং শারদীয়া পূজার নির্ম্মাল্য এখনও কোচবিহারে নিয়মিতভাবে প্রেরিত হইতেছে।

কথিত আছে যে, সান্ধ্য আরতির সময়ে বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইলে কামাখ্যাদেবী স্বয়ং নগ্নমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া নৃত্য করিতেন এবং একদা মহারাজ নরনারায়ণ কেন্দুকলাই নামক পূজারী ব্রাহ্মণের সাহায্যে অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক নৃত্যপরায়ণা দেবীকে দর্শন করিলে দেবী তাহা অবগত হইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, 'অতঃপর বিহাররাজগণের কামাখ্যা এবং নগ্ন দেবমূর্ত্তি-দর্শন নিষিদ্ধ' বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন এবং পূজারীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, ইত্যাদি। 'কামরূপ বংশাবলী'তে লিখিত আছে "যে, গৌড় হইতে আগত রাজা ধর্ম্মপাল ঐ প্রকারে কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করায় তিনি শাপগ্রস্ত হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন এবং পূজারী কেন্দু-কলাইর মৃত্যু হইয়াছিল"। শঙ্করচরিতেও কামাখ্যাদেবী কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাল রাজার শাপগ্রস্ত হইবার বিবরণ লিখিত আছে। কামরূপের রাজা ধর্ম্মপাল আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। শঙ্করচরিতে তাঁহাকে দুর্লভনারায়ণের 'বেলগিয়া ভাই' (পৃথগন্ন ভ্রাতা) বলা হইয়াছে। গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ পালসম্রাট্ ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অন্তিমপাদে রাজত্ব করিয়াছেন।

কামাখ্যাদেবীর অভিশাপ

দরঙ্গের বংশাবলীতে উক্ত বিবরণ লিখিত নাই। মহারাজ নরনারায়ণ উল্লিখিত অভিশাপের হেতু হইয়া থাকিলে শুক্লধ্বজের বংশধরগণের (দরঙ্গের রাজগণের) সহিত তাহার সম্ভ্রম না

(৫০) কামাখ্যা দেবীর দেবোত্তর ২৩,৬৮৫ বিঘা নিকর ভূমি এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে কামাখ্যা মন্দিরের অনেক ক্ষতি হওয়ায় তাহার সংস্কারের জন্য কোচবিহার রাজসরকার ৩,২০০ শত টাকার সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন।

থাকারই সম্ভাবনা। কোচবিহাররাজগণের পক্ষে কামাখ্যাদর্শন নিষিদ্ধ হইবার যে কারণ কথিত হইয়া থাকে, তুল্যরূপ কারণে তাঁহাদের পক্ষে গোসানীমারীর (কামতাপুরের) কামতেশ্বরী দর্শনও নিষিদ্ধ হইবার জনশ্রুতি আছে। তৎসম্বন্ধে কথিত আছে যে, কামতেশ্বরীর পূজারী (মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ) এবং মহারাজ প্রাণনারায়ণের উল্লিখিত প্রকারের আচরণের জন্য উক্ত অভিসম্পাত প্রদত্ত হইয়াছিল। ডাঃ বুকানন হেমিল্টন উক্ত জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১৮০৮ খৃষ্টাব্দ), কিন্তু, তাঁহার প্রায় সমসাময়িক কালের রচনা 'রাজোপাখ্যান' নামক স্থানীয় ইতিহাসে এবং 'গোসানীমঙ্গল' পুথিতে উহার কোনও উল্লেখ নাই; পরন্তু, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত 'গোসানী মঙ্গলের' সম্পাদক পুস্তকের পরিশিষ্টে উক্ত জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন।

রিপুঞ্জয় দাস স্বরচিত বংশাবলীতে লিখিয়াছেন যে, মহারাজ নরনারায়ণ (কোচবিহার রাজ্যে) বাণেশ্বরের শিব স্থাপন করিয়া ঐ অঞ্চলের 'গেন্দ সাওয়া' নামকরণ করিয়াছিলেন। মতান্তরে, পুরাণপ্রসিদ্ধ বাণাসুর নিজের নামে ঐ শিব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং রাজা নীলাম্বর তাঁহার মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। যোগিনীতন্ত্রে এক বাণেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি মণিকূটের (হাজোর) অদূরে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।(৫১) আসামের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত 'বড় ভোগিয়া' মৌজায় এবং কামরূপ জেলার অন্তর্গত 'উত্তর সরু বজশর' মৌজায় এক একটী বাণেশ্বর শিবের মন্দির আছে। দুর্গাদাস মজুমদার লিখিয়াছেন যে, মহারাজ নরনারায়ণ শঙ্করদেবের পরামর্শসূত্রে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া অনন্ত কন্দলীকে তাঁহার পূজার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন; তিনি এই বিগ্রহকে 'লক্ষ্মীনারায়ণ' নামান্তরে 'মদনমোহন' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবগণের মতে নারায়ণের সহিত তাঁহার শক্তিস্বরূপিণী লক্ষ্মী অথবা রাধা পূজিত হন না; কোচবিহারের 'মদনমোহন'ও একাকী পূজিত হইতেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর রচিত 'আমলগীর-নামা' পুস্তকে এবং ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে কোচবিহারের অধিদেবতার নাম 'নারায়ণ' লিখিত আছে; সুতরাং অনুমিত হয় যে, মহারাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষিয়া বৈষ্ণব-মতের 'বিষ্ণু'ই 'নারায়ণ' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে নবাব মীরজুমলার আক্রমণের ফলে তিনি অথবা সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতিনিধি 'মদনমোহন' নামে পরিচিত হইয়াছেন।(৫২)

দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা

---

(৫১) উত্তর খণ্ড, নবম পটল, ১০১।

(৫২) অবস্থানুসারে মহারাজ নরনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম 'লক্ষ্মীনারায়ণ' থাকাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধহয় এবং লোকমুখে 'নারায়ণ' নামে তাঁহার প্রসিদ্ধিলাভও স্বাভাবিক। 'নারায়ণ' মহারাজের নিজের নামের একাংশ থাকায় নিজের নামের সহিত অভীষ্টদেবের নামের ঐক্য রাখার প্রাচীন প্রথা রক্ষিত হইয়াছিল এবং বৃদ্ধাবস্থায় একমাত্র নবকুমার লাভ করায় তিনি স্বকীয় উপাস্য এবং রাজ্যের অধিদেবতার মদনমোহন নামটি প্রিয়তম পুত্রকে প্রদান করিয়া কুমারের নামও 'শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ' রাখিয়াছিলেন। নবাব মীরজুমলা কর্ত্তৃক (কামতাপুর) রাজধানী অধিকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অধিদেব 'নারায়ণের' প্রতিমা

দুর্গাপূজা

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ নরনারায়ণ স্বয়ংই দশভুজা দুর্গামূর্ত্তির পূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কোচবিহারের রাজধানীর 'দেবীবাড়ী' নামক পল্লীতে পৃথক্ এক প্রাসাদে দুর্গার বাৎসরিক শারদীয়া মহাপূজা হইতেছে। এই দুর্গার প্রতিমার একটু বিশেষত্ব আছে এবং তাঁহার সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক এবং গণেশের মূর্ত্তি নির্ম্মিত অথবা পূজিত হয় না। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজ স্বকীয় ক্ষমতায় গর্ব্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মনে সিংহাসনলাভেরও দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল। একদা তিনি রাজাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজসভায় গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু, তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পান যে, স্বয়ং ভগবতী দশ বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাজাকে রক্ষা করিতেছেন। শুক্লধ্বজ এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে যুগপৎ ভীত, বিস্মিত এবং লজ্জিত হইয়া জ্যেষ্ঠের নিকটে অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু, এই ঘটনায় রাজার মনে বিভিন্নরূপ ভাবের উদয় হইল। তিনি শুক্লধ্বজকে অধিকতর ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন এবং নিজের ভাগ্যে দেবীর দর্শন না ঘটায় মনের দুঃখে অন্নজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর নির্জ্জনবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন, রাজা সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত করিলেন এবং এ পর্য্যন্ত সেই মূর্ত্তির পূজা হইতেছে, ইত্যাদি।(৫৩) ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বিশ্বসিংহ বনভূমির মধ্যে একদা একটী দশভুজা দেবীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বংশাবলী পুথিতে তাঁহার রূপের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত কোচবিহারে পূজিত দুর্গামূর্ত্তির রূপের কোনও পার্থক্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিনষ্ট হইবার বিবরণ মুসলমানলিখিত ইতিহাসে (সুতরাং ষ্টুয়ার্ট সাহেবের গ্রন্থেও) লিখিত হইয়াছে। জয়নাথ ঘোষ কৃত 'রাজোপাখ্যানে' (নবখণ্ড ১১শ অধ্যায়ে) লিখিত আছে যে, মহারাজ রূপনারায়ণ (১৭০৪-১৭১৪ খৃষ্টাব্দ) 'অপূর্ব্ব মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমদনমোহন প্রকাশ করিয়া সেবার যথেষ্ট বাহুল্য করিয়া দিলেন।' এ স্থলে মদনমোহন 'প্রতিষ্ঠা'র কথা নাই। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর লিখিত 'The Cooch Behar State And Its Land Revenue Settlements' পুস্তকের একস্থলে (p 242) এই বিগ্রহ রূপনারায়ণ রাজার কর্ত্তৃক, কিন্তু অন্যত্র (p 698) প্রাণনারায়ণ রাজার (১৬৩২-১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ) কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

দুর্গাদাস মজুমদার মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্ব বিবরণে লিখিয়াছেন:—

'লক্ষ্মীনারায়ণ আর মদনমোহন।
কায় ছাড়ি পুন কায় করিল গ্রহণ॥
সেহি প্রায় হয়াছেন দণ্ড হনুমান।
ঠৌপ আর বটখানি আছয় পুরাণ॥'

এ স্থলে 'লক্ষ্মীনারায়ণ' আর 'মদনমোহন' দুইটি দেবমূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যাইতেছে।

(৫৩) রাজোপাখ্যান, নবখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

কথিত আছে যে, মণ্ডলাবাসে অবস্থানকালে মহারাজ নরনারায়ণ একবার গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন। মিথিলা ও গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়ন পূর্ব্বক তিনি তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে স্থাপন এবং প্রচুর ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিত-মণ্ডলীর দ্বারা সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত এবং তাঁহার সময়ে দেশে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা প্রসারলাভ করিয়াছিল। ভূষণ দ্বিজ রাজকবি ছিলেন, রাজসভায় সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন হইত এবং রাজকার্য্যে মূর্খ কর্ম্মচারীর নিয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।(৫৪) এই রাজার রাজত্বকালে পশ্চিম প্রদেশ হইতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন এবং রাজসভার পণ্ডিতগণের সহিত তর্কযুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণের আনয়ন এবং লোকশিক্ষা

পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ রাজা এবং রাজমহিষীর আদেশে ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে) সংস্কৃতভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ 'প্রয়োগরত্নমালা' প্রণয়ন করেন।(৫৫) কথিত

---

(৫৪)

'সংস্কৃত বিনে আন মাত ন মাতয়।
সামান্য কথাকো সবে সংস্কৃত কয়॥'

মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের জীবন চরিত্র, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

(৫৫) গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে:—

'নৃপতির প্রিয়তমা ভানু পাটেশ্বরী।
ভট্টাচার্য্য আগে কথা কহিলা সাদরি॥
পাণিনির বর্ণক্রম গ্রন্থে যে লিখিবা।
মহেশের কৃত কলাপের ক্রম দিবা (?)॥' ৯৩ পত্র।

রত্নমালার ভূমিকায় লিখিত আছে:—

'শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধোর্মহীমহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্।
যত্নাৎ প্রয়োগোত্তমরত্নমালা বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন॥'

কামরূপের পণ্ডিত জীবেশ্বর এবং জয়কৃষ্ণ প্রয়োগরত্নমালায় পৃথক পৃথক টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। খাগড়াবাড়ী নিবাসী (অধুনা পরলোকগত) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবনাথ বিদ্যাবাগীশ স্বপ্রণীত 'গূঢ়প্রকাশিকা' টীকা এবং উক্ত দুইখানি প্রাচীনতর টীকার সহিত প্রয়োগরত্নমালার এক সুশোভন সংস্করণ কোচবিহার রাজসরকারের ব্যয়ে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় তিনি পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশকে খাগড়াবাড়ীর অধিবাসী বলিয়াছেন। খাগড়াবাড়ী বর্ত্তমান রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং পুরুষোত্তমের বহুপরে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, এখানে ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছে। রাজোপাখ্যান প্রথম খণ্ড, একাদশ অধ্যায়।

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার 'ঠাকুর' জমিদারগণ পণ্ডিত পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

আছে যে, রঘুদেবনারায়ণকে এই ব্যাকরণের সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল।

পণ্ডিতসমাগম এবং গ্রন্থরচনা

পণ্ডিত অনিরুদ্ধ এবং রাম সরস্বতী রাজার আদেশে রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের 'পদ' (পদ্যে অনুবাদ) করিয়াছিলেন। শ্রীধর দৈবজ্ঞ 'জ্যোতিষ' নামক নিবন্ধ এবং বকুল কায়স্থ 'ভূমি পরিমাণ' নামক গ্রন্থ রচনা এবং 'লীলাবতী'র অনুবাদ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন, তিনি একখানা 'অঙ্কর পুথি' ও পদ্য রচনা করিয়াছিলেন।(৫৬) পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 'জগদ্গুরু' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে রাজসভার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি 'কৌমুদী' নাম দিয়া অনেকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ রচনা এবং সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।(৫৭) রাজার অন্যতম সভাসদ্ অনন্ত কন্দলীও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীশঙ্করদেব মহারাজ নরনারায়ণের আশ্রয়ে থাকিয়া কৃষ্ণনাম প্রচার করিতেন এবং তিনি সীতাস্বয়ংবর নাটক, কৃষ্ণগুণমালা এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের 'পদ' (পদ্যানুবাদ) প্রভৃতি বৈষ্ণব-ধর্ম্মমতের অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।(৫৮) সম্প্রতি আসাম গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় যে সমস্ত হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মহারাজ নরনারায়ণের আদেশে এবং উৎসাহে বিরচিত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে এবং তাহাদের অনেকগুলির ভণিতায় মহারাজ নরনারায়ণের গুণকীর্ত্তন আছে। তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিতগণের বিরচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক হস্তলিপিই কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে; যে গুলি আছে, তাহাদেরও কতকগুলি অসম্পূর্ণ এবং অধিকাংশই মূল পুথির নকল বলিয়া অনুমিত হয়।(৫৯)

---

(৫৬) কোনও এক 'বকুল কায়স্থ' কর্ত্তৃক ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত 'কিতাবৎ মঞ্জরী' নামক (অসমীয়া ভাষায়) একখানা অঙ্কের পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। *Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts, p 94.*

(৫৭) পণ্ডিত পীতাম্বরের বংশধর সূর্য্যদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী' রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি আসামের মঙ্গলদই মহকুমার অন্তর্গত 'সরাবাড়ী' গ্রামে বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র তর্কস্মৃতিব্যাকরণতীর্থ নামক কামরূপ জেলার নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু গবেষণা এবং পরিশ্রমের ফলে সিদ্ধান্তবাগীশের প্রণীত 'কৌমুদী' নিবন্ধাবলীর মধ্যে 'প্রেতকৌমুদী' এবং 'সংক্রান্তিকৌমুদী' নামক দুইখানি গ্রন্থ স্বরচিত টীকার সহিত সম্প্রতি মুদ্রাপিত এবং প্রকাশিত করিয়াছেন।

(৫৮) 'আসাম সাহিত্য-সভা' শ্রীশঙ্করদেবের বিরচিত অন্যূন ত্রিশ খানা গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৫৯) কোচবিহারের রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত হস্তলিপি :—

অনন্ত কন্দলীর রচিত 'রাজসূয়' এবং অনুবাদিত—ভাগবতের দশমস্কন্ধ।

পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদিত—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতের প্রথম এবং দশমস্কন্ধ।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশবিরচিত—প্রয়োগরত্নমালা (অসম্পূর্ণ)।

মহারাজ নরনারায়ণের চেষ্টায় কামরূপ প্রদেশ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আজিও তিনি 'কামরূপের বিক্রমাদিত্য' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।(৭০) লোকে তাঁহাকে 'ধর্মরাজ' বলিত; তাঁহার চরিত্র এবং বিদ্যাবুদ্ধির সুখ্যাতি তাৎকালিক দিল্লী দরবারেরও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।

কামরূপের 'বিক্রমাদিত্য'

আকবরনামায় লিখিত আছে যে, 'মাল গোসাঁই' (মল্লদেব অর্থাৎ নরনারায়ণ) প্রজ্ঞাবান্ এবং অত্যুৎকৃষ্ট গুণগ্রামে ভূষিত ছিলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাহায্যে তিনি বাদশাহের মহত্বের বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রশংসাবাদপরিপূর্ণ একখণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক বহু উপহারসহ তাহা বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।(৭১) মল্লবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া তিনি 'মল্লদেব' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।(৭২) তাঁহার স্বরচিত 'মল্লদেবী অভিধানের' নাম শ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

দিল্লী দরবারের প্রশংসা

মহারাজ নরনারায়ণ শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া সময়ে সময়ে পণ্ডিতগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেন। একদা আলোচনাপ্রসঙ্গে শঙ্করদেব সাত যোড়া এবং রাজা আট যোড়া মৌখিক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।(৭৩) 'কণ্ঠভূষণ' উপাধিধারী এক পণ্ডিত রাজার গুরু ছিলেন।

নরনারায়ণের পাণ্ডিত্য

শ্রীশঙ্করদেববিরচিত—ভাগবতের কীর্ত্তন, রুক্মিণীহরণ, গোপীউদ্ধবসংবাদ, ভক্তিপ্রদীপ এবং ভাগবতের প্রথম, অষ্টম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ।

(৭০) 'নরনারায়ণ রজা বিদ্যোৎসাহী পুরুষ আছিল। তেওঁ প্রকৃততে আসামর বিক্রমাদিত্য।' আসাম সাহিত্যসভার নবম অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, ৪০ পৃষ্ঠা।

" * * * and it would not be an exaggeration to say that the whole of the ancient literature of Assam is full of appreciative referencesto the benevolent Koch rulers of the past. It is hoped that the publication of this book will awaken an interest in the minds of our educated young men in the historical literature of our Country, and will serve also to help in restoring the old happy relations that existed between Cooch Behar and Assam".

The Work of the Kamarupa Anusandhana Samiti, 1920, p 87.

(৭১) আকবরনামা, ৭১৬ পৃষ্ঠা।

(৭২) কাছাড়ের ইতিহাস, ৬৫ পৃষ্ঠা।

(৭৩) মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধবদেবের জীবন চরিত্র, ১৬২ পৃষ্ঠা।

মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে এক ব্রাহ্মণ নাজীর এবং এক কায়স্থ দেওয়ান ছিলেন; মতান্তরে, একজন 'কার্য্যী' দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সময়ে কর্ম্মী, সরদার, পাত্র, কায়স্থ, বিশ্বাস, কমলী, মকদ্দম, গয়মলী, চাওনীয়া, সেউজী, চোয়ধার, কোতোয়াল, আহদি প্রভৃতি নামে পরিচিত বিবিধ শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।(৬৪) নয়নানন্দ নামক এক ব্যক্তি রাজার কোতোয়াল ছিলেন।

নাজীর, দেওয়ান এবং কর্ম্মচারিগণ

মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে দেশের লোকে বাণিজ্যে অভ্যস্ত ছিল, এবং প্রধানতঃ ব্রহ্মপুত্রের জলপথে বাঙ্গলার নানা স্থানের সহিত রাজ্যের বিবিধ পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইত।

বাণিজ্য ব্যবসা

মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে) এই প্রদেশে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ভূমি বিদীর্ণ হইয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে জল, বালুকা, ভস্ম এবং প্রস্তরাদি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল।(৬৫) রালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) নামক এক ইংরেজ বণিকের (১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) এদেশে আগমন করার সংবাদ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে; তাহাতে রাজার নাম 'সুকেল কোঁস' (Suckel Counse) এবং রাজ্যের নাম 'কোচ' (Couche) লিখিত আছে। তিনি টাঁড়া (গৌড়) হইতে পঁচিশ দিনে নাকি 'কোচ' দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে কোচিন চীনের নিকট পর্য্যন্ত (?) 'কোচ' দেশ বিস্তৃত ছিল এবং তথায় মৃগনাভি, রেশম ও কার্পাসবস্ত্র উৎপন্ন হইত; দেশের লোক দেবদেবীর উপাসক ছিল। কোচদেশের বর্ণনপ্রসঙ্গে ইনি দুই একটী অসম্ভাব্য এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ উক্তিও লিখিয়া গিয়াছেন।(৬৬)

ভূমিকম্প

রালফ্ ফিচের আগমনের কথা

---

(৬৪) কায়স্থগণও 'কার্য্যী'র কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন (গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী, ২য় খণ্ড, ২৯ পত্র); 'কার্য্যী' শব্দের অর্থ, কার্য্যকারক বা কর্ম্মচারী। কামরূপ বংশাবলী, ৫৪ পত্র।

"এহি বার জন আনি শুভক্ষণ চাই।
সবাক পাতিলা কার্য্যী আজাক শুধাই।" সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ২৮ পত্র।

(৬৫) *Burunjes from Khunlong and Khunlai, Mss. Vol. I. p 439.* (*English Version*).

শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য নিত্যানন্দের মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশেও এক ভীষণ ভূমিকম্প হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা।

(৬৬) "I went from Bengala into the country of Couche, which lieth 25 days journy Northwards from Tanda. The King is a Gentile, his name is Suckel Counse;

মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব একবার কামরূপে আসিয়াছিলেন, এরূপ কথিত হইয়াছে। তিনি নাকি করতোয়া নদী অতিক্রম পূর্ব্বক মণিকূটে গমন করেন এবং তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়া 'পরশুকুণ্ডে' যান; প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি পুনরায় কয়েক দিবস মণিকূটে অবস্থানান্তর উড়িষ্যা অভিমুখে প্রস্থান করেন; তিনি সাধন ভজন করিয়াছিলেন বলিয়া মণিকূটের এক স্থান অদ্যাপি 'চৈতন্যখোলা' নামে পরিচিত হইতেছে।(৬৭)

শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন

---

his country is great, and lieth not far from Couchin China (*Sic !*) for they say they haue pepper from thence. The port is called Cacchegate. All the countrie is set with Bambos or canes made sharpe at both endes & driuen into the earth, and they can let in the water and drowne the ground above knee deepe, so that menor horses can passe. They poison all the waters if any wars be. Here they haue much silke and muske, and cloth made of cotton. The people haue eares which be maruellous great of a span long, which they draw out in length by deuises when they be young (!) Here they be all Gentiles, and they will kill nothing. They haue hospitals for sheepe, goates, dogs, cats, birds and for all other living creatures."(!) *Ralph Fitch, pp 111—112.*

রালফ্ ফিচের লিখিত শুক্লধ্বজ (Suckel Caunse) রাজা ছিলেন না; অধিকন্তু, ঐ সময়ে (১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) তিনি জীবিতও ছিলেন না। তাঁহার পুত্র রঘুদেবনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে হাজোর এবং ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুর দেবমন্দির নির্ম্মাণের বৃত্তান্ত ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। লোকের অর্দ্ধহস্ত দীর্ঘ কর্ণ, জীবহিংসা-বিরোধী স্বভাব এবং ইতর প্রাণীর প্রতি অহিংসার বৃত্তান্ত রালফ্ ফিচ্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব, অসত্তক এবং 'পর্য্যাটকের কাহিনী'র স্বজাতীয় বলিয়াই বোধ হয়।

(৬৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২২ সন, ২২শ ভাগ, ২৪১ পৃষ্ঠা।

'পাচে মহাপ্রভু (চৈতন্যদেব) তৈর পারা আসি করতিয়ার তীরে রহিলা। পাচে যেথন রাজা নরনারায়ণ হই উপর দেশর পরা অনেক লোকক নমাই আনি শঙ্করক গোমস্তা পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মাত্র, তেথনে চৈতন্য ভারতী প্রভু মাধব দর্শনে মণিকূট আসিলা।' সৎসম্প্রদায়ের কথা, ৩০, ৩৩ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ; ইহার লিখিত উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত আছে; উক্ত গ্রন্থে 'চৈতন্য-আকবর সম্মিলনের' যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (২৯-৩০ পৃষ্ঠা), তাহা স্পষ্টতঃ কালবিরোধ (Anachronism) দোষে দুষ্ট।

কামরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন সংবাদ 'কৃষ্ণভারতী' বিরচিত 'সন্তনির্ণয়' নামক আর এক খণ্ড পুথিতেও লিখিত আছে। এই কৃষ্ণভারতীর প্রকৃত সময় নিরূপিত হয় নাই; কিন্তু, পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণে এক কৃষ্ণভারতীর নাম করিয়াছেন (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ)।

Descriptive Catalogue of Assamese Manuscripts, p 159.

শ্রীচৈতন্যদেবের কামরূপে আগমনের সংবাদ কিন্তু তাঁহার কোনও চরিত পুস্তকে প্রদত্ত হয় নাই।

১৫০৯ শকে (১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ নরনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।(৬৮) লক্ষ্মী-নারায়ণ ও বলিনারায়ণ নামক দুই পুত্র এবং প্রভাবতী নাম্নী এক কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর কোনও সন্তান সন্ততির অস্তিত্বের সংবাদ প্রকাশ নাই।

রাজার পরলোক

আকবরনামায় লিখিত আছে যে, পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বকীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে 'পাটকুমার' (যুবরাজ) মনোনীত করিয়াছিলেন; পরে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার 'লক্ষ্মীনারায়ণ' নামকরণ হইয়াছিল।(৬৯)

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, মহারাজ বিশ্বসিংহের অসামান্য প্রতিভা এবং তপস্যার ফলে নবীভূত কামরূপ অথবা কামতারাজ্য তাহার পূর্ব্ব স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিয়া শক্তি এবং সমৃদ্ধিতে প্রতিবেশী গৌড়রাজ্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল; পরন্তু, এক শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই গৃহবিচ্ছেদে তাহার মেরুদণ্ড ভগ্ন এবং সুবিশাল দেহ কয়েকখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িল। রঘুদেবনারায়ণকে 'পাটকুমার' (যুবরাজ) নিয়োগ এবং নিয়তির নির্দ্দেশে পরে সেই পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা সেই গৃহবিচ্ছেদের সর্ব্বপ্রথম হেতু বলিয়া কথিত হইতে পারে।

গৃহবিচ্ছেদের হেতু ও পরিণাম

---

(৬৮) দ্বিজ পরমানন্দ (২৮৮ রাজশক, ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) বনপর্ব্বের ভণিতায় লিখিয়াছেন;—

'ভীম নাতি ভীমকৃত মল্ল জিতি বলে।
মল্লনারায়ণ নাম হৈল ভূমণ্ডলে॥
নিজ দলে ভুজ বলে বিপক্ষে জিনিল।
অশেষ বিদেশ চয় স্বদেশ করিল॥
শ্মশানে মশান সঙ্গে রঙ্গে করি রণ।
তীক্ষ্ণ ভয়ানক যুদ্ধে তেজিল জীবন॥' ৩ পত্র।

(৬৯) আকবর নামা, ৭১৩ পৃষ্ঠা। উহার ইংরাজি অনুবাদে এইরূপ আছে,—

'At fifty years of age he (Mal Gosain) nominated his brother's son the Patkunwar as his successor. His eldest (*Sic!*) brother Shukl Gosain expressed a wish that he (Mal Gosain) should marry, and the latter out of love to him consented. He had a son to whom he gave the name of Lacsmi Narain. When he died, the kingdom came to him (Lacsmi Narain)'.

The Akbarnama, p 1067, Eng.

দশম পরিচ্ছেদ

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ

রাজশক ৭৮-১১৮, শকাব্দ ১৫০৯-১৫৪৯, বঙ্গাব্দ ৯৯৪-১০৩৪, খৃষ্টাব্দ ১৫৮৭-১৬২৭।

পনরশতসাতাশী খৃষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণের স্বর্গলাভ ঘটে এবং তৎপুত্র কুমার লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন।

রাজ্য লাভ

বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত্ত এবং মন্ত্রিগণ সেই নূতন মুদ্রায় রাজাকে নজর প্রদান করিয়াছিলেন। অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে মঙ্গলকামনাপূর্ণ পত্র ও বিবিধ উপঢৌকন আগত হইয়াছিল এবং তিনি বৈদেশিক রাজদূতগণকে যথোচিত পারিতোষিকাদি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। নূতন রাজা তাঁহার পিতৃমন্ত্রিগণকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যাভিষেককালে মোগলকুলতিলক সম্রাট্ জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গৌড়ীয় প্রতিনিধি সাহবাজ খাঁ এবং ওয়াজির খাঁ বিদ্রোহী হেয়বী পাঠানদলকে দমনে নিযুক্ত ছিলেন (১৫৮৪—৮৭ খৃষ্টাব্দে); সাহবাজ খাঁ ঘোড়াঘাটের বিদ্রোহী পাঠানগণকে পরাস্ত এবং ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত বিতাড়িত করিয়াছিলেন। রাজ্যোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের

মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ

রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলের শাসনকর্তা কুমার অনিরুদ্ধ ঐ সময়ে মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ পলায়ন পূর্ব্বক পাঙ্গায় (রঙ্গপুর জেলায়) আগমন করেন।(১) মহারাজ

রঘুদেবনারায়ণের স্বাধীনতাঘোষণা

লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই তাঁহার পিতৃব্যপুত্র রঘুদেবনারায়ণ পূর্ব্ব কামরূপের নৃপতিরূপে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বকীয় নামে মুদ্রা প্রচার করেন এবং সেই কারণে লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত

---

(১) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মোগল সেনাপতির (আজি কুলী খাঁ খাঁ জাহাঁ চিত্তানীর) সহিত অনিরুদ্ধের যুদ্ধঘটনার কোনও উল্লেখ করেন নাই। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বের প্রথম অবস্থায় তাহার সহিত কোনও মোগলসংঘর্ষ ঘটিয়া থাকিলে তাহা রাজ্যের দক্ষিণসীমা রক্ষার্থে অথবা পাঠানগণকে সাহায্য প্রদান উপলক্ষে সাহবাজ খাঁর সহিত ঘটিয়া থাকিবে।

তাঁহার যুদ্ধ হয় ;(২) সেই যুদ্ধে রঘুদেবনারায়ণ পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজধানী বিজেতা লক্ষ্মীনারায়ণের হস্তগত হয়। রঘুদেবের পুত্র কুমার পরীক্ষিৎ নারায়ণ কোনও এক সন্ন্যাসীর প্রতি বিশেষরূপ অনুরক্ত হইয়া পড়ায় পিতা পুত্রের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পুত্রকে উক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সূত্রে

পরীক্ষিৎ নারায়ণের পিতৃদ্রোহ

পিতা এবং পুত্রের মধ্যে এতদূর মনোমালিন্য উপস্থিত হয় যে, পরীক্ষিৎ পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে পর্য্যন্ত লিপ্ত হন! এই ভয়াবহ সঙ্কল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িলে রঘুদেবের আদেশে পরীক্ষিৎ বন্দীকৃত হন, কিন্তু কৌশলক্রমে তিনি পলায়ন পূর্ব্বক পিতৃব্য মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।(৩) রঘুদেব পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ভৌমিক ঈসা খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহার

ঈসা খাঁ এবং রঘুদেবের মিলন

সাহায্যে পুনর্ব্বার লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঈসা খাঁর সাহায্যপুষ্ট রঘুদেবের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্মীনারায়ণ একাকী আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়া প্রথমতঃ আহোমরাজের সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাহার পরে তিনি মোগল বাদশাহ আকবর শাহের সাহায্য

দিল্লীশ্বরের আশ্রয়গ্রহণ

এবং আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার তাৎকালিক সুবাদার রাজা মানসিংহের নিকটে স্বকীয় অবস্থা সবিশেষ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার সাগ্রহ আহ্বানে মানসিংহ সলিমনগর (সেরপুর, বগুড়া জেলায়) হইয়া আনন্দপুর নামক স্থানে আগমন করিলে লক্ষ্মীনারায়ণ চল্লিশ

মানসিংহের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ

ক্রোশ পথ অগ্রসর হইয়া তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত ও প্রীতিভোজনাদি হয় ;(৪) ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা আরও সুদৃঢ় হয় এবং মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের

---

(২) মহারাজ নরনারায়ণের জীবিতকালেই (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে) রঘুদেবনারায়ণ হাজোর হয়গ্রীব মন্দিরের লিপিতে আপনাকে 'কামরূপেশ্বর' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। রঘুদেবনারায়ণের ১৫১০ শকের (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের) তিনটী মুদ্রা কলিকাতা মিউজিয়ামে এবং একটী আসাম গভর্ণমেণ্টের অধিকারে আছে।

(৩) মতান্তরে, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের প্ররোচনা বশতঃই পরীক্ষিৎ পিতার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।
History of Assam, p 64.

(৪) আকবরনামা, ৭১৩ পৃষ্ঠা।

কমিশনার মার্শী ও গোডের ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বরের রিপোর্টে এবং কোম্পানির কাগজে লক্ষ্মীনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণের ১১৯০ সনের (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের) ২৫শে মাঘের লিখিত বিবরণে ব্যক্ত আছে যে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোচবিহাররাজা স্বাধীন ছিল ; যদি লেখকগণ 'স্বাধীন' শব্দ 'সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র' স্থলে এরূপ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্তি ইতিহাসবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

যেহেতু আকবরনামায় লিখিত আছে ;—

"One of the occurences was the submission of Lacsmi Naraian. He was the ruler of Kuc (Behar)" *Akbarnama, p 1066.*

ভগিনী প্রভাবতী দেবীর সহিত আমেররাজ মানসিংহের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। (১০০৫ হিজরী, ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ)।(৫)

বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার উত্তরাংশের অধিকার লইয়া কামতারাজ এবং দিনাজপুরের রাজার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিবাদ চলিতে থাকায় তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না; রাজা মানসিংহ মধ্যস্থস্বরূপ দিনাজপুরের রাজা এবং মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে 'পাগড়ী বদল' করাইয়া উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। (৬)

কামতারাজ এবং দিনাজপুররাজের মিলন

রাজা মানসিংহের এতদঞ্চল হইতে প্রস্থানের কয়েক মাস পরেই রঘুদেবনারায়ণ পুনরায় লক্ষ্মীনারায়ণকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে ফতে খাঁ, পুরন্দর লস্কর, নিতাইচন্দ্র নাজীর, ঠাকুর পঞ্চানন্দ, কবীন্দ্রপাত্র এবং গদাধর বড়ুয়া প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ রঘুদেবনারায়ণের পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি তাঁহাদের পরামর্শে চালিত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যের কিয়দংশ (বাহারবন্দ) আক্রমণ এবং অধিকার করায় পরাজিত লক্ষ্মীনারায়ণ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নূতন কুটুম্ব রাজা মানসিংহের নিকট সেই দুঃসংবাদ প্রেরণ করিলেন; সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র রাজা মানসিংহের আদিষ্ট ফতে খাঁ সুর এবং জুবার খাঁ সসৈন্যে আগমনপূর্ব্বক রঘুদেবকে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং বিতাড়িত করিয়া দিলেন (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ)।

রঘুদেবের পুনরাক্রমণ

ফতে খাঁ এবং জুবার খাঁ। সাহায্য

মোগলপাঠানবিপ্লবের সুযোগে মহারাজ নরনারায়ণ নিজের সুবিধামত কখনও পাঠানপক্ষ কখনও বা মোগলপক্ষ অবলম্বন করিতেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলের শরণাপন্ন হওয়ায় পাঠানেরা উত্তরবঙ্গে অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, সুতরাং রাজা মানসিংহের পক্ষে পাঠানদমন কার্য্য অপেক্ষাকৃত সুগম হয়। অতঃপর পাঠানেরা পূর্ব্ববঙ্গ ও ওড়িশায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং পাঠানদলপতি মাসুম খাঁ কাবুলী সুবর্ণগ্রামের (ঢাকা জেলায়) ঈসা খাঁর সহিত মিলিত হন। ঈসা খাঁ রঘুদেবের সহিত পূর্ব্বেই সন্ধিবদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে রঘুদেবের সাহায্যার্থে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলেন। রাজা মানসিংহ সেই সংবাদ অবগত হইয়া পুত্র

---

(৫) আকবরনামা, ৭১৬ পৃষ্ঠা; প্রবাসী পত্রিকা, ১৩২১ সন, আশ্বিন ৬৭৯ পৃষ্ঠা।

"After some time he (Lacsmi Narain) gave his sister to the Raja." *Akbarnama*, *p 1068.*

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের মৃত্যু হইলে প্রভাবতী দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকা, [illegible] রাণী প্রভাবতীর [illegible]।

(৬) 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে' এই স্থলে দিনাজপুরের সুবিখ্যাত রাজা 'প্রাণনাথে'র নাম লিখিত হইয়াছে (১৪৭ পৃষ্ঠা), ইহা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নহে। রাজা প্রাণনাথ প্রায় শতবর্ষ পরে (খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত) দিনাজপুরের রাজা ছিলেন।

দুর্জনসিংহকে (নামান্তরে, অর্জ্জুনসিংহকে) ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ)।

কত্রাভুর যুদ্ধ

কত্রাভুর (ঢাকা জেলায়) জলযুদ্ধে দুর্জনসিংহ পরাজিত এবং নিহত হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ কোনও প্রকারে আত্ম রক্ষা করিলেন, কিন্তু তাঁহার বহু সৈন্য বন্দীকৃত হইল।(৭) ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শত্রু

আহোমরাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সন্ধি

ঈসা খাঁর মৃত্যু হইলে, রঘুদেব স্বীয় কন্যা মঙ্গলদইকে (মঙ্গল দেবীকে) আহোমরাজ সুখাম্‌-ফার করে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণ প্রায় তের বৎসর কাল পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার গুরু পূর্ব্বকথিত সন্ন্যাসীর সাহায্যে

পরীক্ষিতের আচরণ

পিতাকে উপাংশু বধ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।(৮) রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিৎনারায়ণ স্বকীয় ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণকেও ('মেচ লাগাই থার মোচরি মারি' অর্থাৎ 'মেচ' জাতীয় কোনও ঘাতুকের দ্বারা ঘাড় মোচড় দিয়া) বধ করিলে তাঁহার অপর ভ্রাতা মানসিংহ প্রাণের ভয়ে পলায়ন এবং আহোম-রাজের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পরে পরীক্ষিৎ পিতৃব্য এবং আশ্রয়-

লক্ষ্মীনারায়ণের পরাজয়

দাতা লক্ষ্মীনারায়ণকে আক্রমণ এবং তাঁহার রাজ্যের বাহারবন্দ বিভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহার বার জন কার্য্যী (কর্ম্মচারী) শত্রুর হস্তে বন্দীকৃত হন। রাজার পলায়নকালে 'মাহাদৈ' (মহাদেবী = মহারাণী) সঙ্গে ছিলেন; শত্রুপক্ষের একজন পাঠান সেনানী তাঁহাকে ধৃত করার উদ্যোগ করিলে পরীক্ষিৎ 'খুড়ীর'

---

(৭) আকবরনামা, ৭৩৩ পৃষ্ঠা।

(৮) এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে; যথা,—একদা শৌচকর্ম্ম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সন্ন্যাসিপ্রেরিত দৈত্যের (গুপ্ত ঘাতুকের ?) হস্তে রঘুদেব নিহত হন। মতান্তরে, সর্পদংশনে অথবা তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের মাতার কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (*History of Assaam, p 64*)। রঘুদেব অত্যন্ত বিত্ত-সঞ্চয়ী ছিলেন এবং তাঁহার তিনকোটি মুদ্রা অতি গোপনভাবে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিল এবং সেই মুদ্রার সংবাদ ব্যক্ত হইবার আশঙ্কায় ধনরক্ষাকার্য্যে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বধ করা হইয়াছিল; কেবল গদাধর ভাণ্ডারী নামক জনৈক ধনরক্ষক এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জীবিত ছিলেন। পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও কিন্তু গদাধর ঐ গুপ্তধনের সংবাদ ব্যক্ত করেন নাই। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ১০ পত্র।

রঘুদেবের আদেশে উৎকীর্ণ আসামের হয়গ্রীব এবং পাণ্ডুনাথ মন্দিরের লিপিতে গদাধর ভাণ্ডারীর নাম আছে।

রঘুদেবের মৃত্যুকাল সম্বন্ধে মতভেদের নিরসন হয় নাই (*History of Assam, p 64*); আনুমানিক ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এরূপ বোধহয়। রঘুদেবনারায়ণের নাম এবং নির্ম্মাণকালের লিপিযুক্ত দুইটী কামান আসামের অন্তর্গত গৌরীপুরের জমিদারের অধিকারে আছে:—প্রথমটী ১৫১৬ শকে (১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত, দৈর্ঘ্য ৭ ফিট ৪ ইঞ্চ, মুখের ব্যাস ১১ ইঞ্চ; দ্বিতীয় কামানটী—দ্বাদশ কোণযুক্ত, ১৫১৯ শকে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত, দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ৬ ইঞ্চ, মুখের ব্যাস ৫½ ইঞ্চ।

(পিতৃব্যপত্নীর) অসম্মান হইবে বলিয়া সেই সেনানীকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত করিয়াছিলেন। রাত্রিকালের সঙ্কুল সংগ্রামে রূপাবর ঢালী নামক শত্রুপক্ষের জনৈক সৈনিক অন্ধকারে চিনিতে না পারিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতা বলিনারায়ণকে বর্শার আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিল; পরে সেই সৈনিক প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হয় এবং স্বকীয় অসি কোষমুক্ত করিয়া কুমার বলিনারায়ণের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহাকে বারংবার সাগ্রহ অনুরোধ করে। উদারচরিত মহাপ্রাণ কুমার বলিনারায়ণ কিন্তু মহাবীরের সমুচিত উত্তর দেন,—'তোক্ মারিলে কি হব? সহজে মুঞি জীবার নুই। বিশেষ যার লোণ খাব তার কার্য্যত থাকি অকথা করিবাকো পার? আরু অজ্ঞানতঃ মারিছাই, তোর একো অপরাধ নাই' এবং এই কথা বলিবার পরেই তিনি প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক বীরলোকে প্রস্থান করেন।(১) বিজয়ী রাজা পরীক্ষিৎ পিতৃব্য কুমার বলিনারায়ণের অন্তিম সংকার যথারীতি সুসম্পন্ন পূর্ব্বক তাঁহার 'অস্থি' লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে লক্ষ্মীনারায়ণ কার্য্যি-গণকেও মুক্তি প্রদানের নিমিত্ত পরীক্ষিতের নিকট অনুরোধ করায় পরীক্ষিৎ তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পৈতৃক রাজচ্ছত্র প্রত্যর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তদনুসারে পরীক্ষিতের রাজচ্ছত্র প্রত্যর্পিত হয় এবং বন্দীকৃত কার্য্যিগণও মুক্তিলাভ করেন। মোগল সৈন্যের পুনরাগমনের সম্ভাবনা মনে করিয়া পরীক্ষিৎ এই সময়ে আহোমরাজের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

রাজা মানসিংহ ৯৯৭ হিজরী (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে ১০১৫ (১৬০৬ খৃষ্টাব্দ) হিজরী পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন; সেই সময়ের মধ্যে একবার তিনি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন (১৬০৪ খৃষ্টাব্দ) এবং আবদুল মজিদ আসফ খাঁ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আকবর বাদশাহের জীবনের শেষাবস্থায় তাঁহার সিংহাসনের অধিকার লইয়া রাজধানীতে গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাদশাহের মৃত্যু হয় এবং সোলতান সেলিম 'জাহাঁগীর' নাম অথবা উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন বাদশাহ রাজা মানসিংহকে পুনরায় সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন, কিন্তু এক বৎসর কাল অতীত হইতে না হইতে তাঁহাকে বাদশাহের দরবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় (১৬০৬ খৃষ্টাব্দ) এবং কুতুবউদ্দিন খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার অল্পকালস্থায়ী শাসনকাল শের আফগান ঘটিত ব্যাপারেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই ব্যাপারে কুতুবউদ্দিন খাঁ (১৬০৭ খৃষ্টাব্দে) নিহত হইলে জাহাঁগীর কুলী খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হয় এবং সেখ আলাউদ্দিন এসলাম খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হন (১৬০৮ খৃষ্টাব্দ)।

---

(১) 'তোমাকে মারিলে কি হইবে? আমি আর বাঁচিতেছি না। বিশেষ তুমি যাঁহার বেতনভোগী ভৃত্য, তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য কিছু কি করিতে পার? (অর্থাৎ কদাপি পার না)। আরও, তুমি (চিনিতে না পারিয়া) অজ্ঞানতাবশতঃ আমাকে মারিয়াছ, তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই।' মুমূর্ষু রাজকুমারের এই অন্তিম উক্তি প্রকৃতই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার যোগ্য। বীরত্ব এবং কর্ত্তব্যের এরূপ প্রকৃত মূল্য-নির্দ্দেশ জগতের যে কোনও জাতির ইতিহাসে দুর্লভ, সন্দেহ নাই।

এইরূপে বারংবার শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়া বাঙ্গলার পাঠান দলপতি এবং জমিদার-দিগের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্রোহপতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ নারায়ণও সেই সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি কামতারাজ্যের বাহারবন্দ বিভাগ পুনরাক্রমণ এবং অধিকার করিয়া পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য বারংবার আক্রান্ত হইবার বিবরণ 'গুরুলীলায়'ও লিখিত আছে।

সুবাদার এসলাম খাঁ বঙ্গের 'বারভুঁইয়া'দিগের মূলচ্ছেদ পূর্ব্বক রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করায় তিনি বিবিধ উপহার পাঠাইয়া সুবাদারের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন।

এসলাম খাঁ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ

লক্ষ্মীনারায়ণ এই সময়ে পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণের জন্য সুবাদারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। উভয়ে এরূপ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সুবাদার পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিবেন এবং পরীক্ষিতের রাজ্য অধিকৃত হইলে তাহা লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদত্ত হইবে, ইত্যাদি।(১০)

১৬১২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মোগলসৈন্য পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার সুরক্ষিত ধুবড়ী দুর্গ অধিকার করে। বাদশাহী সৈন্য পরীক্ষিতের সম্মুখভাগ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ পশ্চাদ্ভাগ যুগপৎ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পরীক্ষিতের পরাজয়

ভয়ঙ্কর সংগ্রামে পরীক্ষিৎ পরাজিত এবং পরিণামে আত্মসমর্পণ করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পরীক্ষিতের কামরূপ রাজ্য অধিকৃত হইল এবং মোগল সেনাপতি তাহা মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদান করিলেন।(১১) কামরূপবিজয়ের অব্যবহিত পরেই সুবাদার এসলাম খাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নূতন সুবাদার কাসেম খাঁ কিরূপ প্রকৃতির লোক হইবেন এবং তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের সম্পর্কে এসলাম খাঁর প্রতিশ্রুতি কতদূর রক্ষা করিবেন, রাজা সেই চিন্তায় বিশেষ চিন্তাকুল এবং বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন; পরীক্ষিতের সসম্মানে ঢাকায় অবস্থানসংবাদ আবার তাঁহার সেই চিন্তার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার চিরবাঞ্ছিত কামরূপরাজ্যের শাসনসংরক্ষণের

---

(১০) 'বাদশাহনামায়' লক্ষ্মীনারায়ণকে পরীক্ষিতের রাজ্য প্রদান করিবার অঙ্গীকারের কোনও কথা নাই। উল্লিখিত প্রস্তাব সুবাদার এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল; সুতরাং বাদশাহী দরবারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকাই অনুমিত হয়।

(১১) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১৫১খ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে পূর্ব্বে ভরলী নদী এবং নওগাঁও (*Assam Burunjee, Mss, Book VIII, p 41*), উত্তরে ভুটান, পশ্চিমে সনকোষ এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমোত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত (পূর্ব্ব) কামরূপরাজ্য বিস্তৃত ছিল। বাহরিস্তানে ঘাইবী, বাদশাহনামা এবং ফাতেহায়ে ইব্রীয়া পুস্তকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উল্লিখিত চতুঃসীমা মোটামোটি সমর্থিত হয়।

সুব্যবস্থার জন্য 'খুণ্টাঘাটে' (গোয়ালপাড়া জেলায়) অবস্থান করিতেছিলেন। সুবাদার কাসেম খাঁ লক্ষ্মীনারায়ণকে নিজের দরবারে আনয়নের উদ্দেশ্যে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন এবং বলিয়া পাঠান, 'এসলাম খাঁর সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের যে সমস্ত চুক্তি হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই যথাযথ প্রতিপালিত হইবে, অধিকন্তু আরও অধিক ভূমি তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে ; যুদ্ধশেষে সুবাদারের সহিত রাজার সাক্ষাৎ করার কথা ছিল, কিন্তু এসলাম খাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই, আমি (কাসেম খাঁ) তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি, এক্ষণে রাজার উচিত যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি সমস্ত কথার নিষ্পত্তি করিয়া লউন', ইত্যাদি।(১২)

রঘুনাথের উল্লিখিত বাক্যে রাজার দুশ্চিন্তার নিরসন হয় এবং তিনি কাসেম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঢাকা গমন করিতে মনঃস্থ করেন। নূতন প্রাপ্ত কামরূপ-রাজ্যের শাসনভার কর্ম্মচারিগণের প্রতি অর্পণ করিয়া তিনি ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ঢাকা নগরে গমন করেন। কামরূপরাজ্যের অধিকার লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদান করা হইলেও সেই সময় পর্য্যন্ত তথাকার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে বিভিন্ন বিভিন্ন মোগলকর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু রাজার কামরূপত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মোগল কর্ম্মচারী দেওয়ান মীর সফী তথায় নানা পরিবর্ত্তন এবং অত্যাচারের সূত্রপাত করিয়া দিলেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া কাসেম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমবারের সাক্ষাতে সুবাদার রাজার সহিত যথোচিত ভদ্রব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিবস রাজা দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি ভিন্নমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রাজাকে 'নজরবন্দ' করার আদেশ প্রদান এবং আবদর রহিমান পত্তনীকে তাঁহার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিলেন। এসলাম খাঁর আদেশে ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ যে অবস্থায় 'নজরবন্দ' ছিলেন, রাজাকেও তদবস্থায় রাখার আদেশ হইল।(১৩) সেইরূপ অবস্থায়ই রাজা সুবাদারের দরবারে যাতায়াত করিতে লাগিলেন ; তাঁহার কামরূপরাজ্যলাভের সুখস্বপ্ন এতদিনে ভঙ্গ হইল এবং রাজা রঘুনাথের মুখে সুবাদারের প্রদত্ত আশা ভরসার প্রকৃত অর্থ গ্রহণেও তাঁহার আর বিলম্ব হইল না! ইহার কিছু দিবস পরে রাজাকে আগ্রায় প্রেরণ করা হইয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণের ঢাকায় গমন

লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দী

---

(১২) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১৫১খ পৃষ্ঠা।

(১৩) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১৫২খ পৃষ্ঠা।

"(152b) *Dastan* 3. Rajas Lakshmi Narayan and Parikshit brought to the Viceregal Court and thrown into prison." *A New History of Bengal in Jahangir's time, p 6.*

প্রাচীন বংশাবলী এবং আসাম বুরুঞ্জীগুলিতে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের দিল্লী গমনের বৃত্তান্ত লিখিত আছে ; কিন্তু, তাঁহার বন্দী হইবার কোনও সঙ্কেতও তাহাদের কোথাও পাওয়া যায় না।

রাজার বন্দী হওয়ার সংবাদ কামতাপুরে উপস্থিত হইলে রাজপরিবারের লোকের পুরুষান হইয়া পড়িলেন। সুবাদারকৃত বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফলপ্রদানের উদ্দেশ্যে রাজ্যের নানাস্থানে উত্তেজনা লক্ষিত হইতে লাগিল; লক্ষ্মীনারায়ণের পিতৃব্য-পৌত্র রাজা মধুসূদন প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণ করিয়া কড়াই-বাড়ী (রঙ্গপুরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত) অধিকারপূর্ব্বক তথায় সসৈন্যে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন।(১৩) অতঃপর দেশের বহু স্থানেই প্রকাশ্য বিদ্রোহের আবির্ভাব হইল এবং পরীক্ষিতের অধিকৃত (পূর্ব্ব) কামরূপে বিদ্রোহাগ্নি বিশেষ পরিমাণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে খুটাঘাটের 'নব' নামক এক প্রভাবশালী ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে 'রাজা' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কামতারাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রায়কত মাণিক্যদেবের জায়গীরে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কামতারাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন; সেনানায়ক মির্জ্জা সালেহ পূর্ব্বোক্ত 'নব' রাজার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলেন, তিনি 'নব'কে ধৃত এবং বন্দীকৃত করার জন্য রাজপুত্রকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তখন পর্য্যন্ত ঢাকায় ছিলেন; মির্জ্জা রাজকুমারকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া সদ্ভাবসহকারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন এবং তদনুসারে রাজকুমার নবকে অগোণে ধৃত করিয়া প্রেরণ করার জন্য রায়কতের উপর সুদৃঢ় আদেশ প্রদান করিলেন। রায়কত মাণিক্যদেব কুমারের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 'নব' রাজাকে বন্দীকৃত এবং পঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজপুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহার ফলে বিদ্রোহানল কিয়ৎ-পরিমাণে প্রশমিত হইল।(১৪)

যোগলের প্রতিপক্ষে অস্ত্রধারণ

সুবাদার কাসেম খাঁ স্বকীয় কৃতকর্ম্মের কুফল দূরীকরণে অসমর্থ এবং তন্নিবন্ধন পদচ্যুত হইলে ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ এবং পরীক্ষিৎনারায়ণ উভয় রাজাকেই মুক্তি প্রদান করিবার জন্য ইব্রাহিম খাঁ জাহাঁগীর বাদশাহকে অনুনয় করিয়াছিলেন; বাদশাহ কামরূপের অশান্তিসংবাদে পূর্ব্ব হইতেই অসন্তুষ্ট এবং চিন্তাপর ছিলেন, এক্ষণে ইব্রাহিম খাঁর প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া তিনি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণকে দরবারে আহ্বান করিলেন।(১৫)

সুবাদার পরিবর্ত্তন

(১৩) বাহারিস্তানে গাইবী, ২২৮ খ পৃষ্ঠা। এই পুস্তকে মধুসূদনের পিতার নাম যে 'জগকেতু' লিখিত আছে, তাহা লিপিকরপ্রমাদপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। মধুসূদনের প্রপৌত্র রাজা রামচন্দ্রের অনুবাদিত 'ভাগবতসার' পুথির ভণিতায় মধুসূদনের পিতার নাম ব্যাসকেতু লিখিত আছে। ব্যাসকেতু লক্ষীনারায়ণের পিতৃব্য রঘুসিংহের পুত্র ছিলেন।

(১৪) বাহারিস্তানে গাইবী, ১৭৪ খ পৃষ্ঠা।

(১৫) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামক জনৈক পণ্ডিত মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ব্যবহারে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া দিল্লী গমন পূর্ব্বক বাদশাহ জাহাঁগীরের নিকট রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ

বাদশাহের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (১০২৭ হিজরী, ১৯ শে শকর বা ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী) আহ্‌মদাবাদের সপ্তদশ মাইল দূরবর্ত্তী (মাহী নদীর তীরে অবস্থিত) এক স্থানে জাহাঁগীর বাদশাহের সহিত মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সাক্ষাৎকারলাভ হইয়াছিল। উক্ত সময়ে বাদশাহ ভ্রমণোপলক্ষে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন; প্রথমবার সাক্ষাতে রাজা বাদশাহকে পাঁচশত মোহর নজর দেন এবং বাদশাহ মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণকে উপযুক্ত খেলাত এবং মণিমুক্তাখচিত খঞ্জর (ছোরা) প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পরে, পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত এবং কর্কেতন এই চারি মণি-খচিত চারিটী অঙ্গুরীয়ক ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল; এবং বাদশাহ পুনশ্চ তাঁহাকে তীক্ষ্ণধার তরবার, মণিমুক্তার জপমালা এবং কর্ণের কুণ্ডলের জন্য চারিটী মুক্তা প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে হস্তী, একটী ইরাকী এবং একটী তুর্কী ঘোড়া খেলাতস্বরূপ রাজাকে অর্পণ করিয়া বাদশাহ তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করিলেন।(১৬) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এইরূপে ঢাকায় এক বৎসর এবং আগ্রায় প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ এবং পরীক্ষিতের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনের জন্য বাদশাহ প্রয়াস পাইয়া ছিলেন; কিন্তু, পরীক্ষিতের মদগর্ব্বের নিমিত্ত তাহা কার্য্যতঃ সফল হয় নাই।(১৭)

বাদশাহ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ

করিয়াছিলেন এবং তন্নিবন্ধন বাদশাহের আদেশে মোগলসৈন্য কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল, উভয় পক্ষের মধ্যে জয় অথবা পরাজয় অবধারিত হইতে না হইতেই রাজা বাদশাহের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করিয়াছিলেন, অতঃপর 'রাজ্যের নারায়ণী মুদ্রা অর্দ্ধাকারে নির্ম্মিত হইবে' রাজা বাদশাহের নিকটে এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, ইত্যাদি (নবম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়)। এই সকল বৃত্তান্ত যে যথার্থ নহে, তাহা সমসাময়িক ইতিহাস এবং দরঙ্গ বংশাবলীগুলির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

(১৬) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ২৩৪ খ পৃষ্ঠা; তোজকে জাহাঁগিরী (উর্দ্দু) ১৬০, ১৬২, ১৬৩ পৃষ্ঠা। বাদশাহ কর্ত্তৃক লক্ষ্মীনারায়ণকে একটী ইরাকী ঘোড়া এবং একখণ্ড তরবার প্রদানের সংবাদ 'কামরূপর বুরুঞ্জী' পুস্তকেও লিখিত আছে (১০ পৃষ্ঠা)। আকবর বাদশাহের নাম এবং ১০০০ হিজরী (১৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ) সন অঙ্কিত একখানা উৎকৃষ্ট তরবার কোচবিহার রাজবাটীর তোষাখানায় এ পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে, কিন্তু তাহার অনেক অক্ষর বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

(১৭) কামরূপর বুরুঞ্জী, ১০ পৃষ্ঠা;

বাদশাহ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,—

"বুজিলো নিশ্চয় মোর বাক্যসার ধরা।
কনিষ্ঠ পিতৃক তুমি নমস্কার করা॥"
"রাজা বোলে 'পিতৃ মোর হোবে আপুনার।
বিরোধ ভাবত ন করোহো নমস্কার॥'" সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ১০০ পত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ যে পরীক্ষিতের কনীয়ান্ পিতৃব্য ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ঢাকায় আসিয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। কামরূপবিজেতা এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা শেখ কামাল সেই

লক্ষ্মীনারায়ণের বাদশাহী কর্ম

সময়ে তৎপ্রদেশের বিদ্রোহদমনের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্য বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তজ্জন্য অনুরোধ করিলে রাজা তাঁহাকে সাহায্যদানে সম্মত হন এবং শেখ রাজার নিকট হইতে সম্রাটের পাওনা পেশকশ একলক্ষ টাকার জামিন হন।(১৮) ইহার পরে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ শেখ কামালের সমভিব্যাহারে সসৈন্যে হাজোতে গিয়া অবস্থান করেন এবং তিনি তথায় অবস্থান করিয়া কামরূপের বিদ্রোহদমনের জন্য মোগল সেনাপতিগণকে অনেক প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহব্যাপারে মোগলসৈন্য কামরূপের সর্ব্বত্রই খণ্ড-যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং তাহাদের সাহায্যার্থে রাজা মধুসূদন, তাঁহার পুত্র পশুপতি, লম্বোদর এবং সূর্য্য গোঁসাইর পুত্র রামসিংহ উপস্থিত এবং আবশ্যক ক্ষেত্রে সৈন্যবল পরিচালন পূর্ব্বক অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।(১৯) ইঁহাদের সহযোগী মোগল সেনাপতি সেতাব খাঁর বিরচিত 'বাহারিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা মধুসূদন এবং তাঁহার পুত্র রাজা পশুপতির অনেক কৃতিত্বের উল্লেখ আছে। সেতাব খাঁ, শেখ কামাল এবং ভূষণার রাজা সত্রাজিতের সহিত মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিনারায়ণও বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং আহোমরাজ প্রতাপসিংহ তাঁহার সাহায্যকারী ছিলেন। আহোমরাজ লক্ষ্মীনারায়ণকে স্বপক্ষে আনয়নের

আহোমরাজের সহিত সন্ধির প্রয়াস

নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; পরন্তু, লক্ষ্মীনারায়ণ আহোম এবং মোগল রাজশক্তির পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন করাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত কার্য্যের প্রতিদান-স্বরূপ তাঁহার কামরূপরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, তিনি মোগলপক্ষের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি

---

(১৮) বাহারিস্তানে ঘাইবী, ২৩৪খ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে (১২৫ পৃষ্ঠা) লক্ষ্মীনারায়ণের পেশকশ আশী হাজার নারায়ণী টাকা লিখিত আছে।

(১৯) বাহারিস্তানে রাজা মধুসূদনের পুত্রের নাম কোথাও 'বিস্তুপতি' কোথাও বা 'পশস্তুপতি' লিখিত আছে। ২৬৫খ পৃষ্ঠা।

ভাগবতসার পুথির ভণিতায় মধুসূদনের পুত্রের নাম "পশুপতি" লিখিত আছে। বাহারিস্তানে লক্ষ্মীনারায়ণের পিতৃব্য 'সর্ব্বা গোঁসাইর' নাম আছে (২৬৫ক পৃষ্ঠা)। বংশাবলীর লিখিত বিশ্বসিংহের [illegible] উনবিংশ পুত্রের মধ্যে 'সর্ব্বা' গোঁসাইর নাম নাই, 'সূর্য্য' গোঁসাইর নাম আছে। 'সূর্য্য' ফারসী লিপিকরের হস্তে পড়িয়া 'সর্ব্বা' হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়; এই দুইটী শব্দের বর্ণবিন্যাসের মধ্যে একটী "নোক্তা" (বিন্দু) ব্যতীত আর কিছু মাত্র পার্থক্য নাই।

ব্যগ্র হইয়া ১৬২০ খৃষ্টাব্দে স্বকীয় কর্ম্মচারী সিকদার কার্য্যীকে সন্ধিস্থাপনের জন্য আসামে প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, কার্য্যী তথায় বন্দীকৃত হন এবং সন্ধির প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়।(২০)

জাহাঁগীর বাদশাহের পুত্র শাহ জাহাঁ ১৬২১ খৃষ্টাব্দে পিতার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া সাম্রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার সহিত সম্মুখ সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন; তিনি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত এবং নিহত হইলে (১৬২৪ খৃষ্টাব্দ) দেশ তাঁহার শাসনাধীন হয়। সেতাব খাঁ তৎকালে কামরূপের একজন প্রধান মোগল কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় বিজয়ী শাহজাদা শাহ জাহাঁর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। শাহ জাহাঁ মালদহে আগমন করিয়া মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট স্বকীয় বিজয়ের সংবাদ ফরমান যোগে জ্ঞাপন এবং তাঁহাকে সেতাব খাঁর নির্দ্দেশ ও পরামর্শ মত চলিতে অনুরোধ করেন এবং হাজোতে অবস্থান কালেই উক্ত ফরমান তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।(২১) শাহ জাহাঁ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলে পর মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ পুনরায় বাদশাহের পক্ষাবলম্বন করেন এবং ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বাদশাহের কর্ম্মে হাজোতেই ছিলেন; ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

শাহ জাহাঁর বিদ্রোহ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার পিতৃপিতামহের অনুরূপ রাজোচিত গুণগ্রামের সম্পূর্ণরূপে অধিকারী ছিলেন না; শারীরিক শক্তিসামর্থ্য এবং মানসিক বলে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুদেবনারায়ণ ও পরীক্ষিৎনারায়ণ অপেক্ষা অনেক হীন ছিলেন। পরীক্ষিতের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তিনি যে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিফল তিনি হাতে হাতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'গুরুলীলায়' লিখিত আছে যে, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ জ্ঞাতিবিরোধকে মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। উক্ত গ্রন্থে লক্ষ্মীনারায়ণের জ্ঞাতিবিরোধবিমুখতা এবং নিরীহচরিত্রবত্তার যে বিবরণ লিখিত আছে,(২২) সমসাময়িক ইতিহাস তাহার সমর্থন করে নাই। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে মোগলের আশ্রয়গ্রহণনিবন্ধন আত্মীয়, জ্ঞাতিবন্ধু এবং সামন্তবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রকৃতি

জাতিবিরোধের হেতু

---

(২০) *Assam Burunjee, Mss, Book VIII, p 50 ; Burunjee from Khunlang and Khunlai' Vol. I, p 539* ; রুদ্রসিংহের বুরঞ্জী, ১০৩ পত্র।

(২১) বাহারিস্তানে গাইবী, ২১৮ক-২২০খ পৃষ্ঠা। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে কিন্তু খৃষ্টীয় ১৬২২ হইতে ১৬২৫ অব্দ পর্য্যন্ত শাহ জাঁহা সুবে বাঙ্গলা শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

(২২) রাধোদয়দেব মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামরায় কর্ত্তৃক 'গুরুলীলা' বিরচিত হইয়াছে।

হইয়াছিলেন।(২৩) প্রকৃতপক্ষে মহারাজ নরনারায়ণ এবং রঘুদেবের সময়েই জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং লক্ষ্মীনারায়ণ রঘুদেবের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়াই বাদশাহের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২৪)

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক ষ্টিফেন ক্যাসিলা (Stephen Cacella) এবং তাঁহার সহকর্ম্মী জন ক্যাব্রাল (John Cabral) কামতারাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন।

ষ্টিফেন ক্যাসিলা

তাঁহারা হুগলী হইতে যাত্রা করিয়া ঢাকা এবং শ্রীপুরের জলপথে কামরূপের অন্তর্গত পাণ্ডু নামক স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। ক্যাসিলার ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবরের পত্রে লিখিত আছে যে, তাঁহারা ভূষণার রাজা সত্রাজিতের সমভিব্যাহারে ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের (Liquinarane) সহিত হাজোতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; ভুটান গমনের পথসম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা তাঁহাদের এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ সেই সময়ে হাজোর স্বকীয় প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন; উক্ত প্রাসাদের পর পর অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ তিনটী অঙ্গন তিনটী সুদৃঢ় দ্বার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং আগন্তুকদ্বয় ক্রমে ক্রমে সেগুলিকে অতিক্রম পূর্ব্বক এক উদ্যানগৃহে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজা তাঁহাদিগকে সমাদরে

রাজপুত্রের রাজ্যশাসন

গ্রহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র 'গাবুর শাহ্' (Gaburrasa) সেই সময়ে 'বিহারে' (Biar) শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।(২৫) সাক্ষাৎকারের পর রাজা প্রচারকদ্বয়কে প্রথমতঃ বিহার গমন করিতে এবং পরে তথা হইতে রাঙ্গামাটি (Runate) হইয়া ভুটানে গমনের পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের এবং সত্রাজিতের পরিচয়পত্রসহ ৮ই অক্টোবর

---

(২৩) *The Cooch Behar State And Its Land Revenue Settlement, p 234.*

'This conduct gave offence to his relations and neighbouring princes; they united against him; and compelled him to take refuge in his fort, whence he wrote to the Governor of Bengal (Man Singha) requesting him to send a force to his relief'.

The History of Bengal, Section VI.

(২৪) আকবরনামা, ৭১৬ পৃষ্ঠা।

(২৫) *Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603-1721, pp 126, 127, 131.*

ষ্টিফেন ক্যাসিলা পর্ত্তুগালের অধিবাসী এবং জেস্যুইট খৃষ্টান্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার লিখিত পত্রাবলী উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচালক সমিতির হস্তে রক্ষিত আছে। পত্রগুলি পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত হইয়াছিল; মিঃ সি. ওয়াসেল তাহা ইংরাজী ভাষায় সঙ্কলিত, স্থানে স্থানে অনুবাদিত এবং উক্ত নামে মুদ্রিত করিয়াছেন (১৯২৪ খৃষ্টাব্দ)। ষ্টিফেন ক্যাসিলা রাজপুত্রকে 'গাবুরশাহ' (Gaburrasa) লিখিয়াছেন; 'গাবুর' অর্থে যুবা, 'শাহ' অর্থে রাজা, অর্থাৎ যুবরাজ বা ভবিষ্যৎ রাজা। কোচবিহারে তুল্যরূপ অর্থে প্রযুক্ত 'গাবুর দেওয়ান' এবং 'গাবুর নাজীর' পদবী অজ্ঞাত নহে।

[illegible] (Azo) ত্যাগ করিয়া সেই মাসের ২১শে তারিখে বিহারে উপস্থিত হন।(২৬) সেই সময়ে 'বিহার' নগর এক নদীতীরে অবস্থিত ছিল এবং বন্যার আতিশয্যে নগরের বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল বলিয়া সেই নদীরই একটী উপনদীর (Tributary) তীরে 'কোলাম্বারিম' (Colambarim) নামক স্থানে আর একটী রাজধানী প্রস্তুত হইতেছিল।(২৭) প্রচারকদ্বয়ের 'বিহার' আগমনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে গাবুর শাহ উক্ত নূতন স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রচারকদ্বয় তথায় গিয়া রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা বিহারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে ভুটানে ঝড়বৃষ্টি ও তুষারপাত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা ১৬২৭

সমসাময়িক রাজধানী

---

(২৬) 'On August 2, 1626, we left Golim (Hugli) and arrived at Dacca on the 12th. We set out again on Setember 5 and on the 25th of the same month we reached Azo and Pando, where we stayed for a few days with Raja Satargit, from Azo we moved, on October 8, to Biar, which we entered on the 21st'. *p 123.*

'Satargit proposed that we should consult Liquinarune, king of Cocho, at Azo, who as ruler of the country knew more of it, and was well acquainted with that people, (Bhutias) who came down into his country by several gates'. *p 125.*

(২৭) পর্ত্তুগীজজাতিসুলভ উচ্চারণবশতঃ অথবা লিপিকরপ্রমাদে ক্যাসিলার পত্রে হুগলী স্থলে, গোলিম (Golim) হইয়াছে, রাঙ্গামাটী তদ্রূপ রানেট (Runate) এবং ভুটান, ভোটান্ত অথবা ভোটাং, পোতেন্ত (Potente) হওয়া অনুমিত হয়। (*pp 123, 126, 130 and 131*) কোলাম্বারিমও (Colambarim) ঐ প্রকারে রূপান্তর-প্রাপ্ত কোনও স্থানের নাম। মিঃ সি. ওয়াসেল বর্ত্তমান কোচবিহার নগরকে তাৎকালিক 'বিহার' মনে করিয়া তাহার অদূর দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত 'কলাবাড়ীর ঘাট'কে, 'কোলাম্বারিম' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (*p 130*)। কলাবাড়ীর অদূর উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত 'আঠারকোটা' গ্রামে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আঠার পুত্রের আঠারটী বাটী থাকার বিবরণ রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে (নবখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়)। ক্যাসিলার প্রদত্ত বিবরণে লিখিত আছে যে, বিহার নগরীর তটবাহিনী নদীরই এক উপনদীর তীরে 'কোলাম্বারিম' অবস্থিত ছিল। সেই সময়ের বিহার' রাজধানী যে নামেই অভিহিত হইয়া থাকুক না কেন, তাহা বর্ত্তমান কামতাপুরে (গোঁসানীমারিতে) যে অবস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। গোঁসানীমারি তাৎকালিক রাজধানী বলিয়া গৃহীত হইলে 'আঠারকোটায়' 'কোলাম্বারিমের' অবস্থান অনুমান করা যাইতে পারে। কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'বারামখানা' হইতে বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তাহা বাদী লোকনাথ নন্দী এবং বিবাদী খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের মোকদ্দমায় (রঙ্গপুর কালেক্টারী, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে। কোচবিহার নগরের ছয় মাইল উত্তরপশ্চিমে 'বারামখানা' নামক এক গ্রাম আছে এবং তাহার সন্নিকটে এক মরা নদীর চিহ্নও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত স্থান কামতাপুর হইতে ১৫।১৬ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত।

কামতাপুরের উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণে ৮।১০ মাইলের মধ্যে 'নগর' নামধেয় যে কতকগুলি গ্রাম আছে, তাহাদের সকলগুলিই নদীতীরে অবস্থিত ছিল; যথা, ৪২৯ নগর গোপালগঞ্জ, ৪৩৮ নগর ডাকালীগঞ্জ, ৪৫৮ নগর গুতাগঞ্জ, ৪৬৭ নগর সিঙ্গিমারী, ৪৩৫ নগর নেকরা, ৪৯২ নগর লালবাজার, ৫০৪ নগর সীতাই, ৫২৭ নগর শিমারী এবং নগর দইখোওয়া, প্রভৃতি। নগর গুতাগঞ্জের সন্নিকটে 'বুড়াধরলা' নদীরতীরে একটী মৃন্ময় গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বিহারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভূটান (Potente) যাত্রার প্রাক্কালে ক্যাসিলা গাবুর শাহের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলে গাবুর শাহ তাঁহাকে একটী অশ্ব উপহার প্রদান করিয়া রাঙ্গামাটীর (Runate) শাসনকর্ত্তার নামে পরিচয়পত্র প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি ভূটানের অধিবাসিগণের (People) নামেও পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। প্রচারকদ্বয় ২রা ফেব্রুয়ারী ভূটান অভিমুখে যাত্রা করেন। (২৮) তাঁহাদের বিহার ত্যাগের অল্প কাল পরেই মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। ক্যাসিলা লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মীনারায়ণ 'কোচ' দেশের রাজা ছিলেন, হাজো সেই দেশের রাজধানী ছিল এবং রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তথায় বাস করিতেন; যে মোগল নবাবকে রাজা কর প্রদান করিতেন, তিনিও হাজোতে বাস করিতেন; মোগলসৈন্যাধ্যক্ষ সত্রাজিতের বাসস্থান পাণ্ডুতে ছিল।(২৯) সেই সময়ে ভূটীয়ারা ভিন্ন ভিন্ন 'দুয়ার' (দ্বার, পার্ব্বত পথ, Pass) দিয়া নিম্নভূমিতে যাতায়াত করিত এবং সেই সমস্ত 'দুয়ার' লক্ষ্মীনারায়ণের 'কোচ' দেশের সীমান্তে অবস্থিত ছিল।(৩০) ক্যাসিলা আরও লিখিয়াছেন যে, 'বিহার' নগর একটী সুদৃঢ় স্থানে প্রতিষ্ঠিত, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কয়েক মাইল (several leagues) পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং জনবহুল এবং বাসগৃহগুলি বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের গৃহসমূহের ন্যায় অনুচ্চ ছিল। পাটনা, রাজমহল ও গৌড়ের বণিগ্‌গণ যথেষ্ট পরিমাণে পণ্যদ্রব্য

দেশের অবস্থা

---

(২৮) ক্যাসিলার পত্রে লিখিত আছে যে, ভূটানের অন্তর্গত ক্যাম্বিরাসী (Cambirasi) নামক স্থানে ১০ই এপ্রিল তারিখে ভূটানের (Potente) ধর্ম্মরাজের (Droma Rajah) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই ধর্ম্মরাজ ৩৩ বৎসর বয়স্ক এবং একাধারে দেশের রাজা ও লামা (Lamba) ছিলেন। রাজ্যে যে আট জন প্রধান লামা ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ছিলেন। *pp 123, 138.*

(২৯) ভূটানের অন্তর্গত 'Cambirasi' হইতে ক্যাসিলার লিখিত ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবরের পত্রাংশ:—

'Azo is the most important town and the capital of the kingdom of Cocho, a large country, very populous and rich. It used to be the residence of Liquinarane, king of Cocho, who is now dead, and the Nababo of Mogor, to whom the country pays tribute, also resides there. We passed the town and arrived at Pando, where lives Satargit, Rajah of Busna, the Pagan commander-in-chief of Mogor against the Assanes'. *p 123*

(৩০) ভূটান রাজ্যে প্রবেশের ১৮টী দুয়ারের (দ্বারের) মধ্যে, পশ্চিমের ৫টী দুয়ার তাৎকালিক কামতারাজ্যের সীমান্তে এবং অন্যান্য দুয়ারগুলি তাহার পূর্ব্বদিকে, অর্থাৎ কামরূপ (পরীক্ষিতের অধিকৃত) রাজ্যের উত্তর সীমান্তে, অবস্থিত ছিল। ক্যাসিলার বিবরণে দুইটী রাজ্যের নাম নাই, কেবল ধনজনপূর্ণ এক বৃহৎ 'কোচরাজ্যের' নাম আছে (*p 123*)। রাঙ্গামাটি (Runate) ভূটানের দিকে, কোচদেশের প্রান্তসীমায়, অবস্থিত ছিল (*p 130*)। ক্যাসিলার সহযাত্রী জন ক্যাব্রালও কেবল এক 'কোচদেশের' নাম করিয়াছেন (*p 150*)। প্রচারকদ্বয় অধিক কাল এদেশে ছিলেন এবং 'হাজো' ও 'বিহার' দুইটী রাজধানীর নাম করিয়াছেন, কিন্তু দুইটী রাজ্যের নামের কোনও উল্লেখ করেন নাই। পরীক্ষিতের অধিকৃত রাজ্যাংশ লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদান এবং তাঁহার হাজোতে অবস্থান প্রভৃতি যে সকল বৃত্তান্ত বাহরিস্তানে লিখিত আছে, সেগুলি উল্লিখিত বিবরণের দ্বারা অনেকটা সমর্থিত হইতেছে।

হায়জো (Azo) ত্যাগ করিয়া সেই মাসের ২১শে তারিখে বিহারে উপস্থিত হন।(২৬) সেই সময়ে 'বিহার' নগর এক নদীতীরে অবস্থিত ছিল এবং বন্যার আতিশয্যে নগরের বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল বলিয়া সেই নদীরই একটী উপনদীর (Tributary) তীরে 'কোলাম্বারিম' (Colambarim) নামক স্থানে আর একটী রাজধানী প্রস্তুত হইতেছিল।(২৭) প্রচারকদ্বয়ের 'বিহার' আগমনের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে গাবুর শাহ উক্ত নূতন স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রচারকদ্বয় তথায় গিয়া রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা বিহারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জরাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে ভুটানে ঝড়বৃষ্টি ও তুষারপাত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহারা ১৬২৭

সমসাময়িক রাজধানী

---

(২৬) 'On August 2, 1626, we left Golim (Hugli) and arrived at Dacca on the 12th. We set out again on Setember 5 and on the 26th of the same month we reached Azo and Pando, where we stayed for a few days with Raja Satargit, from Azo we moved, on October 8, to Biar, which we entered on the 21st'. *p 123*,

'Satargit proposed that we should consult Liquinarane, king of Cocho, at Azo, who as ruler of the country knew more of it, and was well acquainted with tha' people, (Bhutias) who came down into his country by several gates'. *p 125*.

(২৭) পর্ত্তুগীজজাতিসুলভ উচ্চারণবশতঃ অথবা লিপিকরপ্রমাদে ক্যাসিলার পত্রে হুগলী বেঁ, । গোলিম (Golim) হইয়াছে, রাঙ্গামাটী তদ্রূপ রানেট (Runate) এবং ভুটান, ভোটান্ত অথবা ভোটাং, পোতেন্ত (Potente) হওয়া অনুমিত হয়। (*pp 123, 126, 130 and 131*) কোলাম্বারিমও (Colambarim) ঐ প্রকারে রূপান্তর-প্রাপ্ত কোনও স্থানের নাম। মিঃ সি. ওয়াসেল বর্ত্তমান কোচবিহার নগরকে তাৎকালিক 'বিহার' মনে করিয়া তাহার অদূর দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত 'কলাবাড়ীর ঘাট'কে, 'কোলাম্বারিম' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (*p 130*)। কলাবাড়ীর অদূরে উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত 'আঠারকোটা' গ্রামে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আঠার পুত্রের আঠারটী বাটী থাকার বিবরণ রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে (নবখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়)। ক্যাসিলার প্রদত্ত বিবরণে লিখিত আছে যে, বিহার নগরীর তটবাহিনী নদীরই এক উপনদীর তীরে 'কোলাম্বারিম' অবস্থিত ছিল। সেই সময়ের 'বিহার' রাজধানী যে নামেই অভিহিত হইয়া থাকুক না কেন, তাহা বর্ত্তমান কামতাপুরে (গোঁসানীমারিতে) যে অবস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। গোঁসানীমারি তাৎকালিক রাজধানী বলিয়া গৃহীত হইলে 'আঠারকোটার' 'কোলাম্বারিমের' অবস্থান অনুমান করা যাইতে পারে। কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'বারামখানা' হইতে বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তাহা বাদী লোকনাথ নন্দী এবং বিবাদী খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের মোকদ্দমার (রঙ্গপুর কালেক্টারী, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ) প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে। কোচবিহার নগরের ছয় মাইল উত্তরপশ্চিমে 'বারামখানা' নামক এক গ্রাম আছে এবং তাহার সন্নিকটে এক মরা নদীর চিহ্নও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত স্থান কামতাপুর হইতে ১৫।১৬ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত।

কামতাপুরের উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণে ৮।১০ মাইলের মধ্যে 'নগর' নামধেয় যে কতকগুলি গ্রাম আছে, তাহাদের সকলগুলিই নদীতীরে অবস্থিত ছিল ; যথা, ৪২৯ নগর গোপালগঞ্জ, ৪৩৮ নগর ডাকালীগঞ্জ, ৪৫৮ নগর শুভাগঞ্জ, ৪৩৭ নগর সিঙ্গিমারী, ৪৩৫ নগর নেকয়া, ৪৯২ নগর লালবাজার, ৫০৪ নগর গীতাই, ৫২৭ নগর সিঙ্গারী এবং নগর দইখোওয়া, প্রভৃতি। নগর শুভাগঞ্জের সন্নিকটে 'বুড়াধরলা' নদীরতীরে একটী মৃন্ময় গড়ের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বিহারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভুটান (Potente) যাত্রার প্রাক্কালে ক্যাসিলা গাবুর শাহের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলে গাবুর শাহ তাঁহাকে একটী অশ্ব উপহার প্রদান করিয়া রাঙ্গামাটীর (Runate) শাসনকর্ত্তার নামে পরিচয়পত্র প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি ভুটানের অধিবাসিগণের (People) নামেও পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। প্রচারকদ্বয় ২রা ফেব্রুয়ারী ভুটান অভিমুখে যাত্রা করেন। (২৮) তাঁহাদের বিহার ত্যাগের অল্প কাল পরেই মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। ক্যাসিলা লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মীনারায়ণ 'কোচ' দেশের রাজা ছিলেন, হাজো সেই দেশের রাজধানী ছিল এবং রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তথায় বাস করিতেন; যে মোগল নবাবকে রাজা কর প্রদান করিতেন, তিনিও হাজোতে বাস করিতেন; মোগলসৈন্যাধ্যক্ষ সত্রাজিতের বাসস্থান পাণ্ডুতে ছিল।(২৯) সেই সময়ে ভুটীয়ারা ভিন্ন ভিন্ন 'দুয়ার' (দ্বার, পার্ব্বত পথ, Pass) দিয়া নিম্নভূমিতে যাতায়াত করিত এবং সেই সমস্ত 'দুয়ার' লক্ষ্মীনারায়ণের 'কোচ' দেশের সীমান্তে অবস্থিত ছিল।(৩০) ক্যাসিলা আরও লিখিয়াছেন যে, 'বিহার' নগর একটী সুদৃশ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কয়েক মাইল (several leagues) পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং জনবহুল এবং বাসগৃহগুলি বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের গৃহসমূহের ন্যায় অনুচ্চ ছিল। পাটনা, রাজমহল ও গৌড়ের বণিগ্‌গণ যথেষ্ট পরিমাণে পণ্যদ্রব্য

দেশের অবস্থা

---

(২৮) ক্যাসিলার পত্রে লিখিত আছে যে, ভুটানের অন্তর্গত ক্যাম্বিরাসী (Cambirasi) নামক স্থানে ১০ই এপ্রিল তারিখে ভুটানের (Potente) ধর্ম্মরাজের (Droma Rajah) সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই ধর্ম্মরাজ ৭৩ বৎসর বয়স্ক এবং একাধারে দেশের রাজা ও লামা (Lamba) ছিলেন। রাজ্যে যে আট জন প্রধান লামা ছিলেন, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত এবং পণ্ডিত ছিলেন। *pp 123, 138.*

(২৯) ভুটানের অন্তর্গত 'Cambirasi' হইতে ক্যাসিলার লিখিত ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবরের পত্রাংশঃ—

' Azo is the most important town and the capital of the kingdom of Cocho, a large country, very populous and rich. It used to be the residence of Liquinarane, king of Cocho, who is now dead, and the Nababo of Mogor, to whom the country pays tribute, also resides there. We passed the town and arrived at Pando, where lives Satargit, Rajah of Busna, the Pagan commander-in-chief of Mogor against the Assanes'. *p 123*

(৩০) ভুটান রাজ্যে প্রবেশের ১৮টী দুয়ারের (দ্বারের) মধ্যে, পশ্চিমের ৫টী দুয়ার তাৎকালিক কামতারাজ্যের সীমান্তে এবং অন্যান্য দুয়ারগুলি তাহার পূর্ব্বদিকে, অর্থাৎ কামরূপ (পরীক্ষিতের অধিকৃত) রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ক্যাসিলার বিবরণে দুইটী রাজ্যের নাম নাই, কেবল ধনজনপূর্ণ এক বৃহৎ 'কোচরাজ্যের' নাম আছে (*p 123*)। রাঙ্গামাটি (Runate) ভুটানের দিকে, কোচদেশের প্রান্তসীমায়, অবস্থিত ছিল (*p 130*)। ক্যাসিলার সহযাত্রী জন ক্যাব্রালও কেবল এক 'কোচদেশের' নাম করিয়াছেন (*p 159*)। প্রচারকদ্বয় তাঁহারা কাল এদেশে ছিলেন এবং 'হাজো' ও 'বিহার' দুইটী রাজধানীর নাম করিয়াছেন, কিন্তু দুইটী রাজ্যের নামের কোনও উল্লেখ করেন নাই। পরীক্ষিতের অধিকৃত রাজ্যাংশ লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদান এবং তাঁহার হাজোতে অবস্থান প্রভৃতি যে সকল বৃত্তান্ত বাহরিস্তানে লিখিত আছে, সেগুলি উল্লিখিত বিবরণের দ্বারা অনেকটা সমর্থিত হইতেছে।

তথায় আমদানী করিয়া থাকেন এবং দেশজাতদ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেকগুলি বাজার আছে, যে স্থানে দেশস্থ সমস্ত দ্রব্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়; উৎকৃষ্ট ফল এবং বিশেষতঃ নানা প্রকারের কমলানেবুর জন্য ভারতবর্ষের মধ্যে এই দেশ বিখ্যাত, ইত্যাদি।(৩১)

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে রঘুদেবনারায়ণ (পূর্ব্ব) কামরূপে পুনরায় স্বাধীনতা-ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণের পিতৃব্য কমলনারায়ণ (গোঁসাই কমল) কাহাদের 'খাসপুরে' এক প্রকার স্বতন্ত্রভাবেই রাজকার্য্য পরিচালন করিতে ছিলেন। আহোমরাজ পূর্ব্বেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন; পরে কামরূপে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সনকোষ এবং দক্ষিণবাহী ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারে অবস্থিত ভূভাগের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের কোনও সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে ডিমরুয়া, কাছাড়, জয়ন্তীয়ার সামন্তগণ এবং আহোমরাজারা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন; জয়ন্তিয়ারাজ যশোমাণিক উৎপীড়িত হইয়া মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোনও প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। মোগলপাঠানবিপ্লবকালে মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ এবং পশ্চিম সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক যে সমস্ত প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে তাহাদের অনেকাংশ হস্তচ্যুত হইয়া যায়। সমসাময়িক ষ্টিফেন ক্যাসিলার প্রদত্ত বিবরণানুসারে সেই সময়ে রাঙ্গামাটী (Runate) তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বোত্তর সীমান্তে অবস্থিত ছিল। ষ্টিফেন ক্যাসিলা (১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোচরাজের এক পিতৃব্য ভ্রমণোপলক্ষে ভূটানে গমন করায় তথায় বন্দী হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বের শেষাবস্থায় ভূটানে তাঁহার প্রভুত্ব ছিল না।

আকবরনামায় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যসীমা পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে তিব্বত ও আসামের পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে তীরহুত এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল বলিয়া লিখিত আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ২০০ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৪০ হইতে ১০০ ক্রোশ ছিল। উল্লিখিত রাজ্যের পরিমাণ-

রাজ্যের পরিমাণ

ফল আধুনিক হিসাবে অষ্টাদশ অথবা ঊনবিংশ সহস্র বর্গমাইল হয়, কিন্তু যে প্রকার চতুঃসীমা

(৩১) The town of Biar "is situated on the river ('*Situada junto a ganga*') when on his river-journey to Azo Cacella also speaks of '*gangas mui frescas*' and extends so wide in a very pleasant region that in length and breadth it measures several leagues. The low buildings, which are very much like those of the other kingdoms of Bengal, offer nothing that is striking. The town is very populous and plentifully provided both with the things which the country itself possesses and those which come from Patana, Rajmol and Gouru, by whose merchants it is visited. There are many bazaars, in which is to be found everything that is produced in these parts. Biar is famous for its fruit, which are better here than I have seen them in India, and especially for its oranges of every kind.' *p 128.*

প্রদত্ত হইয়াছে, তাহতে তাহার মধ্যবর্ত্তী ভূপরিমাণ (পরীক্ষিতের অধিকৃত প্রদেশ পরিত্যাগ করিলেও) প্রায় বিংশতিসহস্র বর্গমাইল হইবে। লক্ষ্মীনারায়ণের চারিসহস্র অশ্বারোহী, দুইলক্ষ পদাতি, সপ্তশত হস্তী এবং একসহস্র রণপোত থাকার বৃত্তান্ত আকবরনামায় লিখিত আছে। ইুয়ার্টের ইতিহাসেও এই সকল সংবাদ অবিকল প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল পদাতিসৈন্যের সংখ্যা দুইলক্ষের স্থানে একলক্ষ লিখিত হইয়াছে।

দামোদরচরিতে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে রাজ্যের অনেকে কুক্কুট, হংস এবং শূকরের মাংস ভক্ষণ করিত, রাজ্যে বিবিধ প্রকার উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস ছিল, রাজধানীতে বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কড়ুয়া ও কর্ম্মী (কার্য্যী?) পদবীর কর্ম্মচারী ব্যতীত কুম্ভকার, নাপিত, রজক, সোনারিক, গায়ক, বাদক এবং নট প্রভৃতি নানা জাতির এবং নানা শ্রেণীর লোক বাস করিত। যোগিনীতন্ত্রে (উত্তরখণ্ডের নবম পটল, ষোড়শ শ্লোকে) লিখিত আছে যে, কামরূপে হংস, পারাবত, কূর্ম্ম এবং বরাহের মাংস লোকের ভক্ষ্য এবং যাহারা ঐ সকল মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে, তাহাদের দুর্গতি ঘটিবে। ষ্টিফেন ক্যাসিলা এদেশ হইতে ভূটানে দাসীদাস রপ্তানির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

অধিবাসী

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ আগ্রা হইতে স্থপতি আনয়ন পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আহোমরাজ এবং কামরূপরাজের উৎপীড়নের ফলে বৈষ্ণবধর্ম্মসংস্কারক মাধবদেব এবং দামোদরদেব স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামতারাজ্যে আগমন করিলে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ এবং আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজার সাহায্যে এবং উৎসাহে অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে যে, রাজা মাধবদেবের প্রচারিত ধর্ম্মমত রাজধর্ম্ম বলিয়া স্বরাজ্যে ঘোষণা করিয়া অন্যান্য মতাবলম্বিগণকে অনেক নির্য্যাতন করিয়াছিলেন (৩২) এবং তন্নিবন্ধন রাজকীয় পূজাপদ্ধতিতে কিছু কালের জন্য পশুবলি নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

মাধবদেব এবং দামোদরদেব

---

(৩২) নামমালিকার ভণিতায় লিখিত আছে ;—

'জয় জয় লক্ষ্মীনারায়ণ মহানৃপতির অগ্রগণি
যাহার নির্ম্মল যশো সকল ব্যাপিল ইতো ধরণী।
জিতো ধরাধর উপধর্ম্মচয় করিয়া দূর সম্প্রতি,
ভক্তি পাবক শমক দ্যোতক তস্যাত্ত হরিত যতি।'

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব হইতে রাজাদের নামের শেষভাগে 'নারায়ণ' উপাধি যুক্ত হওয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন (*A History of Mughal North-east Frontier Policy*, p 33) ; এই মত, কিন্তু, সমর্থন-যোগ্য নহে। মহারাজ নরনারায়ণের নামাঙ্কিত ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের মৌদ্রামুদ্রায় তিনি আপনাকে 'শিবচরণকমলমধুকর' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন এবং কামাখ্যামন্দিরের বাণলিপিতে (১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে) 'কামাখ্যাচরণার্চ্চক' বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মিত্রাবান্ হিন্দুমাত্রেরই বিশিষ্ট 'ইষ্টদেব' অথবা 'ইষ্টদেবী' আছেন ; কিন্তু

রাজমন্ত্রী বিরূপাক্ষ কার্য্যীর অনুরোধে মাধবদেব 'নামমালিকা' গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতিকর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছিল এবং শঙ্করদেব তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন। মাধবদেবের বিরচিত ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য এবং আদিকাণ্ড পুথি কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। সেই সময়ে দামোদরদেবের আদেশে গোবিন্দ মিশ্রকর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ (পদ্যানুবাদ) রচিত হইয়াছিল। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আদেশে সিদ্ধান্তবাগীশ ১৫৩৮ শকে (১৬১৬ খৃষ্টাব্দে) শিবরাত্রিকৌমুদী, মন্ত্রদীক্ষাকৌমুদী, সংক্রান্তিকৌমুদী, একাদশীকৌমুদী এবং গ্রহণকৌমুদী সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

জ্ঞানচর্চ্চা

আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ বারাণসী ক্ষেত্রে 'লোলার্ককুণ্ড' আবিষ্কার এবং তাহার সংস্কার পূর্ব্বক তথায় লোলার্কেশ্বর শিব স্থাপন করিয়াছিলেন।(৩৩) কথিত আছে যে, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ জল্পেশ্বরের বিলুপ্ত শিবপূজার পুনরুদ্ধার করেন; কিন্তু হঠাৎ পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি মন্দিরনির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই।(৩৪) মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ মাধবদেবের পৌত্রী দময়ন্তী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।(৩৫) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে বীরনারায়ণ মহারাণীর (মহিষীর) গর্ভজাত ছিলেন। রাজকুমারগণের মধ্যে ব্রজনারায়ণ, ভীমনারায়ণ এবং মহীনারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী ও সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিলেন। মহারাজের দিল্লীগমনকালে ব্রজনারায়ণ এবং ভীমনারায়ণ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন,

লোলার্ককুণ্ড এবং জল্পেশ্বর

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্রকন্যা

সকলেই সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে নিত্য এবং নৈমিত্তিক ভাবে 'গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং দুর্গা' এই পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, সূর্য্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ এবং গৌর্য্যাদি মাতৃগণেরও আরাধনা করেন। এই নিমিত্তই একই দেবালয়প্রাঙ্গনে সকল সম্প্রদায়ের দেবদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাদের পূজার্চ্চনাদি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩৩) ত্রিপুঞ্জের বংশাবলী। 'লোলার্ক' ভারতের একটি সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যদেব; এই প্রাচীন কুণ্ড তাঁহার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে কুষ্ঠব্যাধি দূরীভূত হইয়া থাকে।

পরবর্ত্তী মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ এই কুণ্ডের পুনঃসংস্কার করিয়া তাহাতে স্মারক শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন (বাঙ্গালা ১২৫০ সন)।

(৩৪) ত্রিপুঞ্জের বংশাবলী। মতান্তরে, গুরুদেব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কুমার লক্ষ্মীনারায়ণের সমভিব্যাহারে তথায় গিয়া জল্পেশ্বরের শিবলিঙ্গের আবিষ্কার এবং তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী, ৬৩ পত্র।

(৩৫) সৎসম্প্রদায়ের কথা, ৪৭ পৃষ্ঠা।

মাধবদেব চিরকুমার ছিলেন; সুতরাং দময়ন্তী দেবী জ্ঞাতিসম্পর্কে তাঁহার পৌত্রী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

কিন্তু পিতার জীবিতাবস্থায়ই তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছিল; রাজার অষ্টাদশ পুত্রের জন্য যে স্থানে অষ্টাদশটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে 'আঠারকোটা' নামে পরিচিত হইয়াছে; ইত্যাদি। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের যে কত গুলি কন্যা ছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অদ্যাবধি পরিচয় বিদিত নাই; তাঁহার এক দুহিতার সহিত আহোমরাজের বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই মহারাজের মৃত্যু হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তাঁহার আর একটী কন্যার সহিত জয়ন্তিয়ারাজ যশোমাণিকের পরিণয় হওয়ার জনশ্রুতি আছে। (৩৬)

ভূমিকম্প

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে ১৫১৮ শকের (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের) আষাঢ় মাসে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহার ফলে ভূমি বিদীর্ণ হইয়া অভ্যন্তর হইতে উষ্ণজল, বালুকা এবং অস্থি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

মহারাজ বীরনারায়ণ

রাজশক ১১৮-১২৩, শকাব্দ ১৫৪৯-১৫৫৪, বঙ্গাব্দ ১০৩৪-১০৩৯, খৃষ্টাব্দ ১৬২৭-১৬৩২।

কুমার বীরনারায়ণ পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পরেই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অভিষেককালে রায়কত তাঁহার মস্তকে রাজচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজভগিনী

মহারাজ বীরনারায়ণের এক ভগিনীর সহিত আহোমরাজের যে বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল এবং মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ যে সেই সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, ইত্যগ্রেই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরে, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে, আহোমরাজ সেই বাগ্‌দত্তা কন্যাকে গ্রহণের জন্য মহারাজ বীরনারায়ণের সমীপে বিবিধ উপহারদ্রব্যসহকারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, তিনি আহোমরাজকে ভগিনী প্রদান করিতে সম্মত হন নাই। বিরূপাক্ষ কার্য্যী এই সুবিধা পাইয়া আহোমরাজের অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশায় স্বীয় পুত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে রাজার করে এবং পৌত্রী হেমপ্রভাকে রাজপুত্রের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন; এই বিবাহে যোগদান-

---

(৩৬) আহোম বুরঞ্জীতে (*p 94*) কোচরাজের শক্‌লা (Shaokala) নাম্নী এক ভগিনীর উল্লেখ আছে; ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে আহোমরাজের সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব এবং উপহারের আদান প্রদান হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হইবার কথা উক্ত বুরঞ্জিতে লিখিত নাই।

কথিত আছে যে, জয়ন্তিয়ারাজ যশোমাণিক লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিবার সময়ে এক কালীমূর্ত্তি যৌতুক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন (*History of Assam, p 263*)। জয়ন্তীশ্বরী কালীর নিকটেই নরবলি দেওয়ার অপরাধে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি জয়ন্তিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ)। পরন্ত, জয়ন্তীশ্বরী দেবী তন্ত্রবর্ণিত একোনপঞ্চাশৎ পীঠের অন্যতম পীঠাধিশ্বরী বলিয়া প্রসিদ্ধ, যথা :—

"জয়ন্তায় বামজঙ্ঘা ফেলিলা কেশব।
জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব ॥৩৩॥" ভারতচন্দ্রের প্রণীত পীঠমালা।

কর্ম্মচারী আবুস্‌সালাম এবং সত্রাজিৎ যোগদান এবং যৌতকাদি প্রদান করিয়াছিলেন।(৩৭) আনুমানিক ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বীরনারায়ণের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে।

রাজার বিদ্যোৎসাহিতা

মহারাজ বীরনারায়ণ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং তিনি রাজ্যের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক রাজকুমার, ব্রাহ্মণপুত্র এবং কর্ম্মচারিগণের পুত্রাদির বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই সমস্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার আদেশে কবিশেখর নামক ব্রাহ্মণ 'কিরাতপর্ব্ব' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই হস্তলিখিত পুথি রাজকীয় পুস্তকাগারে অদ্যাপি রক্ষিত আছে। মহারাজ বীরনারায়ণ কোচবিহারের সন্নিহিত ভেলাডাঙ্গর গ্রামে চতুর্ভুজ মন্দিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ষ্টিফেন ক্যাসিলা

এই রাজার রাজত্বকালে (১৬২৯ খৃষ্টাব্দে) খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ষ্টিফেন ক্যাসিলা ভূটান হইতে কামতাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যানুয়েল ডিজ (Manual Diaz) নামক একজন সহকারীর সমভিব্যাহারে পুনরায় ভূটানে গমন করিয়াছিলেন।

আঠারকোটা এবং মণ্ডলাবাস

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ বীরনারায়ণকর্ত্তৃক রাজধানী 'আঠারকোটায়' স্থানান্তরিত হইয়াছিল; অনৈক মণ্ডল তাঁহাকে একটী সুন্দর প্রাসাদ উপহার প্রদান করিয়াছিলেন; রাজা সময়ে সময়ে সেই 'মণ্ডলাবাসে' গিয়া অবস্থান করিতেন। মহারাজ বীরনারায়ণের অনেকগুলি রাণী ছিলেন এবং তিনি অনেক সময়ই রাজাবরোধে অতিবাহিত করিতেন। রাজোপাখ্যানে তাঁহাকে কামান্ধ নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার জীবিতকালেই তিনি কুমার প্রাণনারায়ণকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।(৩৮)

মহারাজ প্রাণনারায়ণ

রাজশক ১২৩-১৫৬, শকাব্দ ১৫৫৪-১৫৮৭, বঙ্গাব্দ ১০৩৯-১০৭২, খৃষ্টাব্দ ১৬৩২-১৬৬৫।

কুমার প্রাণনারায়ণ পিতার স্বর্গলাভের পরে যথারীতি রাজপদে অভিষিক্ত হন। অভিষেককালে রায়কত নূতন রাজার মস্তকে ছত্রধারণ এবং রাজাকে 'নজর' প্রদান করিয়াছিলেন।

---

(৩৭) *Buranjee from Khunlong and Khunlai, Vol. I, pp 548-550.*

(৩৮) সমসাময়িক শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের বিরচিত আদিপর্ব্বে লিখিত আছে,—

'বীরনারায়ণ দেব উদয় পর্ব্বত।
প্রাণনারায়ণ দেব তাহার বেকত'। ১১৩ পত্র।

মহারাজ প্রাণনারায়ণের নামে ছাপ মোহর এবং নূতন মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল (৩৯) এবং কুলধর্ম্মানুসারে নূতন রাজার আদেশে পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালমধ্যে রাজ্যে বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোনও প্রকার অশান্তি ছিল না এবং তাঁহার রাজ্যাধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু,

অশান্তি

আমাদের বুরুঞ্জী, ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাস এবং সমসাময়িক অন্যান্য প্রাচীন পুঁথি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহিরাক্রমণ এবং জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি কারণবশতঃ তাঁহার রাজত্বকাল নানা প্রকার অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাষ্ট্রমধ্যেও তাঁহার অধিকার অব্যাহত ছিল না। বাঙ্গালার সমসাময়িক সুবাদার সোলতান মোহাম্মদ সুজা রাজা তোড়রমল্লের জমাবন্দী কাগজ সংশোধন করিয়াছিলেন; তাহাতে দেখা যায় যে, ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত 'সরকার কোচবিহার' এবং দুই পরগণায় বিভক্ত 'সরকার বাঙ্গাল ভূম' (বাহারবন্দ এবং ভিতরবন্দ পরগণা) মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

পরীক্ষিৎনারায়ণের পরে তাঁহার ভ্রাতা বলিনারায়ণ আহোমরাজের সাহায্যে পৈতৃক প্রণষ্ট-রাজ্যের উদ্ধার করিতে গিয়া বারংবার অকৃতকার্য্য হন এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

চন্দ্রনারায়ণ

পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ প্রথমতঃ বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু, কিছুকাল পরে আহোমরাজের সাহায্যে তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আহোমরাজ রত্নকন্দলী নামক জনৈক কর্ম্মচারীকে সেই সময়ে কোচবিহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি মহারাজ প্রাণনারায়ণকে আহোমরাজের সহিত যোগদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণকে কামরূপ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাঁহাদের অধিকৃত রাজ্য কোচবিহাররাজ এবং আহোমরাজের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইবে, ইহাই রত্নকন্দলীর প্রস্তাব ছিল; মহারাজ প্রাণনারায়ণ কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী

আহোমরাজের প্রস্তাব

রামচন্দ্র কার্য্যীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক আহোমরাজের উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। পাণ্ডুর থানাদার সত্রাজিৎ সেই সকল সুযোগে বাদশাহের বিপক্ষে নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সুবাদার এস্লাম খাঁ সেই সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার ভ্রাতা মীর জয়েনউদ্দিন ও শ্রীহট্টের ফৌজদার মোহাম্মদ জামানের

(৩৯) মহারাজ প্রাণনারায়ণের নামের ছাপ মোহর যুক্ত ১৩১ রাজশকের এক খানি সনন্দ কোচবিহার রাজসভায় প্রাচীন কাগজ পত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে। উক্ত ছাপ মোহরে দেবনাগর অক্ষরে 'প্রাণনারায়ণভূপ' লিখিত আছে। ১৩৫ রাজশকের একখণ্ড দানপত্রের 'ছাপ মোহর' অন্য প্রকারের; তাহার মধ্যে যে কোনও শব্দ লিখিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কিন্তু, উহা সুপ্রসিদ্ধ 'সিংহ ছাপ' মোহর বলিয়াই অনুমিত হয়। শেষোক্ত দানপত্র সংস্কৃত ভাষায় এবং পুঁথির (তীরহুতিয়া বা মৈথিলী) বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়াছিল।

অধীনতায় বহুসংখ্যক সৈন্য এবং যুদ্ধনৌকা উক্ত চন্দ্রনারায়ণ ও আহোমরাজের প্রতিপক্ষে প্রেরণ করেন (১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ)।(৪০)

উল্লিখিত আসাম অভিযানে বাদশাহী সৈন্যের সহিত মহারাজ প্রাণনারায়ণও যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া ভরলী নদীর মোহানায় (তেজপুরের পূর্ব্বে) শিবির

আসামে যুদ্ধযাত্রা

সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় গৌহাটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন (১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ)। যুদ্ধাবসানের পর মহারাজ প্রাণনারায়ণ আহোমরাজের সহিত সদ্ভাবস্থাপনের নিমিত্ত 'কোলপত্র' সহ গোকুলচন্দ্রকে দূতস্বরূপ আসামে প্রেরণ করিয়াছিলেন; আহোমরাজ কিন্তু সাধারণ পত্রে তাহার উত্তর লিখিয়া সেই প্রত্যুত্তর সহিত স্বীয় দূত ভবানন্দকে কোচবিহারে প্রেরণ করেন। আহোমরাজের এই আচরণ অসম্মানকর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার দূত কোচবিহার-

আহোমরাজের সহিত মনোমালিন্য

রাজের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হন; পরে, মধুপুরধামের (কোচবিহাররাজ্যে অবস্থিত) বনমালী গোসাঁইর মধ্যস্থতায় সেই মনোমালিন্য নিবারণের চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই এবং কোচবিহারের রাজদূতও আহোমরাজসভায় প্রকাশ্যভাবেই অপমানিত হইয়াছিলেন। মহারাজ মানসিংহের মধ্যস্থতায় মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত তাৎকালিক দিনাজপুররাজের সংস্থাপিত মিত্রতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; কোচবিহারের রাজার সৈন্যগণ সময়ে সময়ে দিনাজপুররাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং সেই বিপৎকালে সমসাময়িক দিনাজপুররাজ শুকদেব পলায়ন পূর্ব্বক কোনও ক্রমে আত্মরক্ষা করিতেন; সুবাদার মীরজুম্লার আগমনকাল পর্য্যন্ত উক্ত প্রকার আক্রমণ নিবৃত্তিলাভ করে নাই।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বর্ষীয়ান্ বাদশাহ শাহজাহাঁ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ায় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার উপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে যে বিষম ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশ

দিল্লীদরবারের অবস্থা

হইতে আফগানিস্থান এবং গুজরাট হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতভূমি রাজবিপ্লবের প্রভাবে এক প্রকার অরাজক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালার তাৎকালিক সুবাদার, বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা

---

(৪০) পরবর্ত্তী কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে মোগল সৈন্য ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে আহোমদিগকে বিতাড়িত করিয়া কোচবিহাররাজ্য অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু বর্ষাসমাগমে খাদ্যদ্রব্যের অভাবপ্রযুক্ত তাহারা ঢাকায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। (রিয়াজোস সালাতিন, বঙ্গানুবাদ, ১১৫ পৃষ্ঠা; *History of Bengal*, *p 278.*) আসামের কোনও বুরুঞ্জীতে উল্লিখিত বিজয়ের সংবাদ নাই; অধিকন্তু, কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণকে মীর জয়েনউদ্দীনের সাহায্যকারী বলিয়াই কথিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনার পূর্ব্বেও চন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে প্রাণনারায়ণ মীর জয়েনউদ্দিনের সাহায্যদাতা ছিলেন। শাহজাহাঁনামায় 'কোচহাজো' (কামরূপ অথবা নিম্নআসাম) বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং তৎপ্রসঙ্গে কোচবিহাররাজ্যের নামোল্লেখও আছে; কিন্তু, উক্ত রাজ্যবিজয়ের কোনও কথা নাই।

সোলতান মোহাম্মদ সুজা, সাম্রাজ্যের সিংহাসনলাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হইয়া দিল্লীর রাজধানীর অভিমুখে অভিযান করিতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন এবং প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যত্র তত্র আশ্রয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত একান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সেই ঘোর বিপ্লবকালে সমগ্র বঙ্গদেশ তিন বৎসরেরও অধিককাল একরূপ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল; সেই সময়ে মীর লোতফুল্লা মোগল অধিকৃত কামরূপের (কোচহাজোর) ফৌজদাররূপে কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণের নিকট বাদশাহী পেশকস বা সম্রাটের প্রাপ্তব্য করের দাবী করিয়াছিলেন। রাজা শুধু যে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; অধিকন্তু, তিনি উক্ত কারণে প্রেরিত ফৌজদারের দূতকে অবমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এক উত্তমের পুত্র দুর্লভ, ফৌজদারের অধীনতায় কামরূপের শাসনকর্তা ছিলেন এবং তিনি মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধরগণের অনুকরণে স্বীয় নামের পশ্চাতে 'নারায়ণ' শব্দ যোগ করায় মহারাজ প্রাণনারায়ণ তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন; একণে তিনি পিতৃপিতামহগত স্বকীয় রাজ্যের অভ্যন্তর হইতে মুসলমানগণকে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্ত আদেশ বা অনুরোধ পূর্ব্বক প্রাগুক্ত দুর্লভের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দুর্লভ কিন্তু বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং তজ্জন্ত মহারাজ প্রাণনারায়ণ দুর্লভের অধিকৃত রাজ্যাংশ আক্রমণ এবং অধিকার করিবার জন্ত তাঁহার মন্ত্রী ভবনাথ কার্য্যীকে সসৈন্তে প্রেরণ করিলেন। দুর্লভ এবং হরিনারায়ণ এইরূপে আক্রান্ত এবং বিপন্ন হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আহোমরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেই সুযোগে কামরূপের (কোচহাজোর) অধিকাংশ একরূপ অক্লেশেই কোচবিহাররাজের হস্তগত হইল।

মোগলরাজ্য আক্রমণ

ফৌজদার মীর লোতফুল্লা অতঃপর মহারাজ প্রাণনারায়ণকে বাদশাহের অধিকৃত দেশ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। সেই অবমাননার প্রতিশোধপ্রদানের উদ্দেশ্যে ফৌজদারের পুত্র রাজার প্রতিপক্ষে প্রেরিত হইলেন; কিন্তু, সম্মুখ সংগ্রামে মোগলসৈন্ত পরাজিত হইল এবং ফৌজদার স্বয়ং সসৈন্তে গৌহাটীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে, বিভিন্ন দিক্ হইতে আক্রমণকারী আহোমসৈন্তের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অসহায় ফৌজদার অগত্যা ঢাকা অভিমুখে পলায়ন করিলেন (১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ)।

পলায়িত এবং শরণাপন্ন 'দুর্লভনারায়ণ'কে আহোমরাজ বেলতলা বিভাগের একাংশের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্লভকে তাঁহার নিকটে প্রেরণের জন্ত কোচবিহাররাজ আহোমরাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আহোমরাজ তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহার কিয়ৎকাল পরে কোচবিহারের রাজমন্ত্রী ভবনাথ হাজো অধিকার করেন। ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তীরে অবস্থিত প্রদেশ (উত্তরকূল) তাঁহার নিজের অধিকারে রাখিবার এবং উহার দক্ষিণ-তীরস্থ প্রদেশ (দক্ষিণকূল) আহোমরাজকে গ্রহণ করিবার এক প্রস্তাবাকারে মহারাজ প্রাণনারায়ণ চক্রপাণি খাঁড়াধরাকে দূতস্বরূপ আসামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মোগলের

প্রতিপক্ষে তাঁহার সহিত যোগদানের জন্ত আহোমরাজ প্রাণনারায়ণকে পূর্ব্বে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হয় নাই ; তজ্জন্ত তিনি চক্রপাণিকে প্রকাশ্যভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন , উল্লিখিত ঘটনার পরে আহোমরাজের সৈন্তদল মোগল অধিকৃত কামরূপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

আহোমরাজের সহিত যুদ্ধ

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে আহোমসেনাপতি বড়ফুকনের প্রেরিত সৈন্তের সহিত ভবনাথ কার্য্যীর সপ্তাহব্যাপী এক যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং সেই যুদ্ধে আহোমপক্ষে ভোকলা বড়ুয়া এবং আরও দুইজন সেনাপতি নিহত হইলে পরাজিত আহোমসৈন্ত দুর্গের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছু দিন পরে তাহাদের দলবল পুষ্ট হইলে পুনরায় সম্মুখ সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং তাহাতে ভবনাথের পুত্র অনিরুদ্ধ ও তাঁহার এক জন সেনাপতি নিহত হন। পরিশেষে কোচবিহারের সৈন্ত পরাজিত হইয়া বিজয়পুরাভিমুখে পলায়ন করে। আহোমসৈন্ত মনাস নদীর তীর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কতকগুলি কামান, বন্দুক এবং ঘোড়া হস্তগত করে ; ভবনাথ কার্য্যী চন্দ্রনারায়ণ এবং শ্রীরামকুমারকে চাপাগুড়ীতে রাখিয়া বড় দেওয়ানীরায়র সহিত কোচবিহারে প্রত্যাগমন করেন।

সেই সময়ে পরীক্ষিৎনারায়ণের পৌত্র (চন্দ্রনারায়ণের পুত্র) জয়নারায়ণ বঙ্গদেশ হইতে কামরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহোমরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে রাজা নিজের একটী কন্তা এবং কামরূপের রাজস্ব তাঁহাকে প্রদান করিয়া ঝিলাবিজয়পুরে তাঁহার রাজধানী নির্দ্দেশ করেন। ইহার পরে, আহোমরাজ এবং কোচবিহাররাজের মধ্যে আরব্ধ বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্ত জয়নারায়ণ যথেষ্ট প্রযত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ; উক্ত কারণে তিনি আহোমসেনাপতি বড়ফুকনের নিকটে অপমানিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, এবং ঝিলাবিজয়পুর আহোমসৈন্যকর্ত্তৃক অধিকৃত হয় (১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ)।

ফৌজদারের পলায়ন

ভবনাথ এবং বড় দেওয়ানীয়া নূতন সৈন্তদল সংগ্রহ পূর্ব্বক নবীন উৎসাহে পুনরভিযান করেন এবং তাঁহারা মনাস নদীর তীরে আহোমসৈন্তকে আক্রমণ করেন ; এ দিকে মহারাজ প্রাণনারায়ণও স্বয়ং সসৈন্তে ধুবড়ীতে গিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে ফৌজদারের ভ্রাতাও ধুবড়ীতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোচবিহারের রাজার সসৈন্তে আগমনসংবাদে ভীত হইয়া তিনি পলায়ন করেন। ধুবড়ীতে আহোম এবং কোচ এই উভয় সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধের ফলে আহোমসৈন্য জয়লাভ করে এবং পরাজিত কোচবিহারপক্ষের বহু অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধনৌকা আহোমদের হস্তগত হয় ; পরন্ত, ঐ সময়ে আহোম সৈন্যদলে পতমড়ক আরম্ভ হওয়ায় তাহাদের মূল সৈন্যদল ধুবড়ী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সৈন্তের কিয়দংশ ধুবড়ীতে রক্ষা করিয়া আহোমেরা মনাস নদীর তীরে একটী থানা স্থাপন করেন এবং বদলী ফুকন, অগৎ, উত্তম রায় এবং দুর্লভ'নারায়ণ' প্রভৃতি বিজয়পুরে গমন করেন। ধর্ম্মের পুত্র মহীধ্বজ

নারায়ণ বিজয়পুর শাসন করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তিনি তথায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। আত্মাভিমুখে বিফলমনোরথ হইলেও মহারাজ প্রাণনারায়ণ নিরুৎসাহ হন নাই; তিনি স্বয়ং মোগলশক্তির অন্যতম কেন্দ্র ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর জেলার পূর্ব্বে অবস্থিত) আক্রমণ এবং বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরী অধিকার করেন (১৬৬১ খৃষ্টাব্দ)।

ঢাকা অধিকার

বিষম ভ্রাতৃবিরোধের অবসানে জয়যুক্ত আওরঙ্গজেব 'আলমগির বাদশাহ' নামে মোগল সাম্রাজ্যের অবিসংবাদী অধিকারীস্বরূপ সিংহাসনে আসীন হওয়ার পরে তাঁহার নবনিযুক্ত সুবাদার মোহাম্মদ মীরজুম্‌লা নবাব মোয়াজ্জম খাঁ খান্ খানান্ ঢাকায় পৌঁছিয়াই সর্ব্বাগ্রে কোচবিহাররাজের প্রতিপক্ষে যুদ্ধাভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া রাজা রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপদ পার্ব্বত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার রাজধানী বিনা যুদ্ধে নবাবের হস্তগত হয় (১৬৬১) খৃষ্টাব্দে। অতঃপর বিজয়ী মীর জুম্‌লা মোয়াজ্জম খাঁ কোচবিহার হইতে আসামজয়ের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলে রাজা অনতিবিলম্বে তাঁহার আশ্রয়স্থান হইতে বহির্গত হইয়া আসেন এবং অতি সহজেই মুসলমানগণকে তাড়াইয়া দিয়া স্বরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন।

মীরজুম্‌লা এবং কোচবিহারবিজয়

মুসলমানসৈন্যকর্ত্তৃক কোচবিহাররাজ্য যতবার আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে উক্ত আক্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং উল্লেখ যোগ্য; কিন্তু, রাজোপাখ্যানে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। মীরজুম্‌লা মোয়াজ্জম খাঁর অভিযানসময়ে লিখিত 'তারিখে আসাম' বা 'ফতেহায়ে ইব্রীয়া' এবং আওরঙ্গজেব বাদশাহের জীবনচরিত এবং শাসনবিবরণী 'আলমগিরনামা'র উক্ত অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রায় সেই সময়ে রচিত 'গুরুলীলা' নামক রামোদরদেবের চরিতপুথিতে এবং আসামের প্রায় সমস্ত বুরুঞ্জীতেও উক্ত বিবরণ লিখিত আছে।

মীরজুম্‌লার পরবর্ত্তী সুবাদার নবাব শায়েস্তা খাঁ আমির উল ওমরা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রাজমহলে উপস্থিত হইয়া কোচবিহাররাজ্য বিজয়ের সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন এবং মহারাজ প্রাণনারায়ণ তৎসংবাদ অবগত হইয়া বশ্যতা স্বীকারের এবং রাজ্য নিরাপদ রাখার পণ (Indemnity) স্বরূপ সার্দ্ধ পঞ্চলক্ষ মুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং উক্ত পণের টাকা তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোচবিহার রাজ্যের সীমান্ত হইতে বাদশাহীসৈন্য অপসারিত করিলেন। মহারাজের প্রদত্ত সেই কর (Tribute) ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল।(৪১)

শায়েস্তা খাঁ

---

(৪১) *History of Aurangzeb, Vol. III, p 218.*

উক্ত Indemnityর (পণের) টাকা সম্ভবতঃ মোগলদরবারের ঐতিহাসিকের লেখনীতে 'কর' বা Tributeএ পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন আসাম বুরুঞ্জি পুথিতে লিখিত আছে যে, মহারাজ প্রাণনারায়ণের পূর্ব্বে বিহার এবং আহোমরাজের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; তাহার ফলে কোচবিহাররাজ যেরূপ বেলতলা এবং দরঙ্গ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনিও তজ্জন্য আহোমরাজকে হস্তী প্রদান করিতেন। বাদশাহের পক্ষ হইতে উক্ত দুই স্থানে বন্য হস্তী ধৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কোচবিহাররাজ তাহাতে সম্মত হন নাই। পরে বাদশাহী সৈন্যবলকর্তৃক কামরূপরাজ্য অধিকৃত হইলে মোগলকর্ম্মচারিগণ উক্ত স্থানে হস্তী ধৃত করিতে আরম্ভ করায় কোচবিহারপক্ষ হইতে তাৎকালিক আহোমরাজকে সেই সংবাদ অবগত করা হইয়াছিল এবং তিনি নীরব থাকিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু কোচবিহাররাজ নীরব ছিলেন না। তিনি মুসলমানগণকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। মহারাজ প্রাণনারায়ণ সেই সমস্ত প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ পূর্ব্বক রামচরণকে দূতস্বরূপ পুনরায় আহোমরাজের নিকটে প্রেরণ করেন; দুই রাজার মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনও রামচরণের আসামগমনের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল।

আহোমরাজের সহিত পূর্ব্ব সম্পর্ক

আহোমরাজ চক্রধ্বজ সিংহ সকল পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া রামচরণের প্রস্তাব বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হন এবং বলেন, "আমরা মুসলমানদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু আপনারা কিছুই করেন নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের পূর্ব্ব রাজ্য ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। মুসলমানেরা যখন আপনাদিগকে পরাজিত করে, সেই সময়ে আমরা দূত প্রেরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনারা তখন আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এক্ষণে আপনারা একক হইয়া পড়িয়াছেন, আমরাও আক্রান্ত হইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলাম; আমি প্রাণনারায়ণকে পূর্ব্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে ইচ্ছা করি", ইত্যাদি। রামচরণ এই বাক্যে বিশেষ প্রীত হইয়া কোচবিহারে প্রত্যাগমন করেন এবং আহোমরাজ গোপালচরণকে আবশ্যক উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত কোচবিহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।(৪২)

আহোমরাজের সহিত সদ্ভাব

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ প্রাণনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ প্রাণনারায়ণ পীড়িত হইলে তাঁহার অমূলক মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। মহারাজ লক্ষীনারায়ণের অন্যতম পুত্র কুমার মহীনারায়ণ সেই সংবাদ পাইয়া কোচবিহারে আগমন পূর্ব্বক মন্ত্রী কবিরত্ন এবং কবিভূষণকে বধ করিয়াছিলেন। পীড়িত রাজা মহীনারায়ণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া তাঁহার উল্লিখিত আচরণের জন্য বিশেষ অনুযোগ করেন। তৃতীয় দিবসে রাজার মৃত্যু

রাজার পরলোক

---

(৪২) *Burunjee from Khunlong and Khunlai, Bk. III, pp 10, 15-16.*

অবহারুলাচে এই যৌতা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। মহারাজ চক্রধ্বজ সিংহের সহিত কোচবিহাররাজের বন্ধুতা হইয়াছিল। *History of Aurangzeb, Vol. III. p 211.*

হইল এবং জগৎনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, যজ্ঞনারায়ণ এবং চন্দ্রনারায়ণ মহীনারায়ণের এই চারি পুত্রের প্রত্যেকেই রাজা হইবার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহীনারায়ণ নিজের পুত্রগণের এই ব্যাপার দেখিয়া মৃত রাজার দ্বিতীয় পুত্র কুমার মোদনারায়ণকে পিতৃ-সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিলেন।

বিষ্ণুনারায়ণ, মোদনারায়ণ এবং বসুদেবনারায়ণ নামে মহারাজ প্রাণনারায়ণের তিন পুত্র ছিলেন।(৪৩) বিষ্ণুনারায়ণ এসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী মনে করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। নবাব মীরজুম্‌লাকর্ত্তৃক কোচবিহাররাজধানী আক্রান্ত এবং অধিকৃত হওয়ার সুযোগে বিষ্ণুনারায়ণ পলায়নপূর্ব্বক নবাবের আশ্রয়ে গমন এবং এসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।(৪৪)

বিষ্ণুনারায়ণ

মহারাজ প্রাণনারায়ণের ভগিনী রূপমতী দেবীর সহিত নেপালের মল্লবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজা প্রতাপমল্লের বিবাহ হইয়াছিল। কাঠমাণ্ডু রাজধানীর অন্তর্গত রাজপ্রাসাদচত্বরের পশ্চিম-দিকে অবস্থিত এক বিষ্ণুমন্দিরের সংলগ্ন শিলাপট্টে সেই বিবরণ ক্ষোদিত রহিয়াছে (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ)। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজকুমারী রূপমতী দেবী রাজা প্রতাপমল্লের মহিষী এবং কর্ণাটদুহিতা রাজমতী তাঁহার প্রণয়িনী অন্যতরা রাণী ছিলেন। মহিষী রূপমতী স্বয়ং ৭৮৫ নেপাল সংবতে অনন্তপুরে উগ্রতারার এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারও শিলালেখ এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে।(৪৫)

রূপমতী দেবী

---

(৪৩) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুনারায়ণ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, কিন্তু পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (নবখণ্ড, ৭ম অধ্যায়)। কমিশনার মার্শী এবং গোভের রিপোর্টের মুদ্রিত কুর্শীনামায় বিষ্ণুনারায়ণকে দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া লিখিত আছে। 'সঙ্গীতশঙ্কর' পুথিতেও বিষ্ণুনারায়ণকে 'দ্বিতীয়' পুত্র বলা হইয়াছে (৯ পত্র)। উত্তরকালে, বিষ্ণুনারায়ণের পৌত্র মহীন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজা হইয়াছিলেন।

(৪৪) আলমগীর নামা, ৬৮০ পৃষ্ঠা ; তারিখে আসাম, ভূমিকা, ১৩ পৃষ্ঠা।

মিঃ ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন যে, বিষ্ণুনারায়ণ রাজ্যলোভে পিতাকে শত্রুর নিকট ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন p 326) ; কিন্তু, এই উক্তির সমর্থক কোনও প্রমাণ আমরা পাই নাই।

(৪৫) নেপাল রাজদরবারের এবং তথাকার ব্রিটীশ দূতের অনুগ্রহে প্রাপ্ত নেপালের বিষ্ণুমন্দিরের উল্লিখিত লিপির কয়েকটী আবশ্যক শ্লোক, যথাঃ—

'আস্তে কাপ্যমরাবতীববিলসদ্বীপ্রবিদ্যাঙ্গনা-
যুক্তা স্বর্ণময়ী বিহারনগরী সা রাজধানী পরা।
শ্রীমৎশ্রীকমলাধিকা মধুপতেরিন্দ্রেণতুল্যাস্ত চ
প্রত্যর্থিব্রজনির্জ্জিতস্য নরবুরারায়ণস্যাপি চ॥ ৬
লক্ষ্মীনারায়ণস্তস্মাৎ বীরনারায়ণস্ততঃ।
পুত্রী রূপমতী তস্য প্রাণনারায়ণঃ সুতঃ॥ ৭

মহারাজ প্রাণনারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী এবং প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। সাময়িক 'তারিখে আসাম' পুস্তকে লিখিত আছে যে, রাজা প্রাণনারায়ণের অভিজাত-জনোচিত আচার ব্যবহার ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন, মদ্যপান এবং সুন্দরী রমণীগণের নৃত্যগীতাদি উপভোগে সর্ব্বদা রত থাকিতেন এবং সেই সমস্ত কারণে রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না।(৪৬) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, এই রাজা ষড়্‌ঋতুর মধ্যে পাঁচ

রাজার চরিত্র

সেয়ং রূপমতী সতী গুণবতী স্বর্ণচ্ছ্যতিঃ সম্মতি
র্মাদ্যৎকুঞ্জরগামিনী প্রণয়িনী সাক্ষাৎপরা রুক্মিণী।
আসীৎ সর্ব্বগুণস্থিতের্নৃপতেঃ শ্রীমৎপ্রতাপস্য সা
পত্নী প্রাণসমা যথা জলনিধেঃ পুত্রী জগৎপালিনঃ॥ ৮
কার্ণাটী রঙ্গঘাটী কুচকনকঘটী কামলীলৈকবাটী
স্বর্ণালঙ্কারকোটী হরিসদৃশকটী চারুদেহানুপাটী।
নাম্না রাজমতী মহারসবতী ভূপপ্রতাপস্য সা
ভূতা ভোগবধূটিকা কিলহরের্ভামেব জীবাধিকা॥৯'

*   *   *   *

সংবৎ ৭৬৯ (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুন শুক্লষষ্ঠ্যাং তিথৌ অনুরাধা নক্ষত্রে হর্ষণযোগে বৃহস্পতিবাসরে।"

' নেপালে সম্বতেতশরগিরিমুনিভিস্সংযুতে শুক্লপক্ষে
চাষাঢে বৈ নবম্যাং সুললিতদিবসে যোগরাজে শিবাখ্যে।
চিত্রায়াং শুক্রবারে জনন্য়নহৃদয়েহনন্তপুরে সুরম্যে
তারায়া উগ্রপূর্ব্বাঃ কৃতমখহরণং স্থাপনং রাজপত্ন্যা॥১
যা পত্নী শ্রীপ্রতাপক্ষিতিপতিতিলকস্যানুরূপা সুরূপা
যেষা বঙ্গাধিপস্যপ্রবলরিপুহরস্যাদ্বিতীয়া সুকন্যা।
সৈষানন্তপ্রিয়াখ্যা ত্রিভুবনবিদিতা রূপপুণ্যাভিজাত্যৈ
প্প্রাসাদস্য প্রতিষ্ঠাং সুরনরসুভগাং দিব্যলগ্নেবিদধ্যাৎ॥২

উগ্রতারার এই মন্দির ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে রাণী রূপমতীকে বঙ্গাধিপের কন্যা বলা হইয়াছে; রূপমতীর ভ্রাতা মহারাজ প্রাণনারায়ণ ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরী অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়াই কি নেপালের রাজকবি পিতা বীরনারায়ণকেও 'বঙ্গাধিপ' বলিয়াছেন?

নেপালের মল্লরাজবংশ সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত। *History of Nepal*, p 218 নেপালরাজ প্রতাপমল্লের রাজত্বকাল ১৬৩৯-১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ। গোরখাবংশীয় রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহের হস্তে মল্লবংশীয় অন্তিম রাজা জয়প্রকাশ মল্ল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়াছেন।

(৪৬) তারিখে আসাম, ভূমিকা, ১৪ পৃষ্ঠা। 'তারিখে আসাম' পুস্তকে রাজার নাম 'পেমনারায়ণ' লিখিত আছে, কোনও কোনও পুস্তকে 'বীমনারায়ণ'ও দৃষ্ট হয়। 'প্রাণ' ফারসী লিপিকারের হস্তে 'পেম' অথবা 'বীম' হইয়া থাকিবে। *History of Aurangazeb, Vol, III, p 175.*

ঋতুতে রাজকার্য্য করিতেন, কিন্তু বসন্ত ঋতুতে অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রমদোদ্যানে সুন্দরীগণের সহিত নানাবিধ আনন্দে কালাতিবাহিত করিতেন।(৪৭)

মহারাজ বীরনারায়ণ রাজ্যে শিক্ষার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রযত্নে তাহা অঙ্কুরিত এবং ক্রমশঃ শাখাপল্লবে সুশোভিত মহীরুহে পরিণত হইয়া সুফল প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার রাজসভা পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা সর্ব্বদা সুশোভিত থাকিত। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইতে সভাসদ্গণ পর্য্যন্ত সকলেই সংস্কৃতভাষী ছিলেন এবং তাঁহার একটী 'পঞ্চরত্ন' পণ্ডিতসভা ছিল। কথিত আছে যে, মহারাজ প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় কবিরত্ন 'রাজখণ্ডম্' নামক রাজবংশের একখণ্ড ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। এই রাজার আজ্ঞায় শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ এবং দ্রৌপদীর স্বয়ংবর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'বিশ্বসিংহচরিতম্' কাব্যের একখানি অসম্পূর্ণ হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীনাথের লিখিত 'আদিপর্ব্ব', 'দ্রোণপর্ব্ব' এবং 'দ্রৌপদীর স্বয়ংবর' পুঁথি কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। এই সময়ে দ্বিজ রামেশ্বর মহাভারতের পদ এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র 'প্রহ্লাদচরিত' রচনা করিয়াছিলেন। বিশারদকবিকর্ত্তৃক বিরাটপর্ব্ব এবং কর্ণপর্ব্ব অনুবাদিত হইয়াছিল। দামোদরচরিত অবলম্বনে লিখিত 'গুরুলীলার' রচয়িতা রাম রায়ও সেই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি 'রামরায়ের কোটে' বাস করিতেন।

পণ্ডিত সভা

মহারাজ প্রাণনারায়ণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কবিতারচনায় এবং গীতবাদ্যেও তিনি দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থও ছিল, যাহার সাহায্যে রাগরাগিণী এবং তালমান সম্বন্ধে পাঠকের প্রচুর জ্ঞানলাভ হইত।(৪৮) দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলি পরবর্ত্তিকালে গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছে।

রাজার কলাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য

মদ্যপান মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যেরূপ নিষিদ্ধ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় রাজগণের পক্ষে তদ্রূপ নহে। এই রাজা যে নিজের কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করেন নাই, ইতিহাস এবং পুরাকীর্ত্তিসমূহ এখনও তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

(৪৭) বর্ত্তমান সময়ে সকল দেশের স্বাধীন ভূপতিগণই যেরূপ তাঁহাদের যেচ্ছামত যে কোনও সময়ে এবং যতকাল ইচ্ছা রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া মৃগয়া এবং দেশভ্রমণাদি করিয়া থাকেন, ভারতের হিন্দু নৃপতিগণ সেরূপ করিতেন না। সেই সুসময়ে বসন্তকালের (বাসন্তীপঞ্চমী হইতে মদনচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত) কয়েক মাস রাজাপ্রজা সর্ব্বসাধারণেরই আমোদপ্রমোদ উপভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং সকলেই সেই বসন্তোৎসবের সময়ে নিজ নিজ কার্য্য হইতে অবকাশ গ্রহণ করিতেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণ সম্ভবতঃ সেই পুরাতন আচারের পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(৪৮) শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহারাজ প্রাণনারায়ণের সম্পর্কে লিখিয়াছেন;—

'মহারাজ কাব্য সঙ্গীতের দীক্ষাগুরু।
দরিদ্র জনার জাগ্র বাঞ্ছা-কল্প তরু॥' আদিপর্ব্ব, ৫২ পত্র।

তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজীর পণ্ডিত জগন্নাথ 'প্রাণাভরণম্'কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহারাজ প্রাণনারায়ণের আদেশে 'প্রয়োগরত্নমালা'ব্যাকরণের 'প্রভা প্রকাশিকা' টীকা রচনা করিয়াছিলেন।(৪৯)

বনমালী গোসাঁই

মধুপুরের বনমালী গোসাঁই মহারাজ প্রাণনারায়ণের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন এবং আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহও উক্ত গোসাঁইকে স্বরাজ্যে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট 'শরণ' লইয়াছিলেন (অর্থাৎ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন)।(৫০) মহারাজ প্রাণনারায়ণ বিশেষ সমারোহের সহিত গঙ্গাতীরে 'তুলাপুরুষ'দান করিয়াছিলেন (৫১) এবং একদা চন্দ্রগ্রহণকালে তিনি শ্রীশিরোমণি ভট্টাচার্য্য নামক (উপাধি ভূষিত) এক ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মোত্তরভূমির দানপত্র প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং তাহা অদ্যাপি রাজকীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। নিম্নে উহার যথাপঠিত প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল; লিপির হস্তাক্ষর পুরাতন মৈথিলী এবং আসামী বর্ণমালার সাহায্যে সেকালের

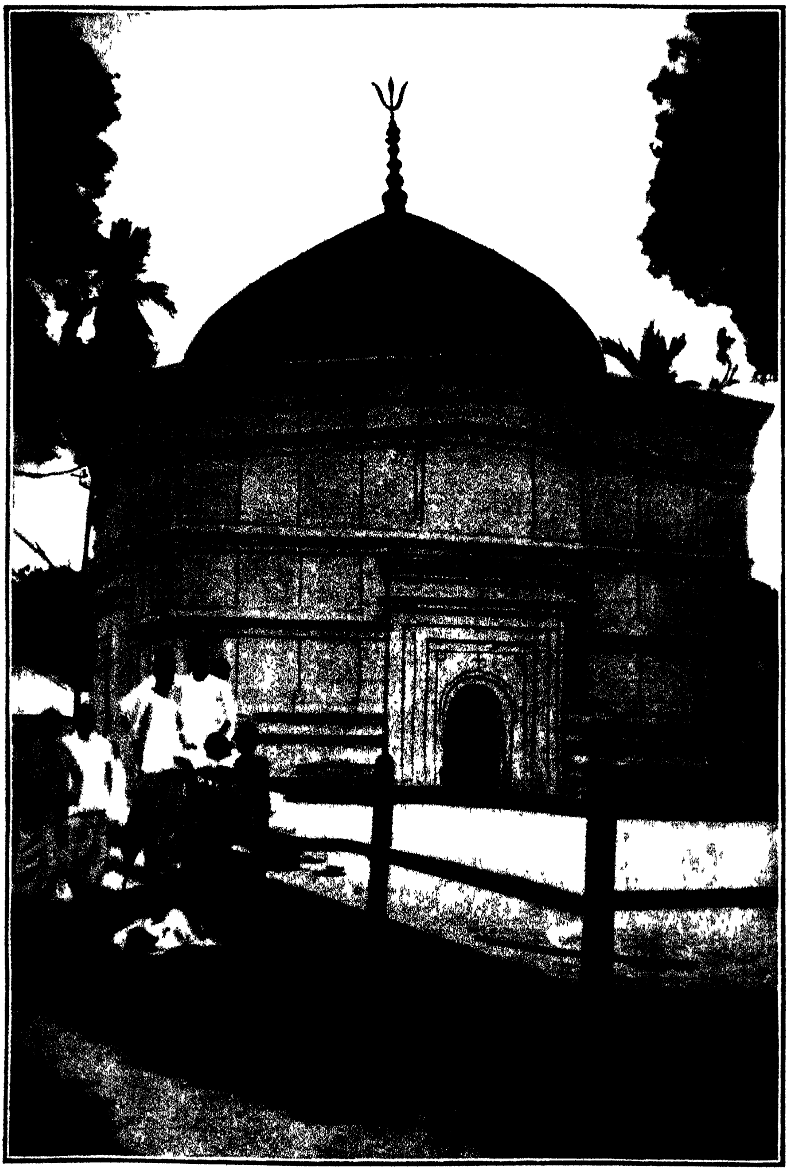
'কবিতা অমৃতবৃষ্টি করে অনুক্ষণ।
সকল কলায় অলঙ্কৃত বিচক্ষণ॥' ঐ ১১৩ পত্র।
'অপরূপ রূপত সঙ্গীত শাস্ত্র করি।
বৈদগ্ধিনিবাসগৃহ ভক্তভয়হারি॥' দ্রোণপর্ব্ব, ১৪ পত্র।

(৪৯) জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য উক্ত টীকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেনঃ—

' যস্মিন্নীতিমতাংবরেহতিবিপুলাং ধর্ম্মেন্দ্ধরাং শাসতি
শ্রীরামে ধরণীপতাবপিনৃণাং কিম্নাভবদ্বিস্মৃতিঃ।
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দবিগলন্ মীকণোদ্বর্ত্তনৈঃ
শুদ্ধাঙ্গঃ সমহীভৃদস্ত বিজয়ী শ্রীপ্রাণনারায়ণঃ।৩
আনন্দস্যন্দমন্দীকৃতমধুকবিতাকল্পনাকেলিশালি
প্রজ্ঞাবজ্ঞাতবাচস্পতিরতুলগুণগ্রামবিশ্রামধাম।
পাণিপ্রদ্যোতমানামলকনকতুলালম্বিতাশেষবিদ্যঃ
শ্রীশ্রীমৎপ্রাণদেবঃক্ষিতিপতিতিলকঃ কামরূপোবিভাতি।৪
ধৈর্য্যাদৌদার্য্যবিক্রান্তিদানসৎকীর্ত্তিবারিধেঃ।
গুণিকল্পতরোরস্যরাজ্ঞঃ শ্রীতিনির্দেশনাৎ॥৫
বোধায়বালকানাংহিস্বাতর্কাতিসম্পর্কং।
শ্রীজয়কৃষ্ণঃ কুরুতে ব্যাখ্যানং রত্নমালায়াঃ॥৬

(৫০) শ্রীশ্রীবনমালী দেবচরিত্র, ৫২, ৫৯ পৃষ্ঠা।

(৫১) 'যার তুলাপুরুষ দানত পাইয়া ধন।
দরিদ্রের স্ত্রীর হৈল সোনার কঙ্কন॥' শ্রীনাথ অনুবাদিত দ্রোণপর্ব্ব, ১ পত্র।



বাণেশ্বরের শিবমন্দির

To face, p. 165

সাধারণ কেরাণী মোহরিরদিগের অভ্যস্ত ধরণে লিখিত হওয়ায় নির্ভুল ভাবে পড়িতে পারা যায় নাই ঃ—

(সিংহচাপ)

(দ্রুত এবং অপাঠ্যভাবে লিখিত কাহারও স্বাক্ষর)

শ্রীবিষ্ণবে

প্রাণনারায়ণো নৃপঃ ৮

"ওঁস্বস্তি নিজভুজমন্দারাদ্রিমথিতারাতিসমুদ্রসঞ্জনিতযশশ্চন্দ্রকমতেশ্বর শ্রীশ্রীপ্রাণনারায়ণমহীমণ্ডলাখণ্ডলানাম্

শ্রীনরহরি ভাণ্ডারঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরমানাথ মজুমদারান্ প্রতি সমাদেশঃ চন্দ্রোপরাগে শ্রীম...স(স্ব)হস্তেন্তু গ্রামমেকং প্রদত্তবান্। শ্রীশিরোমণিনাম্নে-হস্মৈ ভট্টাচার্য্যায় ধীমতে। দদাবিমং মহীপাল উত্তরপ্রতিপত্তিতঃ। অপর ব্রহ্মোত্তর বসেহিতশ্চানারিশালাভিঃ। স্বে(স্ব)য়মপিদেয়োগ্রামো যুস্মা(স্ম)-ভির্দ্দণ্ডরাধিকৃতৈশ্চ। ঘরস্থুতি দোআনদোমুনীশাগহ মগ্রাহ্যাঃ কদাপি কেনাপি। জলকরপঞ্চাম্রাদির্ভোগ্যোঽনেনাকুতোভয়তঃ। মৎকুলপ্রভবাশ্চান্যে যে ভবিষ্যন্তি ভূভুজঃ। হৃত্বা ব্রহ্মোত্তরং গ্রামন্তেস্যুর্গোশূকরাশিনঃ।

গ্রামর স্থিত রঘুকার্য্যীর বাবদ বেহারের ঘুঘুমারিত পায় পন্দর বিষ ৸৶০ কঙ্গসের বাড়ীর আগত কলতা সকলের খালি ভিটাত পায় এক বিষ /০ এবং এক গ্রাম ১ পায় ইতি ১৩৫ ফাল্গুন ১৮"

(অপর পিঠে) শ্রীকবিকর্ণপূরখাসনীসস্য (৫২)

মহারাজ প্রাণনারায়ণ বোদেশ্বরীবিগ্রহের (জলপাইগুড়ি জেলার 'ভিতরগড়ে' স্থাপিত) সেবাপূজার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। তিনি যণ্ডেশ্বর ও বাণেশ্বরের শিবমন্দির নির্ম্মিত অথবা পুনঃসংস্কৃত করিয়াছিলেন এবং মধুপুরের চতুর্ভুজ, শ্রীরামপুরের মদনমোহন, কাগজকুটার চতুর্ভুজ, বনমালীপুরের বনমালী এবং দামোদরপুরের মদনগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, বাণেশ্বরের পুষ্করিণীর খনন অথবা পঙ্কোদ্ধারসাধনকালে মৃত্তিকার নিম্নে

দেবপ্রতিষ্ঠা

(৫২) মালকাছারীর মহাফেজখানায় ৮২৮ নং সেটেলমেণ্ট পড়চা বা ফাইলে এই মূল প্রয়োজনীয় দানপত্র-খানি রক্ষিত আছে। নিম্নের অংশ ত্রুটি 'যথাদৃষ্টং তথা' মুদ্রিত হইয়াছে।

কয়েকটী দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ১৫৮৭ শকাব্দে (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি কামতাপুরের (গোসাঁনীমারীর) কামতেশ্বরী গোসাঁনীর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বারলিপিতে তাঁহার সেই কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত রহিয়াছে।(৫৩) কামতেশ্বরীর সেবাপূজার জন্যও তিনি বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। জল্পেশ্বরের মন্দির (জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত) নির্ম্মাণের জন্য তিনি দিল্লী হইতে শিল্পিগণকে আনয়ন করিয়া কার্য্য আরব্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বিবিধ কার্য্য

মহারাজ প্রাণনারায়ণ জনসাধারণের সুবিধার জন্য রাজ্যের নানা স্থানে পথ এবং সাঁকো (সংক্রম, পুল) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যে শিল্পকার্য্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। নবাব মীরজুম্‌লার সহযাত্রী এবং প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক শিহাবুদ্দিন মোহাম্মদ তালিশ লিখিয়াছেন,—"কোচবিহার রাজধানী বাদশাহী ধরণের সুরম্য হর্ম্ম্য এবং উদ্যানাদিদ্বারা সুশোভিত ; রাজবাটীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে অন্তঃপুর, পাঠাগার, স্নানাগার, নির্জ্জনাবাস এবং জলের উৎস বিদ্যমান রহিয়াছে ; রাজধানীর পথ ও গলি গুলি সরল এবং উহাদের উভয় পার্শ্বে রোপিত নাগেশ্বর ও কাচনা বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা সুসজ্জিত"।(৫৪) উক্ত গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন যে, কোচবিহার রাজ্যের সৈন্যগণ বিষাক্ত তীর, তরবার এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে এবং শুনিতে

রাজধানী

---

(৫৩) কামতেশ্বরীর মন্দিরের দ্বারলিপি,—

" ॐ ওঁ নমঃ শ্রীগণেশায়

৭ সমস্তাশ্ববিদেকবিশ্বরভুজাদণ্ডপ্রতাপাধ্যম-

ক্রীড়াকন্দুকবেগবর্দ্ধিতদিশঃ শ্রীপ্রাণভূমিপতেঃ।

শাকাব্দে নগনাগমার্গণহিমজ্যোতির্ম্মিতে নির্ম্মিতঃ

শ্রীআজ্ঞা কবিমণ্ডলেনজগতা ভব্যোত্তবানীমঠঃ॥

১৫৮৭ "

রাজোপাখ্যানে মহারাজ প্রাণনারায়ণের সম্পর্কে লিখিত আছে,—

'গোসানীমারীতে মন্দির ও প্রাচীরাদি উত্তম করিয়া দিলেন এবং বাণেশ্বর শান্তেশ্বর মন্দির ও স্থানে স্থানে রাজপথ ও পুল নির্ম্মাণ করিলেন।' নবখণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

(৫৪) রাজধানীর তাৎকালিক অবস্থান কামতাপুর ব্যতীত আর কোথাও অনুমিত হইতে পারে না। সমসাময়িক শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন,—

'বেহার কামতানাথ প্রাণ মহীপাল।
সংগ্রামত বিপক্ষ জনার যম কাল॥' আদিপর্ব্ব, ১৪৬ পত্র।

'জয় জয় মোদনারায়ণ নৃপবর।
স্বর্গভূমি কামতাপুরের পুরন্দর॥' দ্রোণপর্ব্ব, ৭৬৷৵ পত্র।

পাওয়া যায় যে অধিবাসীরা তন্ত্র মন্ত্রে পারদর্শী ও মন্ত্রপূত জলসেকের দ্বারা কত রোগ নিরাময় করিতে পারে এবং ক্ষতরোগের সেবনীয় এবং বাহ্যপ্রয়োগের উপযুক্ত ঔষধ তাহারা অবগত আছে। পূর্ব্বভারতের অন্যান্যস্থানের তুলনায় এ দেশের জলবায়ু, ভূমি, বৃক্ষলতা এবং লোকের বাসগৃহগুলি উত্তম ; কমলানেবু, গোলমরিচ এবং আম্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শাসনের সুব্যবস্থা হইলে এই দেশ হইতে আট নয় লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে। এ দেশে 'নারায়ণী' নামে স্বর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত আছে। দেশে 'কোচ' এবং 'মেচ' নামে দুইটী সম্প্রদায় আছে ; রাজা কোচবংশোদ্ভব, ইত্যাদি।

দেশের অবস্থা

মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) অনাবৃষ্টিনিবন্ধন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় এবং প্রায় আধ ঘণ্টা কাল তাহার কম্পনবেগ অনুভূত হইয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ এবং ভূমিকম্প

মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে নরহরি ভাণ্ডারঠাকুর, রামকৃষ্ণ মজুমদার, রমানাথ মজুমদার এবং কবিকর্ণপুর খাসনিস প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। রাজদূত রামচরণ এবং গোকুলচন্দ্র, মন্ত্রী ভবনাথ কার্য্যী এবং রামচন্দ্র কার্য্যী, সেনাপতি অনিরুদ্ধ, চন্দ্রনারায়ণ, শ্রীরাম কুমার এবং চক্রপাণি খাঁড়াধরার নাম ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহা ব্যতীত সরকায়স্থ, বড় দেওয়ানীয়া এবং সুবা পদবীর কর্ম্মচারী ছিলেন। এই রাজার এবং ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচজন রাজার সময় পর্য্যন্ত নাজীর ব্রাহ্মণ এবং দেওয়ান কায়স্থ জাতীয় ও রায়কত প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অভিষেককালে রায়কত রাজার মস্তকে ছত্র ধারণ করিতেন। ১৩৭ রাজশকের এক আজ্ঞাপত্রে দেখা যায় যে ভুবনেশ্বর মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ ছত্রনাজীরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।(৫৫) মহারাজ প্রাণনারায়ণ কোনও সময়ে নাজীরের পদ বিলুপ্ত করিয়া সেনাপতির পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং কবিনারায়ণ ও কবিকিশোরকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন (৫৬)।

রাজকর্ম্মচারী

'তারিখে আসাম' এবং 'আলমগিরনামায়' কোচবিহার রাজ্যের যে পরিমাণ এবং চতুঃসীমা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে প্রতীত হয় যে, মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বের শেষাবস্থায় তাঁহার অধিকার প্রায় ছয় সহস্র বর্গমাইল স্থানে বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণে বাদশাহী অধিকার তাজহাট এবং বাহারবন্দ পরগণা, পূর্ব্বে খুটাঘাটের (গোয়ালপাড়া জেলায়) নিকটবর্ত্তী বসকরপুর (?) এবং

রাজ্যের পরিমাণ

---

(৫৫) মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রদত্ত ১৩৭ রাজশকের ২২শে ভাদ্রের লিখিত আজ্ঞাপত্র।

(৫৬) রঙ্গপুরের কালেক্টার মিঃ গুডল্যাডের মতেও মহারাজ প্রাণনারায়ণ দেওয়ানের পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; তাঁহার লিখিত ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুনের পত্র।

পশ্চিমে মোরঙ্গের অন্তর্গত ভাটগাঁও অবস্থিত ছিল।(৫৭) ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ভ্যানডেন ব্রুকের অঙ্কিত মানচিত্রে ‘উত্তরবিহার’ (তীরহুত) হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়পর্ব্বতমালার উপত্যকা ‘রাজওয়ারা’ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।(৫৮) ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; মহারাজ প্রাণনারায়ণ সেই অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

---

(৫৭) কোচবিহার রাজ্যের ‘ভিতরবন্দ’ ১২ পরগণায় এবং ‘বাহারবন্দ’ ৫ চাকলা ও ১৭ পরগণায় বিভক্ত; উহার দৈর্ঘ্য ৫৫ জরবী ক্রোশ এবং প্রস্থ ৫০ জরবী ক্রোশ। আলমগিরনামা, ৬৯২ পৃষ্ঠা।

উক্ত গ্রন্থে রাজ্যের যে চতুঃসীমা প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে উহার পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার বর্গ মাইল হয়।

(৫৮) ‘The whole Himalaya from northern Behar to Assam is called in Vanden Brouck's map—T. Ryk Van Ragiawara.’ *The Contribution to the History and Geography of Bengal*, p 33.

উক্ত ম্যাপে ‘Cos Bhaar’ নাম আছে। কোচবিহার রাজা ‘রাজওয়ার’ এবং ব্রিটীশ অধিকৃত জেলা ‘মোগলান্’ নামে এখনও অভিহিত হইয়া থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মহারাজ মোদনারায়ণ

রাজশক ১৫৬-১৭১, শকাব্দ ১৫৮৭-১৬০২, বঙ্গাব্দ ১০৭২-১০৮৭, খৃষ্টাব্দ ১৬৬৫-১৬৮০ ॥

কুমার মোদনারায়ণ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। কুমার মহীনারায়ণের প্রভাবে বাধ্য হইয়া রাজা তাঁহাকে ছত্রনাজীরের পদ প্রদান করিয়াছিলেন; এই কারণে কুমার মহীনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্রগণের প্রতিপত্তি সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। মহীনারায়ণের প্রভাবে রাজা কতকটা শক্তিহীন হইয়া পড়ায় রাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই শিথিল হইতেছিল। রাজপক্ষাশ্রিত কর্ম্মচারিগণের ধনপ্রাণ রক্ষা করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়াছিল, তাঁহারা সামান্য কারণেই বিনষ্ট এবং নিগৃহীত হইতেন।

আসামে দূতপ্রেরণ

১৫৮৮ শকের (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের) পরে কোচবিহারের দূত রামচরণ এবং ভকতচরণ আসামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আহোমরাজের সহিত বন্ধুতাস্থাপন তাঁহাদের আসামগমনের উদ্দেশ্য ছিল। দূতদ্বয় তথায় সসম্মানে গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বাদশাহী অধিকারের পানবরীয়া রাজার গারো প্রজার দ্বারা তাঁহারা নিহত হন। ইহার পরে নন্দ এবং ভীমকে পুনরায় কোচবিহাররাজের পক্ষে দূতস্বরূপ আসামে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও আহোমরাজার দ্বারা সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন।(১)

রাজা রামসিংহ

১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বরের সেনাপতি অম্বরের রাজা রামসিংহ আসামজয়ের উদ্দেশ্যে কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন এবং শিখগুরু তেগবাহাদুর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রামসিংহ কোচবিহাররাজের নিকট হইতে পঞ্চদশ সহস্র ঢালী এবং কাঁড়ী সৈন্য লইয়া রাঙ্গামাটী অভিমুখে গমন করেন। রাজকর্ম্মচারী কবিকিশোর বড়ুয়া, সর্ব্বেশ্বর বড়ুয়া, মন্মথ বড়ুয়া এবং

আসামে সৈন্যপ্রেরণ

ঘনশ্যাম বখশী এই সৈন্যদলের পরিচালক ছিলেন। ইঁহারা মোগলসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া 'সিন্দুরীঘোপায়' যুদ্ধে আহোমগণের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

---

(১) রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জী, ২১০-২১১ পত্র।

ঐ সমস্ত দূত কোচবিহারের কোন্ রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম প্রকাশ নাই; সময়ানুসারে তাঁহারা মহারাজ মোদনারায়ণের প্রেরিত বলিয়া অনুমিত হয়।

মহীনারায়ণের উপদ্রব

মহারাজ মোদনারায়ণ ছত্রনাজীর মহীনারায়ণের অত্যধিক ক্ষমতায় অসন্তুষ্ট হইয়া সৈন্যদলকে ক্রমশঃ আত্মবশে আনয়ন করেন এবং মহীনারায়ণের দলস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে কয়েকজনের প্রাণদণ্ড এবং অবশিষ্ট কয়েকজনের নির্বাসনদণ্ড বিধান করেন। উল্লিখিত কারণে মহীনারায়ণের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইয়া তাহা অবশেষে যুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। মহীনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র জগৎনারায়ণ রাজ্যে নানা প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তজ্জন্য তিনি রাজাজ্ঞায় নিহত হন (২) এবং পরিণামে মহীনারায়ণও তুল্যরূপ কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীনারায়ণের অন্যান্য পুত্রগণ ভুটানের দেবরাজের সাহায্যে রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারেন নাই ; অবশেষে, মহীনারায়ণের পুত্র যজ্ঞনারায়ণকে ছত্রনাজীরের পদ প্রদান করা হইলে বিবাদ কতকটা প্রশমিত হয়। এই সময়ে ভোলানাথ কার্য্যী 'সুবা' এবং রায়কত সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন।(৩)

---

(২) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 19, 20, 169.*

জগৎনারায়ণের সম্পর্কে দ্বিজ পরমানন্দ তর্কালঙ্কার বনপর্ব্বে লিখিয়াছেন (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ) :—

'সম্মুখ সংগ্রামে শুদ্ধ করিয়া শরীর।
অমর নগরে পরে আরোহিল বীর॥' ৪ পত্র।

সমসাময়িক দ্বিজ কবিরাজ কিন্তু, দ্রোণপর্ব্বে, কুমার জগৎনারায়ণ এবং মহারাজ মোদনারায়ণের সম্পর্কে ভিন্নরূপ উক্তি লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

'জগন্নারায়ণদেবে, আত্মবোধে যাক সেবে,
শিবের যেমত নন্দীসেন।' ৮৮৵০ পত্র।

'জগন্নারায়ণদেব খুড়া সমস্ত।
অনুবন্ধে সত্ত চন্দ্র কুমুদ যেমত॥' ১২ পত্র।

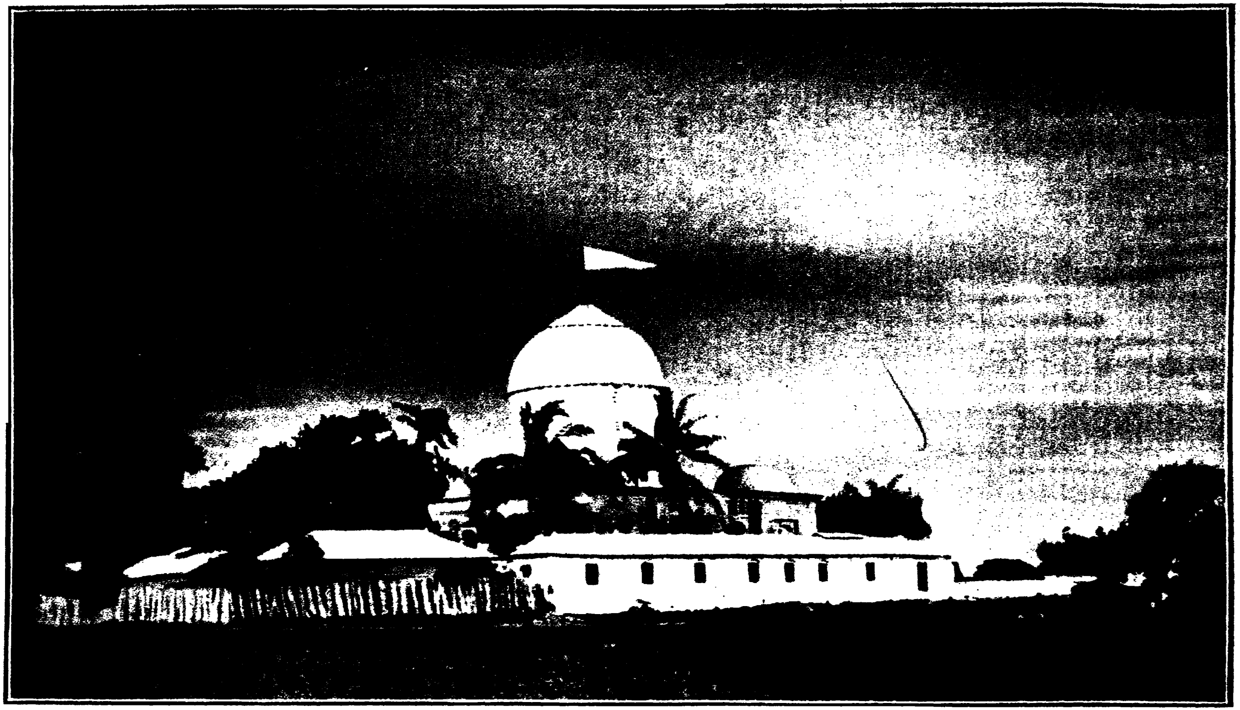
(৩) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 19, 20, 169.*

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণকর্ত্তৃক কুমার মহীনারায়ণকে নাজীরের পদ প্রদানের এবং মহারাজ বীরনারায়ণের অভিষেককালে মহীনারায়ণের ছত্র ধারণ করার বৃত্তান্ত রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে (নবম, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়)। কমিশনার মার্শী ও শোভের রিপোর্টে লিখিত আছে যে, বিশ্বসিংহ হইতে পাঁচজন রাজার অভিষেক-সময়ে রায়কতগণ ছত্রধারণের কার্য্য করিয়াছেন এবং মহারাজ মোদনারায়ণ মহীনারায়ণকে এবং তাঁহার পুত্র যজ্ঞনারায়ণকে যথাক্রমে নাজীরের পদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন (*Vol. II, pp 19-20*)। দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলীতেও উক্ত রিপোর্টের অনুরূপ উক্তি আছে। (১০৩ পত্র)। মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বের এক সময়ে



কামতেশ্বরীর মন্দির—গোসানীমারি

To face, p. 166.



জল্পেশ্বরের শিবমন্দির

To face, p. 171.

মহারাজ মোদনারায়ণ জল্পেশ্বরের মন্দিরনির্মাণকার্য্য সমাধা করিয়া ৪৪ খানা জোত দেবোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং তথায় একটী সদাব্রত স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক একাদশ শত মুদ্রা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।(৪) মহারাজ মোদনারায়ণের আজ্ঞানুসারে দ্বিজ কবিরাজের দ্বারা অনুবাদিত দ্রোণপর্ব্ব পুথির দুই খণ্ড কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে।

জল্পেশ্বর শিব

মহারাজ মোদনারায়ণ কায়স্থ কবিকিশোরকে (নামান্তরে, হরিকিশোরকে) দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রূপচন্দ্র মজুমদার নামক একজন নবাগত ব্রাহ্মণ রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য্যদক্ষতায় 'মুস্তোফীর' পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি পরে রাজস্ববিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।(৫) ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী চাকলে কাকিনার চাকলাদার (১৬৬ রাজশক), গৌরীনন্দন বড়কায়স্থ কার্য্যী, বিশ্বনাথ শর্ম্মা পাত্র এবং কাশীনাথ খাসনীস ছিলেন। ইঁহারা ব্যতীত কার্য্যী, দপ্তরিয়া, সংকায়স্থ, নাজীর, সুবা, সেনাপতি, রায়কত এবং মেধী পদাধিকারী কর্ম্মচারী ছিলেন।

রাজকর্ম্মচারী

মহারাজ মোদনারায়ণের রাজত্বকালও আভ্যন্তরীণ অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজ্যের লোকসংখ্যা দশ লক্ষ নিরূপিত হইয়াছিল।(৬) মহারাজ মোদনারায়ণ

ছত্রনাজীর যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। রাজোপাখ্যানে যে লিখিত আছে, "সন্ন্যাসি বেশে আত্মগোপন করিয়া থাকা হেতু মহীনারায়ণ 'গোসাঁই মহীনারায়ণ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন," তাহা প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কোচবিহারে রাজপুত্রেরা পূর্ব্বে যে 'গোসাঁই' (গোহাঁই) আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন, আকবরনামা এবং বাহরিস্তানে গাইবী প্রভৃতি পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তিকালে রাজবংশধরগণ 'দেউ' অথবা 'দেও' (দেব) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন; যথা—নাজীর দেউ, দেওয়ান দেউ, দীনা দেউ, ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের নামের শেষভাগে 'সাহেব' উপাধি সংযুক্ত হইতেছে।

(৪) জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত, ২৩, ২৫ পৃষ্ঠা।

এই পুস্তকে 'জল্পেশ্বর মন্দিরের দ্বারলিপি' বলিয়া যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরের দ্বারলিপি, জল্পেশ্বর মন্দিরের নহে। এই মন্দিরের গাত্রে কোনও ক্ষোদিত লিপি সংযুক্ত থাকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরে একটী তাম্রনির্ম্মিত ডঙ্কা আছে, তাহার পশ্চাদ্ভাগে 'মহীনারায়ণ-মেহাবান্' ক্ষোদিত রহিয়াছে।

(৫) রূপচন্দ্রের 'মুস্তোফী' উপাধিধারী বংশধরেরা এক্ষণে কোচবিহারের দক্ষিণে দীনহাটার অন্তঃপাতী 'গোবরাছড়া' গ্রামে বাস করিতেছেন।

(৬) দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী, ৭৭ পত্র।

এই বংশাবলীতে সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ লিখিত আছে।

পীয়াল (জরিপ) দ্বারা প্রজাগণের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ অবধারিত করিয়াছিলেন। (১৬৫ রাজশক)।(৭)

দিল্লীশ্বরের সেনাপতি রাজা রামসিংহ আসাম আক্রমণকালে (১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে) কোচবিহার-রাজের নিকট যে সৈন্যবলের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। উহা প্রাপ্ত হইবার কারণ কি ছিল, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। মহারাজ প্রাণনারায়ণ বাদশাহের অধীন করদ রাজা ছিলেন এবং তিনি অন্যান্য সামন্ত রাজার ন্যায় বাদশাহের পক্ষে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু, রাজা রামসিংহের আসাম অভিযানকালে কোচবিহারের রাজা অথবা রাজকুমারগণের কাহারও যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের উল্লেখ নাই। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে ভবানীদাস, ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে এবাদত খাঁ এবং ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে জবরদস্ত খাঁ প্রভৃতি মোগল সেনাপতিগণ কোচবিহাররাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন; কোচবিহাররাজ্য বাদশাহের অধীন থাকিলে সেই সমস্ত আক্রমণ হইত না। কোচবিহাররাজ্য যে নবাব মুর্শীদকুলী খাঁর (১৭০৪ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিত না, নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন সুবাদারের শাসনবিবরণীতে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।(৮) সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হয় যে, রাজা রামসিংহের আগমন কালেও কোচবিহাররাজ্য বাদশাহের অধীন ছিল না, কোচবিহাররাজ কুটুম্বিতার কারণে রাজা রামসিংহকে সৈন্য সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন।

---

(৭) মহারাজ মোদনারায়ণের প্রদত্ত ভূমির একখণ্ড মূল দান পত্র কোচবিহার মালকাছারীর মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে; উহা কাপড়ের উপরে (১৬৬ রাজশকের ৫ই মাঘ) লিখিত হইয়াছিল। উহার হস্তলিপি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হওয়াং অপাঠ্য হইয়া যাইতেছে। উহা চাকলে কাকিনার তাৎকালিক চাকলাদার ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নামে লিখিত, শীর্ষদেশের ছাপমোহরে অক্ষরের কোনও চিহ্ন নাই। তাহার নিম্নে লিখিত আছে:—

'স্বস্তি প্রতদি……প্রতীয়মানপ্রতাপতপস্তপিপ্রভাতপ্রভাকরকমলেশ্বরমহারাজশ্রীশ্রীমোদনারায়ণদেবানাম্।'

উল্লিখিত দানপত্রের দ্বারা চাকলে কাকিনার বিলাত শিতালদহের অন্তর্গত নিম্নলিখিত তালুকে ব্রহ্মোত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল;—

বাক্রিনগর, ভোগছড়া, সতিরপাড়, খড়িভাণ্ডার, অর্জ্জুনখাতা, বুকস্থলারপাড়, চামরারপাড়, ভেলাগুড়ি, আকুলখাতা এবং গোড়জান। দানপত্রে লিখিত অন্যান্য বিবরণের মধ্যে এই দানপত্র 'সিংহচাপ আজ্ঞা' বলিয়া কথিত হইয়াছে; সুতরাং ইহার শীর্ষদেশের ছাপমোহর সুপ্রসিদ্ধ 'সিংহচাপ মোহর' বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত।

কাপড়ের উপরে পুথি লিখিবার প্রথা পুরাতন, আহোম জাতির মধ্যেও উহা প্রচলিত ছিল। *An Account of Assam*, p ii.

(৮) মিঃ গ্লাডউইন কৃত ইংরেজী অনুবাদ (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ);—

"Before the time of Moorshed Kuley Khan, the Rajahs of Tipperah, Coatch Bahar, and Assam preserved an entire independence. They refused all obedience to the Court of Delhy, used the imperial chetr, and coined money in their own names." A *Narative of Bengal*, pp 27-28.

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মোদনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মহারাজ মোদনারায়ণ সুনীতিপরায়ণ এবং শুদ্ধশান্ত সজ্জন ছিলেন।(৯) তিনি একবার গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন, পথে মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু কোনও ক্ষতি করিতে পারে নাই। মহারাজ মোদনারায়ণের কোনও পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহার কনীয়ান্ ভ্রাতা বসুদেবনারায়ণ রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।(১০)

রাজার চরিত্র

মহারাজ বসুদেবনারায়ণ

রাজশক ১৭১-১৭৩, শকাব্দ ১৬০২-১৬০৪, বঙ্গাব্দ ১০৮৭-১০৮৯, খৃষ্টাব্দ ১৬৮০-১৬৮২

মহারাজ মোদনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে নাজীর যজ্ঞনারায়ণ ভূটানের রাজার সাহায্যে সিংহাসন অধিকারের প্রযত্ন করিয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ যজ্ঞনারায়ণের দুর্ব্যবহারে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং রায়কত জগদ্দেব এবং ভুজদেব প্রার্থিত সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইয়া কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে যজ্ঞনারায়ণ ভুটীয়াদিগের সাহায্যে রাজধানী লুণ্ঠন, অধিবাসিগণের কয়েকজনকে বধ এবং কয়েকজনকে বন্দী

যজ্ঞনারায়ণের উপদ্রব

---

(৯) সমসাময়িক দ্বিজ কবিরাজ দ্রোণপর্ব্বে লিখিয়াছেন :—

'জয় মোদনারায়ণ নৃপতি প্রখ্যাত।
কলিধর্ম্ম মাত্রে কিঞ্চিতোকো নাহি জাত॥
পরদারা পরনিন্দা পরসম্পত্তিক।
অবস্থাতো মানে (তেঁহ) বিষ্টাতো অধিক॥' ১২৯ পত্র।

'মিথ্যা বাক্য কাক কয় সপনত না জানয়
সত্যবাদী শিশুকাল হনে।' ১৩১ পত্র।

(১০) 'ন ল বী প্র ম কারান্তাবিশ্বোর্ব্বংশো বিনঙ্ক্ষতি।
অতঃপরং মহেশানি কুপুত্রঃ পালয়েন্মহীং॥' কামাখ্যাতন্ত্রম্।

অর্থাৎ—বিশ্বসিংহবংশীয় ন, ল, বী, প্র এবং ম আদ্যাক্ষরযুক্ত নামের রাজার (ন=নরনারায়ণ, ল=লক্ষ্মী-নারায়ণ, বী=বীরনারায়ণ, প্র=প্রাণনারায়ণ, ম=মোদনারায়ণ) পরে পুত্রক্রমে রাজা হইবার পদ্ধতি বিনষ্ট হইবে; অতঃপর, কুপুত্র, অর্থাৎ পুত্র নহেন এরূপ ব্যক্তি, রাজা হইবেন।

রাজোপাখ্যানে উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে—'রাজার বেটা রাজা না হইয়া রাজার ভ্রাতা ও ভ্রাতার পুত্র ক্রমে রাজা হইবেক। তখন রাজাদিগের বিবাহিতা রাণীর গর্ভজাত পুত্র দীর্ঘায়ু হইবেক না। বিশেষ রাজাদিগের শুদ্রবৎ ব্যবহার হইবেক। শুদ্রের দুই ভার্য্যা ঊঢ়া ও অনূঢ়া; ঊঢ়া বিবাহিতা পত্নী, অনূঢ়া অবিবাহিতা থাকে; পত্নীভাবে রাখা তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহাকেই কুপুত্র বলি।' লেখক, ২য় অধ্যায়।

অধিকারছিলেন। মহারাজ প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র বসুদেবনারায়ণ (পূর্ববর্তী রাজার ভ্রাতা), পৌত্র মাননারায়ণ (বিষ্ণুনারায়ণের পুত্র) এবং মাননারায়ণের পুত্র মহীন্দ্রনারায়ণ প্রাণভয়ে দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করেন। রায়কতগণের সসৈন্যে আগমনসংবাদে ভুটীয়াসৈন্য পলায়নোন্মুখ হয়, পরন্তু পলায়নের পূর্ব্বে তাহারা মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজছত্র, দণ্ড, সিংহাসন, তরবারি এবং ভগবতীদত্ত খড়্গ ও কবচ প্রভৃতি পবিত্র ও ঐতিহাসিক রাজচিহ্নসমূহ হস্তগত করিয়া সে গুলিকে পর্ব্বতগহ্বরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দলবল সহকারে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করে। রায়কতদ্বয় নূতন ছত্র, দণ্ড এবং সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাজভ্রাতা বসুদেবনারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করেন। নূতন রাজার নামে মুদ্রা এবং নূতন 'সিংহচাপ' মোহর প্রস্তুত হয়। অব্যবস্থিতচিত্ত নৃপতির আদেশে পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টিসংকারের কৌলিক পদ্ধতি এই সময়ে রক্ষিত হইতে পারে নাই।

রাজহত্যা

রায়কত ভ্রাতৃদ্বয় রাজধানী হইতে প্রস্থান করিলে যজ্ঞনারায়ণ পুনরায় অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ করেন এবং ভুটিয়াগণও পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হয়। ইঁহাদের সৃষ্ট অশান্তি এবং উপদ্রবের ফলে রাজা ক্রমশঃই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন। একদা এক খণ্ডযুদ্ধে রাজা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছেন, এরূপ অবস্থায় যজ্ঞনারায়ণের আদেশে তিনি ধৃত এবং নিহত হইলেন; মহারাণী এবং কুমার মহীন্দ্রনারায়ণ ছত্রদণ্ডাদি রাজচিহ্ন সহকারে পলায়ন পূর্ব্বক কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করেন। এই ঘটনার ফলে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ এবং কর্ম্মচারিগণ নানাদিকে বিক্ষিপ্ত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলে যজ্ঞনারায়ণ সেই সুযোগে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া আপনাকে 'রাজা' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এইরূপ রাজবিপ্লবের দুরবস্থায় অষ্টাহ কাল অতিবাহিত হইয়া যায়।

রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব যথাসময়ে উল্লিখিত রাজহত্যার দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এক অহোরাত্রের মধ্যেই সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া মানসাই নদীর কূলে উপস্থিত হইলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাজসৈন্য এবং মন্ত্রিবর্গ তথায় তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। নদীর এপারে শত্রুপক্ষও প্রস্তুত ছিলেন; নদী উত্তীর্ণ হইবা মাত্র যজ্ঞনারায়ণের সহিত রায়কতদ্বয়ের ভীষণ যুদ্ধারম্ভ হয়, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষে সহস্র সহস্র সেনা হতাহত হয় এবং অবশেষে যজ্ঞনারায়ণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। মহারাজ বসুদেবনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন এবং সেই বিপ্লবকালে মহারাজ প্রাণনারায়ণের প্রপৌত্র (বিষ্ণুনারায়ণের পৌত্র) কুমার মহীন্দ্রনারায়ণ জীবিত ছিলেন। রায়কতদ্বয় তাঁহাকেই নৃপতি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সিংহাসনে স্থাপন এবং তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করেন। নূতন রাজার নামে যথারীতি মুদ্রা এবং ছাপমোহর প্রস্তুত করা হয়; অতঃপর রায়কতদ্বয় রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে কিছু সৈন্য স্থাপন করিয়া স্বকীয় আবাসে প্রত্যাগমন করেন।

মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ

রাজশক ১৭৩-১৮৪, শকাব্দ ১৬০৪-১৬১৬, বঙ্গাব্দ ১০৮৯-১১০০, খৃষ্টাব্দ ১৬৮২-১৬৯৩।

কুমার মহীন্দ্রনারায়ণ তরুণ বয়সে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যলাভকালে একদিকে দেশের কোথায়ও শান্তি ও শাসনশৃঙ্খলা ছিল না এবং অন্যদিকে কুমার যজ্ঞনারায়ণ অনবরত রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন; এমন কি, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজাকে আক্রমণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।

সুবাদারের আক্রমণ

আনুমানিক ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নায়েব সুবাদার (সহকারী শাসনকর্ত্তা) ভবানী দাস কোচবিহাররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজ্যের নিদারুণ অরাজক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছিলেন; তাঁহাদের প্রভাব হ্রাস অথবা স্বেচ্ছাচার সংযত করিবার শক্তি অথবা অবসর কাহারও ছিল না। রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের চাকলাগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ রাজার অধীনতা অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৎসামান্য কিছু করদানের অঙ্গীকারে মোগল সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক ঘোড়াঘাটের ফৌজদারের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।(১১)

কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা

ভুটানের দেবরাজ পূর্ব্ব হইতে কোচবিহার রাজদরবারে সময়ে সময়ে উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিতেন, কিন্তু অধীনতা স্বীকার করিতেন না কেবল স্বেচ্ছামত সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেন।

নাজীর যজ্ঞনারায়ণ

এইরূপভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর মন্ত্রিবর্গ পরামর্শপূর্ব্বক কুমার যজ্ঞনারায়ণকে পুনরায় ছত্রনাজীরের পদ প্রদান পূর্ব্বক আভ্যন্তরীণ গোলোযোগের শান্তিবিধানের প্রয়াসী হন এবং যজ্ঞনারায়ণ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহাকে যথারীতি ছত্রনাজীরের পদাভিষিক্ত করা হয়।(১২) রায়কতভ্রাতৃদ্বয় এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদের সেই অসন্তোষ ক্রমশঃ বিরোধে পরিণত এবং অবশেষে প্রকাণ্ড যুদ্ধের আকারে সুব্যক্ত হইয়া পড়িল।

---

(১১) সেই সময়ে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত এবং পাঙ্গার কুমার কর্ত্তৃক মোগলের বশ্যতাস্বীকারের বৃত্তান্ত রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে। (নবখণ্ড, ১০ম অধ্যায়)।

(১২) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ১৮২ রাজশকে যজ্ঞনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছিল (নবখণ্ড, ১০ম অধ্যায়), কিন্তু এই উক্তি প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; যেহেতু, ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণ কুমার এবং বক্সাব: খাসনবিস কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১৮৫ রাজশকের ভূমিদানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত অশান্তির অবস্থার মধ্যেই মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের লোকান্তর হয়; মতান্তরে, রায়কতগণই তাঁহাকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা পাইয়া ছিলেন।(১৩)

রাজপ্রকৃতি

মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণ তরুণবয়স্ক হইলেও অতি বলিষ্ঠকায় এবং ধর্ম্মাচরণে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি আমিষ আহার গ্রহণে বিরত এবং সর্ব্বদাই হবিষ্যান্ন ভোজনে নিরত ছিলেন। হরিনামজপ এবং হরিগুণগান ব্যতীত রাজকার্য্যে তাঁহার তদ্রূপ অনুরাগ ছিল না।(১৪) রাজা সময়ে সময়ে 'ধরধরিয়ার পাড়ে' গিয়া বাস করিতেন। রতিকান্ত মিশ্র রাজগুরু (১৭৭ রাজশক) এবং রূপচন্দ্র মুস্তোফীর পুত্র বিশ্বনাথ মুস্তোফী প্রভৃতি কয়েক জন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। নিম্নলিখিত রাজপদগুলিও

রাজকর্ম্মচারী

ছিল, যথাঃ—ছত্রনাজীর, রায়কত, খাসনিশ, খাসনবিস, মেধী, দপ্তরিয়া, মজুমদার, ডাকুয়া, ভাণ্ডারঠাকুর, গর-মহলী, গরমহলী দেওয়ান, ভিতরকটক দেওয়ান এবং হিসাবিয়া, ইত্যাদি। এই রাজার আদেশে দ্বিজ রাম কবিরাজ অথবা রাম সরস্বতীর অনূদিত ভীষ্মপর্ব্বের তিনখণ্ড হস্তলিপি কোচবিহা'র রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে।

রায়কত এবং যজ্ঞনারায়ণ

মহীন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের পরে মহারাজ বীরনারায়ণের আর কোনও বংশধর বিদ্যমান ছিলেন না। ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণ মহারাজ বীরনারায়ণের ভ্রাতা কুমার মহীনারায়ণের পুত্র ছিলেন; সিংহাসনের অধিকার লইয়া তাঁহার সহিত রায়কতদ্বয়ের পূর্ব্ব বিবাদবহ্নি এই সময়ে আবার প্রধূমিত হইয়া উঠিল। 'মৃত রাজার নেদিষ্ঠ দায়াদগণের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং রাজসিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য' এই হেতুবাদে যজ্ঞনারায়ণ পুনরায় আপনাকে 'রাজা'

---

(১৩) *Mercer and Chauvet's Report. Vol. II, p 170.*

রাজার পক্ষে ভুজদেব কুমার, ছত্রনাজীর মহীজিন্নারায়ণ কুমার (?) এবং ভবানীনাথ খাসনিস কর্তৃক প্রদত্ত ১৮৮ রাজশকের ভূমিদানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কমিশনার মার্শী এবং গোডের রিপোর্টে ভুজদেব-কর্তৃক কোচবিহারে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। *p 84.*

(১৪) রাজোপাখ্যানে মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের পঞ্চমবর্ষ বয়সে রাজা হইবার বৃত্তান্ত লিখিত আছে (নবখণ্ড, ১০ম অধ্যায়); পরন্তু, সমসাময়িক দ্বিজ রাম কবিরাজ ভীষ্মপর্ব্বে লিখিয়াছেন :—

'সুঠাম কঠিন পীন ভুজযুগ যার।
বিংশতি বৎসরে আছে বহে রাজভার॥' ৩৮ (১) পত্র।

রিপুঞ্জয় স্বরচিত বংশাবলীতে লিখিয়াছেন :—

'এ নৃপতির নাম অন্ত বংশাবলীতে বলে নাই রাম সরস্বতী নাম ব্রাহ্মণকৃত ভীষ্মপর্ব্বের পদে পাওয়া গেল।'

জয়ানন্দকৃত (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ) বনপর্ব্বে লিখিত আছে :—

'পরে মহীমহেন্দ্র মহীন্দ্রনারায়ণ।
বৈষ্ণব মহন্ত সন্ত দুরন্ত দমন॥

বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাঙ্গালার মোগলবিরোধী পাঠান দলপতিগণের সাহায্যে তিনি কতকটা বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন; রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব ছত্রনাজীর মহীনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্রগণের হস্ত হইতে রাজসিংহাসন বারংবার উদ্ধার করিয়াছিলেন। একে যজ্ঞনারায়ণকে তাঁহারা রাজদ্রোহী মনে করিতেন, অধিকন্তু সৈন্যবলেও তাঁহারা বলীয়ান ছিলেন। উভয় পক্ষের বিবাদ ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া গুরুতর আকার ধারণ করিতেছিল এরূপ অবস্থায়, আনুমানিক ১৭০০ হইতে ১৭০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, রায়কতদ্বয় যুদ্ধে নিহত হইলেন। ইহার পরে পাটগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে যজ্ঞনারায়ণেরও মৃত্যু হইল (১৫) এবং কুমার রূপনারায়ণ রাজসিংহাসন লাভ করিলেন।

ছত্রনাজীর মহীনারায়ণের চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জগৎনারায়ণের দুই পুত্র কুমার রূপনারায়ণ ও বিশ্বনারায়ণ এবং দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ণের তিন পুত্র কুমার সত্যনারায়ণ শান্তনারায়ণ এবং কন্দর্পনারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন। কুমার রূপনারায়ণ সত্যনারায়ণ এবং শান্তনারায়ণ তাঁহাদের পিতৃব্য যজ্ঞনারায়ণের প্রধান সহায় এবং সহকর্ম্মী ছিলেন; ফলতঃ তাঁহাদের উদ্যম, পরিশ্রম এবং বীরত্বের প্রভাবেই কোচবিহাররাজা শিব্যসিংহবংশের কবল হইতে মুক্ত

নিরামিষী হবিষ্যাশী হরিগুণনাম।
জপপূজাপরায়ণ নাহি অন্য কাম।' ৪ পত্র।

(১৫) ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের চাকলাজাত মোকদ্দমার কয়সলার নকলে লিখিত আছে যে,—

ফৌজদার আলিকুলি খাঁর সময়ে (বঙ্গাব্দ ১১০৭-১১১৮, খৃষ্টাব্দ ১৭০০-১৭১১) 'রাজা' যজ্ঞনারায়ণের সহিত যুদ্ধে রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব নিহত হন এবং যজ্ঞনারায়ণের মৃত্যু হইলে রূপনারায়ণ রাজা হন, ইত্যাদি।

মতান্তরে নাজীরের সহিত যুদ্ধে রায়কত ভুজদেব নিহত হইয়াছিলেন।

Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 96.

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের রাজ্যারম্ভকালে রায়কত জগদেবের মৃত্যু এবং ভুজদেবের পীড়া হইয়াছিল এবং ঐ রাজার রাজত্ব সময়ে যজ্ঞনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছিল এবং শান্তনারায়ণ ছত্রনাজীরের, রূপনারায়ণ ও বিশ্বনারায়ণ সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে সকলের মতে রূপনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, ইত্যাদি (নবমখণ্ড, ১০ম এবং ১১শ অধ্যায়) কমিশনার মার্শাও গোজের রিপোর্টের সহিত উল্লিখিত বিবরণের বিরোধ রহিয়াছে (*Vol. II, pp 19-20, 169-171*)। মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের সময়ে রায়কতদ্বয় এবং যজ্ঞনারায়ণের জীবিত থাকা ও রায়কতদ্বয়ের হস্ত হইতে শান্তনারায়ণ কর্ত্তৃক রাজ্য উদ্ধার হওয়া প্রভৃতি বিবরণ উক্ত রিপোর্টে লিখিত আছে (*Vol. II, pp 49, 51, 170, 171*)। মহারাজ রূপনারায়ণের প্রসঙ্গে দ্বিজ পরমানন্দ বনপর্ব্বের ভণিতায় লিখিয়াছেন (১৭১৭ খৃষ্টাব্দ);—

'সঙ্গে রঙ্গে দুই জন সত্য, শান্ত নারায়ণ
বিষম সময়ে করে গতি।
বিপক্ষ পক্ষক মারি আত্মরাজ্য নৈল কাড়ি
যেন পূর্ব্বে পাণ্ডব সন্ততি।' ৪ পত্র।

হইয়া পুনরায় বিশ্বসিংহবংশের হস্তগত হইয়াছিল। উল্লিখিত রাজ্যোদ্ধারব্যাপারে শান্তনারায়ণের অমানুষিক স্বার্থত্যাগের বৃত্তান্ত কোচবিহারের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা কর্ত্তব্য।(১৬) কথিত আছে যে, শান্তনারায়ণ উক্ত প্রয়োজনে স্বয়ং পূর্ণিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় অবস্থানকালে স্বহস্তে একটি ব্যাঘ্রকে বধ করিয়া তথাকার ফৌজদারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শান্তনারায়ণ কোচবিহারের রাজবংশধর বলিয়া পরিচিত হইলে ফৌজদার তাঁহাকে তথায় বাস করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু, শান্তনারায়ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ফৌজদারকে নিবেদন করিলে তিনি শান্তনারায়ণকে সৈন্যসাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। শান্তনারায়ণ স্বকীয় সৈন্যসহ ফৌজদারের সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া রায়কতদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে রায়কত ভুজদেব নিহত এবং শান্তনারায়ণ জয়লাভ করেন।(১৭)

শান্তনারায়ণের নিঃস্বার্থপরতা

মহারাজ রূপনারায়ণ

রাজশক ১৯৫-২০৫, শকাব্দ ১৬২৬-১৬৩৬, বঙ্গাব্দ ১১১১-১১২১, খৃষ্টাব্দ ১৭০৪-১৭১৪।

কুমার রূপনারায়ণ, আনুমানিক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে নূতন রাজা কুমার শান্তনারায়ণকে 'ছত্রনাজীর,' কুমার সত্যনারায়ণকে 'দেওয়ান' এবং কুমার কন্দর্পনারায়ণকে 'সুবা'র কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।(১৮) মহারাজ রূপনারায়ণের নামে যথারীতি মুদ্রা এবং ছাপমোহর প্রস্তুত হইলে ছত্রনাজীর নূতন মুদ্রায় রাজাকে নজর প্রদান এবং তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করেন। এই সময়ে নাজীর এবং দেওয়ান আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য রাজ্যের অন্তর্গত ভূমিভাগের ৷৵১৭॥ এবং ৴০ আনা অংশ যথাক্রমে ভোগ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। আভ্যন্তরীণ অশান্তির নিরসন হইবার পরে নাজীর

রাজ্যের অংশনিরূপণ

---

(১৬) 'Shanto Narayan employed the power and influence he had acquired by the expulsion of the Roycuts in favour of the lineal successor, instead of assuming the Raj himself or bestowing it on one of his brothers'. *Mercer and Chauvet's report, Vol. II, p 181.*

এই মন্তব্য লিখিত হইবার ৩০।৪০ বৎসর পরে মুন্সী জয়নাথ ঘোষ 'রাজোপাখ্যানে' লিখিয়াছেন, 'শান্তনারায়ণ ইচ্ছুক হইলেন রাজা হইতে সৈন্য সকল তাহাতে অসম্মতি হইল। বিশেষ তিনি নাজীর মকানে মকলবদার ছিলেন।' নবম খণ্ড, ১১শ অধ্যায়।

(১৭) *Mercer and Chauvet's report Vol. II, p 96.* মিঃ গ্লেজিয়ার এবং মেজর জেঙ্কিন্সের মতে মহারাজ রূপনারায়ণ মুসলমানসাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।
মিঃ বেকেটের রিপোর্টেও তাহাই লিখিত আছে।

(১৮) কুমার কন্দর্পনারায়ণের বংশধরেরা এক্ষণে 'খাগড়ীর টিলাখানা' গ্রামে বাস করিতেছেন।

'বলরামপুরে' এবং দেওয়ান 'বায়ামখানা'র বাস করিতে আরম্ভ করেন। 'বলরাম'ঠাকুরের নামানুসারে 'বলরামপুর' স্থানের নামকরণ হইয়াছিল।

মহারাজ রূপনারায়ণ রাজা হইয়া পূর্ব্বমন্ত্রিগণকে যথোচিত সম্মানসহকারে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন। এই সময় হইতে 'খাসনবীস' প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। মালীর এবং দেওয়ান রাজ্যশাসনের কার্য্যে সাক্ষাদ্ভাবে লিপ্ত থাকিতেন না, তাঁহাদের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহারা আপন আপন বাসস্থানে স্থায়িভাবে বাস করিতেন, রাজধানীতে তাঁহাদের কেবলমাত্র অস্থায়ী বাসস্থান ছিল।

প্রধান মন্ত্রী

রাজ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ রূপনারায়ণ রঙ্গপুরের ফৌজদারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে রায়কত, কুমার যজ্ঞনারায়ণ এবং ফৌজদার কোচবিহাররাজ্য অধিকারের জন্য যে পরস্পরে পরস্পরের প্রতিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, রায়কতদ্বয়ের মৃত্যুর পরে ফৌজদার এবং রাজার মধ্যে সেই বিবাদ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। কোচবিহাররাজ্যের অভ্যন্তরে যে সকল স্থানে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই স্থানগুলি উদ্ধারের নিমিত্তই রাজা ঘোড়াঘাট এবং রঙ্গপুরের ফৌজদারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদিও বিরাট মোগল রাজশক্তির সহিত নিরত প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা তাঁহার রাজ্যাংশের উদ্ধার করার সম্ভাবনা স্বভাবতঃই অল্প ছিল, তথাপি, তাঁহার চাকলাসমূহের কর্ম্মচারিগণ যদি স্বামিনিষ্ঠ এবং অনুগত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের ফল হয়তো ভিন্নরূপ হইতে পারিত। বিশেষতঃ সেই সময়ে মোগল বাদশাহগণের পূর্ব্বাচরিত পররাজ্যসংক্রান্ত উদারতরনীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল,—অর্থাৎ কিছু কিছু নজর অথবা উপঢৌকনপ্রাপ্তি এবং নামমাত্র বশ্যতা স্বীকারে তাঁহারা এখন আর পরিতুষ্ট থাকিতেন না ; তাঁহাদের প্রাদেশিক সুবাদারগণ সুতরাং নববিজিত 'চাকলা' অথবা 'সরকারের' সংখ্যা যথাসাধ্য বৃদ্ধি করিয়া রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার জন্যই সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিতেন।

রাজা এবং ফৌজদার

যাহাই হউক, এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম রাজার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় নাই। নবীন উৎসাহের সহিত নূতন নূতন ফৌজদার রঙ্গপুরে আগমন করিতেছিলেন ; কিন্তু, তাঁহাদের কেহই আক্রান্ত প্রদেশে পূর্ণ অধিকার অথবা শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। রায়কতদ্বয়ের পূর্ব্ব প্রতিকূলাচরণ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফলপ্রদ হইয়াছিল। বাঙ্গালার যে সমস্ত বিদ্রোহী পাঠান সর্দার রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, বাদশাহী সৈন্যের সহিত নিরন্তর যুদ্ধে ক্রমশঃ তাঁহারা নির্ম্মূল হইতেছিলেন। অবশেষে সন্ধি স্থাপিত হইল ; তাহার ফলে দোয়া, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ এই তিন চাকলা নবাব পরিত্যাগ করিলেন এবং কার্য্যীরহাট, কাকিনা ও ফতেপুর এই তিনটি চাকলা বাদশাহী সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। এই সন্ধি কিন্তু মোগলকর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই এবং তন্নিবন্ধন ফৌজদার পদচ্যুত হইলেন এবং নূতন ফৌজদার আসিয়া রাজার সহিত পুনরায়

সন্ধিস্থাপন

যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। রাজা এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ চাকলা পুনরায় ফৌজদারের করায়ত্ত হইল। ইহার পরে সন্ধিপত্রের ভাষা কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল (১৭১[illegible] খৃষ্টাব্দ)। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রূপনারায়ণ দেহত্যাগ করেন।(১৯)

উল্লিখিত সন্ধিস্থাপনকালে ফতেপুর, কাকিনা এবং কার্য্যীরহাট চাকলার কর্ম্মচারীদের অনুকরণে নাজীর শান্তনারায়ণকে বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ চাকলা প্রদান করার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, বাদশাহ এবং রাজাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশভক্ত এবং ভ্রাতৃভক্ত শান্তনারায়ণ তাহাতে সম্মত হন নাই; তিনি স্বদেশের কোনও অংশের স্বাধীনতার বিনিময়ে বাদশাহের অধীন হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। অতঃপর রাজার পক্ষে নাজীরের নামে বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ চাকলার ইজারা গৃহীত হইয়াছিল। স্বাধীন রাজার পক্ষে বাদশাহের সেরেস্তায় আপন নামে ইজারা গ্রহণ অবমানজনক মনে হওয়ায় নাজীর শান্তনারায়ণের নামে উক্ত ইজারা গৃহীত হইয়াছিল।

শান্তনারায়ণের স্বাধীনতাপ্রিয়তা

আহোমরাজ গদাধরসিংহ স্বরাজ্যের আয়তন স্থির করিবার উদ্দেশ্যে পরিমাপ (জরিপ) কার্য্যে পারদর্শী কয়েকজন আমীনকে কোচবিহার হইতে আসামে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা রুদ্রসিংহ ঘনশ্যাম নামক জনৈক কোচবিহারবাসী স্থপতিকে আহ্বান করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে আসামের অন্তর্গত রঙ্গপুর, শিবসাগর এবং চড়াইদেও নামক নগরে অনেকগুলি সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।(২০)

ঘনশ্যাম শিল্পী

---

(১৯) চাকলা সংক্রান্ত মোকদ্দমার (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ) ফয়সলার নকলে লিখিত আছে যে, সেখ ইয়ার মোহাম্মদ অনেক সৈন্য সহ আসিয়া রাজাকে 'বরাবরী মিএদ' দিলেন। তাহার পরে রাজপুত্রের সহিত ফৌজদারের যুদ্ধ হইবার বৃত্তান্ত উক্ত নকলে লিখিত আছে। 'বরাবরী' আরবীশব্দ, উহার অর্থ 'তুল্য', 'সঙ্গী হওয়া'; 'মিএদ' (মিয়াদ) ও আরবী শব্দ, উহার অর্থ 'উভয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া', অঙ্গীকারের স্থান', 'অঙ্গীকৃত সময়', 'সময় নির্দ্ধারণ', ইত্যাদি। রাজার সহিত ইয়ার মোহাম্মদের সন্ধি স্থায়িভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হয়।

উল্লিখিত ফয়সলার নকলে আরও লিখিত আছে:—

'বাদশাহের তরফ নায়েব আমলাহায় দরখাস্ত করে যে বন্দবস্ত সেওয়ায় নাজির সেউর স্থানে লাওয়া যায় রাজা দোসরা সরহদ্দের উপর তাহা মঞ্জুরা লইবেক আর তাহার পাতসাই ফৌজ রঙ্গপুরের সুবা হইতে জেয়াদা হইবেক ইহাতে কবুল করিয়াছিল।' উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ স্পষ্টভাবে হৃদবোধ হয় না।

মহারাজ রূপনারায়ণের সম্পর্কে দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলীতে বিবৃত আছে:—

'মোগলকৃত ভূপবাহাদুরের সৈন্য অর্দ্ধেকাংশ হইল।' ৭৯ পত্র।

উক্ত বংশাবলীতে মোগলসৈন্যকর্তৃক রাজার রাজ্যলুণ্ঠনের এবং মহারাজ রূপনারায়ণের পলায়নের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। ৭৮ পত্র।

(২০) *History of Assam, p 171.*

আসামে অবস্থানকালে ঘনশ্যাম রাজ্যের বহু আভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই অভিযোগে তাঁহাকে বধ করা হইয়াছিল।

যুবরাজনিয়োগ

কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ, খড়্গনারায়ণ, বিষ্ণুনারায়ণ এবং নরেন্দ্রনারায়ণ নামে মহারাজ রূপনারায়ণের চারি পুত্র ছিলেন; কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুনারায়ণ এবং নরেন্দ্রনারায়ণের শৈশবেই মৃত্যু হইয়াছিল। মহারাজ রূপনারায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার উপেন্দ্রনারায়ণকে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বসময়ে রাজ্যের ভূমি জরিপ করিয়া প্রজাদের দখল নিরূপণ করার ব্যবস্থা ছিল(২১) এবং তৎসংক্রান্ত 'চিঠা' দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইত।

রাজকর্ম্মচারিগণ

মহারাজ রূপনারায়ণের পূর্ব্বে এবং তাঁহার রাজত্বকালে বলরাম খাসনবীস (১৮৫ রাজশক, ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ), মহাদেব রায় খাসনবীস (১৯৪-১৯৬ রাজশক), হরদেব রায় (২০১-২০৪ রাজশক), এবং চক্রপাণি আমদারিয়া (২০২ রাজশক) প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্বনাথ মুস্তোফীর পুত্র কালিকাপ্রসাদ মুস্তোফী পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ রূপনারায়ণ স্বকীয় ভ্রাতা বিশ্বনারায়ণ কুমারকে "কলকর" মহালের অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়াছিলেন। 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' ভট্টাচার্য্য রাজগুরু ছিলেন এবং সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে তাঁহাকে ভূমিদান করা হইয়াছিল (১৯৬ রাজশক)।

রাজধানী পরিবর্ত্তন

মহারাজ রূপনারায়ণ জনৈক সন্ন্যাসীর উপদেশে "আঠারকোটা" (মতান্তরে, বারামখানা) হইতে তোরষা নদীর তীরে গুড়িয়াহাটী গ্রামে (বর্ত্তমান কোচবিহার শহরে) রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাসস্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণও নূতন নগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।(২২) রাজধানী গুড়িয়াহাটীতে সংস্থাপিত হইলেও রাজা সময়ে সময়ে "তোর্ষারপাড়" এবং "বসন্তপুরে" বাস করিতেন। কথিত আছে যে, মহারাজ রূপনারায়ণ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া "পাটদেহড়" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।(২৩)

রূপনারায়ণের বৈশিষ্ট্য

মহারাজ রূপনারায়ণ দয়ালু, প্রজ্ঞাবান্ এবং সুপুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মালোচনায় তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত বলিয়াও তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; অপরন্তু, নিজ বুদ্ধিমত্তা এবং ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদি গুণেও তিনি সকলের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রমসাধ্য কার্য্যে তিনি আগ্রহ পূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিতেন। তাঁহার রাজত্বকাল যুদ্ধক্ষেত্রেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং যাবতীয়

---

(২১) এতৎ সংক্রান্ত ১৮৫ এবং ১৯৪ রাজশকের দলিল মালখানার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে।

(২২) কোচবিহারের 'পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণগণ' এই নগরের অদূরে খাগড়াবাড়ী, টাকাগাছ, গুড়িয়াহাটি, ময়নাগুড়ি এবং কামিনীরঘাট এই পাঁচখানি গ্রামে বাস করিতেছেন।

(২৩) এই রাজাকে মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়; কিন্তু, তাহা যে প্রকৃত নহে, মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্ববিবরণে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে।

যুদ্ধবিগ্রহব্যাপারে ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। শান্তনারায়ণের আচরণে শুক্লধ্বজের শৌর্য্যবীর্য্য, ভ্রাতৃপ্রেম এবং নিঃস্বার্থপরতার স্মৃতি লোকের মনে যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ প্রাণনারায়ণের তিরোভাবের পরে কোচবিহাররাজবংশে যে জ্ঞাতিবিরোধের পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার অমঙ্গলকারিণী শক্তি পূর্ব্বের তুলনায় অনেক অধিকতর বলবতী ছিল। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল সেই বিরোধ বিদ্যমান থাকার ফলে কোচবিহার-রাজ্য বিশেষরূপ বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল; তদুপরি সর্ব্বগ্রাসী মোগলের শত সহস্র প্রচণ্ড এবং তীক্ষ্ণধার অসি তাহার অস্তিত্ববিলোপের জন্য অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছিল। রাজকর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা আবার সেই সর্ব্বনাশের অনলে সর্ব্বদাই ঘৃতসেক করিতেছিল। রাজ্যের এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ দুরবস্থার সময়ে রাজদণ্ড মহারাজ রূপনারায়ণের হস্তগত হইয়াছিল। স্বাধীনতারক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবলপ্রতাপ মোগলশক্তির সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া তৎসাময়িক অবস্থা বিবেচনায় রাজনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু মহারাজ রূপনারায়ণ তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই; পরন্তু, সেই কার্য্যেই তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুরুষকারের দ্বারা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের অবসান হইয়াছিল, কিন্তু বহিঃশত্রুর কবল হইতে রাজ্যরক্ষার কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই;—অপর পক্ষে, তাঁহার রাজ্যের এক উৎকৃষ্ট এবং বিস্তৃত অংশ (কাকিনা, কার্য্যিরহাট এবং ফতেপুর চাকলা) হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সাক্ষাদ্ভাবে নিজের নামের পরিবর্ত্তে নাজীর শান্তনারায়ণের নামে চাকলা তিন টির ইজারা গ্রহণ রাজার স্বতন্ত্রতাপ্রিয়তার একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে। মহারাজ বিশ্বসিংহের সিংহাসনতলে যে রাজতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কার্য্যের ফলে তাহার ভূপরিমাণ ৩২০০ বর্গ মাইলেরও অধিক ছিল।(২৪)

রাজ্যের পরিমাণ

এইরূপ দুঃসময়ে মহারাজ রূপনারায়ণ এবং তাঁহার সহযোগী ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণের যুগপদ্ আবির্ভাব না হইলে রাজ্যের পরিণাম যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। সন্ধিসংস্থাপনের পরে বাঙ্গালার নবাবের সহিত মহারাজ রূপনারায়ণের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি নবাব মুর্শীদকুলি খাঁর দরবারে উকিল (রাজদূত) প্রেরণ করিয়াছিলেন।(২৫)

---

(২৪) বর্ত্তমান কোচবিহাররাজ্য এবং জলপাইগুড়ি জেলার 'পশ্চিমদ্বার' অংশ উল্লিখিত পরিমাণের অন্তর্গত ছিল।

(২৫) 'As soon as the Rajah of Assam received advice of the appointment of Moorshed Kuly Khan to the joint offices of Soobahder and dewan, he sent Budellee Bhookun (Phookan) to him as ambassador, * * * His example was followed by the Rajah of Coatch Bahar, who also sent an ambassador with a nuzzir and peishkush, *A Narrative of Bengal*, p 33.

উক্ত গ্রন্থে কোচবিহারের উকিলের নামোল্লেখ নাই। নবাবের দরবারে রাজার পক্ষে দীন মোহাম্মদ একজন উকিল (ambassador) ছিলেন এবং কোচবিহারে গোলযোগ আরম্ভ হইলে অর্থাভাব নিবন্ধন তিনি মুর্শিদাবাদে

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ

রাজশক ২০৪-২৫৩, শকাব্দ ১৬৩৬-১৬৮৫, বঙ্গাব্দ ১১২১-১১৭০, খৃষ্টাব্দ ১৭১৪-১৭৬৩।

কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন; ছত্রনাজীর ও দেওয়ান উভয়ে তাঁহাকে রাজা করেন এবং ছত্রনাজীর রাজার মস্তকে ছত্রধারণ করেন। নূতন রাজার নামে যথারীতি মুদ্রা এবং ছাপমোহর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তিনি রাজকার্য্য পূর্ব্ববৎ পরিচালনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ রূপনারায়ণের সময়ে ভুটানরাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত গিরিশ্রেণী (উচ্চ পার্ব্বত প্রদেশ) পর্য্যন্ত অবধারিত ছিল; মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ভুটীয়ারা নিম্নভূমির দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। তাহারা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে সর্ব্বদা লুটপাট এবং বিবিধ অত্যাচার উপদ্রব করিত; রাজা এবং নাজীর দেউ ভুটিয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত এবং নিরস্ত করিতে পারেন নাই।

দীননারায়ণের দুরাকাঙ্ক্ষা

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সহিত বাঙ্গালার নবাব মুর্শীদকুলি খাঁর সদ্ভাব ছিল;(২৬) কিন্তু, পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দিনের শাসনকালে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তিনি দেওয়ান দেউ সত্যনারায়ণের পুত্র কুমার দীননারায়ণকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসনের কিছু কিছু ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু দীননারায়ণ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া ভবিষ্যতে তিনিই রাজা হইবেন, রাজার নিকট হইতে এরূপ লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইবার প্রযত্ন করেন।(২৭) কোনও এক সন্ন্যাসী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 'রাজার ঔরসপুত্র উৎপন্ন হইবে';—তজ্জন্য মহারাজ দীননারায়ণের উক্তরূপ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এই উপলক্ষে রাজার সহিত দীননারায়ণের মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে দুরাকাঙ্ক্ষ দীননারায়ণ রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ আহমদের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার সাহায্যে কোচবিহারের রাজসিংহাসন

পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই পুস্তকের লেখক দীন মোহাম্মদের বংশের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ।

উল্লিখিত 'নজর' ও 'পেশকশ' মোগল অধিকারে অবস্থিত রাজার (বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ এই তিন চাকলার) জমিদারীর সম্পর্কে প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 'Rajah Rupnarayan of Cooch Behar held three parganahs as Zemindar under Mughalraj; hence the peishkush (tribute)—Ed'. *A Narrative of Bengal, p 33, foot-note.*

(২৬) মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৩৫৭ পৃষ্ঠা।

(২৭) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, দীননারায়ণের ঐ চেষ্টার মূলে ছত্রনাজীর রূপনারায়ণের যোগ ছিল (নবখণ্ড, ১২শ অধ্যায়)। কিন্তু, ইহা সম্ভবপর নহে, যেহেতু রূপনারায়ণের ছত্রনাজীরীর পদলাভ ইহার অনেক পরের ঘটনা।

বলপূর্ব্বক অধিকারের জন্য সবিশেষ প্রয়াস পান।(২৮) ফলতঃ মোগল ফৌজদার দীননারায়ণের সাহায্যার্থ রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

মোগলসৈন্যের আগমনসংবাদ অবগত হইয়া মহারাজ নাজীরের সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলে, দেওয়ান দেউ সত্যনারায়ণ (দীননারায়ণের জন্মদাতা পিতা) পশ্চাৎপদ এবং খাসনবীস মহাদেব রায় পলায়ন করেন।(২৯) গৌরীনন্দন মুস্তোফী খাসনবীসের পদে নিযুক্ত হন এবং মোগলসৈন্য কোচবিহারে প্রবিষ্ট হইলে তিনি রাজার সমভিব্যাহারে মেখলীগঞ্জের দক্ষিণ "সিংহেশ্বর ঝাড়" (ঝাড় সিংহেশ্বর) নামক স্থানে গমন করেন। সম্মুখ সমরে সেনাপতি শান্তনারায়ণ তাঁহার সৈন্যদল সহ পরাজিত হওয়ার ফলে অবশিষ্ট যোদ্ধবর্গ বিশৃঙ্খলভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে।

দীননারায়ণের সাময়িক রাজ্যলাভ

বৃদ্ধাবস্থানিবন্ধন নাজীর শান্তনারায়ণের শারীরিক শৌর্য্যবীর্য্য এবং মানসিক শক্তি ঐ সময়ে অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজামাটী (গোয়ালপাড়া জেলার) অভিমুখে প্রস্থান করেন। রাজ্য অতঃপর ফৌজদারের হস্তগত হয় এবং তিনি দীননারায়ণকে রাজপদ সমর্পণ করেন (২২৬ রাজশক, ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ)।(৩০)

রাজা এবং গৌরীপ্রসাদ বখ্‌শী এই পরাজয়ে হতাশ হন নাই; পরন্তু, নূতন সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধে পুনঃপ্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহারা সমুদায় কর্ম্মচারীকেই নানা প্রকারে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আদেশানুসারে নানা স্থানে সৈন্যসংগ্রহ আরব্ধ এবং ভুটানের দেবরাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইল। দেবরাজ রাজাকে যথাসাধ্য সৈন্যসাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলে রাজামাটীতে নাজিরের নিকট তৎসংবাদ প্রেরিত হইল এবং নাজিরও সৈন্য সংগ্রহ

রাজার রাজ্যোদ্ধার

---

(২৮) দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী পুথিতে দীননারায়ণের সম্পর্কে লিখিত আছে :—

'বাদশার নিকট কহে ক্লেশ বিবরণ।
আপন ইৎসায় খানা করিল গ্রহণ।
কুঙরের ব্যবহারে তুষ্ট ডিলিবর।
পাঁচ হাজার দিল সৈন্য করিতে সমর।' দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী, ৮০ পত্র।

দীননারায়ণের 'খানাগ্রহণ' (নামান্তরে, ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বন) সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু, তিনি দিল্লীতে গিয়াছিলেন কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়; তবে তিনি নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া থাকিবেন। কোচবিহারর্জ্য আক্রমণের জন্য রঙ্গপুরের ফৌজদার ঐ সময়ে নবাবের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'He (Fouzdar) obtained forces from Shuja Khan, and employed them against the rajahs of Coatch Bahar and Dinajpoor, who confiding in their riches and strength, wanted to make themselves independent.' *A Narrative of Bengal, p 83.*

(২৯) মহাদেব রায় মহারাজ রূপনারায়ণের সময় খাসনবীস ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ রঙ্গপুরের অন্তর্গত ভোটমারীর জমিদার।

(৩০) *Mercer and Chauvel's Report, Vol. II, p 109; Eastern India, Vol. III, pp 419-420*; দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী, ১১২ পত্র।

করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌরীপ্রসাদ বখ্শী অতিশয় প্রযত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে সঙ্ঘবদ্ধ এবং নূতন সৈন্যবল এবং বিবিধ যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। তাঁহাদের সংগৃহীত সৈন্যদল পশ্চিমদিক্ হইতে এবং দেবরাজের প্রেরিত ভুটীয়া সৈন্য ও নিজের সৈন্যদলের সহিত নাজীর যথাক্রমে উত্তর এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে একযোগে ফৌজদারকে আক্রমণ করিলেন। অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল এবং বহুসংখ্যক মোগল সৈন্যের প্রাণনষ্ট হইলে ফৌজদার পরাজিত হইয়া রঙ্গপুর অভিমুখে পলায়ন করিলেন (১৭৩৭-১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ)। দুর্ভাগ্য দীননারায়ণ মোগলসৈন্যের সঙ্গেই পলাইয়াছিলেন এবং পরে পরবাসেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মোগল ফৌজদারের আশ্রয়ে কিছু কাল কোচবিহারের রাজা ছিলেন। কোচবিহারের রাজার সহিত মোগলসৈন্যের যুদ্ধবিগ্রহ এতকাল পরে সমাপ্ত হইল।

প্রধানতঃ গৌরীপ্রসাদ বখ্শীর কর্ম্মকুশলতায় এই দুর্জ্জয় শত্রু পরাজিত হওয়ায় রাজা গৌরীনন্দনের স্থলে তাঁহাকেই খাসনবিশের পদে নিযুক্ত এবং তাঁহাকে পদোপযোগী খেলাত, নাকরা ও নিশানাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। গৌরীপ্রসাদ খাসনবীস নিযুক্ত হইয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার কনীয়ান্ ভ্রাতা ভবানীপ্রসাদ বখ্শী সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন।(৩১)

কর্ম্মচারিপরিবর্ত্তন

দেওয়ান দেউ সত্যনারায়ণ দীননারায়ণকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, এই সন্দেহে রাজা তাঁহাকে তাঁহার জায়গীর ভূমি হইতে বঞ্চিত এবং পদচ্যুত করিয়া নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার খড়্গনারায়ণকে দেওয়ানের পদ প্রদান করেন (২২৮ রাজশক)। বৃদ্ধ এবং পদচ্যুত সত্যনারায়ণ বন্দিভাবে ছত্রনাজীরের তত্ত্বাবধানে সেওড়াগুড়ি নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশধরেরা এ পর্য্যন্তও তথায় অবস্থান করিতেছেন। সত্যনারায়ণের পুত্র কান্তনারায়ণ 'সুবা' ছিলেন; রাজা তাঁহাকেও পদচ্যুত করিয়া কুন্দর্পনারায়ণের পুত্র হরিনারায়ণকে 'সুবার' পদ প্রদান করিয়াছিলেন।(৩২)

মোগলযুদ্ধে রাজা ভুটীয়াদের সাহায্য গ্রহণ করায় সেই সূত্র হইতে রাজ্যে ভুটীয়াদের প্রতিপত্তি এবং উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু, ফৌজদারের ভয়ে রাজা তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী হইতেন না। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সহিত দিনাজপুরের রাজার বিশেষ সখ্য ছিল এবং পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যের অনুসরণে উভয়ের মধ্যে বন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপ উষ্ণীষ পরিবর্ত্তনও করা হইয়াছিল।(৩৩)

ভুটীয়াদের উপদ্রব

---

(৩১) ভবানীপ্রসাদের বংশধরগণ এখন কোচবিহারের দক্ষিণ রঙ্গপুরের অন্তর্গত [illegible] জমিদার।

(৩২) কান্তনারায়ণের বংশধরেরা দীনহাটার অন্তর্গত 'গড়িয়ারী' গ্রামে বাস করিতেছেন। [illegible] আলোচনায় দীননারায়ণের রাজত্বকালের যথাযুক্ত আলোচনা হইবে।

(৩৩) রাজোপাখ্যানে এ স্থলে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের নাম লিখিত আছে (দ্বাদশ, ১২ অধ্যায়); [illegible] ১৭২২ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রাণনাথের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রাজা রামনাথ ১৭২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিনাজপুরের রাজা ছিলেন।

রাজগুরু

কামরূপের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ইতঃপূর্ব্বে রাজগুরু ছিলেন; মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদিগের স্থলে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সাদি খাঁ গ্রামের শতানন্দ গোস্বামী নামক জনৈক রাঢ়ীয়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে রাজগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই রাজধানীতে বাস করিতেন। শতানন্দের পুত্র রামানন্দ গোস্বামী পিতার মৃত্যুর পরে রাজার গুরু হইয়াছিলেন। আনুমানিক ১১৫৩ বঙ্গাব্দে (১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) ৯৬ বৎসর বয়সে ছত্রনাজির শান্তনারায়ণের মৃত্যু হয়। বলরামপুরে তাঁহার এক কামাত (গোলাবাড়ী) ছিল, ছত্রনাজীর হইবার পর হইতে তিনি সেই স্থানেই বাস করিতেন। নিঃসন্তান শান্তনারায়ণ কুমার জগৎনারায়ণের পৌত্র (কুমার বিশ্বনারায়ণের পুত্র)

নাজীর ললিতনারায়ণ

কুমার ললিতনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। ললিতনারায়ণ প্রথমতঃ পাবুর নাজীর (যুবা নাজীর) নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং শান্তনারায়ণের মৃত্যুর পরে তিনি ছত্রনাজীরের পদাভিষিক্ত হন। শান্তনারায়ণ যজ্ঞেশ্বর শিব এবং 'দরিয়াবলাই' ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের দুই মহিষী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা 'বড় আইদেবতী' নামে অভিহিতা হইতেন এবং তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালিনী মহিলা ছিলেন। লালবাই নাম্নী রাজার এক নর্ত্তকী ছিল, রাজা তাহার সহিত 'ধলিয়াবাড়ী'তে বাস করিতেন।(৩৪) বড় আইদেবতী রাজার উক্ত ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া অন্তঃপুরে রাজার প্রবেশ নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং চাঁপা নাম্নী দুয়ারনী (দ্বাররক্ষিকা) মহারাণীর উক্ত আদেশ যথাযথ প্রতিপালন করিত।

রাজপুত্র

কনিষ্ঠা মহারাণীর গর্ভে শেষ বয়সে রাজার একটী পুত্রলাভ হয় এবং তাঁহার নাম দেবেন্দ্র-নারায়ণ রাখা হয়। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ সময়ে সময়ে 'বসন্তপুরে' বাস করিতেন এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ধলিয়াবাড়ীর অস্থায়ী রাজপ্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু হয়।(৩৫) বড় আইদেবতী মহারাণী তৎসংবাদ অবগত হইয়া গৌরীপ্রসাদ বখ্শী, গৌরীনন্দন মুস্তোফী এবং ভবানীপ্রসাদ সেনাপতি সহকারে তথায় গমন করেন। ছত্রনাজীর ললিতনারায়ণ কুমারও সেই সময়ে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শপূর্ব্বক শিশু রাজকুমার দেবেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিয়া তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া যথারীতি সুসম্পন্ন করেন (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ)।

---

(৩৪) কথিত আছে যে, এই 'লালবাই'র নামানুসারে 'লালবাজার' নগরের নামকরণ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে (৩৩ পৃষ্ঠা)।

(৩৫) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে 'সিংহছাপ' মোহর অপহৃত হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে 'শ্রী' মোহর প্রস্তুত এবং ব্যবহৃত হয়। 'শ্রী' মোহরযুক্ত ১৮৮ রাজশকের (১৭৬১ খৃষ্টাব্দের) প্রাচীন দলিল আবিষ্কৃত হওয়ায় উক্ত সংবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রাজ্যে 'চালা জব্দ' (দেশব্যাপী জরিপ) হইয়াছিল।(৩৬) হরদেব রায় খাসনবীস (২০৫-২১১ রাজশক), জয়দেব দরবার খাঁ (২১২ রাজশক), রঘুপতি রায় (২১২-২১৭ রাজশক), চক্রপাণি জামদারিয়া (২২৩ রাজশক), হরেশ্বর কার্য্যী (২২৮ রাজশক), জগদীশ কার্য্যী (২৩০ রাজশক), রসিক রায় (২৩১ রাজশক) দেবীপ্রসাদ শর্ম্মা (২৩৯ রাজশক), রত্নেশ্বর কার্য্যী, জীবেশ্বর কার্য্যী (২৪৫ রাজশক) এবং বলেশ্বর কার্য্যী (২৫০ রাজশক) প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।(৩৭)

রাজকর্ম্মচারী

মহারাজ রূপনারায়ণ এবং উপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে নিম্নলিখিত রাজপদেরও প্রচলন ছিল, যথাঃ—সরদার, জমাদার, লস্কর, সরদারপাইক, বাহের কোটাল, গরমহলী, আসওয়ার, চিঠির কায়স্থ, বড় কায়স্থ, বড় কায়স্থকার্য্যী, কার্য্যী সেনাপতি, কার্য্যী দরবার খাঁ, ঈশর বড় কায়স্থ, নায়েব, উকিল, বখ্শী, দেশীয় বখ্শী, শিকদার, দেওয়ান খাসনবীস, খাসদেওয়ানীয়া, হিসাবনবীস, ওয়াকানবীস, নিকাসনবীস, পাটওয়ারী, বস্তুনীয়া, তহসীলদার, দপ্তরিয়া, ভিতর দপ্তরিয়া, পূজারী, কীর্ত্তনীয়া, পাত্র, ভাণ্ডার ঠাকুর, চৌধুরী, মজুমদার, আমীন, মুহুরী, গোমস্তা, দলাই, ইত্যাদি।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কামতানগরের অধিবাসী শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরচিত বিরাটপর্ব্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজার ভ্রাতা কুমার খড়্গনারায়ণের আজ্ঞায় নারায়ণ দ্বিজ নারদীয় পুরাণের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন এবং উহা কোচবিহার রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার নগরস্থ 'পদ্মপুষ্করিণী' খনন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থরচনা

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর) দেশব্যাপী এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছিল এবং তাহার ফলে কলিকাতা নগরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহু-সংখ্যক ইষ্টকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখের ভূমিকম্পের প্রভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং চট্টগ্রাম বিশেষভাবে বিকম্পিত হইয়াছিল। কোচবিহারে ঐ সমস্ত ভূমিকম্পের বেগ কি পরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল, তাহার কোনও লিখিত বিবরণ নাই।

ভূমিকম্প

(৩৬) ২৩৭, ২৩৮ এবং ২৪২ রাজশকের প্রাচীন দলিলে 'চালা জব্দের' উল্লেখ আছে। 'জব্দ্' আরবী শব্দ, উহার অর্থ—কোনও বস্তুর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া তাহার বৃত্তান্ত যথাযথ রক্ষা করা।

(৩৭) রত্নেশ্বর কার্য্যী মহারাজ রূপনারায়ণের জামাতা এবং বড় কায়স্থ (প্রধান লেখক) ও সেনাপতি ছিলেন।

মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ

রাজশক ২৫৪-২৫৬, শকাব্দ ১৬৮৫-১৬৮৭, বঙ্গাব্দ ১১৭০-১১৭২, খৃষ্টাব্দ ১৭৬৩-১৭৬৫

কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বালক রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ ছত্রনাজীর ললিতনারায়ণের ক্রোড়ে আরোহণপূর্ব্বক 'চাকথালিতে' আসন গ্রহণ করিলে ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহার ললাটে 'রাজটীকা' প্রদান করিয়াছিলেন।(৩৮) নূতন নৃপতির আদেশে পরলোকগত রাজার অন্তিম সংস্কারের ওয়াকা (আদেশপত্র) লিখিত হইয়াছিল এবং জ্যেষ্ঠা মহিষী (বড় আইদেবতী) স্বর্গত স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিলেন। অতঃপর মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার রাজধানীতে পরলোকগত রাজদম্পতির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গৌরীনন্দন মুস্তোফী, গৌরীপ্রসাদ বখ্শী খাসনবীস এবং হরেশ্বর কার্য্যী খাস দেওয়ানিয়া প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ রাজমাতা মহারাণীর পরামর্শানুসারে বালক মহারাজের পক্ষে রাজকার্য্য পরিচালন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ রূপনারায়ণের দৌহিত্র গৌরীনাথ ঈশর সতের আঠারো বৎসর বয়সে রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া পরে 'বড় কায়স্থ' এবং সেনাপতির কর্ম্মভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভুটিয়া প্রতিপত্তি

এই সময়ে ভুটিয়াদের প্রভাবপ্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাদের এক প্রতিনিধি কতকগুলি সৈন্যসহ যে কেবল কোচবিহারে অবস্থান করিতেন তাহা নহে, পরন্তু বিশেষ বিশেষ রাজকার্য্যে সময়ে সময়ে তাঁহার সম্মতি গ্রহণও আবশ্যক হইত। বক্সাদুয়ারের সুবা প্রধান প্রধান ভুটিয়া কর্ম্মচারিসহকারে রাজাকে নজর প্রদানের জন্য প্রতি বৎসরে "চেকাখাতায়" আগমন করিতেন; তাঁহারা অশ্ব, কোচিন এবং দেবাজ নামক বস্ত্র, খেতমালা, ভোটমালা, কস্তুরী, শ্বেতচামর, আখরোট, ভোটঘৃত, ভোটবরই প্রভৃতি সামগ্রী রাজাকে নজর প্রদান করিতেন। নাজীর এবং দেওয়ানকে সঙ্গে লইয়া রাজাও তথায় গমন করিতেন এবং উল্লিখিত নজরের দ্বিগুণ মূল্যের বস্ত্র "ইনাম" (খেলাত) বলিয়া ভুটিয়াগণকে প্রদত্ত হইত। অধিকন্তু, ভুটিয়াগণকে তথায় প্রচুর পরিমাণে শূকরমাংস এবং মদ্যাদি দ্বারা ভূরিভোজপ্রদানে পরিতুষ্ট করা হইত।

---

(৩৮) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, অভিষেককালে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের বয়স চারি বৎসর ছিল (নবম খণ্ড, ১০ম অধ্যায়)। কমিশনার মার্সার এবং শোভেল নিকট নাজীরের পক্ষের সাক্ষিগণ বলিয়াছেন যে, অভিষেককালে রাজার বয়স ১৭।১৮ মাস ছিল; সেই সময়ে শিশুরাজার কর্ণবেধনিবারণের জন্য পুরোহিত তাঁহার হস্তে কিছু খাদ্যবস্তু প্রদান করিয়াছিলেন। (*Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 35, 48*)। রাজা নাজীরের ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজপক্ষের সাক্ষিগণ রাজার বয়সের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন যে, অভয়নারায়ণকে নাজীর করার সময়ে রাজা পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 33.*

মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে অকস্মাৎ [illegible] নাজীর ললিতনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল এবং সেই সময়ে নাজীরের [illegible] পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার হেমনারায়ণের অভয়নারায়ণ এবং রুদ্রনারায়ণ নামক দুই পুত্র বর্তমান ছিলেন। রাজমাতা মহারাণীর আদেশানু-সারে (নাবালগ রাজার পক্ষ হইতে) কুমার অভয়নারায়ণকে ছত্রনাজীরের পদাভিষিক্ত করা হয় এবং তদুপলক্ষে এক দিবস পূর্বাহ্নে রাজমন্দিরে দরবারের অনুষ্ঠান হয়। দেওয়ান দেউ খড়্গনারায়ণ শিশু রাজাকে লইয়া সেই দরবারে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজার সম্মুখে আনীত কুমার অভয়নারায়ণ পাঁচটি মোহর এবং একটি তুর্কী ঘোড়া রাজাকে নজর প্রদান করিলে মহারাণীর নির্দেশক্রমে দেওয়ান দেউ নূতন নাজীরকে শিরোপা দেওয়ার জন্য শিশুরাজাকে আদেশ প্রদান করিতে বলিলেন। রাজা দেওয়ানের বাক্যের পুনরাবৃত্তি করিলেন এবং বক্সনবীস ভাণ্ডারঠাকুর কুমার অভয়নারায়ণকে অঙ্গরক্ষিণী, উষ্ণীষ, বস্ত্র এবং একটী তুরস্কদেশীয় অশ্ব খেলাত প্রদান করিলেন। তদুপরি নাজীরের পদমর্য্যাদাসূচক ডঙ্কা, নিশান এবং আড়ানী প্রদত্ত হইল এবং দেবীদত্ত ওয়াকানবীস নাজীরী সনদ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা রাজার সম্মুখে রাখিলে ভাণ্ডারঠাকুর উহা লইয়া নাজীরের উষ্ণীষে স্থাপন করিলেন। নাজীর দরবারগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ডঙ্কাধ্বনি পূর্ব্বক স্বকীয় অভিষেকসংবাদ প্রচার এবং মদনমোহনমন্দিরে গমন করিলেন। নাজীরের অভিষেকের সময়ে রাজমাতা মহারাণী ব্রজ-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ছিলেন এবং নবনিযুক্ত নাজীর তথায় গমন করিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

নাজিরের অভিষেক

নাজীর অভয়নারায়ণ

অভয়নারায়ণ নাজীরের পদলাভ করিবার আট মাস পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্রনারায়ণ তাঁহার পদলাভ করেন।(৩৯) অভয়নারায়ণের পদপ্রাপ্তির অনুরূপ প্রথায় তাঁহারও অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে মদনমোহনমন্দিরের প্রাঙ্গণে অপরাহ্নকালে এক দরবারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে দেওয়ান দেউ খড়্গনারায়ণের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার রামনারায়ণ পিতার পদাভিষিক্ত হন।

নাজীর রুদ্রনারায়ণ

---

(৩৯) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণ এবং দেওয়ান দেউ খড়্গনারায়ণ ১১৭০ সালে কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিয়াছিলেন (নবখণ্ড, ১২শ অধ্যায়)। উক্ত বর্ণনার [illegible] কমিশনার মার্শী এবং গোল্ডে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষিগণের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, ছত্রনাজীর ললিতনারায়ণের সময়ে দেবেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পক্ষের সাক্ষী [illegible] বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে দেওয়ান খড়্গনারায়ণ স্বয়ং রাজা হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 'রাজপুত্র ভিন্ন অন্যে রাজা হইতে পারে না' বলিয়া ছত্রনাজীর ললিতনারায়ণ প্রতিবাদ করায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সজ্জার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক যুদ্ধ হয় নাই। *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 25.*

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীশ্বর শাহ আলম বাদশাহের ফরমান অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী (রাজস্বসংগ্রহ) কার্য্যেরভার প্রাপ্ত হন এবং তদনুসারে মোগল অধিকারে অবস্থিত বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ চাকলার রাজস্ব অতঃপর কোম্পানিকে প্রদত্ত হইতে থাকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

দুই বৎসর কাল মাত্র রাজত্বের পরে শিশু মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। দুর্গাদাস লিখিয়াছেন,—রাজগুরু রামানন্দ গোস্বামী রাজার স্বার্থহানিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় মহারাণী তাঁহাকে রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; ইহার পর, গোস্বামী বলরামপুরে নাজীর দেওর নিকট গমন করেন। গোস্বামী মহারাণীর কৃত অপমান ভুলিতে পারেন নাই; রাজাকে বধ করিয়া রাজমাতার ক্ষমতার হ্রাস করিবেন এবং আশ্রয়দাতা নাজীরকে রাজা করিবেন, এই ভয়াবহ সঙ্কল্প তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল। এই জিঘাংসাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগের ও অভাব হয় নাই। রতি শর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণাধম গোস্বামীর এই ঘৃণিত সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। এই লোকটা রামানন্দের অনুচর থাকায় রাজবাটীর যাবতীয় অবস্থা এবং রাজার গতিবিধি তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

একদা অপরাহ্নকালে রাজবাটীর অগ্নিকোণে, পদ্মপুষ্করিণীর তীরে, কুম্ভকারগণ কূপ খনন করিতেছিল এবং তাহার অদূরে একটী অশোকবৃক্ষমূলে বালক রাজা ক্রীড়ামোদে মত্ত ছিলেন; এমত সময়ে রতি শর্ম্মা মন্থরগতিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কপটী রতি শর্ম্মা জলপানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে; রাজানুচর দুই জনের মধ্যে এক জন জল আনয়নের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলে রতি শর্ম্মা উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় লুক্কায়িত অসি নিষ্কোষণ পূর্ব্বক বিদ্যুদ্বেগে রাজার প্রতি ধাবিত হয় এবং খড়্গাঘাতে তাঁহার মুণ্ড দেহচ্যুত করিয়া ফেলে। দুরন্ত রাজহন্তা ঐ পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত বা পলায়নপর হয় নাই, সেই সুযোগে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করারও আকাঙ্ক্ষা তাহার জন্মিয়াছিল; সে রাজমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া দ্রুতপদে নিকটবর্ত্তী চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করে এবং দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে তাহা স্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং ধ্যানস্থ হয়। যাহারা উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রথমতঃ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, পরে রাজহত্যাকারীর অনুসরণ পূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপেই তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া বধ করে।(৪০)

রাজহত্যা

---

(৪০) দুর্গাদাসলিখিত কথাবলী, ৮১ পৃষ্ঠা।

কলিকাতার খার্শী এবং শোরের নিকট রাজার পক্ষ হইতে যে সমস্ত সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর পরামর্শে লিখিত ছিল। তাহাতে লিখিত আছে যে, রতি শর্ম্মা রামানন্দ গোস্বামীর অনুগামী অথবা বেতনভোগী ছিল না, কেবল মাত্র তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করিত; সে গৌরীনাথ ঈশ্বরের বাটী হইতে রাজবাটী গিয়া রাজাকে বধ করে; সে সময়ে রামানন্দ গোস্বামী বলরামপুরে ছিলেন, ইত্যাদি। রতি শর্ম্মা

মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের বধের সংবাদ নগরে প্রচারিত হইলে জনসাধারণ উন্মত্তের ন্যায় রাজবাটীর দিকে ধাবিত হয়, এ দিকে রাজবাটীর দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মহারাণী পুত্রের কবন্ধ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া হাহাকার করিতেছিলেন এবং মহামন্ত্রী গৌরীনন্দন মুস্তোফী এবং খাসনবীস গৌরীপ্রসাদ বখ্‌শী প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। এই ভয়াবহ দৃশ্য দর্শনে আগন্তুক জনগণের অনেকেরই অনুসন্ধিৎসা অন্তরে বিলীন হইয়াছিল; কিছুক্ষণ পরে, কর্ম্মচারিগণের কেহ কেহ প্রকৃতিস্থ হইয়া অতিকষ্টে মহারাণীকে স্থানান্তরিত করেন। দেওয়ান দেউ রামনারায়ণ রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে মহারাণীর শোকের মাত্রা আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অতঃপর কিংকর্ত্তব্যাবধারণের নিমিত্ত ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণের উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচিত হইল। শচীনন্দন মুস্তোফী অগোণে তথায় প্রেরিত হইলেন এবং নাজীর তাঁহার প্রমুখাৎ হত্যাকাণ্ডের নিদারুণ সংবাদ অবগত হইয়া প্রথমতঃ শোক প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্থির করিলেন "মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের বংশ যখন বিলুপ্ত হইল, এক্ষণে রাজ্যভার আমার বংশধরগণের উপরেই ন্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য"। সুতরাং কার্য্যতঃ কে রাজা হইবেন, তাহা লইয়া রীতিমত আলোচনা আরব্ধ হইল। পরলোকগত ছত্রনাজীর অভয়নারায়ণের ভগবন্ত নারায়ণ এবং খগেন্দ্রনারায়ণ নামক দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভগবন্তের দক্ষিণ পদ বিকল ছিল, তজ্জন্য তিনি রাজা হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন; কনিষ্ঠ খগেন্দ্রনারায়ণ বয়সে বালক হইলেও তাঁহাতে সুযোগ্যতার অনেক লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। নাজীর রুদ্রনারায়ণ খগেন্দ্রনারায়ণকেই রাজা করা মনঃস্থ করিয়া চারি পাঁচ হাজার সৈন্যসহ কোচবিহার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান দেউ রামনারায়ণ নাজীরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নাজীরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যমান থাকিতে অন্য কাহারও রাজা হইবার যোগ্যতা নাই, নাজীর অনুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে, ইত্যাদি। কেবলমাত্র সংবাদ প্রেরণ করিয়াই দেওয়ানদেউ নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের এবং রাজার রক্ষিসৈন্য একত্র করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাহা নাজীরের সৈন্যের একচতুর্থাংশও ছিল না। তথাপি, এ দিকে নাজীরের আদেশে নগর অবরুদ্ধ হইল এবং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

গৃহবিবাদের উপক্রম

ঐ সময়ে রাজার খেদমতগার পূর্ণনাথ নামক একটী বালককেও বধ করিয়াছিল। রাজহত্যার হেতু আবিষ্কারে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে মনে করিয়া রাজার মুৎসদ্দি গৌরীনন্দন মুস্তোফী রতি শর্ম্মার প্রাণরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তেজিত জনগণ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই; গৌরীনাথের লোকেরাই রতি শর্ম্মাকে বধ করিয়াছিল। *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 80.*

প্রায় এক শতাব্দীর পরে মেজর জেনকিন লিখিয়াছেন যে, রামানন্দ গোস্বামীর প্ররোচনাতেই উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছিল। *Major Jenkin's Report, p 88.*

গৌরীনাথ বড়কায়স্থ কার্য্যী, গৌরীনন্দন মুন্সী, গৌরীপ্রসাদ বক্সী প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গ প্রমাদ গণিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শপূর্ব্বক প্রথমতঃ দেওয়ান দেউ রামনারায়ণের নিকটে গমন করিলেন এবং নানা কথায় দেওয়ানকে কতকটা নিরস্ত করিয়া তাঁহারা নাজীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে নাজীর মন্ত্রিগণকে বলিলেন, 'মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের আর সন্তান নাই, এমতে আমি খগেন্দ্রনারায়ণ কুঙরকে রাজা করা স্থির করি, তোমরা কি বিবেচনা কর?' গৌরীনাথ কার্য্যী অল্পবয়স্ক হইলেও উচ্চকুলপ্রসূত এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন:—"মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশের যে আছেন সকলের প্রধান ও মুরুব্বি আপনি এবং প্রাচীন অধিপতি (?) রূপে সকল কালে রক্ষণ করিয়া যশস্বী আছেন। চতুর্থকাল উপস্থিত, আপনি যে করিবেন তাহাতে অন্যথা আচরণ করা কাহারও শক্তি নাই; কিন্তু একটা কথা, রতি শর্ম্মা চির দিন বলরামপুরে থাকিয়া অকস্মাৎ রাজপুরীতে আসিয়া শিশুরাজাকে কাটিয়াছে, এখন যদ্যপি আপনি মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বিমুখ করিয়া আপনার ভ্রাতৃজকে রাজা করেন, তবে আভূমানতক লোকে বলিবেক 'রুদ্রনারায়ণ নাজীর দেও শেষকালে রাজ্যাভিলাষী হইয়া রতি শর্ম্মার দ্বারা বালক রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য নিল'। ফলে মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ কাটা যাওয়ার নিমিত্ত আপনার পর থাকিবেক।" রুদ্রনারায়ণ এই উত্তর শ্রবণান্তর গৌরীনাথের বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন এবং স্বকীয় সংকল্প পরিহার করিলেন। গৌরীনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে আসন্ন বিপদ নিবারিত হইল।

রাজনির্ব্বাচন

অতঃপর মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং দেওয়ান খড়্গনারায়ণের পুত্রগণের মধ্যে কাহাকে রাজা করা হইবে, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল। খড়্গনারায়ণের পাঁচ পুত্র ছিলেন এবং তাঁহাদের নাম যথাক্রমে রামনারায়ণ, রাজেন্দ্র নারায়ণ, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, সুরেন্দ্রনারায়ণ এবং বৈকুণ্ঠনারায়ণ ছিল এবং তাঁহারা যথাক্রমে রাম, কৃষ্ণ, গোপাল, গোবিন্দ এবং যদুমণি নামে লোকের মুখে মুখে কথিত হইতেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুমার রামনারায়ণ পূর্ব্বেই দেওয়ানের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি রাজ-সেবক বলিয়া এবং দ্বিতীয় কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের অঙ্গুলীতে ক্ষত থাকায় তিনিও রাজা হইবার অযোগ্য বিবেচিত হইলেন; সুতরাং সকলে পরামর্শপূর্ব্বক তৃতীয় কুমার ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকেই রাজা নির্ব্বাচিত করিলেন। মহারাণীও কুমার ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মন্ত্রিগণ দেওয়ান রামনারায়ণকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। রামনারায়ণের নিজেরই রাজা হইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি অবগত হইয়া তিনি অগত্যা মন্ত্রিগণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন।

মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে দাইনীরীবী খনিত হইয়াছিল। সেই সময়ে জনৈক দ্বিজকান্তনামা কবি কর্ত্তৃক রামায়ণ অনুবাদিত হইয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ

রাজশক ২৫৬-২৬১, শকাব্দ ১৬৮৭-১৬৯২, বঙ্গাব্দ ১১৭২-১১৭৭, খৃষ্টাব্দ ১৭৬৫-১৭৭০।

সতেরশত পঁয়ষট্টি খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কুমার ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। অভিষেককালে নূতন নরপতির মস্তকে ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণ যথারীতি রাজছত্র ধারণ করিলেন, চিরাচরিত প্রথানুসারে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের নামে মুদ্রা প্রস্তুত হইল,—নাজীর, দেওয়ান এবং অন্যান্য সকলে সেই নবনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা নূতন রাজাকে নজর প্রদান করিলেন। অভিষেককালেই রাজার আদেশানুসারে কুমার রুদ্রনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নাজীর কুমার অভয়নারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার খগেন্দ্রনারায়ণকে গাবুর নাজীরের পদ, তৎসহ উপযুক্ত শিরোপা এবং সনন্দ প্রদত্ত হইল।

এই সময়ে ছত্রনাজীর সামরিক বিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহের ব্যপদেশে জিলা মাথাভাঙ্গা এবং জিলা গিতালদহ এই দুইটী বিভাগের রাজস্ব স্বয়ং সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। গৌরীপ্রসাদ খাসনবীস এবং ভবানীপ্রসাদ সেনাপতি এই উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু হইয়াছিল, এবং গৌরীপ্রসাদের পুত্র রামেশ্বর এবং ভবানীপ্রসাদের পুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে কোনও কার্য্যভার প্রদত্ত হয় নাই। গৌরীনন্দন মুস্তোফী খাসনবীসের উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার ভ্রাতা শচীনন্দন মুস্তোফী রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হওয়ায় তাঁহার পরামর্শানুসারেও অনেক কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল।

রাজকর্ম্মচারী

ও দিকে ভুটানের দেবরাজের সমীপে রাজহত্যার সংবাদ উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং রোষাবিষ্ট হইলেন। অনুসন্ধানে ব্যক্ত হইয়া পড়িল যে রাজহন্তা রতিশর্ম্মা রাজগুরু রামানন্দ গোস্বামীর স্বগ্রামবাসী, তাঁহারই দ্বারা সে কোচবিহারে আনীত এবং যে তরবারির দ্বারা রাজাকে বধ করা হইয়াছিল, তাহাও রামানন্দ গোস্বামীর নিজস্ব ছিল। উল্লিখিত কারণপরম্পরাসূত্রে দেবরাজ রামানন্দ গোস্বামীকেই সেই ঘৃণিত এবং বীভৎস রাজহত্যার প্রকৃত নায়ক বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ডপ্রদানের উদ্দেশ্যে ধরিয়া আনিবার জন্য একদল সৈন্য

রামানন্দের প্রাণদণ্ড

প্রেরণ করেন। তাঁহার ভুটিয়াসৈন্য বলরামপুরে আসিয়া গোস্বামীকে ধরিয়া ফেলে এবং "পিঠমোড়া" ভাবে বাঁধিয়া এবং পশুবৎ বাঁশে ঝুলাইয়া তাঁহাকে তাহাদের রাজধানী পুণাখ্য (বা পুনাখা) নগরে লইয়া যায়। অতঃপর, রাজাদেশে তথায় রামানন্দের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল এবং সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সর্ব্বানন্দ গোস্বামী কোচবিহারে আগমনপূর্ব্বক রাজাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিয়া মহাসম্মানার্হ রাজগুরুর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।(১)

গোস্বামী রামানন্দের প্রাণদণ্ডের সময়ে ভুটানরাজ্যেও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং দেবরাজ ধর্ম্মরাজের প্রভুত্ব অস্বীকার এবং স্বকীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন (১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহাদের রাজ্যের সীমান্তে এবং সমতলভূভাগে অবস্থিত কোচবিহার রাজ্যের উপর আধিপত্যস্থাপন পূর্ব্ব হইতেই এই দেবরাজের অথবা দেবযধুরের (দেবযোদ্ধার) বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল; এক্ষণে উল্লিখিত সুযোগে তিনি তাঁহার সেই অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। কোচবিহারের রাজহত্যার পরেই পেনশু তোমা দেবযুধরের প্রতিনিধিস্বরূপ সৈন্যসহ প্রেরিত হইয়া কোচবিহারে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রায়শঃ তিনি রাজকার্য্যে অযথা হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হন। কালে এরূপ অবস্থা ঘটিল যে, অনেক কার্য্যেই তাঁহার সম্মতিগ্রহণ অপরিহার্য্য হইতে লাগিল। দেবযধুর সীমান্ত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক সমতলভূমির দিকে রাষ্ট্রবিস্তারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। এই অভিযানের ফলে জল্পেশ্বর এবং মন্দাশ প্রভৃতি স্থান ক্রমে ক্রমে ভুটীয়াদের অধিকৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু, তখন পর্য্যন্তও লক্ষ্মীপুর, সন্তরাবাড়ী, মরাঘাট এবং ভলকা প্রভৃতি ভূভাগ কোচবিহাররাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল।

ভুটানে রাষ্ট্রবিপ্লব

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে রূপচন্দ্র বড়কায়স্থকার্য্যীর ভগিনী কামতেশ্বরী দেবীর সহিত মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের শুভ বিবাহ যথোচিত সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিবাহের সময়েই মহারাজ ভুবনেশ্বরী দেবী প্রভৃতি আরও পাঁচটি রূপগুণবতী কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহোৎসবের এক বৎসর পরে ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণের দেহত্যাগ ঘটে এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'গাবুর নাজীর' খগেন্দ্রনারায়ণ কুমারকে রাজা ছত্রনাজীরের পদ প্রদান করেন। কুমার খগেন্দ্রনারায়ণ কিন্তু উক্ত পদলাভকালে রাজধানী কোচবিহারে আগমন করেন নাই; তাঁহার প্রেরিত সমরসিংহ

নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ

(১) কমিশনার মার্শী এবং শোভের নিকটে নাজীরপক্ষ সর্ব্বানন্দ গোস্বামীকে রামানন্দের 'কনিষ্ঠভ্রাতা' বলিয়াছিলেন। রাজপক্ষ হইতে তাহার যে প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাহাতে রামানন্দকে সর্ব্বানন্দের দূরসম্পর্কিত বলা হইয়াছে (*Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 15, 20*)। সর্ব্বানন্দের ভ্রাতা আশানন্দের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর পত্নী দয়াময়ী দেব্যা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গৌহাটীর এজেন্টের নিকট যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে রামানন্দের পিতা শতানন্দকে সর্ব্বানন্দের পিতা পঞ্চানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুমার এবং বন্দিরাম জমাদার রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া খগেন্দ্রনারায়ণের নাজীরী সনদ এবং শিরোপা বলরামপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। কুমার খগেন্দ্রনারায়ণ প্রতিভা এবং প্রভাবসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুমার ভগবন্ত-নারায়ণ সাধারণের নিকটে 'ডাঙ্গরদেও' (বড়কর্ত্তা) বলিয়া পরিচিত ছিলেন; তিনি শৌর্য্যশালী এবং কর্ম্মদক্ষ ছিলেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেন। পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে মহারাণীর গর্ভে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে একটী নবকুমার জন্মগ্রহণ করেন এবং যথাকালে তাঁহার নাম কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণ রাখা হয়।

রামনারায়ণের কর্তৃত্ব

দেওয়ান দেউ কুমার রামনারায়ণের কর্ত্তৃত্বাধীন গৌরীনন্দন মুস্তোফী এবং রাজমহিষীর ভ্রাতা রূপচন্দ্র বড়কায়স্থকার্য্যী প্রভৃতি মন্ত্রিগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। দেওয়ান দেউ স্বভাবতঃ স্বাধিকারলোলুপ পুরুষ ছিলেন; উক্ত কারণে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল,—তিনি রাষ্ট্রের সর্ব্বত্রই নিজের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ কিছুই করিতে পারিতেন না। একটী পারিবারিক ঘটনার উপলক্ষে দেওয়ান দেউর উল্লিখিত কর্ত্তৃত্বস্পৃহা প্রকাশ্যে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল এবং তন্নিবন্ধন রাজা, নিজের ক্ষমতা খর্ব্ব হইতেছে ভাবিয়া, সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। মহারাজের কনিষ্ঠা ভগিনীর পরিণয় সম্বন্ধের জন্য দেওয়ান দেউ গেলেঙ্গ কার্য্যীকে পাত্র মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজার মত ছিল না; তথাপি, তাঁহার মতকে অগ্রাহ্য করিয়াই প্রস্তাব অগ্রসর হইতে লাগিল, এমন কি রাজা যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিয়াও সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং অবশেষে দেওয়ান দেউয়ের নির্ব্বাচিত সেই পাত্রের হস্তেই রাজভগিনীকে সম্প্রদান করা হইল। বলা বাহুল্য যে রাজা ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন।

বিজয়পুরের যুদ্ধ

২৬০ রাজশকে (১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) ভুটানের দেবধর্ম্ম যুদ্ধার্থে বিজয়পুরে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।(২) পূর্ব্বানুষ্ঠিত সন্ধির নিয়মানুসারে উক্ত যুদ্ধে যোগদানের জন্য ভুটানের কর্ত্তৃপক্ষ কোচবিহাররাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং দেওয়ান দেউ কুমার রামনারায়ণ কোচবিহাররাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ-স্বরূপ সেই সংগ্রামে সসৈন্যে যোগদান করিয়াছিলেন; সম্মিলিত ভুটীয়াসৈন্য এবং রাজসৈন্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধের ফলে অধিকৃত ভূমি দেবধর্ম্মের এবং লুণ্ঠিত ধনরত্ন দেওয়ান রামনারায়ণের হস্তগত হয়; কিন্তু, লুণ্ঠিত বস্তুরাশির অতি সামান্য অংশ মাত্র রাজাকে প্রদান

(২) বিজয়পুর পুর্ণিয়ার উত্তর মোরঙ্গ প্রদেশের সমীপস্থ ছিল; পরে নেপালের গোর্খা রাজা উহা অধিকার করিয়াছিলেন। *Narratives of the Bogle Mission, pp 150, 161, 165.*

সিকিম দেশও 'বিজয়পুর সিকিম' বলিয়া অভিহিত হয়। *History of Nepal, p 282.*

করিয়া দেওয়ান দেউ সমস্তই স্বয়ং গ্রাস করিয়াছিলেন। এই প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ফলে দেওয়ানের প্রতি রাজার মনোমালিন্য ক্রমশঃই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা এবং দেওয়ানের মধ্যে মনোমালিন্য

দেওয়ান দেউ রামনারায়ণের যে রাজসিংহাসন লাভ করিবার লালসা ছিল এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় তিনি যে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা রাজার অজ্ঞাত ছিল না; এক্ষণে দেওয়ান দেউর ভিন্ন ভিন্ন আচরণের সহিত তাঁহার সেই পূর্ব্বাভিলাষের কথা আলোচনা করিতে করিতে রাজার অন্তর দেওয়ানের প্রতি স্বতঃই তিক্ত এবং বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু, এই ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শদাতৃগণেরও যে কোনও অভাব ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহাই হউক, রাজা দেওয়ানকে আর অধিক প্রশ্রয় দেওয়া নীতিসঙ্গত মনে না করিয়া অচিরে তাঁহাকে পদচ্যুত এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার সুরেন্দ্র-নারায়ণকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। রামনারায়ণের শক্তি, প্রতিভা এবং প্রতিপত্তির উপর রাজার সংশয় ছিল না, তিনি যে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কাও তাঁহার হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিল। নিজের সিংহাসনকে নিরাপদ করার উপায়স্বরূপ পদচ্যুত দেওয়ানকে বন্দী করার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশও প্রদত্ত হইল। কুমার রামনারায়ণও ও দিকে অপ্রস্তুত কিংবা সহায়শূন্য ছিলেন না; তিনি লঘুগতিতে পলায়নপূর্ব্বক ভুটানের দেবধুরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে পুনরায় পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।(৩) স্বরাষ্ট্রের বহিঃস্থিত এবং শত্রুস্থানীয় ভুটানরাজশক্তির প্রভাবে পদচ্যুত কুমার রামনারায়ণকে পূর্ব্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হওয়ায় রাজা আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং দারুণ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত মানসিক রোষাগ্নির সুতীব্র উত্তাপ এক্ষণে তাঁহার হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু, ঐরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অধিক দিন অতিবাহিত করিতে হয় নাই। শচীনন্দন মুস্তোফী, রাম ঠাকুর, কালা পূজারী এবং কালা খাঁড়াধরা প্রভৃতি প্রিয় পার্শ্বচর এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ, তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে অনবরত কুপরামর্শরূপ ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছিলেন। অবসর পাইলেই তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ 'রামনারায়ণ দেওয়ান দেও কর্ত্তা যাহা করে তাহাই হয়, তুমি নামরাজা উপলক্ষ মাত্র, দেওয়ান বর্ত্তমানে তোমার রাজত্ব মিথ্যা' (৪) ইত্যাকার বিষদিগ্ধ বাক্যবাণে রাজার অন্তরাত্মাকে একান্ত আহত এবং বিষাক্ত করিতে করিতে অবশেষে তাঁহাকে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানবর্জ্জিত করিয়া ফেলিলেন।

(৩) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 15, 21.*

(৪) রাজোপাখ্যান; নবখণ্ড, ১৪শ অধ্যায়।

একদিকে দেওয়ানের শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধির ও অন্যদিকে স্বকীয় সম্মানহানের নূতন নূতন সত্য, অর্দ্ধসত্য অথবা অসত্য সংবাদ নানারূপ পল্লবিত আকারে নিত্য নিত্য রাজার নিকট বাহিত হইতে লাগিল; রাজদ্রোহী রামনারায়ণকে অগোচে ইহজগৎ হইতে অপসৃত করা ব্যতীত পরামর্শদাতৃগণ আর কোনও পক্ষান্তর প্রাপ্ত হইলেন না, এবং মতিভ্রষ্ট রাজাও এই পরামর্শই সুসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। উক্ত সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত রক্তপাতের যাবতীয় আয়োজন চলিতে লাগিল; এই শোকান্ত নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয়ের নায়ক নির্ব্বাচনের জন্যও অধিক মস্তিষ্কব্যয়ের আবশ্যকতা হইল না। রাজার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, সুতরাং তিনিই স্বয়ং জ্যেষ্ঠভ্রাতার তপ্তশোণিতে স্বহস্ত কলঙ্কিত করিতে সোৎসাহে প্রস্তুত হইলেন।

রক্তপাতের আয়োজন

ভ্রাতৃহত্যার আবশ্যক আয়োজন অচিরেই সম্পূর্ণ হইল, ষড়যন্ত্রের জাল সুকৌশলে বিন্যস্ত হইল, এবং দেওয়ান রামনারায়ণ যথাকালে রাজার 'অসুস্থতার সংবাদ' প্রাপ্ত হইলেন। সেই সংবাদকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া দেওয়ান সেই দিনই অপরাহ্নকালে স্বকীয় রক্ষিসৈন্যপরিবৃত হইয়া রাজদর্শনমানসে রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সেনাপতি গন্ধর্ব্ব সিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। গন্ধর্ব্ব সিংহ বলিলেন, 'মহারাজ অসুস্থ, এত লোকজন সঙ্গে লইয়া আপনার অগ্রসর হওয়া উচিত নহে'। সেনাপতির এই বাক্য সমীচীন বলিয়া মনে হওয়ায় দেওয়ান দেউ রক্ষিগণকে বাহিরে রাখিয়া কেবল পাঁচ সাত জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে প্রাসাদের প্রথম দ্বার অতিক্রম করিলেন। দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম-কালে দ্বারপাল নিবেদন করিল, 'মহারাজ অসুস্থ, দুই এক জনের অধিক লোক সঙ্গে লইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন'। অগত্যা সঙ্গিগণকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া দেওয়ান স্বয়ং দুই জন মাত্র সঙ্গী লইয়াই অগ্রসর হইলেন। রাজা সেই সময়ে পুষ্করিণীর উত্তর তীরে অবস্থিত এক চৌচালা গৃহে ছিলেন এবং রাম ঠাকুর, কালা পূজারী এবং কালা খাঁড়াধরা প্রভৃতি কয়েকজন পার্শ্বচর নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্রধারণপূর্ব্বক রাজার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। দেওয়ান গৃহদ্বারের সোপানের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের মধ্যে কোনও এক ব্যক্তি বলিলেন, 'আপনি ব্যতীত আর কাহারও গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি নাই'; সুতরাং দেওয়ান একাকীই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মনে এ পর্য্যন্তও আসন্ন বিপদের কিছুমাত্র ছায়াপাত হয় নাই,—ইহাকেই বলে নিয়তি!

রাজা দিব্য সুস্থ শরীরেই স্বকীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় দর্শন করিয়া দেওয়ানের মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আর ব্যক্ত হইতে পারে নাই; তবে মনে হয়, তখনও তিনি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের অথবা সন্নিকৃষ্ট অত্যাহিতের বিষয় আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি রাজার সম্মুখে স্থাপিত এক আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষত্রিয় বা রাজপুতগণের সনাতন রীত্যনুসারে বিশ্বসিংহের বংশধরগণ সেকালে সশস্ত্র অবস্থায়ই সর্ব্বত্র যাতায়াত

দেওয়ানের উপাংশুবধ

করিতেন, সুতরাং দেওয়ানও অস্ত্রধারী হইয়াই রাজদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। প্রথম সম্ভাষণেই রাজা বলিলেন, "দাদা, আপনার তরবারিখানা কেমন দেখি"; এই কথা শুনিবামাত্র দেওয়ান দেউ অশঙ্কিতচিত্তে তরবারিখানি কোষমুক্ত করিয়া কৌতূহলী কনিষ্ঠের হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা যেন প্রগাঢ় মনোযোগসহকারে তরবারির এ দিক ও দিক পরীক্ষা করিতেছেন,—দেখিতে দেখিতে সহসা সেই সুতীক্ষ্ণ অসি সবলে এবং সাঙ্ঘাতিকভাবে দেওয়ানের দেহের উপর আসিয়া পড়িল! সম্ভবতঃ এতক্ষণে হতভাগ্য দেওয়ানের নিকট রাজার 'অসুস্থতার সংবাদে'র রহস্য সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়া গেল! সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত এবং অপ্রত্যাশিত অবস্থায় সহসা সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হইলে মানুষের যাহা হয়, তাঁহারও তাহাই হইল; হতভাগ্য দেওয়ান বামহস্তে তরবারির অগ্রভাগ ধরিবার জন্য বারংবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে "মহারাজ, আমার অপরাধ কি"? এই ভাবের প্রশ্ন এক বা একাধিক বার নির্গত হইয়াছিল, কিন্তু প্রশ্নের কোনও উত্তর তিনি প্রাপ্ত হন নাই। আততায়ীর প্রযুক্ত নিষ্ঠুর অসি তাঁহার হস্তের কিয়দংশ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল, তিনি কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না; কারণ, আত্মরক্ষা অথবা প্রতিবিধিৎসাসাধনের উপযোগী সর্ব্ববিধ বস্তু পূর্ব্ব হইতেই অতি সাবধানে সেই গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। আহত এবং একান্ত অসহায় দেওয়ান প্রাণরক্ষার স্বাভাবিক আগ্রহে গৃহের পশ্চিম দ্বার দিয়া সবেগে বহির্গত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পরিত্রাণ অথবা পলায়নের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তিনি শোণিতাক্ত শরীরে শশব্যস্তভাবে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া চারিদিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়! নিজের রক্ষিবর্গের একজনকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। দেওয়ানের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাজা এবং তাঁহার অনুচরবর্গ আশঙ্কায় প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু নিরুৎসাহ হইলেন না। প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতে না করিতেই কালা খাঁড়াধরা এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারিগণ শূল এবং তরবারি প্রভৃতি সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রের নিদারুণ আঘাতে হতভাগ্য দেওয়ান দেউর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল। নিহত দেওয়ানের প্রভুভক্ত রক্ষিবর্গ সেই নিদারুণ সংবাদে উত্তেজিত হইয়া প্রতিশোধগ্রহণের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু সেনাপতি গন্ধর্ব্ব সিংহ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন।

২৬০ রাজশকে (১১৭৬ বঙ্গাব্দে বা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ এইরূপ নৃশংসভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতার রক্তধারায় ধরণী রঞ্জিত করিয়াছিলেন। এই শোচনীয় ঘটনার জন্য ভুটীয়া প্রতিনিধি পেনগু তোমা প্রকাশ্যে কিছুই বলেন নাই; কিন্তু, তিনি রাজার পরামর্শ-দাতৃগণের নাম সংগ্রহপূর্ব্বক নিজেই ভুটানে দেবধর্ম্মের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পরে রাজা কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণকে পুনরায় দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। খাসনবীস গৌরীনন্দন মুস্তৌফী নিজের বার্দ্ধক্যনিবন্ধন অথবা সেই হেতুবাদে কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন;—তিনি দেওয়ানের এই উপাংশুহত্যায় অত্যন্ত

মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শচীনন্দন মুস্তোফীর পরামর্শে অনেক রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছিল। রাজার জ্যায়ান্ ভ্রাতা কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ নিহত দেওয়ান রামনারায়ণের বিশেষ অনুগত ছিলেন; অতঃপর রাজধানীতে অবস্থান নিরাপদ মনে না করিয়া তিনি বলরামপুরে গমন করিলেন এবং নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের পরামর্শানুসারে যাবতীয় ব্যাপার দেবধর্ম্মকে লিখিয়া পাঠাইলেন। রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য কোচবিহারে আসিয়া রাজাকে অনেক অনুযোগ করিয়াছিলেন। গোস্বামী এই সময়েই কাশীনাথ লাহিড়ীকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন।(৫)

ভুটানে দেবধর্ম্মের নিকটে দেওয়ানের উপাংশুবধের সংবাদ যথাকালে উপস্থিত হইলে তিনি অনুমান করিলেন যে, হয় রাজার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা দেওয়ান রামনারায়ণ ভুটানরাজের বিশেষ অনুগত এবং অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে বধ করা হইয়াছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া দেবধর্ম্ম মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে বন্দী করিয়া তাঁহার ভ্রাতা কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করা মনঃস্থ করিলেন; তথাপি, তিব্বতের তিশুলামার বিনা অনুমোদনে তিনি নিজের সংকল্পকে সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। তিনি প্রথমতঃ লাশার কর্ত্তৃপক্ষকে স্বমতে আনয়নের জন্য প্রয়াস পাইলেন এবং তাঁহাদের সমর্থন প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন।(৬)

দেবধর্ম্মের অভিসন্ধি

দেবধর্ম্মের আদেশে কতকগুলি ভুটীয়াসৈন্য বক্সা দুয়ারে প্রেরিত হইল। তাঁহাদের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত চেকাখাতার বার্ষিক ভোজের সংবাদ যথাসময়ে কোচবিহারে প্রেরণ করিলেন এবং 'এ বারে মহারাজ এবং দেওয়ান দেউ যেন স্বয়ং ভোজে উপস্থিত থাকেন', এরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ভুটীয়াগণের এই সানুরোধ নিমন্ত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোচবিহারে কাহারও অজ্ঞাত রহিল না। রাজা উত্তর দিলেন যে, তিনি শারীরিক অসুস্থ, সুতরাং খাসনবীস এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপে উপস্থিত থাকিয়া ভোজের ব্যাপার সুসম্পন্ন করিবেন। ভুটীয়া কর্ম্মচারিগণ কিন্তু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহারা স্বয়ং মহারাজকে ভোজে উপস্থিত থাকিবার জন্য সুদৃঢ় নির্ব্বন্ধ এবং আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উত্তর প্রত্যুত্তর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, পরন্তু কোনও পক্ষ অপরের কথায় সম্মত হইলেন না। অবশেষে গৌরীনন্দন মুস্তোফী ভুটীয়াপক্ষের প্রকৃত মনোভাব বুঝিবার জন্য তাঁহাদের নিকটে গমন করিলেন। ভুটীয়াদের সহিত কথোপকথনের ফলে বৃদ্ধ মন্ত্রী সম্পূর্ণরূপেই প্রতারিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মতে রাজাকে চেকাখাতায় নিমন্ত্রণ ভুটীয়াদের সৌজন্য অথবা সরলতামূলক আগ্রহ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। পেনশু তোমা নিজে কোচবিহারে আগমনপূর্ব্বক মহাকালের নামে শপথ গ্রহণ

(৫) কাশীনাথ লাহিড়ীর বংশধরগণ রঙ্গপুরের অন্তর্গত নলডাঙ্গার জমিদার।

(৬) *Narrative of the Bogle Mission*, pp 135, 202.

করিয়া মুস্তোফীকে সমর্থন করিলেন। অতঃপর রাজার মনে আর কোন দ্বিধার ভাব রহিল না। কাশীনাথ লাহিড়ী এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামী কিন্তু রাজার চেকাখাতাগমনের সম্পূর্ণরূপ বিরোধী ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে উক্ত প্রস্তাবের বহু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে নাজীর দেউ, দেওয়ান দেউ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া রাজা চেকাখাতা গমন করিলেন, ভুটীয়ারাও সসৈন্যে তথায় আগমন করিল। পূর্ব্বনিরূপিত স্থানে উভয়পক্ষের স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হইল। ভুটীয়ারা তাহাদের সৈন্যদলের মধ্যে কতকগুলিকে রাজার শিবিরের পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপন করিয়াছিল এবং নাজীর দেউ তাহাদের অদূরে সসৈন্যপরিবৃত স্বকীয় শিবির স্থাপিত করিয়াছিলেন। নাজীরের এইরূপ সৈন্যসমাবেশ দেখিয়া ভুটীয়ারা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

রাত্রি অতিবাহিত হইলে ভুটীয়াসৈন্য সমরসজ্জায় সজ্জিত হইল এবং রাজাকে যে তাঁহাদের সহিত বক্সায় যাইতে হইবে, ভুটীয়াসৈন্যাধ্যক্ষ প্রত্যূষে রাজাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

রাজা এবং দেওয়ান দেউ বন্দীকৃত

বিস্মিত রাজা নির্ব্বাক্ হইয়া সেই সংবাদ বা আদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। ভুটীয়া-সেনাপতির উক্ত আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে দুইটী সুসজ্জিত অশ্ব রাজা এবং দেওয়ানের সম্মুখে আনীত হইল। ভুটিয়াসেনাপতি গম্ভীরভাবে বলিলেন, স্বেচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, তাঁহাদিগকে এই অশ্বে আরোহণ করিতেই হইবে। এই আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়ানের উপাংশুহত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট শচীনন্দন মুস্তোফী, রাম ঠাকুর, কালা পূজারী, কালা থাঁড়াধরা, এবং পতি ঝারিধরা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তিই (যাঁহারা রাজার সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছিলেন) ধৃত, বন্দীকৃত এবং বক্সায় প্রেরিত হইলেন। রাজা এবং দেওয়ান অগত্যা অশ্বারোহণে তাঁহাদের সহগামী হইতে বাধ্য হইলেন। বক্সায় দুই দিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বন্দিগণকে ভুটানরাজধানী পুণাখ্য নগরে প্রেরণ করা হইল। তথায় অন্যান্য বন্দিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দুই চারি মুষ্টি মোটা এবং মলিন তণ্ডুল, ক্ষার এবং সুট্‌কী (শুষ্ক মৎস্য অথবা মাংস) আহার্য্যস্বরূপ তাঁহাদিগকে দিনান্তে প্রদত্ত হইতে লাগিল। রাজা এবং দেওয়ান দেউকে অপেক্ষাকৃত একটু ভাল অবস্থায় নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

ভুটীয়ারা অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত রাজা এবং দেওয়ানকে চেকাখাতা হইতে বন্দিভাবে স্থানান্তরিত করিয়াছিল। রাজসৈন্যাধ্যক্ষ নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ উক্ত সংবাদ পাইয়া রাজার শিবিরে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রাজাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। নাজীর দেউ এবং জ্ঞানদাস সরদার সসৈন্যে ঘটনার স্থানে উপস্থিত থাকিয়াও রাজাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন নাই, তাঁহাদের এই দারুণ অখ্যাতি অচিরে নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

গৌরীনন্দন মুস্তোফী চেকাখাতায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আত্মগ্লানি এবং লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটানে বন্দী হইলে ভুটিয়াদলপতিগণ কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজা করিলেন এবং পেনশু তোমা তাঁহার সাহায্যার্থে কিছু সৈন্যসহ কোচবিহারে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নূতন রাজা নির্ব্বাচন

মহারাণীর নিকটে রাজার বন্দীকৃত হইবার সংবাদ উপস্থিত হইলে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকে লইয়া অন্তঃপুরের একপার্শ্বে কোনও প্রকারে দিনপাত করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ লাহিড়ী রঙ্গপুরে চলিয়া যান এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামী কোচবিহারে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন।

এই রাজার সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী ভয়ঙ্কর এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১১৭৬ সালে উহার আবির্ভাব হওয়ায় বাঙ্গালার ইতিহাসে এবং জনবাদে উহা 'ছেয়াত্তরে মন্বন্তর' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কোচবিহাররাজ্যও এই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিস্তৃত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না।

ছেয়াত্তরে মন্বন্তর

এই সময়ে কোচবিহারের দক্ষিণসীমাবস্থিত কুরশা নামক স্থানে আর্ম্মানী এবং ফরাসী বণিকেরা শস্য সংগ্রহের আড়ত স্থাপন করিয়াছিলেন। কুরশা অঞ্চলের উৎপন্ন শস্য রঙ্গপুরে আমদানী হইত; যাহাতে তাহার অন্যথাচরণ না হয়, সেই জন্য রঙ্গপুরের তাৎকালিক সুপারভাইজার মিঃ গ্রস রাজার নিকটে অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২৫৭ রাজশকে কোচবিহাররাজ্যে 'ঢালা জবদ' (ঢালা জরিপ) হইবার বৃত্তান্ত প্রাচীন কাগজ-পত্রে লিখিত আছে। ১১৭৬ সনে (১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) কোম্পানীর রাজ্যের এবং কোচবিহার-রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সীমা অবধারিত হইয়াছিল; তাহাতে গীদালদহ এবং বত্রিশহাজারী পরগণার কতকগুলি তালুক চাকলে কাকিনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল।(৭)

রাজ্যের সীমা নিরূপণ

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ

রাজশক ২৬১-২৬২, শকাব্দ ১৬৯২-১৬৯৩, বঙ্গাব্দ ১১৭৭-১১৭৮, খৃষ্টাব্দ ১৭৭০-১৭৭২

কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ ভুটীয়াদিগের দ্বারা কোচবিহারের রাজসিংহাসনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তিনি কুলপ্রথানুসারে রাজা হন নাই; অধিকন্তু, মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জীবিতাবস্থায়ই রাজা হইয়াছিলেন। উক্ত কারণে প্রজাবর্গ এবং মন্ত্রিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন.

(৭) কাকিনার 'শম্ভুবংশ চরিত,' ১২ পৃষ্ঠা।

না।(৮) পূর্ব্বমন্ত্রিগণ কেহই এই রাজতন্ত্রের কার্য্যে যোগদান করেন নাই এবং গৌরীনন্দন মুস্তোফী ইচ্ছাপূর্ব্বক অনুপস্থিত ছিলেন। নূতন রাজা নিহত দেওয়ান রামনারায়ণের পুত্র কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণকে দেওয়ানের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। হরেশ্বর কার্য্যীকে খাসদেওয়ানীয়ার এবং মদনমোহন ভাণ্ডারঠাকুরকে মালখানার কর্ম্মের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। কার্য্যতঃ ভুটীয়া প্রতিনিধি পেনও তোমাই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন এবং তাঁহার অভি-প্রায়ানুসারেই সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহিত হইত; রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজ্যে ভুটীয়াশাসন

রাজ্যে ভুটীয়াশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় নাজিরের স্বকীয় অধিকার রক্ষা করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং নানা কারণে ভুটীয়াদের সঙ্গে ক্রমশঃ তাঁহার বিবাদ জন্মিতে লাগিল। ভুটীয়াদের গর্ব্বিত এবং যথেচ্ছ আচরণে রাজা এবং নাজির উভয়েই সাধারণের দৃষ্টিতে হেয় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজার নিকটে আবশ্যক সংবাদাদি প্রেরণ করাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, রাজা এবং রাজপরিবারের অত্যাবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হওয়াও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাণীর 'খামারখাতা' এবং 'অন্দরান' যৎসামান্য ভূমি যাহা ছিল, তাহারই আয় হইতে রাজপরিবারের এবং রাজমাতা সত্যভামাদেবীর ব্যয় কোনও ক্রমে সঙ্কুলান হইতে লাগিল। নূতন রাজাও সময়ে সময়ে তাহা হইতে কিছু কিছু প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে নূতন রাজার বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। এই বিবাহ উপলক্ষে নানা স্থানে যথারীতি নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইয়াছিল এবং নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণও বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। দেবধর্ম্মের নিমন্ত্রণ এবং লৌকিকতা প্রাপ্ত হইয়া একজন 'জিনকাপ' (কর্ম্মচারী) দ্বারা বিবিধ যৌতক দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাশীনাথ লাহিড়ী, সর্ব্বানন্দ গোস্বামী, কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ, অন্যান্য কুমার, কার্য্যী এবং ইশরগণ বিবাহে উপস্থিত

---

(৮) এই রাজার অভিষেককালে নাজীরকর্ত্তৃক ছত্রধারণের সংবাদ রাজোপাখ্যানে লিখিত নাই; কার্য্যতঃ তাহা হইয়াছিল বলিয়াও অনুমিত হয় না। কমিশনার মার্শী এবং শোভের সমক্ষে নাজির খগেন্দ্রনারায়ণের পক্ষের সাক্ষিগণের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভুটীয়াপক্ষের এবং তাঁহার (নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের) সম্মতিক্রমে রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন (*Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 37, 44*)। অভিষেককালে নাজীরকর্ত্তৃক ছত্রধারণের প্রথা কমিশনারের অনুসন্ধানের অন্তর্গত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, নতুবা খগেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে ঐরূপ প্রমাণ প্রদানের আবশ্যক হইত কি না সন্দেহ।

পূর্ব্বাপর অবস্থা আলোচনা করিলে রাজেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকব্যাপারে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ সম্মত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কোচবিহারের রাজনির্ব্বাচনের কোনও অধিকার ভুটানের রাজার ছিল না। রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়ার কালে প্রকৃত অভিষিক্ত রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ জীবিত ছিলেন, রাজেন্দ্রনারায়ণের অঙ্গুলিতে ক্ষত থাকায় কুলপ্রথানুসারে পূর্ব্বেই তিনি রাজা হইবার অযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বমন্ত্রিগণের কেহই তাঁহার অধীনতায় কর্ম্ম করিতে সম্মত হন নাই।

হইয়া যৌতক প্রদান করিয়াছিলেন। ১১৭৮ বঙ্গাব্দের (২৬২ রাজশক বা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের) চৈত্র মাসে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিবাহের পঞ্চম দিবসে রাজা জ্বরাক্রান্ত হন। ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ রাজার অসুস্থতার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যে দিবস রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই দিবস অপরাহ্ণেই, অর্থাৎ বিবাহের সপ্তম দিবসে, রাজার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে এবং উক্ত কারণে ঐ রাজা 'লগাইরাজা' বলিয়া লোকমুখে অভিহিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ দুই বৎসর কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজার দেহত্যাগ

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যুর পর রাজ্যে পুনরায় অরাজকতা নিবন্ধন গোলযোগের সূত্রপাত হইয়া উঠিল। পেনগু তোমা দেবষধুরকে রাজার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ নামে মৃত রাজার এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি ভুটীয়া প্রতিনিধি পেনগু তোমার সাহায্যে নিহত দেওয়ান রামনারায়ণের পুত্র কুমার বীজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। রায়কত দর্পদেব উক্ত কার্য্যে তাঁহার সহায় ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রায়কতগণের কোচবিহারের রাজসিংহাসন-লাভের প্রয়াস ইতঃপূর্ব্বে ব্যর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী রায়কতগণ সেই লোভ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা সর্ব্বদাই সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। অধিকন্তু, ভুটীয়াদিগের সহায়তায় তাঁহারা কোচবিহাররাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।(৯) সেই সময়ে রাজচিহ্নাদি দ্রব্যসমূহ মদনমোহনদেবের মন্দিরে রক্ষিত থাকিত এবং পেনগু তোমা তথায় প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, হরেশ্বর কার্য্যী এবং যদুনন্দন ভাণ্ডারঠাকুর তাহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ দিকে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মহিষীর অনুজ্ঞানুসারে কাশীনাথ লাহিড়ী এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামী নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের নিকট গমন করিয়া বন্দীকৃতরাজার পুত্র কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করার জন্য নাজীরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কুমার বীজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করা নাজীরেরও মনঃপূত ছিল না, তিনি লাহিড়ী এবং গোস্বামীর পরামর্শে কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকেই রাজা করিতে সম্মত হন। তাঁহার সৈন্যদল ভুটীয়াদলকে বিতাড়িত করিয়া রাজধানী অধিকার করে এবং হরেশ্বর কার্য্যী ও যদুনন্দন ভাণ্ডারঠাকুর স্থানান্তরিত হন।

রাজার নির্ব্বাচনে গোলযোগ

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ

রাজশক ২৬৩-২৬৫, শকাব্দ ১৬৯৪-১৬৯৬, বঙ্গাব্দ ১১৭৯-১১৮১, খৃষ্টাব্দ ১৭৭২-১৭৭৫।

ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকে ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক রাজমন্দিরে গমন করিয়া তথায় তাঁহাকে যথারীতি অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।(১০) নাজীর নূতন রাজার নামকে

(৯) *Cooch Behar Select Records. Vol. I, pp 11, 12.*

(১০) ১১৭৮ (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ) সনের চৈত্র মাসে এই অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন, রাজার নামে মুদ্রা এবং ছাপমোহর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং নাজীর নূতন মুদ্রায় রাজাকে নজর প্রদান করিয়াছিলেন। রাজাদেশে মৃত রাজার দেহের অন্তিমসংকার এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ সেই সময়ে 'দেওয়ানের' পদলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

রাজেন্দ্রনারায়ণের অনুরূপ ধরেন্দ্রনারায়ণও সর্ব্বজনমান্ত রাজা ছিলেন না। খাসনবীস কাশীনাথ লাহিড়ী এবং রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণকে বলিয়াছিলেন যে, 'যদ্যপি এই সময়ে আপনি মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ কাঁচুয়াকে রাজা না করেন, তবে রাজ্য ভুটিয়ার বশ হইল, আপনিও সুস্থির থাকিতে পারিবেন না।' নানা কারণে ধরেন্দ্রনারায়ণকে কেহ 'অস্থায়ী রাজা,' কেহ বা 'নায়েব রাজা' বলিতেন।(১১)

অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার পক্ষে মহারাণী কামতেশ্বরী রাজকার্য্য পরিচালন আরম্ভ করিলেন। মহারাণী রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর বিশেষ অনুগত ছিলেন, গোস্বামীও সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন না; এরূপ অবস্থায়, রাজকার্য্যে গোস্বামীর প্রভুত্ব অচিরে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

রাজকার্য্যে সর্ব্বানন্দ গোস্বামী

মহারাণীর আদেশে কাশীনাথ লাহিড়ীকে খাসনবীসের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ও দিকে খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের নিজেরই রাজকার্য্য পরিচালনে প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল, সুতরাং উক্ত ব্যবস্থায় তিনি আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন; অধিকন্তু, রাজকার্য্যে গোস্বামীর এরূপ ঘনিষ্ঠ-সংস্রব তাঁহার আদৌ প্রীতিপ্রদ হয় নাই। যাহা হউক, এইরূপে তিন মাস কাল এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল।

পেনশু তোমা, নাজীরকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, দেবধরের নিকটে গমন করেন। দেবধর্ম্ম সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া নাজীরের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার আচরণের প্রতিফল প্রদান মানসে তিন কাহণ (৩,৮৪০) ভুটীয়া-সৈন্ত বক্সা দুয়ারের পথে কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন।

ভুটীয়া আক্রমণ

এ দিকে নাজীরও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কুমার ভগবন্তনারায়ণের অধীনতায় একদল সৈন্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিতেছিলেন। ভগবন্তনারায়ণ শৌর্য্যবীর্য্যশালী রাজপুরুষ ছিলেন; যদিও তাঁহার এক পদ বিকল ছিল, তথাপি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সৈন্ত পরিচালন করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভগবন্তনারায়ণ ভুটীয়াসৈন্তের আগমন-

---

(১১) During which time Dherindra Narayan his (Dhairjendra Narayan's) eldest son officiated, after which being released by the favour of the English, on his son the Raja's dying, he was reinstated, *Report of Konongows to East India Camqany, dated the 6th February, 1784.*

'Assuming the whole sovereign authority and styling his (Dhairjendra Narayan's) son Naib Rajah. *Government Select Records Vol. I, p 544,*

সংবাদ অবগত হইয়া সসৈন্যে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন এবং চেকাখাতায় উভয় পক্ষ সম্মিলিত হইলে যুদ্ধারম্ভ হয়। রাজসৈন্যের বিক্রমে ভুটীয়াসৈন্য পরাজিত হইয়া বক্সাদুয়ারের দিকে পলায়ন করে এবং তাহাদের অনেক সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়।

ও দিকে দেবযধুর এই পরাজয়সংবাদে হতোৎসাহ হন নাই, পরন্তু তাঁহার আদেশে এক বিরাট বাহিনী কোচবিহার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভুটানের নানা স্থানে যে সমস্ত ভুটীয়া সৈন্যদল ছিল, তাহাদিগকে একত্র করা হইল, দেবযধুরের এক ভাগিনেয় (একজন জিম্পে) সৈন্যাধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন, এবং তাঁহার নেতৃত্বে আট দশ সহস্র সুসজ্জ সৈন্য পর্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে নামিয়া সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইল।(১২) এই যুদ্ধে রায়কত দর্পদেব সসৈন্যে ভুটীয়াপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। ভুটীয়া সৈন্যদলে বহুসংখ্যক পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিল বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল না থাকায় তাহারা শিক্ষিত সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। তাহাদের মধ্যে বন্দুকধারী সৈন্য ছিল, কিন্তু তাহারা বন্দুক-চালনায় পটু ছিল না। ভুটীয়াসৈন্যের প্রত্যেকে এক এক খণ্ড তীক্ষাগ্র কাষ্ঠ ধারণ করিত, তদ্দ্বারা তাহাদের যুদ্ধ এবং আবশ্যক মত শিবিরনির্ম্মাণ উভয় কার্য্যই সমাধা হইত।

রায়কতের শত্রুতা

ভুটীয়াদের এই বিরাট আয়োজনের সংবাদ নাজীর যথাসময়ে অবগত হইয়াছিলেন এবং তিনি বালক রাজা, মহারাণী ও রাজপরিবারের অন্যান্য সকলকে বলরামপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনতায় তিন সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না, এবং তাহাদের মধ্যে তিন চারি শত সৈন্য রাজপ্রাসাদ এবং কোষাগার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। গোস্বামী এবং খাসনবীস সৈন্যসংগ্রহের জন্য রঙ্গপুরে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথায় কিছু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের সহিত রূপণ সিংহ জমাদারকে কোচবিহারে প্রেরণ করেন। এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ চারিসহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পাঁচশত নূতন লোক ছিল। এই সৈন্যদল অসি, তীর, বল্লম এবং বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা সজ্জিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যথোচিত শিক্ষার অভাবে অস্ত্রপরিচালনের নিপুণতা তাহাদের ছিল না। কামান, অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী এবং কয়েকটী রণহস্তীও তাহাদের ছিল। ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের নেতৃত্বে কুমার ভগবন্তনারায়ণ উক্ত সৈন্যদল পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামী ও কাশীনাথ লাহিড়ী ও

দেবযধুরের যুদ্ধজয়

(১২) *Narrative of the Bogle Mission, p 147.*

রাজোপাখ্যানে ভুটীয়া সৈন্যাধ্যক্ষের নাম 'জিম্পে' এবং সৈন্যের সংখ্যা ১৩ কাহণ, (২০,৮৮০) লিপিবদ্ধ আছে, (মরখণ্ড, ১৭শ অধ্যায়) কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ভুটানে দেবরাজের পাত্রবাহক এবং পূজাপদ্ধতির অধ্যক্ষ কর্ম্মচারীকে 'জিম্পে' বলিত। *Embassy to Tibet, pp 66, 76.*

তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ভুটীয়াগণকে বাধাপ্রদানের জন্ত রাজ্যের উত্তরাংশে নানা স্থানে সৈন্ত স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভুটীয়াদের সহিত যুদ্ধে ক্রমশঃ পরাজিত হইতে থাকে, এবং অবশেষে সম্মিলিত রাজসৈন্তের সহিত ভুটীয়াদের ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ হয়। নাজীর প্রাণপণ করিয়া এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরিণামে পরাজিত হন এবং তাঁহার চারিসহস্র সৈন্ত ভুটীয়াসৈন্তের সহিত সম্মুখসংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়।

পরাজিত নাজীর, গোস্বামী এবং লাহিড়ী প্রথমতঃ বলরামপুরে এবং পরে রাজা ও রাজপরিবারবর্গসহ তথা হইতে পাঙ্গায় গমন করেন। তথায় রাজা এবং রাজপরিবারের অবস্থানের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া সকলেই রঙ্গপুরে গিয়া উপস্থিত হন, কিন্তু নাজীরের নিজের পরিবারবর্গ রাঙ্গামাটীতে প্রেরিত হয়। এদিকে ভুটীয়াসেনাপতি কোচবিহার বিজয় করিয়া নিহত দেওয়ান রামনারায়ণের পুত্র বীজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কোচবিহারে না রাখিয়া চেকাখাতায় রাখা হইয়াছিল; কিন্তু, তথাকার জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়ায় অল্প দিবস পরেই বীজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছিল।

বীজেন্দ্রনারায়ণ

ভুটীয়াসেনাপতি উল্লিখিত যুদ্ধত্রয়ের পরে স্বকীয় অধিকার সুদৃঢ় করার মানসে গীদালদহ, বালাডাঙ্গা, মওয়ামারী, ময়নাঘাট ও লক্ষ্মীপুরে দুর্গনির্ম্মাণ এবং রাজধানী বিশেষভাবে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্তদলে কতকগুলি উত্তর-ভুটানের লোক ছিল; তাহারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় ও পীতবর্ণবিশিষ্ট ছিল এবং দক্ষিণ ভুটানের অধিবাসীদের সহিত তাহাদের ভাষার ঐক্য ছিল না। নিষ্ঠুরাচরণ এবং মত্তমাংসপ্রিয়তা তাহাদের মধ্যে অধিকতর পরিমাণে দৃষ্ট হইত।(১৩)

ভুটীয়া অধিকার

ভুটীয়া সৈন্তাধ্যক্ষ রাজবাটীর রঙ্গমন্দিরে স্বকীয় বাসস্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে বহির্গমনের জন্ত একটী মাত্র পথ উন্মুক্ত এবং নিরাপদ রাখিয়া, রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে "বিষ পাঞ্জিজি" (বাঁশের সূক্ষ্মাগ্র এবং বিষাক্ত খোঁটা) পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ শাল্মলীবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল; ভুটীয়া সেনাপতি তাহাদের মধ্যে মধ্যে কাষ্ঠস্তম্ভসমূহ প্রোথিত করিয়া বাঁশের সাহায্যে সে গুলিকে এক প্রকার দুর্গপ্রাচীর বা গড়ে পরিণত করিয়াছিলেন।

---

(১৩) কথিত আছে যে, ভুটীয়া সেনাপতি সেই সমস্ত সৈন্তের আহারের জন্ত কোচবিহারের প্রজাবর্গের অনেক স্ত্রীপুরুষকে ছাগ ও মেষের ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং পশুমাংসের অভাব হইলে তাহাদিগকে সেই নরভুক্‌দিগের নিকটে প্রেরণ করিতেন। রাজোপাখ্যান, নবখণ্ড, ১৭শ অধ্যায়।

ভুটান অথবা তিব্বতের অধিবাসীরা যে নরখাদক ছিল, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

রায়কত দর্পদেব এবং দেবযধুর কোচবিহাররাজ্য অধিকার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা রাজাকে সর্ব্বপ্রকারে নির্ম্মূল করার আয়োজন করিয়াছিলেন। দেবযধুর বিজনীরাজের পথে দুই হাজার ভুটীয়াসৈন্য নাজীরের বিরুদ্ধে প্রেরণপূর্ব্বক বিজনীরাজকে সেই সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু রঙ্গপুরের কালেক্টারের প্রতিকূলতায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। এ দিকে ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ বিপদুদ্ধারের মানসে সর্ব্বানন্দ গোস্বামী ও কাশীনাথ লাহিড়ীর সহিত পরামর্শপূর্ব্বক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে মোগল বাদশাহের কবল হইতে কোচবিহাররাজ্যের স্বাধীনতা মুক্ত হইয়াছিল এবং মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে তাহার উপরে ভুটানরাজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু কোচবিহার রাজ্য যে ভুটানের অধীন হইয়াছিল, কোনও পক্ষই তাহা মনে করিতেন না। এক্ষণে সেই রাজ্যের স্বাধীনতা উল্লিখিত সাহায্যলাভের বিনিময়ে কোম্পানীর হস্তে সমর্পিত হইল।

দেবযধুর ও রায়কতের চেষ্টা

কোম্পানীর অধিকৃত প্রদেশের প্রান্তভাগে সসজ্জ ভুটীয়াসৈন্যের সমাবেশদর্শনে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে চিন্তিত ছিলেন, এক্ষণে রঙ্গপুরের সার্কিটকমিটীর যোগে তাঁহাদের সহিত নাজীরের সন্ধির সর্ত্ত লইয়া আলোচনা আরব্ধ হইল। নাজীর সর্ত্তগুলির মধ্যে রাজার টাকা প্রস্তুতের অধিকার অব্যাহত এবং বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতের উপরে রাজার প্রভুত্ব পুনঃ সংস্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রেভিনিউবোর্ড ঐ দুইটী সর্ত্তের সম্বন্ধে তৎকালে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে সন্ধির অন্যান্য সর্ত্তগুলি অবধারিত করেন এবং তাহাই পরে যথারীতি সম্পাদিত হয়। সন্ধির সর্ত্ত আলোচনা কালে এবং তাহা নিয়মিতভাবে বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গপুরের কালেক্টার মিঃ পার্লীং রেভিনিউ কাউন্সিলের অনুমতি সাপেক্ষে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এক কোম্পানী সিপাহী কাপ্তান জোন্সের অধীনতায় রাজাকে রক্ষার নিমিত্ত কোচবিহারে প্রেরণ করেন।(১৪) লেঃ ডিকসন ও মিঃ ডরহাম এই সৈন্য দলে ছিলেন। ইংরেজ সৈন্য শীতলদহ, দীনহাটা, বালাভাঙ্গা এবং

কোম্পানীর সহিত সন্ধিস্থাপন

কোম্পানির সৈন্যসমাগম

---

(১৪) 'I have therefore now sent a company of sepoys to Nazir Deo to remain with him and protect him until I hear from you which I hope will suit with your approbation'.

Letter from the Collector of Rungpore to the Council of Revenue, dated 21st Nov. 1772,—Bengal Secret Consultations, 1773.

'Immediately upon an application from the Behar pepole for assistance, despatched a battalion of the Company's Sepoys to repel the invaders'. *Narratives of the Bogle Mission, p. 186.*

মিঃ বগলের এই ভুটান ভ্রমণবৃত্তান্ত উল্লিখিত অভিযানের এক বৎসর পরেই লিখিত হইয়াছিল।

মওয়ামারি প্রভৃতি স্থান অধিকারপূর্ব্বক কোচবিহারে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে কোম্পানীর সৈন্তের সহিত ভুটীয়াদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। কোম্পানির পক্ষে লেপ্টনান্ট ডিকসন ও কাপ্তান জোন্স আহত হন এবং তাঁহাদের একচতুর্থাংশ সৈন্ত হতাহত হয়, কিন্তু পরিণামে ইংরেজ সৈন্ত জয়লাভ করে এবং ভুটীয়ারা হটিয়া যায়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর বিহারদুর্গ কোম্পানীর সেনাপতির হস্তগত হয়।

কোচবিহার অধিকার

ভুটীয়াগণকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে হইলে আরও অধিকতর সৈন্তের সাহায্য আবশ্যক বলিয়া কাপ্তান গবর্ণরকে লিখিয়া পাঠান। রাজধানী অধিকৃত হইলে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে বালক রাজাকে সঙ্গে লইয়া নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক মিঃ পার্লীংএর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে মিঃ পার্লীংএর পরামর্শে নাজীর তাঁহার অধীন সন্ন্যাসীদিগকে বিদায় প্রদান করিয়াছিলেন।

কোচবিহারদুর্গ কোম্পানীর হস্তগত হইলে রায়কত দর্পদেবের সহিত ভুটীয়াদের যোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয় এবং কাপ্তান জোন্স দর্পদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কাপ্তান জোন্স মওয়ামারী হইতে লালবাজার হইয়া পাটগ্রামে গিয়া উপস্থিত হন। তিনি ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী পাটগ্রাম হইতে গবর্ণরকে লিখিয়াছিলেন যে, দর্পদেবের অধীনতায় পাঁচ ছয় হাজার সৈন্ত আছে, এবং তিনি শুনিয়াছেন যে, রহিমগঞ্জ ও তাহার পশ্চিম অঞ্চল জনশূন্ত হইয়াছে।(১৫) দর্পদেবের সৈন্তগণ বানিয়াডাঙ্গীতে থানা স্থাপন করিয়াছিল; ২৮শে জানুয়ারী তাহাদের সহিত কোম্পানীর সৈন্যের এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দর্পদেবের বহু সৈন্য হতাহত হইলে অবশিষ্ট সৈন্তের কতক ভোটহাটের দিকে এবং কতক তিস্তা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করে।

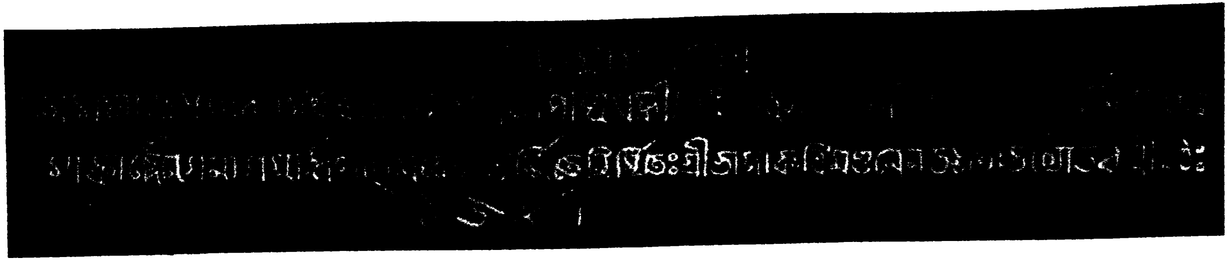
রায়কতের পশ্চাদ্ধাবন

কাপ্তান টমাস দর্পদেবের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই সসৈন্তে সন্তোষগঞ্জে (?) অবস্থান করিতে ছিলেন। কাপ্তান জোন্স ৩০শে জানুয়ারী চাঙ্গড়াবান্ধা হইতে গবর্ণরকে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি পরদিবস রহিমগঞ্জের দুর্গ অধিকার করিবেন এবং যত্তপি ভুটীয়াদিগের আক্রমণে কোচবিহারের অবস্থা বিপজ্জনক না হয়, তাহা হইলে তিনি নদী পার হইয়া দর্পদেবের প্রধান কেন্দ্র জলপাই-গুড়ির দুর্গ আক্রমণ করিবেন; তথায় বহু ফকিরসৈন্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া তিনি সংবাদ

রহিমগঞ্জ অধিকার

---

(১৫) 'Dirrap Deo, whose forces are joined with the sunasses and under hope of whose reward they have yet stood, is at Luckipoor one of the passes into the hills of Boutan, Rohimgunje and the country to the westward I hear is deserted. The Strength of the enemy is by most accounts said to amount to five or six thousand men.' *Bengal Secret Consultations, 1773.*



কামতেশ্বরীর মন্দিরের দ্বারলিপি

To face, p 166

পাইয়াছেন।(১৬) ইহার পরে কাপ্তান জোন্স ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তিস্তানদী উত্তীর্ণ হন এবং ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত দুইটা কামান এবং একটা হাউইজার ছিল। দর্পদেব প্রায় দেড়হাজার হিন্দুস্থানী সৈন্য সহকারে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন; কাপ্তান জোন্সের সৈন্যবল পর্য্যাপ্ত বিবেচিত না হওয়ায় আরও সৈন্যপ্রেরণের আদেশ হয়। দিনাজপুর হইতে এক বেটেলিয়ান সৈন্য পুর্ণিয়া ও তীরহুতের সীমায় সন্ন্যাসিগণকে বাধা দিতে আদিষ্ট হয়, এবং বলরামপুর হইতে আর একদল সৈন্য কাপ্তান ষ্টুয়ার্টের অধীনতায় সন্ন্যাসীদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রেরিত হয়। পাটনা হইতে আরম্ভ করিয়া নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলার কর্ম্মচারিগণও আবশ্যক সাহায্য প্রেরণ করিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর কাপ্তান জোন্স ক্রমশঃ সন্ন্যাসীকাটা এবং দেবগাঁও হইয়া ডালিংকোট অধিকার করেন।

কাপ্তান জোন্স দর্পদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা কালে মিঃ পার্লীং কোচবিহারের উত্তরাঞ্চল করায়ত্ত করার মানসে ১৫ই ফেব্রুয়ারী লেপ্টনাণ্ট ডিক্‌সনকে চেকাখাতা এবং আবশ্যক হইলে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান অধিকারের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; মিঃ পার্লীং এই সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু ইংরেজসৈন্যের আগমনসংবাদে ভুটীয়ারা পূর্ব্বেই চেকাখাতা ত্যাগ করিয়াছিল। কতকগুলি সন্ন্যাসী ঐ স্থানের পূর্ব্বদিকে দলবদ্ধ হইয়াছিল, কোম্পানীর সৈন্যের আগমনে তাহারাও স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ইহার পরে লেঃ ডিক্‌সন বক্সা-

বক্সা অধিকার

দুয়ার আক্রমণ করেন এবং ঘোরতর যুদ্ধের পরে তাহা অধিকারপূর্ব্বক ভুটীয়াদের মাচাঙ্গগুলি পোড়াইয়া দেন। ভুটীয়াদের বহু যুদ্ধসামগ্রী এবং প্রায় তিন পাউণ্ডের দুইটী ভাল কামান ইংরেজপক্ষের হস্তগত হয়।

উক্ত যুদ্ধের পরে ইংরেজসৈন্যের লক্ষ্মীদুয়ার অধিকারের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু বক্সা অধিকারের পর দিবস একজন ইংরেজ সার্জ্জেণ্ট নিকটবর্ত্তী এক জলের ঝরণার নিকট

বক্সায় পরাজয়

গমন করায় শত্রুপক্ষের গুপ্ত আক্রমণে নিহত হন। ভুটীয়াগণ বক্সার নিকট পার্ব্বত অরণ্যের নানা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রিতে তাহার চতুষ্পার্শ্বের পাহাড়গুলি অধিকারপূর্ব্বক কোম্পানীর সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে। এই অবস্থায় মিঃ পার্লীং ইংরেজসৈন্যদলকে বক্সা ত্যাগ করিয়া আসিবার আদেশ প্রদান করেন এবং তদনুসারে সৈন্যদলকে নীরবে পার্ব্বতপথ অতিক্রম করিতে আদেশ করা হয়; কিন্তু, প্রত্যাবর্ত্তনকালে পশ্চাদ্ভাগের একজন সুবাদার শত্রুপক্ষের উপর গুলি বর্ষণ করায় ইংরেজপক্ষ দুর্দ্দশায় পতিত হয়। ভুটীয়ারা সঙ্কীর্ণ গিরি-

---

(১৬) 'I now propose taking possession tomorrow of the Fort of Rohimgunge, from whence if the situation of Beyhar with regard to the Boutans of which Mr. Purling will advise me, does not render it dangerous—I shall proceed to cross the river to Gilpygory, a principal Fort belonging to Durrup Deo where I learn he is inciting the Faquirs to make another stand'. *Bengal Secret Consultations, 1773.*

মধ্যের উপরিস্থ শৈলশৃঙ্গগুলির নানা স্থানে প্রস্তর সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা গুলির আঘাতে উত্তেজিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডগুলি ইংরেজসৈন্যের উপরে গড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল। এই বিপদে ইংরেজসৈন্য প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু আত্মরক্ষার অথবা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার পথ এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। লেপ্টনাণ্ট ডিক্সন গবর্ণরকে তাঁহাদের এই দুরবস্থার যে বিবরণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের অতিকষ্টে প্রত্যাবর্ত্তনের, ১৪ জন সৈনিকের প্রস্তরসমাধি লাভ করার এবং আজ্ঞা অবহেলা হেতু উল্লিখিত সুবাদারকে বন্দীকরণের উল্লেখ আছে।

ইংরেজসৈন্য চেকাখাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মিঃ পার্লীং কোম্পানীর সহিত যুদ্ধের অপকারিতার উল্লেখ পূর্ব্বক বন্দী কোচবিহাররাজকে প্রত্যর্পণ করিতে ভুটানে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; অন্যথায়, তিনি ভূটানের রাজধানী তাসিসুদন আক্রমণ করিবেন, পত্রে ইহাও লিখিত ছিল। এই সময়ে ভুটানের ধর্ম্মরাজ কোচবিহারের রাজার এক ভৃত্যের দ্বারা মিঃ পার্লীংকে সন্ধির ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি প্রকাশ করে যে, ভুটীয়ারা অত্যন্ত ভীত হইয়া কাড়ীর রাজার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া কোচবিহাররাজকে ফেরত পাঠাইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

সন্ধির প্রয়াস

মিঃ পার্লীং চেকাখাতায় অবস্থানপূর্ব্বক যখন ভুটীয়াদের সহিত সন্ধিস্থাপনের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন, এমত সময়ে একদিবস রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে তিনি প্রায় চারি সহস্র ভুটীয়া সৈন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাঁহার পক্ষে ২২৬ জন মাত্র সিপাহী, লেপ্টনাণ্ট ডিক্সন, লেপ্টনাণ্ট টেলার, কাপ্তান মার্টিন, মিঃ বেকার এবং মিঃ নলিস ছিলেন। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধে অতিবাহিত হইয়া পর দিবস কয়েকদণ্ড পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল। ইংরেজপক্ষ কেবল আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্যমে তাঁহাদের ২০০ সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করিয়াছিল ও লেপ্টনাণ্ট টেলার আহত হইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা অতিকষ্টে কতিপয় সিপাহীসহকারে রক্ষা পাইয়া গবর্ণরকে এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইহার পরে ইংরেজসৈন্য পুনরায় চেকাখাতা অধিকার করে।

চেকাখাতায় পরাজয়

ভুটীয়াগণ সমতল ভূভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেবধর্ম্মরের ভাগ্যও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। নবনির্ব্বাচিত দেবরাজ তিব্বতীয় কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় কোম্পানীর দরবারে সন্ধির প্রার্থনা করেন। সেই সময়ে ভুটানের উপর তিব্বতের লামার বিশেষ প্রভাব ছিল এবং তিশু লামা তিব্বতের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। তিশু লামা উক্ত ব্যাপারে মধ্যস্থের কার্য্য করিতে অগ্রসর

দেবধর্ম্মরের পরিণাম

তিশু লামার মধ্যস্থতা

হন এবং সন্ধিস্থাপনের জন্য গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট দূত প্রেরণ করেন। তিনি নামায় পত্র কাউন্সিলে আলোচিত হইয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে দেবরাজের সহিত কোম্পানীর সন্ধি স্থাপিত হয়।

সন্ধি স্থাপিত হইলে নূতন দেবরাজ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে মুক্তিদানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তিনি নানা প্রকারের মূল্যবান্ বস্ত্র, আটটী টাঙ্গন অশ্ব, 'কোচিন' এবং 'দেবাঙ্গ' নামক ভুটীয়া বস্ত্র রাজাকে উপহার প্রদান করিয়া রাজা, দেওয়ান এবং তাঁহার অন্যান্য সঙ্গিগণকে বক্সার পথে চেকাখাতায় প্রেরণ করেন।(১৭) দেবধর্ম্মের উল্লিখিত ব্যবহারে ধর্ম্মরাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।(১৮) যুদ্ধাবসানে কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ বগল্ ভুটানে গমন করিলে, কোচবিহারের রাজার সহিত ভুটানের পূর্ব্ব সদ্ভাব পুনঃস্থাপন করাইয়া দিবার জন্য দেবরাজ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন (১৯)

রাজা এবং দেওয়ানের মুক্তিলাভ

রাজার প্রত্যাগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নাজীর এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য চেকাখাতা গমন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর সহিত সন্ধিস্থাপনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নাজীরকে বলেন, 'বাবা নাজীর রাজ্য কেনে কোম্পানীতে দিলা? ৮/০ দস্ত গজ সিকার রাজস্ব অন্তকে রাজকর দিলে ছত্রধারী রাজা কি প্রকারে বলা যায়?' নাজীর উত্তর দিয়াছিলেন, 'মহারাজ আপনকাক রাজ্যসহিত শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করার কারণ কোম্পানীতে নালবন্দি স্বীকৃত হইয়াছি।' রাজা বলিলেন, 'আমার কর্ম্মে যে ছিল হইয়াছে, বিশ্বসিংহের সন্তান একজন নাই অন্যজনে রাজা হইত; স্বয়ংসিদ্ধি রাজ্য

রাজার মানসিক অবস্থা

---

(১৭) রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যে স্থানে প্রথমে অন্নাহার করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে 'রাজাভাতখাওয়া' নামে পরিচিত হইয়াছে। *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement, p 247.*

'রাজাভাতখাওয়া'র অদূরে 'চেকাখাতা' অবস্থিত ছিল; চেকাখাতায় কোচবিহার এবং ভুটান রাজের যে বার্ষিক ভোজের অনুষ্ঠান হইত, সেই ভোজের স্থান হইতে 'রাজাভাতখাওয়া' নাম সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। কথিত আছে যে, রাজার ভুটানে অবস্থানকালে ভুটীয়া রমণীর গর্ভে তাঁহার সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। (দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলী, ৮৪ পত্র) এই রাজার বৃদ্ধ প্রপৌত্র (পরলোকগত) কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বার-এট-ল মহাশয় লেখককে বলিয়াছিলেন যে, মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের ভুটীয়া রমণীর গর্ভজাত সন্তানেরা সময়ে সময়ে কোচবিহারে আগমন করিতেন। একদা কোনও উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অগ্নিক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন; হস্তী অকস্মাৎ ভীত এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিলে তাঁহারা ভূপতিত হন। উহাকে প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র মনে করিয়া তাঁহারা সেই রাত্রিতেই বক্সা প্রস্থান করেন, কোচবিহারে আর আইসেন নাই।

(১৮) মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের নামে ধর্ম্মরাজের লিখিত ২৬৭ রাজশকের ২৯শে আষাঢ়ের পত্র।

১৯) *Narratives of the Bogle Mission, p 189.*

ছিলাম অথন অন্তের অধীনতা কি প্রকারে স্বীকার করিব?' এই বলিয়া রাজা নিরুত্তর হইয়াছিলেন, আর কাহারও কোনও কথার উত্তর প্রদান করেন নাই। রাজার পুনরাগমনে রাজধানীতে নানা প্রকারের আনন্দোৎসব এবং মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সর্ব্বানন্দ গোস্বামী এবং কাশীনাথ লাহিড়ী রাজার ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজাসনে রীতিমতভাবে উপবেশনপূর্ব্বক রাজকার্য্য পরিচালন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। 'বাবা ধরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছে, তিনি রাজত্ব করুন' বলিয়া মহারাজ নির্জ্জনে ধর্ম্মালোচনায় দিনপাত করিতে আরম্ভ করেন।

রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ পার্লীংএর সহিত মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ একবার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। শচীনন্দন মুস্তোফী, রাম ঠাকুর অথবা কালা পূজারী প্রভৃতির সহিত রাজার কদাচ দেখা সাক্ষাৎ হইত। ভুটানের ধর্ম্মরাজ রাজার মানসিক উদাসীনতার সংবাদ অবগত হইয়া রাজকার্য্যে মনোযোগ প্রদানের জন্ত উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই সন্ধিপত্রের অঙ্গীকারানুসারে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের দ্বারা কোচবিহাররাজ্যের হস্তবুদ অবধারিত হইয়াছিল। মিঃ পার্লীং

রাজস্ব অবধারণ

কর্ত্তৃক ১১৮০ সনে (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে) সমগ্র কোচবিহার-রাজ্যের রাজস্বের সেই হস্তবুদ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজ্যের বিভাগ এবং রাজস্বের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ অবধারিত হইয়াছিল, দেখা যায়,—যথা :—

বিভাগের নাম		আসল রাজস্ব	বাজে জমা (আবুয়াব)	মোট
রাজার অধিকারে				
জেলা বালাডাঙ্গা	...	৮,০২৮।৵৫৸	৭,৯১২৸/১৬।	১৫,৯৪১।০ ২
„ বাকালীমারি (Backellmarry).	...	৪,৬৭২॥৶১৯	৬,৮২৮৸৵ ৮।	১১,৫০১॥৵ ৭।
„ শীতাই	...	৫,৪৪৪॥৵১৩।	৮,৩৬৬৸৵ ২৸	১৩,৮১১॥ ১৬
„ পিঙ্গারির ঝাড়	...	১১,৭২৫।৶ ৬	৬,৪৮০।৵ ৭৸	১৮,২০৫৸/১৩৸
„ লালবাজার	...	৮,৩৩০॥৵১৩॥	১,৫৬২।/ ৫৸	৯,৮৯২৸৶১৯।
„ আবুয়ার পাথার	...	২,৪৩৭৸৵ ২	১,০৮০।/ ২॥	৩,৫১৮ ৶ ৪॥
„ মোহনপুর	...	৫,৯৯১।/১৮॥	......	৫,৯৯১।/১৮॥
„ তেলধার	...	৫,৫৯৬৸০ ।	১৯২।/০ ।	৫,৭৮৯।/০ ॥
„ লক্ষ্মীপুর	...	৫,১৫৭ ৫১৭।	১৩০৸৵/১২	৫,২৮৭৸৶ ৮।
„ ভিতর বিহার প্রভৃতি		৩৯৯।/১০ ৸	১০,৪২৪॥ ৭	১০,৮২৩৸/১৭৸
মোট	...	৫৭,৭৮৪।/ ৬।	৪২,৯৭৯ ৫২ ॥	১,০০,৭৬৪ ৫৬৸

বিভাগের নাম		আসল রাজস্ব	বাজে জমা (আবওয়াব)	মোট
নাজীরের অধিকারে				
ডাকুরহাট	...	১৫,৯১০ /১৭	৫,৪০০৷৶ ৪	২১,৩১০৵/১
গীদালদহ	...	২৪,৯৭৬৵/১৩	৭,৫০৮৵/১০৸	৩২,৪৫৮৵/৪
রামপুর	...	৬,৬৬৮৷৶/১৫।	১,৭৯৪ / ১৸	৮,৪৬২৷৶ ৭
চাকলা পূর্ব্বভাগ	...	১৪,৪০৪ ৶০ ৸	৮,৮২৩৵/১৮৷	২৩,২২৮ / ১৯
রহিমগঞ্জ	...	৫৪,৪৫১ ৶০ ৸	১১,০৯৩/ ৮৸	৬৫,৫৪৪৷৶ ৯৷
মোট	...	১,১৬,৪১১ ৲৭	৩৪,৬২০৸৶ ৩৸	১,৫১,০৩১৸৶/১০৸
দেওয়ানের অধিকারে				
পাটছড়া	...	১০,৮৩১৵/১৭৸	২,১৩২৸/১২।	১২,৯৬৪৸ ১০
১১৮১ সনে নূতন আবাদী ভূমির রাজস্ব	...	৬,৯১৭৷/১৪৷	......	৬,৯১৭৷/১৪৷
সর্ব্বমোট	...	......	......	২,৭১,৬৭৮৷৶/৪

বাদ,—

ডাকুরহাট এবং গীদালদহ বিভাগের রাজস্ব মধ্যে ভুক্ত চাকলা বোদার বাবদ কতক ভূমির রাজস্ব	২,৮৬৫৲	
জায়গীর, ব্রহ্মোত্তর এবং দেবোত্তরাদি নিষ্কর ভূমির রাজস্ব ...	৫১,৮৭৮৷৶/১৮৷	
মফস্বল আদায় খরচ ...	১৭,৮১৪৷ ১০৷	
	৭২,৫৫৮ ৲৯	৭২,৫৫৮ ৲৯
অবশিষ্ট		১,৯৯,১২০৷/১৫

উল্লিখিত ১,৯৯,১২০।/১৫ নারায়ণী টাকার অর্দ্ধেক ৯৯,৫৬০৵১৭॥ কড়া (নারায়ণী) সন্ধি-সূত্রে কোম্পানীর প্রাপ্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল এবং উহা পরে চিরকালের জন্য কোম্পানীর প্রাপ্য বলিয়া অবধারিত হয় (২০)। চাকলা বোদার অনুরূপ চাকলা পূর্ব্বভাগও এ পর্য্যন্ত রাজার জমিদারীর অন্তর্গত রহিয়াছে, কিন্তু কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া তাহার যে রাজস্ব উল্লিখিত হস্তবুদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহার আর হ্রাস করা হয় নাই।

যে হস্তবুদ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে রাজা, দেওয়ান, নাজীর ও রাজবংশধরগণের অধিকৃত ব্যক্তিগত ভূমির এবং সেই প্রকারের আরও অন্যান্য নিকর ভূমির রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। সাজোয়াল মনসারামের প্রতি কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্বসংগ্রহের ভার ছিল, এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য কোম্পানীর পক্ষে একজন সেনানী কয়েকজন সৈন্যসহ রহিমগঞ্জে অবস্থান করিতেন। তাঁহাকে স্থানান্তরিত করার জন্য রাজা অনুরোধ করিলে, কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য রাজার নিকটে প্রতিভূ দাবী করা হয়। হররাম সেন রাজার পক্ষে প্রতিভূ হইলে, কোম্পানীর সৈন্য এবং সাজোয়াল (তহশীলদার) কোচবিহার পরিত্যাগ করেন। অতঃপর খাসনবীস কাশীনাথ লাহিড়ীর উপর করসংগ্রহের ভার অর্পিত হয়।

কোম্পানীর সাজোয়াল ১১৮৪ সনে পুনরায় আগমন করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ পার্লীং রঙ্গপুরে পুনরাগমন করিলে, তাঁহাদের প্রাপ্য রাজস্ব কোম্পানীর চলিত মুদ্রায় ৭২,২০৭।৵৯ গণ্ডা প্রদান করিবার প্রস্তাব রাজার পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। তাহাতে বাট্টা হিসাবে ৭,৬০০৲ টাকা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও মিঃ পার্লীং রাজার উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া রেভিনিউ কাউন্সিলে রিপোর্ট করিয়াছিলেন। তাহার পরে মিঃ পার্লীংএর আদেশে সাজোয়াল কৃষ্ণমোহন কোচবিহার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

খাসনবীস কাশীনাথ লাহিড়ী ১১৮৪ সনে উক্ত পদ হইতে অপসৃত এবং শ্যামচন্দ্র রায় তাঁহার স্থলে খাসনবীস নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই বৎসরে সৃষ্টিধর ভাইয়া পুনর্ব্বার সাজোয়াল নিযুক্ত হইয়া কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১১৮৬ সনের কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে ১১৮৭ সনে, আর একজন সাজোয়াল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সাজোয়ালগণ কালেক্টারের অধীন হইলেও তাঁহাদের নামে লিখিত আদেশপত্রাদিতে নবাবের কর্ম্মচারী নায়েবকাজীর দস্তখত থাকিত। ১১৮৮ এবং ১১৮৯ সনে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেবী সিংহ রাজস্বসংগ্রহের কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ১১৮৮ সনে হররাম সেন পুনরায় প্রতিভূ হইয়া স্বকীয় কর্ম্মচারিগণের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১১৯০ সনে রাজার পক্ষে কাশীনাথ

রাজস্বসংগ্রহ

---

(২০) রেভিনিউ বোর্ডের নামে গবর্ণমেন্টের লিখিত ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্টের পত্র।

লাহিড়ী এবং কোম্পানির পক্ষে মিঃ গুডল্যাডের সাজোয়াল রাজস্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১১৯১ সন হইতে রাজকর্ম্মচারী কাশীনাথ লাহিড়ী রাজস্বসংগ্রাহক ছিলেন। সন্ধির পরে দশবৎসরকালব্যাপী উল্লিখিত ব্যবস্থায় করসংগ্রহ হওয়ায় রাজ্যের কর্ম্মচারিগণকে এবং প্রজাবৃন্দকে যে কতদূর অসুবিধা এবং ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কোম্পানীর সাজোয়ালগণ তাঁহাদের প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন; রাজার প্রাপ্য অর্দ্ধেকের জন্য পুনরায় রাজকর্ম্মচারীর অবির্ভাব হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ যখন রঙ্গপুরে টাকা প্রেরণ করিতেন, তখন তাহার চালানে রাজার খাসনবীস অথবা তত্তুল্য কোনও কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর লওয়া হইত।

রাজার তীর্থযাত্রা

১১৮১ সনের এক দিবস মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ হঠাৎ তীর্থযাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া পদব্রজে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হন এবং 'ইচ্ছা হইলে যে কেহ তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে' এরূপ আদেশ প্রচার করেন। কালা পুজারী, চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এবং সাত আট জন ভৃত্য তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। মহারাণীর অজস্র অশ্রুপাতে তাঁহার গতি রুদ্ধ হয় নাই, গোস্বামী এবং খাসনবীসও নানা বাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল হয় নাই। হস্তী, দোলা, এবং ঘোটক প্রভৃতি যান বাহন এবং পথে অবস্থানের জন্য তাঁবু সঙ্গে লইবার প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অবশেষে, রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার অজ্ঞাতসারে অশ্ব, দোলা এবং কিছু অর্থসহ কয়েকজন অস্ত্রধারী লোককে তাঁহার পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা কার্য্যতঃ সেই সমস্তের কিছুই গ্রহণ করেন নাই; বৃক্ষমূলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং কৃষ্ণাজিনশয্যায় তিনি নিশাযাপন এবং দিবসে পদব্রজে পথ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে কয়েক দিবস পরে রাজা দিনাজপুরে উপস্থিত হন। দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল। রাজা বৈদ্যনাথ উপযুক্ত খাদ্যবস্তু এবং উপঢৌকনাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী রাজা সেই সমস্ত দ্রব্যের কিছুই গ্রহণ করেন নাই; বন্ধুর অনুরোধে তাহা নামতঃ গ্রহণ করিয়া দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়াছিলেন। রাজা দিনাজপুর হইতে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং তথায় শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্নপূর্ব্বক গয়াতীর্থে গিয়া উপস্থিত হন। গয়াতীর্থে পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডদান করিয়া তীর্থগুরু গয়ালীকে ব্রহ্মোত্তর ভূমি এবং প্রচুর অর্থ প্রদানের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত আদেশপত্র গোস্বামী এবং খাসনবীসের নামে কোচবিহারে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার পরে রাজা বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বারাণসীক্ষেত্রে অনেক দানাদি কার্য্য করিয়া প্রয়াগে গমন করেন এবং তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই তীর্থকৃত্য দ্বারা রাজার অন্তঃকরণের মালিন্য কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়াছিল।(২১)

(২১) এই তীর্থভ্রমণ মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে, ১১৮৪ সনে (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে), হইয়াছিল বলিয়া রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে (নম খণ্ড, ২০শ অধ্যায়)। কমিশনার মার্শী এবং গোল্ডের নিকটে রাজপক্ষের প্রদত্ত

সেই সময়ে কোচবিহার এবং ভুটান রাজ্যের সীমায় 'মনসবঘাট' এবং 'মানকরঘাট' নামক ক্ষুদ্রঘাট ছিল, এবং তাহার অধিকার লইয়া উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই গোলযোগ হইত। কালেক্টার মিঃ হারউড উহা কোচবিহারের অধিকারভুক্ত বলিয়া অবধারণ করিয়া দিয়াছিলেন (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ)।

ধরেন্দ্রনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি

রাজার তীর্থভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার একমাস পরে মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ জ্বরাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ)। একমাত্র পুত্রের বিয়োগে মহারাজ এবং মহারাণী উভয়েই অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে গোস্বামী এবং খাসনবীস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অনেক চেষ্টায় ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে রাজ্যভারগ্রহণে সম্মত করাইয়াছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় রাজাসনে স্থাপন এবং তাঁহার পুনরভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছিল। ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ এই ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন না।(২২)

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহাররাজ্য অবিচারের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রজাবৃন্দের ধনপ্রাণের কোনও মূল্য ছিল না; তদুপরি ভুটীয়াদের এবং সন্ন্যাসিবেশী ডাকাইতদলের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। এই রাজার সময়ে রূপচন্দ্র বড়কায়স্থ কার্য্যী, দেওয়ান রামপ্রসাদ শর্ম্মা এবং শচীনন্দন মুস্তোফী প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে দ্বিজ রুদ্রদেব রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডের অনুবাদ করিয়াছিলেন; এই পুঁথি রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ [দ্বিতীয় বার]

রাজশক ২৬৫-২৭৪, শকাব্দ ১৬৯৬-১৭০৫, বঙ্গাব্দ ১১৮১-১১৯০, খৃষ্টাব্দ ১৭৭৫-১৭৮৩

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু এবারে তিনি কেবল নামমাত্র রাজা হইয়াছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত এবং রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। মহারাণী কামতেশ্বরীই পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন; আদেশের প্রয়োজনে কোনও বিষয় রাজার গোচরে উপস্থিত করা হইলে, তিনি তৎপ্রতি প্রায়ই মনোযোগ প্রদান করিতেন না। সমস্ত বিষয়ই বিবেচনার্থ

বিবরণে উহা ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলীতে আড়াই বৎসর তীর্থভ্রমণের উল্লেখ আছে (৮৪ পৃষ্ঠা)।

(২২) কমিশনার মার্শী এবং পোতের নিকটে খগেন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত বিবরণে তিনি ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে পুনরায় রাজা করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। *Mercer and Chauvet's Report, Vol, II, p 17.*

মহারাণীর নিকটে প্রেরিত হইত।(২৩) রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী নামতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ মহারাণীর পরামর্শদাতা ছিলেন, সুতরাং গোস্বামী মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রাজকার্য্যে যেরূপ প্রভুত্ব করিতেছিলেন, এক্ষণেও তাহাই করিতে লাগিলেন। ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যশাসন ব্যাপারে গোস্বামীর কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্ব হইতে সমর্থন করিতেন না, এক্ষণে তাঁহার সেই মনোভাব নানা আকারে এবং নানা প্রকারে ব্যক্ত হইতে লাগিল।

সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর প্রভুত্ব

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুনরায় রাজা হওয়ার সময়ে কোম্পানির রঙ্গপুরের ট্রেজারীতে তিন চারি লক্ষ নারায়ণী টাকা জমিয়া গিয়াছিল। এইজন্য দিনাজপুরের মিঃ হারউড রাজাকে প্রতি মাসে এক সহস্রের অধিক নারায়ণী টাকা প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধ কার্য্যতঃ রক্ষিত না হওয়ায় মিঃ হারউড কোচবিহারে আগমন করিয়া নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর নিকট হইতে আদেশ প্রতিপালনের জন্য মুচলিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।(২৪) কোম্পানির অধীনতায় 'সরকার কোচবিহারে'র অন্তর্গত রাজার যে তিন চাকলা (বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ) জমিদারী ছিল, মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে, পঞ্চাশ মোহর পেশকস প্রদান পূর্ব্বক মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের নামে তাহার সনদ গ্রহণ করা হইয়াছিল।(২৫)

টাকশালে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ

রাজার চাকলাজাত জমিদারীর কার্য্যভার নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের নামে তাঁহার দেওয়ান রামচন্দ্র রায় এবং তাঁহার পুত্র শ্যামচন্দ্র রায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা সমস্ত লভ্যই স্বয়ং আত্মসাৎ করিতেন, সামান্য কিছু নাজীরকে এবং কদাচ কিছু রাজাকে প্রদান করিতেন। সেই সময়ে ফকিরচান্দ ও হরিনারায়ণ বোদার, দেবীপ্রসাদ পাটগ্রামের এবং আলি মোহাম্মদ পূর্ব্বভাগ চাকলার 'চৌধরী' অর্থাৎ করসংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা কাকিনা, কাজিরহাট এবং ফতেপুর চাকলার কর্ম্মচারিগণের অনুসরণে স্বয়ং জমিদার হইবার প্রত্যাশায় 'স্বত্বের দাবী' করিয়া রঙ্গপুরের কালেক্টারের নিকটে কোচবিহারের মহারাজ এবং নাজীরদেউর নামে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিলেন। সেই মোকদ্দমায় কালেক্টর মিঃ পার্লীং অবধারণ করিয়াছিলেন যে, চৌধুরীগণ এবং নাজীর চাকলা তিনটির কর্ম্মচারীমাত্র, কোচবিহারের মহারাজই তাহাদের প্রকৃত অধিকারী (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ)।(২৬) নাজীরের

চৌধুরীগণের আচরণ

(২৩) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 151.*
(২৪) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 24.*

(২৫) ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, বাদশাহী রাজত্বের ১৭শ বর্ষে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ উক্ত সনদ প্রদান করিয়াছিলেন। *Aitchison's Treaties, Vol. I, p 293.*

(২৬) Letter No. 64, Dated, the 29th December, 1778, from Revenue Department of E. I. Company to Mr. Charles Purling, Collector of Rangpore. *Bengal District Records, Rangpore. p 61 ; Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 90, 97, 102.*

উক্ত মোকদ্দমার ফয়সালার (নিষ্পত্তি পত্রের) নকল রাজসভার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে।

দেওয়ান শ্যামচন্দ্র রায় ইহার পরে ও কিছুকাল চাকলাগুলির লভ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাহারবন্দ পরগণার জমিদার লোকনাথ নন্দী 'কোচবিহারের রাজার অধিকৃত কয়েকখানা তালুক তাঁহার গয়বাড়ী পরগণার জমিদারীর অন্তর্গত' এই দাবী করিয়া ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বোর্ডে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন। মিঃ পার্লীং প্রথমতঃ উক্ত অভিযোগের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে মিঃ গুডল্যাডের হস্তে তাহার বিচারভার অর্পিত হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ বগল্ উক্ত মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার জীবিতকালে তাহার সমাধান হইতে পারে নাই।

লোকনাথ নন্দীর মোকদ্দমা

যুদ্ধের পরে শান্তি স্থাপিত হইলে, নাজীর রাজ্যের উত্তরাংশে রাজার পূর্ব্বাধিকার স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভুটানের দেবরাজ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক নাজীরের অধিকারের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের বিচারে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ভুটীয়াসন্ধি কোচবিহাররাজ্যের সীমা-বিষয়ক চূড়ান্ত দলিল বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল, সুতরাং রাজপক্ষ পরাজিত হইয়াছিলেন (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে)। ভুটীয়ারা উক্ত পন্থায় কোচবিহাররাজ্যের আরও কয়েকটি স্থানে তাহাদের অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। অতঃপর, কোচবিহাররাজ্যের যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহার ভূপরিমাণ ১৩১৭ বর্গমাইল মাত্র।(২৭)

'দুয়ারের' পরিণাম

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের আর কোনও পুত্র ছিল না, কেবল কয়েকটি কন্যা ছিল ; তজ্জন্য সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজ্য ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের হস্তগত হইতে পারে, অনেকে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামী একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণের পরামর্শ রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ২৭০ রাজশকের (১৭০১ শকাব্দ বা ১১৮৬ বঙ্গাব্দের) ফাল্গুন মাসে পরমেশ্বরের প্রসাদে রাজার অন্যতমা রাণীর গর্ভে একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সকলেরই দুশ্চিন্তার অবসান হয় এবং সেই নবজাত রাজকুমারের নাম হরেন্দ্রনারায়ণ রাখা হয়। অসময়ে এবং বহু আকাঙ্ক্ষার ফলে ঐ রাজপুত্রের জন্ম হওয়ায় রাজপরিবার, কর্ম্মচারিগণ এবং প্রজাবৃন্দ নানা প্রকার আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তোপধ্বনি দ্বারা সেই সুসংবাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছিল। গোস্বামী এবং খাসনবীস কাশীনাথ লাহিড়ী রঙ্গপুর হইতে কোচবিহারে আগমন পূর্ব্বক কুমারের শুভ অন্নপ্রাশন সংস্কার সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

রাজার পুত্রলাভ

---

(২৭) এতৎ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 'ভুটান দুয়ার' নামক অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

সেই সময়ে দেবী সিংহের রাজস্বসংগ্রহসংক্রান্ত অত্যাচারে রঙ্গপুরে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। দেবী সিংহ লিখিয়াছেন,—'ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় যে, বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রঙ্গপুর প্রদেশের কৃষকদিগের মধ্যেই ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, শস্য কাটার সময় ব্যতীত অন্য কোনও সময়ে তাহাদের ঘরে কোনওরূপ সম্পত্তি পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদিগকে অন্য সময়ে অতি কষ্টে আহারের উপায় করিতে হয়, এবং এই জন্য দুর্ভিক্ষের ফলে বহুসংখ্যক লোক কালকবলে পতিত হইতেছে। দুই একটি মৃৎপাত্র এবং এক একখানি পর্ণকুটীর মাত্র তাহাদের সম্বল, ইহাদের সহস্রখানি বিক্রয় করিলেও দশটী টাকা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।'

দেবী সিংহ

উল্লিখিত মন্তব্য মন্তব্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল,—তদ্দ্বারা দেবী সিংহের রাজস্বসংগ্রহ-নীতির কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। কোচবিহারের প্রজাবর্গ, কেবল বাক্যতঃ নহে কার্য্যতঃও, দেবী সিংহের পরিচয় সম্যগ্‌রূপে অবগত ছিল। রঙ্গপুরের প্রজাবৃন্দ অবশেষে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রঙ্গপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রকাশ্যভাবে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয় এবং নুরউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি তাহাদের নবাব ও দয়া শীল নামক এক ব্যক্তি সেই নবাবের দেওয়ান নির্ব্বাচিত হন। টেপার জমিদারের নায়েব বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হইলে, কাকিনা, ফতেপুর, কাজ্জিরহাট এবং টেপা পরগণার প্রজাবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া করসংগ্রাহক নায়েব এবং গোমস্তা প্রভৃতিকে যত্র তত্র বধ করিতে আরম্ভ করে। ডিমলার জমিদার গৌর-মোহন চৌধুরী বিদ্রোহিগণকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে, তাঁহারও জীবনান্ত ঘটে। বিদ্রোহীদল কোচবিহার এবং দিনাজপুরের প্রজাবৃন্দকেও তাহাদের তথাকথিত নবাবের অধীনতায় সমবেত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহারা রাজস্ব প্রদানের নিষেধাজ্ঞা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়াছিল এবং সঙ্কল্পিত কার্য্য সমাধানের জন্য 'ডিং খরচা' (বিদ্রোহের চাঁদা) স্থাপন করিয়াছিল। দেবী সিংহ তাঁহার পরমবন্ধু কালেক্টর মিঃ গুডল্যাডের শরণাপন্ন হইলে কালেক্টরের আদেশে বিদ্রোহদমনের জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মোগলহাট এবং পাটগ্রামের যুদ্ধে বহু প্রজা আহত, নিহত এবং বন্দীকৃত হইলে সেই বিদ্রোহের অবসান হইয়াছিল।(২৮)

রঙ্গপুরে প্রজাবিদ্রোহ

১১৯০ সনের ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস) রক্ত আমাশয় রোগে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়। রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ গুডল্যাড ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা কিছুদিন হইতে রক্ত আমাশয় রোগে পীড়িত ছিলেন এবং দুই দিবস পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রাজার পরলোকগমন এবং উইল

---

(২৮) *The District of Rungpore*, p 20; মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ৩২২ পৃষ্ঠা; শঙ্কুনাথ চরিত, ২১ পৃষ্ঠা।

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ২৭৪ রাজশকে (১১৯০ বঙ্গাব্দে) মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র-নারায়ণ অত্যন্ত অসুস্থ হন, কবিরাজী চিকিৎসায় কোন ফল হয় নাই, এবং রোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছিল; অবশেষে অগ্রহায়ণ মাসে, রাজা এক দিবস মদনমোহন বিগ্রহ এবং রাজ-কুমারকে সম্মুখে আনয়নের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন এবং সেই আদেশানুযায়ী কার্য্য হইয়াছিল। রাজা সেই সময়ে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখণ্ড 'ওছিয়ত নামা' (উইল) লিখিবার আদেশ দিয়াছিলেন:—'আমার অবসন্ন সময়, পঞ্চত্ব হইলে বাবা শ্রীশ্রীমান্ হরেন্দ্রনারায়ণ রাজপুত্র নিজ বেহারের ও চাকলাজাতের রাজা হবেন আর সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান কোঙর নিতান্ত অনুগৃহীত তিনি পূর্ব্ববৎ নিযুক্ত থাকিবেন, বাবা রাজা রাজকার্য্যের যোগ্য হওয়া তক মহারাণী কামতেশ্বরী রাজকার্য্য করিবেন। ইহাতে সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান দেও বৈকুণ্ঠনারায়ণ কোঙর আদি অনেকই সাক্ষীস্বরূপ স্বকীয় মোহর ও দস্তখত করিলেন।' এই দিবস অপরাহ্ণে রাজার মৃত্যু হইয়াছিল।

কমিশনার মার্শী এবং গোভে উল্লিখিত উইল সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে)। সেই সময়ে রাজপক্ষ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, 'রাজা মরার গোলযোগে উইল বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার কোনও নকল বিদ্যমান নাই'। উইলের লেখক শিবপ্রসাদ মুস্তোফী কমিশনারের নিকটে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছিলেন যে, রাজার মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে, ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে, উক্ত উইল লিখিত হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজা উপধান আশ্রয়ে পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজমাতা, মহারাণী কামতেশ্বরী, রাজার ভগিনী, কুমার হরেন্দ্র-নারায়ণের মাতা, কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারাণীর ভ্রাতা রূপচন্দ্র বড়কায়স্থকার্য্যী চিকের অন্তরালে উপবিষ্ট ছিলেন। বহির্ভাগে শিবপ্রসাদ মুস্তোফী, কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং বিষ্ণুপ্রসাদ বখ্‌শী ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। মুস্তোফী চিকের অভ্যন্তরেই আহূত হইয়া উইল লিপিবদ্ধ করেন এবং তাহা রাজার হস্তে প্রদান করেন। মহারাণীর আদেশে একজন ক্রীতদাসী রাজমোহর আনয়ন করিলে রাজা তদ্দ্বারা স্বহস্তে উইলে ছাপ অঙ্কিত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। কলানাথ এবং বিষ্ণুপ্রসাদও মুস্তোফীর অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। উইলে সাক্ষিস্বরূপ কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ এবং সুরেন্দ্রনারায়ণের দস্তখত ও মোহর করার বৃত্তান্ত উল্লিখিত সাক্ষিত্রয়ের প্রমুখাৎ ব্যক্ত হয় নাই। রাজার সম্পাদিত দলিলে সাক্ষিস্বরূপ অন্যের স্বাক্ষর করার রীতি তৎকালে ছিল না, এখনও নাই।

উল্লিখিত প্রত্যক্ষদর্শী তিন সাক্ষীর উক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছিল যে, উইল রচনার পূর্ব্বে রাজা মহারাণীকে বলিয়াছিলেন,—'গোঁসাই এবং লাহিড়ী উপস্থিত নাই, তুমি বালক হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিও। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিও। গোঁসাই আমার গুরু, তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে দিও এবং খগেন্দ্রনারায়ণকে বিশ্বাস করিও না।' রাজা পরে দেওয়ান সুরেন্দ্রনারায়ণকে বলিয়াছিলেন, 'মহারাণীকে আমার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিও।' ইহার পরে মুস্তোফী পর্দ্দার অভ্যন্তরে আহূত হইয়া রাজার

অভিপ্রায়ানুসারে নিম্নলিখিত বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন:—'মহারাণী কামতেশ্বরী নাবালগ হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিবেন, তাঁহাকে শিক্ষা দিবেন এবং তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিবেন। তিনি কোম্পানির প্রাপ্য বার্ষিক অর্থপ্রদানসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।' ইহার 'সাক্ষাৎ হুকুম প্রমাণ রূপচন্দ্র বড়কায়স্থকার্য্যী', স্থান 'রাজপুর' এবং লেখক 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' ছিলেন। কলানাথ বলিয়াছিলেন যে, সেই সময়ে নাজীর খগেন্দ্র-নারায়ণের সহিত রাজার পত্রব্যবহার রহিত ছিল।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকৃত এক খণ্ড 'উইল অথবা আদেশপত্রের' প্রাচীন নকল রাজসভার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে. তাহা মহারাণী কামতেশ্বরীর বরাবরে লিখিত হইয়াছিল। তাহার সম্পাদনের তারিখ ২৭৪ শক, ১১ই অগ্রহায়ণ, 'সাক্ষাৎ হুকুম প্রমাণ রূপচন্দ্র বড়কায়স্থকার্য্যী' এবং লেখক 'দেবীদত্ত দাস।' উক্ত আদেশপত্রে রাজার মোহর এবং সাক্ষ্যস্বরূপ সত্যভামা দেবী (রাজমাতা), ভুবনেশ্বরী দেবী, কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ, কলানাথ মিশ্র, উমানাথ পূজারী এবং রতি তরকষধরার নাম আছে। 'ধরেন্দ্রনারায়ণের সময় তুমি রাজ্য চালাইয়াছ, হরেন্দ্রনারায়ণের সময়েও তাহাই করিবা, রাজমোহর তোমার নিকট থাকিবে, গোস্বামীর পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবা, কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ ও রূপচন্দ্র কার্য্যী ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, খগেন্দ্রনারায়ণ নিমকহারাম এবং বৈকুণ্ঠনারায়ণ বিরুদ্ধাচারী' প্রভৃতি মর্ম্মের বিবরণ উক্ত 'আদেশপত্রের' নকলে লিখিত আছে। শিবপ্রসাদ, বিষ্ণুপ্রসাদ এবং কলানাথের বর্ণিত উইলের বৃত্তান্তের সহিত শেষোক্ত নকলের নানা বিষয়ে অনৈক্য রহিয়াছে।

কর্ণেল হটন প্রায় একশতাব্দী পরে উক্ত উইল সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, 'উল্লিখিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা,—ধৈর্য্যেন্দ্র (নারায়ণ) যে বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন এবং সেই সময়ে যে তাঁহার 'পাগলা রাজা' আখ্যা ছিল, তাহা সকলেই জানিত।' মেজর জেঙ্কিন্সের অভিমতও প্রায় তুল্যরূপ। তিনি লিখিয়াছেন (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ), 'মৃত্যুর বহুপূর্ব্ব হইতে রাজার মানসিক শক্তি অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছিল।' কোচবিহারের কমিশনার মিঃ আমুটী ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, 'তিনি রাজকার্য্য সম্পাদনে অনুপযুক্ত এবং অসমর্থ ছিলেন।' উক্ত উইলের যথার্থতাসম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, কুমার হরেন্দ্রনারায়ণের উত্তরাধিকারসম্বন্ধে কিন্তু কোনও মতভেদ উপস্থিত হয় নাই। ১১৯০ সনের (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের) ২৫শে মাঘ তারিখে কোম্পানির কাননগু লক্ষ্মীনারায়ণ এবং মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ তৎসম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও 'হরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রকৃত উত্তরাধিকারী' বলিয়া লিখিত আছে।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুকালে মহারাণী কামতেশ্বরীর পরামর্শদাতা সর্ব্বানন্দ গোস্বামী এবং কাশীনাথ লাহিড়ী কোচবিহারে উপস্থিত ছিলেন না, রঙ্গপুরে আবদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য

কর্ম্মচারিগণের মধ্যে শচীনন্দন মুস্তোফী, শিবপ্রসাদ মুস্তোফী, রূপচন্দ্র বরুকায়স্থকার্য্যী, বিষ্ণুপ্রসাদ বখ্শী, জয়গোবিন্দ লাহিড়ী, ধর্ম্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, রঘুনাথ বখ্শী, কৃষ্ণানন্দ ভাণ্ডারঠাকুর এবং কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা সকলে পরামর্শপূর্ব্বক কুমার হরেন্দ্রনারায়ণের এবং রাজচ্ছত্র ও রাজদণ্ড রক্ষার ভার কোম্পানির হাওয়ালদার জিতন সিংহের উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন।

গৃহবিবাদের সূচনা

রাজার মৃত্যুসংবাদ বলরামপুরে ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র তিনি সসৈন্যে কোচবিহারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোচবিহার রাজধানীতে তাঁহার ডঙ্কাধ্বনি শ্রুত হওয়া মাত্র গোস্বামীর পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণ পলায়ন করিয়াছিলেন। নাজীর রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া নূতন রাজার অভিষেকের আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু, কেহই তাঁহার আজ্ঞায় মনোযোগ প্রদান করিল না; অধিকন্তু, কেহ কেহ তাঁহাকে সন্দিগ্ধ চক্ষুতে ও দেখিয়াছিলেন। বারংবার আহ্বানের পরে কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সমীপে আগমন করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুমার আসিলেন না। সমস্ত রাত্রি বৃথা জল্পনা কল্পনায় অতিবাহিত করিয়া নাজীর অগত্যা স্বকীয় আবাস বলরামপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।(২৯) তাঁহার প্রস্থানের জন্য নূতন রাজার অভিষেক এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত রাজার দেহের অন্তিম সংকার সম্পন্ন হওয়া স্থগিত রহিল। নাজীর ছত্রধারণ না করিলে নূতন রাজার অভিষেক হইবার নিয়ম ছিল না এবং নূতন রাজার আদেশ ব্যতিরেকে মৃত রাজার দেহের অন্তিম সংকার সম্পন্ন হইবারও পদ্ধতি ছিল না। নাজীরের প্রস্থানে রাজপরিবারের সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। নানা আলোচনার পরে, মৃত রাজার মাতা সত্যভামা আই দেবতী রঘুনাথ বখ্শীকে বলরামপুরে নাজীরের নিকট প্রেরণ করেন, পরে গোবিন্দ কার্য্যীও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হন। তাঁহারা রাজমাতার ও স্বামীর সহগমনাভিলাষিণী এগার জন রাণীর অনুরোধ নাজীরকে অবগত করাইলে নাজীর পরদিবস কোচবিহারে আগমন করেন।

হরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেক

নাজীর রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিলে অভিষেকসংক্রান্ত আবশ্যক আয়োজন সম্পন্ন হইল এবং কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ দেওয়ান ও ছোট সাহেব (বৈকুণ্ঠনারায়ণ কুমার) আগমন করিলেন। কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ কুমার শিশু হরেন্দ্রনারায়ণকে কোলে লইয়া বহির্বাটীতে আগমন করিলে নাজীর স্বয়ং কুমারকে কোলে করিয়া রঙ্গমন্দিরে প্রবিষ্ট হন। তথায় রাজাসন স্থাপিত হইয়াছিল;

(২৯) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ রাজা করার উদ্দেশ্যেই স্বকীয় পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু, রাজকর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধভাব এবং সাবধানতা লক্ষ্য করিয়া সে সঙ্কল্প পরিহার পূর্ব্বক রাজপুত্রকেই রাজা করার অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাররক্ষক সিপাহীগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করায় নাজীর বলরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং প্রস্থানকালে

রাত্রি চারি দণ্ডের সময়ে কুমার হরেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের ক্রোড়ে 'চাকবালিশ' আশ্রয়ে রাজাসনে উপবিষ্ট হইলে, কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ কুমারের ললাটে রাজটীকা প্রদান এবং বৃদ্ধা ভাণ্ডারী তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ স্থাপন করেন। ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ হরেন্দ্রনারায়ণকে 'বিজবেহার এবং চাকলাজাতের রাজা' বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের নামে ছাপমোহর প্রস্তুত হইল। টাঁকশালের দারোগা কৃষ্ণানন্দ ভাণ্ডার ঠাকুর নূতন রাজার নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিলেন। রাজার অভিষেককালে নাজীর 'ছত্র' এবং দেওয়ান 'দণ্ড' ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু, উল্লিখিত অভিষেকে নাজীর উপবিষ্ট থাকা হেতু তিনি ছত্রস্পর্শ এবং 'নজর' প্রদর্শন করিয়াই কর্ত্তব্যকার্য্যের সমাধা করিয়াছিলেন। কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং দেওয়ান সুরেন্দ্রনারায়ণ কুমার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন; সুরেন্দ্রনারায়ণও নাজীরের অনুসরণে দণ্ড স্পর্শ করিয়াছিলেন মাত্র।(৩০) অভিষেকব্যাপারে রাজমন্দিরে অধিক লোক উপস্থিত ছিল না; রাজচিহ্নবাহক অনুচর, কতিপয় কর্ম্মচারী, কোম্পানির - রক্ষিসৈন্য এবং তাঁহাদের হাওয়ালদার তথায় উপস্থিত ছিলেন।

অভিষেকক্রিয়া কোনওপ্রকারে সম্পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু সেই শুভ অবসরে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ একটী দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বসিলেন। অভিষেককার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনি স্বকীয়

তথাকথিত 'যুবরাজ'

পুত্র কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণকে দক্ষিণক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া, রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে 'যুবরাজ' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।(৩১) নাজীরের আদেশে দেবীদত্ত ওয়াকানবীস দুই খণ্ড ওয়াকা (আদেশপত্র) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহার এক খণ্ডে মৃত রাজার দেহের অন্তিমসংকারের আজ্ঞা এবং দ্বিতীয় খণ্ডে কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণের যুবরাজ হওয়ার আদেশ লিখিত হইয়াছিল, এবং সেই দুই ওয়াকায় রাজার হস্ত স্পর্শ করাইয়া তাহাতে রাজমোহর অঙ্কিত করা হইয়াছিল। সেই সময়ের ওয়াকায় রূপচন্দ্র বড়কায়স্থকার্য্যী 'সাক্ষাৎ হুকুম প্রমাণ' লিখিতেন এবং মুস্তোফী 'সন তারিখ' দিতেন; তাঁহাদের অনুপস্থিতি হেতু উক্ত দুই কার্য্যই অসম্পূর্ণ রহিল। অভিষেককালে শিশু রাজাকে অত্যন্ত খিট্‌খিটে এবং অসুস্থ দেখাইতেছিল; তাঁহাকে ধর্ম্মাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক নাজীর বলিয়াছিলেন যে, এই শিশু মারা গেলে তজ্জন্য তিনিই অপরাধী হইবেন। অভিষেকান্তে রাজার পিতামহী সত্যভামা দেবী নাজীরকে মূল্যবান্ বস্ত্র এবং রাজার পক্ষ হইতে একটী অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। মৃত রাজার দেহের অন্তিমসংকারকালে তাঁহার

রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে যাঁহাকেই সম্মুখে পাইয়াছিলেন, তাঁহাকেই বন্দী করিয়া বলরামপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

(৩০) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 41-42.*

রাজোপাখ্যানের লিখিত বিবরণের সহিত উল্লিখিত বৃত্তান্তের অনৈক্য রহিয়াছে।

(৩১) কাপ্তান উইলিয়ামসের ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চের পত্রে বীরেন্দ্রনারায়ণকে 'যুবরাজ' করার বিবরণ সমর্থিত হইয়াছে।

এগার জন রাণী সহমৃতা হইয়াছিলেন; উল্লিখিত গোলযোগে মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে রাজার দেহের সংকার হইয়াছিল।(৩২)

কাপ্তান টার্নার

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের অন্তিম বৎসরে কাপ্তান টার্নার কোম্পানির বাণিজ্যদূত হইয়া কোচবিহার এবং ভুটানের পথে তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সদলবলে কোচবিহারে আগমন করেন। সেই সময়ে রাজা দেবদর্শন উপলক্ষে বাণেশ্বরে ছিলেন;(৩৩) দেওয়ান, বখ্শী এবং রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আতিথ্যসংকার করিয়াছিলেন। আবশ্যক সাহায্য প্রদানের জন্য নাজীর কাপ্তানের নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে 'গুরু চিরঞ্জীব চক্রবর্ত্তী' নামক এক ব্যক্তি কতকগুলি তালুকের হিন্দু অধিবাসিগণের নিকট হইতে তাহাদের করণীয় প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে 'ধর্ম্মদণ্ডের কড়ি' আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২৭৭ রাজশক)।

রাজকর্ম্মচারী

এই রাজার রাজত্বকালে কাশীনাথ লাহিড়ী রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি রাজার ।/১৭ = ক্রান্তি, নাজীরের ॥/২ = ক্রান্তি এবং দেওয়ানের /০ আনা অংশের রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। রাজা ও নাজীর প্রত্যেকের নিকট হইতে তিনি মাসিক ১০১৲ টাকা হিসাবে এবং দেওয়ানের নিকট হইতে ৩০৲ টাকা, মোট নারায়ণী ২৩২৲ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইতেন। ১১৮১ হইতে ১১৮৩ সন পর্য্যন্ত জয়গোবিন্দ লাহিড়ী খাসনবীস কাশীনাথের নায়েব (সহকারী) ছিলেন। ২৭৩ রাজশকে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) জগন্নাথ শর্ম্মা কাশীনাথের 'তল্পাপাত্র' (সহকারী মন্ত্রী) নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার বেতন ৭৫৲ টাকা ছিল। রামপ্রসাদ শর্ম্মা দেওয়ান (২৬৩ রাজশক), ধীরেশ্বর কার্য্যী পীরখানার অধ্যক্ষ, রঘুনাথ ও বিষ্ণুপ্রসাদ রাজার বখ্শী, কৃষ্ণানন্দ ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ এবং কমলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে চৌধুরী, কার্য্যী, মকদ্দম, কাননগু, আমিন, সেনাপতি, ভাণ্ডারঠাকুর, ভাণ্ডারকায়েত, তরকবধরা, সারেঙ্গী, দেউড়ী, পূজারী, জামদারিয়া এবং খাঁড়াধরা প্রভৃতি পদাধিকারী কর্ম্মচারীও ছিলেন।

---

(৩২) রাজার মৃতদেহের সংকারের কৌলিক পদ্ধতি যে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত হইত, উল্লিখিত ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইতেছে। কোচবিহারের রাজারা মহাগুরুনিপাতেও শাবাশৌচ প্রতিপালন করিতেন না। 'লোকেশাধিষ্ঠিতো রাজা নাস্যাশৌচং বিধীয়তে' ইত্যাদি, (মনুসংহিতা, ৫ম অধ্যায়, ৯৩-৯৭)। মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণের শ্রাদ্ধকালে (১৯২৩ খৃষ্টাব্দে), কিন্তু, উক্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই; তাঁহার পুত্র শ্রীশ্রীমান্ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর যথাবিধি পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

(৩৩) রাজার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কাপ্তান কোচবিহারে অপেক্ষা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বাসস্থান অস্বাস্থ্যকর বিবেচনায় তিনি তাহা করেন নাই। কাপ্তান টার্নার রাজাকে 'এক অক্ষম স্থবির ব্যক্তি' (An infirm old man) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। *Embassy to Tibet*, p 10.

সেই সময়ে সমগ্র কোচবিহাররাজ্যের সর্ব্ববিধ মোকদ্দমার বিচারের জন্ত একটী মাত্র বিচারালয় ছিল এবং শিবপ্রসাদ মুস্তোফী তাহার বিচারক ছিলেন। মামলা মোকদ্দমার জন্ত কোনও খরচ গ্রহণ করার প্রথা ছিল না; মোকদ্দমার দরখাস্ত দাখিল হইলে তাহা রাজার নিকটে উপস্থিত করা হইত, অপর পক্ষকে সমন প্রদান করা হইত এবং পণ্ডিতের সাহায্যে বিচারক মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতেন। উভয় পক্ষের নিকট হইতে মুচলিকা গৃহীত হইত; বিচারক সাক্ষ্য আহ্বান এবং গ্রহণান্তর শাস্ত্রানুসারে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন এবং সেই নিষ্পত্তির মর্ম্ম পরে রাজাকে অবগত করান হইত। কোতওয়ালের উপর দেশের শান্তিরক্ষার ভার ছিল, কিন্তু বিচারের ভার ছিল না। তাঁহার এজালা সূত্রে সর্ব্বপ্রকার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারও উক্ত আদালতে হইত। মামলা মোকদ্দমার কোনও রেজিষ্টার (Register) রাখার প্রথা ছিল না। কোম্পানির সহিত সন্ধিস্থাপনের পরে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র-নারায়ণের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই। মোকদ্দমার পক্ষগণের নিকট হইতে লিখিত দরখাস্ত গ্রহণ করা হইত। সাধারণতঃ রাজবাটীতেই বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত এবং জনসাধারণ সে স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারিত। মোকদ্দমার বিচার হওয়ার জন্ত কোনও নির্দ্দিষ্ট দিন অবধারিত করার প্রথা ছিল না। রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র রক্ষা করার প্রথা ছিল।(৩৪) মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুকালে পঞ্চাশ হাজার 'ফরাসী আর্কট' টাকা তাঁহার ঋণ ছিল।

ধর্ম্মাধিকরণ

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কমিশনার মার্শী এবং শোভে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোচবিহাররাজ্যে প্রতি বৎসর প্রায় দশ সহস্র মণ লবণ, দুই তিন সহস্র মণ গুড় এবং সামান্ত পরিমাণ লোহা আমদানীর উল্লেখ আছে। ব্যবসায়িগণ প্রায় এক লক্ষ মণ তামাক, দশ সহস্র মণ সরিষা এবং সামান্ত পরিমাণ অহিফেন ভিন্ন ভিন্ন হাটে ক্রয় করিয়া সেগুলি মোগলহাট অথবা দেবীগঞ্জের বন্দরে সংগৃহীত করিতেন এবং তথা হইতে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে অথবা ঢাকায় রপ্তানি করিতেন।(৩৫) রাজ্যের আয় এবং ব্যয় নারায়ণী টাকায় যথাক্রমে ১১৮১ সনে (১৭৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে) ১,৯৮,৭৬৩, এবং ২,৯৭,৮৩১; ১১৮৪ সনে ১,০৩,০২২ এবং ৯৭,১০৪; ১১৮৬ সনে ১,৬২,৫৪৭ এবং ১,৬২,২৩১ ছিল। উক্ত তিন বৎসরের আয়ের অঙ্কমধ্যে যথাক্রমে ৭০,৩৮৩; ৩২,৮৯১; এবং ১৮,৫৫৬ টাকা ঋণ ছিল।

বাণিজ্যসংবাদ

রাজ্যের আয় ও ব্যয়

---

(৩৪) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 149, 151.*

(৩৫) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দেও কোচবিহাররাজ্যে অহিফেনের চাষ হইত। 'In the 16th Century, Opium is mentioned by Pyres (1516) as a production of the Kingdom of Cous (Kuch Behar) in Bengal and of Malwa.' *Encylo. Brit. Vol. XX, p 130, Eleventh Edition.*

উল্লিখিত সময়ে কোচবিহাররাজ্যে মনুষ্যক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল না; লোকে মনুষ্যক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করিত এবং কেহ কেহ 'দায়ে পড়িয়া' নিজকে বন্ধক দিত অথবা অথবা আত্ম-বিক্রয় করিত। বালকবালিকাগণকে সুসজ্জিত করিয়া হাটে বাজারে বিক্রয় করা হইত।(৩৬) আসাম এবং কোচবিহার অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসরে প্রায় এক শত করিয়া বালকবালিকা বিক্রয়ার্থে বঙ্গদেশে প্রেরিত হইত। প্রত্যেক বালিকা ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত; কোচ জাতির বালকের মূল্য ২৫৲ টাকা এবং কলিতা জাতির বালকের মূল্য ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। নিম্নতরশ্রেণীর বালকবালিকাগুলিকে গারোদিগের নিকটে বিক্রয় করা হইত; কখনও কখনও বা আসামের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত চালান দেওয়া হইত। প্রতিবেশী ভোট এবং গারো জাতির লোকেরা মোগল অধিকার এবং কোচবিহাররাজ্য হইতে চুরি করিয়া অথবা বলপূর্ব্বক লোক ধৃত করিয়া তাহাদিগকে দাসদাসী করিত।

দাসত্ব প্রথা

সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী মোগল অধিকারের তুলনায় কোচবিহারের অধিবাসিগণের অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগে কোচবিহারবাসিগণ বিত্তহীন হইয়া পড়িয়াছিল, অধিকন্তু তাহাদের প্রাণেরও কোন মূল্য ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী কাপ্তান টার্নার লিখিয়াছেন যে, (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ) কোচবিহারবাসীর জীবনধারণোপযোগী সামান্ত দ্রব্যাদি তাহাদের আর্থিক শোচনীয় অবস্থার সমর্থন করে। দৈনিক প্রায় এক আনা (One penny) ব্যয়েই তাহাদের দুই বেলার আহারের দ্রব্য—ভাত ও তদুপযোগী শাকসবজী, মাছ, লবণ, তৈল এবং লঙ্কা—সংগৃহীত হয়। কাপ্তান টার্নার কোচবিহারের মধ্য দিয়া ভুটানে গমনকালে রাজ্যের উত্তরাঞ্চল প্রায় জনশূন্য দেখিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাংশের তুলনায় উত্তরাঞ্চলে অকর্ষিত ভূমি ও জঙ্গলের পরিমাণ অনেক অধিকতর ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসিগণ আপৎকালে রঙ্গপুর জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত, তজ্জন্য তদঞ্চলে ততটা লোকাভাব হয় নাই।

দেশের অবস্থা

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে রাজ্যে যে দুইটী প্রবল দল ঘটিত হইয়াছিল, তাহাদের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষে ধ্বংসাবশিষ্ট রাজ্য এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিশু রাজার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। সেই সঙ্ঘর্ষের এক পক্ষে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ কুমার এবং অন্য পক্ষে রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী নায়ক ছিলেন। সেই দুই প্রভাবশালী পুরুষ আপন আপন স্বার্থরক্ষার লোভে পরস্পরে পরস্পরকে অপদস্থ এবং নির্য্যাতন করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকিতেন; সুতরাং প্রজাপুঞ্জের অভাব অভিযোগাদি শ্রবণের অবসর এবং প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না। যদ্যপি উভয়ের মধ্যে কেহ কখনও কোনও অত্যাচার নিবারণের উদ্যোগী হইতেন, তাহা ন্যায় অথবা কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় হইত না, পরন্তু স্বকীয়

(৩৬) রাজসভার প্রাচীন কাগজপত্র; *Embassy to Tibet, p 11; Eastern India, Vol. III, p 681.*

উপার্জ্জনের ক্ষেত্র অন্তে লুণ্ঠন করে, ইহা তাঁহারা আপত্তিকর মনে করিতেন এবং তজ্জন্যই সেই প্রয়াস পাইতেন। প্রজারা রাজস্বদানে অশক্ত হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ ভূমির উপরিস্থিত শস্যের উপর টাকা দাদন দিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন এবং যথাকালে প্রাপ্ত শস্যগুলি দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেন।(৩৭)

সেই সময়ে দেশে এক প্রকার ধর্ম্মধ্বজী সন্ন্যাসিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহারা প্রকাশ্যে টাকা ধার দেওয়ার এবং পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায় করিত, কিন্তু তাহা দস্যুতারই আবরণ মাত্র ছিল। তাহারা টাকা ধার দিয়া অধমর্ণের সর্ব্বস্ব লুটপাট করিয়া দ্বিগুণ ত্রিগুণ টাকা আদায় অথবা বন্ধকী সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিত। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণের মধ্যে নারায়ণ গির (গিরি) মোহান্ত নামক এক ব্যক্তি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তিনি রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। নারায়ণ গির তজ্জন্য রাজদ্বারে অনুগৃহীত এবং সম্মানিত বলিয়া পরিগণিত হইতেন।(৩৮) কমিশনার মার্শী এবং শোভের সম্মুখে গোস্বামী সেই শ্রেণীর লোককে রাজপক্ষে সাক্ষিস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণও কোচবিহারে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান ডান্‌কান্‌সন্ রাজাকে ১৪,৯০১৲ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং এক বৎসর পরে তিনি ২১,০০০৲ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই।(৩৯) তাঁহার অধীন সিপাহীরা প্রতি টাকায় মাসিক দুই আনা তিন আনা সুদে কৃষকগণকে টাকা ধার দিত এবং বলপূর্ব্বক তাহা আদায় করিয়া লইত। উল্লিখিত নানারূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত বহু প্রজা দেশত্যাগী হইয়াছিল।(৪০) লোকে টাকা

---

(৩৭) *Lt. Duncanson's letter, dated, the 21st August, 1788.*

'For any length of time—the Minister, having the management of that country (Cooch Behar) which lay out of the way of market, purchased the ryot's grain and borrowed money to advance their rents, and when the rivers are open, disposed of it at two hundred per cent. profit.' ***Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 74.***

(৩৮) নারায়ণ গির গৌরীনাথ ঈশরকে টাকা ধার দিয়া তাঁহার রাজারবাড়ী ও শিতলখুচি তালুকের ভূমি বন্ধক গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাহা গোস্বামীর ব্রহ্মোত্তর জানিতে পারিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। নারায়ণ গিরের মোহর অঙ্কিত উক্ত দাবী পত্র (২৫৯ রাজশকের ১০ই কার্ত্তিকের) রাজসভার মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ২৫৯ রাজশকের ১৯শে আশ্বিন নারায়ণ গিরকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

(৩৯) কাপ্তান ডন্‌কান্‌সন তাঁহার ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্টের লিখিত পত্রে উল্লিখিত সুদ গ্রহণের অভিযোগ স্বীকার করেন নাই।

Letter from W. M. Duncanson, Comdg. to Messierers Mercer and Chauvet, Commissioners,—

'* * * I have never received the exorbitant interest, nor have I received the original principal; I have nominally French Arcot Rupees seventeen thousands, which deducting exchange and batta at which the Narainees were paid me * * *' ***Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 74.***

(৪০) রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

দায় করিতে গেলেই উত্তমর্ণেরা তাহাদিগকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করিয়া তুলিত। সুদের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা ৭২৲ টাকার ন্যূন ছিল না; এবং অবস্থাভেদে অনেক ক্ষেত্রে ৩৬০৲ টাকা (অর্থাৎ প্রতি শত টাকার দৈনিক এক টাকা করিয়া) পর্য্যন্তও সুদ লওয়া হইত।(৪১)

রঙ্গপুরের কলেক্টারের তত্ত্বাবধানে সাজোয়ালগণ কয়েক বৎসর কোচবিহারের রাজস্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুরের তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করসংগ্রাহক দেবী সিংহের নিপুণ হস্তের পরিচয় ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছে। কোচবিহাররাজ্যে তাঁহার প্রধান সহকর্ম্মী হররাম সেনের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু, করসংগ্রহকার্য্যে প্রজার উপর উৎপীড়ন করিতে রাজার নিজের কর্ম্মচারিগণও অপটু ছিলেন না; অধিকন্তু, তাঁহাদের অনুচরেরা ততোঽধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। তদ্ব্যতীত দেশে এক প্রকারের মধ্যস্বত্বের অধিকারী (farmer) ছিলেন, তাঁহারাও করসংগ্রহ উপলক্ষে রাইয়তগণের উপরে অনেক অত্যাচার করিতেন। পরবর্ত্তী কমিশনার মেসার্শ ডগলাশ (১৭৯১ খৃষ্টাব্দ) এবং আমুটীর (১৮০০ খৃষ্টাব্দ) লিখিত বিবরণে তাহার উল্লেখ আছে। উক্ত বহুবিধ কারণে প্রজাগণের অনেকে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং রাজ্যের বহু ভূমি ঐ সময়ে রাজার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সেই সমস্ত কারণে পরবর্ত্তিকালে রাজস্বের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছিল এবং বিবিধ করস্থাপন দ্বারা সেই ক্ষতি পূর্ণ করিতে গিয়া অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

সেই সময়ে কোচবিহাররাজ্য এবং তাহার নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলায় ডাকাইতদিগের অত্যাচার অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী এবং মজনু শাহা প্রভৃতি দস্যুদলপতিগণের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী বহু ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন বা পশ্চাতে থাকিয়া ডাকাইতদিগের দ্বারা তাঁহাদের নিরীহ প্রতিবেশিগণের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সেই ডাকাইতগণের দল নির্ম্মূল করিতে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষকে দীর্ঘকালব্যাপী বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইয়াছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাপ্তান টমাস্ সন্ন্যাসী এবং ফকিরের দলবদ্ধ প্রায় তিন সহস্র ডাকাইতকে রঙ্গপুরের নিকটে আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন এবং উক্ত ঘটনার পরে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের আদেশে উত্তরাঞ্চলের নানা স্থানে সৈন্যস্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থার দ্বারা কিছু কিছু সাময়িক উপকার হইলেও স্থায়ী কোনও প্রতিকার হয় নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত শ্রেণীর সাত শত ডাকাইতের একটী দল দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল; তাহাদের দলে হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র ছিল এবং তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। লেপ্টনাণ্ট্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে সেই দলের

---

(৪১) *Letter from H. Douglas, the Commissioner, to the Governor General in Council, dated, the 19th May, 1790.*

'So that, in common, 72 *per cent* (of interest on money) has been considered as very moderate interest and, what almost exceeds belief, that, in many instances which came to my immediate knowledge, 360 *per cent* has been exacted.' *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 29.*

কিয়দংশ উত্তরে পর্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অবশিষ্টাংশ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ময়মনসিংহের দিকে পলায়ন করে। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসিবেশী ডাকাইতদলের দমনের জন্য একদল সৈন্য বহরমপুর হইতে রঙ্গপুর অঞ্চলে আগমন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল(৪২) এবং ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টনাণ্ট্ ব্রেনান একদল বরকন্দাজ সহ ডাকাইত দমনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসরের চেষ্টার পরে ডাকাইতের দল ছিন্ন ভিন্ন হইলেও সন্ন্যাসী এবং ফকিরবেশী ডাকাইতদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে আরও অধিকতর সময়ের আবশ্যক হইয়াছিল; এমন কি, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও তাহারা প্রকাশ্যে ডাকাইতি করিতে বিরত ছিল না। সন্ন্যাসীর দল ছত্রভঙ্গ হইলে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন অংশ স্থানে স্থানে আখড়া নির্ম্মাণ করিয়া প্রকাশ্যতঃ নানা প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু, গোপনে ডাকাইতীই তাহাদের মুখ্য জীবিকা ছিল।

নেপালের এই সন্ন্যাসী ডাকাইতের দল জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুরের ঘোর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিল এবং তথা হইতে বাহির হইয়া তাহারা কোচবিহাররাজ্য অনবরত লুণ্ঠন করিত, অথচ রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিতেন না। রঙ্গপুরের কলেক্টার ডিমলা এবং বৈকুণ্ঠপুরে দুইটী থানা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা ডাকাইতেরা কতক পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের কমিশনার মিঃ ক্রুসের অনুরোধে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ নেপালী ডাকাইতের দলকে স্বরাজ্যে দমন করিয়া রাখার জন্য নেপালরাজকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নেপালরাজ্য ব্যতীত হিমালয়ের পাদমূলস্থ ঘনবনাচ্ছন্ন সুদীর্ঘ উপত্যকা সন্ন্যাসিবেশী ডাকাইতদলের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল। সেই দস্যুদলের কাহারও পুত্র পরিবারাদি অথবা কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না এবং তাহারা তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। উক্ত সন্ন্যাসীরা প্রায়ই বস্ত্র পরিধান করিত না; কিন্তু, অত্যন্ত সাহসী ও কর্ম্মদক্ষ ছিল এবং কেহ কেহ পণ্য দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসায়ও করিত। উহারা জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলিত, পূজা অর্চ্চনাও বাদ দিত না। সন্ন্যাসীরা যে স্থান দিয়া গমন করিত, তথা হইতে বলিষ্ঠ বালক চুরি করিয়া নিজদের দলপুষ্টি করিত; তথাপি, স্থানীয় লোকে সন্ন্যাসিগণকে দেবতুল্য মনে করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিত এবং তাহাদের গতিবিধির সংবাদ সহসা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিত না। সেই সমস্ত কারণে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ সন্ন্যাসিদমনের জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।(৪৩)

---

(৪২) ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারীর কাউন্সিলের লিখিত পত্র।

(৪৩) *Letter from W. Hastings to J. Dupre, dated 9th March, 1773. Memoirs of W. Hastings, Vol. I, p 303.*

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কোচবিহাররাজবংশের কতিপয় শাখা

রায়কতবংশ (জলপাইগুড়ি জেলায়)

মহারাজ বিশ্বসিংহ এবং নরনারায়ণের রাজত্ববিবরণে রায়কত শিষ্যসিংহের নাম বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিষ্যসিংহ মহারাজ বিশ্বসিংহের সহোদর অথবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন এবং তিনি 'রায়কত' হইয়া শিলিগুড়ির সমীপে স্বকীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ঐ অঞ্চল তাঁহাকে পেটভাতা (Appanage) প্রদত্ত হইয়াছিল।

শিষ্যসিংহ

শিষ্যসিংহের পরে তাঁহার পুত্র মাণিক্যদেব (দ্বিতীয়) রায়কত নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের ঢাকায় অবস্থানকালে জীবিত ছিলেন (১৬১৪ খৃষ্টাব্দ)। মাণিক্যদেবের পরে তাঁহার পুত্র মারুতিদেব (তৃতীয়) রায়কত হন। শিবদেব, মহীদেব বা মহাদেব, হরবল্লভ এবং মীনদেব নামে মারুতিদেবের চারি পুত্র ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে শিবদেব (চতুর্থ) রায়কত হইয়াছিলেন। শিবদেবের পুত্র রত্নসিংহ কোনও কারণে রায়কত হইতে না পারায় তাঁহার পিতৃব্য মহাদেব বা মহীদেব (পঞ্চম) রায়কত হন। ভুজদেব এবং যজ্ঞদেব বা জগদেব নামে মহীদেবের দুই পুত্র ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ভুজদেব (ষষ্ঠ) এবং পরে জগদেব (সপ্তম) রায়কত হইয়াছিলেন। ভুজদেব এবং জগদেব এই উভয় ভ্রাতাই রায়কতবংশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কোচবিহারের রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় ভুজদেব যে দলিল সম্পাদন করিয়াছিলেন (১৬৯৭ খৃষ্টাব্দ), তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। জগদেবের বিষ্ণুদেব বা ভীম্নদেব এবং ধর্ম্মদেব নামে দুই পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভীম্নদেব (অষ্টম) রায়কত হইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব, ভৈরো বা ভৈরবদেব এবং কান্তদেব নামে ভীম্নদেবের তিন পুত্র ছিলেন ; ভীম্নদেবের পরে তাঁহার ভ্রাতা ধর্ম্মদেব ভ্রাতুষ্পুত্র মুকুন্দদেবকে অস্ত্রাঘাতে এবং ভৈরোদেবকে জলনিমজ্জনে বধ করিয়া (নবম) রায়কত হইলে কান্তদেব পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন।

মাণিক্যদেব

ভুজদেব এবং জগদেব

নবম রায়কত ধর্ম্মদেব্ বৈকুণ্ঠপুর হইতে জল্পাইগুড়ি নামক স্থানে স্বকীয় আবাস স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন ; এখনও সেই জল্পাইগুড়িতেই রায়কত পরিবার বসতি করিতেছেন।

ধর্ম্মদেবের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভূপদেব (দশম) রায়কত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্দর্পদেব পিতার মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করায় রায়কত হইতে পারেন নাই, ভূপদেবের ভ্রাতা বিক্রমদেব (একাদশ) রায়কত হন। বিক্রমদেবের পুত্র ভোপদেবের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধেও আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য বিক্রমদেবের ভ্রাতা দর্পদেব (দ্বাদশ) রায়কত হইয়াছিলেন। রায়কতবংশে এই দর্পদেবের নামও বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল (১৭৭১ খৃষ্টাব্দ)।

দর্পদেব

দর্পদেব রায়কতের জয়ন্তদেব, প্রতাপদেব এবং উমাদেব নামে তিন পুত্র ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে জয়ন্তদেব (ত্রয়োদশ) রায়কত হন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সর্ব্বদেব (চতুর্দ্দশ) রায়কত হন। জয়ন্তদেবের ভ্রাতা প্রতাপদেব ভ্রাতুষ্পুত্র সর্ব্বদেবের অভিভাবক ছিলেন ; কিন্তু, কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদেব প্রাণের আশঙ্কায় পলায়নপূর্ব্বক রঙ্গপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ)। প্রতাপদেবের ভ্রাতা উমাদেব কোচবিহারের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এই প্রতাপদেব ভ্রাতৃত্বসূত্রে তাঁহার উত্তরাধিকার প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদেবের বিরুদ্ধে একটী মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন (Murshidabad Provincial Court, 1811), কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারে তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল (১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী)। সর্ব্বদেব অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং ক্ষমতাশালী ছিলেন ; তাঁহার বৈধ এবং অবৈধ নয় অথবা দশ পুত্র ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বদেবের মৃত্যু হয়।

সর্ব্বদেব

সর্ব্বদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জমিদারীর উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ আরব্ধ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাদেবের সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় তিনি রায়কত হইতে পারেন নাই ; অপ্রাপ্তবয়স্ক ষষ্ঠপুত্র রাজরাজেন্দ্রদেবের রায়কত হওয়ার পক্ষে অনেকেরই মত ছিল, কিন্তু তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ মকরন্দদেব জমিদারী অধিকার করিয়াছিলেন। 'মকরন্দদেব গোপকন্যার গর্ভজাত' এই অভিযোগ দিয়া রাজরাজেন্দ্রদেব মকরন্দের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিয়াছিলেন, পরন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারে উল্লিখিত মিশ্রবিবাহ বৈধ বলিয়া অবধারিত হয় (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী) এবং মকরন্দদেব (পঞ্চদশ) রায়কত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মকরন্দ দেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রশেখরদেব (ষোড়শ) রায়কত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখরদেবের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রদেব (সপ্তদশ) রায়কত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদেব রায়কতের কনিষ্ঠ পুত্র [illegible] তাঁহার

মিশ্রবিবাহ

জ্ঞাতিপুত্র উক্ত যোগেন্দ্রদেবের অপেক্ষা নিজের দাবী অগ্রগণ্য উল্লেখ করিয়া জমিদারী অধিকারের নিমিত্ত যোগেন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু, প্রিভিকাউন্সিলের বিচারে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রদেবেই জয়লাভ করেন। উক্ত মোকদ্দমার বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েই গান্ধর্ব্বমতে বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়া অবধারিত হইয়াছিলেন।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ

যোগেন্দ্রদেব রায়কত নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রাজেশ্বর দাস নামক এক বালককে দত্তকপুত্রস্বরূপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার জগদিন্দ্রদেব নামকরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর যোগেন্দ্রদেবের পিতৃব্য পূর্ব্বোক্ত ফণীন্দ্রদেব 'দত্তকগ্রহণ তাঁহাদের কুলাচারবিরুদ্ধ এবং তিনিই জমিদারীর প্রকৃত অধিকারী' এই হেতুবাদে যোগেন্দ্রদেবের উল্লিখিত দত্তকপুত্র জগদিন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। রঙ্গপুরের জেলা জজ সেই মোকদ্দমায় বাদী ফণীন্দ্রদেবের অনুকূলে ডিক্রি প্রদান করিয়াছিলেন (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর); কিন্তু, হাইকোর্টের বিচারে রঙ্গপুরের জজের আদেশ রহিত এবং দত্তকগ্রহণ বিধিসিদ্ধ বলিয়া অবধারিত হয় (১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন)। বাদীপক্ষ কলিকাতার হাইকোর্টের উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করেন এবং সেই আপীলে মহামান্য প্রিভিকাউন্সিল 'দত্তক-গ্রহণ রায়কতবংশের কুলাচারবিরুদ্ধ' বলিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করায় (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী) (১) ফণীন্দ্রদেব (অষ্টাদশ) রায়কত হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ফণীন্দ্রদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রসন্নদেব (ঊনবিংশ বা বর্ত্তমান) রায়কত হইয়াছেন।

দত্তকপুত্র

ফণীন্দ্রদেব

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহারাজ বিশ্বসিংহ 'রায়কত' (রায়কোট, দুর্গাধ্যক্ষ) পদবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু, রায়কতগণ বংশানুক্রমে কার্য্যতঃ রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কোচবিহাররাজবংশের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পরও যিনি যখন বৈকুণ্ঠপুর পরগণার জমিদার হইয়াছেন, তিনিই 'রায়কত' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। প্রথমাবস্থায় রায়কতকে যে পেটভাতা ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার আয়তন বর্ত্তমান বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। ভূটীয়াগণের, নেপালের মকবানীর রাজগণের এবং বঙ্গীয় মুসলমান সুবাদারগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে তাহার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। সেই সকল প্রবল প্রতিবেশী-দিগের সহিত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া রায়কতগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইত। পরবর্ত্তিকালে

'রায়কত' পদবী

(১) *Privy Council decesion in Fanindra Dev Raikut v. Rajesvar Dass, Report in I. L. R., Calcutta, Vol. XI (P. C.) pp 464-476, Eastern India, Vol. III, pp 420, 421.*

কোচবিহাররাজবংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় এবং তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ চলিতে থাকায় রায়কতগণ তাঁহাদের বিপৎকালে কোচবিহার হইতে কোনও সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। 'রায়কতবংশ' 'সাধারণ জমিদারস্থানীয়' বলিয়া গণ্য হইবার পরেও কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের 'আমবাড়ী ফালাকাটা' মহাল মূল বৈকুণ্ঠপুরজমিদারী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূটীয়াগণকে প্রদান করিয়াছিলেন (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ)।

বাদশাহী অধিকার

মোগল বাদশাহগণের আধিপত্যকালে এবং কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্ত হইবার (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ) পরে রায়কতগণ কিরূপ অবস্থায় কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বৈকুণ্ঠপুর পরগণা বাদশাহের অধীন না থাকার সংবাদ অনেকেই লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; ~~(১)~~ কিন্তু, এ কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় পূর্ব্বোক্ত অভিমত গুলি আর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কোচবিহাররাজ্য কোম্পানির আশ্রয়াধীন হইবার তিনবৎসর পূর্ব্বে রঙ্গপুরের সুপারভাইজার মিঃ জন গ্রস ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল

কোম্পানির অধিকার

মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্টকে লিখিয়াছিলেন যে, বোদা এবং বৈকুণ্ঠপুর জমিদারী দীর্ঘকাল পূর্ব্বেই রঙ্গপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।(২) 'রায়কতগণ কোচবিহাররাজ মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৬৮২-১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ) মোগল বাদশাহকে করদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন', রাজোপাখ্যানের এই অভিমতও প্রকৃত সংবাদ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। রায়কতগণের বৈকুণ্ঠপুর পরগণা কোচবিহাররাজের বোদা চাকলার উত্তরদিকে অবস্থিত; রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব বোদা চাকলা অধিকারের উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত মোগলের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছেন।(৩) চাকলা বোদার উপরে মোগলপ্রভুত্ব স্থাপিত হওয়ার পরে বৈকুণ্ঠপুর পরগণাও বোদার অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মহারাজ বীরনারায়ণের রাজত্বকালে তাৎকালিক রায়কত কোচবিহাররাজকে কর প্রদান রহিত করিয়াছেন, (৪) এই উক্তিরও সমর্থক প্রমাণ নাই; রায়কতগণ কোচবিহাররাজের জায়গীরদার ব্যতীত করদ থাকার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

---

(২) *Bengal District Records, Rungpore, Vol. I, p vi.; The Jalpaiguri District Gazetteer, p 19.*

(৩) 'মুসলমান সংশ্রব' নামক অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) *Cooch Behar State and its Land Revenue Settlemen', p 236.*

রায়কতগণ কোম্পানির আশ্রয়াধীন হওয়ার সময়ে করদ রাজগণের ন্যায় ১০,১০০৲ টাকা পেশকষ (Tribute) প্রদান করিতেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভুটানের দেবরাজের সহিত কোম্পানির সন্ধি স্থাপিত হইবার পরে পরগণা বৈকুণ্ঠপুরের পঁচিশ হাজার টাকা রাজস্ব (Revenue) অবধারিত হয় এবং এক বৎসর পরে তাহা বৃদ্ধি করিয়া ত্রিশ হাজার করা হয়। পরে এই রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৯৩৫৲ সিক্কা টাকা ধার্য্য হইয়াছিল এবং তাহাই স্থায়ী করা হইয়াছে। এই পরগণার পরিমাণ প্রায় ৪৫০ বর্গ মাইল; পূর্ব্বে উহা হইতে বত্রিশ হাজার টাকা আয় হইত বলিয়া উহা 'বত্রিশ হাজারী' নামেও পরিচিত হইয়া থাকে।

পেশকষ এবং রাজস্ব

প্রথমাবস্থায় রায়কতগণ কোচবিহারের রাজাদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন; কিন্তু, তাঁহারা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রায়কতগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন, এমন কি তাঁহারা প্রবল মোগলশক্তিকেও যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাদশাহের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অস্ত্রধারণ কোচবিহাররাজ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। রায়কতগণ সময়ে সময়ে কোচবিহারের রাজসিংহাসন অধিকারেরও প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাঁহাদের সেই প্রয়াস উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে সমর্থনযোগ্য না হইলেও সমসাময়িক অবস্থানুসারে অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক বলা যায় না। রায়কত ভুজদেব এবং জগদেবের অন্তরে কোচবিহারের রাজত্বলাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল, জগদেবের পৌত্র দর্পদেব পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভুটীয়াদিগের দ্বারা কোচবিহাররাজ্য অধিকৃত হইবার সময়ে (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) দর্পদেব রায়কত যে তাহাদের সাহায্যকারী ছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

রায়কতগণের আকাঙ্ক্ষা

রায়কতগণ কার্য্যতঃ যাহাই করুন না কেন, তাঁহাদের উপরে কোচবিহাররাজের দীর্ঘকালব্যাপী যে প্রভুত্ব ছিল, তাহার প্রভাব হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন না; পরে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সেই গতাবশিষ্ট সম্পর্কও ছিন্ন হইয়া যায়।(৫) সেই সময় পর্য্যন্ত রায়কতগণের অবস্থা এবং সম্মান রঙ্গপুরের অন্যান্য জমিদারগণের সমান ছিল না; পরন্তু, তাঁহারা কতকটা করদ বা মিত্ররাজগণের অনুরূপ ছিলেন এবং তাৎকালিক নিয়মানুসারে কোম্পানির দরবারে রাজস্ব-বিষয়ক হিসাব দাখিল করিতেও তাঁহারা বাধ্য ছিলেন না।(৬) ভুটানসন্ধির (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে)

(৫) *Bengal District Records, Rungpore, Vol. I, p 10; Eastern India, Vol. III, p 421.*

(৬) 'Thus, in Rungpore, we have what, for want of better terms, may be styled the semi-feudatory estates, such as Bykuntpore and Chaklas.' *The District of Rungpore, p 33.*

'They (Zemindars of Boda and Bykuntapore) pay a certain sum annually without giving an account in what manner their collections are made.' *Letter from Mr. J.*

পরে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার চিন্তা হইতে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'রায়কতের' অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

কোচবিহারের রাজগণের অভিষেককালে রায়কতগণ রাজাদের মস্তকে ছত্রধারণ করিতেন, এ জন্য তাঁহারা লোকমুখে এখনও 'ছত্রধারী রাজা' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সাধারণ জমিদারস্থানীয় হওয়ার পরেও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণের দ্বারা রায়কতগণ সময়ে সময়ে 'রাজা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। চীননেপালযুদ্ধের পূর্ব্বে নেপালরাজ চীন-সম্রাট্‌কে কতকগুলি হস্তী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেগুলি বৈকুণ্ঠপুর জমীদারীর ভিতর দিয়া প্রেরিত হইয়াছিল। উল্লিখিত সাহায্যের জন্য চীনসম্রাট্ কতকগুলি উপহার (কোম্পানির গবর্ণর জেনেরালের যোগে) প্রেরণ করিয়া রায়কত দর্পদেবকে সম্মানিত করিয়াছিলেন (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ)।

'ছত্রধারী রাজা'

'পাঙ্গা'র রাজবংশ [রঙ্গপুর জেলায়]

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহারাজ বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র নরসিংহ হইতে পাঙ্গার রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। নরসিংহের এক পুত্রের নাম ব্যাসকেতু এবং তাঁহার পুত্রের নাম মধুসূদন ছিল। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ ঢাকায় বন্দী হইলে, রাজা মধুসূদন মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাহার পরে তিনি বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। পশুপতি এবং লম্বোদর নামে রাজা মধুসূদনের দুই পুত্র ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে পশুপতি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। রাজা মধুসূদন এবং তাঁহার পুত্রগণ কামরূপ এবং আসামে মোগলপক্ষে অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন; 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' নামক সমসাময়িক ইতিহাসপুস্তকে তাঁহাদের বীরত্বের উল্লেখ রহিয়াছে। পশুপতির পুত্রের নাম রাজা বাসুদেব, বাসুদেবের পুত্র রাজা রামচন্দ্র; রামচন্দ্রের করালী এবং কপর্দ্দী নামে দুই পুত্র ছিলেন। রাজা রামচন্দ্রের বিরচিত 'ভাগবতসার' পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত পুথির ভণিতায় তাঁহার ঊর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষের নাম আছে।(৭)

মধুসূদন

রামচন্দ্র

Gross, the Supervisor of Rungpore dated, the 20th April, 1770 to the Durbar Resident of Murshidabad. Bengal District Records, Rungpore, Vol. I, p vi.

(৭) রাজা রামচন্দ্রের পরেই তাঁহাদের বংশলতা গোলযোগে পরিপূর্ণ। 'পাঙ্গার সাহেব'দের অধিকারে যে বংশলতা এখন আছে, তাহার সহিত রাজা রামচন্দ্রের লিখিত উল্লিখিত বংশলতার ঐক্য নাই। রামচন্দ্র খৃষ্টীয় আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি আপনাকে রাজা নরসিংহ হইতে ষষ্টপুরুষ পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। সমসাময়িক 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকে, মধুসূদনকে যে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলা হইয়াছে, ভাগবতসারের ভণিতা এবং কোচবিহার রাজবংশাবলীর সহিত তাহার ঐক্য রহিয়াছে। রাজা রামচন্দ্র কোন স্থানের রাজা ছিলেন, পুথির ভণিতায় তাহার উল্লেখ নাই।

রামচন্দ্রের পরে তাঁহার পুত্র করীন্দ্রনারায়ণ পাঙ্গার রাজা হন এবং তিনি জ্ঞাতিপুত্র প্রতাপনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপনারায়ণও তাঁহার জ্ঞাতিপুত্র শিবপ্রসাদকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপুত্রক অবস্থায় শিবপ্রসাদের মৃত্যু হইলে প্রতাপনারায়ণের ঔরসপুত্র কন্দর্পনারায়ণের দৌহিত্র কালীপ্রসাদ ইশর জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং সেই সময় হইতে পাঙ্গার জমিদারী বিশ্বসিংহবংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে কন্দর্পনারায়ণের জ্ঞাতি পর্ব্বতনারায়ণ কালীপ্রসাদ ইশরের পুত্র করীন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির নামে উক্ত উত্তরাধিকারব্যবস্থার বিরুদ্ধে রঙ্গপুরের প্রধান সদর আমিন আদালতে মোকদ্দমা করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসাদের পরে করীন্দ্রনারায়ণ এবং কমলনারায়ণ নামে তাঁহার দুই পুত্র যথাক্রমে পাঙ্গার জমিদার হইয়াছিলেন। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, রাজা কমলনারায়ণের রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া গজেন্দ্রনারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। গজেন্দ্রের দত্তক পুত্র রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত কোচবিহারের মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা (এবং মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের বৈমাত্রেয়ী ভগিনী) মহারাজকুমারী আনন্দময়ীর বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের অল্প দিবস পরেই রাণী আনন্দময়ী বিধবা হন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী) পাঙ্গার জমিদারী তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরকে উইল পত্র দ্বারা সমর্পণ করিয়া যান। রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের মাতা (দত্তক গ্রহীত্রী) রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া উক্ত উইলের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন এবং মোকদ্দমা করিয়াছিলেন; কিন্তু, সেই মোকদ্দমার আপোষ নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং তাহাতে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়পক্ষের মধ্যে জমিদারী সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে কোচবিহারের মহারাজা পাঙ্গা জমিদারীর অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইয়াছেন। রাণী লক্ষ্মীপ্রিয়া শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করার ফলে তিনি উক্ত জমিদারীর অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইয়াছেন।

দৌহিত্রবংশ

কালীপ্রসাদ ইশরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা পরিচালনকালে জলপাইগুড়ির রায়কত সর্ব্বদেব বাদী পর্ব্বতনারায়ণকে নানা প্রকারের সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। মোকদ্দমায় পরাজিত এবং নিরাশ্রয় পাঙ্গার মূল রাজবংশ সেই সময় হইতে সর্ব্বদেবের আশ্রয়ে জলপাইগুড়িতে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সর্ব্বদেব তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। পাঙ্গার মূল রাজবংশের শ্রীযুক্ত কুমার হরেন্দ্রনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার মতীন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান সময়ে 'পাঙ্গার সাহেব' পরিচয়ে পরিচিত হইয়া জলপাইগুড়ি নগরের অদূর উত্তরপশ্চিমে বাস করিতেছেন।

মূলবংশের পরিণাম

পাঙ্গার জায়গীরের পরিমাণ প্রথমাবস্থায় কত বড় ছিল, এখন তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। আধুনিক পাঙ্গা পরগণার পরিমাণ প্রায় ৪৪ হাজার একর।

কাছাড়-রাজবংশ

মহারাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা কমলনারায়ণ অথবা গোঁহাই কমল প্রথমতঃ 'মোরঙ্গী' দেশের (লক্ষ্মীপুর জেলার) উপরাজ বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন; পরে তিনি কাছাড়ে স্থানান্তরিত হইয়া খাসপুরে গমন করেন। তিনি কাছাড়ের প্রথম 'ধেয়ান' (দেওয়ান) রাজা। কমলনারায়ণ ধার্ম্মিক এবং শান্ত প্রকৃতির রাজা ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ হইতে সাধ্যানুসারে দূরে থাকার চেষ্টা করার জন্য পর্ব্বতীয় জাতির উৎপাতে তাঁহার অধিকার অচিরেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। টীকল নদীর তীরে কমলনারায়ণ একটী ব্রাহ্মণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কাছাড়রাজ্যে শ্যামা, কাঁচাকান্তি, রণবাউলী, আঙ্কেরি, চান্দাই, মাল এবং ভৈরব প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইত। তিনি স্বজাতীয়গণকে অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও কাছাড় অঞ্চলে সেই সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। কমলনারায়ণের বংশে দুইজন রাজা খাসপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় রাজা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। রাজার অত্যাচার অসহ্য বিবেচিত হওয়ায় রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি মৃগয়াব্যপদেশে তাঁহাকে নিবিড় অরণ্যে লইয়া গিয়া বনপ্রদেশে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক তাঁহাকে জীবন্তে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

'ধেয়ান' রাজা

অন্তিম রাজার পরিণাম

খৃষ্টীয় আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কমলনারায়ণের বংশ বিলুপ্ত হইবার পরে তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক খাসপুর অধিকৃত হয় এবং কমলনারায়ণের স্বজাতীয় সেনাপতি উদিত (নারায়ণ) খাসপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার বংশে বিজয়, ধীর, মহেন্দ্র, রণজিৎ, নরসিংহ এবং ভীমসিংহ যথাক্রমে খাসপুরের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ভীমসিংহের পুত্র না থাকায় তাঁহার জামাতা (কাছাড় রাজকুমার) লক্ষ্মীচন্দ্র আনুমানিক ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে খাসপুরের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।(৮) লক্ষ্মীচন্দ্রের পরে তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র (১৭৮০-১৮১৩ খৃষ্টাব্দ) এবং গোবিন্দচন্দ্র (১৮১৩-১৮৩০ খৃষ্টাব্দ) যথাক্রমে কাছাড়ের রাজা হইয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইবার পরে কাছাড়রাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার ভুক্ত হইয়াছে।

সেনাপতি উদিত

দরঙ্গ-রাজবংশ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণ মোগলহস্তে পরাস্ত ও বন্দীকৃত এবং তাঁহার রাজ্য বাদশাহীরাজ্যভুক্ত হইলে তাঁহার ভ্রাতা (প্রথম রাজা) বলিনারায়ণ

(৮) কাছাড়ের ইতিহাস, ৪০, ৪২, ৯৯, ১১৫, ১২১ পৃষ্ঠা ; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ২য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান দরঙ্গ জেলার পশ্চিমাংশে একটী পৃথগ্‌ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য 'দরঙ্গ'রাজ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আহোমরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা হইয়াছিল এবং আহোমরাজ বলিনারায়ণকে 'ধর্ম্মনারায়ণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বলিনারায়ণের পরে তৎপুত্র (দ্বিতীয় রাজা) মহেন্দ্রনারায়ণ, তৎপরে তাঁহার পুত্র (তৃতীয় রাজা) চন্দ্রনারায়ণ, এবং চন্দ্রনারায়ণের পরে তাঁহার পুত্র (চতুর্থ রাজা) সূর্য্যনারায়ণ পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে ক্রমে ক্রমে রাজা হইয়াছিলেন। রাজা সূর্য্যনারায়ণ যুদ্ধে মোগলহস্তে বন্দী হইলে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ (পঞ্চম) রাজা হন এবং আহোমরাজ উক্ত সুযোগে দরঙ্গরাজ্যে স্বকীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে দরঙ্গরাজ্য পূর্ব্বে দিক্‌রাই অথবা সুবর্ণশ্রী নদী, উত্তরে 'গোঁহাই কমল আলী', পশ্চিমে 'বড়নদী' এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

রাজ্যপ্রতিষ্ঠা

আহোমরাজের প্রভুত্ব

ইন্দ্রনারায়ণের পরে তৎপুত্র আদিত্যনারায়ণ দরঙ্গের (ষষ্ঠ) রাজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের পুরাতন গৃহবিবাদ পুনরায় আবির্ভূত হওয়ায় দরঙ্গরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং আদিত্যনারায়ণের ভ্রাতা মোদনারায়ণ দ্বিতীয় একটী খণ্ডরাজ্যের সৃষ্টি করেন। সেই সময় হইতে দরঙ্গের রাজারা সম্পূর্ণরূপেই আহোমরাজের বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের রাজ্যবিনাশের সূত্রপাত হয়।

রাজ্যবিভাগ

বড় রাজা মোদনারায়ণের (ষষ্ঠ ক) মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মহতনারায়ণ (সপ্তম ক) রাজা হইয়াছিলেন; এবং রাজা মহতনারায়ণের পরে তাঁহার জ্ঞাতি রাজা ধীরনারায়ণের (খ) পুত্র প্রথম হংসনারায়ণ (অষ্টম ক) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজা হংসনারায়ণের পরে রাজা ধ্বজনারায়ণের (খ) পৌত্র হৈনারায়ণ (নবম ক) রাজা হন এবং রাজা হৈনারায়ণের পরে রাজা মহতনারায়ণের পুত্র সমুদ্রনারায়ণ (দশম ক) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজা সমুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ (একাদশ ক) রাজা হন। রাজা প্রেমনারায়ণের পরে তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা এবং রাজা দ্বিতীয় হংসনারায়ণের (খ) পুত্র জগৎনারায়ণ (দ্বাদশ ক) রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম শাখা

ছোট রাজা আদিত্যনারায়ণের (৬খ) পরে তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা ধ্বজনারায়ণ (৭খ) রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার খুল্লতাতপুত্র ধীরনারায়ণ (৮খ) ধ্বজনারায়ণকে তাড়াইয়া দিয়া স্বয়ং রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন; রাজা ধীরনারায়ণের পরে রাজা মহতনারায়ণের (ক) ভ্রাতা দুর্ল্লভনারায়ণ (৯খ) রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। দুর্ল্লভনারায়ণের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র

দ্বিতীয় শাখা

দ্বিতীয় হংসনারায়ণ (১০খ) রাজা হইয়াছিলেন। রাজা দ্বিতীয় হংসনারায়ণের পরে তাঁহার জ্ঞাতি রাজা ধীরনারায়ণের পৌত্র বিষ্ণুনারায়ণ (১১খ) রাজা হন এবং রাজা বিষ্ণুনারায়ণের পরে রাজা জগৎনারায়ণের (ক) ভ্রাতা কৃষ্ণনারায়ণ (১২খ) রাজা হন। কৃষ্ণনারায়ণের পরে রাজা প্রথম হংসনারায়ণের (ক) পুত্র মুকুন্দনারায়ণ (১৩খ) রাজা হন এবং তাঁহার পরে রাজা ধীরনারায়ণের প্রপৌত্র বিজয়নারায়ণ (১৪খ) রাজা হইয়াছিলেন।

(ক) শাখার অন্তিম রাজা জগৎনারায়ণের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত কুমার খগেন্দ্রনারায়ণ, ভুপেন্দ্র-নারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ এবং (খ) শাখার অষ্টম রাজা ধীরনারায়ণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীযুক্ত কুমার ধর্ম্মনারায়ণ এক্ষণে বিদ্যমান আছেন।

দরঙ্গের রাজারা তাঁহাদের রাজ্যকে কেবল দুইভাগে বিভক্ত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্তু সম্মান এবং সম্পত্তিবিহীন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজপদ লইয়া পরস্পরে পরস্পরের সহিত সর্ব্বদাই বিবাদবিসংবাদে লিপ্ত থাকিতেন। উক্ত দুই শাখায় নামতঃ অথবা কার্য্যতঃ একবিংশতি নৃপতি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সাত জন মাত্র পৈতৃক উত্তরাধিকারক্রমে রাজা হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আহোমরাজগণ তাঁহাদের হীনতর অবস্থার সুবিধা লইয়া শুধু 'পেটভাতা' ভূমি ব্যতীত সমস্ত দরঙ্গ রাজ্যই ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আসামে 'মোয়ানারিয়া' বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে রাজা কৃষ্ণনারায়ণ (১২খ) ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে স্বকীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে পরাজিত হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারকালে তাঁহাদের পেটভাতা ভূমির অর্দ্ধরাজস্ব অবধারিত হইয়াছে। এই অর্দ্ধরাজস্বের অধীন ভূমিরও অনেক পরিমাণ হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট যৎসামান্য অংশই এক্ষণে রাজবংশধরগণের অধিকারে আছে।

দরঙ্গরাজ্যের পরিণাম

বিজনী-রাজবংশ [গোয়ালপাড়া জেলায়]

রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণের পুত্র কুমার চন্দ্রনারায়ণ নামান্তরে বিজিতনারায়ণ হইতে বিজনী এবং বেলতলা এই দুইটি রাজবংশের সৃষ্টি হইয়াছে। পরীক্ষিৎনারায়ণ মোগলহস্তে বন্দী হওয়ার সময়ে কুমার চন্দ্রনারায়ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। চন্দ্রনারায়ণ অতঃপর বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, পরে নিরুপায় হইয়া বাদশাহের নিকট হইতে বিজনীরাজ্যের সনদ গ্রহণ করেন। তথাপি, শেষপর্য্যন্ত তাঁহাদের স্বত্ব উদ্ধারের আশা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি যুদ্ধে নিহত হইবার পরে তাঁহার পুত্র জয়নারায়ণ পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণ পৈতৃক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজা শিবনারায়ণ বিজনী দুয়ারের উপরে ভুটানের

বিজনীরাজা

ভুটান দুয়ারে করদান স্বীকার

দেবরাজের প্রভুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে করপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শিবনারায়ণের পরে তৎপুত্র বিজয়নারায়ণ বিজনীর রাজা হন। রাজা বিজয়নারায়ণের পরে মুকুন্দনারায়ণ, বলিতনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণ এবং অমৃতনারায়ণ পৈতৃক উত্তরাধিকারসূত্রে যথাক্রমে বিজনীর রাজা হইয়াছিলেন। মুকুন্দনারায়ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকার সময়ে মেচপাড়া এবং চাপড় পরগণা বিজনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। রাজা অমৃতনারায়ণ নিঃসন্তান ছিলেন এবং তিনি জ্ঞাতিপুত্র কুমুদনারায়ণকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা কুমুদনারায়ণের পরে তাঁহার পত্নী রাণী অভয়েশ্বরী দীর্ঘকাল জমিদারী পরিচালন করিয়াছিলেন। রাণী অভয়েশ্বরীর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে রাজা কুমুদনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ বিজনীর রাজা হইয়াছেন।

দুইটী বিচ্ছিন্ন পরগণা

বিজনীর রাজা প্রথমতঃ মোগলবাদশাহকে ৫,৯৯৮৲ টাকা 'পেশকষ' প্রদান করিতেন; পরে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া ৬৮টী হস্তিপ্রদানের অঙ্গীকারে পরিণত হইয়াছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সময় পর্য্যন্তও উক্ত সংখ্যক হস্তী গৃহীত হইত। হস্তিগ্রহণ অসুবিধাকর বিবেচনায় ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হস্তিযূথের মূল্য ২,০০০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল; পরে সায়ের মহাল বাবদ ৮৫০৲ টাকা বাদ দিয়া বার্ষিক কর ১,১৫০৲ টাকা অবধারিত হইয়াছিল। সুবে বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে উক্ত রাজস্ব অবধারিত হয় নাই। প্রথমাবস্থায় বিজনীর জমিদারী প্রায় সমগ্র গোয়ালপাড়া জেলা লইয়াই বিস্তৃত ছিল; কিন্তু, বর্ত্তমানে উহা খুটাঘাট এবং হাবড়াঘাট এই দুইটি পরগণা-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গোয়ালপাড়া জেলার পূর্ব্বাংশে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। খুটাঘাট ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে এবং হাবড়াঘাট দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত দুইটি পরগণার বর্ত্তমান পরিমাণ ৯৪৩ বর্গমাইল এবং দেয় রাজস্ব ২,৩৫৫৶০; বিজনী দুয়ারের বাবদ ২৪০ বর্গমাইল উহার সহিত যোগ দিয়া মোট পরিমাণ ১,১৮৩ বর্গ মাইল হইবে; ইহা ব্যতীত 'গারোহিল' জেলাতেও বিজনীরাজের একটী মহাল আছে। বিজনীরাজ্যের বর্ত্তমান সমগ্র ভূপরিমাণ বর্ত্তমান কোচবিহাররাজ্যের আয়তনের প্রায় সমান বলিলেই হয়।

পেশকষ বা কর

বর্ত্তমান জমিদারী

বিজনীর রাজনৈতিক অবস্থাসম্পর্কে নানারূপ মতভেদ আছে। অবস্থানুসারে ইহার বর্ত্তমান দেয় রাজস্ব 'কর' (Revenue) স্বরূপ গণ্য হওয়ার পরিবর্ত্তে 'পেশকষ' (Tribute) স্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত,—এরূপ তর্ক শ্রুত হইয়া থাকে।(১) বাদশাহী আধিপত্যকালে বঙ্গদেশের অন্যান্য সাধারণ জমিদারীর অনুরূপ 'হস্তবুদ' দাখিল এবং রাজস্ব অবধারণ প্রভৃতি নিয়ম বিজনীর সম্পর্কে

রাজনৈতিক অবস্থা

(১) *The Koch Kings of Kamarupa, p 45.*

প্রযুক্ত হইত না, এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও তাহার অন্যথা করেন নাই। তাঁহারা হস্তিগ্রহণ অসুবিধাকর বিবেচনায় হস্তিযূথের মূল্য ধরিয়া দেয় রাজস্ব নগদ টাকায় পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। তাহার দুই বৎসর পরে রাজা আরও এক সহস্র টাকা অতিরিক্ত প্রদানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু, এক সহস্র মুদ্রার লোভে সীমান্তে অবস্থিত এক জমিদারের আন্তরিক অনুরাগ হারাইবার আশঙ্কায় গবর্ণর জেনেরাল সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।(১০)

বেলতলা-রাজবংশ [কামরূপ জেলায়]

পরীক্ষিতের পৌত্র রাজা জয়নারায়ণ হইতে 'বেলতলা'-রাজবংশের সৃষ্টি হইয়াছে। জয়নারায়ণের পুত্র হরনারায়ণ নামান্তরে গজনারায়ণ আহোমরাজের অধীনতায় বর্ত্তমান গৌহাটীর দক্ষিণে বেলতলায় একটী পৃথগ্ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা গজনারায়ণের পরে তাঁহার পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ এবং শিবেন্দ্রনারায়ণের পরে তাঁহার পুত্র গজেন্দ্রনারায়ণ বেলতলার রাজা হইয়াছিলেন। গজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র লম্বোদরনারায়ণ এবং তৎপুত্র লোকপাল-নারায়ণ যথাক্রমে পৈতৃক রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কুমার লক্ষ্মীনারায়ণ, কুমার চন্দ্রনারায়ণ এবং কুমার অমৃতনারায়ণ নামে রাজা লোকপালনারায়ণের তিন পুত্র ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ এবং চন্দ্রনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ বি. এল ও শ্রীযুক্ত কুমার পবীন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ এক্ষণে অতি অল্পমাত্র এবং তাহার অবস্থা অনেকাংশে আসামের মৌজাদারী স্বত্বের অনুরূপ। এই বংশের এক শাখা বর্ত্তমান সময়ে সাতগাঁও নামক স্থানেও বাস করিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।

(১০) 'Two years later, the Raja agreed to pay another thousand rupees a year, but this offer was declined by the Governor General, on the ground that the chance of losing the attachment of a Zamindar in possession of a border estate should not be risked for the sake of Rs. 1,000.' *The Koch Kings of Kamarupa*, p 45.

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মুসলমান-সংশ্রব

১। মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজি (১২০৫ খৃষ্টাব্দ)

মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথমে কোন সময়ে এবং কিরূপ অবস্থায় যে কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইতিহাস সে সম্বন্ধে এক প্রকার নীরব রহিয়াছে। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'নওদিয়া' বিজেতা মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজী দশ হাজার নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সৈন্যসহ দেবকোট (দিনাজপুর জেলায়) হইতে যাত্রা করিয়া কামরূপের পথে তিব্বতবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে কোচ অথবা মেচ জাতির জনৈক দলপতির সহিত তাঁহার মিত্রতা হইয়াছিল এবং সেই দলপতি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'আলী মেচ' নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

আলী মেচের সহিত মিত্রতা

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার আলী মেচের সাহায্যে প্রথমতঃ এক বৃহৎ নদীর তীরস্থ 'মরধনকোট' নগরে উপস্থিত হন। তিনি উক্ত নদীর তটদেশ অবলম্বন করিয়া দশ দিন উজান পথে অগ্রসর হইবার পরে এক অতি প্রাচীন গ্রামে উপস্থিত হন এবং এক প্রস্তরসেতুর উপর দিয়া সদলবলে সেই নদী উত্তীর্ণ হন। তিনি অতি কষ্টে তিব্বতাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পথের দুর্গমতা এবং খাদ্যদ্রব্যের অসদ্ভাব প্রভৃতি কারণে

তিব্বত অভিযান এবং তাহার পরিণাম

প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন, কিন্তু নিরাপদে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। কামরূপবাসিগণ উল্লিখিত সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া মোহাম্মদ প্রথমতঃ এক দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সহসা শত্রুভয়ে বিত্রস্ত সাদীসৈন্য নদী উত্তীর্ণ হইতে যাওয়ায় সেই সৈন্যদলের প্রায় সকলেই জলমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয় এবং তিনি গতাবশিষ্ট শতাধিক মাত্র অনুচরসহ কোনওক্রমে রক্ষা পান এবং পরে আলী মেচের আতিথ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হন।(১)

(১) তাবকাতে নাসেরী, ১৪৭-১৫৭ পৃষ্ঠা।

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযানের উক্ত বৃত্তান্ত 'তাবকাতে নাসেরী' নামক ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে সর্ব্ব প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তাহার লেখক মিনহাজ সেরাজউদ্দিন বখ্‌তিয়ারের সহযাত্রী জনৈক সেনানীর প্রমুখাৎ উল্লিখিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহা স্বকীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (১২৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দ)। মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত অভিযানের পথ লইয়া ঐতিহাসিকসমাজে নানারূপ মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ দার্জ্জিলিংএর পথে, কেহ আসামের পথে, এবং কেহ বা শ্রীহট্টের পথে উক্ত অভিযান হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

তাবকাতে নাসেরী

অল্প দিবস হইল, গৌহাটী নগরের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে 'কানাই বরসী' নামক পর্ব্বতগাত্রে সংস্কৃত ভাষায় একটি প্রাচীন ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, ১১২৭ শকের ১৩ই চৈত্র (১২০৬ খৃষ্টাব্দ) তুরুষ্কগণ (মুসলমানগণ) কামরূপে আসিয়া বিনষ্ট হইয়াছে।(২) গৌহাটী নগরের কয়েক মাইল উত্তরপশ্চিমে 'শিলসুন্দরীর ঘোপা' নামক মৌজায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৪৬ ফিট দীর্ঘ একটী প্রস্তরসেতুর ভিত্তি দৃষ্ট হইত এবং তাহাতে বাইশটী খিলান বিদ্যমান ছিল।(৩) ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ যে ঐ দিক্ (হাজোর নিকট) দিয়া বলয়াকারে প্রবাহিত হইত, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে (১১৩ পৃষ্ঠা)।

তিব্বত অভিযানের পথ

ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ধুবড়ী একটী সুরক্ষিত স্থান ছিল; তাহার কয়েক মাইল উত্তরে রাঙ্গামাটীতে কামরূপের মোগল ফৌজদার বাস করিতেন। এই রাঙ্গামাটী ব্রহ্মপুত্র-তীরে একটী টিলা বা পাহাড়ের উপরে স্থাপিত অতি পুরাতন স্থান। খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, শম্বরাসুরের রাজত্বকালে রাঙ্গামাটী কামরূপ দেশের রাজধানী ছিল। নাসেরী পুস্তকে লিখিত সেই 'মরধনকোট' নগরকে ধুবড়ী অথবা রাঙ্গামাটী, বৃহৎ নদীকে ব্রহ্মপুত্র এবং দেবমন্দিরকে কামাখ্যামন্দির মনে করিলে উল্লিখিত প্রস্তরসেতু নাসেরী পুস্তকের লিখিত সেতুর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রাঙ্গামাটী এবং দেবকোটের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে আলী মেচের বাসস্থান মনে করিতে আপত্তি নাই; ধুবড়ী হইতে উল্লিখিত সেতুর দূরত্ব সরলপথে ১২০।১২৫ মাইল হইবে; সুতরাং উহা অশ্বারোহিসৈন্যদলের দশ দিনের পথ হইতে পারে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসাম অভিযানকালে নবাব মীরজুম্‌লা এই নদীবহুল এবং

---

(২) 'শাকে ১১২৭
শাকে তুরগযুগ্মেশে মধুমাসত্রয়োদশে।
কামরূপং সমাগত্য তুরুষ্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ।' কামরূপশাসনাবলী, (কামরূপরাজাবলী) ৪৪ পৃষ্ঠা।

(৩) *The Kamarupa District Gazetteer, p 60.*

জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া সসৈন্যে দৈনিক তিন বা চারি ক্রোশের অধিক পথ অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খলজীর পরে আজ্জুদ্দিন মোহাম্মদ শিরান গৌড়ের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কোচরাজ্যাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন।(৪) তথায় তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, শিরাণ তাহাদেরই একজনের হস্তে নিহত হন (১২০৯ খৃষ্টাব্দ)।

২। হাসেমউদ্দিন ইউয়াজ গেয়াসউদ্দিন (১২২৬ খৃষ্টাব্দ)

১২২৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের তাৎকালিক শাসনকর্ত্তা গেয়াসউদ্দিন খলজী কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তিনি কামরূপের মধ্য দিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশস্থ সুদূর সাদিয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। সমস্ত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তাঁহার পদানত হইয়াছিল এবং সমসাময়িক কামরূপরাজ তাঁহাকে কর প্রদান করিয়াছিলেন।

৩। এখ্‌তিয়ারউদ্দিন তুগ্রিল খাঁ মালেক ইউজ্‌বক (১২৫৭ খৃষ্টাব্দ)

এখ্‌তিয়ারউদ্দিন তুগ্রিল খাঁ গৌড়ের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়া কামরূপবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কামরূপরাজ তাঁহার সহিত যুদ্ধে আপনাকে অসমর্থ মনে করিয়া করপ্রদানে সন্ধি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তুগ্রিল খাঁ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া 'সমস্ত কামরূপ গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হইল' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কামরূপের রাজধানীতে একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণের আদেশ দেন। রাজা পার্ব্বত প্রদেশে পলায়ন করিলে রাজ্য ক্ষণস্থায়িভাবে তুগ্রিল খাঁর হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ষাসমাগমে সমস্ত পথঘাট দুর্গম হইয়া উঠিলে কামরূপবাসীরা মুসলমানদের খাদ্যসংগ্রহের যাবতীয় উপায় বন্ধ করিয়া দিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহাদিগকে যুগপৎ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে এবং সেই আক্রমণের ফলে অধিকাংশ মুসলমান সৈন্য বন্দীকৃত এবং মালেক এখ্‌তিয়ারউদ্দিন স্বয়ং নিহত হন।

৪। সোলতান মগিসউদ্দিন তুগ্রিল (১২৭৮ খৃষ্টাব্দ)

ইতিহাসে সোলতান মগিসউদ্দিন তুগ্রিল কর্তৃক কামরূপবিজয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার বিস্তারিত কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

৫। মালেক খসরু (১৩৩৭ খৃষ্টাব্দ)

দিল্লীশ্বর মোহাম্মদ শাহের আদেশে তাঁহার ভগিনীপুত্র মালেক খসরু চীনদেশবিজয়ের জন্য এক লক্ষ অশ্বারোহীসৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন (৭৩৮ হিজরী)। ঐতিহাসিকগণের

(৪) *History of Bengal*, p 58. নাসেরী গ্রন্থে কোচরাজ্যের নাম নাই; পরন্তু শিরাণের মাকিদা ও মস্তোষ (মুস্তোষ দিনাজপুর জেলায়) গমন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যুর উল্লেখ আছে; ১৫৮ পৃষ্ঠা।

মতে উক্ত অভিযান কামরূপের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়াছিল। অত্যধিক বৃষ্টি, পথের দুর্গমতা এবং পার্ব্বত জাতির আক্রমণ প্রভৃতি কারণে খসরুর সৈন্যদলের অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছিল এবং তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৬। সোলতান সেকেন্দর শাহ (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দ)

গৌড়েশ্বর সেকেন্দর শাহ ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে, কামরূপবিজয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎসংক্রান্ত অধিক বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। কেবল মাত্র 'কামরু ওরফে চাউলিস্তানে' ৭৫৯ হিজরীতে প্রস্তুত তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৭। ইস্‌মাইল গাজী (১৪৬০ খৃষ্টাব্দ)

৮। রহমত খাঁ (১৪৬০-৭৪ খৃষ্টাব্দ)

৯। হোসেন শাহ (১৪৯৩ খৃষ্টাব্দ) (৫)

১০। তবরক খাঁ (১৫০৬ খৃষ্টাব্দ)

১১। তবরক খাঁ (দ্বিতীয়বার) (১৫৩২ খৃষ্টাব্দ)

নবাব খলছ খাঁর (?) সেনাপতি তবরক খাঁ কর্ত্তৃক আসাম আক্রমণের বিবরণ আসাম বুরুঞ্জীতে লিখিত আছে। সেই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন (১৫০৬ খৃষ্টাব্দ)। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ হোসেন শাহ গৌড়ের অধিপতি ছিলেন।(৬) ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি তবরক খাঁ কামরূপে পুনরধিকার স্থাপনের চেষ্টা পান; সেই সময়ে পশ্চিম কামরূপে (কামতারাজ্যে) শক্তিশালী মহারাজ বিশ্বসিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে আহোম (এবং সম্ভবতঃ কামতারাজের সমবেত) আক্রমণের ফলে তবরক খাঁ কামরূপে পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার সৈন্যদলের মধ্যে অনেকে বন্দীকৃত এবং অবশিষ্ট বিতাড়িত হয়।(৭)

তবরক খাঁর পরাজয়

১২। কালাপাহাড় (১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ)

আনুমানিক ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বনামখ্যাত কালাপাহাড় কামরূপে প্রবেশ করিয়া প্রধান প্রধান দেবমন্দির এবং বিগ্রহগুলির ধ্বংস করিয়াছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ সেই সময়ে

---

(৫) ইস্‌মাইল গাজী, রহমত খাঁ এবং হোসেন শাহের অভিযান বৃত্তান্ত ইতঃপূর্ব্বে ৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায়, ৪৫ এবং ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

(৬) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই অভিযানের উল্লেখ করেন নাই। মুসলমানগণকর্ত্তৃক কামতাপুর-বিজয়ের পরে, রাজ্যের পূর্ব্বসীমায় যে অস্থায়ী অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, কথিত যুদ্ধ সেই অধিকারসম্পর্কে হইয়া থাকিবে এবং তাহার সহিত গৌড়ের সাক্ষাৎ যোগ না থাকাই অনুমিত হয়।

(৭) বন্দীকৃত মুসলমানসৈন্যের বংশধরেরা আসামে এখন 'মরিয়া' নামে পরিচিত। মরিয়ারা আসামে কাংস্যকারের (কাঁসারীর) কর্ম্ম করিয়া থাকে। হোসেন শাহের প্রেরিত সৈন্যেরাও আসামে বন্দী হইয়াছিল। তারিখে আসাম, ৫৯ পৃষ্ঠা।

কামরূপের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। নরনারায়ণকর্তৃক গৌড় দুইবার আক্রান্ত হইবার বিবরণ কথিত হইয়া থাকে; প্রথম আক্রমণে তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন এবং মুসলমানেরা আসামের তেজপুর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কামরূপের বিখ্যাত বিখ্যাত স্থানের দেবমূর্ত্তিগুলি বিনষ্ট করিয়াছিলেন।(৮)

১৩। সোলেমান কররাণী (১৫৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দ)

সোলেমান কররাণী ৯৭২ হিজরীতে (১৫৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে) ভ্রাতৃসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গৌড়ের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণ সেই সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই; তিনি স্বরাষ্ট্রের দক্ষিণ এবং পশ্চিম উভয় দিকেই অনেক দূর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গৌড়রাজগণ আকবর বাদশাহের উদীয়মান শক্তির ভয়ে অধিক মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে সাহসী হন নাই। ১৫৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে সোলেমান কররাণী এক বার কামতারাজ্য (কোচবিহাররাজ্য) আক্রমণ করিয়াছিলেন।(৯)

গৌড়ের অবস্থা

মোগল সেনাপতি মোনায়েম খাঁ সোলতান দাউদ খাঁকে পরাজিত করিয়া রাজধানী গৌড় অধিকার করিয়াছিলেন (১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ); কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাহার পরেই দাউদ খাঁ গৌড়নগরের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে) হোসেন কুলি খাঁ খাঁ জাহাঁ কর্ত্তৃক দাউদ খাঁ পরাজিত এবং নিহত হইলে গৌড়ে মোগল বাদশাহের আধিপত্য

মোগল বাদশাহের গৌড় অধিকার

---

(৮) *History of Assam, p 54.* আসাম বুরুঞ্জীতে লিখিত আছে যে, কালাপাহাড় ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নরনারায়ণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কামরূপে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তিনি দেবমূর্ত্তিগুলির ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সাহসী হন নাই (৫৯পৃষ্ঠা)। অবস্থানুসারে এই উক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বকোষে উহা ১৫৬৪ অথবা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা বলিয়া লিখিত আছে। হাজোর মন্দিরের ধ্বংসসাধনকালে কালাপাহাড়ের মৃত্যু হওয়ার কথাও (*Koch Kings of Kamarupa, p 34*) প্রকৃত নহে। গৌড়ের কালাপাহাড় আনুমানিক ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের পরে আর একবার কোচরাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মোগল ও পাঠানের যুদ্ধে রোহ্‌তাস দুর্গে তিনি নিহত হইয়াছিলেন। ' কালাপাহাড় ' কাহারও নাম ছিল না, উহা কেবল একটী উপাধি মাত্র ছিল এবং এই উপাধিযুক্ত একাধিক ব্যক্তির নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। দেবমন্দির এবং দেবদেবীর বিগ্রহাদির ধ্বংসের কার্য্যে যিনিই যখন প্রবৃত্ত হইতেন, হিন্দুরা তখন তাঁহাকেই ' কালাপাহাড় ' বলিতেন। দিল্লীশ্বর বহলুল লোদীর ভাগিনের মিঞা মোহম্মদ ফরমুলীও এইরূপে ' কালাপাহাড় ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

(৯) আকবরনামা, ৭১৬ পৃষ্ঠা ; বিশ্বসিংহচরিতম্‌।

পুনর্ব্বার স্থাপিত হয়, কিন্তু সমস্ত গৌড়রাজ্য মোগলের করায়ত্ত হইবার পূর্ব্বেই খাঁ জাহাঁ মৃত্যুমুখে পতিত হন। খাঁ জাহাঁ রাজস্ব বাবদে দিল্লীতে কিছুই প্রেরণ করিতে পারেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পরে মজফ্‌ফর খাঁ মোগল সুবাদার হইয়া গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহি-হস্তে নিহত হইলে রাজা টোডরমল্ল সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গৌড়দেশে পৌছিতে পারেন নাই; যেহেতু নানা কারণে তাঁহাকে বিহার হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। ইহার পরে মীর্জা আজিজ কোকা সুবাদার হইয়া (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ) গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি পাঠান দলপতিগণকে কতকটা বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মোনায়েম খাঁ এবং খাঁ জাহাঁ কর্ত্তৃক গৌড়দেশে যে নামমাত্র মোগলপ্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, টোডরমল্লের সময়ে তাহাও ছিল না; রাজধানী গৌড় পর্য্যন্ত মোগলের অধিকারবহির্ভূত ছিল। এমন কি, আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাজা টোডরমল্ল দিল্লী হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে পাঠানদলপতি জাবেরী কামতারাজের আশ্রয় লাভ করিয়া ঘোড়াঘাট, পূর্ণিয়া এবং তাজপুর অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৮৪ হইতে ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শাহবাজ খাঁ এবং ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে কুমার জগৎসিংহ, ঘোড়াঘাটের বিদ্রোহিগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ঠিক এই অবস্থায় (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) টোডরমল্ল বিহারে বসিয়া বঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশার রাজস্ববিষয়ক কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কুশী নদীর পূর্ব্ব এবং ঘোড়াঘাটের উত্তরদিকে অবস্থিত কামতারাজ্যের অন্তর্গত ভূখণ্ড তাঁহার সেই সুবিখ্যাত 'আসল জমা তুমার' কাগজভুক্ত হইয়া পূর্ণিয়া, তাজপুর, পাঞ্জড়া এবং ঘোড়াঘাট সরকারের কুক্ষিগত হইয়াছিল।

টোডরমল্লের জমাবন্দী

প্রাচীন ত্রিস্রোতা এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ৮৪ পরগণা লইয়া ২,০৯,৫৭৭৲ টাকা (৮০,৮৩,০৭২ দাম) রাজস্বে (মতান্তরে ৮৮ পরগণা এবং ২,০২,০৭৭৲ টাকা রাজস্বে) সরকার ঘোড়াঘাট ঘটিত হইয়াছিল। টোডর-মল্লের জমাবন্দী কাগজের লিখিত সরকার ঘোড়াঘাটের পরগণা গুলি এখন রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, মালদহ, বগুড়া এবং ময়মনসিংহ জেলায় অন্তর্গত হইয়াছে।

সরকার ঘোড়াঘাট

পূর্ব্বে মোগলসৈন্যের থানা (পাবনার অন্তর্গত) চলন বিলের তীরে হাঁড়িয়ালের নিকটে স্থাপিত ছিল; সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহ তথা হইতে সলিমনগরে (সেরপুরে,—বগুড়া জেলায়) মোগলথানা (স্কন্ধাবার) স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। বঙ্গের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব্বে সলিম নগর সীমান্ত প্রদেশের একটী প্রধান স্থান ছিল। ঘোড়াঘাট নগর হইতে সলিম নগরের ব্যবধান বিংশতি ক্রোশের ন্যূন নহে। বিশ্বসিংহবংশীয় 'নারায়ণ'-উপাধিক রাজগণের আক্রমণ নিবারণার্থে পাঠান সরদারগণকে ঘোড়াঘাটে যে সকল জায়গীর প্রদান করা হইয়াছিল, সেই গুলি সলিম নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাঙ্গালার রাজধানী

তিনটী 'সরকার'

কুশী এবং মহানন্দা এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী নয়টি পরগণা লইয়া সরকার পূর্ণিয়া ঘটিত হইয়াছিল এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব ১,৬০,২১৯৲ টাকা (৬৪,০৮,৭৭৫ দাম) এবং সরকার তাজপুরের রাজস্ব ১,৬২,০৯৬ টাকা (৬৪,৮৩,৮৫৭ দাম) অবধারিত হইয়াছিল, এবং মহানন্দার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ঊনত্রিশ পরগণা এই শেষোক্ত সরকারের অন্তর্গত ছিল। দিনাজপুরের উত্তরপূর্ব্বে পুরাতন তিস্তা নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত একুশ পরগণা সরকার পাঞ্জাড়া নামে পরিচিত হইয়াছিল এবং তাহার বার্ষিক রাজস্ব ১,৪৫,০৮১৲ টাকা (৫৮,০৩,২৭৫ দাম) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই সময়ে (বর্ত্তমান জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত) বোদা পরগণার পূর্ব্ব দিক্ দিয়া তিস্তা নদী প্রবাহিত হইত।(১০) বোদা পরগণা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়া জেলার উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ উল্লিখিত পাঞ্জাড়া, তাজপুর এবং পূর্ণিয়া সরকারের অনেকাংশ তাৎকালিক কামতা অথবা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানন্দা নদী পূর্ণিয়া এবং তাজপুর এই দুই সরকারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের চেষ্টায়, উক্ত অঞ্চলে 'নারায়ণ'রাজগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। কামতেশ্বরগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অথবা মধ্যভাগে পাঠানগণের অধিকৃত দেশের যে সমস্ত অংশে তাঁহাদের অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, সেগুলির অধিকাংশই উল্লিখিত চারিটি সরকারের অন্তর্গত ছিল।

আনুমানিক জমাবন্দি

রাজা টোডরমল্লের 'জমাবন্দী কাগজ' যে কেবল উত্তর বঙ্গের সম্পর্কেই আনুমানিক ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা নহে ; তিনি মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ত্রিপুরার রাজার অধিকৃত ভূখণ্ডকেও 'সোনারগাঁ এবং চাটিগাঁ সরকার' নাম দিয়া মোগলরাজ্যভুক্ত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুর্ম্মা নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ভূমি এবং জয়ন্তিয়া রাজ্যও 'সরকার সিলেট' নামে তাঁহার উল্লিখিত জমাবন্দী কাগজভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই সময়ে চট্টগ্রামে মোগল প্রভুত্ব যে আদৌ প্রতিষ্ঠিত ছিল না, আইনে আকবরীতে, ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় এবং ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী রালফ্ ফিচের বর্ণনায় তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। রাজা টোডরমল্ল বঙ্গের প্রান্তসীমায় অবস্থিত যে সমস্ত স্থানের নাম মোগলরাজ্যভুক্ত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী বাদশাহ জাহাঁগীরের সময় পর্য্যন্তও তাহাদের সকলগুলির উপর বাদশাহী অধিকার দৃঢ় হইতে পারে নাই। রাজা টোডরমল্লের জমাবন্দী কাগজের মৌলিকতা ও স্বীকার করা নিরাপদ নহে ; যেহেতু কথিত আছে যে, উহা পাঠান সেরেস্তা হইতে নকল করা হইয়াছিল,—অর্থাৎ দাউদ খাঁর

---

(১০) মেজর রেনেলের মানচিত্রে (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত) তিস্তা নদীর মূল স্রোতের গতি আত্রাই নদীর পথে পদ্মা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের বন্যার ফলে, তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রাভিমুখী হইয়াছে।

রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীহরি (প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য) এবং জানকীবল্লভের (বসন্তরায়ের) সহায়তায় সংগৃহীত হইয়াছিল। আকবর শাহের অধিকৃত সাম্রাজ্যের সীমা-নির্ণয়ের পক্ষে উক্ত জমাবন্দী কাগজ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের মতে বিশ্বসিংহের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইলে (?) তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র নরনারায়ণ পূর্ব্বে সনকোষ নদ হইতে পশ্চিমে মহানন্দা নদী এবং দক্ষিণে ঘোড়াঘাট হইতে, উত্তরে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে শের শাহের মৃত্যুর পরে রঙ্গপুর অঞ্চলের উপর পাঠানদিগের আধিপত্য বিলুপ্ত এবং তথায় কোচবিহাররাজবংশের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহা মোগল-রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল ; কিন্তু, আওরঙ্গজেব বাদশাহের (১৬৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে তাহা সম্পূর্ণরূপে মোগলের করায়ত্ত হইতে পারে নাই।(১১)

১৪। ঈসা খাঁ মসনদে আলী (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ)

আনুমানিক ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে 'বারভূঁইয়া' ঈসা খাঁকর্ত্তৃক কামতারাজ্যের পূর্ব্বদক্ষিণাংশ আক্রান্ত হইয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবনারায়ণ সেই সময়ে তথায় প্রভুত্ব করিতেন, কিন্তু তিনি ঈসা খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

১৫। রাজা মানসিংহ (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ)

রাজা মানসিংহ বঙ্গ এবং বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হইয়া ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে পাটনায় আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্রই অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। মোগলপাঠান পক্ষদ্বয় ব্যতীত বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণও পরস্পরে পরস্পরের সহিত বিবাদবিসংবাদে লিপ্ত ছিলেন। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে কামতারাজ নরনারায়ণ পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হন। নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবনারায়ণ রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের করদ রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন। রঘুদেব অতঃপর ঈসা খাঁর সাহায্যে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে একান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রঘুদেবের আচরণ

লক্ষ্মীনারায়ণ নিরুপায় হইয়া দিল্লীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাঠান দলপতিগণ কামতারাজ্যে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া গৌড়ীয় মোগলশক্তিকে যে বাধা প্রদান করিতেছিলেন, উক্ত ঘটনায় তাহার অবসানের উপস্থিত হইল এবং মানসিংহ স্বকীয় অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে একটী সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া

মানসিংহের আগমন

(১১) *Statistical Account of Rungpore, p 156.*

কামতারাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ প্রস্থান করিলে রঘুদেবনারায়ণ পুনরায় লক্ষ্মীনারায়ণের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মী-

রঘুদেবের পরাজয়

নারায়ণকে সাহায্য প্রদান করিবার জন্য মোগলসেনাপতি ফতে খাঁ শূর এবং জুব্বার খাঁ আসিয়া (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে) রঘুদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে রঘুদেবের বহু সৈন্য বন্দীকৃত এবং নিহত হইলে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁহার মূল্যবান্ বহু দ্রব্য মোগল সেনাপতিগণের হস্তগত হয়।

১৬। দুর্জ্জনসিংহ (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ)

১০০৬ হিজরীতে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) রঘুদেবনারায়ণ ঈসা খাঁ এবং মাসুম খাঁ কাবুলীর সহিত সম্মিলিত হইয়া কামতারাজ্য আক্রমণের জন্য এক বৃহৎ আয়োজন করিয়াছিলেন। মোগল-সেনাপতি দুর্জ্জনসিংহ লক্ষ্মীনারায়ণকে সাহায্য প্রদান করিতে আগমন করিলে 'কত্রাভু'র যুদ্ধে মোগল ও কামতারাজ্যের সম্মিলিত সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ঈসা খাঁর পক্ষে এই জয়লাভ বিশেষ আনন্দের কারণ হয় নাই; কারণ, তাঁহার সহিত বাদশাহের সন্ধি তখন পর্য্যন্ত বলবৎ থাকায় তিনি পরিণাম চিন্তা করিয়া রঘুদেবের পক্ষ পরিত্যাগ করেন এবং এক কৈফিয়ৎপত্র সহ দুর্জ্জনসিংহের পরিত্যক্ত যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী রাজা মানসিংহের নিকট প্রেরণ এবং বন্দিগণকে মুক্তি প্রদান করেন।(১২)

১৭। মোকর্‌রম খাঁ (১৬১২ খৃষ্টাব্দ)

সেখ আলাউদ্দিন এসলাম খাঁ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুবে বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়া ঢাকার নাম 'জাহাঁগীরনগর' রাখিয়াছিলেন। এসলাম খাঁ কামতার

সুবাদার এবং লক্ষ্মীনারায়ণ

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিৎ-নারায়ণকে সহজে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রাজমহল হইতে ঘোড়াঘাটে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি উল্লিখিত উভয় রাজার নিকটে দূত প্রেরণ করিলে লক্ষ্মীনারায়ণ সুসঙ্গের (ময়মনসিংহের উত্তর দিকে অবস্থিত) রাজা রঘুনাথের দ্বারা উপহার প্রেরণ পূর্ব্বক সুবাদারের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করেন; পরন্তু, পরীক্ষিৎনারায়ণ দূতকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সগর্ব্বে প্রতিকূল প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সুবাদার আব্দুল ওয়াহেদ জামীকে পরীক্ষিৎনারায়ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলে উভয়-

পরীক্ষিৎনারায়ণের আচরণ

পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সেনাপতি আব্দুল ওয়াহেদ সেই সংগ্রামে পরাজিত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক ফতেপুর গমন করেন এবং বাদশাহের আদেশে তথায়

---

(১২) আকবরনামা, ৭৩০ পৃষ্ঠা। ঢাকার দক্ষিণপূর্ব্বে খেজরপুরের নিকটে, লক্ষ্যা (শীতলাক্ষা) নদীর অপর পারে, 'কত্রাভু'র অবস্থান অনুমিত হইয়াছে (ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)। ভনড্যান্ ব্রুকের ম্যাপে (১৬৬০ খৃষ্টাব্দের) কত্রাভুর অবস্থানও প্রায় উক্ত স্থানেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

তিনি বন্দীকৃত হন।(১৩) মোগলসেনাপতিকে পরাজয় করিয়া পরীক্ষিতের অহঙ্কার এবং ঔদ্ধত্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের বন্ধু সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন এবং সুবাদার পরীক্ষিতের উক্ত অত্যাচারের অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।(১৪) পরীক্ষিৎ অতঃপর আহোমরাজের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়া বলসঞ্চয়ের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

রঘুদেবনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতের স্বাধীনতাঘোষণা লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষে বিশেষ অবমাননা এবং মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল। অধিকন্তু, তাঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য বারংবার আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করায় তিনি অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই তিনি বাদশাহের বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমসাময়িক সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিলে লক্ষ্মীনারায়ণের অন্তরে প্রতিহিংসার অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল বলিয়াই মনে হয়। তিনি পরীক্ষিৎকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া কিরূপে তাঁহার রাজ্য স্বয়ং অধিকার করিবেন এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এরূপ সময়ে সুযোগ আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবাদার পরীক্ষিতের উপর পূর্ব্ব হইতেই খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন; তাহার উপর লক্ষ্মীনারায়ণ নানারূপ উত্তেজনা-পূর্ণ কথায় সুবাদারকে পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণের জন্য উৎসাহিত এবং প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। এসলাম খাঁর পক্ষে লক্ষ্মীনারায়ণের প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

সুবাদারের সহিত সন্ধি

তিনি পরীক্ষিৎকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার কামরূপরাজ্য লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রদান করিতে সম্মত হন,(১৫) কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও অগৌণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্য, বাক্‌লার রাজা রামচন্দ্র, ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ, সোনারগাঁয়ের মুসা খাঁ,

বার ভূঁইয়া

ফতেহাবাদের মজলিস কুতব, শ্রীহট্টের বায়জিদ, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বোকাই নগরের ওসমান খাঁ, খুরদার (ওড়িশার) রাজা পুরুষোত্তমদেব, বীরভূমের বীর হাম্বির, পাচেতের শামস্ খাঁ এবং হিজলীর সলিম খাঁ প্রভৃতি বার ভূঁইয়াগণকে বশীভূত করিতে তাঁহার প্রায় দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

---

(১৩) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১৪শ পৃষ্ঠা। আগ্রার দক্ষিণদিকে অবস্থিত ফতেপুর সিক্রি সেই সময়ে অস্থায়ী রাজধানী ছিল।

(১৪) পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক রঘুনাথের পরিবারবর্গকে বন্দী করার বৃত্তান্ত বাদশাহনামা এবং শাহাজাহাঁনামায় লিখিত আছে, কিন্তু বাহরিস্তানে ঘাইবী পুস্তকে নাই। বাহরিস্তানের লেখক সেতাব খাঁ সেই সময়ে বঙ্গদেশে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি পরীক্ষিৎসংক্রান্ত বিস্তারিত, এমন কি অনেক অজ্ঞাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু রাজা রঘুনাথের পরিবারঘটিত ব্যাপারের কোনও বিবরণ প্রদান করেন নাই। 'কামরূপর বুরঞ্জী'তে 'পরীক্ষিতে বিস্তর উপদ্রব করে' বলিয়া রাজা রঘুনাথের অভিযোগ করার উক্তি আছে। (৯ম পৃষ্ঠা)।

(১৫) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১২১শ পৃষ্ঠা।

এসলাম খাঁ আনুমানিক ১৬১২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বকীয় জামাতা মোকর্‌রম খাঁর অধীনতায় সেখ কামাল এবং রাজা রঘুনাথকে পাঁচ হাজার বন্দুকধারী সৈন্য, তিন শত হস্তী এবং পাঁচ শত যুদ্ধনৌকাসহ পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণও সসৈন্যে এই যুদ্ধে মোগলপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।(১৬) বাহরিস্তানে ঘাইবীর লেখক সেতাব খাঁও এই যুদ্ধে অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। রাজা সত্রাজিৎ, বাহাদুর গাজী, মজলিস, বায়জিদ এবং সরাইলের (ত্রিপুরা জেলার) জমিদার সোনা গাজী প্রভৃতি জমিদারবর্গ মোগলপক্ষে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। বাদশাহী 'নাওয়ারা' ব্রহ্মপুত্র নদ উজাইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। বর্ত্তমান রঙ্গপুরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত কড়াইবাড়ীর নিকটে পরীক্ষিতের প্রেরিত তিন শত যুদ্ধনৌকার সহিত মোগল নাওয়ারার প্রথম সঙ্ঘর্ষ ঘটে। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিতের নৌসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং তাঁহার বহু নৌকা মোগলপক্ষের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধজয়ের পরে মোগলসৈন্য পরীক্ষিতের রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করে।

পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা

সেই সময়ে ব্রহ্মপুত্র এবং গদাধর এই উভয় নদের সঙ্গমস্থলে কামরূপরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সুরক্ষিত ধুবড়ী দুর্গ অবস্থিত ছিল, এবং উহা দশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সেনাপতি সেতাব খাঁ ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিকে অবস্থিত বাহারবন্দ এবং ভিতরবন্দ পরগণার জমিদারগণকে আক্রমণ করিয়া বশীভূত করেন এবং তাঁহাদিগকে সংযত রাখার জন্য স্থানে স্থানে সৈন্যসমাবেশ করেন। বাদশাহী-সৈন্য ধুবড়ীর অদূরে শিবিরস্থাপন করিয়া তথা হইতে দুর্গ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু সহজে দুর্গজয় করিতে পারে নাই। পরীক্ষিতের দুর্গাধ্যক্ষ ফতে খাঁ শালকা অমিত বিক্রমে মোগলবাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছিলেন। সার্দ্ধ তিন মাস কালের অবরোধ এবং আক্রমণের ফলে দুর্গাভ্যন্তরের বহু সৈন্য নিহত ও পলায়িত হইলে অবশিষ্ট যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে ক্রমশঃ অবসাদ উপস্থিত হয়। অবশেষে ফতে খাঁর পুত্র মোগলহস্তে

ধুবড়ী দুর্গ আক্রমণ

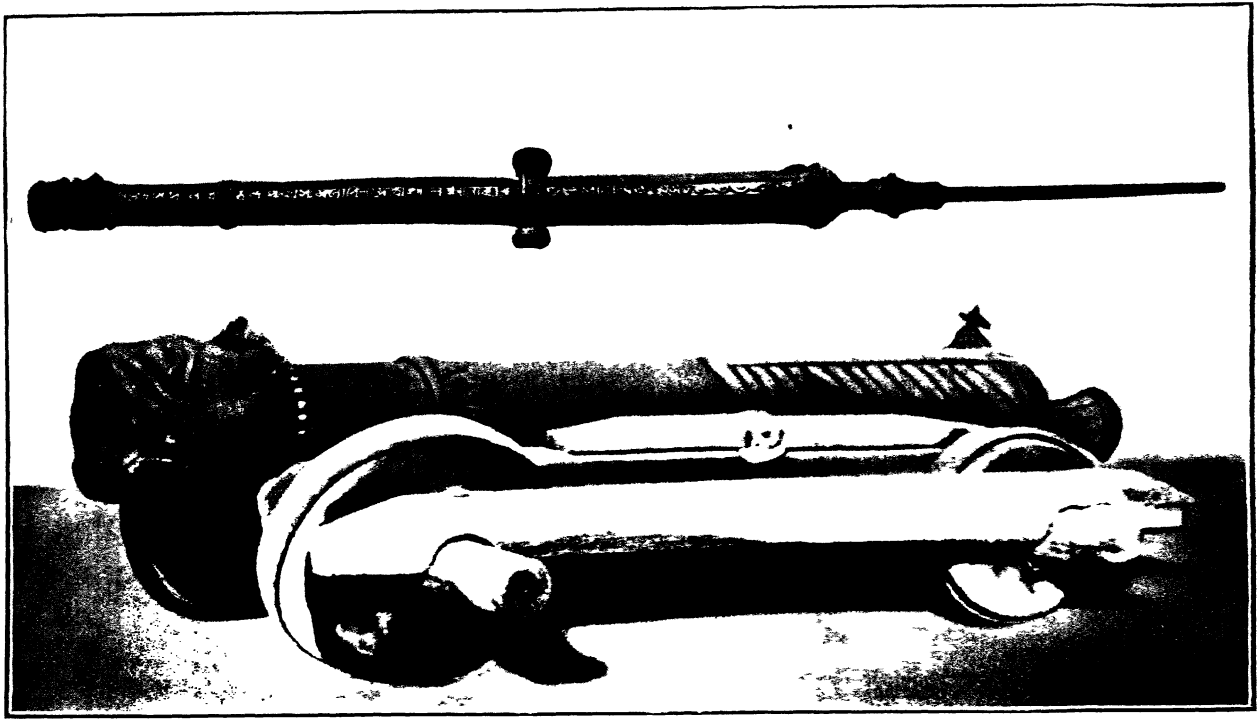
---

(১৬) এই যুদ্ধের প্রাক্‌কালে প্রস্তুত (১৬১১-১২ খৃষ্টাব্দ) মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পিত্তলনির্ম্মিত একটি জলযুদ্ধের কামান ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা কোচবিহার রাজধানীর উত্তরপশ্চিমে সাত আট মাইল দূরবর্ত্তী ইচামারী চাঁপাগুড়ি তালুকে দুই তিন ফিট মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিল। কামানটী দৈর্ঘ্যে ছয় ফিট আট ইঞ্চ,—তন্মধ্যে পশ্চাতের কীলক এক ফুট দশ ইঞ্চ, সম্মুখস্থ রন্ধ্রের ব্যাস দুই ইঞ্চ, ওজন ১৭১ পাউণ্ড বা প্রায় দুই মণ পাঁচ সের, তাহার উপরে উচ্চ ঢালাই (যেমন আধুনিক টাকায় থাকে) পুরাতন] বাঙ্গালা লিপির অতি সুন্দর এবং সুস্পষ্ট অক্ষরে এক পংক্তিতে লিখিত আছে;—

শ্রীকৃষ্ণপদনখচন্দ্রপ্রকাস(শ)মনোবিলাসশ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণভূপনির্ম্মিত। স(শক) ১৫৩৩

এই লিপির প্রত্যেক অক্ষর ঠিক এক ইঞ্চ করিয়া দীর্ঘ।

ইতঃপূর্ব্বে ৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় যে একটী জলযুদ্ধের কামানের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাও প্রায় ঐ সময়েই (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) প্রস্তুত হইয়াছিল।



মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের জলযুদ্ধের কামান এবং মহারাজ রঘুদেবনারায়ণের
১১ ইঞ্চ মুখবিশিষ্ট কামান।

To face p 252

বন্দী হন এবং ফতে খাঁ স্বয়ং আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ধুবড়ীদুর্গ বাদশাহীসৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়।(১৭)

ধুবড়ী দুর্গ অধিকৃত হওয়ায় পরীক্ষিতের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সময়ে ধুবড়ীর পাঁচ ছয় ক্রোশ উত্তরে ‘ঘিলা’ নামক স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন। পলায়ন অথবা আত্মসমর্পণ, এই দুইয়ের মধ্যে অন্যতর পন্থা অবলম্বন করিবার জন্য মোগলসেনাপতিগণ পরীক্ষিৎকে সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি শেষোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মোগল দূতকে আশী হাজার টাকা এবং দুইটী হস্তী প্রদান পূর্ব্বক বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেন। তিনি উকিলের যোগে সুবাদারকে এক লক্ষ মুদ্রা, এক শত হস্তী এবং এক শত টাঙ্গন ঘোড়া উপহার প্রদানের এবং বাদশাহের করে স্বীয় কন্যাকে সমর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা রঘুনাথের পরিবারবর্গকে মুক্তিপ্রদানের প্রতিশ্রুতিও উল্লিখিত প্রস্তাবের অন্তর্গত ছিল।(১৮) কামরূপরাজ্য পূর্ব্ববৎ রক্ষিত হইবে এবং পরীক্ষিৎকে বাদশাহের দরবারে স্বয়ং উপস্থিত থাকার দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে, তাঁহার আনুগত্যস্বীকারের এই দুইটি সর্ব্ব প্রধান সর্ত্ত ছিল। পরীক্ষিতের উকিল রামদাস মোগল সেনাপতি মোকর্‌রম খাঁর নিকটে সেই সমস্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলে মোকর্‌রম খাঁ উপহারসহ তাঁহাকে ঢাকায় গমন করিতে এবং সুবাদারের সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে সেই ঐ সকল কথার নিষ্পত্তি করিয়া লইতে উপদেশ প্রদান করেন। রামদাস প্রস্তাবিত উপহারসহ সেখ কামাল, মির্জ্জা হোসেন মেস্‌হুদী এবং রাজা রঘুনাথের সমভিব্যাহারে ঢাকায় গমন করেন। এসলাম খাঁ সবিশেষ শ্রবণান্তর পরীক্ষিতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সেখ কামালকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক পরীক্ষিৎকে অগোণে বন্দী করার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করেন। পরীক্ষিতের প্রেরিত উপহারগুলিও সুবাদারের আদেশে জব্দ করিয়া লওয়া হয়। সেখ কামাল প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরীক্ষিৎকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণও পরীক্ষিতের রাজ্যের অন্তর্গত খুটাঘাট আক্রমণ করেন। পরীক্ষিৎও তাঁহাকে প্রত্যাক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পিতৃব্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, কামরূপের ইতিহাসে তাহার অনুরূপ যুদ্ধের বিবরণ বিরল। লক্ষ্মীনারায়ণ সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ; তিনি সপ্ত দিবারাত্র হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মোগলের

পরীক্ষিতের আনুগত্য স্বীকার

সুবাদারের অসম্মতি

সপ্তাহব্যাপী সংগ্রাম

---

(১৭) পুরণি অসম বুরুঞ্জী, কামরূপবংশাবলী এবং কামরূপর বুরুঞ্জীতে রাজা পরীক্ষিতের এক ফতে খাঁ সেনাপতির নাম আছে। বাদশাহনামা এবং শাহজাহাঁনামায় দুর্গের অবরোধকাল এক মাস লিখিত আছে। সৈন্যসংখ্যাও বাহরিস্তানে ঘাইবী, বাদশাহনামা এবং শাহজাহাঁনামায় একরূপ লিখিত নাই।

(১৮) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১১৪ক পৃষ্ঠা। শাহাজাহাঁনামা এবং বাদশাহনামায় পরীক্ষিতের কন্যাদান-প্রস্তাবের প্রসঙ্গ নাই। উপহারের প্রকার এবং পরিমাণসম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা সত্রাজিৎ লক্ষ্মীনারায়ণের সাহায্যার্থ আগমন করিলে পরীক্ষিৎ 'ঘিলা' অভিমুখে পলায়ন করেন।

জলযুদ্ধে পরীক্ষিৎ

এ দিকে বাদশাহের অধীন জমিদারগণ আপন আপন যুদ্ধনৌকার দ্বারা গদাধর নদের মুখ রোধ করায় পরীক্ষিৎ 'ঘিলা' নগরে প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে নিরুদ্যম হইবার পাত্র ছিলেন না; পরন্তু, বিপুল উৎসাহের সহিত স্বকীয় সমস্ত শক্তিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জামাতা ডিমরুয়ার রাজা প্রভাকরের অধীনতায় সমস্ত যুদ্ধনৌকা গদাধরের মোহানায় প্রেরণ করেন; রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার সাত শত যুদ্ধনৌকা ধুবড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং নাওয়ারার সাহায্যার্থে পঞ্চাশটী হস্তী স্থলপথে প্রেরিত হয়। বহুসংখ্যক ধনুর্দ্ধারী, পাঁচ সহস্র পদাতিক, পাঁচ সহস্র বর্ম্মধারী সেনা এবং তিন শত হস্তীসহ রাজা স্বয়ং ধুবড়ীদুর্গ উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন।(১৯)

পরীক্ষিতের জয়লাভ

পরীক্ষিতের জলসৈন্যের নৈশ আক্রমণে বাদশাহী নাওয়ারায় মহা ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল। দারুণ সংগ্রামে সমস্ত রাত্রি অবসান হইবার পরে ও সমস্ত দিনব্যাপী যুদ্ধ চলিতে লাগিল, জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা কোনও পক্ষেই লক্ষিত হইতেছিল না; এইরূপ অবস্থায় পরীক্ষিতের নৌসেনাপতি মহাবীর পুরন্দর অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে মোগল নৌসেনাপতির নিকটবর্ত্তী হইয়া এক লম্ফে শত্রুর নৌকায় পতিত এবং প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। মোগলসৈন্যের খড়্গাঘাতে পুরন্দরেরও কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইল।(২০) উভয় পক্ষের সেনাপতির নিধনে প্রথমতঃ যুদ্ধের কোনও অবস্থান্তর হয় নাই, কিন্তু পরিশেষে পরীক্ষিতের নৌবাটকই জয়লাভ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা রাত্রিতেই গদাধর নদের বাদশাহী ঘাটী অধিকার করিয়া তাহাদের পঞ্চাশ খানা নৌকা বিনষ্ট এবং চারিশত মোগলসৈনিককে বন্দী করিল। মোগলসেনাপতি লক্ষ্মী রাজপুত আহত হইলেন, জমিদার বাহাদুর গাজী এবং সোনা গাজী পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। দুর্গ পুনরধিকৃত হইলে পরীক্ষিতের সেনাপতিগণ পঞ্চাশটী হস্তী তাহার অভ্যন্তরে প্রেরণ করিয়া আহত মোগল সৈনিকগুলিকে অতি নৃশংসভাবে হস্তিপদদলিত পূর্ব্বক বধ করিল! এই নৌযুদ্ধে পরীক্ষিতের সৈন্যেরা জয়লাভ করিল।

---

(১৯) বাহরিস্তানে কাঁড়ী (ধনুর্দ্ধারী) সৈন্যের সংখ্যা ১,৫৩,০০০ প্রদত্ত হইয়াছে (১১৫ক পৃষ্ঠা); ইহা লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া মনে হয়। বাদশাহনামা এবং শাহাজাহানামায় পরীক্ষিতের চারি শত অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতিক সৈন্যের উল্লেখ আছে। বাদশাহনামায় তাঁহার কুড়িটী হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়নের বিবরণ পাওয়া যায়।

(২০) পরীক্ষিতের পিতার সময়ে এক পুরন্দর সেনাপতি ছিলেন (কামরূপর বুরঞ্জী, ৭ পৃষ্ঠা)। পুরন্দরকর্ত্তৃক নিহত মোগল নৌ-সেনাপতির নাম কুবের খাঁ লিখিত আছে। কামরূপবংশাবলী।

রাজা পরীক্ষিৎ যুদ্ধার্থে তাঁহার জলসৈন্য প্রেরণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু, পথে একটী নদীর সেতু ভগ্ন এবং একটী যুদ্ধহস্তী ক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি রাত্রির অন্ধকারে ধুবড়ীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সূর্য্যোদয়ের পরে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করেন।

ছত্রনাজীর নিতাই

তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছত্রনাজীর নিতাই চারি পাঁচ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ পরিচালন করিতেছিলেন। মোগল সেনাপতি সেতাব খাঁ লিখিয়াছেন যে, সেনাপতি নিতাই আলবর্জ পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ 'গোপীকান্ত' নামক হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি মোগল সৈন্যের শরবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের ব্যূহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহনের শৌর্য্য তাঁহার অনুরূপ ছিল না। 'গোপীকান্ত' শরাঘাতে অস্থির হইয়া পলায়নপর হইলে নিতাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া ভূপতিত এবং তৎক্ষণাৎ মোগল-সৈন্যের হস্তে বন্দীকৃত হন।(২১) রাজা পরীক্ষিৎ কিন্তু এই ঘটনায় নিরুৎসাহ না হইয়া স্বয়ং সৈন্যচালনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সমস্ত দিন যুদ্ধ পরিচালন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার পক্ষপাতিনী হন নাই। সন্ধ্যা সমাগত হইলে মোগলপক্ষের কয়েকটী কামানের গোলায় ডিমরুয়ারাজের এক সেনানী এবং এক নৌ-সেনাপতি আহত হইবার পরে তাঁহার কতকগুলি

পরীক্ষিতের প্রস্থান

নাবিক এবং অবশেষে ডিমরুয়ারাজ স্বয়ং আহত হইলেন।(২২) সেনাপতির অভাবে পরীক্ষিতের নাওয়ারাও শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িল, স্থলযুদ্ধে পূর্ব্বেই সেনাপতির অভাব হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, রাত্রির অন্ধকারে জলেস্থলে উভয়বিধ সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলাস্থাপন এবং যুদ্ধপরিচালন অসাধ্য হইয়া উঠিল। হতভাগ্য পরীক্ষিৎ শ্রান্তক্লান্ত কলেবরে এবং ক্ষুণ্ণমনে অগত্যা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে 'খিলা' অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক খিলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাদশাহী সৈন্যও তাঁহার অনুসরণ আরম্ভ করিল। লক্ষ্মীনারায়ণ এই বার ভ্রাতুষ্পুত্রের যথোপযুক্ত সংবর্দ্ধনা করিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত দেখিয়া অন্য পথে তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। উভয় দিক্ হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া পরীক্ষিৎ অগত্যা খিলা পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি

পরীক্ষিতের আত্মসমর্পণ

মানস নদ পার হইয়া 'বড় নগরে' গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা সত্রাজিৎ তাঁহার পথরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষিৎ তৎপূর্ব্বেই নির্ব্বিঘ্নে মানস উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার ধৃত হইবার আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছিল, উত্তর ও পূর্ব্ব দিকের পলায়নের পথও উন্মুক্ত

---

(২১) বাহারিস্তানে গাইবী, ১১৩ক পৃষ্ঠা। কামরূপের বুরুঞ্জী এবং কামরূপবংশাবলীতে ও ছত্রনাজীর নিতাইর নাম আছে।

(২২) বাহারিস্তানে লিখিত (১১৩ক পৃষ্ঠা) এই 'মীরবহর' (নৌ-সেনাপতি) এবং বংশাবলীর লিখিত পুরন্দর লস্কর বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

ছিল, তথাপি তিনি মোগলহস্তে আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া স্বকীয় প্রাণ এবং মান রক্ষার প্রতিশ্রুতির জন্য মোগলশিবিরে দূত প্রেরণ করিলেন। মোগলসেনাপতি মোকররম খাঁ শপথপূর্ব্বক প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে পরীক্ষিৎ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সর্ব্বস্বসহ মোগলসেনাপতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আত্মদ্রোহপাপের পরিণামে স্বরাষ্ট্রে তৃতীয় পক্ষের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত, পিতৃব্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাদ নিবারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে একের অহমিকা এবং অন্যের প্রতিহিংসার চিরাবসান হইল। প্রায় নয় মাস কাল যুদ্ধবিগ্রহের পরে পরীক্ষিতের কামরূপরাজ্য এইরূপে নামতঃ বাদশাহী অধিকারভুক্ত হইল।

পরীক্ষিৎ আত্মসমর্পণ করিলে মোগলসেনাপতি কামরূপরাজ্যের শাসনভার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।(২৩) মোকররম খাঁ এবং সেখ কামালের

লক্ষ্মীনারায়ণের কামরূপলাভ

প্রতিশ্রুতি অনুসারে পরীক্ষিৎ মির্জ্জা হাসান বখ্‌সী এবং রাজা রঘুনাথের সমভিব্যাহারে ঢাকায় গমন করেন। সুবাদার এসলাম খাঁ সেই সময়ে ঢাকার অদূরবর্ত্তী ভাওয়ালের জঙ্গলে শিকার করিতেছিলেন। তিনি পরীক্ষিতের সহিত তথায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করেন ; কিন্তু, পরীক্ষিতের তথায় উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সুবাদার সহসা রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরীক্ষিৎ আপনাকে 'এক শত বৎসরের স্বাধীন রাজবংশের রাজা' বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। বাদশাহের দরবারে উপস্থিত করিয়া তাঁহার গৌরবোন্নত মস্তক অবনত করাইবেন, এসলাম খাঁ এই রূপ মনঃস্থ করিয়াছিলেন। অকালমৃত্যু তাঁহার সেই সাধ পূর্ণ হইতে দিল না ; কিন্তু, তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ একটী অতি বীভৎস কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এসলাম খাঁর সেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতাসাধনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সুবাদারের মৃত্যুসংবাদ গোপন

বীভৎস কাণ্ডের অনুষ্ঠান

রাখিয়া এক দরবারের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক এসলাম খাঁর শবের সমীপে পরীক্ষিৎকে কুর্ণীস করাইয়া পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঢাকার মোগল কর্ম্মচারিগণ পরীক্ষিৎকে বন্দী করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোকররম খাঁর প্রতিবন্ধকতায় তাহা হইতে পারে নাই। অতঃপর, পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতার বিষয়ে বাদশাহের দরবারে লিখিয়া পাঠান হয়।(২৪)

১৬১৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এসলাম খাঁর ভ্রাতা কাসেম খাঁ নূতন সুবাদার হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। সপুত্র পরীক্ষিৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে

সুবাদার কাসেম খাঁ

অতি সমাদরের সহিত একত্র আসন প্রদান করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের প্রতি এতাদৃশ সম্মানপ্রদর্শনের

---

(২৩) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১৫১খ পৃষ্ঠা।

(২৪) বাহরিস্তানে ঘাইবী, ১৪০খ এবং ১৪১ক পৃষ্ঠা। বাদশাহনামায় লিখিত আছে যে, সুবাদারীকর্ম্মের ভারপ্রাপ্তব্যক্তি পরীক্ষিতের সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় উপদেশপ্রার্থী হইয়া দরবারে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বাদশাহের অনুমতিসূত্রে পরীক্ষিৎকে আগ্রায় প্রেরণ করা হইয়াছিল।

গূঢ় তাৎপর্য্য লক্ষ্মীনারায়ণের ঢাকায় আগমন পর্য্যন্ত অব্যক্ত ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ ঢাকায় উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে নজরবন্দী করা হইল। পরীক্ষিৎকেও তদবস্থায় রাখার আদেশ হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মোকর্‌রম খাঁর প্রবল প্রতিবাদে তাহা কার্য্যে পরিণত করা সহজ হয় নাই। সুবাদার অগত্যা ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার নিযুক্ত লোকেরা কৌশলপূর্ব্বক মোকর্‌রম খাঁর নিকট হইতে পরীক্ষিৎকে পৃথক্ করিয়া বন্দী করিলেন এবং আব্দুল নবীকে তাঁহার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করা হইল। মোকর্‌রম খাঁ উক্ত ঘটনায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং এই বিশ্বাসঘাতকায় এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, সুবাদারের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু, অবশেষে বাদশাহের কোপে পড়িবার আশঙ্কায় এবং আপনাকে দুর্ব্বল ও অসহায় মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। কাসেম খাঁ পরীক্ষিৎকে নজরবন্দী করিয়াই নিবৃত্ত ছিলেন না; তাঁহার রাজগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বাদশাহী দরবারের আদব কায়দা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রাজবন্দিদ্বয়কে আগ্রায় বাদশাহের দরবারে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ এবং পরীক্ষিৎনারায়ণ বন্দী

এসলাম খাঁর অধিকৃত প্রদেশের দ্বারা বাদশাহী রাজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখাইয়া এবং এসলাম খাঁর অনুসরণে ঢিলার 'জাহাঁগিরাবাদ' নামকরণ করিয়া কাসেম খাঁ বাদশাহের দরবারে বিনা পরিশ্রমে প্রশংসালাভের আয়োজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিতে যেরূপ অভিজ্ঞতা এবং রাজনীতিজ্ঞানের আবশ্যক, তাহা তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি অবিবেকী, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং ক্রূরচরিত্রের কর্ম্মচারী ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী সুবাদারের এবং কামরূপবিজয়ের উপলক্ষে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি উপেক্ষিত এবং অবহেলিত হইলে সেই দেশের শাসনকার্য্যে যে গুরুতর নৈতিক অপকার উপস্থিত হইতে পারে, কাসেম খাঁর সম্ভবতঃ তাহা হৃদ্বোধ করিবার ক্ষমতা ছিল না; অথবা, তিনি মদান্ধ হইয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি সেই সকল কর্ম্মচারীকে অপদস্থ এবং নির্য্যাতিত করিবারও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাদশাহনামায় লিখিত আছে যে, মোকর্‌রম খাঁ কাসেম খাঁর আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য ঘোড়াঘাটের পথে আগ্রা গমন করিয়াছিলেন। কাসেম খাঁ বাদশাহকে যাহা দেখাইতে গিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ কিন্তু তাহার বিপরীত অবস্থাই প্রকাশ পাইয়াছিল। জাহাঁগীর বাদশাহ কামরূপে শান্তি-স্থাপন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কাসেম খাঁ কামরূপের শাসনকেন্দ্র জাহাঁগিরাবাদে (ঢিলায়) স্থাপন করিয়া দেশশাসন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে রাজ্যশাসন করিতে হয় নাই; অচিরেই বিদ্রোহাগ্নি চতুর্দ্দিকে তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কাসেম খাঁর নীতিজ্ঞানের অভাব

পরীক্ষিৎ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ তাঁহাদের দেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট এবং বিরক্তির কারণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ; পরন্তু, কেহই তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতির কামনা করে নাই। বস্তুতঃ, প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত উক্ত দুই রাজারই সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ এবং মধুর ছিল। এই রাজবংশ দেশের প্রকৃত অধিবাসিগণের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং রাজাও স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকারে তাহাদেরই স্বজন ছিলেন। সেই জনপ্রিয় রাজার উল্লিখিত শোচনীয় পরিণামদর্শনে দেশবাসীর মন সহজেই উত্তেজিত এবং বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পরীক্ষিৎকে বন্দী করা হইয়াছে, লক্ষ্মীনারায়ণও অকারণে সেই দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই সংবাদ কামরূপ এবং কামতারাজ্যের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে,

কামরূপের বিদ্রোহ

জনসাধারণের অন্তঃকরণ মোগলশাসনের প্রতিকূলে একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবস্থায় উত্তরকূলের অধিবাসিগণের দ্বারা খুটাঘাটে প্রথমে বিদ্রোহধ্বজ উত্তোলিত হয় এবং দক্ষিণকূলের অধিবাসিগণও অচিরেই তাহাদের অনুসরণ করে। এই বিদ্রোহের প্রবল তরঙ্গ কামতারাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সুদূর মোরঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ আন্দোলিত এবং প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল।

উত্তরকূলের 'নব রাজা' এবং 'হামান রাজা' বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ; সনাতন নামক আর এক জন প্রধান অধিবাসীও তাঁহাদের দল পুষ্ট করিয়াছিলেন। দক্ষিণকূলের সনরুদ্র

বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ

কায়স্থ, (২৫) পরশুরাম, মানগোবিন্দ (পরীক্ষিতের মাতুল), যদুনায়েক এবং ডিমরুয়ার রাজা মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণকূলের নামদানীর (নিম্নভূমির) অধিকাংশ দলপতি ('রাণির' রাজা, কলতাকারী, তাঁহার পুত্র থানা, আথরা রাজা, রূপাবর রাজা, বকো রাজা এবং কামুল রাজা, প্রভৃতি) কেহ প্রকাশ্যে এবং কেহ বা অপ্রকাশ্যে মোগলের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিনারায়ণ আসামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তিনিও আহোমরাজের সাহায্যে নানা প্রকার উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান করিয়া উল্লিখিত দলপতিগণকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কাসেম খাঁ অনবরত সৈন্যপ্রেরণ এবং কর্ম্মচারিপরিবর্ত্তন করিয়া এই দেশব্যাপী বিদ্রোহদমনে ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ এক স্থানে কৃতকার্য্য হইতে না হইতে অন্য স্থানে পরাজিত হইতে লাগিলেন। কাসেম খাঁর ব্যবহারে অনেক কর্ম্মচারীই সন্তুষ্ট

কামরূপের প্রাকৃতিক অবস্থা

ছিলেন না ; তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও সদ্ভাব এবং একতারও বিশেষ অভাব ছিল। দূরবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত বলিয়া সেই সমস্ত কর্ম্মচারীর কার্য্য পরিদর্শন এবং তাঁহাদের দোষত্রুটির সংশোধনও প্রায়ই হইয়া

---

(২৫) রাজা পরীক্ষিৎনারায়ণের পিতা রঘুদেবনারায়ণের আদেশে 'বড়কাথ হবর' হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী, ৮৮ পত্র।

উঠিত না; তদুপরি বারংবার কর্ম্মচারিগণের পরিবর্ত্তনদ্বারা ত্রুটিগুলির বরং বৃদ্ধিই করা হইতেছিল। কামরূপের বিদ্রোহদমনে প্রাকৃতিক অসুবিধাও অনেক ছিল; দেশের মধ্য দিয়া বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত; উত্তরকূল নদীবহুল স্থান, বৎসরের অধিকাংশ কাল তথায় সৈন্যচালনার সুবিধা নাই; অধিকন্তু উহার অদূর উত্তরে ভূটান পর্ব্বতের ভীষণ অরণ্যানী পূর্ব্বপশ্চিমে দিগন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। দক্ষিণকূলের পশ্চাদ্‌ভাগও মানুষের অগম্য পর্ব্বত এবং ভয়ানক জঙ্গলে আবৃত।

বঙ্গের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তের যখন এইরূপ দুরবস্থা, ঠিক সেই সময়ে দুরন্ত মগ এবং পর্ত্তুগিজ দস্যুর নিরন্তর উৎপাতে তাহার দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব প্রান্তও অরাজকপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত দস্যুদল জলে স্থলে সর্ব্বত্র অতি ভীষণ অত্যাচার করিত; দেশবাসীর এবং বণিক্‌কুলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং নরনারীগণকে ধরিয়া দাসদাসীতে পরিণত করা তাহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল।

বঙ্গদেশের অশান্তি

ফলতঃ কাসেম খাঁর অকৃতকার্য্যতা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহদমনের জন্য বাদশাহের দরবার হইতে তাগিদের উপর তাগিদ আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। এ দিকে কাসেম খাঁর অধীন কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ব্যবহারে ক্রমশঃ 'অতিষ্ঠ' হইয়া উঠিতেছিলেন। মোকর্‌রম খাঁ তাঁহার নামে বাদশাহের নিকট পূর্ব্বেই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন; দেওয়ান মোখলেস খাঁকে অপমান করার নিমিত্ত তিনিও বাদশাহের দরবারে সুবাদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। অতঃপর কাসেম খাঁর সুবাদারী

কাসেম খাঁর পদচ্যুতি

রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গলার সুবাদারী হইতে তিনি অপসৃত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জায়গীর এবং মনসবের পরিমাণও কমাইয়া দিবার আদেশ হইল।(২৬)

কাসেম খাঁর স্থলে ইব্‌রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ্‌কে বাদশাহ বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া-

সুবাদার ইব্‌রাহিম খাঁ

ছিলেন। তিনি বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, বঙ্গদেশে আগমনে তাঁহার কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এ দিকে কামরূপের বিদ্রোহের অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিতেছিল। সেখ ইব্‌রাহিম ক্রোড়ী

ইব্‌রাহিম ক্রোড়ীর বিদ্রোহ

বাদশাহের অধীনতায় কামরূপের রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন; তিনি সাত লক্ষ টাকা আত্মসাৎ পূর্ব্বক আহোমরাজের শরণাপন্ন হন এবং কামরূপের রাজা হইবার প্রত্যাশায় বাদশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

---

(২৬) বাহরিস্তানে গাইবী, ১৯৭থ পৃষ্ঠা। বাদশাহনামা এবং শাহজাহাঁনামার মতে আসামে মোগলসৈন্যের পরাজয়হেতু কাসেম খাঁর পদচ্যুতি হইয়াছিল।

সরকার উত্তরকূল বা কামরূপ,—ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম এবং উত্তরে এই সরকার অবস্থিত এবং ইহা উত্তরদিকে ভুটানপর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত উক্ত রাজ্যের দক্ষিণসীমা এবং পূর্ব্বদিকে আসামের (আহোম রাজ্যের) সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও তিন পরগণায় বিভক্ত ছিল। ইহার জমা ৩১,৪৫১৲ টাকা অবধারিত ছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা টোডরমল্ল (১৫৮২ খৃষ্টাব্দে) চুরাশি পরগণায় সরকার ঘোড়াঘাট, নয় পরগণায় সরকার পূর্ণিয়া, উনত্রিশ পরগণায় সরকার তাজপুর, এবং একুশ পরগণায় সরকার পাঞ্জাড়ায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কামতা বা কোচবিহাররাজ্যের বহু অংশ সেই সমস্ত সরকারের অন্তর্গত ছিল।

কয়েকটী আধুনিক জমিদার

সরকার বাঙ্গালভূম, দক্ষিণকূল, উত্তরকূল, এবং ধুবড়ী রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে বিজিত হইয়া মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে)। পরীক্ষিতের রাজ্যের সর্ব্বোত্তর ভূভাগ বিজনী, সিদলী, চিরাং, রিপু এবং গুমা এই পাঁচ 'দুয়ারে' (১,০০৫ বর্গমাইল) বিভক্ত হইয়া এক্ষণে গোয়ালপাড়া জেলার খাসমহলের অন্তর্গত হইয়াছে; অবশিষ্ট স্থান (২,৩৮৪ বর্গমাইল) বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত হইয়া উক্ত জেলার অন্তর্গত এবং বিজনী, গৌরীপুর, পর্ব্বতজোয়ার, চাপড়, মেচপাড়া ও কড়াইবাড়ী জমিদারী নামে পরিচিত হইতেছে।(৩১)

কোচবিহার রাজ্যের বিস্তৃতি

সুবাদার মীরজুম্‌লার কোচবিহাররাজ্য আক্রমণ প্রসঙ্গে (১৬৬১ খৃষ্টাব্দ) 'তারিখে আসাম' এবং আলমগীরনামায় তাৎকালিক কোচবিহাররাজ্যের দক্ষিণে বাহারবন্দ, তাজহাট (?), বাকদুয়ার, ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী বরিতলা (বাহারবন্দের দক্ষিণপূর্ব্বে এবং চিলমারির নিকটে) নামক স্থানসমূহের এবং একটী সুদৃঢ় বন্দ, বাঁধ বা আইলের (মৃন্ময় প্রাচীরের) উল্লেখ আছে। কোচবিহারের তাৎকালিক রাজধানী উক্ত আইল হইতে চব্বিশ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ছিল এবং সুবাদার

বাহারবন্দ এবং ভিতরবন্দ

তথা হইতে ছয় দিনে কোচবিহারের রাজধানীতে আগমন করিয়াছিলেন। রাজ্যের কিয়দংশ উক্ত 'বন্দ' বা বাঁধের ভিতর দিকে অবস্থিত থাকায় 'ভিতরবন্দ' এবং কিয়দংশ উহার বাহিরে থাকায় 'বাহারবন্দ' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; বাঁধের বাহিরে পাঁচ চাকলায় ৭৭ পরগণা, এবং ভিতরে ১২ পরগণা অবস্থিত ছিল।

---

(৩১) গৌরীপুরের বর্ত্তমান জমিদারবংশ মহারাজ নরনারায়ণের সেনাপতি কবীন্দ্র পাত্রের বংশ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। এই বংশের কুলচান্দ বড়ুয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে প্রথম জমিদারী অর্জ্জন করিয়াছেন। এই জমিদারী কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত এবং উহার ভূপরিমাণ ৪৯৪ বর্গমাইল। পর্ব্বতজোয়ার পরগণার পরিমাণ ২৭০ বর্গমাইল, ইহা সর্ব্বপ্রথমে হাতীবর চৌধুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং উহা এ পর্য্যন্ত তাঁহার বংশধরগণের অধিকারে রহিয়াছে। মেচপাড়া এবং চাপড় পরগণা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল; থানা কমললোচন মেচপাড়া এবং জয়নারায়ণ শর্ম্মা 'চাপড়' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দুই পরগণাও এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের বংশধরগণের অধিকারে আছে; ইহাদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯৯ এবং ২০১

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, কামতাপুর বিজয় করিবার পরে, পাঠানরাজগণ সীমান্তরক্ষার নিমিত্ত বাহারবন্দ, ভিতরবন্দ, পাতিলদহ এবং স্বরূপপুর পরগণা জগৎরায় নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন ; কিন্তু, শের শাহের মৃত্যুর পরে তাহাদের অনেকাংশই 'নারায়ণ'রাজগণ-কর্তৃক অধিকৃত হয়। পরে সেই সমস্ত পরগণায় মোগলের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে, কর্ম্মচারিগণকে তথায় সময়ে সময়ে জায়গীর প্রদান করা হইত। সাধারণতঃ সীমান্ত-সমীপস্থ এবং বিবাদপূর্ণ স্থানেই জায়গীর প্রদান করিবার প্রথা ছিল। শাহ সুজার সময়ে চাঁদ রায় নামক এক ভদ্রলোক বাহারবন্দের প্রথম জমিদার হন ; কিন্তু, বর্দ্ধনকুঠির রাজা রঘুনাথ রায় উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিলে আওরঙ্গজেব বাদশাহের বিচারে তিনিই উক্ত জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে, তাঁহার পত্নী রাণী সত্যবতীর নিকট হইতে নাটোরের রাজা রামকান্ত রায় উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা রামকান্তের পত্নী স্বনামখ্যাতা রাণী ভবানী তাঁহার জামাতা রঘুনাথ রায়কে উক্ত পরগণা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উক্ত পরগণা দুইবার মোগলকর্ম্মচারিগণকে জায়গীরস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। কোম্পানির দেওয়ানীপ্রাপ্তির (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ) পরে গবর্নর জেনেরাল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস উক্ত পরগণা তাঁহার দেওয়ান কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দীর (কান্ত মুদীর) পুত্র রাজা লোকনাথ নন্দীকে প্রদান করিয়াছিলেন। রঙ্গপুরের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চল এবং বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলা লইয়া 'রাঙ্গামাটী' জেলা ঘটিত হইয়াছিল। 'বাহারবন্দ' কাশিমবাজারের জমিদারবংশের হস্তগত হওয়ার পরে উহা 'ভিতরবন্দ' পরগণার সহিত রাজশাহীর কালেক্টরীভুক্ত হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বাহারবন্দ রঙ্গপুরের কালেক্টারীভুক্ত ছিল, এবং ১৭৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে বাহারবন্দ এবং ইদ্রাকপুরকে সংযুক্ত করিয়া ঘোড়াঘাট নামে একটী পৃথক্ জেলা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে 'ভিতরবন্দ' রঙ্গপুর জেলাভুক্ত হইয়াছে। 'বাহারবন্দ', গয়বাড়ী এবং 'ভিতরবন্দ' পরগণার কিয়দংশ লইয়া বর্ত্তমান সময়ে এই জমিদারীর ভূপরিমাণ ৩৫০ বর্গ মাইল।

১৯। মীরজুম্‌লা নবাব মোয়াজ্জম খাঁ (১৬৬১ খৃষ্টাব্দ)

শাহজাহাঁ বাদশাহের পীড়িতাবস্থায় বাঙ্গলার সুবাদার সোলতান সুজা প্রথমতঃ পিতার সিংহাসনলাভের আশায় উৎফুল্ল এবং পরে প্রাণের আশঙ্কায় আকুল হইয়া যখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে বাঙ্গালার শাসনশৃঙ্খলা অত্যন্ত শিথিল এবং দেশ 'মাৎস্যন্যায়ে'র অধীন হইয়া পড়িয়াছিল,—কেহ কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। বিপ্লবকালের সুযোগ পাইয়া সীমান্তপ্রদেশের স্বাধীন রাজগণের

প্রাণনারায়ণ এবং জয়ধ্বজ সিংহ

বর্গমাইল। কড়াইবাড়ী পরগণার পরিমাণ ৫১ বর্গমাইল ; ইহা মহেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রামচন্দ্র লাহিড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন।

মধ্যে কেহ বা স্বকীয় প্রণষ্ট রাজ্য উদ্ধারের মানসে এবং কেহ বা রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে মোগলদিগের অধিকারে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ এবং কিয়ৎকাল পরে আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ সেই সুযোগে নিম্ন আসাম আক্রমণ এবং অধিকার করিয়াছিলেন (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ)। অসমীয়াগণ ঢাকা হইতে পাঁচ দিনের পথ উত্তরে অবস্থিত কড়াইবাড়ী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া হাতশিলায় থানা স্থাপন করিয়াছিল, এবং তাহারা বহু মোগলসৈন্তকে বন্দী করিয়া আসামে প্রেরণ করিয়াছিল।

ঘোড়াঘাট এবং ঢাকা অধিকার

কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণ ঘোড়াঘাট আক্রমণ করিয়া তথা হইতে কতকগুলি নরনারীকে বন্দী অবস্থায় স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়াছিলেন।(৩২) তিনি জলপথে ঢাকা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার যাত্রাপথে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ গ্রামগুলি তাঁহার সৈন্যগণকর্তৃক অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল এবং তিনি বঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগর অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন (১৬৬১ খৃষ্টাব্দ)।(৩৩) দেশের এই প্রকার অরাজক অবস্থায় আওরঙ্গজেব বাদশাহের নবনিযুক্ত সুবাদার মীরজুম্লা নবাব মোয়াজ্জম খাঁ ঢাকায় আগমন করেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে আসাম এবং কোচবিহারের দুই রাজাকে তাঁহাদের কৃত কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদানে এবং উত্তরবঙ্গ উদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। অচিরে বহুসংখ্যক রণতরী, কামান এবং অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী জলপথে কোচ-

সুবাদারের উদ্যোগ

বিহারাভিমুখে প্রেরিত হইল এবং নবাব স্বয়ং দ্বাদশসহস্র অশ্বারোহী এবং বহুসংখ্যক পদাতিক সৈন্যের সহিত স্থলপথে কোচবিহাররাজ্য আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। আহোমরাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া কোচবিহারের 'বড় দেওয়ানী'র উপর যাবতীয় দোষারোপপূর্ব্বক নবাবের নিকটে এক পত্র সহ উকিল প্রেরণ করেন, কিন্তু নবাব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উকিলকে বন্দী করিয়া রাখেন।

সুবাদারের আদেশে রাজা সুজন সিংহ এবং মীর্জ্জা বেগের অধীনতায় এক হাজার অগ্রগামী অশ্বারোহী সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। সংখ্যার অল্পতা হেতু তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে

কোচবিহার অভিযান

অসমর্থ হইয়া কোচবিহারের সীমায় বাহিরে বাকৃদুয়ারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। নবাব তৎসংবাদ অবগত হইয়া অগোপে যাত্রা করেন এবং কোচবিহাররাজ্যের সীমান্তের অদূরবর্ত্তী বরিতলায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে মোরঙ্গ, বাকৃদুয়ার এবং রাঙ্গামাটীর দিক্ দিয়া কোচবিহাররাজ্যে প্রবেশের তিনটি (মতান্তরে চারিটী) পথ ছিল; তন্মধ্যে বাকৃদুয়ারের পথ (কামতাপুর-ঘোড়াঘাট রোড) সুগম এবং সুপরিচিত ছিল। এই পথ একটী সুদৃঢ় প্রাকারের দ্বারা এবং অন্যান্য পথগুলি বিবিধ উপায়ে সুরক্ষিত ছিল। কোচবিহারের তাৎকালিক রাজধানী উক্ত প্রাকার হইতে

(৩২) রিয়াজোস্ সালাতিন, বঙ্গানুবাদ ২০৭ পৃষ্ঠা; তারিখে আসাম, ভূমিকা, ৮ পৃষ্ঠা।

(৩৩) *Marshman's History of Bengal, p 55;* মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহই রাজা প্রাণনারায়ণ কর্ত্তৃক ঢাকা অধিকারের কোনও উল্লেখ করেন নাই।

চব্বিশ ক্রোশ অথবা ছয় দিনের পথ দূরে অবস্থিত ছিল। সুবাদারের আদেশে রাজা সুজন সিংহ ঘোড়াঘাটের পথরক্ষায় নিযুক্ত হন এবং সুবাদারের পরিবারবর্গ ও অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রী ঘোড়াঘাটে প্রেরিত হয়। যুদ্ধনৌকাগুলিকে ঘোড়াঘাট হইতে ব্রহ্মপুত্রে প্রবাহিত একটী নালায় অপেক্ষা করিতে আদেশ দিয়া, সুবাদার একটী অপ্রসিদ্ধ পথাবলম্বনে বনজঙ্গল কাটিয়া গয়বাড়ীর (কুড়িগ্রাম মহকুমায়) মধ্য দিয়া কোচবিহার নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর মোগলসৈন্য কোচবিহাররাজ্যে প্রবেশ করে। রাজা মোগলসৈন্যকে বাধাপ্রদানের উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতে যে সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, সুবাদারের উক্ত কৌশলে তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। মোগলসৈন্য তিন দিনের পথ দূরে থাকিতে রাজা ভুটানপর্ব্বতে পলায়ন করেন এবং নবাব মোয়াজ্জম খাঁ ১৯শে ডিসেম্বর বিনা যুদ্ধে কোচবিহার রাজধানী অধিকার করেন।(৩৪)

কোচবিহার অধিকার

নবাব মীরজুম্‌লা কোচবিহারের রাজধানী অধিকার পূর্ব্বক তাহার নাম 'আলমগীর নগর' রাখিয়াছিলেন। রাজার অস্ত্রাগারের ১০৬টা তোপ (কামান), ১৪৫টা 'জম্বুরক' (ছোট কামান), ১১টা 'রামচিঙ্গি', (?) ১২৩টা বন্দুক এবং তোপখানার অন্যান্য সামগ্রী ও অনেক পশু বিজয়ী নবাবের হস্তগত হইয়াছিল। নবাবের আজ্ঞায় রাজসম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং প্রধান দেবমন্দির মসজিদে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল, এবং এক হাজার পদাতি ও চারি শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ইস্‌ফেন্দিয়ার বেগ অস্থায়িভাবে দেশরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সৈয়দ মোহাম্মদ সাদেক প্রধান বিচারপতি, আসগর খাঁ ফৌজদার, কাজী সমু দেওয়ান, মীর আবদার রেজ্জাক এবং খাজা কেশরীদাস সহকারী দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজার মন্ত্রী ভোলানাথ মোরঙ্গ দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য নবাব ইস্‌ফেন্দিয়ার বেগ এবং ফরহাদ খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রেজ্জাক কুলী খাঁ ভোলানাথকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিলে নবাবের আদেশে তিনি বন্দীকৃত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হন। রাজাকে ধৃত করার জন্য উত্তরে 'কাঁটালবাড়ী'তে লোক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজা তাহা অবগত হইয়া ভুটানের অভ্যন্তরে

রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা

---

(৩৪) রুদ্রসিংহের বুরুঞ্জীতে (১৭৭ পত্র) লিখিত আছে, ১৫৮৩ শকের ১৯শে মাঘ (১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী) শুক্রবার মোয়াজ্জম খাঁ কর্ত্তৃক কোচবিহার অধিকৃত হইয়াছিল। গণনায় জানা গিয়াছে যে, উক্ত দিবস প্রকৃতই শুক্রবার ছিল। কোচবিহাররাজ্য অধিকারের সময়সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আরও দুইটি মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

(১) 'হিষ্টরী অফ্ ঔরঙ্গজেব' পুস্তকে (*Vol. III, p 180*) ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর; 'আলমগীরনামা' ও 'তারিখে আসাম' পুস্তকে ১০৭২ হিজরীর ৭ই জমাদিয়ল আউয়াল (১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর)। (২) 'হিষ্টরী অব বেঙ্গল' পুস্তকে (*p 325*) ১০৭২ হিজরীর ২৭শে রবিউল আউয়াল (১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর)।

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করার জন্ত নবাব ভূটানের ধর্মরাজের সমীপে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মরাজ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। নববিজিত রাজ্যে সুবিচারপ্রতিষ্ঠার আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া সুবাদার ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী আসামরাজ্যবিজয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কোচবিহারে অবস্থানকালে লুণ্ঠনের অপরাধে তিনি স্বকীয় সৈন্তদলের কয়েকজনকে শাস্তিপ্রদান এবং প্রজাদের ক্ষতিপূরণ করিয়াছিলেন।(৩৫)

সুবাদার প্রস্থান করিলে ইস্ফেন্দিয়ার বেগ এবং মোহাম্মদ সাদেকের অত্যাচারে দেশবাসিগণ উত্যক্ত হইয়া রাজার পক্ষাবলম্বন করিল। রাজার সৈন্তগণের সহিত ক্রমাগত খণ্ডযুদ্ধ করিতে

কোচবিহারপরিত্যাগ

করিতে হীনবল হইয়া ইস্ফেন্দিয়ার বেগ কোচবিহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং তিনি সদলবলে ঘোড়াঘাটে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুবাদার আসাম হইতে আসগর খাঁর অধীনতায় এক দল সৈন্ত কোচবিহারে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারা সাহায্যের অপেক্ষায় কোচবিহাররাজ্যের বহির্ভাগে অবস্থান করিতে ছিল। নবাবের মৃত্যু হওয়ায় তাহারা আর কোচবিহার আক্রমণ করিতে পারে নাই। অস্থায়ী সুবাদার দাউদ খাঁর নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়ায় আসগর খাঁ আইলের (বন্দের, বাঁধের) বহির্ভাগে অবস্থিত নববিজিত ফতেপুর চাকলা ব্যতীত অধিক স্থান অধিকারে রাখিতে পারেন নাই।(৩৬) পরে নবাব শায়েস্তা খাঁর সহিত কোচবিহাররাজ্যের সন্ধি স্থাপিত হইলে উক্ত স্থান হইতে মোগল সৈন্ত অপসৃত হইয়াছিল (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ)।

২০। রাজা রামসিংহ (১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ)

নবাব মীরজুম্লা মোয়াজ্জম খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার আসামবিজয়ের ফলও বিনষ্ট হইয়াছিল। আহোমরাজ সন্ধি অস্বীকার করিয়া গৌহাটীর মোগলফৌজদারের সহিত বিবাদে

রাজা রামসিংহ এবং কোচবিহাররাজ

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কোচবিহার-রাজ মোদনারায়ণও রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকার সুদৃঢ়তর করার মানসে দক্ষিণের আইল (প্রাকার) এবং দুর্গাদির সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সুবাদার শায়েস্তা খাঁ আসামে বাদশাহী প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অকৃতকার্য্য হইলে বাদশাহ অম্বরের রাজা রামসিংহকে আঠার হাজার অশ্বারোহী এবং ত্রিশ হাজার পদাতি সৈন্তের

(৩৫) আলমগীর নামা, ৬৮৯, ৬৯৪ পৃষ্ঠা ; মাসিরে আলমগিরী, ৩৯ পৃষ্ঠা ; তারিখে আসাম, ভূমিকা, ১৩ পৃষ্ঠা।

(৩৬) *History of Aurangzeb, Vol. III, p 218.* আইনে আকবরীতে সরকার ঘোড়াঘাটের মধ্যে এক ফতেপুর মহাল অবস্থিত থাকার বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

সহিত আসামজয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা রামসিংহের সহিত কোচবিহারের রাজার বন্ধুত্ব ছিল, রামসিংহ কোচবিহার হইতে সৈন্যসাহায্য গ্রহণ করিয়া আসামজয়ে গমন করেন।(৩৭)

২১। ভবানীদাস (১৬৮৫ খৃষ্টাব্দ)

বাঙ্গলার নায়েব সুবাদার ভবানীদাস (টোডরমল্লের পুত্র) আনুমানিক ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে এক বার কোচবিহাররাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। একদা মোগলশিবিরে অগ্নি সংযুক্ত হওয়ায় ভবানীদাস তাঁহার চারি সহস্র অশ্বারোহিসৈন্যের সহিত দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই অগ্নিকাণ্ডের পরে রাজা পুনরায় স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।(৩৮)

২২। এবাদত খাঁ (১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ)

ঘোড়াঘাটের ফৌজদার এবাদত খাঁ ১০৯৪ বঙ্গাব্দে (১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে) কোচবিহার আক্রমণ করিয়াছিলেন। এবাদত খাঁ সীমান্তের আইল অতিক্রম করিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন। কথিত আছে যে, যে স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় জলাভাব উপস্থিত হইলে, তাড়াতাড়ি একটী পুষ্করিণী খনন করা হয়; উক্ত কারণে ঐ স্থান এখনও 'সদ্যঃপুষ্করিণী' নামে পরিচিত হইতেছে। ফৌজদার তথা হইতে আট মাইল উত্তরে অগ্রসর

মাহীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ এবং মোগলহাট

হইয়া 'নবাবগঞ্জ' এবং 'মাহীগঞ্জ' (রঙ্গপুর) নামে দুইটী বাজার স্থাপন করেন, এবং চাকলা কাকিনা অধিকৃত হইলে তাহার এক স্থানে একটী হাট স্থাপন করেন। মোগলসেনাপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া সেই স্থান 'মোগলহাট' নামে পরিচিত হইয়াছে।(৩৯)

---

(৩৭) *Burunjee from Khunlong and Khunlai, Mss, Book III, Vol. II, p 39 ; Assam Burunjee, Mss. Book VIII, p 100.*

(৩৮) ফতুহাতে আলমগিরী, ১২৩ পৃষ্ঠা। উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই মোগলসৈন্যের যে পুনরাক্রমণ হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত অগ্নিকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। বিশ বৎসরের অধিককালব্যাপী সেই আক্রমণ এবং তাহার ধ্বংসচিহ্ন বিদ্যমান ছিল, কিন্তু অন্য কোনও ইতিহাসে উক্ত ঘটনার উল্লেখ নাই এবং কোন্ রাজার সময়ে ভবানীদাস কোচবিহার আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আকবরের মন্ত্রী টোডরমল্ল অতি বৃদ্ধ বয়সে ৯৯৮ হিজরীতে (১৫৯০ খৃষ্টাব্দে) দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শাহজাহাঁ বাদশাহের কর্ম্মচারী আর এক টোডরমল্ল ছিলেন।

(৩৯) 'শম্ভুবংশ চরিত', ৯-১০ পৃষ্ঠা।

'The Mohammedians at first called their new conquests in Kochwarah by the name of Fakirkundi and they probably made their first entry near where Mahiganja now stands, confronting Kundi which they already held, on the opposite side of the Ghaghat'.

Rungpore District Gazetters, p 146.

মোগলের বারংবার আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে কোচবিহাররাজ্য পূর্ব্বেই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। চাকলাজাতের ভারপ্রাপ্ত যে সকল কর্ম্মচারী সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ইতঃপূর্ব্বে নামতঃ না হউক কার্য্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে মোগলের পক্ষাবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবাদত খাঁর আক্রমণ এবং চাকলাদারগণের ব্যবহারে রায়কত এবং ছত্রনাজীরের অন্তরে সাময়িক সাবধানতার উদয় হইয়াছিল; তাঁহারা ফৌজদারকে বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং অসীম শৌর্য্যবীর্য্যের সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ বিরাট মোগলবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণের আচরণ

তাঁহাদের প্রবল বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক মোগলফৌজদার আক্রান্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে পারেন নাই। রাজা মহীন্দ্রনারায়ণের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিলে রায়কতগণ যদিও রাজসিংহাসনের অধিকার লইয়া ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ১০৯৫ হইতে ১১০০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত ফৌজদার মুরুল্লা খাঁ তাঁহাদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই। নবাবের আদেশে মুরুল্লা খাঁ পদচ্যুত হন এবং তাঁহার স্থলে জবরদস্ত খাঁ আগমন করেন। বাদশাহের আদেশে তিনি আক্রান্ত ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জবরদস্ত খাঁ দুই বৎসর দশ মাস এতদঞ্চলে অবস্থান করিয়াছিলেন; তৎপরে তিনি শোভাসিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহদমনের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চল হইতে প্রস্থান করিলে ইব্রাহিম খাঁ ঘোড়াঘাটে আগমন করেন। তিনি ১১০২ হইতে ১১০৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব প্রণষ্ট রাজ্যে পুনরধিকার স্থাপন করেন, এবং মোগলসৈন্য তাঁহাদের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ইব্রাহিম খাঁর পরে ১১০৫ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সায়াদত আলী খাঁ এবং ১১০৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত শামসুদ্দৌলা খাঁ ফৌজদার ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ পুনরধিকার করিতে পারেন নাই,—রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব রাজ্য করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পরে ফৌজদারের দেওয়ান সৈয়দ ইয়াজেদ খাঁ এবং রাজা দেবকীনন্দন আগমন করেন। রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব তাঁহাদিগকেও পরাজিত করিয়াছিলেন; অতঃপর আলী কুলী খাঁ ফৌজদার নিযুক্ত হন (১১০৬ বঙ্গাব্দ)।

জবরদস্ত খাঁর আক্রমণ

রায়কতগণের পরাক্রম

যজ্ঞনারায়ণের সহিত যুদ্ধে রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব উভয়েই নিহত হইলে কোচবিহারের গৃহবিবাদ অনেকাংশে প্রশমিত হইয়াছিল। যজ্ঞনারায়ণের মৃত্যুর পরে রূপনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন এবং ভুটানের দেবরাজ তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিতে ছিলেন। এ দিকে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ এবং গৃহবিবাদে দেশ সম্পূর্ণরূপে অবসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া-

সন্ধিস্থাপন

ছিল।(৪০) রাজা শক্তিহীন এবং আলী কুলী খাঁও যুদ্ধে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত, এইরূপ অবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। রাজা বর্ত্তমান কোচবিহাররাজ্য এবং বোদা, পাটগ্রাম (জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণাংশ) ও পূর্ব্বভাগ (রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রাম মহকুমার উত্তরপশ্চিমাংশ) এই তিন চাকলা প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট ফতেপুর, কাকিনা (বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার সদর মহকুমার প্রায় পূর্ব্ব এবং উত্তরার্দ্ধ) এবং কার্য্যীরহাট (নিলফামারি মহকুমার প্রায় সমস্ত অংশ) চাকলা বাদশাহীরাজ্যভুক্ত হয়। রাজার পূর্ব্বকর্ম্মচারিগণ মোগলের অধিকৃত শেষোক্ত তিন চাকলার চৌধুরী নিযুক্ত হন; যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা রাজার অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, 'কার্য্যীরহাট, কাকিনা, টেপা, মন্থনা, কুঁড়ি (কুণ্ডি?) ইত্যাদি পরগণার কার্য্যকারকেরা রাজার পক্ষে ধর্ম্মদ্রোহী করিয়া সুভাজাতে (সুবাদারের নিকটে) আপন আপন অধিকারের সন সন কর দেওয়া স্বীকৃত হইয়া খোদ জমিদার হইল ও সনদ নইল'।(৪১)

বাদশাহের তিন চাকলা প্রাপ্তি

ফতেপুর চাকলা পরে (রঙ্গপুর জেলার) ফতেপুর, বামনডাঙ্গা, মন্থনা, পাঙ্গা এবং ঘড়িয়ালডাঙ্গা জমিদারীতে বিভক্ত হইয়াছে; বিগত শতাব্দীতে ফতেপুর জমিদারীর যৎসামান্য অংশ ক্রয়সূত্রে এবং পাঙ্গা জমিদারির অর্দ্ধাংশ দানসূত্রে কোচবিহারের মহারাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে চাকলা কাকিনার চাকলাদার ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নামোল্লেখ করা গিয়াছে (১৭২ পৃষ্ঠা)। তাঁহার সময়ে (১৬৬ রাজশক, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে) অথবা কিছু পূর্ব্ব হইতে রঘুরাম উক্ত চাকলার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। রঘুরামের পুত্র রাঘবেন্দ্রনারায়ণ এবং রামনারায়ণ ফৌজদারের পক্ষাবলম্বন

---

(৪০) মোগলসেনাপতি মোয়াজ্জম খাঁ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া পাটগ্রামের নিকটে ধরলা নদীর তীরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত রাজসৈন্যের মুণ্ডগুলি গ্রথিত করিয়া বংশদণ্ডে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া সেই স্থানের নাম 'মুণ্ডমালা' হইয়াছে। রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে (দীনহাটার দক্ষিণপূর্ব্বে) অবস্থিত এক স্থানের যুদ্ধে বহুসংখ্যক মোগলসৈন্য নিহত হওয়ায় সেই স্থানের নাম 'তুরুককাটা' হইয়াছে (রাজোপাখ্যান, নরখণ্ড, ১০ম অধ্যায়)। পাটগ্রাম রেলষ্টেশনের (*B. D. Railway*) অদূর দক্ষিণে মোয়াজ্জম খাঁর গড় অবস্থিত ছিল, উহা এক্ষণে 'মির্জ্জার কোট' নামে পরিচিত। 'মির্জ্জারকোটে'র নিকট 'কদমরসুলের দরগা' বিদ্যমান রহিয়াছে। কোচবিহারের অন্তর্গত 'গোসানীমারী'র উত্তরে অবস্থিত একটী জলাশয় 'মোগলকাটা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রঙ্গপুরের এলাকায় উলিপুর থানার নিকটে 'মোগলবেড়া' নামক একটী স্থান আছে।

(৪১) নরখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

'When the Moslems settled their new conquest of Serkar Kochvihar, they gave the Zemindaries or management of the soil to various officers and servants of the Raja, by whose treachery they probably had been assisted.' *Eastern India, Vol. III. p* [illegible].

কুঁড়ি বা কুণ্ডি পরগণা যে ঐ সময় পর্য্যন্ত কোচবিহার রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

করেন এবং তাহার ফলে রাঘবেন্দ্র পরগণা 'বাবট্টি'র এবং রামনারায়ণ চাকলা 'কাকিনা'র 'চৌধুরী' নিযুক্ত হইয়াছিলেন (১৬৮৭ খৃষ্টাব্দ)।(৪২)

চাকলা কার্য্যীরহাট বা কাজীরহাট পূর্ব্বে চাকলা'পদ্মনারায়ণ' নামে পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজার পূর্ব্বকর্ম্মচারী আরিফ মোহাম্মদ ফৌজদারের সহিত যোগদান করিয়া এই চাকলার 'চৌধুরী' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চাকলা কার্য্যীরহাট পরে (রঙ্গপুর জেলার) কাজীরহাট, মহীপুর, ভুবভাণ্ডার, টেপা এবং ডিমলা প্রভৃতি জমিদারীতে বিভক্ত হইয়াছে। (৪৩)

রাজার সহিত আলী কুলী খাঁর উল্লিখিত সন্ধি নবাবের মনঃপূত হয় নাই; এ জন্ত তিনি আলী কুলী খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আলী ইজ্জত নেয়ামতুল্লা খাঁকে নায়েব নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন (১৭১১ খৃষ্টাব্দ)। নেয়ামতুল্লা খাঁ ১১২০ সন (১৭১৩ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সন্ধির সর্ত্ত অস্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্ব বন্দোবস্তে আপত্তি উত্থাপন করিয়া চাকলা

সন্ধিভঙ্গ

---

(৪২) রঘুরামের পিতার নাম রমানাথ; মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়ে (১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে) রমানাথ নামক এক ব্যক্তি যে রাজদপ্তরে মজুমদারের কর্ম্ম করিতেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে (১৬৫ পৃষ্ঠা)। রাঘবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বংশধরগণ এক্ষণে পরগণা বাবট্টির (ঘড়িয়ালডাঙ্গার) জমিদার। এই পরগণার পরিমাণ প্রায় ২৫ বর্গ মাইল এবং কাকিনা চাকলার পরিমাণ প্রায় ২৫০ বর্গ মাইল। রামনারায়ণ চৌধুরী কাকিনার জমিদারবংশের আদিপুরুষ।

কথিত আছে যে, রামনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র রুদ্র রায় চৌধুরী ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের রাজার নিকট হইতে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান 'কায়েতের বাড়ী' প্রভৃতি কয়েকখানা তালুকে (বর্ত্তমান কোচবিহাররাজ্যে অবস্থিত) বহু ভূমি 'পেটভাতা' (নিষ্কর) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়েই রঙ্গপুরের মোগল ফৌজদার কোচবিহার রাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন এবং ফৌজদার কুমার দীননারায়ণকে কোচবিহারের রাজা করিয়াছিলেন। রুদ্র রায়ের উক্ত পেটভাতা ভূমি পরে বাজেয়াপ্ত হয়, কিন্তু ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুদ্র রায় চৌধুরীর পুত্র রসিক রায় চৌধুরীর সময়ে রাজকর্ম্মচারিগণ উক্ত ভূমি ক্রোক করেন, পরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিধবা পত্নীকে উহা আবার 'খালাস' দেওয়া হয়। রসিক রায়ের বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর সময়ে (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) উক্ত পেটভাতা ভূমি পুনরায় বাজেয়াপ্ত হইয়া 'খেরাজী' ভূমির অন্তর্গত হয় এবং তিনি ৩৭২৭/০ বিঘা ভূমির উপর তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধ নিরিখে রাজস্বপ্রদানের সর্ত্তে অধিকার প্রাপ্ত হন। রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় আবার তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত উক্ত ভূমি তিনচতুর্থাংশ রাজস্বপ্রদানের সর্ত্তে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৪৩) চাকলা কার্য্যীরহাটের পরিমাণ প্রায় ৭১৯ বর্গ মাইল।

আরিফ মোহাম্মদের বংশধরগণ এক্ষণে রঙ্গপুরের অন্তর্গত মহীপুরের জমিদার। আরিফ মোহাম্মদ চাকলা কার্য্যীরহাটের সাড়ে চারি আনা অংশ স্বকীয় অধিকারে রাখিয়া অবশিষ্ট অন্যান্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভুবভাণ্ডার জমিদারবংশের আদিপুরুষ সীতারাম রায় কার্য্যীরহাটের দুই আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সীতারামও কোচবিহারের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি মুরারি ভট্টাচার্য্যের বংশধর। মুরারি ভট্টাচার্য্য রাজার নিকট হইতে একটি 'উপজৌবী' তালুক প্রাপ্ত হইয়া 'বলদ্যার' গ্রামে বাস করিতেন (১৬০৪ খৃষ্টাব্দ)। 'টেপা'

বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগের করপ্রাপ্তির দাবী করেন; তজ্জন্ত পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয় এবং শেখ ইয়ার মোহাম্মদ বহুসৈন্ত লইয়া কোচবিহার আক্রমণ করেন। রাজা আর আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি পরাজিত হইলেন এবং চাকলা তিনটি বাদশাহের অধিকারভুক্ত হইল। ইয়ার মোহাম্মদের আনীত সৈন্তপোষণের নিমিত্ত অত্যধিক রাজস্ব আদায় আরব্ধ হইলে অনেক প্রজা দেশত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। ফৌজদার প্রথমতঃ একাজ্জল বেগকে এবং তৎপরে মোহাম্মদ রেজাকে নায়েব নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভূমির বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হন নাই; আলী ইজ্জত নেয়ামতুল্লা খাঁ আসিয়া ভূমির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) বাদশাহ বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইয়াছিল; বাঙ্গালার অস্থায়ী নায়েব নাজীম খাঁ জাহাঁ বাহাদুর চাকলা তিনটির উপরে বলপূর্ব্বক অধিকারস্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে রাজপুত্রের সহিত মোগলসৈন্তের পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। যুদ্ধের অবশেষে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয় এবং বোদা, পাটগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ চাকলার উপরে নামতঃ বাদশাহীপ্রভুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক ছত্রনাজীর কুমার শান্তনারায়ণ রাজার পক্ষ হইতে তাহাদের ইজারা গ্রহণ করেন।(৪৪) মুৎসুদ্দী রঘুনন্দন রায় এই চাকলা তিনটির উপরে 'সরঞ্জামী খরচা' কম করিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন এবং কোনও 'রসুম' ধার্য্য করেন নাই।(৪৫)

পুনরায় সন্ধিস্থাপন

জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহাদেব রায় রাজার 'খাসনবীস' (১৭০৪ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন। কার্য্যীরহাটে মোগলের অধিকার স্থাপিত হইবার পরেও তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ রাজার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

(৪৪) 'The three Chaklas were nominally ceded, but were still held in farm by Shanta Narayan on behalf of the Cooch Behar Raja.' *The District of Rungpore, p 13.*

(৪৫) চাকলাগুলির অধিকারসম্পর্কে বাদশাহের সহিত রাজার যুদ্ধ এবং সন্ধিবিষয়ক উল্লিখিত বিবরণ প্রধানতঃ চাকলাজাত মোকদ্দমার কয়সালার নকল অবলম্বনে লিখিত হইল। রঙ্গপুরের কালেক্টার ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। মিঃ গ্লেজিয়ার তাঁহার 'দি ডিষ্ট্রিক্ট অব রঙ্গপুর' পুস্তিকায় বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ চাকলা অধিকারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহার সহিত উক্ত ফয়সালার লিখিত বিবরণের বিশেষ অনৈক্য নাই। কোচবিহারের ইতিহাস 'রাজোপাখ্যানে' লিখিত আছে যে, চাকলা সম্বন্ধীয় যুদ্ধ এবং সন্ধি ১১১৮ সনে (১৭১১ খৃষ্টাব্দে) জবরদস্ত খাঁর সহিত হইয়াছিল ('নরখণ্ড' ১১শ অধ্যায়), এই সংবাদ প্রকৃত নহে; 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে' ও এই ভ্রম অনুসৃত হইয়াছে (৩৫৭ পৃঃ)। জবরদস্ত খাঁর পিতা নবাব ইব্রাহিম খাঁ ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন। শাহজাদা আজিমওস্বান তাঁহার পরেই সুবাদার নিযুক্ত হইয়া ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদের অধিকারী ছিলেন। শাহজাদার পরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকাল। জবরদস্ত খাঁ সোলতান আজিমওস্বানের সুবাদারীর প্রথমভাগে কয়েকমাস মাত্র বাঙ্গলার সেনাপতি ছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দেই তিনি পশ্চিম বঙ্গের ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া রহিম খাঁর বিদ্রোহদমনে গমন করেন এবং উক্ত বিদ্রোহ শান্ত হইতে না হইতেই তিনি বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের পরে বঙ্গদেশের সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক ছিল না।

অর্দ্ধাধীন তিন চাকলা

কোচবিহাররাজের বর্ত্তমান জমিদারী চাকলা বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগের পূর্ব্বাবস্থা আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, উক্ত তিন চাকলার উপরে বাদশাহী প্রভুত্ব স্থাপিত হইবার প্রারম্ভকাল হইতে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারের কিছুকাল পর পর্য্যন্ত উহা এক প্রকার অর্দ্ধস্বাধীন রাজ্যের অনুরূপ অবস্থায় ছিল।(৪৬)

উক্ত তিন চাকলার অধিকার লইয়া তাহাদের চৌধুরিগণ রঙ্গপুরের কালেক্টরের নিকটে ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের নামে যে মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন, তাহার ফয়শালা ৬৬ বৎসর পূর্ব্বের কানুনগু দপ্তরের প্রাচীন কাগজ অবলম্বনে (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হইয়াছিল ; তাহাতে দেখা যায় যে, বাদশাহের সহিত রাজার যুদ্ধের অবসানকালে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) তাঁহারা (উভয় পক্ষ) ছত্রনাজীর কুমার শান্তনারায়ণকে উক্ত তিন চাকলার জমিদার করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু 'তেঁহ তাহা না হইয়া শুভার সহিত থাকেন উহার এমত রদ হইল তাহাতে তেঁহ ইজারা লইতে কবুল হইলেন।' এই ইজারা বস্তুতঃ গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনও দলিল বিদ্যমান নাই। শান্তনারায়ণের উক্ত ইজারাসম্পর্কে উক্ত ফয়শালায় আরও লিখিত আছে যে, 'যে কেহ জমিদার হয় তাহার নায়েবী করেন * * * তথাকার নায়েব ও জমিদারগণ নবাবের নিকট রুজু হয় না, অধীন জমিদারগণ রসুম পায় নাই।' চাকলাগুলির উপরে সরঞ্জামী খরচ কম করিয়া ধার্য্য হইয়াছিল এবং বাদশাহী কানুনগুর নিকট 'হস্তবুদ' ও (মোট আদায়ী টাকার পরিমাণ ও হিসাব) দাখিল করিতে হইত না। এই সকল বিশেষ অধিকার প্রদানের কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া উক্ত ফয়শালায় লিখিত হইয়াছে যে, রাজা চাকলাগুলি ত্যাগ করিতে পারেন এবং যুদ্ধ হইবারও সম্ভাবনা ছিল।

সেই সময়ে 'জমিদার' এবং 'ইজারাদার' শব্দের অর্থ এবং ব্যবহার যাহাই থাকুক না কেন, উল্লিখিত বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, কুমার শান্তনারায়ন এই চাকলাগুলির জমিদার ছিলেন না, 'ইজারাদার' নামে তথাকার জমিদারগণের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাদশাহী আধিপত্যকালে বাঙ্গালার জমিদারগণকে জমিদারী অধিকারের জন্য যে সমস্ত সনদ প্রদত্ত হইত, তাহাদের সকলের সর্ত্ত এক রূপ ছিল না, অবস্থা বিশেষে সর্ত্তের ইতর বিশেষ এবং ক্ষমতার হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও কিছু দিন পর্য্যন্ত সেই প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কুমার শান্তনারায়ণ যে জমিদারগণের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। 'তথাকার নায়েব ও জমিদারগণ

---

(৪৬) 'Thus in Rungpore we have what, for want of better terms, may be styled the semi-feudatory estates, such as Baikuntapur, and the Chaklas of Boda, Patgram and Purub bhag, held by the Raja of Kuch Behar ; the sub-feudatory estates or the rest of Kuchwara, held by descendants of Kuch Behar officers.' *A Statistical Account of Rungpore, p 318.*

নবাবের নিকট বন্দ্ হয় না,' কথাগুলার এই বাক্য হইতে চাকলাগুলির শাসনকার্য্যসম্পর্কে শান্তনারায়ণের নিরপেক্ষ ক্ষমতার অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে।

কোম্পানির অধীনে তিন চাকলা

বোদা, পাটগ্রাম এবং পূর্ব্বভাগ চাকলার উপরে মোগলপ্রভুত্ব স্থাপিত হইবার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুবে বাঙ্গালার 'দেওয়ানী' লাভ করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মিঃ গ্রোস রঙ্গপুরের রাজস্ব-সংগ্রহ কার্য্যের সুপারভাইজার ছিলেন, তৎপূর্ব্বে মির্জ্জা হোসেন রেজা এবং তাঁহার পূর্ব্বে মদনগোপাল রাজস্বসংগ্রাহক ছিলেন। মিঃ গ্রোসের সময় পর্য্যন্ত ছত্রনাজীর উক্ত তিন চাকলার প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন এবং তিনি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের আজ্ঞাবহ ছিলেন না।(৪৭) তিনি যে পেশকষ (Tribute) প্রদান করিতেন তাহা অন্যান্য জমিদারীর রাজস্বের অনুরূপ ছিল না এবং তৎকালে 'হস্তবুদ' দাখিল করার যে প্রথা ছিল তাহাও প্রদত্ত হইত না।

মিঃ গ্রোস ছত্র নাজীরের উল্লিখিত বিশিষ্ট অধিকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, মুর্শিদাবাদের দরবার রেসিডেন্ট মিঃ রিচার্ড বিচার, উক্ত অধিকার হরণের পক্ষপাতী ছিলেন না।(৪৮) মিঃ হেষ্টিংসের সময়ে (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে) রঙ্গপুরের জমিদারগণকে যে পাট্টা (Aumil Nama or Lease) প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে ২২টী সর্ত্ত ছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছিল; অধিকন্তু, তাঁহারা আপন আপন জমিদারীতে চুরি, নরহত্যা এবং কোনও প্রোথিত ধনের অধিকারীর উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহাদের সংবাদ সদরে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোনও জমিদার কালেক্টরের নিরূপিত রাজস্বপ্রদানে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার জমিদারী যে কোনও অন্য ব্যক্তিকে ঠিকা বন্দোবস্তে (farm) দেওয়া হইত (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ)।(৪৯) কোচবিহাররাজের চাকলাজাত

---

(৪৭) '° ° ° as I knew they (Zemindars of Rungpore) were so easily to be obtained, and without interfering the least with the collections, to which they all readily complied, except the Zemindars of Boda and Bycuntopore, who in manner deny our authority, alledging they are answeral le to the Cooch Behar Raja for their proceedings, another reason they give for not complying with my orders, is that, it has never been heretofore customary, which is true as they have always been able to buy themselves off with the several Aumils who have been sent up here.' *Extract from the letter, No. 8 dated, the 21st July, 1770, from John Grose Esq., to Richard Becher Esq., Resident at the Durbar' 'Bengal. District Records, Rungpore, Vol. I, p 10.*

(৪৮) 'Agreeable to your desire I shall desist from pressing the Zemindars of Boda and Byountpore for any papers or accounts, tho' must beg leave to observe that these two places have long since been annexed to this District They pay a certain sum annually without giving an account in what manner their collections are made.' *Extract from the Letter No. 2, dated, the 20th April, 1770 from John Grose Esq. To Richard Becher Esq. 'Bengal District Records, Rungpore,' Vol. I, p VI.*

(৪৯) *Bengal District Records, Rungpore, Vol. I. pp 19, 58.*

জমিদারী ঐরূপ সর্ত্তের অধীন ছিল না, কিন্তু মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার পিতা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে 'সরকার কোচবিহারে' অবস্থিত উল্লিখিত জমিদারীর জন্য যে সনদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রদান করিতে এবং সরকারকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ কর আদায়ে বিরত থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অধিকার সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। সনদে চুরি ও লুটতরাজ নিবারণ এবং দস্যুতস্করাদিকে দণ্ডদান সম্পর্কে রাজা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলিয়া লিখিত ছিল।(৫০)

---

(৫০) Translation of a Sunnud under the seal of the Honorable English Company, dated, the 13th of February, 1776 A. D., corresponding with the 4th of Falgoon, 1182 Bangala, and the 22nd of Zilhij, of the 17th year of His Majesty's reign.

'Be it known to all Mutsuddies at present holding important trusts, or who may be hereafter appointed thereto, and other inhabitants and natives of Sirkar Cooch Behar, in the Soobah of Bengal, the Paradise of Countries, that as the orders of the Gentlemen in Council have been issued, that a Sunnud for the Zemindari of the above Sirkar should be granted to Dhurjindrer Narain, accordingly (the above person) having agreed to pay the Peshkush of Government of Fifty Gold Mohurs agreeably to the order, the office of Zemindar of the above Sirkar, vacated by (the death of) Durindrar Naryan, has been granted, confirmed to, and bestowed upon Dhurjindrer Narayan that observing the duties and usages of the office and the rules of the truth and dignity, he depart not in the minutest particular from a vigilant and prudent conduct, but avoiding sloth and, conciliating their affections, that he so conduct himself that his utmost endeavours may be exerted for the increase of cultivation and the improvement of the revenue. He must further pay great attention to expelling and punishing offenders, so that the least vestige of thieves and robbers may not be found within his limits; and take particular care of the highways, so that travellers and strangers may go and come with perfect confidence and safety. God forbid that the property of any one should be stolen or plundered, but should such a case occur, he must seize the thieves or robbers and the property, delivering up the goods to the owner and the offenders to justice; and if he can not find (the thieves and the goods), he must answer for the party himself. He must also take care that no one indulged in forbidden practices within his limits. He must pay the revenues, regularly year after year at the stated period; and at the end of the year according to custom, he will receive credit for his payments. He will further abstain from the collection of all exactions or * * forbidden by government. You are hereby required to acknowledge the above person as Zemindar of the above Sirkar, and to consider him as vested with the powers and appendages thereof. On this point paying the strictest obedience, you will act as above directed.

'On the 17th of February, 1776 A. D, corresponding with the 8th Falgoon, 1182 Bangala, and the 26th Zelhij in the 17th year of His Majesty's reign, the copy was received in the Dufter.' *Aitchison's Treaties, Vol. I, p 293.*

রঙ্গপুরের কালেক্টরগণের অনবরত প্রতিকূলতায় রাজার উল্লিখিত অধিকার অধিক দিন অব্যাহত ছিল না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল রাজাকে 'হস্তবুদ' দাখিল করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।(৫১) ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে রঙ্গপুরের কালেক্টর (সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারেলের আদেশে) ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে যে সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল তাঁহার নামে জমিদারী 'খোদ বন্দোবস্ত মকরর' হওয়ার এবং 'সরকারের মাফিক বন্দোবস্ত মালগুজারী সরবরাহ' করার উক্তি ব্যতীত অন্য কোনই সর্ত্ত লিখিত হয় নাই।

কালেক্টরগণের প্রয়াস

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চাকলাগুলির কর্ম্ম পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে উক্ত তিন চাকলার সদর রাজস্ব (Revenue) ৯৭,০০১৲ এবং রায়তান দেয় আবুয়াব সহকারে ১,২৫,৬৫২৲ ফরাসী আর্কট মুদ্রা ধার্য্য ছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে তাহাদের রাজস্ব ১,০০,৯১০।০ আনা অবধারিত হইয়া অন্যান্য জমিদারীর অনুরূপ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২নং রেগুলেসন অনুসারে চাকলাগুলির মধ্যে অবস্থিত তিনটী দেবোত্তর মহালের উপরে অতিরিক্ত ২৯১৵৫ পাই কর ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত তিন চাকলার পরিমাণ ৫৫৮ বর্গমাইল।

জমিদারী বন্দোবস্ত

কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত থাকার সময়ে বোদা চাকলা গুয়াগাঁও এবং কাজলদীঘী প্রভৃতি কয়েক পরগণায় বিভক্ত ছিল এবং এই চাকলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাজার পক্ষে গোমস্তা নিযুক্ত থাকিতেন। সঞ্জীব চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিনোদ চক্রবর্ত্তী তিন চাকলার হিসাবনবীস ছিলেন। এই বিনোদ চক্রবর্ত্তী জবরদস্ত খাঁর সহিত যোগদান করিয়া বাদশাহের অধীনতায় বোদা চাকলার সাত আনার 'চৌধুরী' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এই চাকলার রাজস্ব বাদশাহের পক্ষ হইতে তহশীল হইতে পারে নাই। চাকলা বোদা লইয়া যে সময়ে রাজার সহিত বাদশাহের যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে বাদশাহী কাননগুর দপ্তরে (১১১৪ বঙ্গাব্দে) এই চাকলার রাজস্ব ৮,৭৯৫।১৩ কড়া লিখিত ছিল। ইহার প্রায় দুই আনা অংশ (নাজিরপুর) পুর্ণিয়ার ফৌজদার বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিলেন। তজ্জন্য, উক্ত অংশের বাবদ এক সহস্র টাকা কম ধার্য্য করত উহার রাজস্ব ৭,৭৯৫।১৩ কড়া অবধারিত হইয়াছিল। ইহার সাত আনা অংশ ৩,৪১০।৵১৯। কড়া জমায় বিনোদ চৌধুরীর পুত্র রামনারায়ণ চৌধুরীর নামে, অবশিষ্ট নয় আনার মধ্যে তিন আনা রামনাথ চৌধুরীর নামে, তিন আনা কন্দর্প চৌধুরীর নামে এবং তিন আনা জয় সিংহ চৌধুরীর নামে লিখা যাইত।

'বোদা' চাকলার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

(৫১) *Bengal District Records, Rungpore, Vol. I, p 61.*

অবধারিত হইয়াছিল।(৫৪) ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দীন তাহার সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাই স্থায়ী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়িয়া নবাব মীর কাসেম আলী খাঁ যে শেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে), তাহাতে রাজস্ববৃদ্ধি ব্যতীত কোনও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই সমস্ত বন্দোবস্তের সহিত কোচবিহাররাজ্যের কোনও সম্পর্ক ছিল না।

২৩। সৈয়দ আহমদ (আনুমানিক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ)

কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক থাকা হেতু জ্ঞাতিপুত্র দীননারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীননারায়ণের সহিত রাজার পরে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং দীননারায়ণ রাজ্যলাভের আশায় রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ আহমদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সৈয়দ আহমদ সেই সময়ে দিনাজপুরের রাজাকে নির্য্যাতন করিতেছিলেন। তিনি আর একটী সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া নবাব সুজাউদ্দীনের নিকটে সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি কোচবিহারের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ফৌজদার নবাবপক্ষ হইতে উপাধি এবং খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ~~(১৭৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দ)~~; কিন্তু, পরিণামে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে কোচবিহার পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

---

(৫৪) রাজস্বের উল্লিখিত অঙ্ক যে সমস্ত পরবর্ত্তী পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নারায়ণী মুদ্রা

প্রাচীন মুদ্রা

প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ অথবা কামরূপ দেশে মুদ্রার ব্যবহার কোন্ সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত ধারণায় উপস্থিত হইবার উপায় নাই। ভারতীয় মৌর্য্য, কুষাণ এবং গুপ্তরাজগণের মুদ্রা বঙ্গদেশের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং গুপ্তরাজবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত কামরূপদেশের উপর তাঁহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন (খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী)। গুপ্তসাম্রাজ্যধ্বংসকারী হূণরাজাদের মুদ্রাও কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুপ্তবংশের রাজগণের বহু পরবর্ত্তী পাল এবং সেন বংশীয় রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ কামরূপের উপর সাময়িকভাবে আধিপত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গীয় মুসলমান নরপতিগণের যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে গেয়াসউদ্দীন ইউয়াজের ৬১৭ বা ৬১৯ হিজরীর (১২২০ বা ১২২২ খৃষ্টাব্দের) মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার পরবর্ত্তী সামস্উদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা অন্যান্য মুদ্রার সহিত কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত কামতাপুরে (গোসাঁনীমারিতে) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কামতেশ্বরীর মন্দিরের

গোসাঁনীমারীতে প্রাপ্ত টাকা

দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ধরলানদীর তীরে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অল্পসংখ্যক মুদ্রা কোচবিহার রাজসরকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোচবিহারের কমিশনার কর্ণেল হটন তন্মধ্যে ১৩,৫০০৲ মুদ্রা গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য টাকার (Tribute) বিনিময়ে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং কর্ণেল গথ্রি ও ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মুদ্রাগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত মুদ্রার মধ্যে গৌড় এবং দিল্লীর পাঠান নরপতিগণের মুদ্রা ছিল; (১) প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির মধ্যে কেবল মাত্র ১৭৬টী মুদ্রা কোচবিহারের রাজকীয় কোষাগারে এ পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে।

---

(১) *The Initial Coinage of Bengal.*

সামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের পুত্র সেকেন্দরশাহ ৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে) 'কামরু ওরফে চাওলিস্তান' শব্দযুক্ত যে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।(২) ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর হোসেনশাহকর্তৃক কামতাপুর অধিকৃত হইলে তিনি স্বকীয় মুদ্রায় আপনাকে 'কামরু, কামতা, জাজনগর ও ওড়িশা বিজেতা' বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। এই প্রকারের ৮৯৯, ৯১৫ এবং ৯১৯ হিজরী সনে (১৪৯৩, ১৫০৯ এবং ১৫.৩ খৃষ্টাব্দে) প্রস্তুত কতকগুলি মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।(৩) হোসেনশাহের বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে নীলাম্বর কামতাপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিরাজগণের কোনও মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। নীলাম্বরের পরে বিশ্বসিংহ কামতাপুরের রাজা হইয়াছিলেন।

কামরূপের নামযুক্ত টাকা

মহারাজ বিশ্বসিংহ স্বনামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন কিনা, দরঙ্গবংশাবলী এবং কোচবিহারের রাজোপাখ্যানে তাহার উল্লেখ নাই। তাঁহার কোনও মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতীয় সামন্তরাজা এবং শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে যিনি যখন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, স্বনামে মুদ্রাপ্রচার তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মুদ্রা স্বাধীনতাপ্রচারের এবং রাজপ্রভাববিস্তারের অনেক সহায় হয়। বিশ্বসিংহের পক্ষে স্বাধীনরাজোচিত সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক এবং সময়োচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কি না, অথবা তৎপ্রতি তাঁহার মনোযোগ প্রদানের অবসর ছিল কি না, এতকাল পরে তাহার কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। নবার্জ্জিত স্বাধীনতাকে নিরাপদ করা এবং রাজ্যের বিস্তার পূর্ব্বক শক্তিশালী হওয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার মুখ্য এবং প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। প্রবল শক্তিশালী প্রতিবেশী আহোম এবং গৌড়ীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মুদ্রাসম্পর্কে আসামবুরুঞ্জীতে লিখিত আছে;—

বিশ্বসিংহের মুদ্রার সংবাদ

'আরু বেহারত বিশ্বসিংহ রজার পূর্ব্বে কোন টকা না ছিল'।(৪)

---

(২) *Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. II, p 152 and Part II, Plate II, No. 38.*

'চাওলিস্তান' শব্দের অর্থ ধান্যভূমি, কামতাপুরের গড়ের অভ্যন্তরে 'চাউলেরকুঠী' নামক একটি স্থান আছে।

(৩) এই সমস্ত মুদ্রা ফতেহাবাদ, হোসেনাবাদ, খাজনাখানা এবং প্রধান টাঁকশালে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া মুদ্রাগুলিতে লিখিত আছে।

Supplement to the Catalogue of the Provincial Cabinet of Coins, Assam, pp 148-152.

মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ, তাহাদের মধ্যে ফতেহাবাদের একটী মুদ্রার হিজরী অব্দ '৮৯৯' স্থির করিয়াছেন; (*Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol, II, p 173, Part II Plate V, No. 175*) কিন্তু ঐ মুদ্রার কেবল '৮৯' অঙ্ক দৃষ্ট হয়, তাহার দক্ষিণভাগে কোনও অঙ্কের স্থান অনুমান করা কঠিন।

(৪) রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া কৃত আসাম বুরুঞ্জী, ২৫৯ পৃষ্ঠা।

নাই। ফারসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে নারায়ণীমুদ্রার উল্লেখ আছে।(৭) বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের নিম্নলিখিত রৌপ্য মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে:—

ক্রমিক সংখ্যা	টাকার সংখ্যা	যে স্থানে রক্ষিত	প্রস্তুতকাল খৃষ্টাব্দ	সম্মুখের পাঠ	পৃষ্ঠের পাঠ	ওজন গ্রেণ
১	১	এসিয়াটিক সোসাইটী (কলিকাতা)	১৫৫৫	শ্রীশ্রী মল্লর নারা য়ণ ভূপাল স্য শাকে ১৪৭৭	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমলমধু করস্য	অজ্ঞাত
২	১	কোচবিহার রাজপ্রাসাদ	১৫৫৫	ঐ	ঐ	১৫৮.৫
৩	১	শিলং ক্যাবিনেট	?	শ্রীশ্রী মল্লর নারা য়ণ ভূপাল স্য শাকে ১৪০০	ঐ	অজ্ঞাত
৪	১	ঐ	১৫৫৫	শ্রীশ্রী মল্লর নারা য়ণস্য শাকে ১৪৭৭	ঐ	অজ্ঞাত
৫	১	এসিয়াটিক সোসাইটী	ঐ	ঐ	ঐ	১৫৭.৫

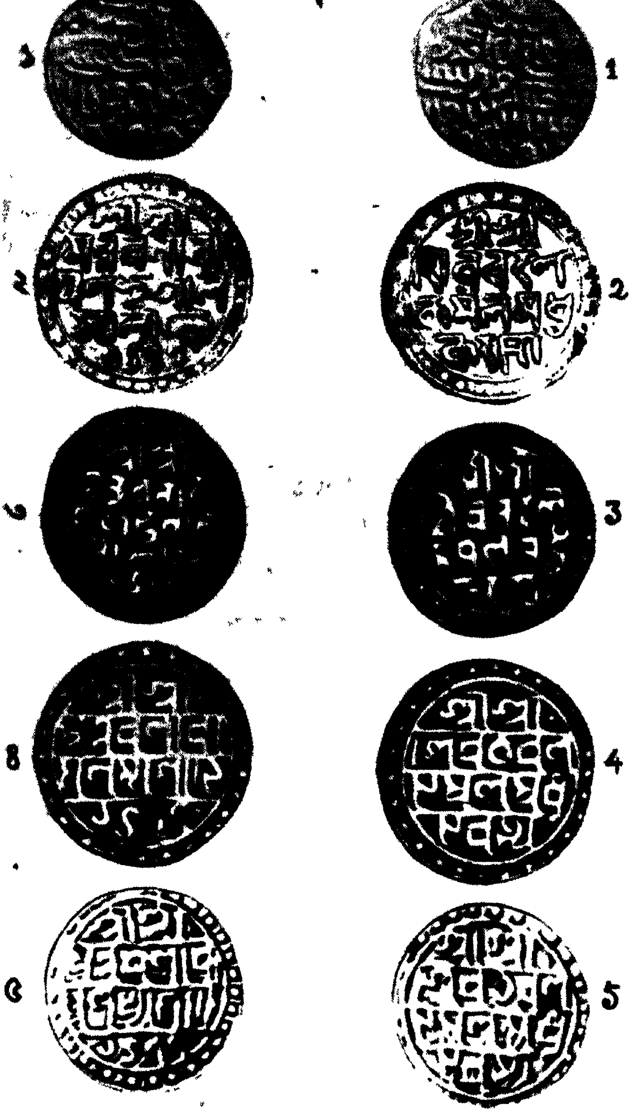
এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে প্রথমসংখ্যক টাকার নক্সা অথবা ছাপ মুদ্রিত হইয়াছে।(৮) তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যক টাকা আসাম গভর্ণমেণ্টের অধিকারে আছে; তাঁহাদের মুদ্রাবিবরণীপুস্তকে এই দুইটী টাকার ফোটোগ্রাফ চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকে তাহাদের সম্মুখের পাঠের দ্বিতীয় পংক্তি 'মল্লবনারা' এবং পৃষ্ঠের পাঠের দ্বিতীয় পংক্তি 'হরচরণ' মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রকৃত পাঠ যথাক্রমে 'মল্লনারায়ণ' এবং 'শিবচরণ' হইবে। তৃতীয় সংখ্যক মুদ্রার অঙ্কের একক এবং দশকের স্থলে কেবল দুইটী বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়;

নরনারায়ণের টাকা

(৭) রিয়াজোস সালাতিন, বঙ্গানুবাদ, ৭ পৃষ্ঠা।

(৮) *J. A. S. B., 1856, p 457.*

ক



১—২৮০ পৃষ্ঠার লিখিত হোসেনশাহী টাকা।
২—২৮২ ,, ,, ২য় সংখ্যক টাকা।
৩, ৪—২৮২ পৃষ্ঠার লিখিত ৩য় এবং চতুর্থ সংখ্যক টাকা।
৫—হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানাদে প্রাপ্ত নরনারায়ণ ভূপের রৌপ্য মুদ্রা (পরে আবিষ্কৃত)।

To face, p. 282.

তাহা হইতে যে '৭৭' অঙ্ক পাঠ স্থির করা হইয়াছে, (৯) তাহা নিঃসন্দিগ্ধ বলা যাইতে পারে না। চতুর্থ এবং পঞ্চম সংখ্যক মুদ্রায় 'ভূপাল' শব্দ নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যক মুদ্রার অক্ষর এবং তাহাদের বিন্যাস এক রূপ নহে ; ঐ সমস্ত মুদ্রা যে বিভিন্ন বিভিন্ন সাঁচে প্রস্তুত, তাহাদের ফোটোগ্রাফ চিত্র দেখিলে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। আসামের খাইরমরাজ মহারাজ নরনারায়ণের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে যে অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে), যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে (১১২ পৃষ্ঠা। পঞ্চম সংখ্যক মুদ্রার কোনও চিত্র মুদ্রিত হয় নাই। (১০) মহারাজ নরনারায়ণের আর একটী টাকা কোচবিহার ট্রেজারীতে ছিল, (১১) কিন্তু এক্ষণে তথায় নাই।

মহারাজ নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবনারায়ণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৫১০ শাকের (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দের) এবং তাঁহার পুত্র পরীক্ষিৎ নারায়ণের ১৫২৫ শাকের টাকার চিত্র আসামের উল্লিখিত মুদ্রাবিবরণীপুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইটী টাকার সম্মুখের পাঠ নরনারায়ণের প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যক টাকার অনুকরণ মাত্র; পৃষ্ঠদেশে 'শ্রীশ্রীহরগৌরীচরণকমলমধুকরস্য' লিখিত আছে। রঘুদেবের টাকার ওজন ১৬১·৩ গ্রেণ।

রঘুদেবের এবং পরীক্ষিতের টাকা

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ

নরনারায়ণের পুত্র মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে :—

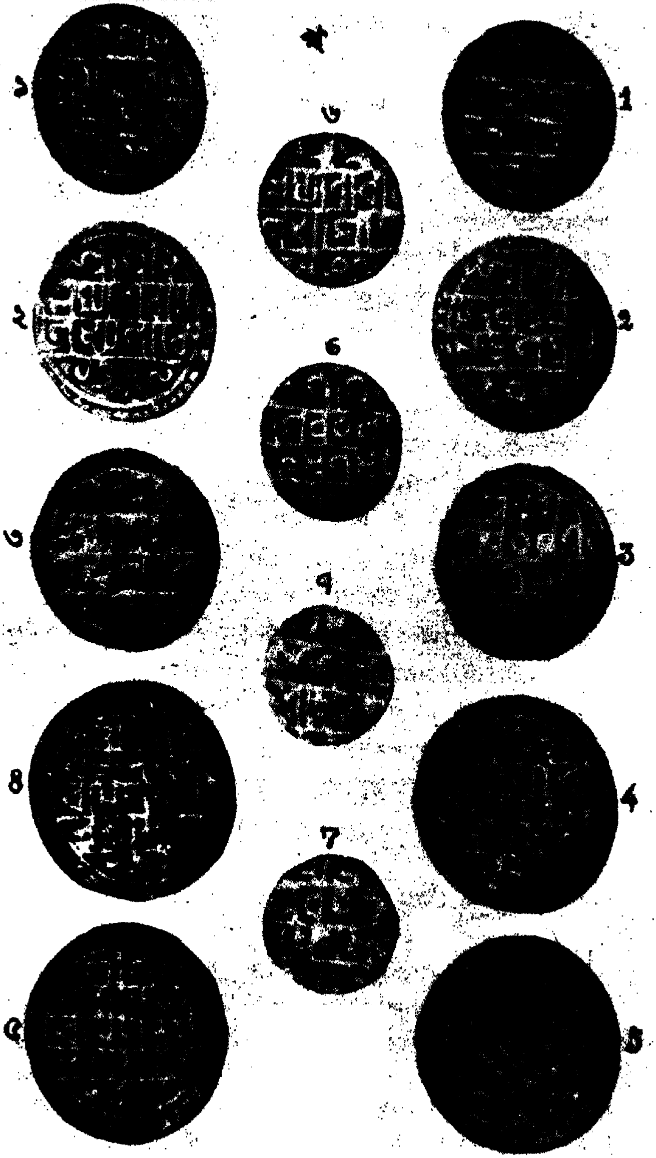
ক্রমিক সংখ্যা	মুদ্রার সংখ্যা	যে স্থানে রক্ষিত	প্রস্তুতকাল খৃষ্টাব্দ	সম্মুখের পাঠ	পৃষ্ঠের পাঠ	ওজন গ্রেণ
১	২ টাকা	বৃটীশ মিউজিয়ম	১৫৮৭	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মীনারায় ণস্য শাকে ১৫০৯	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমলমধু করস্য	১৫৫·৫ ১৫৩·০
২	১ ঐ	......	ঐ	ঐ	ঐ	১৫২·৪
৩	১ ঐ	কোচবিহার রাজপ্রাসাদ	ঐ	ঐ	ঐ	১৫০·৪
৪	১ ঐ	তুফানগঞ্জের উকিল উপেন্দ্র নাথ সরকারের নিকটে	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত

(৯) *Supplement to the Catalogue of the Provincial Cabinet of Coins, Assam, pp 211, 363, Plate III.*

(১০) *J. A. S. B., 1874, p 306.*

(১১) কোচবিহারহিতৈষিণী সভার কার্য্যবিবরণী (বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ), ১০৭ পৃষ্ঠা।

ক্রমিক সংখ্যা	মুদ্রার সংখ্যা	যে স্থানে রক্ষিত	প্রস্তুতকাল খৃষ্টাব্দ	সম্মুখের পাঠ	পৃষ্ঠের পাঠ	ওজন গ্রেণ
৫	১ টাকা	শিলংক্যাবিনেট	১৫৮৭	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মীনারায় ণস্য শাকে ১৫০৯	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমলমধু করস্য	অজ্ঞাত
৬	১ আধুলী	......	ঐ	ঐ	ঐ	৮৫·১
৭	১ ঐ	শিলংক্যাবিনেট	ঐ	ঐ	ঐ	৭২·৯
৮	২ ঐ	কোচবিহার সাহিত্যসভা	ঐ	ঐ	ঐ	একটার ৭৮·০৭
৯	১ টাকা	বৃটিশ মিউজিয়ম	ঐ	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মীনারায় ণস্য শাকে ১৫০৯ ৯২	ঐ	১৫৩·৫
১০	১ ঐ	বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত
১১	১ ঐ	কোচবিহার ট্রেজারী	ঐ	ঐ	ঐ	১৫০·৩
১২	১ ঐ	কোচবিহারের ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকটে	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত
১৩	৫ টাকা	কোচবিহার সাহিত্যসভা	ঐ	ঐ	ঐ	১৫২·৪ ১৫৩·৫ ১৪৭·৯ ১৫২·৬ ১৫৫·৪
১৪	২ আধুলী	কোচবিহার ট্রেজারী	ঐ	ঐ	ঐ	৭৫·৪ ৭২·৯
১৫	২ টাকা	......	১৬২৭	শ্রীশ্রীম লক্ষ্মীনারায় ণস্য শাকে ১৫৪৯	ঐ	১৫১·০ ১৫২·০
১৬	১ ঐ	কোচবিহার সাহিত্যসভা	ঐ	ঐ	ঐ	১৫৩·৮
১৭	১ আধুলী	কোচবিহার ট্রেজারী	ঐ	ঐ	ঐ	৭৪·৬



১—২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত ৩য় সংখ্যক টাকা।
২—২৮৪ ,, ,, ১১শ ,, ,,
৩, ৬—২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত ১৬শ সংখ্যক টাকা এবং ৮ম সংখ্যক আধুলী।
৪, ৫—২৮৩ ,, ,, রঘুদেবনারায়ণ এবং পরীক্ষিৎ নারায়ণ ভূপের টাকা।
৭—২৮৮ ,, ,, অপঠিত আধুলী।

To face, p. 284.

দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ সংখ্যক মুদ্রার চিত্র মিঃ ষ্টেপল্টন প্রকাশ করিয়াছেন।(১২) কোচবিহারের অন্তর্গত তুফানগঞ্জ নগরের মৃত্তিকানিম্নে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণের ৩৮ (আটত্রিশ)টী নারায়ণীমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মুদ্রাগুলি এক্ষণে কোচবিহার সাহিত্যসভার অধিকারে আছে।(১৩) অষ্টম, ত্রয়োদশ এবং ষোড়শ সংখ্যক মুদ্রাগুলি উল্লিখিত মুদ্রার অন্তর্গত; অষ্টমসংখ্যক আধুলী দুইটীর আকার পরস্পর সমান নহে। নবম হইতে চতুর্দ্দশ সংখ্যক মুদ্রাগুলিতে (অর্থাৎ নয়টি টাকা এবং দুইটি আধুলীতে) অঙ্কের স্থলে ১৫০৯ অঙ্কের নীচে ৯২ অঙ্কটী লিখিত আছে;(১৪) তাহাদের মধ্যে ১৫০৯ অঙ্ককে শকাব্দ এবং ৯২ অঙ্ককে কোচবিহারের রাজশক ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তী মহারাজ প্রাণনারায়ণের মুদ্রার 'শাকে' শব্দের পর কেবল শকাব্দের অঙ্ক অথবা কেবল কোচবিহারের রাজশক (যেমন ১৪০) মুদ্রিত হইয়াছে। কোচবিহারের অনেক প্রাচীন দলিলেও এই প্রকারের লেখনপদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোচবিহাররাজ্যের উত্তরপূর্ব্বপ্রান্তের এক নদীগর্ভে কতকগুলি নারায়ণীমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, একাদশ এবং দ্বাদশ সংখ্যক টাকা দুইটী তাহাদের মধ্যে ছিল। মিঃ মার্সডেন পঞ্চদশসংখ্যক দুইটী টাকার মধ্যে একটীর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে অঙ্কের পাঠ ১৬৪৯ লিখিত আছে, এবং সার এডওয়ার্ড গেইটও সেই পাঠ সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু, সমসাময়িক লেখনপদ্ধতি অনুসারে তাহার শতকের অঙ্ক ৬ হইবে না, ৫ হইবে।(১৫) এই মুদ্রার দশকের ৪ অঙ্ক ষোড়শ এবং সপ্তদশ সংখ্যক মুদ্রার দশকের ৪ অঙ্কের অনুরূপ, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ নরনারায়ণ এবং পরবর্ত্তী মহারাজ প্রাণনারায়ণের মুদ্রার ৪ অঙ্কের অনুরূপ নহে। ১৫৪৯ শকাব্দে (১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মীনারায়ণ জীবিত ছিলেন।

তুফানগঞ্জে প্রাপ্ত মুদ্রা

লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রা

---

(১২) *J. P. A. S. B., 1910, Vol. VI, Plate XXII.*

(১৩) কোচবিহার সাহিত্যসভার অষ্টমবার্ষিক কার্য্যবিবরণী, ৭ পৃষ্ঠা; (১৩৩০ সন)।

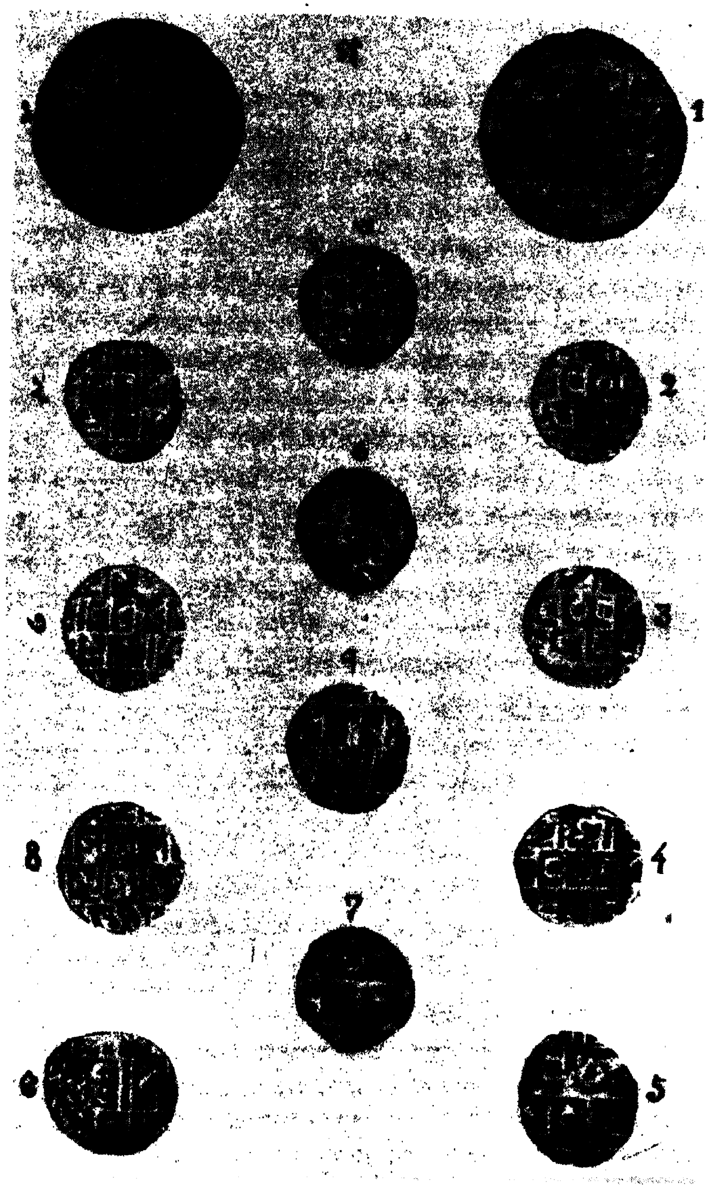
(১৪) গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিকাল বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও উক্ত পাঠ সমর্থন করিয়াছিলেন।

(১৫) *Numismata Orientalia, No. M C C. III.* সম্প্রতি মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের যে একটী পিত্তলের কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে, (এই পুস্তকের ২৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকা) উহার প্রস্তরের শকাব্দের অঙ্ক ১৫৩৩কে শহরের অনেক শিক্ষিত সজ্জন ভুলক্রমে কারণে ১৬৩৩ পড়িয়াছিলেন এবং প্রথমতঃ তাহাই সংবাদপত্রে ছাপা হইয়াছিল। আসল কথা, পূর্ব্বে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই 'মৈথিল' বর্ণমালা ব্যবহৃত হইত; এবং মৈথিল ৫ অঙ্ককে আধুনিক বাঙ্গালা ৬ অঙ্ক বলিয়া ভ্রম হয়। বাঙ্গালা এবং আসামের প্রাচীন পুথির বর্ণমালাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এখনও 'তীরুটে' অক্ষর (তীরহুতিয়া'—তীরভুক্তি বা মিথিলা প্রদেশের অক্ষর) বলিয়া থাকেন।

মহারাজ প্রাণনারায়ণ

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র মহারাজ বীরনারায়ণের কোনও মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি আলোচনার উপযোগী :—

ক্রমিক সংখ্যা	মুদ্রার সংখ্যা	যে স্থানে রক্ষিত	প্রস্তুত কাল খৃষ্টাব্দ	সম্মুখের পাঠ	পৃষ্ঠের পাঠ	ওজন গ্রেণ
১	১ টাকা	কোচবিহার সাহিত্যসভা	১৬৩২	শ্রীশ্রীম ৎপ্রাণনারায় ণস্য শাকে ১৫৫৪	শ্রীশ্রী শিবচরণ কমলমধু করস্য	১৫৩.৩
২	১ ঐ	ঐ	১৬৩৩	শ্রীশ্রীম ৎপ্রাণনারায় ণস্য শাকে ১৫৫৫	ঐ	১৫৩.১
৩	২ ঐ	বৃটীশ মিউজিয়ম	ঐ	ঐ	ঐ	১৪৬.০ ১৪৮.৫
৪	১ ঐ	কোচবিহারের ভগবানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকটে	ঐ	ঐ	ঐ	অজ্ঞাত
৫	৩ ঐ	......	ঐ	ঐ	ঐ	১৪৮.০ ১৪৬.৫ ১৪২.০
৬	৬ আধুলী	কোচবিহার সাহিত্যসভা	ঐ	ঐ	ঐ	একটির ৭৬.৯
৭	১ ঐ	কোচবিহার ট্রেজারী	ঐ	ঐ	ঐ	৬১.৩
৮	১ ঐ	শিলং ক্যাবিনেট	ঐ	১৫৫৯?	ঐ	৭৩.১
৯	১ ঐ	কোচবিহার সাহিত্যসভা	১৬৩৭	শ্রীশ্রীম ৎপ্রাণনারা- ণস্য শাকে ১৫৫৯	ঐ	৭৮.০৭
১০	১ টাকা	বৃটীশ মিউজিয়ম	১৬৪৯	শ্রীশ্রীম ৎপ্রাণনারায় ণস্য শাকে ১৪০	ঐ	১৪২.৫



১—২৮৬ পৃষ্ঠার লিখিত ১ম সংখ্যক টাকা।

২, ৩, ৪, ৬—২৮৭ পৃষ্ঠার লিখিত আধুলী।

৫—২৮৮ „ „ বসুদেবনারায়ণ ভূপের আধুলী।

৭— „ „ „ মোদনারায়ণ ভূপের আধুলী।

To face, p. 287.

প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ এবং নবম সংখ্যক মুদ্রা তুফানগঞ্জ নগরের মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত মুদ্রার অন্তর্গত; তাহাদের মধ্যে আধুলীগুলির আকারে বৈষম্য আছে। নবমসংখ্যক আধুলীর এককের ৯ অঙ্ক অনেকটা অনুমানের বিষয়, কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের টাকার ৯ অঙ্কের সহিত তাহার ঐক্য আছে। মিঃ মার্সডেন প্রাণনারায়ণের তিনটী (পঞ্চম সংখ্যক) টাকা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে একটীর চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার শকাব্দের পাঠ ১৬৬৬ লিখিত আছে;(১৬) কিন্তু অঙ্কের যে যে অঙ্ককে ৬ পাঠ করা হইয়াছে সেগুলির সবই ৫ হইবে। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পঞ্চদশ সংখ্যক মুদ্রার প্রসঙ্গে ঐরূপ পাঠভ্রান্তির উল্লেখ করা গিয়াছে। উল্লিখিত মুদ্রাগুলি ব্যতীত মহারাজ প্রাণনারায়ণের নামাঙ্কিত আধুলীর কতকগুলি কোচবিহার ট্রেজারীতে, দুইটী রাজপ্রাসাদে, এবং একটী কোচবিহার সাহিত্যসভায় আছে। ট্রেজারীতে রক্ষিত মুদ্রাগুলির মধ্যে ১৬টী আধুলীতে '১৪–' (১৪০) হইতে '–৫৯' (১৫৯) পর্য্যন্ত রাজশক অঙ্কিত আছে। লেখকের নিকট যে একটী আধুলী আছে, তাহা ১৬১ রাজশকে প্রস্তুত বলিয়া অনুমিত হয়, তাহার ওজন ৭২.৬৬ গ্রেণ; এই মুদ্রা কোচবিহার ট্রেজারী হইতে ক্রয় করা হইয়াছে। শিলং ক্যাবিনেটের আধুলীটী (অষ্টম সংখ্যা) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের কর্ত্তৃপক্ষ আসাম গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই আধুলীর অঙ্ক ১৫৫১ শক বলিয়া পঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ১৫৫৯ শক বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাণনারায়ণের মুদ্রা

মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বের শেষভাগে ১৬৬১ (খৃষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশাহের সময়ে বাঙ্গালার সুবাদার নবাব মীরজুম্‌লা মোয়াজ্জম খাঁ কর্ত্তৃক কোচবিহার-রাজ্য সাময়িকভাবে অধিকৃত হইয়াছিল এবং নবাব মীরজুম্‌লা 'কোচবিহার' নগরের নাম 'আলমগীর নগর' রাখিয়াছিলেন। 'আলমগীর নগরে' প্রস্তুত বাদশাহী তাম্রমুদ্রা একটী আবিষ্কৃত হইয়াছে।(১৭)

---

(১৬) *Numismata Orientalia, No. M C C V.*

(১৭) উক্ত মুদ্রার বঙ্গাক্ষরে আলমগীর বাদশাহের নাম লিখিত আছে, সন অঙ্কিত নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার কোনও পোদ্দারের নিকটে এই মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া ১৩২৩ সনের 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে (৩৮২ পৃষ্ঠা) তাহার চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই মুদ্রা কোচবিহার নামান্তরে 'আলমগীর নগরে' প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু এই মতের কোনও অনুকূল প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখা উচিত যে, সেই সময়ে বাদশাহী অধিকারে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পদ্মা নদীর সঙ্গমস্থলে 'আলমগীর নগর' নামক আর একটী সুরক্ষিত স্থান ছিল (*History of Bengal, p 385*)। মোগল সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনেকগুলি টাঁকশাল ছিল; কিন্তু কোনও প্রাদেশিক ভাষায় পরিচিত বাদশাহী মুদ্রা এ পর্য্যন্ত কোথায়ও যে আবিষ্কৃত হয় নাই, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক খাফী খাঁ লিখিয়াছেন (১৭৩২ খৃষ্টাব্দ) যে, মীরজুম্‌লা কোচবিহার অধিকার করিয়া বাদশাহের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকটে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপর নারায়ণী মুদ্রা কেবল অর্দ্ধাকারে (আধুলির আকারে) প্রস্তুত করিবেন এবং পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত লেখকই এই উক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। আকবর শাহের সময়ে সুবাদার মানসিংহের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার সর্ত্ত কিরূপ ছিল, তাহা লিখিত অবস্থায় এ পর্য্যন্ত কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সহিত মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সাক্ষাৎকারের (১৬১৮ খৃষ্টাব্দে) বিবরণ 'তোজকে জাহাঙ্গীরী' পুস্তকে লিখিত আছে। তাহাতে সন্ধির অথবা মুদ্রাপ্রস্তুতের কোনও প্রসঙ্গ নাই। লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র মহারাজ প্রাণনারায়ণের পুরা নারায়ণী টাকা অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সেগুলি জাহাঁগীরের পুত্র শাহজাঁহা বাদশাহের রাজত্বকালে প্রস্তুত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় লক্ষ্মীনারায়ণের অর্দ্ধমুদ্রা প্রস্তুতের উল্লিখিত কাহিনী প্রকৃত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; মিঃ ষ্টেপল্‌টনও এতদ্‌বিষয়ে তুল্যরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আধুলী প্রস্তুতের কাহিনী

মহারাজ মোদনারায়ণ

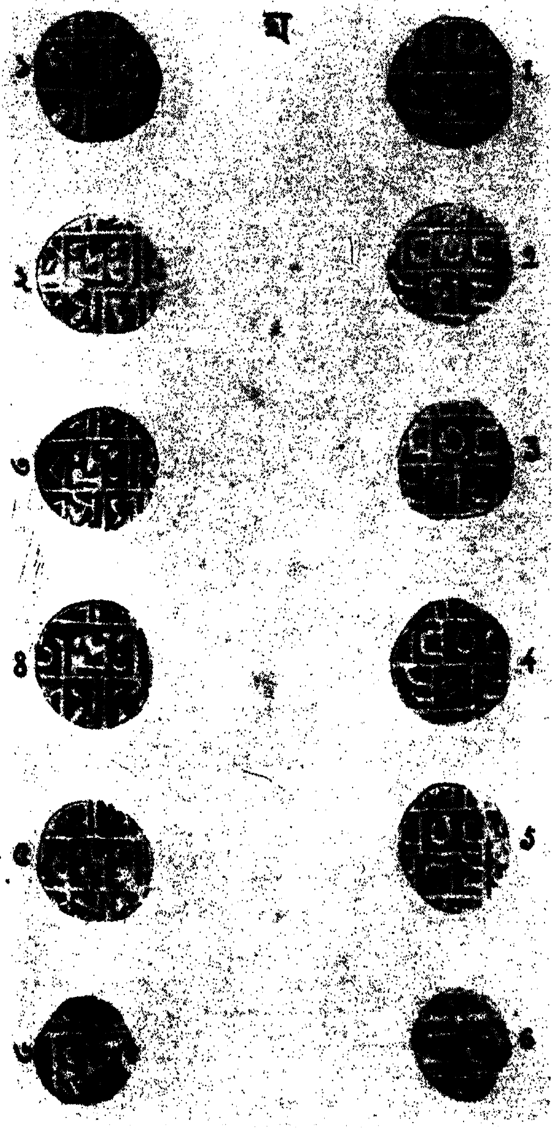
মহারাজ প্রাণনারায়ণের পরবর্ত্তী রাজগণের যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সমস্তই আধুলী; পুরা টাকা কাহারও পাওয়া যায় নাই। প্রাণনারায়ণের পুত্র মহারাজ মোদনারায়ণের '-৭৯' (১৭৯) রাজশকের একটী আধুলী লেখকের নিকটে রক্ষিত আছে, ইহার ওজন ৭৫·২৮ গ্রেণ; ইহাও কোচবিহার ট্রেজারী হইতে কেনা হইয়াছে। ইহার পরের কোনও রাজার মুদ্রায় প্রস্তুত কালের অঙ্ক পাওয়া যায় নাই।

প্রস্তুতকালের পরিচায়কঅঙ্কহীন মুদ্রা

বসুদেবনারায়ণ রাজার একটী আধুলী কোচবিহার ট্রেজারীতে রক্ষিত আছে। মহীন্দ্রনারায়ণ রাজার কোনও মুদ্রা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কোচবিহার ট্রেজারীতে একটী আধুলী আছে, তাহার পাঠ লক্ষ্মীনারায়ণ এবং বসুপ (বজ্র) নারায়ণ দুইই মনে করা যাইতে পারে।(১৮) মহীন্দ্রনারায়ণের পরবর্ত্তী মহারাজ রূপনারায়ণের কতিপয় আধুলী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইটী রাজপ্রাসাদে এবং কয়েকটী ট্রেজারীতে আছে। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের নামাঙ্কিত আধুলীর চারিটী রাজবাটীতে এবং কতকগুলি ট্রেজারীতে রক্ষিত আছে। উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ রাজার তিনটী আধুলী রাজবাটীতে, কতকগুলি ট্রেজারীতে, এবং একটী কোচবিহার ঠাকুরবাড়ীতে আছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ অথবা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজার একটী আধুলী রাজবাটীতে, কতকগুলি ট্রেজারীতে এবং দুইটী ঠাকুরবাড়ীতে আছে। তাৎকালিক লেখনপদ্ধতি আলোচনা করিলে, এই আধুলীগুলি 'রাজেন্দ্র' অথবা 'ধৈর্য্যেন্দ্র' (ধৈর্য্যেন্দ্র)

পাঠোদ্ধারে অসুবিধা

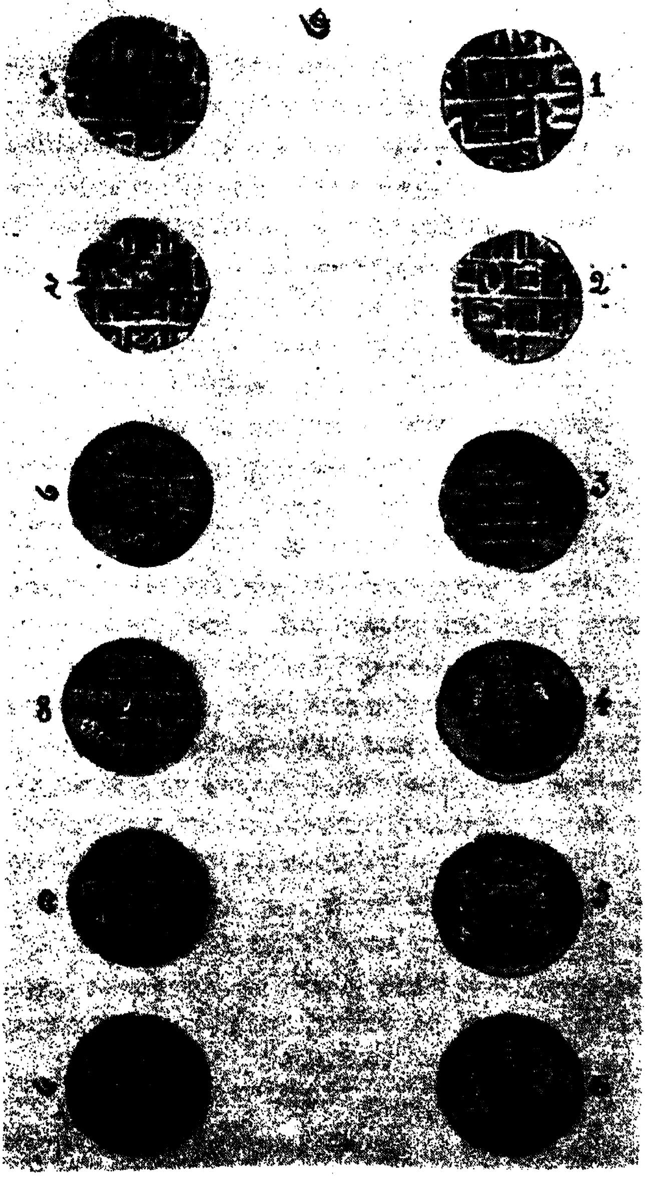
(১৮) বজ্রনারায়ণের রাজা হইবার সংবাদ মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্ববিবরণে লিখিত হইয়াছে।



২৮৮, ২৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত—

১—রূপনারায়ণ, ২—উপেন্দ্রনারায়ণ, ৩—দেবেন্দ্রনারায়ণ, ৪—ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ এবং ৫—হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের আধুলী এবং ৬—২৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত পয়সা।

To face, p. 288.



২৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত

১—শিবেন্দ্রনারায়ণ, ২—নরেন্দ্রনারায়ণ, ৩—নৃপেন্দ্রনারায়ণ, ৪—রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ, ৫—জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপের এবং ৬—শ্রীশ্রীমান্ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের আধুলী।

To face, p. 289.

এতদুভয়ের মধ্যে কোনও এক রাজার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল দুই বৎসরের অপেক্ষা অধিক ছিল না; ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ তদপেক্ষা দীর্ঘতর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। রক্ষিত আধুলীগুলি যদি রাজেন্দ্রনারায়ণের বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের একটী মুদ্রাও অবশিষ্ট থাকে না।

তাম্রমুদ্রা

তিনটী তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের একটী কোচবিহার সাহিত্যসভায়, একটী লেখকের নিকটে এবং একটী আসাম গবর্ণমেণ্টের অধিকারে আছে। প্রথমোক্ত মুদ্রার ওজন ৪৫.৩৫ গ্রেণ; ইহার পাঠোদ্ধারকার্য্য অতি কঠিন। আকৃতি দেখিলে এই সমস্ত তাম্রমুদ্রার একটীও ধৈর্য্যেন্দ্র-নারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয় না।

পরবর্ত্তী রাজগণের মুদ্রা

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণের নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। মুদ্রার অঙ্কিত 'ধরেন্দ্র' এবং 'হরেন্দ্র' নামের পার্থক্যপ্রদর্শন অতি কঠিন। এই প্রকারের আধুলীর রাজবাটীতে দুইটী, ট্রেজারীতে কয়েকটী এবং ঠাকুরবাড়ীতে তিনটী রক্ষিত আছে। হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের সময় হইতে কতকটা আধুনিক বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রার পরিচয়প্রদান আরব্ধ হয়; তথাপি, তাহার সম্মুখভাগ বাঙ্গলা অক্ষরে এবং পৃষ্ঠদেশ পূর্ব্ববৎ মৈথিলী অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের সময় পর্য্যন্ত এই প্রকারের মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছে। মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের স্বর্ণমুদ্রার (অর্দ্ধ মোহর) এগারোটী ট্রেজারীতে এবং পাঁচটী ঠাকুরবাড়ীতে রক্ষিত আছে। এই রাজার রৌপ্যনির্ম্মিত আধুলীর মধ্যে দুইটী রাজবাটীতে এবং কতকগুলি ট্রেজারীতে আছে। ইঁহার পরবর্ত্তী মহারাজ নরেন্দ্র-নারায়ণের স্বর্ণমুদ্রার (অর্দ্ধ মোহর) নয়টী ট্রেজারীতে, তিনটী ঠাকুরবাড়ীতে, এবং রূপার আধুলীর চারিটী ঠাকুরবাড়ীতে ও একটী মাত্র রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বর্ণমুদ্রা (অর্দ্ধ মোহর) ৫টী ট্রেজারীতে, একটী ঠাকুর বাড়ীতে, রূপার আধুলী ২টী রাজবাড়ীতে এবং সহস্রাধিক ট্রেজারীতে রক্ষিত আছে। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের পরবর্ত্তী মহারাজ রাজ-রাজেন্দ্রনারায়ণ, জিতেন্দ্রনারায়ণ এবং শ্রীশ্রীমান্ মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত আধুলী কোচবিহার ট্রেজারীতে এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়।

ছাঁচ পরিবর্ত্তন

মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের মুদ্রায়ই শিবের নামেরপরিবর্ত্তে রাজচিহ্ন (Coat of Arms—অর্থাৎ সম্মুখের দুই পা তুলিয়া দাঁড়ান (Rampant) সিংহ এবং হস্তীর মূর্ত্তিযুক্ত এবং আধুনিক বাঙ্গালা অক্ষরে 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকাংশ) লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল (১৯); এবং তাঁহার পরবর্ত্তী দুই রাজার মুদ্রা ঐরূপ নমুনায়ই প্রস্তুত হইয়াছে।

---

(১৯) মহারাজ নরনারায়ণ সিংহের মূর্ত্তিযুক্ত ছাপমোহর প্রচলন করিয়াছিলেন, এবং তাহা 'সিংহচাপ' বা 'সিংহছাপ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল (রাজোপাখ্যান, নরখণ্ড, প্রথম অধ্যায়)। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজচিহ্নে সিংহমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত করা হইতেছে।

মুদ্রাতত্ত্ববিৎ মিঃ ষ্টেপল্‌টনের মতে কোচবিহারের নারায়ণবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার সময়ে এ দেশে হোসেনশাহী মুদ্রার প্রচলন ছিল, এ জন্য নারায়ণীমুদ্রা হোসেনশাহী মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। হোসেনশাহের মুদ্রার সহিত তুলনা করিলে এই অনুমান সঙ্গত মনে হয়।

'নারায়ণী' মুদ্রার আদর্শ

আলমগীরনামায় লিখিত আছে যে, কোচবিহাররাজগণের ইষ্টদেবতার নাম 'নারায়ণ' বলিয়া তাঁহাদের মুদ্রাগুলি 'নারায়ণীমুদ্রা' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল; এই মত সমর্থনযোগ্য নহে। রাজবংশের ইষ্টদেবতার নাম যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহাদের মুদ্রায় শিবের নাম সর্ব্বদাই লিখিত হইয়াছে। টঙ্ক (টাকা) অথবা মুদ্রায় একক শিবের অথবা যুগল হরগৌরীর প্রতীক অথবা নাম সংযুক্ত করা ভারতের অতি পুরাতন প্রথা ছিল, এবং তজ্জন্য প্রাচীন কালে ঐ রূপ প্রতীক অথবা নামযুক্ত ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাকে 'শিবাঙ্ক টঙ্ক' বলা হইত। প্রকৃত পক্ষে, কোচবিহারের রাজাদের 'নারায়ণ' উপাধি হইতে মুদ্রাগুলি 'নারায়ণী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল; রাজোপাখ্যানেও তাহাই লিখিত আছে।

'নারায়ণী নাম'

আসামবিজয়কালে মহারাজ নরনারায়ণ জয়ন্তিয়ার রাজাকে স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মহারাজ নরনারায়ণ জয়ন্তিয়ার রাজাকে 'মারিবি মোহর বুলি জয়ন্তা নগর' এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন।

জয়ন্তিয়া রাজার মুদ্রা

জয়ন্তিয়ার রাজার ১৫৯২ এবং ১৬৩০ শকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় পুথির উল্লিখিত উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি নারায়ণীমুদ্রার প্রায় অনুরূপ, কিন্তু উহাতে 'জয়ন্তাপুর পুরন্দর' (নৃপতি) ভিন্ন কোনও বিশেষ রাজার নাম নাই, (২০) এবং উহার পরিচয় এইরূপ;—

সম্মুখভাগে— শ্রীশ্রীজ
য়ন্তাপুর পু
রন্দরস্য শা
কে ১৫৯২

পৃষ্ঠদেশে— শ্রীশ্রীশি
বচরণক
মলমধুক
রস্য

কোচবিহাররাজগণের শক্তি এবং প্রতাপের হ্রাস হইবার পরেও যে জয়ন্তিয়ার রাজারা তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন, উল্লিখিত মুদ্রার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রমাণের সাহায্যে সার এড্‌ওয়ার্ড গেইট্ এবং মিঃ ষ্টেপল্‌টন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

---

(২০) *J. P. A. S. B., 1910, p 158, Plate XXIII*, and *Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol, I, p 307, Plate XXIX,*

বিভিন্ন প্রদেশে নারায়ণী মুদ্রা

সমগ্র উত্তরবঙ্গ, নেপাল, ভূটান, সিকিম, তিব্বত এবং আসামরাজ্যে নারায়ণীমুদ্রা প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের স্বকীয় মুদ্রা থাকা সত্ত্বেও আহোমরাজগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত নারায়ণীমুদ্রায় রাজস্ব গ্রহণ করিতেন।(২১) ভূটীয়ারা আবশ্যক পরিমাণ রৌপ্য প্রদান করিয়া কোচবিহারের টাঁকশাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লইত।(২২) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার অধিকার-কালে, তাহারা নারায়ণীমুদ্রার সাঁচ ভূটানে লইয়া গিয়া 'দেবটাকা' নামে এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিল; কিন্তু, ভূটীয়ারা তাহাদের স্বদেশী টাকার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল না, উক্ত কারণে ভূটানের টাঁকশাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।(২৩) কোচবিহার অঞ্চলে নারায়ণী মুদ্রার প্রতি লোকের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা এখনও দৃষ্ট হয়। অল্পবয়স্ক শিশুকে 'কুদৃষ্টির প্রকোপ' হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে লোকে নারায়ণীমুদ্রা তাহার গলদেশে ধারণ করাইয়া থাকে। কোম্পানীর প্রচারিত আর্কট এবং সিক্কা টাকা উত্তরবঙ্গে নারায়ণী মুদ্রার পরাজয়সাধনে সমর্থ হয় নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিশেষ প্রযত্ন না করিলে, নারায়ণীমুদ্রার ব্যবহার আদৌ বন্ধ করিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। কোচবিহাররাজসরকার বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া নারায়ণীমুদ্রার ধ্বংস, বিতরণ এবং বিক্রয় করিয়াছেন; এ জন্য কোচবিহাররাজ্যে নারায়ণীমুদ্রা এক্ষণে অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভূটানের 'দেবটাকা'

নারায়ণীমুদ্রার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা

বাদশাহী মুদ্রার কতকগুলি চিহ্ন

মোগল এবং পাঠান নরপতিগণের মুদ্রায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করা হইত। মোগল বাদশাহগণের মুদ্রায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ১৪৬টি চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্গণ উক্ত চিহ্নগুলিকে অলঙ্কারবিশেষ (Ornaments) বলিয়াই অবধারণ করিয়াছেন। কোচবিহারের নারায়ণীমুদ্রাতেও চারি প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। রাজাদের নামের শেষাংশের 'নারায়ণ' শব্দের 'ন' অক্ষরের নিম্নে এই চিহ্ন অঙ্কিত হইত। মহারাজ প্রাণনারায়ণের ১৪০ রাজ-শকের (১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের) একটি মুদ্রায় এই চিহ্ন সর্ব্বপ্রথমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—ইহা একটী বিন্দু (·) মাত্র। ইহার পূর্ব্বের এবং উক্ত রাজার ১৫৫৩ ও ১৫৫৫ শকের (১৬৩২ এবং ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের) মুদ্রায় কোনও চিহ্ন নাই। প্রাণনারায়ণের ১৫২ রাজশকের একটী মুদ্রায় বিন্দুর পরিবর্ত্তে ঢেরা (×) এবং ১৬১ রাজশকের মুদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্র (◡) চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত মুদ্রায় অঙ্কের

নারায়ণী মুদ্রার কতিপয় চিহ্ন

---

(২১) গবর্ণমেণ্টের নিকট আসাম কৃষক প্রভৃতির ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মের দরখাস্ত।

(২২) রেভিনিউবোর্ডের বরাবর রঙ্গপুরের কালেক্টার মিঃ গুডল্যাডের লিখিত ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারীর পত্র।

(২৩) *Bhutan and Story of the Dooar War, p 48; Embassy to Tibet, p 143.*

পাঠ সন্দেহবর্জ্জিত নহে। মহারাজ মোদনারায়ণ হইতে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত রাজগণ নিজ নিজ মুদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্রের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র (ধৈর্জ্জেন্দ্র) নারায়ণের মুদ্রায় ঢেরা এবং অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন একত্র (×) অঙ্কিত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের মুদ্রায় একটী ফুলের চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছিল। ধরেন্দ্র অথবা হরেন্দ্রনারায়ণের মুদ্রায় কেবল অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার পরের রাজগণের মুদ্রায় আর কোনও চিহ্ন অঙ্কিত হয় নাই। বাদশাহী মুদ্রায় কতকগুলি চিহ্নের সহিত নারায়ণীমুদ্রায় চিহ্নগুলির অনেকটা সাদৃশ্য আছে।(২৪) কোচবিহারের জীবিত রাজগণের নামের পূর্ব্বে ঈশ্বরজ্ঞাপক '৺' চিহ্ন ব্যবহার করার প্রাচীন প্রথা বর্ত্তমান আছে, এবং ১৩৫, ১৬৬, ১৮৮ রাজশকের দলিলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে কোচবিহাররাজ্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (এবং তৎপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের) 'আশ্রিত এবং মিত্ররাজ্যে' পরিগণিত হইয়াছে। সন্ধির সময়ে ভাণ্ডারঠাকুরের কর্ত্তৃত্বাধীনতায় 'টাকাগাছ' নামক স্থানের টাঁকশালে বার্ষিক ৪০।৫০ সহস্র নারায়ণী রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত হইত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানন্দ ভাণ্ডারঠাকুর কমিশনার মার্শী ও

প্রস্তুত মুদ্রার পরিমাণ

গোডের নিকট যে বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ আছে যে, প্রতি বৎসরে সমান সংখ্যক মুদ্রা প্রস্তুত হইত না। যে বৎসরে বাট্টার পরিমাণ হ্রাস হইত, সেই বৎসর অধিকতর পরিমাণে মুদ্রা প্রস্তুত হইত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ২৮।৩০ সহস্র আধুলী প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত সময়ে এক শত ফরাসী আর্কট টাকার ওজন ১১৮½ নারায়ণী টাকার ওজনের সমান ছিল। উক্ত

বাট্টা এবং খা'দ

পরিমাণ (১১৮½) নারায়ণী টাকায় ৩০½ তোলা তামা মিশ্রিত করা হইত। বাট্টার হিসাবে এক শত ফরাসী আর্কট টাকা ১৪৭½ নারায়ণী টাকার—অর্থাৎ ২৯৫ নারায়ণী আধুলীর—সমান ছিল। সে সময়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইত না। বাজারে ১১৫ হইতে ১১৯ নারায়ণী টাকা ১০০ শত সিক্কা টাকার তুল্য বলিয়া গণ্য হইত; কিন্তু, রাজার পেশকষ গ্রহণকালে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এক শত সিক্কা টাকার পরিবর্ত্তে ১৩৭ নারায়ণী টাকা (অর্থাৎ বাজারের অপেক্ষা শতকরা ১৮ হইতে ২২টি টাকা অধিক) গ্রহণ করিতেন। ভুটান, আসাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশ বা রাজ্যেও অনেক কৃত্রিম নারায়ণীমুদ্রা গোপনে প্রস্তুত হইত; (২৫) তজ্জন্য তাহার ধাতুর অবস্থা (বিশুদ্ধ রৌপ্যের অনুপাত) সর্ব্বত্র সমান থাকিত না।

---

(২৪) *Catalogue of the Coins in the Indian Museum Vol, III, pp.358-360;* এই কয়েক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বাদশাহী ৭ম, ২৯শ, ৩০শ, ৪৪শ, ৬৯ম এবং ৯১ম সংখ্যক মুদ্রার চিত্র।

(২৫) *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 110.*

সন্ধিপত্রের সর্ত্ত অবধারণকালে রাজা স্বকীয় টাকা প্রস্তুতের অধিকার অক্ষুণ্ণরাখার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে রঙ্গপুরের সার্কিট কমিটীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাজা স্বেচ্ছায় টাকা প্রস্তুতের অধিকার পরিত্যাগ না করিলে, তজ্জন্য তাঁহারা যেন জেদপ্রকাশ না করেন।(২৬) ইহার পরে সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়; কিন্তু, তাহাতে টাকা প্রস্তুতের অধিকারবিলোপের কোনও উল্লেখ নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল এবং রেভিনিউ কাউন্সিল নূতন নারায়ণী মুদ্রা-গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন।(২৭) নূতনের তুলনায় পুরাতন নারায়ণী মুদ্রা তত আপত্তিকর ছিল না। সেই সময়ে নারায়ণী মুদ্রা নূতন ও পুরাতন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; মহারাজ রূপনারায়ণ, উপেন্দ্রনারায়ণ এবং দেবেন্দ্রনারায়ণের মুদ্রা 'পুরাতন' বলিয়া কথিত হইত। নূতন নারায়ণী মুদ্রা ব্যবহার করিতে জমিদারেরাও আপত্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভুটানে নারায়ণী মুদ্রার ব্যবহার থাকা হেতু, উক্ত নিষেধাজ্ঞার ফলে তথায় বাণিজ্যব্যবসায়ের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং দেবরাজ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। রেভিনিউ কাউন্সিল, সেই আপত্তির নিরসনের জন্য, ব্যবসায়ী ভুটীয়াগণকে আবশ্যক পরিমাণে নারায়ণী মুদ্রা রঙ্গপুর ট্রেজারী হইতে প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার

নূতন এবং পুরাতন মুদ্রা

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয়বার রাজত্বকালে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজার নূতন মুদ্রা প্রস্তুতের বার্ষিক সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা দ্বাদশসহস্র পর্য্যন্ত নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজার কর্ম্মচারিগণ উক্ত নির্দ্ধারণের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতেন না; তজ্জন্য, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক মুচলিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।(২৮) ঐ সময়ে রঙ্গপুর অঞ্চলে সিক্কা, নারায়ণী এবং ফরাসী আর্কট এই তিন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং তজ্জন্য লোকে বাট্টাবিভ্রাটে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিত। দেবীসিংহের সময়ে কোম্পানীর পক্ষে ইহা একটী বিশেষ ক্ষতির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল (২৯); এবং তজ্জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ নারায়ণী মুদ্রার উপরে ক্রমশঃ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নারায়ণী মুদ্রার প্রচাররোধের জন্য তাঁহারা কৌশল এবং ক্ষমতা দুইই প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে

টাঁকশাল বন্ধ করার উদ্যোগ

বাট্টাবিভ্রাট

---

(২৬) 'If the Rajah of Cose Beyhar, can be prevailed upon voluntarily and cheerfully to relinquish the privilege of coining we would be glad to have it effected, but if he yields to it with reluctance, which we imagine will be the case, we would not wish to insist on it'—*Bengal Secret Consultation, 1773.*

(২৭) *Bengal District Records, Rungpore, Vol. I, p 41.*

(২৮) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 24.*

(২৯) *Bengal District Records, Rungpore, Vol. I, p 79; The Rungpore District Gazetteer, p 105.*

রঙ্গপুরের কালেক্টার মিঃ গাড্‌নীং বোর্ডে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, যত্তপি মজুত নারায়ণী মুদ্রা গুলি ক্রমে ক্রমে চালাইয়া দেওয়া যায় এবং ও দিকে রাজার টাঁকশাল বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কোম্পানী বাট্টার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন।(৩০) ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নারায়ণী মুদ্রার চালান রহিত করা হয়।

সন্ধিস্থাপনের পরে, অর্থাৎ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজার মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার স্পষ্ট ভাবায় স্বীকার করিয়া লইয়াও তাহা সঙ্কুচিত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।(৩১)

অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্যপরিচালনকালে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ নারায়ণীমুদ্রাপ্রস্তুত প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে, রাজা রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, মুদ্রাপ্রস্তুতের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্টের মন্তব্যে রাজার মুদ্রাপ্রস্তুতের অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন; (৩২) কিন্তু, তাঁহারা ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর রাজার পত্রের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বকীয় অসুবিধার উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন, 'গবর্ণমেন্ট আপনার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে পারেন না, আপনি ঐ বিষয়ের জন্য আর চেষ্টা করিবেন না' ।(৩৩)

রাজার প্রয়াস

(৩০) *Bengal District Records, Rungpore, Vol. I p 16.*

(৩১) 'It was so expressly declared that this tribute should on no account be increased, and the Rajah was subsequently allowed to retain the right of coining money and administering justice in his own name'.

'9th. That the Commissioners be directed to report to the Board any abuses which may appear to have been practised in the Mint, and the best mode of preventing them in future, and whether any bad consequences would result should the Rajah be restricted to coining a small number of rupees annually, which, without entirely depriving him of the privilege of coining money, might obviate the evils arising from the unlimited exercise of it',—*Govt. Resolution of 13th May, 1789, Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp. 202, 204.*

(৩২) * * * That the Rajahs of Cooch Behar have not only been permitted, subsequently to the date of the Treaty, to coin money, to administer justice, and to exercise other powers of sovereignty, but that their right to the exercise of such powers has been fully and unreservedly acknowleged by the British Govt. in India,' *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 133.*

(৩৩) 'As serious inconvenience would be experienced from that measure in the British Territories, my public duty will not premit me to concede that point to your wishes. On this subject, I request you to consider my determination to be final, and I, accordingly, expect that you will not have recourse to that measure,' *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 161.*

১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজা পুনরায় উক্ত বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সময়ে রাজার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব বিশেষ প্রতিকূল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা উক্ত সনের ২২শে অক্টোবর তারিখে কমিশনারকে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাও ব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে, রাজার টাকা প্রস্তুত ২১ বৎসর কাল নিষিদ্ধ থাকার পরে আবার উহা করিতে দিলে একটা কুপ্রথার প্রচলন করিতে দেওয়া হইবে, অন্যান্য কারণেও উহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপত্তিজনক, সুতরাং রাজা উক্ত বিষয়ে দাবী দাওয়া করিতে পারেন না।(৩৪) ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্টকে ঐ বিষয়ে লেখা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব-

কোম্পানীর অসম্মতি

সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন করেন নাই; (৩৫) অধিকন্তু, তাঁহারা রাজাকেও নারায়ণী টাকার ব্যবহার রহিত করার জন্য পত্র লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় পর্য্যন্ত রাজার বার্ষিক দেয় টাকা (Tribute) নারায়ণী মুদ্রায় রঙ্গপুরে প্রেরিত হইত; ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহাও বন্ধ করার আদেশ হয়।(৩৬) পরে, উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তপ্রদেশের এজেন্ট কর্ণেল জেন্‌কিন্স, তাঁহার ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তারিখের ৪৭৬নং পত্রে, একাউণ্টেণ্ট জেনারেলকে ঐ আদেশের বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান রাজার (হরেন্দ্রনারায়ণের) আর অধিক দিন জীবিত থাকার সম্ভাবনা নাই; তাঁহার সময় পর্য্যন্ত উল্লিখিত আদেশ স্থগিত রাখা উচিত, নূতন রাজার সময়ে উহা কার্য্যে পরিণত করা কঠিন হইবে না, ইত্যাদি। (৩৭) ভারতসরকার ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বরের ২৯৬৯ নং পত্রে, কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধ করার জন্য এজেন্টকে

---

(৩৪) '2. His Lordsip in Council is of opinion that, to allow this coinage to be renewed, after it has been for 21 years prohibited, will be opening the door to abuses, not easily controlled, besides being on other accounts objectionable. Since, therefore, the Raja can not claim it as matter of right, and is not entitled by his late conduct to any favour or indulgence.' *Cooch Behar Select Records, Vol. II, p 41,*

(৩৫) *Cooch Behar Select Records, Vol. II, p 52.*

(৩৬) এজেন্টের নামে গবর্ণমেণ্টের লিখিত ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারীর পত্র। *Cooch Behar Select Records, Vol. II, p 73.* ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কোম্পানীর অধিকারে সিক্কা টাকার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুদ্রা সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হয়। তৎপূর্ব্বে, অর্থাৎ কোম্পানীর দেওয়ানীলাভের (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের) পর হইতে, তাঁহারা বাদশাহের নামেই মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। ইহা 'কলদার' টাকা (Machine-struck) বলিয়া পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বারাণসী এবং ফরক্কাবাদে এই মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

(৩৭) 'I thought it proper to recommend to Government that their order, prohibiting the payment of his (Raja's) tribute in Naraynani rupees, should be suspended for the present or during the life time of the present Raja. His life is not likely to be long protected, and on the succession of a new Rajah (we) would be able without difficulty to arrange for the complete suppression of this currency.' *Cooch Behar Select Records, Vol. II, p 75.*

পুনরাদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন।(৩৮) অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রাজ্যের শাসনভার গবর্ণমেণ্ট পুনরায় গ্রহণ করেন (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কোচবিহাররাজ্যেও নারায়ণী মুদ্রার ব্যবহার রহিত করার আদেশ প্রদান করেন। সেই সময়ে কমিশনার মহামতি কর্ণেল হটন 'এক পার্শ্বে রাজার নাম এবং অপর পার্শ্বে ইংলণ্ডেশ্বরীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া' নারায়ণীমুদ্রা প্রস্তুত করার জন্ম গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার সেই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গভর্ণমেণ্টের মুদ্রা কোচবিহার-রাজ্যে আইনানুসারে চলিত মুদ্রা (Legal tender) বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।(৩৯)

নারায়ণীমুদ্রার ব্যবহাররহিত

মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যাভিষেককালে ১০০১টী রূপার এবং কিছু সোনার আধুলী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কোচবিহারাধিপতিগণ রাজ্যাভিষেককালে কেবল সম্মানার্থ স্ব স্ব নামে স্বর্ণের এবং রৌপ্যের আধুলী প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি প্রচলিত মুদ্রা (Coin) বলিয়া গণ্য হয় নাই।

---

(৩৮) *Cooch Behar Select Records, Vol. II, p 123,*

(৩৯) *Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement, p 416,*

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নাজীরগোস্বামিসঙ্ঘর্ষ

সতেরশত পঁয়ষট্টি খৃষ্টাব্দের এক অশুভ মুহূর্ত্তে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হন এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র কুমার ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রকৃতি

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র-নারায়ণের ন্যায় দুর্ভাগ্য এবং দুর্ব্বলচিত্ত নরপতির বৃত্তান্ত কোচবিহারের ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যে 'কানপাতলারোগে' আক্রান্ত হইলে রাজা, অমাত্য অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে সহজেই কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা জন্মে, মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ সেই রোগে সমধিক পরিমাণে পীড়িত ছিলেন। কর্ণেজপগণের কুপরামর্শে তিনি অচিরে ভ্রাতৃহত্যার পাপ অর্জ্জন করেন এবং সেই পাপের ফলে প্রায় চারি বৎসর কাল তিনি ভুটানে ঘৃণিত বন্দিজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃতকর্ম্মের ফলেই কোচবিহাররাজ্য ভুটীয়াজাতিকর্ত্তৃক দলিত এবং মথিত হইয়া দুর্দ্দশার চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভুটীয়াগণের কবল হইতে রাজা এবং রাজ্য উদ্ধার লাভ করিলেও অধিবাসিগণের দুর্দ্দশার অবসান হয় নাই। দুষ্কৃতির অনুশোচনা যে অনেক সময়ে ধর্ম্মালোচনা এবং সংসারবৈরাগ্যের আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে, মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জীবনেও তাহা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মচর্চ্চা এবং বৈরাগ্য উত্তরকালে এক রূপ মস্তিষ্কবিকারে পরিণত হইয়াছিল, এবং সেই জন্য জনসমাজে তিনি 'পাগলা রাজা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধানা মহিষী মহারাণী কামতেশ্বরী দেবী বিশেষ প্রভাবশালিনী মহিলা ছিলেন; রাজার ঐরূপ মানসিক অবস্থার সময়ে যাবতীয় রাজকার্য্য তাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছিল।

মহারাণী এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামী

রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর উপরে মহারাণীর অত্যন্ত অধিক আস্থা ছিল; তিনি গোস্বামীকে বিশ্বস্ত এবং রাজপরিবারের অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জন বলিয়া মনে করিতেন। এই অবস্থায় গোস্বামী

রাজ্যশাসনব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ তিনি রাজমন্ত্রী ও মহারাণীর 'মোখ্‌তার' (প্রতিনিধি) বলিয়া পরিচিত হন।(১)

গোস্বামিবংশ

মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী 'সাদিখাঁ দিয়াড়া'র অধিবাসী শতানন্দ এবং পঞ্চানন্দ গোস্বামী নামক দুই ভ্রাতা আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে শতানন্দ রাজাকে এবং পঞ্চানন্দ নাজীরদেউ ও দেওয়ানদেউকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন।(২) শতানন্দের রামানন্দ নামে এক এবং পঞ্চানন্দের নয়নানন্দ, সর্ব্বানন্দ ও আশানন্দ নামে তিন পুত্র ছিলেন। সর্ব্বানন্দের পুত্র উৎসবানন্দ এবং আশানন্দের পুত্র বৃন্দাবনও কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন। রামানন্দ ভুটীয়াদিগের হস্তে নিহত হইলে, সর্ব্বানন্দ রাজগুরুর পদ লাভ করেন।

গোস্বামীর বিশেষত্ব এবং রাজকার্য্য

সর্ব্বানন্দ গোস্বামী বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ এবং উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন; শত শত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহারা কদাপি তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিত না। স্বকর্ম্মসাধনে তাঁহার এরূপ দক্ষতা এবং দৃঢ়তা ছিল যে, প্রতিপক্ষগণ তাঁহার নিকট প্রায়ই পরাভূত হইতেন। মহারাণী গোস্বামীর অনুগত হইয়া পড়িতেছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী মহারাণী বহির্জ্জগতের যাবতীয় সংবাদ গোস্বামীর নিকট হইতেই অবগত হইতেন এবং গোস্বামীর মুখেই সমস্ত রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইত। রাজকার্য্যোপলক্ষে মহারাণীর সহিত অন্যান্য কর্ম্মচারীর যাহা কিছু সাক্ষাৎ সংস্রব ছিল, গোস্বামীর

(১) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 11, 24, 152*; গোস্বামীর নামে ভুটানের দেবরাজের লিখিত ২৭১ রাজশকের ৪ঠা ফাল্গুনের পত্র।

(২) মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ৩৩২ রাজশকের (১৮৪১ খৃষ্টাব্দের) ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে গৌহাটীর এজেন্টের সমীপে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষগণ কোচবিহার রাজবংশের গুরু ছিলেন না; সর্ব্বানন্দই সর্ব্বপ্রথমে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের গুরু হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে, কিন্তু, জয়নাথ ঘোষ সর্ব্বানন্দের পিতৃব্যকে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (রাজোপাখ্যান, নবখণ্ড, ১২শ অধ্যায়)।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কমিশনার মার্শী এবং পোভের নিকটে রাজপক্ষ হইতে যে সমস্ত সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে রামানন্দের রাজগুরু থাকার উল্লেখ আছে (*Mercer and Chauvet's Report, Vol II, p 20*)। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ মুর যে লিখিত মন্তব্য কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ এবং তাঁহার মহিষী কর্ত্তৃক রামানন্দ গোস্বামীর রাজগুরুর পদাভিষিক্ত হইবার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। কথিত আছে যে, কোচবিহারের রাজদূত দীন মোহাম্মদের মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) তাঁহার সহিত গোস্বামিগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল এবং সেই সময়েই তাঁহারা কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা কুমার খড়্গনারায়ণের ২২৮ রাজশকের (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের) দানপত্রে 'বড় গোসাঁই'র উল্লেখ আছে, সুতরাং ঐ সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্ব হইতেই অন্ততঃ দুই জন 'গোসাঁই' (রাজগুরু) ছিলেন, ইহা অনুমিত হইতেছে।

প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাও ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। রাজাজ্ঞার প্রয়োজনে যে সমস্ত কাগজপত্র মহারাণীর সমীপে প্রেরিত হইত, মহারাণী আবার যথাবিহিত আদেশের জন্য সেগুলিকে গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করিতেন।(৩)

গোস্বামীর ঐ রূপ প্রভাবপ্রতিপত্তি দর্শনে, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। খাসনবীশ কাশীনাথ লাহিড়ী পূর্ব্ব হইতেই গোস্বামীর পক্ষে ছিলেন; গোস্বামীই লাহিড়ীকে কোচবিহারে আনয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের মধ্যে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপচন্দ্র বড় কায়স্থ কার্য্যী, শচীনন্দন মুস্তোফী, কৃষ্ণানন্দ ভাণ্ডারঠাকুর, শিবপ্রসাদ মুস্তোফী, কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিষ্ণুপ্রসাদ বখ্‌শী এবং রঘুনাথ বখ্‌শী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিও গোস্বামীর বশংবদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাজিরদেউ কুমার খগেন্দ্রনারায়ণ এবং দেওয়ানদেউ কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামীর বশীভূত না হইলেও, প্রথম প্রথম তাঁহাদের সহিত তাঁহার সদ্ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই, এবং গোস্বামী নাজীরের বাসস্থান বলরামপুরেও মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন।

সর্ব্বানন্দ গোস্বামী কেবল মাত্র নিঃস্বার্থভাবে পরামর্শদাতার কর্ম্ম করিয়াই বিরত ছিলেন না, নিজের স্থাবর এবং অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি অর্জ্জনের দিকেও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল।

গোস্বামী ও লাহিড়ীর ব্রহ্মোত্তর

তিনি রঙ্গপুরে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন এবং কোচবিহারেও বহু ভূমি ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছিলেন। কোচবিহারে কত ভূমি যে তিনি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এত কাল পরে তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুজ্ঞাপত্রে তাঁহার 'বাইশদেহা' ব্রহ্মোত্তরের নাম আছে; (৪) এই 'বাইশ দেহা' ব্যতীত তাঁহার আরও ব্রহ্মোত্তর ছিল। ১১৯১ সনের (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের) ৫ই ফাল্গুন তারিখে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ এবং শ্যামচন্দ্র রায়ের

---

(৩) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 152.*

(৪) 'দেহা'গুলির নাম ;—

১। ধূমেরখাতা	৯। ফুলেশ্বরী	১৬। পেটলারকুঠী
২। বোয়ালমারি	১০। সুজাবোহন	১৭। নীলারপার
৩। মরিচা	(হলদীবোহন ?)	১৮। শীতলখুচী
৪। পাটছড়া	১১। বারমাসীয়া	১৯। গদাই (খোড়া)
৫। কবালডাঙ্গা	১২। বেঙ্গডাকী	২০। ......
৬। শিঙ্গিজানী	১৩। ভারালী	২১। পটুয়ারডাঁড়া
৭। কেশরীবাড়ী	১৪। গের্দ্দ তেলধার	(কাউয়ার ডাঁড়া ?)
৮। চকিয়ারছড়া	১৫। চাতরা	২২। বড়ভিটা

রাজসভার মহাফেজখানায় রক্ষিত কোম্পানির কাউন্সিলের ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চের লিখিত অনুজ্ঞা-পত্রের ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের জাবেদা নকল হইতে গৃহীত।

সম্পর্কে যে 'রোয়দাদে বদিয়ত' (অত্যাচারের বিবরণ) প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার একাদশ দফায় 'বাবদ ওয়াসিলান শ্যামচন্দ্র রায় দস্তখত শ্রীশ্রীমহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ১,৩৬,৬৮১৷১৮, খারিজ বাবদ সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর ব্রহ্মোত্তর গঃ ১৭,১৫৪৷৶১, বাবদ কাশীনাথ লাহিড়ী খাসনবীস গঃ ১০,৪৬৪৷০' লিখিত আছে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে কমিশনার মিঃ ডগলাস গবর্ণর জেনারেলের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, চাকলাগুলিতে অবস্থিত খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের পেটভাতা ভূমিগুলির অধিকাংশই সর্ব্বানন্দ গোস্বামী এবং কাশীনাথ লাহিড়ী বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। মহারাণীর ভূমিদানের অধিকার ছিল না; তথাপি, তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার পক্ষে তাঁহাদিগকে ভূমিদান এবং তৎসূচক সনদ প্রদান করিয়াছেন।(৫)

দানপত্রের প্রকার

অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার মোহরাঙ্কিত দানপত্রের বলে গোস্বামী যে সমস্ত ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নাজীর এবং মহারাণীর মোহরাঙ্কিত সমর্থকপত্রের দ্বারা তিনি সে গুলিকে পাকা করিয়া লইয়াছিলেন।(৬) "দানপত্রের লিখিত ভূমি 'পিয়াল পঞ্চকে জে বেশী ঠাহরে' তাহাও ব্রহ্মোত্তর বলিয়া গণ্য হইবে," এরূপ লিখিত রাজাজ্ঞাও গোস্বামী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।(৭) তথাচ, রাজাজ্ঞাপত্রে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন, কার্য্যতঃ অনেক ব্রহ্মোত্তরের প্রজা গোস্বামীকে করদান করিত না, কিন্তু তজ্জন্য গোস্বামীকে বিশেষ ক্ষতি সহ্য করিতে হইত না। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর প্রায় সকলেই তাঁহার সহায় ছিলেন; এমন কি, স্বকীয় সম্পত্তিতে সৈন্যস্থাপন করিয়াও তিনি কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেন।(৮) ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে কোচবিহাররাজ্যের রাজস্বের অর্দ্ধেক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাপ্য বলিয়া অবধারিত হইলে, গোস্বামী তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির রক্ষার সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নিরুদ্যম হন নাই।

কোম্পানির সমর্থন

তাঁহার চেষ্টায় সকৌন্সিল গবর্ণর উল্লিখিত অনুজ্ঞাপত্রে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, গোস্বামীর প্রাপ্ত 'বাইশ দেহা' ব্রহ্মোত্তরের রাজস্ব গোস্বামীই প্রাপ্ত হইবেন।

সন্ধিপত্রানুসারে মিঃ পার্লীং রাজস্বের 'হস্তবুদ' প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কোচবিহাররাজ্যে আগমন করিলে, উকিল দীন মোহাম্মদের পুত্রগণ "তাহাদের বাসস্থান (বরিচা) 'অসিদ্ধ ব্রহ্মোত্তর' এবং 'খেরাজী ভূমির' অন্তর্গত" বলিয়া গোস্বামীকে প্রকাশ্যে বেদখল পূর্ব্বক উহার রাজস্ব হস্তবুদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেক 'দেহা'র প্রজা উক্ত পন্থা অবলম্বন

---

(৫) *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 81.*

(৬) ২৬০ রাজশকের ৫ই বৈশাখ এবং ১৬ই জ্যৈষ্ঠের ওয়াকা।

(৭) ২৬৫ রাজশকের ১লা মাঘের ওয়াকা।

(৮) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 145.*

করিয়া গোস্বামীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল,(৯) কিন্তু তিনি তাহাতে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না, মহারাণীর সাহায্যে 'দেহা'গুলি তিনি পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন।(১০) সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর সমসাময়িক মুন্সী জয়নাথ ঘোষ তাঁহার রচিত রাজোপাখ্যানে গোস্বামীর রাজহিতৈষিণার উল্লেখ করিতে বিরত হন নাই ; কিন্তু তিনি যে "সকর ভূমিকে নিষ্কর করিয়া প্রবঞ্চনারূপে ভোগ করিতেন", তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর পুত্র, ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণও কোচবিহারে ব্রহ্মোত্তর লাভে বঞ্চিত হন নাই। সেই সময়ে কোচবিহাররাজ্যে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। চিরঞ্জীব বড়কায়স্থ কার্য্যী নামক এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাব বশতঃ রাজা তাঁহার ত্যক্তসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু মহারাণীর আজ্ঞায় গোস্বামী চিরঞ্জীবের দাসদাসীগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাজীর এবং দেওয়ান আপন আপন কর্ম্মের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ

---

(৯) কোম্পানীর কাউন্সিলের উল্লিখিত অনুজ্ঞাপত্র সর্ব্বত্র ফলদায়ক হয় নাই ; অধিকন্তু, উহা হস্তবুদ প্রস্তুতের পরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

'3 * * * A Treaty was formed with the Behar Raja in 1772 or 1179 B.S. and in 1180 Mr. Purling made the Hastabood of Thana Behar, assesing all the rent-free lands which were possessed by individuals during the absence of Raja Durjendranarrayan.

'4. At this period Durjendranarrayan becoming much indisposed and incapable of attending to public duty, his wife, Rany Cometessary (Kamatesvari), the mother of the present Raja, and Surbananda Goshain, without due authority granted Sunnads for considerable portions of lands in their own favour ; and restored the whole of the lands resumed by Mr. Purling.' *A letter form Mr. Ahmuty to the Board of Revenue, dated, 10th January, 1801.*

(১০) পরে, ইংরেজ কমিশনার এবং পরবর্ত্তী মহারাজগণের প্রতিকূলতায়, গোস্বামী অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তর হইতে বেদখল হইয়াছিলেন।

'When the administration was in the hands of his (Harendra Narayan's) Mother the Dowager Maharani and the infamous Sarbanand Gosain, this illegal practice was carried to such an excess that the British Commissioner had to interfere, and resume all invalid or fraudulent Grants' *Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement, p 541.*

কোচবিহারের কমিশনারের নামে লিখিত মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের ১২০৭ সনের ২৩শে পৌষের এবং গৌহাটীর এজেন্টের নামে লিখিত মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণের ৩৩২ রাজশকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠের পত্র। রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১০ম এবং ১৩শ অধ্যায়।

গোস্বামীর ব্রহ্মোত্তরের যে সমস্ত 'দেহা' খণ্ডিত হইয়া হস্তবুদের অন্তর্ভুক্ত অথবা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, সেইগুলির কোনও কোনও দেহা এ পর্য্যন্ত সেই সেই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে ; যথা,—৮২৮ 'ব্রহ্মোত্তর কবালডাঙ্গা' ও ৮৪৩ 'হস্তবুদ কবালডাঙ্গা' এবং ৫১৪ 'ব্রহ্মোত্তর চাতরা' ও ৪৯০ 'বাজিত (বাজেয়াপ্ত) চাতরা', প্রভৃতি। উত্তরকালে 'ব্রহ্মোত্তর' নামধেয় তালুকের ব্রহ্মোত্তরও অনেকস্থলে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্তী কাগজে সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর উত্তরাধিকারিগণের নামে কেবল দুই খানা জোতে (তালুকে) ১,৮৩২ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর লিখিত ছিল।

রাজ্যের যথানির্দিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ অংশের ভূমি অধিকার করিতেন। গোস্বামী সমগ্ররাজ্যের 'বাড়ী প্রতি এক টাকা আট আনা হারে শুল্কপ্রণামী' আদায়ের রাজাজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন ;(১১) কিন্তু, নাজীরের প্রতিবন্ধকতায় তাহাতে সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইতে পারেন নাই। তথাপি, তিনি যত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাও নিতান্ত সামান্য ছিল না। নাজীরের 'নাজীরান' ভূমি ব্যতীত সমগ্ররাজ্যের প্রায় যে সাত আনা ভূমি রাজা এবং দেওয়ানের অধিকারে ছিল, তাহার 'প্রতি চালা ভূমির উপর গোস্বামীর বার্ষিক বৃত্তি এক টাকা আট আনা অবশ্য দেয়' বলিয়া রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল এবং কোম্পানির রাজস্বসংগ্রাহকগণ গোস্বামীর এই অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন।(১২)

গোস্বামীর বৃত্তি

কোম্পানির প্রেরিত যে সমস্ত রক্ষিসৈন্য রাজপ্রাসাদে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা গোস্বামীর আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িয়াছিল এবং গোস্বামীর স্বকীয় সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনেও তাহারা নিযুক্ত হইত। এমন কি, সেই সময়ে, দুর্দ্দান্ত সন্ন্যাসিদলপতিগণ ও গোস্বামীর সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিতে সাহসী হইত না।(১৩) রাজা উদাসীন, তাঁহার প্রতিনিধি মহারাণী কামতেশ্বরী শুদ্ধান্তোবাসিনী ; অধিকন্তু, গোস্বামীর উপর তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল এবং প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের অধিকাংশই গোস্বামীর পক্ষভুক্ত ছিলেন। সর্ব্বানন্দ গোস্বামী রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন।(১৪) তাঁহার এই প্রকার অসামান্য সম্মান এবং ক্ষমতার সম্পর্কে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণই একমাত্র আপত্তিকারী ছিলেন। সমগ্র সৈন্যবলের এবং রাজ্যের নয় আনা ভূমির অধিকারী মহাশক্তিশালী নাজীর তদীয় বাসস্থান বলরামপুর হইতে গোস্বামীর উল্লিখিত ক্ষমতা এবং ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু, কার্য্যতঃ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেন না। রাজা এবং রাণী উভয়েই নাজীরের প্রতি বিমুখ ছিলেন ; এরূপ অবস্থায়, তাঁহাদিগকে কেহ নাজীরের সম্পর্কে কোনও বিরুদ্ধ বাক্য বলিলে, তাহা সত্য বলিয়াই গৃহীত হইত।

গোস্বামীর প্রতিপত্তি

নাজীরের প্রতিবাদ

নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের সহিত রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের কোন্ সময়ে এবং কি কারণে যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা অপ্রকাশ রহিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী নাজীর রুদ্রনারায়ণ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পরিবর্ত্তে খগেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; খগেন্দ্রনারায়ণ ছত্রনাজীর পদাভিষিক্ত হওয়ার সময়ে কোচবিহারে আগমন

রাজা এবং নাজীরের মধ্যে মনোমালিন্য

(১১) *Cooch Behar Select Records, Vol. I, pp 72, 73.*

(১২) সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর নামে হররাম সেনের লিখিত ১১৮১ সনের ৩রা ফাল্গুনের অনুজ্ঞাপত্র।

(১৩) গোস্বামীর নামে নারায়ণ সিংহের লিখিত ২৫১ রাজশকের ১০ই কার্ত্তিকের ত্যাগপত্র।

(১৪) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 118*, ; রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষখণ্ড, ১০ম অধ্যায় ;

করেন নাই ; ভুটীয়াগণ কর্ত্তৃক বন্দী হওয়ার সময়ে নাজীর রাজাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন নাই ; দেওয়ান রামনারায়ণ নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ বলরামপুরে নাজীরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই স্থান হইতে ভুটীয়াদিগের সাহায্য-প্রাপ্তির জন্য বক্সাদুয়ারে গমন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ঘটনাপরম্পরায় নাজীরের সম্পর্কে মহারাজ এবং মহারাণীর অন্তরে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল ; কিন্তু, মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে বহু বিঘ্ন এবং প্রতিবাদ অতিক্রম করিয়া, নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ ভুটানে বন্দী রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। রাজা এবং রাজ্যের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে খগেন্দ্রনারায়ণই কোম্পানির সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন ; অন্যথায়, কোচবিহাররাজ্যের অস্তিত্ব থাকিত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। ভুটানের ধর্ম্মরাজ নাজীর এবং রাজার মনোমালিন্য দূরীকরণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।(১৫)

নাজীরান ভূমি

কোচবিহাররাজ্য কোম্পানির আশ্রিতরাজ্যে পরিণত হইলে, রাজার অতিরিক্ত সৈন্য-পোষণের আবশ্যকতা রহিল না। সৈন্যব্যয়ের বাবদে নাজীর রাজ্যের নয় আনা অংশ অধিকার করিতেন। সন্ধির পরে, রাজকর্ম্মচারিগণ সেই নাজীরান ভূমি তাঁহার অধিকারে থাকা অনুচিত এবং অপব্যয় বলিয়া মনে করিতেন এবং 'মহারাণীর আদেশ' বলিয়া তাঁহারা নাজীরান ভূমির উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের এই কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে যতই সঙ্গত হউক না কেন, ক্ষমতাদৃপ্ত নাজীর তাহা সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর চক্রান্তের ফল ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতেন না। নাজীর প্রকাশ্যেই বলিতেন ;—'আমার কৃত বালক রাজা, রাজকার্য্যসকল আমার আজ্ঞাতে হ'বে। সর্ব্বানন্দ গোসাঞী রাজগুরু, রাজকার্য্যে তাঁহার কি অধিকার আছে ?'।(১৬) নাজীরের দেওয়ান রামচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্যামচন্দ্র রায় এই সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃপদ প্রাপ্ত হন ; তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন।

নাজীরের অবস্থা এবং প্রকৃতি

এ দিকে নানা কারণে নাজীরের মানসিক শক্তি এবং শান্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। মহারাজ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহার নাজীরী পদগৌরব রক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহার লাভের পথে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। রাজ্য এবং রাজার উদ্ধারের জন্য, বিশ্বসিংহবংশের স্বাধীনতা তাঁহার দ্বারা বিক্রীত হইয়াছিল ; এই জন্য, রাজা প্রকাশ্যেই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেন। নাজীরের রাজ্য উদ্ধারের আশা ও সম্পূর্ণ সফল হয় নাই ; যুদ্ধাবসানে কোম্পানি রাজ্যের কিয়দংশের অধিরাজ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের

---

(১৫) মহারাজের নামে ধর্ম্মরাজের লিখিত ২৬৭ রাজশকের ২৯ শে আষাঢ়ের পত্র।

(১৬) রাজোপাখ্যান, নবমখণ্ড, ১৯শ অধ্যায়।

বিচারে দেবরাজ অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ সরল বিশ্বাসে শেষোক্ত অংশে রাজার অধিকার পুনঃসংস্থাপন করিতে গিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কতকটা অব্যবস্থিতচিত্ত এবং স্বাধিকারপ্রমত্ত ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণের সহিতও তাঁহার সদ্ভাব স্থায়ী ছিল না। তাঁহার উন্নত মন নানা কারণে ব্যাহত হওয়ায় ক্রমশঃ অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে ষড়যন্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ করা যদিও খগেন্দ্রনারায়ণের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, তথাপি অবস্থাবশে, তিনি কখনও কখনও লোকসমাজে কুটিলমতি এবং অবিবেচক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন। অধিকন্তু, দেওয়ান শ্যামচন্দ্র রায়ের পরামর্শে চালিত হওয়ার কারণে লোকে তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করিত। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ কমিশনার ডগলাশ গবর্ণর জেনেরালকে লিখিয়াছিলেন যে, খগেন্দ্রনারায়ণের মানসিক শক্তি এত দুর্ব্বল যে, তিনি যে কোনও বিষয়ে কার্য্যপরিচালনের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং যদি তিনি এখন রাজ্যের তাঁহার প্রাপ্য অংশগুলির অধিকার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, যাহাদের দুষ্ট এবং স্বার্থপ্রণোদিত পরামর্শের ফলে তিনি কুপথে চালিত হইয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহারা অধিকাংশ দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ ছিল, সেই অংশ গুলির শাসনপালনের ভার প্রকৃত প্রস্তাবে আবার তাঁহার সেই সকল কর্ম্মচারীরই হস্তে গিয়া পড়িবে।(১৭)

যাহাই হউক, খগেন্দ্রনারায়ণ যখন যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেন, তিনি প্রকাশ্য ভাবেই তখন তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি যে গোস্বামীকে বারংবার শারীরিক শাস্তি প্রদান করিয়াছেন, কমিশনার মার্শাও শোভের সমক্ষে তাহা ব্যক্ত করিতেও তিনি কিছু মাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যে সমস্ত কার্য্য গোস্বামীর কৃত বলিয়া তিনি মনে করিতেন, তাহাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে, এমন কি সময়ে সময়ে গোস্বামীকেও, প্রহারদ্বারা তিনি তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন। নাজীরপরিবার সাধারণতঃ ভূতপূর্ব্ব নাজীর রুদ্রনারায়ণের পত্নী 'মরিচমতী আই'র পরামর্শ এবং নির্দ্দেশক্রমে চালিত হইতেন। মরিচমতী দেবী তেজস্বিনী, প্রাজ্ঞমানিনী এবং ক্ষমতাপ্রিয়া মহিলা ছিলেন; নাজীর রুদ্রনারায়ণ এবং খগেন্দ্রনারায়ণের অধিকাংশ কর্ম্মের মূলেই মরিচমতীর পরামর্শ নিহিত ছিল।(১৮)

---

(১৭) 'Khagendranarayan appears to be so weak in his mental faculties as to be absolutely incapable of conducting any business, and should he obtain possession of his share of the country, the management of it will fall into the hands of those persons whose evil and interested counsel has already so much misled him and has been the principal cause of the greater part of his misfortunes.' *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 41.*

(১৮) ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বৎসর বয়সে মরিচমতী আই'র মৃত্যু হয়। *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 174.*

নাজীর এবং গোস্বামীর মনোমালিন্য একদা একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বনে বিগ্রহের আকারে লোকসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজধানীতে ছিলেন না, তীর্থভ্রমণ করিতেছিলেন; নাজীর কোনও কার্য্যোপলক্ষে কোচবিহারে আগমন করিলে এক দিবস বাজারে তাঁহার ভৃত্যগণের সহিত রাজভৃত্যগণের এক ভাণ্ড দধি লইয়া বচসা এবং পরিণামে হাতাহাতি হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য গোস্বামীর আদেশে নাজীরের ভৃত্যগণকে শারীরিক শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ঘটনায় নাজীরের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি নিক্ষিপ্ত হইল; তাঁহার আদেশে গোস্বামী ধৃত হইয়া এরূপ ভাবে প্রহৃত হইলেন যে, তাঁহার উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গেল! গোস্বামীকে এই রূপে শয্যাশায়ী করিয়া নাজীর বলরামপুরে প্রস্থান করিলেন।

প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ তীর্থভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, 'নাজীরগোস্বামি-সঙ্ঘর্ষ-নাটকে'র আর এক অঙ্ক অভিনীত হয়। দেওয়ান দেউ সুরেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া নাজীর সসৈন্যে কোচবিহারে আগমন করেন। নাজীরের সসৈন্যে আগমনদর্শনে গোস্বামী স্বভাবতঃই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজবাটীতে বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল; গোস্বামী রক্ষিগণকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, নাজীর মহারাণীর অনুমতি ব্যতীত অধিক সংখ্যক লোকের সহিত বিবাহসভায় আগমন করিলে, তাঁহাকে যেন বাধা প্রদান করা হয়,—এবং কার্য্যতঃ তাহাই হইল। নাজীর রাজবাটীতে প্রবেশোন্মুখ হইবা মাত্র প্রহরিগণকর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার ডঙ্কা নিনাদিত হইল এবং তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহা যে গোস্বামীর পরামর্শের ফল, তাহা বুঝিয়া লইতে নাজীরের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না; বাসস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই তিনি গোস্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধগ্রহণের আদেশ প্রচার করিলেন। আজ্ঞামাত্র নাজীরের অনুচরগণ বিবাহসভার অভিমুখে ধাবিত হইল এবং ঝড়ের ন্যায় বেগে তথায় উপস্থিত হইয়া গোস্বামীকে ধৃত করিল। তাঁহার পদদ্বয় রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় বংশদণ্ডের সাহায্যে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তদবস্থাতেই তাঁহাকে রাজবাটী হইতে নিক্রান্ত করা হইল। এই অদ্ভুত এবং শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে বিবাহসভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ যে যে দিকে পথ পাইল, সে সেই দিকেই পলায়ন করিল।

রাজা বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন না এবং মহারাণী চিকের অন্তরালে অবস্থিত ছিলেন। মহারাজের নিকট গোস্বামীর এই বিপদ্বার্ত্তা উপস্থিত হইলে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং স্বয়ং তরবারি হস্তে রাজপথে ধাবিত হইলেন। ঊর্দ্ধপদ গোস্বামী চৌরাস্তা পর্য্যন্ত নীত হইয়াছেন, এমত সময়ে রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নাজীরের অনুচরগণ রাজার দর্শন মাত্র গোস্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মহারাজ অসির সাহায্যে গুরুর বন্ধনচ্ছিন্ন করিলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না,—নীরবে অন্তঃপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। লাঞ্ছিত গোস্বামী বিবাহসভায় আর গমন

করিলেন না। এ দিকে নাজীরও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে বলরামপুরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

বালক রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় নামতঃ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় নাজীর এবং গোস্বামীর মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের কিছুমাত্রও উপশম হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। নাজীর অথবা গোস্বামী উভয়ের কাহারও সহিত কুমার ভগবন্তনারায়ণের আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না। ভগবন্তনারায়ণ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি অবস্থানুসারে কখনও নাজীরের, এবং কখনও বা গোস্বামীর, পক্ষাবলম্বন করিতেন।

দিনাজপুর এবং রঙ্গপুরের মেসার্স পার্লীং, হেরিস্, হারউড্, ল্যাম্বার্ট, বগল এবং গুডল্যাড প্রভৃতি ইংরেজকর্ম্মচারিগণ, ১৭৭৩ হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোচবিহারের 'পলিটীকাল্ অফিসার' ছিলেন। ইঁহারা নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণকে কোচবিহারের সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী মনে করিয়া তাঁহার সহিত তদুপযুক্ত ব্যবহার করিতেন। রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ বগলের সময়ে মিঃ গুডল্যাড দুই বৎসর তাঁহার সহকারী ছিলেন; পরে ১৭৮১ হইতে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কালেক্টরের কর্ম্ম করেন। নাজীরের দেওয়ান শ্যামচন্দ্র রায় মিঃ গুডল্যাডের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি শ্যামচন্দ্রের প্রমুখাৎ কতকগুলি অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া গোস্বামী এবং লাহিড়ীকে রঙ্গপুরে আবদ্ধ করেন।(১৯) এই সময়ে (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়, এবং কুমার হরেন্দ্রনারায়ণ শৈশবাবস্থায় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

কালেক্টরগণ এবং নাজীর

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেককালে, খগেন্দ্রনারায়ণ স্বকীয় পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। নাজীরকর্ত্তৃক কাহাকেও যুবরাজের পদ প্রদান করার প্রথা ইতঃপূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই; এই আচরণে নাজীরের প্রতি অনেকেই বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেককালে রাজমোহর লইয়া আর একটী গোলযোগ হয় এবং অভিষেকান্তে নাজীর উহা নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন; কিন্তু কোম্পানির সিপাহীর সুবাদার জিতনসিংহ উহা প্রত্যর্পণ করার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় নাজীর উহা ফেরত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জিতনসিংহের এই কার্য্যের জন্য মহারাণী তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। নাজীর তাঁহার উল্লিখিত অপমানের কথা মিঃ গুডল্যাডকে অবগত করান এবং তাঁহার আদেশে, রাজমোহরের পুনরায় প্রত্যর্পণের জন্য গোস্বামীর পক্ষাশ্রিত ধর্ম্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের উপর বলপ্রয়োগ করেন; এমন কি, মুখোপাধ্যায়কে বৃক্ষের সঙ্গে

রাজমোহর

---

(১৯) *Mercer and Chauvet's Report Vol. II, pp 156, 157.* রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

বাঁধিয়া প্রহার করা হয় এবং গোস্বামীও অবমানিত হন। মহারাণী অগত্যা শিবপ্রসাদ মুস্তৌফীর দ্বারা রাজমোহর গুডল্যাডের হস্তে প্রদান করিলে মিঃ গুডল্যাড উহা নাজীরকে পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাণী এই বিষয় কলিকাতা কাউন্সিলে অবগত করাইয়াছিলেন এবং কাউন্সিলের আদেশে তিনি রাজমোহর পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজমোহরের অপব্যবহার

রাজমোহর আপন আপন অধিকারে রাখার আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিতে গিয়া, এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর অবিশ্বস্ততার দোষারোপ করিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু, কার্য্যতঃ কোনও পক্ষই রাজমোহরের ব্যবহারে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। খগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার নাজীরী অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে রাজমোহর ব্যবহার করিয়াছিলেন; এবং স্বীয় পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণের যৌবরাজ্যের অনুজ্ঞাপত্রে তিনি উক্ত মোহর ব্যবহার করিয়াছেন। মহারাণীর নিকটে রাজমোহর থাকায় গোস্বামীর ব্রহ্মোত্তরভূমির পরিমাণ অনবরত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; গোস্বামীর অনুগৃহীত ব্যক্তিগণও তদ্রূপ লাভে বঞ্চিত হন নাই এবং খগেন্দ্রনারায়ণের তদ্‌বিষয়ের অনুযোগ কার্য্যতঃ প্রমাণিত হইয়াছে।

দুই জন রাজার অভিমত

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই সমস্ত নিষ্কর ভূমির উপর ক্রমশঃ কর ধার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।(২০) এতৎসম্পর্কে তিনি কমিশনার মিঃ আমুটীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাজমোহর গোস্বামীর অধিকারে থাকায় তিনি তাঁহার নিজের আবশ্যক মত নিষ্কর ভূমির দলিল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মোহরাঙ্কণ করিয়া লইয়াছেন এবং সেই সমস্ত দলিলের লেখকগণ বাধ্য হইয়াই উহা লিপিবদ্ধ করিতেন, ইহা প্রমাণিত হইতে পারে, ইত্যাদি; উল্লিখিত কারণে মহারাজ অন্যায্যরূপে গৃহীত ব্রহ্মোত্তরভূমি হইতে গোস্বামীকে বঞ্চিত করার জন্য কমিশনারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।(২১) অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার মোহর স্বীয় অধিকারে থাকা হেতু, ১১৭৬ সন হইতে ১১৯৬ সন পর্য্যন্ত গোস্বামী ইচ্ছামত বহু দানপত্র প্রস্তুত করিয়া স্বার্থসাধন করিয়াছেন, পরবর্ত্তী মহারাজ শিবেন্দ্রনারায়ণ ৩৩২ রাজশকের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে এজেন্টের নিকট লিখিত পত্রেও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

---

(২০) রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১০ম, এবং ১৩শ অধ্যায়।

(২১) মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের লিখিত ১২০৭ সনের ২৩শে পৌষ তারিখের পত্র;—

* * * The Seals used for the Sunnuds and Wakkas were in the possession of Sarbananda Goshain, he caused Sunnuds to be written out in his own name for whatever lands he wished to possess; several of the persons who were compelled to write those grants can be now produced * * * I am sensible of your exertions in my favour and you will still oblige me by resuming all lands of which I have been illegally deprived,' vide *Quotation from Maharajas' letter in the letter from Mr. Ahmuty to the Board of Revenue, dated the 10th January, 1801.*'

রাজমোহর যখন যে পক্ষের অধিকারে থাকুক না কেন, উহা হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কা সর্ব্বদাই তাঁহাদের ছিল। মোহর হস্তান্তর হইলে যাহাতে কার্য্যহানি না ঘটে, সে সম্বন্ধে কোনও পক্ষেরই সাবধানতার অভাব ছিল না। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণকে বলরামপুরে আবদ্ধ রাখার সময়ে নাজীরপক্ষ বলপূর্ব্বক কতকগুলি সাদা কাগজে রাজমোহর অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাণী কামতেশ্বরীর মৃত্যু হয়, সেই সময়ে তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অনুসন্ধানকালে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মোহরাঙ্কিত প্রায় ৬০০ (ছয় শত) সনদের ফরম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটানে বন্দী থাকা কালে যে সমস্ত দানপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, উল্লিখিত ফরমগুলি ও তাহার অনুরূপ ছিল।(২২)

সাদা কাগজে মোহরাঙ্কণ

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরেই মিঃ গুডল্যাড কোচবিহারে আগমন করিয়া গোস্বামীর নিকটে রাজস্ব-সংক্রান্ত হিসাব তলব করিয়াছিলেন। গোস্বামী তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহাকে কারারুদ্ধ এবং তাঁহার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ও ব্রহ্মোত্তরভূমি ক্রোক করা হইয়াছিল। গোস্বামিপক্ষের বহু কর্ম্মচারী সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং নাজীরের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল। সেই সময়ে কাশীনাথ লাহিড়ীকে পদচ্যুত করিয়া শ্যামচন্দ্র রায়কে খাসনবিশ নিযুক্ত করা হয়।(২৩) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ১১৮৭ বঙ্গাব্দে (১৭৮০ খৃষ্টাব্দে) নাজীর এবং শ্যামচন্দ্র হিসাবগ্রহণব্যপদেশে গোস্বামী এবং লাহিড়ীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের দলভুক্ত কর্ম্মচারিগণকেও সেই সময়ে কারাদণ্ড এবং কশাঘাতের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং কেহ কেহ রঙ্গপুরে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা মিঃ গুডল্যাডকে, লাহিড়ী এবং গোস্বামীর অবস্থা জ্ঞাত করিয়া প্রতীকারপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ গুডল্যাড তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। শ্যামচন্দ্রের বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, রাজা রাজকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, নাজীরই রাজ্যশাসন-ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তা।

গোস্বামী বন্দী

শ্যামচন্দ্র এবং গুডল্যাড

---

(২২) রেভিনিউ বোর্ডে মিঃ আমুটীর লিখিত ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীর পত্র:—

'5. After the demise of the Ranny, which occurred last year, nearly 600 blank Sunnuds, where the seal of her husband affixed, were discovered among her property, upon paper of the same dimensions and similar form to those which were granted during the absence of Durjendra Narayar, * * *'

(২৩) কমিশনার মার্শার ও সোভের সমক্ষে নাজীর এবং রাজপক্ষের প্রদত্ত বিবরণে উহা ১১৯০ বঙ্গাব্দের শেষভাগের (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের) ঘটনা বলিয়া লিখিত আছে। *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 17, 22, 25.*

একদা গোস্বামী এবং লাহিড়ীর উভয়ের জন্য উকিল রাম চক্রবর্তী মিঃ গুডল্যাডের পদধারণপূর্ব্বক তাহা অশ্রুসিক্ত করেন। মিঃ গুডল্যাড এই করুণ প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া গোস্বামী এবং লাহিড়ীকে তাঁহার সমীপে আনয়নের জন্য আট জন সিপাহী কোচবিহারে প্রেরণ করেন। এই সংবাদে শ্যামচন্দ্র রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া কালেক্টরকে পুনরায় স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিপাহীদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশপত্র সহিত লোক প্রেরিত হয়। মোগলহাটে উক্ত লোকদিগের সহিত গোস্বামী, লাহিড়ী এবং সিপাহীদিগের সাক্ষাৎ হয়। চতুর গোস্বামী, তাঁহাদের মুক্তির আদেশ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া, সিপাহীদিগের দলপতিকে শত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক সেই রাত্রিতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় স্বয়ং রঙ্গপুরে গিয়া উপস্থিত হন। কালেক্টরের দেওয়ান কৃষ্ণপ্রসাদের চেষ্টায় গোস্বামী তথায় কিছুদিন আবদ্ধ ছিলেন। ইহার কিছু দিবস পরে, কালেক্টরের আদেশে, গোস্বামী এবং লাহিড়ী মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

এ দিকে নাজীরের দেওয়ান শ্যামচন্দ্র রাজ্যে নানা প্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে ছিলেন। রাজকর্ম্মচারী ধর্ম্মনারায়ণ রায় এবং ধর্ম্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার হস্তে বিলক্ষণ প্রহৃত হন। বিষম প্রহারের ফলে গোবিন্দ লাহিড়ীকেও যাবজ্জীবন কুব্জ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। মিঃ গুডল্যাডের নিকটে কোনও ফললাভের সম্ভাবনা না থাকায় গোস্বামী এবং লাহিড়ী হরিপ্রসাদ সরকার ও জানকীরামকে উকিলস্বরূপ কলিকাতায় প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের হস্তে প্রেরিত পত্রেরদ্বারা গবর্ণর জেনারেলকে সবিশেষ বিবরণ অবগত করান হয়; কিন্তু, মিঃ গুডল্যাডের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া গবর্ণর জেনারেল উল্লিখিত অভিযোগের প্রতি কোনও মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

কাউন্সিলে অভিযোগ

রাজপক্ষের উকিলেরা, মৃত রাজার উইলের এক নকল সহ, কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক খানি আরজী দাখিল করিয়াছিলেন। তাহাতে মিঃ গুডল্যাডের প্রভাবে নাজীরের রাজ্য-শাসনাধিকারলাভ, নাজীরকর্ত্তৃক কাশীনাথ লাহিড়ী এবং সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর অবরোধ, গোস্বামীর সম্পত্তি লুট, মহারাণীর উপর প্রহরিস্বরূপ পাঁচজন ক্রীতদাসীর নিয়োগ, ধর্ম্মনারায়ণের প্রহৃত হওয়া প্রভৃতি অভিযোগ এবং তাহাদের প্রতিকারপ্রার্থনা লিখিত ছিল। কোম্পানির কানন্‌গু লক্ষ্মীনারায়ণ এবং মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ কোচবিহারের অবস্থার অনুসন্ধান পূর্ব্বক ১১৯০ সনের ২৫শে মাঘ (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী) তৎসম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সনের ৮ই মার্চ্চ তারিখে গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার উত্তরাধিকারসম্পর্কে কোনও বিবাদ নাই। রাজার অভিভাবকত্ব লইয়াই দেওয়ান (কুমার সুরেন্দ্রনারায়ণ?), কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ, রাণী (রাজমাতা) এবং নাজীরের মধ্যে এই বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রাণী স্বয়ং অভিভাবক হইতে চান, কিন্তু অন্য ব্যক্তিরা এ সম্বন্ধে কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণের পক্ষপাতী; রাণী

এবং নাজীর উভয়েই রাজকার্য্য পরিচালন করিতে অভিলাষী, ইত্যাদি। পরিশেষে গবর্ণমেন্ট বিবদমান পক্ষগণকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছিলেন।

মিঃ গুডল্যাডের প্রতিকূলতায় গোস্বামী অনেকটা হতপ্রভ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে নিরস্ত হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। তিনি মহারাণীর পক্ষ হইতে আবেদনের উপর আবেদন কলিকাতায় প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। রাজ্যের এই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে রাজার চাকলাজাত জমিদারীর কর্ম্মচারিগণ, চাকলাগুলির উপর মালিকী স্বত্বাধিকার পাইবার প্রত্যাশায় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। 'কথিত চাকলাগুলি নাজীরের নিজস্ব সম্পত্তি' এই হেতুবাদে নাজীরের দেওয়ান শ্যামচন্দ্র এই মোকদ্দমায় উত্তরদায়ক হন। স্বীয় পুত্রকে যুবরাজ করার অতিরিক্ত নাজীরের পক্ষ হইতে এই আর একটী দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গোস্বামী এই দুইটী ঘটনাকে অমোঘঅস্ত্রস্বরূপ নাজীরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু নাজীরের প্রতি গুডল্যাডের অনুকূলভাব রহিত করিতে তিনি সমর্থ হন নাই। নিজের কোচবিহারগমন স্থগিত রাখিয়া গোস্বামী রঙ্গপুরে অবস্থান পূর্ব্বক প্রণষ্টগৌরব উদ্ধারের প্রযত্নে নিবিষ্ট ছিলেন। মহারাণীও শিশুরাজাকে লইয়া কোচবিহারে অবস্থান বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতেছিলেন; তিনি পুত্রের সমভিব্যাহারে দিনাজপুরে বাস করার অভিপ্রায়ে কোম্পানির সৈন্যাধ্যক্ষ কাপ্তান উইলিয়ামসের সহিত পরামর্শ করিতে আরম্ভ করেন।

নাজীরের অন্যায়াচরণ

১১৯০ সনের মাঘ মাসের শেষভাগে রঙ্গপুরে হঠাৎ প্রচারিত হইল যে, নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং রাজা হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। মিঃ গুড্‌ল্যাড এই সংবাদে প্রথমতঃ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই; পরে খগেন্দ্রনারায়ণের নামাঙ্কিত মুদ্রা তাঁহাকে প্রদর্শন করা হয়। এই ঘটনায় খগেন্দ্রনারায়ণের প্রতি গুড্‌ল্যাডেরও বিশ্বাসের হ্রাস হইল, এবং তিনি গোস্বামীও লাহিড়ীকে কোচবিহারে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজোপাখ্যানে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে, যথা :—মিঃ গুড্‌ল্যাড মহারাণীর পক্ষাবলম্বন করায় হেতুবাদে হাওয়ালদার জিতনসিংহকে পদচ্যুত এবং গোস্বামী ও লাহিড়ীকে রঙ্গপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিঃ গুড্‌ল্যাড তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকের দ্বাদশ দিবস পরে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণপূর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত করেন। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন। মহারাণী শিশু রাজার সহিত অন্তঃপুরে আবদ্ধ অবস্থায়, প্রায় অনশনে, দিন যাপন করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় মহারাজের বসন্ত রোগ হয়; লোকাভাবে তাঁহার যথোচিত চিকিৎসা পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। কোম্পানির রক্ষিসিপাহীর নূতন হাওয়ালদার নাজীরকে অন্দরে প্রবেশের বাধা প্রদান করিয়াছিলেন,

খগেন্দ্রনারায়ণ রাজা

রাজারপ্রতি দুর্ব্ব্যবহার

এবং তিনিই গুডল্যাডকে সবিশেষ লিখিয়া পাঠান। মহারাণীর কলিকাতাস্থ উকীলও গবর্ণরকে এই সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়াছিলেন, ইত্যাদি।(২৪)

খগেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়ার স্মারকলিপির মূল দুই খণ্ড এবং নকল এক খণ্ড রাজসভার প্রাচীন কাগজ পত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে; তাহাদের সম্পাদন তারিখের স্থলে কিছু অনৈক্য আছে। উক্ত লিপিতে লিখিত আছে যে, ১১৯০ সনের ২১শে মাঘ তারিখে খগেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়া স্বনামে টাকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে 'রাজটীকা' প্রদান এবং রামরত্ন ও মাধব পুরোহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন। পুত্রের বসন্ত রোগ হওয়া জানিতে পারিয়া খগেন্দ্রনারায়ণ ২৪শে মাঘ তারিখে বলরামপুরে প্রত্যাগমন করেন। মিঃ গুডল্যাড এই 'রাজা হওয়ার' সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এক জন হাওয়ালদার এবং বার জন সিপাহী প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং তাহাদিগকে দেখিয়া নাজীরের লোকেরা কোচবিহার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল,—ইত্যাদি।

স্মারকলিপি

এই স্মারকলিপিতে বহু ব্যক্তির মোহরাঙ্কণ এবং স্বাক্ষর আছে; তাঁহাদের মধ্যে মহারাণী কামতেশ্বরী, রাজার পিতামহী সত্যভামা দেবী, কুমার ভগবন্তনারায়ণ, শচীনন্দন মুস্তোফী, কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিষ্ণুপ্রসাদ বখ্‌শী, রামরত্ন শর্ম্মা এবং মাধব শর্ম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কমিশনার মার্শী ও শোভের সমক্ষে কুমার ভগবন্তনারায়ণ, শচীনন্দন মুস্তোফী, কলানাথ ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং বিষ্ণুপ্রসাদ বখ্‌শী যাহা যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহাতে খগেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়ার এবং তাঁহার নামে মুদ্রা প্রস্তুত হওয়ার সম্বন্ধে কোনই বাক্য নাই।(২৫) ইতঃপূর্ব্বে রাজার উকিল শিবনারায়ণ রায়ের লিখিত "রোয়াদাদে বদিয়ত শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডর ও শ্রীশ্যামচরণ রায়" নামে যে অভিযোগপত্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার এক খণ্ড প্রাচীন নকল রাজসভার মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। উহার সপ্তম দফায় খগেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়ার এবং স্বনামে টাকা এবং ছাপ মোহর প্রস্তুত করার উল্লেখ আছে এবং তাহাতে সাক্ষিস্বরূপ পীর মোহাম্মদ (উকিল দীন মোহাম্মদের পুত্র), শচীনন্দন মুস্তোফী এবং হরনন্দন মুস্তোফী প্রভৃতির নাম আছে। হরনন্দন এবং শচীনন্দন কমিশনারের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জবানবন্দীতে উল্লিখিত অভিযোগের কথা নাই। মহারাণীর উকিলের দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া বোর্ড ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মিঃ মুরের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নাজীরের অনুচিত প্রতিপত্তি, স্বীয় পুত্রকে যুবরাজ করা এবং গোস্বামী ও লাহিড়ীকে বন্দী করার বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

---

(২৪) রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

(২৫) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 126, 151, 152, 155.*

কমিশনার মার্শ ও গোডের নিকটে খগেন্দ্রনারায়ণ বলিয়াছিলেন, "শিশু রাজাকে অবমাননার হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্ত আমি সিংহাসনে বসিয়া নিজকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম। রাজাকে রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া না দিলে আমি প্রকৃত রাজা হইতে পারিতাম না। গোস্বামী আমার শত্রু; তিনি এখন রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, টাঁকশাল তাঁহার অধিকারে রহিয়াছে, তিনি আমার নামে অনায়াসে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারেন।"(২৬) এ সম্বন্ধে কমিশনরেরা বলিয়াছেন যে, নাজিরের নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করা প্রমাণিত হয় নাই; রাণীর নূতন অভিযোগে তিনি স্বয়ং আমাদের নিকট যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, এই তাক্ত 'রাজ্যহরণব্যাপারে'র পরেও নাজীর রাজার নামের মোহর ব্যবহার করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় উল্লিখিত 'রাজ্যহরণ' সম্পূর্ণ হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে না; নাজীরকর্ত্তৃক রাজা এবং রাণীর প্রাণনাশের সঙ্কল্প প্রমাণিত হয় নাই, এক্ষণে রাণী নিজে উক্ত অভিযোগের পক্ষে জেদ প্রকাশ করিতেছেন, ইত্যাদি।(২৭)

নাজীরের উত্তর

১১৯০ সনের শেষভাগে (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে) মিঃ গুড্ল্যাডের স্থানে মিঃ পিটার মুর রঙ্গপুরের কালেক্টর হইয়া আগমন করেন। মিঃ মুরের রঙ্গপুরে উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই খগেন্দ্রনারায়ণের সম্বন্ধে তাঁহার ভিন্ন রূপ ধারণা উপস্থিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামী ও তাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়াছিলেন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, গোস্বামী এবং লাহিড়ী দুই জন উকিল প্রেরণ করিয়া দিনাজপুরের দক্ষিণে কোনও এক স্থানে মিঃ মুরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিনাজপুরে মিঃ মুরকে বিবিধ উপঢৌকন প্রদান এবং রাত্রিতে নানারূপ অগ্নিক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করিয়াছিলেন। মিঃ মুর রঙ্গপুরে আগমন করিলে তাঁহার সম্মানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আনন্দোৎসবের আর অবধি ছিল না। তিনি রঙ্গপুরে মহারাজের ধাপের বাটীতে ছিলেন। এই বাটী মিঃ পার্লীংএর নিকট হইতে

মিঃ মুর এবং গোস্বামী

---

(২৬) * * * and to prevent the disgrace of the infant Raja, I sat upon the Raja's Masanad, and had it proclaimed that I had become Rajah; besides doing this without driving the Rajah from the Rajbari I could not have become Rajah. The Goshain is my enemy; he now possesses the whole autharity of the Raj. The Mint is under him, he can easily coin money with my name impressed on them.' *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 25-26.*

(২৭) * * * it is not proved that he coined money in his own name * * * it may be added that from the Ranny's own complaint recently and personally made to ourselves, it is evident that the Nazir Deo, after this pretended usurpation had taken place, made use, notwithstanding, of the Rajah's seal, so that such usurpation can not be said to have been complete. It does not appear from evidence that the deaths of the Rajah and Ranny were ever meditated by Nazir Deo; and the Ranny herself does seem now disposed to insist on that charge.' *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 104.*

চতুর্ব্বিংশতি সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করা হইয়াছিল। এই বাটী এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান পূর্ব্ব হইতেই সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। গোস্বামী পাঁচশত লোক (?) বাহিত উপঢৌকন মিঃ মুরকে প্রদান করেন। গোস্বামীর উল্লিখিত ব্যবহারে মিঃ মুর তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোস্বামী মিঃ মুরের দেওয়ান মহারাজ অমৃতসিংহকেও বহু অর্থদানে বশীভূত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। খগেন্দ্রনারায়ণকর্তৃক রাজ্যলুণ্ঠন এবং চাকলাজাত জমিদারী আত্মসাৎ করিবার বিবরণ মহারাণী কাউন্সিলে অবগত করাইয়াছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিলের আদেশে রাজ্যশাসনাধিকার এবং রাজমোহর খগেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে লইয়া মহারাণীকে প্রদান করা হয় এবং চাকলাজাত জমিদারী মহারাজের সম্পত্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।(২৮) উক্ত জমিদারীতে অবস্থিত খগেন্দ্রনারায়ণের পেটভাতা ভূমিগুলিও এই সময়ে বাজেয়াপ্ত হয়। মহারাণীর অনুরোধে মিঃ মুর রাজার রক্ষার জন্য কতকগুলি তেলেঙ্গা প্রহরী এই সময়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।(২৯)

অমৃতসিংহ এবং গোস্বামী

নাজীরের প্রতি আরোপিত দোষের অনুসন্ধানের ভার দেওয়ান গঙ্গাপ্রসাদের উপর অর্পিত হইয়াছিল।(৩০) তাঁহার অনুসন্ধানে সমস্ত অভিযোগই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল; কিন্তু, আহ্বান করা সত্ত্বেও নাজীর গঙ্গাপ্রসাদের নিকটে উপস্থিত হন নাই,—তিনি প্রতিকারকামনায় শ্যামচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কলিকাতায় যাইতে হয় নাই, মিঃ মুরের প্রেরিত লোক পথিমধ্যে তাঁহাদের উভয়কেই ধৃত করিয়া রঙ্গপুরে আনয়ন করে। মিঃ মুর নাজীরের কোনও আপত্তিই গ্রাহ্য করেন নাই; তিনি তাঁহাকে এবং শ্যামচন্দ্রকে গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। গোস্বামীর আদেশে ইঁহারা কোচবিহারে আনীত এবং বন্দীকৃত হন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মিঃ গুড্‌ল্যাডের আদেশে নাজীর এবং শ্যামচন্দ্র কোচবিহারের 'গুদাম' নামক স্থানে আবদ্ধ ছিলেন; নাজীর তথা হইতে পলায়ন করেন এবং শ্যামচন্দ্র রায়ের বাটীতে ধৃত হইয়া পুনরায় রঙ্গপুরে নীত হন। মিঃ মুরের আদেশে নাজীর পুনরায় গোস্বামীর হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন; ২৭৫ রাজশকের (১১৯১ সনের) বৈশাখ মাসে তাঁহাকে এবং শ্যামচন্দ্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া

নাজীর বন্দী

(২৮) বোর্ডের লিখিত ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মন্তব্য এবং মিঃ মুরের লিখিত ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মের পত্র।

(২৯) মিঃ মুরের লিখিত ১১৯১ সনের ১লা চৈত্রের পত্র।

উক্ত সময়ে বঙ্গদেশীয় রাজা এবং জমিদারগণ (মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশের অধিবাসী) তেলেঙ্গাদিগকে শরীররক্ষক ও পালকীবেহারা নিযুক্ত করিতেন।

(৩০) ১১৯১ সনের ১৩ই আষাঢ়ের লিখিত এক খণ্ড স্বাক্ষরহীন জীর্ণপত্র; *Mercer and Chauvet's Report Vol. II, pp 23, 26.*

কোচবিহারে প্রেরণ করা হয় এবং মিঃ মুর শিশু মহারাজের সমক্ষে নাজীরের বিচার করেন। কাউন্সিলের আদেশে খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের পদ হইতে চ্যুত হন এবং সমগ্র কোচবিহার-রাজ্য ও চাকলাজাত জমিদারী মহারাজের নিজস্ব বলিয়া অবধারিত হয়। দেওয়ান দেউ সুরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের পদ প্রাপ্ত হন এবং খগেন্দ্রনারায়ণের অপরাধের বিচার মহারাজের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। শিশু মহারাজ মিঃ মুরের নিকটে খগেন্দ্রনারায়ণকে প্রাণদণ্ড প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু, পরে খগেন্দ্রনারায়ণ এবং শ্যামচন্দ্রকে মুক্তিপ্রদান করা হয় এবং মহারাণী রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি। (৩১)

যাহাই হউক, সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর নির্ব্বাধ প্রভুত্বের আর কোনও অন্তরায় রহিল না; অধিকন্তু, তাঁহার দুর্জ্জয় শত্রু বন্দী হইয়া রহিলেন। এই আশাতীত সফলতার আনন্দে গোস্বামী সম্ভবতঃ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং দেশবাসীর ভয়ভক্তির অধিকারী নাজীরকে কোচবিহারে বন্দী করিয়া রাখিতে হইলে কিরূপ সাবধানতা এবং আয়োজনের আবশ্যক, সম্ভবতঃ গোস্বামীর সে অভিজ্ঞতাও ছিল না। ১১৯১ সনের ২৬শে চৈত্র প্রাতঃকালে নগরময় রব উঠিল যে, বন্দী নাজীর পলায়ন করিয়াছেন। গোস্বামী উক্ত সংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; কিন্তু আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। নাজীরকে ধৃত করার জন্য তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল এবং গোস্বামী তদুদ্দেশ্যে ভুটানের দেবরাজকেও পত্র লিখিলেন; কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হইল। কোনও স্থান হইতে পলায়িত নাজীরের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। দেবরাজ গোস্বামীর পত্রের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি লিখিলেন যে, খগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার রাজ্যে আগমন করেন নাই,—আগমন করিলেও আশ্রিত এবং শরণাগতকে গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করা সম্ভবপর হইত না; তিনি (গোস্বামী) এক জন 'লামাগুরু' (ধর্ম্মগুরু); যাহাতে রাজবংশের মধ্যে সদ্ভাব বিদ্যমান থাকে, তাঁহার পক্ষে তাহাই করা কর্ত্তব্য, এবং তজ্জন্য কলিকাতা কাউন্সিলে সবিশেষ অবগত করান আবশ্যক হইলে, ধর্ম্মবিবেচনায় তাহাও তাঁহার করা উচিত, এই কার্য্যে গোস্বামীর লামাজনোচিত

নাজীরের পলায়ন

দেবরাজের পত্র

---

(৩১) রাজোপাখ্যান, প্রভাত খণ্ড, ৩য় অধ্যায়; কমিশনারের সমক্ষে, রাজপক্ষের প্রদত্ত বিবরণে লিখিত আছে যে, মহারাজ স্বয়ং (?) খগেন্দ্রনারায়ণকে পদচ্যুত এবং তাঁহার জায়গীর খাস করিয়াছেন, (*M. C. Report, Vol. II, p 23*)। উভয় পক্ষের প্রদত্ত বিবরণে, মিঃ মুর কর্ত্তৃক খগেন্দ্রনারায়ণের বিচার হওয়ার কথা নাই, নাজীরের দুইবার করিয়া বন্দী হইবার বিবরণও সমর্থিত হয় না। কমিশনারের সমক্ষে, রাজপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, নাজীর দেওয়ান গঙ্গাপ্রসাদের নিকট উপস্থিত না হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, পরে ধৃত হইলে পুনর্ব্বার পলায়ন করেন। এই সমস্ত বিবরণে সময়ের অনৈক্যও আছে (*M. C. Report, Vol. II, pp 23, 26*)।

প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে; নাজীরের পূর্ব্বসম্পদ্‌রক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই তিনি করিবেন, ইত্যাদি।(৩২) দেবরাজের পত্র যে ফলদায়ক হয় নাই, তাহা পরবর্ত্তী অবস্থা দ্বারা সমর্থিত হয়।

নাজীরের আসামগমন

খগেন্দ্রনারায়ণ (তৎকালে কোম্পানীর অধিকারবহির্ভূত) আসামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না; তাঁহার অজ্ঞাতবাসে ও 'অদৃষ্টের পরিহাস' চলিতেছিল। নিয়তি সে স্থানেও 'ক্ষণপ্রভা-প্রভাদানে', তাঁহার জীবনের 'আঁধার বাড়াইয়া' তুলিতেছিলেন। সেই সময়ে আসামের 'মোয়ামারিয়া'বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিদ্রোহ চলিতেছিল; বিদ্রোহীরা অবশেষে আহোমরাজ গৌরীনাথ সিংহকে পরাজিত এবং তাঁহাদের নিজের দলের এক জনকে রাজা করিয়াছিলেন (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে)। নিম্ন আসামের অধিবাসিগণও আহোমশাসনের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং উল্লিখিত বিদ্রোহের সুযোগে তাঁহারা নিম্ন আসামে বিশ্বসিংহবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কামনা করিতেছিলেন। হরদত্ত নামক এক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গের দলপতি ছিলেন, এবং খগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার সমবেদনা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরদত্তের পদ্মকুমারী নাম্নী একটী সুলক্ষণা কন্যা ছিলেন; তাঁহার সহিত খগেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের বিবাহ হইবে এবং সেই কুমার নিম্ন আসামের রাজা হইবেন, এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, এবং উক্ত কুমার তদুদ্দেশ্যে আসামে গমন করিয়াছিলেন।

রাজ্যলাভের সম্ভাবনা

রাজা গৌরীনাথ স্বরাজ্যের বিদ্রোহদমনের জন্য প্রথমতঃ কোম্পানীর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, কোনও কারণবশতঃ পরে কোম্পানী রাজাকে সাহায্য প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। পরন্তু, খগেন্দ্রনারায়ণের জীবননাটকের আর একটি অঙ্ক অভিনীত হওয়া দেখিবার জন্যই নিয়তি যেন পরিশেষে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারাই রাজা গৌরীনাথকে সাহায্যপ্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর সৈন্যসাহায্যে 'মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ' নিবারিত এবং রাজা গৌরীনাথ অনেকাংশে নিষ্কণ্টক হইয়া সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হন (১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে)। হরদত্তের দল প্রায় সমগ্র উত্তরকূল অধিকার করায় তাহারা 'ঢুন্দিয়া' (বিদ্রোহী) নামে পরিচিত হইয়াছিল; কিন্তু, পরিণামে যুদ্ধে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খগেন্দ্রনারায়ণের দুরাশাও শূন্যে বিলীন হইয়া যায়।(৩৩)

নাজীর কোথায় গিয়া যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, বহু চেষ্টাতেও গোস্বামী তাহার রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি রাঙ্গামাটির জমিদার বুলচন্দ্র বড়ুয়ার

(৩২) দেবরাজের লিখিত ২৭৮ রাজশকের আশ্বিন চান্দের ১৩ই রোজের পত্র।

(৩৩) রায় গুণাভিরাম কৃত 'আসাম বুরঞ্জী', ১৩০-১৩৭ পৃষ্ঠা।

আশ্রয়ে রহিয়াছেন, অনেকে এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; (৩৪) তিনি খেরবাড়ীতে (Khurbarry) লুকাইয়া আছেন, এ রূপ জনরবও প্রচারিত হইয়াছিল। যাহাই হউক, কোচবিহারের প্রবলপ্রতাপান্বিত নাজীর হৃতমান ও গতসর্ব্বস্ব হইয়া তদুপরি হৃতপ্রাণ হইবার আশঙ্কায় যত্র তত্র আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া হতাশ ও অবসন্ন হৃদয়ে অবশেষে আসাম-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কতকটা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সেই সময়ে, নাজীরের মানসিক অবস্থাও স্বস্থ ছিল না। তাঁহার প্রতি আরোপিত যাবতীয় অপরাধ কখনও শ্যামচন্দ্রের উপরে, কখনও বা নিজের উপরে, আরোপ করিয়া অজ্ঞাতবাস হইতেই তিনি মহারাণীর নিকটে বারংবার কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিতেছিলেন (৩৫); কিন্তু, সে সমস্তই বৃথা হইয়াছিল, নাজীরের অরণ্যবাসের রোদন 'অরণ্যরোদনে'ই পরিণত হইয়াছিল। এ দিকে সর্ব্বানন্দ গোস্বামী, 'মহারাণীর আদেশ' বলিয়া ২৭৬ রাজশকের (১১৯২ সনের) ১৮ই আষাঢ় এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন; তাহাতে নাজীরের যাবতীয় দুষ্কৃতির বিবরণ এবং তাঁহার নাজীরান ভূমির স্বত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সংবাদ লিখিত ছিল। ঘোষণার লিখিত বিবরণের সত্যতাপ্রদর্শনের জন্য, তাহাতে রাজজ্ঞাতি, রাজকুটুম্ব এবং বহু রাজকর্ম্মচারী স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।(৩৬)

গোস্বামীর ঘোষণাপত্র

খগেন্দ্রনারায়ণ পলায়ন করিলে শ্যামচন্দ্র রায়কে রঙ্গপুরে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং মিঃ মুর বিচারার্থ তাঁহাকে নবাবী আদালতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিচারে শ্যামচন্দ্রের কারাদণ্ড হইয়াছিল; কিন্তু, নাজীরের উকিল এই বিচারের বিরুদ্ধে গবর্ণর জেনারেলের নিকটে এবং কাউন্সিলে দরখাস্ত করায় তাঁহাদের আদেশে নবাব মজঃফরজঙ্গ শ্যামচন্দ্রকে তলব দিয়া তাঁহার অপরাধের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে শ্যামচন্দ্রের মুক্তিলাভ এবং তাঁহার বিচারকের পদচ্যুতি ঘটে।(৩৭) ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ মুরের পরিবর্ত্তে মিঃ ম্যাকডোয়েল কালেক্টর হইয়া রঙ্গপুরে আগমন করেন। এ দিকে নাজীরের উকিল বৈদ্যনাথ মড়জী এবং রামকান্ত চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় গিয়া নাজীরের পূর্ব্ব ক্ষমতা, নাজীরান ভূমির এবং চাকলাজাত জমিদারীর জন্য

শ্যামচন্দ্রের বিচার

---

(৩৪) রাঙ্গামাটীর জমিদার অধুনা (গোয়ালপাড়া জেলায়) 'গৌরীপুরের জমিদার' বলিয়া পরিচিত এবং রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় বুলচন্দ্র বড়ুয়ার বর্ত্তমান বংশধর।

(৩৫) রাজসভার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে ২৬শে কার্ত্তিকের লিখিত ক্ষমাপ্রার্থনাপত্রের প্রাচীন নকল রক্ষিত আছে, তাহাতে সন লিখিত নাই।

(৩৬) রাজসভার কাগজপত্রের মধ্যে এই ঘোষণাপত্র রক্ষিত আছে।

(৩৭) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 26.*

কোম্পানীর সরকারে বারংবার প্রার্থনা করিতেছিলেন। উক্ত সময়ে গোয়াচান্দ বসাক নাজীরের দেওয়ান ছিলেন। মিঃ ম্যাকডোয়েল রঙ্গপুরে আগমন করিয়া নাজীরের পুত্র কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণকে তথায় আহ্বান করেন; তিনি বীরেন্দ্রের বিরুদ্ধেও রাজপক্ষ হইতে অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'রাজপরিবারের সহিত নাজীরবংশের সদ্ভাব পুনঃসংস্থাপন করাইয়া দিবেন', মিঃ ম্যাকডোয়েল বীরেন্দ্রকে এ রূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু, কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। প্রায় এক বৎসরকাল রঙ্গপুরে অবস্থান করিবার পরে বীরেন্দ্র বলরামপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

মহারাণীর গঙ্গাস্নানে গমন

রঙ্গপুর হইতে বীরেন্দ্রের প্রত্যাবৃত্ত হইবার পরে, (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে) মহারাণী সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নানে গমন করিয়াছিলেন। ইহা বংশের প্রথাবিরুদ্ধ এবং অসম্মানকর বলিয়া রাজবংশের প্রধান প্রধান অনেকে গোস্বামীর এবং মহারাণীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। কমিশনারের সমক্ষে নাজীর বলিয়াছিলেন যে, ঐ প্রকার অপমান হইতে রক্ষা করার নিমিত্ত রাজা ও মহারাণীকে স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে রাজার মাতা এবং পিতামহী বীরেন্দ্রনারায়ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।(৩৮) রাজকার্য্যে গোস্বামীর প্রভুত্ব এবং মহারাণীর উপর তাঁহার অত্যধিক প্রভাব অন্তরে অন্তরে কেহই সমর্থন করিতেন না। লোকের এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, মহারাণীর এবং গোস্বামীর দুরভিসন্ধির ফলে রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজকার্য্যপরিচালনে অশক্ত হইয়াছিলেন। মেজর জেন্‌কিন্স অর্দ্ধশতাব্দী পরেও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন।(৩৯)

রাজাধরার উদ্যোগ

মরিচমতী আঈ উল্লিখিত সুযোগে প্রণষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধারের আশায় অবশেষে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতনের' সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার অবলম্বিত পথ যে কেবল মাত্র দুর্গম ছিল, তাহা নহে, তাহার পরিণামও বিশেষ ভয়াবহ ছিল। যাহাই হউক, তিনি মহারাণী এবং মহারাজকে গোস্বামীর প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া নাজীরবংশের অধিকার পুনঃসংস্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। সেই সময়ে নাজীরপরিবার অন্নবস্ত্রের সম্পর্কে অবর্ণনীয় ক্লেশভোগ করিতেছিলেন; তথাপি, মরিচমতি আঈ কোনও প্রকারে তিন সহস্র মুদ্রাসংগ্রহ এবং ডাকাইত দলপতিগণকে আহ্বান করেন। সেই সময়ে বলরামপুরের নিকটে ঘুরলা, ভিতরবন্দ এবং গয়বাড়ীতে সন্ন্যাসিবেশী অনেক ডাকাইত বাস করিত, অর্থদানে তাহাদিগকে বশীভূত করা হইল; অল্পসংখ্যক বরকন্দাজ সৈন্যও সংগৃহীত

---

(৩৮) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 26.*

(৩৯) Long before his (Rajah's) death he was reduced to such a state of imbecility, as was currently believed, by the machinations of the Ranee and Gossain, that he was quite incapable of performing any of the duties of his rank.'—*Major Jenkins' Report, p 33.*

হইয়াছিল। নাজীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণের যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল; তাঁহার অধীনতায় চারি পাঁচ শত লোক কোচবিহারগমনের জন্য প্রস্তুত হইল। মরিচমতির সম্পর্কে কমিশনারেরা বলিয়াছেন যে, তিনি রাজা এবং রাণীকে বলরামপুরে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে গণেশ গিরের সাহায্যে একদল সন্ন্যাসী ও অন্তপ্রকারের সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নাজীরের ভ্রাতা ডাঙ্গর দেও (ভগবন্তনারায়ণ) সেই সৈন্যদলের সমভিব্যাহারে কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন।(৪০)

ডন্‌কানসনের ব্যবহার

সেই সময়ে কোম্পানীর পক্ষে কাপ্তান ডন্‌কানসনের অধীনতায় চল্লিশ জন সিপাহী কোচবিহারে অবস্থান করিত; গোলাব সিংহ তাহাদের সুবাদার ছিলেন এবং তাঁহারা রাজসরকার হইতে বেতন পাইতেন। রাজার নিজেরও কতকগুলি বরকন্দাজ এবং পাহ্লওয়ান ছিল। ভগবন্তনারায়ণের অভিযানের সংবাদ আট দশ দিবস পূর্ব্বেই কোচবিহারে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। কাপ্তান ডন্‌কানসনকে রঙ্গপুরে উক্ত সংবাদ অবগত করা হইলে, তিনি নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোচবিহার আগমনে বিরত রহিলেন। কমিশনার মার্শী ও শোভের সমীপে রাজার পক্ষ হইতে প্রেরিত এক পত্রে লিখিত আছে, “যখন আমি অবগত হইলাম যে, আমার শত্রু খগেন্দ্রনারায়ণ কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, সেই সময়েই কাপ্তান ডান্‌কানসন্‌কে বিহারে আসিবার জন্য আমি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্ত তিনি ‘প্রাপ্য ঋণের বাবদ টাকা আদায় না হইলে বিহারে আসিবেন না’ বলিয়া উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন”।(৪১) উল্লিখিত অভিযোগের উত্তরে কাপ্তান কমিশনারকে লিখিয়াছিলেন, ‘আমি জুন মাসের প্রথম ভাগে বিহার যাইবার জন্য বারংবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কিন্ত কালেক্টর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ‘গোস্বামীর অমূলক ভয়ের জন্য স্বাস্থ্যহানি করিয়া তথায় যাওয়া অনাবশ্যক’।(৪২)

---

(৪০) * * * with respect to the latter (adherents of Nazir Deo) it is proved by the evidence brought in support of the charges against Murichmati, the aunt of the Nazir Deo, that she did actually with the assistance of Ganesh Gir (since dead) collect a number of Sunnyassies and other troops for the purpose of seizing the Raja and Ranny and bringing them to Balarampore, and that Dungar Deo, the brother of the Nazir, accompanied those troops to Behar.'—*Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 198.*

(৪১) 'When I was alarmed that my enemy Coghindra Narayan had collected a number of troops, I wrote to Captain Duncanson to come to Behar. He replied, that, until he could collect some money he had lent, he would not come to Behar.'—*Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 54.*

(৪২) 'I frequently proposed going to Behar in the beginning of June, but the Collector urged my needlessly injuring my health for the Gossain's idle fears.'—*Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 75.*

রূপচন্দ্র বড়কায়স্থ কার্য্যীর উপরে রাজার রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া শাহিত্রী এবং গোস্বামী উভয়ে রঙ্গপুরে গমন করেন। তাঁহারাও কাপ্তানকে কোচবিহারে পাঠাইতে অসমর্থ হন, এবং অগত্যা যথাসাধ্য সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক কোচবিহারে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। এ দিকে ভগবন্তনারায়ণের কোচবিহার অভিযানের সংবাদ সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হওয়ায় মহারাণী অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজবাটীলুণ্ঠনের ভয়ে তিনি কৃষ্ণানন্দ ভাণ্ডারঠাকুর এবং (গোস্বামীর কর্ম্মচারী) রামগোপাল সরকারের দ্বারা সঞ্চিত ধনরত্ন রঙ্গপুরে গোস্বামীর নিকটে প্রেরণের আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি সুবাদার গোলাবসিংহকে আহ্বান পূর্ব্বক বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; গোলাবসিংহও মহারাণীকে অভয়জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

রাজপক্ষের আয়োজন

১১৯৪ সনের ৩২শে জ্যৈষ্ঠ প্রত্যূষে ভগবন্তনারায়ণ এবং গণেশ গির সসৈন্যে রাজবাটী এবং টাঁকশাল যুগপৎ অবরোধ করিলেন।(৪৩) সেই দিবস কোম্পানির সিপাহীসৈন্যের ত্রিশ জন (মতান্তরে কুড়ি জন) রাজবাটীতে উপস্থিত এবং অবশিষ্ট স্থানান্তরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কৃষ্ণানন্দ ভাণ্ডারঠাকুর এবং রাজার রক্ষক রূপচন্দ্র বড়কায়স্থ কার্য্যী প্রভৃতি বড় বড় কর্ম্মচারিগণ প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলেন। *

রাজবাটী অবরোধ

ভগবন্তনারায়ণের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ লোকবল ছিল, তৎসম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজোপাখ্যানে আনুমানিক চারি সহস্র সৈন্য আগমনের কথা লিখিত আছে। গোলাবসিংহের মতে সৈন্যের সংখ্যা চারি শত, তাঁহার অধীন এক জন সিপাহীর মতে দুই শত এবং ধর্ম্মনারায়ণ রাহা নামক এক জন তহশীলদারের মতে এক সহস্র ছিল; কিন্তু, মিঃ গ্রেজিয়ারের মতে ভগবন্তনারায়ণের সৈন্যসংখ্যা পাঁচ শত হইতে সাত শতের অধিক ছিল না। যাহাই হউক, ভগবন্তনারায়ণের আগমনসংবাদে গোলাবসিংহ তাঁহার অধীন সিপাহীদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে আদেশ প্রদান করিলে ভগবন্তনারায়ণ গোলাবসিংহকে নিজের নিকটে আহ্বান করেন। গোলাবসিংহ ভগবন্তনারায়ণের নিকটে গমন করেন এবং তিনি তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করেন,—'ভগবন্তনারায়ণ কালেক্টরের দেওয়ান রাজা অমৃতসিংহের

---

(৪৩) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 1, 142.*

* মতান্তরে, ইহা আষাঢ় মাসের ঘটনা (*Ibid Vol. II, p 107*)। রাজোপাখ্যানে ইহা ২৭৭ রাজশাক অথবা ১১৯৩ সনের বৈশাখ মাসের শেষভাগে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়)। ২৭৯ রাজশকের ১০ই বৈশাখে রামচন্দ্র বড়কায়স্থ কার্য্যীর সম্পাদিত একখণ্ড ওয়াকায় লিখিত আছে যে, ২৭৮ রাজশকের (১১৯৪ সনের) জ্যৈষ্ঠ মাসে 'রাজাধরার' হাঙ্গামা হইয়াছিল। বলরামপুরে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার সময়ে রাজা ও মহারাণীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ২৭৮ রাজশকের ১৯শে আষাঢ় তারিখ লিখিত আছে।

লিখিত অনুমতিপত্র লইয়া আগমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বাধাপ্রদানের আবশ্যকতা নাই।' মহারাণী এই সংবাদে বিচলিত হইয়া গোলাবসিংহকে স্বপক্ষে আনয়নের নিমিত্ত তাঁহাকে এক সহস্র মুদ্রা এবং একটী ভাবী ঘোড়া বখ্‌শিশ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু, গোলাবসিংহ কিছুতেই আর অগ্রসর হন নাই।

গোলাবসিংহের আচরণ

গোলাবসিংহের ভগবন্তনারায়ণের হস্তগত হওয়ায় অভিযোগসম্পর্কে কমিশনরেরা বলিয়াছেন যে, গোলাবসিংহের অধীনতায় উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ডাজর দেও (ভগবন্তনারায়ণ) রাজা এবং রাণীকে তাঁহাদের বাসস্থান হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছিলেন;—উক্ত কার্য্যে বাধা প্রদান না করা গোলাবসিংহের পক্ষে জঘন্য কাপুরুষতার কার্য্য হইয়াছে, সে স্বকীয় কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিয়াছে, এবং তাঁহার সহিত ডাজর দেওর দলের যোগ ছিল বলিয়াই গোলাবসিংহ উক্ত কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, (৪৪) ইত্যাদি। যাহাই হউক, দ্বার মুক্ত পাইয়া ভগবন্তনারায়ণের সন্ন্যাসী এবং বরকন্দাজ সৈন্য রাজবাটীতে প্রবেশ করে, কিন্তু তিনি স্বয়ং দ্বার অতিক্রম করেন নাই।(৪৫) ভগবন্তনারায়ণের লোকেরা ভিতরে প্রবেশ করিলে রাজপক্ষের লোকের সহিত তাহাদের হাতাহাতি আরম্ভ হয় এবং কোম্পানির পক্ষের একজন নায়েক আহত হয়। কোম্পানির সিপাহীরা এই ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু গোলাবসিংহ ভয়প্রদর্শন এবং ভর্ৎসনা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। গোস্বামীর কর্ম্মচারী ধর্ম্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও গোলাবসিংহকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে পারেন নাই; এমন কি, অন্দর রক্ষার জন্য দশ জন সিপাহী চাহিয়াও তাঁহার নিকট পাওয়া যায় নাই।

---

(৪৪) 'They (the Commissioners) find from the examination of Golap Sing himself as well as from the evidence adduced in support of the charge against him it is fully proved that he was shamefully deficient in his duty when he permitted the party under Dangar Deo to carry off the Raja and Ranny from the place of their residence without any endeavour on his part to resist, so flagrant an act of violence of which the Force under his command consisting independently of his own sepoys, of a considerable number of Burkundauzes was fully adequate to the prevention, the spirit of the former and their readiness to support their Commanding officer in defence of the charge entrusted to his care strongly manifests their sense of the baseness of his conduct, and to the indignation they felt at the scandalous desertion of his duty, he himself has borne unwilling testimony * * * that he was in league with the party whom he so unwarrantably allowed to seize and carry off the persons of the Raja and Ranny from under his immediate protection and which he was bound by every tie to defend.' *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 105.*

(৪৫) কমিশনারের সমক্ষে রাজপক্ষের সাক্ষিগণ বলিয়াছেন যে, ভগবন্তনারায়ণ স্বয়ং দ্বার অতিক্রম করেন নাই। (*M. C. Report, Vol. II, pp 181, 188*) রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, 'ভগবন্তনারায়ণ সৈন্য সহিত দ্বার অতীত হইয়া রাজবাটিতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল'—প্রত্যক্ষ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

মহারাণী নিরুপায় হইয়া রাজার পিতামহী এবং শিশু রাজাকে সঙ্গে লইয়া মদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; অনেকগুলি দাসীও প্রাণভয়ে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উক্ত দেবমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আক্রমণকারিগণ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলে কোম্পানীর সিপাহী বক্তিরাম এবং শিববংশী বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করে এবং পরস্পর হইতেও গুলিবৃষ্টি হয়। একজন মাহুত নিহত এবং এক দাসীর হস্তে গুলিবিদ্ধ হইবার পরে, গোলাবসিংহ বক্তিরাম এবং শিববংশী সিপাহীকে স্থানান্তরিত করেন।(৪৬)

ভগবন্তের লোকেরা মদনমোহনমন্দির অবরোধ করিয়াছিল। মহারাণী এবং রাজার পিতামহী উক্ত ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া পলায়নপর হইলে, কয়েকজন ক্রীতদাসীও তাঁহাদের অনুসরণ করে। তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে ভগবন্তনারায়ণের কতিপয় 'সন্ন্যাসী' এবং বরকন্দাজ তাঁহাদের গতিরোধপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বন্দীকৃত করে। এই প্রকারে তাঁহাদের কারাগার হইল ; ভগবন্তনারায়ণ অবিলম্বে রাজার পিতামহী সত্যভামা দেবী এবং শিশু রাজাকে এক পাল্‌কীতে স্থাপন করিয়া বলরামপুরাভিমুখে প্রেরণ করেন এবং মহারাণী পদব্রজে উক্ত পালকীর অনুসরণ করিতে বাধ্য হন।(৪৭) অতঃপর, ভগবন্তের সন্ন্যাসী এবং বরকন্দাজ সৈন্যদল রাজবাটী লুণ্ঠন করে এবং তাহারা যাহা কিছু পাইয়াছিল, তাহার সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিল।

'রাজাধরা'

গোলাবসিংহ এক জন হাবিলদার এবং দশ জন সিপাহী লইয়া রাজার সঙ্গে বলরামপুর যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরে সেই হাবিলদার এবং সাত জন সিপাহী প্রত্যাবৃত্ত হয়। পর দিবস গঙ্গারাম হাবিলদার আট জন সিপাহী লইয়া বলরামপুর গমন করিয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারী রঘুনাথ বখ্‌শী, পূর্ত্তবিভাগের রজনীনাথ বড়কায়েত এবং খেদমতগার মুকুন্দরাম রাজার সঙ্গে সঙ্গে বলরামপুরে গমন করিয়াছিলেন, পরে ঠাকুর মুরঙ্গিয়া এবং লক্ষ্মী মুরঙ্গিয়াও তথায় গমন করে।

---

(৪৬) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 113, 118.* নবাবী আদালতের ১১৯৬ সনের ২৭শে পৌষ তারিখের কার্য্যবিবরণী।

(৪৭) রাজোপাখ্যানে (প্রথমখণ্ড, ৪৫ অঃ) লিখিত আছে যে, মহিচমতী আই নাজীরদেবের 'ভুমরাণী' জাত ছিলেন, তিনি ঐ সময়ে, অকস্মাৎ কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন, মহারাণীর দুর্দ্দশাদর্শনে শোকাকুল হইয়া তাঁহার পদধারণপূর্ব্বক স্বকীয় পাল্‌কীতে আরোহণকরার জন্য অনুরোধ এবং নাজীরদেবকে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুর প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার করায় 'সর্ব্বনাশ হইল' বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ কমিশনার দ্বারাও পোতের অনুসন্ধানে অথবা রঙ্গপুরের নবাবী আদালতে প্রমাণ সাব্যস্ত হয় নাই ; এমন কি, মহারাণী অথবা মহিচমতী আপন আপন বক্তব্য প্রকাশকরার সময়েও তাহা উল্লেখ নাই। ইহা প্রকৃত ব্যবহারও বিরুদ্ধ বটে ; মহিচমতী যে 'রাজাধরা' ঘটনার প্রধানা নায়িকা ছিলেন, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

মহারাজ, মহারাণী এবং রাজার পিতামহী সত্যভামা দেবী বলরামপুরে নীত হইলে মরিচমতী আঈ, ভগবন্তনারায়ণ এবং বীরেন্দ্রনারায়ণ কতিপয় 'সন্ন্যাসী' প্রহরীর দ্বারা তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমতঃ দুই তিন দিবস পরে পরে বন্দিগণকে আহার্য্য প্রদত্ত হইত, শয্যার ও সুব্যবস্থা ছিল না। কয়েকদিবস পরে, রঙ্গপুরের কালেক্টরের পক্ষে সাজোয়াল জবরদস্ত সিংহ রাজা, মহারাণী এবং অন্যান্যকে কোচবিহারে প্রেরণের জন্য বীরেন্দ্রনারায়ণের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। মরিচমতী আঈ ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া মহারাণীকে বলেন যে, সর্ব্বানন্দ গোস্বামী, কাশীনাথ লাহিড়ী এবং শিবু রায়ের চেষ্টায় ঐ পত্র লিখিত হইয়াছে,—অতঃপর কোম্পানীর সৈন্যও আগমন করিবে; সুতরাং গোস্বামী, লাহিড়ী, শিবু রায়, সৃষ্টিধর, জগরাণী (?) এবং কলিকাতার উকিলকে বরখাস্ত করিতে হইবে। রঘুনাথ বক্সী এই পদচ্যুতির পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে মরিচমতী আঈ বলপূর্ব্বক মহারাজ এবং মহারাণীর মোহরাঙ্কণ করিয়াছিলেন। বন্দিগণ সতত প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন না; মরিচমতীর কোনও প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে প্রহরী নিযুক্ত হইত এবং নানা প্রকারে ভয়প্রদর্শন করা হইত। মহারাণী এবং রাজার পিতামহী প্রথম তিন দিবস অনাহারে ছিলেন, পরে অন্নগ্রহণে বাধ্য হন। খাদ্যবস্তু অত্যন্ত জঘন্য প্রকারের ছিল, এবং সেই খাদ্যগ্রহণের ফলে মহারাজ আমাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

বলরামপুরে রাজবন্দিগণ

একদা মরিচমতী, ভগবন্ত এবং বীরেন্দ্রনারায়ণ মহারাণীকে কালেক্টরের নামে এক পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর তরবারি চালনা করিয়াছিল। সেই সময়ে শিশু রাজা মহারাণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন; মহারাণী নিজের মস্তক অবনত করায় সেই উদ্যত অস্ত্র লক্ষ্যচ্যুত হইয়া গৃহের এক খুঁটাতে গিয়া প্রতিহত হইয়াছিল। আর এক দিবস জলমগ্ন করিয়া বধ করার উদ্দেশ্যে সকলকে নৌকায় আরোহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু, রাজার পিতামহী প্রতিবাদ করায় তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হয়; হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিয়া বধ করার ভয়ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। মরিচমতী স্বয়ং ঢাল এবং তরবার ধারণ করিয়া মহারাণীকে ভয় প্রদর্শন করিতেন।(৪৮)

মহারাণীর প্রতি উৎপীড়ন

উপর্য্যুক্ত নানা প্রকারের অত্যাচারে ভীত হইয়া মহারাণী অবশেষে সন্ধিস্থাপনে স্বীকৃত হন। ১৫ই আষাঢ় তারিখে মহারাণী বীরেন্দ্রনারায়ণকে লিখিয়া দেন যে, গোস্বামীর ষড়যন্ত্রে তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিবাদ চলিতেছে, তোমার পিতাকে বন্দী করা হইয়াছিল;—অদ্য হইতে সমস্ত মনোমালিন্যের অবসান হইল। আমি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তোমার পিতা রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ এবং চাকলাজাত জমিদারী প্রাপ্ত হইবেন,

(৪৮) *The District of Rungpore, p 44.* মহারাণী নিজেও ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন।

ইত্যাদি। ১৯শে আষাঢ় তারিখে এতৎসম্পর্কে এক অংশপত্র প্রস্তুত হয়; তাহাতে রাজ্যের

অংশপত্রপ্রণয়ন

।৶১৭৷৷০ অংশ রাজার, ৶২৷৷০ অংশ মহারাণীর, এবং /০ আনা অংশ দেওয়ানের প্রাপ্য বলিয়া লিখিত হয়। রঘুনাথ বখ্‌শী উক্ত দলিল দুই খণ্ড লিখিয়াছিলেন। প্রথম খণ্ডে মহারাজ এবং মহারাণীর, এবং শেষোক্ত খণ্ডে মহারাজের মোহর অঙ্কিত করা হইয়াছিল।(৪৯) ইহা ব্যতীত, কতকগুলি সাদা কাগজেও মোহরাঙ্কণ করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং সন্ন্যাসীদের বেতন আনয়নের জন্য মহারাণীর নাম করিয়া রজনীনাথকে রঙ্গপুরে গোস্বামীর নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছিল। রাজার উদ্ধারের জন্য কোম্পানীর সিপাহীসৈন্য আগমনের সম্ভাবনা মনে করিয়া মরিচমতী মাখনলাল জমাদার, গণেশ গির এবং ডোমনসিংহকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর পক্ষে মিঃ হিল এবং ইচ্ছারাম সুবাদার রাজাকে উদ্ধার করিতে আগমন করিলে, যদি আমার কোনও লোক আহত হয়, তাহা হইলে তোমরা রাজাকে এবং রাজমাতাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিবে।

'নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ রাজার বিপক্ষে সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন,' এই সংবাদ রাজার কর্ম্মচারী শিবনারায়ণ শর্ম্মা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন রঙ্গপুরের কালেক্টার মিঃ ম্যাক্‌ডোয়েলকে প্রদান করেন; কিন্তু, সেই দিবসের প্রাতঃকালেই নাজীরের লোকে রাজবাড়ী আক্রমণপূর্ব্বক রাজা ও রাণীকে বন্দী করিয়া বলরামপুরে লইয়া গিয়াছিল।(৫০) পরদিবস অপরাহ্ণে কালেক্টার ইহা অবগত হন এবং মেজর ডানকে তৎক্ষণাৎ কোচবিহারে সৈন্যপ্রেরণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। কালেক্টার নাজীরের নামে এক পত্র প্রেরণ করিয়া রাজা ও রাণীকে অগৌণে নিরাপদে কোচবিহারে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন এবং 'তদন্যথায় তিনি সপরিবারে বিনষ্ট হইবেন' ইহাও লিখিয়া পাঠান। ইহার পরে, কালেক্টর দিনাজপুর হইতে আগত লেপ্টনাণ্ট হিলকে একদল সৈন্যসহ কোচবিহারে গমনের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু, অত্যধিক বন্যার জন্য তিনি আদৌ রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই।

এ দিকে মরিচমতী আঈ এবং কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ কালেক্টারকে পত্রের উপর পত্র লিখিয়া তাঁহার সমবেদনালাভের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। মরিচমতী আঈ তাঁহার উকিল সদানন্দ নাগের দ্বারা অনুরোধপত্রসহ একটী অশ্ব উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়া কালেক্টার মিঃ ম্যাক্‌ডোয়েলকে স্বপক্ষে আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন; প্রথমতঃ, সদানন্দ তথায় সমাদর-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে বন্দীকৃত হন। কালেক্টর পত্রোত্তরে বীরেন্দ্রনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা ও রাণীকে কোচবিহারে ফেরত পাঠাইলে তাঁহাদের প্রতি সুবিচার

---

(৪৯) এই দুই খণ্ড মূল (অংশপত্র) একবার নামা রাজসভার প্রাচীন কাগজ পত্রের মধ্যে রক্ষিত আছে।

(৫০) *Letter from the Collector of Rungpore to the Governor General in Council, dated, the 14th June, 1787. Bengal Revenue Consultations, 1787-88.*

করা হইবে। কালেক্টার মহারাজ ও মহারাণীর নামের মোহরাঙ্কিত একখানা পত্র ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, 'সর্বানন্দ গোস্বামী অধিকারী, রাজ্যশাসন করিয়াছেন, তাঁহাকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে, আমি রাজার সহিত এখানে আসিয়াছি, নাজীরবংশের সহিত আমাদের বিবাদ যাহা ছিল, তাহা আপোষে মিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে'—ইত্যাদি। কোচবিহারের রাজকর্মচারিগণও মহারাজ ও মহারাণীর নামাঙ্কিত এরূপ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহাতে নাজীরের সহিত বিবাদ আপোষে মিটিবার কথা এবং কোম্পানীর সৈন্যদলকে ফেরত পাঠাইবার অনুরোধ লিখিত ছিল।

এই প্রকারের পত্রসমূহের আদানপ্রদান চলিতে থাকা কালে কালেক্টার মিঃ ম্যাক্ডোয়েল মহারাজ ও মহারাণীকে আনয়নের জন্য সাজোয়াল জবরদস্ত সিংহকে কিছু সৈন্যসহকারে বলরাম-পুরে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার মারফতে মহারাজ, মহারাণী, মরিচমতী আই, বীরেন্দ্রনারায়ণ এবং ভগবন্তনারায়ণের নামে পত্র প্রেরণ করেন। কালেক্টার সাজোয়ালকে এরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, মহারাজ এবং মহারাণী প্রত্যাবৃত্ত হইলে সন্ন্যাসিদলপতি গণেশগিরকে তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ বাকী প্রাপ্য টাকা প্রদত্ত হইবে, বীরেন্দ্রনারায়ণ ও ভগবন্ত-নারায়ণকে মুক্ত করিবেন, যেহেতু তাহা হইলে মহারাজ ও মহারাণীর উদ্ধারসাধন সহজ হইবে; কিন্তু, তাঁহাদের উপরে কোনওরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলে বীরেন্দ্রনারায়ণ এবং ভগবন্ত-নারায়ণকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিবেন, ইত্যাদি।(৫১) 'রাজাধরা' ব্যাপারের সংস্রবে কালেক্টার রঙ্গপুরের জমিদারগণের নামেও এরূপ পরওয়ানা প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিদ্রোহি-গণকে কোনও প্রকারের সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন না, অধিকন্তু তাহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ যথাসময়ে তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন।

জবরদস্ত সিংহকে বাধাপ্রদানের উদ্দেশ্যে বলরামপুরের দক্ষিণপশ্চিম ছয় মাইল দূরবর্তী নাজীরগঞ্জে বিদ্রোহিদলের বহু সন্ন্যাসী ও বরকন্দাজ একত্র হইয়াছিল। জবরদস্ত সিংহ তথায় উপস্থিত হইলে, এক ব্যক্তি 'রাজার প্রেরিত' বলিয়া এক পত্র তাঁহাকে প্রদান করে; তাহাতে লিখিত ছিল যে, তিনি যেন আর অগ্রসর না হইয়া কোচবিহারে গমন করেন; তাঁহাকে ইহাও বলা হয় যে, যদ্যপি তিনি বলরামপুরাভিমুখে যাত্রা করেন, তাহা হইলে, মরিচমতী আই স্বগৃহে অগ্নিসংযোগপূর্বক তাঁহার নিজের, সমগ্র নাজীরপরিবারের এবং মহারাজ ও মহারাণীর প্রাণনাশ করিবেন। জবরদস্ত সিংহ, অতঃপর, নাজীরপরিবারের সহিত যাবতীয় আলোচনা স্থগিত রাখিয়া ঘোষণাপ্রচারপূর্বক কোম্পানীর নামে কোচবিহাররাজ্য অধিকার করেন। সহজ পন্থায় রাজা ও রাণীর উদ্ধার সাধিত হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় জুলাই মাসের শেষভাগে কালেক্টার লেফ্টেনান্ট হিলকে জবরদস্ত সিংহের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে ক্রমশঃ কাপ্তান রটন, লেফ্টেনান্ট ডনকানসন্, রাইট এবং মেজর ডান বহু সিপাহীসৈন্যসহিত রাজার উদ্ধারসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

---

(৫১) Private instructions to Ray Zubberdust Sing, dated, the 4th July, 1787.—*Bengal Revenue Consultations, 1787-1788*

বিদ্রোহিদলভুক্ত প্রায় দুই হাজার সন্ন্যাসী ও বরকন্দাজ কামান এবং বন্দুকাদি লইয়া ১১৯৪ সনের ১৬ই শ্রাবণ তারিখে নাজীরগঞ্জের কোম্পানীর সিপাহীসৈন্যদলকে আক্রমণ করে; কিন্তু, প্রত্যাক্রমণের ফলে বিদ্রোহিদলের বহু লোক আহত হওয়ায় তাহারা পলায়ন করে এবং তাহাদের ডঙ্কা ও নিশান কোম্পানীর সেনাপতির হস্তগত হয়। বিদ্রোহিদল নাজীরগঞ্জ পুনরায় অধিকার করিয়াছিল বটে, পরন্তু লেঃ হিল আবার উহা দখল করেন। নাজীরগঞ্জ উদ্ধারের পরে, লেঃ হিল বলরামপুর অবরোধ করিলেন; সেই সময়ে বলরামপুরের তিন দিক [illegible] নদীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তদুপরি অত্যধিক বর্ষণহেতু চতুর্দ্দিকই জলপূর্ণ দেখাইতে ছিল। লেঃ হিল বলরামপুরের চতুর্দ্দিকে সৈন্যসমাবেশপূর্ব্বক রাজা ও রাণীকে স্থানান্তরিত করার পথ বন্ধ এবং নগরের অধিবাসিগণের সহিত বাহিরের লোকের সংস্রব রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।(৫২) সেই সময়ে বলরামপুরের বিদ্রোহিদলে প্রায় ৯৫০ সন্ন্যাসী এবং ৫০০ বরকন্দাজ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল; পরন্তু, তদুপরি তথায় আরও ৫০০ সন্ন্যাসীর আগমনের সম্ভাবনা ছিল। লেঃ হিল তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে লিখিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর সৈন্য বলরামপুর আক্রমণ করিলে নাজীরের লোকে রাজা ও রাণীকে বধ করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছে। সেই সময়ে ভোলারহাটে ও তুফানগঞ্জে রাজার এবং কোম্পানীর সৈন্য ছাউনি করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; বিদ্রোহিদল উক্ত উভয় স্থানই আক্রমণ করে। তুফানগঞ্জ আক্রমণকালে, তাহারা সেনাপতি লেঃ ডনকানসনকে প্রথমতঃ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

কোম্পানীর সৈন্যকর্ত্তৃক বলরামপুর অবরুদ্ধ হইলে নগরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিদ্রোহিদল কতকটা হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা রাজা ও রাণীকে প্রত্যর্পণ করার নানাবিধ সর্ত্ত উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেও, কার্য্যতঃ কিছুই না করিয়া কেবলই দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। ২৬শে আগষ্ট রাত্রি ১২টার সময়ে তাহারা কাপ্তান রটনকে বলিয়া পাঠায় যে, তাহারা পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা, রাণী এবং মহিষমতী আইকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া আবশ্যক কথাবার্ত্তা বলিবে; কিন্তু, তিনি বিদ্রোহিদলের সহিত অন্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে অস্বীকৃত ছিলেন।

কাপ্তান রটন ২৭শে আগষ্ট তারিখে রঙ্গপুরের কালেক্টারকে লিখিয়াছিলেন যে, সেই দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার প্রেরিত গয়েস মোহাম্মদ সরদার প্রভৃতি রাজার [illegible] ও মাখনলালের সহিত আলোচনা করিয়া বলরামপুর হইতে যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎসময়ে রাজা ও রাণীকে স্থানান্তরিত করার একটা গোলযোগের সংবাদ [illegible] কর্ণগোচর হয় এবং তিনি এক জন জমাদার ও হাবিলদার সমভিব্যাহারে রাজার অন্তঃপুরের দিকে ধাবিত হন। সন্ন্যাসীরা সেই সময়ে রাজা ও রাণীকে বল পূর্ব্বক স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উপর অস্ত্রোত্তোলন করিতেছিল, কিন্তু কোম্পানীর লোককে দেখিবামাত্র

(৫২) *Bengal Revenue Consultations, 1787-88.*

উহারা জঙ্গল পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাতে দুই জন সিপাহী আহত হয়; পরন্তু, প্রত্যাক্রমণের ফলে বিদ্রোহিদলের সাধনলাভ এবং বিশ হইতে ত্রিশ জন বরকন্দাজ ও সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ নিহত হয় এবং অবশিষ্ট অনেকে সন্তরণপূর্ব্বক নদীপার হইয়া পলায়ন করিতে গিয়া জলে ডুবিয়া মরে। অতঃপর, ইচ্ছারাম সুবাদার রাজা, রাণী এবং মরিচমতী আঈকে বেলা প্রায় আটটার সময়ে কাপ্তান রটনের নিকট উপস্থিত করিয়া দেন।(৫৩)

ভগবন্তনারায়ণ, চূর্ণকরাম ঘোষ, গণেশ গির এবং কয়েকজন সন্ন্যাসী বহু অনুসন্ধানের ফলে ধৃত এবং বন্দীকৃত হয়; তদ্ব্যতীত আরও বহু লোক বন্দীকৃত হইয়াছিল। বলরামপুর হইতে একটী হস্তী, কয়েকটী অশ্ব, সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু তৈজসপত্র কাপ্তান রটনের হস্তগত হইয়াছিল; তিনি লিখিয়াছেন যে, গণেশ গিরের চেলারা বলরামপুর হইতে একটা হাতী বোঝাই করিয়া টাকা লইয়া গিয়াছে। পর দিবস তিনি রাজা ও রাণীকে কোচবিহারে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া যে ১৫৩ জন লোককে বন্দী করা হইয়াছিল, কাপ্তান তাহাদিগকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করেন;—নবাবী আদালতে তাহাদের বিচারের জন্য নায়েব সুবাকে পত্রও লেখা হইয়াছিল।(৫৪) 'রাজার পিতৃব্য কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণ রাজাধরাব্যাপারে নাজীরপক্ষে সংশ্লিষ্ট ছিলেন,' এই অভিযোগ প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাকে রঙ্গপুরে আনয়ন করা হয়, এবং গবর্ণরের আদেশপ্রাপ্তির অপেক্ষায় ভগবন্তনারায়ণ এবং মরিচমতী আঈর সমভিব্যাহারে তাঁহাকেও আটক রাখা হয়।(৫৫) কোম্পানীর সুবাদার গোলাব সিংহও রাজাধরাব্যাপারে ভগবন্তনারায়ণের সাহায্যকারী ছিলেন বলিয়া সন্দিগ্ধ হওয়ায় কোর্ট মার্শালে বিচারের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণের আদেশ হইয়াছিল।(৫৬) গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত রাঙ্গামাটির (বর্ত্তমান গৌরীপুরের) জমিদার বুলচন্দ্র বড়ুয়া এবং তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র বড়ুয়াও উক্ত রাজাধরাব্যাপারে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের সাহায্যকারী বলিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য

---

(৫৩) 'Sir, I have the honor to acquaint you that the Behar Rajah, and the Ranny, and the mother (aunt?) of Nasir Deo are now in my possession. ° ° ° * ° ° °

This morning at day-break my messenger told me they could not prevail upon Gunees Gheer or Muchin Lall to accept of the terms offered. In a little time I heard the report of the firing of a few Musquets and shortly afterwards a seapoy informed me that Incharam Soubadar had got possession of the personages now with me and would immediately send them to my camp if thought proper—I desired him to do so and they arrived here about eight o' clock in the morning. * * *'

Letter from John Rotton, Captain, to the Collector of Rungpore, dated, Camp opposite to Bulrampore, the 27th August, 1787.—Bengal Revenue Consultations, 1787-88.

(৫৪) *The District of Rungpore, p 44.; Bengal Revenue Consultations, 1787-88.*

(৫৫) *Bengal Revenue Consultations, 1787-88.*

(৫৬) *Letter from W. M. Duncanson, Commt. in Cooch Behar to the Governor General of India and the Commander in Chief, dated the 18th December, 1787.—Bengal Revenue Consultations, 1787-88.*

তাঁহাদের বাড়ীতেও অনুসন্ধান করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে খগেন্দ্রনারায়ণ, তাঁহার পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ এবং মরিচমতী আঈর লিখিত কয়েকখানা পত্র পাওয়া গিয়াছিল। পরে, তাঁহারা ধৃত এবং বন্দীকৃত হইয়া বিচারার্থ রঙ্গপুরের নবাবী আদালতে সমর্পিত হইয়াছিলেন। (৫৭)

রাজপক্ষের অভিযোগ

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজার পক্ষ হইতে বোর্ডে নিম্নলিখিত মর্মে এক দরখাস্ত করা হয়,—'খগেন্দ্রনারায়ণ কুমার, তাঁহার পিতৃব্যপত্নী মরিচমতী আঈ, ভ্রাতা ভগবন্তনারায়ণ এবং পুত্র কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ কুমার বৈকুণ্ঠনারায়ণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া (দস্যু) সন্ন্যাসিগণের দলপতি গণেশ গিরের সাহায্যে, বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাজবাটী আক্রমণ এবং লুণ্ঠন পূর্ব্বক রাজা ও রাজমাতাকে ধরিয়া বলরামপুরে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন. কোম্পানীর গার্ডসিপাহীর সুবাদার গোলাব-সিংহও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই, বলরামপুরে কতকগুলি সাদা কাগজে বলপূর্ব্বক রাজা এবং রাজমাতার দস্তখত ও মোহর করিয়া লওয়া হইয়াছিল, খগেন্দ্র এবং বীরেন্দ্রনারায়ণ লুকায়িত অবস্থায় আছেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠনারায়ণ, ভগবন্তনারায়ণ, মরিচমতী এবং গণেশ গির ধৃত এবং বন্দীকৃত আছেন; গোলাবসিংহও বন্দী হইয়াছিলেন, কিন্তু কাপ্তান ডনকানসন তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন; অপরাধিগণের সকলকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হউক' ইত্যাদি। 'নাজীর কোম্পানীর রাজ্যও আক্রমণ করিতে পারেন,' রঙ্গপুরের কালেক্টর এ রূপ সংবাদও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কমিশনর-নিয়োগ

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে রেভিনিউ বোর্ড এই 'রাজাধরা' ব্যাপারের অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করেন। মসীয়েঁ লয়াঁ মার্শী ও জাঁ লুই শোভে উক্ত অনুসন্ধানের কমিশনার নিযুক্ত হন এবং কোচবিহারের মহারাজ, মহারাণী এবং নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণকে তৎসংবাদ অবগত করান হয়। বোর্ড খগেন্দ্রনারায়ণের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার আত্মসমর্পণের জন্য ঘোষণা প্রচার করেন; তৎপরে, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে কমিশনরেরা রঙ্গপুরে অনুসন্ধানের কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহাদের উপর যে ২৪ (চব্বিশ)টী বিষয়ের অনুসন্ধানের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোচবিহাররাজ্যের উপরে রাজা, নাজীর এবং দেওয়ানের (প্রত্যেকের) প্রকৃত দাবী দাওয়া, রাজার টাঁকশাল রাখার ও রাজ্যশাসনের অধিকার, কোম্পানীর সহিত রাজার স্বীকৃত সন্ধিপত্রের অবস্থা, এবং চাকলাজাত জমিদারীর প্রকৃত অধিকারীর নিরূপণও উক্ত তদন্তের বিষয় ছিল।

---

(৫৭) *Mercer and Chauvet's Report, Vol, II, pp 121-124.*

Letter from the Government to the Collector of Rungpore, dated the 20th September, 1787,—Bengal Revenue Consultations, 1787-88.

কমিশনরদ্বয় ৭ইমে রঙ্গপুর ত্যাগ করিয়া মোগলহাটে আগমন করেন এবং ৯ই মে হইতে তদন্ত অনুসন্ধানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মহারাজ এবং মহারাণীর পক্ষে শিবনারায়ণ রায় এবং কৃষ্ণপ্রসাদ উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অপর দিকে, নাজীরের পক্ষে বৈদ্যনাথ এবং নিমাইচরণ, বুলচন্দ্র ও বীরচন্দ্র বড়ুয়ার পক্ষে দুর্গাপ্রসাদ এবং শান্তনারায়ণ, মরিচমতীর পক্ষে ব্রজনাথ ও নিমাইচরণ ঘোষ এবং ভগবন্তনারায়ণের পক্ষে চৈতন্যচরণ ঘোষ ও রামকান্ত সরকার উকিল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মোগলহাটে তদন্ত

নাজীর আসামে আত্মগোপন করিয়াছিলেন; তিনি কমিশনরগণের সমীপে উপস্থিত হইবার পরওয়ানা প্রাপ্ত হইয়া মোগলহাটের কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী শিকারপুর নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে ২৯ মে তারিখে নিজের অভয়প্রাপ্তির বিষয়ে কমিশনরকে লিখিয়া পাঠান এবং ৫ই জুন তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হন। তিনি অন্যান্য বন্দিগণের মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই। কুমার ভগবন্তনারায়ণ, মরিচমতী আঈ, দুর্লভরাম ঘোষ, সদানন্দ নাগ এবং বুলচন্দ্র ও বীরচন্দ্র বড়ুয়াকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া ১১ই জুন তারিখে রঙ্গপুর হইতে মোগলহাটে আনয়ন করা হয়।

নাজীরের প্রার্থনা

নাজীরের পক্ষ হইতে ১৪ই জুন তারিখে দরখাস্ত করা হয় যে, ছত্রনাজীর রাজা নিযুক্ত করিবার একমাত্র অধিকারী, রাজ্যের ।/১০ অংশ তাঁহার প্রাপ্য, তিনি কোম্পানীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন; সর্ব্বানন্দ গোস্বামী এবং মহারাণী কালেক্টর মিঃ মুরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া উল্লিখিত অংশ ও চাকলাজাত জমিদারী হইতে তাঁহাকে অন্যায়রূপে বঞ্চিত করিয়াছেন, ইত্যাদি।(৫৮)

উভয় পক্ষের লিখিত অভিযোগ এবং তাহার উত্তর প্রাপ্ত হইয়া কমিশনরগণ সাক্ষ্য আহ্বান করিয়াছিলেন। নাজীরের পক্ষে ৫১ জন সাক্ষীর নাম প্রদত্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গপুরের মির্জ্জা মোহাম্মদ তকী এবং বক্সা দুয়ারের তিম্‌কা সুবার নাম উল্লেখযোগ্য।(৫৯) রাজপক্ষের ১৯ জন সাক্ষীর

উভয়পক্ষের প্রমাণ

---

(৫৮) *Mercer and Chauvet's Report. Vol, II, pp 10, 13-16.*

গোবর্দ্ধনকর্ত্তৃক মিঃ মুরকে 'বাধ্য' করা এবং মিঃ মুরের দেওয়ান অক্রূর সিংহকে অর্থদ্বারা বশীভূত করার কথার রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে (প্রত্যক্ষ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়)। কমিশনর নাজীরকে অপরাধের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করায়, খানচৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ কর্ত্তৃক ... (প্রত্যক্ষ খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)। অনুসন্ধানের কার্য্যবিবরণীতে, কিন্তু, ইহা লিখিত নাই; রেভিনিউ বোর্ডই প্রথমে খগেন্দ্রনারায়ণকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। *Mercer and Chauvel's Report. Vol. II, p 2.*

(৫৯) মোহাম্মদ তকী নামক এক ব্যক্তি সেই সময়ে রঙ্গপুরের কালেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। *Narratives of the Bogle Mission, p 48.*

মির্জ্জা মোহাম্মদ তকী রঙ্গপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়ীর অধিবাসী ছিলেন। রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ গুড্‌লাড, জিলাদার রামমোহন রায়কে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করায় অভিপ্রায়ে ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে

নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছিল, কতকগুলি রাজকর্মচারীর নামও তাহার মধ্যে ছিল। উত্তর পক্ষের প্রদত্ত তালিকার লিখিত সাক্ষিগণের মধ্যে অনেকেরই সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই। কোম্পানির অধীন সিপাহী ও কয়েক জন সন্ন্যাসী রাজপক্ষে সাক্ষ্য দান করিয়াছিলেন এবং উভয়-পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় বহু কাগজপত্র প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছিল। তদন্তের কার্য্যে বিশেষ কোনও অসুবিধা উপস্থিত হয় নাই, কেবল মাত্র কাপ্তান ডনকান্‌সন কমিশনরগণের সহিত পত্রব্যবহারকালে তাঁহার সম্বন্ধে যাহাতে অনুসন্ধান না হইতে পারে, আদ্যোপান্ত সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সরলভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান করেন নাই।(৬০) রাজপক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল যে, তিনি রাজাকে টাকা ধার দিয়া অত্যধিক সুদ আদায় করিয়াছেন এবং নাজীরের হস্ত হইতে রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই।

নাজীরের মাসিক বৃত্তি

কমিশনরগণ তদন্তের প্রারম্ভে নাজীরের আর্থিক শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া, তাঁহার এবং তাঁহার আশ্রিতবর্গের জন্য কিছু মাসিক বৃত্তিপ্রদানের অনুরোধ কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অভি-প্রায়ানুসারে অনুসন্ধান সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রঙ্গপুর কালেক্টরী হইতে নাজীরকে ৫০০৲ শত টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মোগলহাটে অধিকাংশ সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। কমিশনরগণ ২২শে সেপ্টেম্বর কোচ-বিহারে আগমন করিয়াছিলেন এবং অভিযুক্তগণকেও তথায় আনয়ন করা হইয়াছিল। ২৭শে

কোচবিহারে তদন্ত

সেপ্টেম্বর হইতে ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কোচবিহারে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল এবং ডনকান্‌সনের অধীন রক্ষি-সৈন্যগণ কোচবিহারে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। কমিশনরগণ রাজবাটী গমন করিয়া মহারাণীকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিবপ্রসাদ মুস্তোফী তাহাদের লিখিত উত্তর কমিশনরের হস্তে প্রদান করিলে তাঁহারা ২১শে অক্টোবর বন্দীদিগের সহিত মোগলহাটে

অভিযুক্তগণের উত্তর

প্রত্যাবৃত্ত হন। নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ, ভগবন্তনারায়ণ, বুদ্ধচন্দ্র ও বীরচন্দ্র বড়ুয়া, দুর্লভরাম ঘোষ এবং সদানন্দ নাগ আরোপিত অপরাধ স্বীকার করেন নাই। ডন্‌কান্‌সন এবং গোলাবসিংহও অপরাধ অস্বীকার করিয়াছিলেন। মরিচমতী আই কেবল মাত্র অপরাধ অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু বলিয়াছিলেন যে, কোম্পানির আশ্রিত কোনও স্ত্রীলোক বন্দীকৃত হন নাই; সুতরাং এই বিষয়টীও কমিশনরগণের অনুসন্ধানের অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক।

রেভিনিউ বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মির্জা মোহাম্মদ তকীর পুত্র মির্জা আব্বাস আলী রামমোহন রায়ের জামিন হইতে ইচ্ছুক বলিয়া লিখিত ছিল।

(৬০) 'Lieutenant Duncanson continued throughout this correspondence to evade the enquiry, and to decline affording satisfactory reply to our letters.' *Commissioner's letter to the Govt. dated the 10th September, 1788. Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 92.*

অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর কমিশনরগণ গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের সমীপে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, রাজাই রাজ্যের একমাত্র অধিকারী, তাহার কোনও অংশে নাজীর দেউ অথবা দেওয়ান দেউয়ের কোনও সত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না; কার্য্যোপলক্ষে ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা কোনও কোনও অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও বর্তমান কালে তাহার কোনও আবশ্যকতা বিদ্যমান নাই, (৬১) এবং চাকলাজাত জমিদারী নাজীরের বেনামে রাজার সম্পত্তি বটে। গোস্বামীর সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে, সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর প্রভাবের দ্বারা রাণী অন্যায়ভাবে পরিচালিত হইয়াছেন; দেশের সহিত গোস্বামীর স্বাভাবিক সম্পর্ক কিছুই ছিল না।(৬২)

কমিশনারের রিপোর্ট

গবর্ণমেন্ট, কমিশনরের উল্লিখিত রিপোর্টের সহিত একমত হইয়া ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মেঃতারিখে এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নাজীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ-প্রসঙ্গে বোর্ড অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজ্যের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাকে 'বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করিলেও উহার কর্ত্তারা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে কোনও কার্য্য করেন নাই। অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার পক্ষে রাজ্যশাসনক্ষমতার পরিচালন উপলক্ষে উক্ত বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোচবিহাররাজ্যের মধ্যে কৃত অপরাধ, সন্ধির নিয়মানুসারে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আইনের আমলে আসিতে পারে না বলিয়া তাঁহারা খগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতির বিচার করেন নাই।(৬৩) অতঃপর কোচবিহাররাজ্যকে ধ্বংসমুখ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত তাহার শাসনভার তাঁহারা অস্থায়িভাবে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, রাজা যোগ্যতাপ্রাপ্ত

গবর্ণমেন্টের মন্তব্য

রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা

---

(৬১) 'সৈন্যরক্ষার জন্য নাজীর এবং বিচারকার্য্যের জন্য দেওয়ান ভূমির যথানির্দ্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইতেন; অবশিষ্ট রাজার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা হইত'। ১১৯০ সনের ২৫শে মাঘের লিখিত কোম্পানির কাননগুর মন্তব্য।

(৬২) 'The Rani was notoriously governed by the influence of Goshain Sharbananda, a man, who havivng no natural ;connections with the country, *Mercer and Chauvet's Report. Vol. II, p 188.*

(৬৩) With respect to the charge of rebellion preferred against the Nazir Deo, the Board can not but be of opinion that the disturbances excited in Cooch Behar, if they can properly be said to come under that appellation, did not prove so much from a desire in the authors of them to throw off their allegiance to this Government, as to suppress the power of their own immediate competitors for the management of the affairs of the infant Raja. It must also be observed that as the parties were by treaty wholly independent of this Government with respect to the internal Policy of the country, any disturbances existing amongst themselves could not be considered as an offence against the laws of this Government to which they were now (not ?) subject.' *Mercer and Chauvet's Report Vol II, p 203.*

হইবা মাত্র সন্ধির নিয়মানুসারে সম্পূর্ণশাসনক্ষমতা ও যাবতীয় স্বাধীন স্বত্ব এবং অধিকার তাঁহাকে প্রত্যার্পিত হইবে, বেনারসের রেসিডেন্টের উপরে রেভিনিউ বোর্ডের যে পরিমাণ শাসনভার অর্পিত ছিল, কোচবিহারের কমিশনরের উপরও তাঁহাদের ক্ষমতা তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত হইবে না, এই রূপ অবধারিত হইয়াছিল।(৬৪)

এই সময়ে কোচবিহারের রাজকার্য্য সাক্ষাদ্‌ভাবে পরিচালনের নিমিত্ত মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে একজন কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি রাজাকে রাজ্যশাসনের উপযোগী সুশিক্ষা প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কোচবিহারসম্পর্কে কোম্পানির প্রাপ্য টাকা (Tribute) আদায় এবং রাজার চাকলাজাত জমিদারীর কর্ম্মভার রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্ত হইতে গৃহীত এবং উক্ত কমিশনরের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল। কোম্পানির প্রধান সেনাপতি কমিশনরের অধীনতায় একদল সিপাহী কোচবিহারে স্থাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

অবস্থা সমালোচন

রাজার প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে প্রথমতঃ রায়কত, এবং পরে ছত্র নাজীর সিংহাসনে স্থাপন করিতেন; কিন্তু ক্রমশঃই উহা একটী অর্থহীন অনুষ্ঠান এবং কৌলিকপ্রথা মাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল। নাজীর যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে রাজা অথবা যুবরাজ করিতে পারেন, অতীত কার্য্য-প্রণালীর দ্বারা তাহা সমর্থিত হয় না; ইহা নিতান্ত অযৌক্তিকও বটে। স্বার্থপরায়ণতা এবং প্রণষ্ট গৌরবের উদ্ধারের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিয়াছিল। ভুটানে বন্দীকৃত রাজার পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেককালে খগেন্দ্রনারায়ণ যাহা করেন নাই, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকের সময়ে সেই রূপ নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করার মূলে অন্য কোনও গর্হিত উদ্দেশ্য নিহিত থাকা অনুমিত হয় না; কিন্তু, নাজীরের সেই আচরণকে সর্ব্বানন্দ গোস্বামী পরে যথাকালে নাজীরের বিপক্ষে স্বপক্ষসমর্থনের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। নাজীরকর্ত্তৃক যুবরাজনির্ব্বাচনও কৌলিক প্রথার বিরুদ্ধ ছিল; এই রূপ অবস্থায়, নাজীরের উল্লিখিত আচরণের প্রতিবাদ করিয়া গোস্বামী এবং মহারাণী, ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছিলেন। খগেন্দ্রনারায়ণের অন্যায়াচরণের মূলে রাজাকে বধ করিয়া স্বয়ং

(৬৪) 'That he informs the Rajah that the Governor General in Council has assumed the temporary management of this country, with a view to prevent its being ruined by the ignorant and designing men; and that as soon as he is capable of taking charge of it, he will be restored to the full management thereof, and to all the independent rights and privileges which have been secured to his family by the treaty of 1772 * * *. The Governor General in Council is also pleased to direct that the control of Board of Revenue over the Commissioner shall not be extended beyond the limits prescribed to them with regard to the resident at Benares.' *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, p 205.*

রাজ্যাধিকারী হইবার অভিসন্ধি ছিল, গোস্বামী এবং তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ অভিযোগ আনিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মুন্সী জয়নাথ ঘোষও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন; কিন্তু, 'রাজাধরা' তদন্তকারী কমিশনরের নিকটে উভয়পক্ষ যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মহারাণী এবং রাজাকে আবদ্ধ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বকীয় প্রণষ্টগৌরবের উদ্ধার সাধন এবং গোস্বামীর প্রভাবলোপ করাই নাজীর পরিবারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কমিশনরগণ বলিয়াছেন যে, নাবালগ রাজার পক্ষে রাজ্যশাসনের অধিকারগ্রহণ উপলক্ষেই উক্ত বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

যাহাই হউক, নাজীর পরিবার রাজাকে এবং মহারাণীকে নানা উপায়ে বধ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করেন নাই। কমিশনরগণ বলিয়াছেন যে, রাজা এবং রাণীর প্রকৃত প্রাণনাশের সঙ্কল্প সাক্ষিগণের-দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। শিশু রাজা এবং মহারাণী প্রায় আড়াইমাস কাল পর্য্যন্ত বলরামপুরে আবদ্ধ ছিলেন; প্রকৃত প্রস্তাবে নাজীর পরিবারের রাজাকে বধ করার ইচ্ছা থাকিলে, সেই সময়ে কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। মহারাণীর নিকট হইতে বলপূর্ব্বক চাকলাজাত জমিদারী এবং রাজ্যের নয় আনা অংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি লিখিয়া লইবার পরেও তাঁহাকে এবং রাজাকে বলরামপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখার উদ্দেশ্য, গোস্বামীর প্রভাবলুপ্ত করা ব্যতীত, আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না। কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করার ফলে গোস্বামী সর্ব্বানন্দেরও রাজকার্য্যপরিচালনের দুরাকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণও পূর্ব্ব প্রতিপত্তি এবং সম্পদ্ আর ফিরিয়া পান নাই। ইহা তাঁহার নিজের এবং তাঁহার বংশধরগণের পক্ষে যত ক্ষতিরই কারণ হউক না কেন, রাজ্যের উপর দেওয়ান এবং নাজীরের নির্দ্ধারিত বিশেষ বিশেষ অংশের দাবী দাওয়া অস্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন।

নাজীর এবং গোস্বামীর পরিণাম

অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার অভিভাবিকা মহারাণীকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করাই গোস্বামীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণের অধিকাংশই কেহ বা ভয়ে এবং কেহ বা স্বার্থসাধনের প্রয়োজনে তাঁহার পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, নাজীরকর্ত্তৃক স্বকীয় পুত্রকে যৌবরাজ্যপ্রদান, স্বয়ং রাজসিংহাসনে উপবেশন এবং মহারাণীর উপর উৎপীড়ন সাধারণের বিশেষ অপ্রীতির কারণ হইয়াছিল; এবং তজ্জন্যই তিনি বিপদগ্রস্ত এবং সম্পূর্ণরূপে সহায়হীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কোচবিহারবাসীর উপর সর্ব্বময় প্রভুত্ব করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায়, গোস্বামী সর্ব্বানন্দ এবং নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ দেশে বিংশতিবৎসরাধিককাল অশান্তির অনল নিরন্তর প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন; পরন্তু, তৎসম্পর্কে রঙ্গপুরের কালেক্টরগণের দায়িত্বও নিতান্ত ন্যূন ছিল না। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মেজর জেন্‌কিন্স লিখিয়াছেন যে, যে নাজীর দেউ একাকী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত

কালেক্টরের দায়িত্ব

সন্ধি করিয়াছিলেন, রাণী এবং গোঁসাই ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক রঙ্গপুরের কালেক্টরের সাহায্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে শক্তিচ্যুত করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তিনি তাঁহার পদবী ও অধিকার হইতে বঞ্চিত এবং রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।(৬৫) যাহাই হউক, পরিণামে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের শান্তিবারি সেচনের দ্বারাই উল্লিখিত অশান্তির দাবানল নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

---

(৬৫) 'The Nazir Deo, who had solely projected and negociated the Treaty with the English Government, was entirely set aside, through the intrigues and influence of the Rani and the Gossien with the Collector of Rungpore and the Nazir Deo, deprived of his rank and all his possessions, was driven a fugitive from the country.' ***Major Jenkin's Report*, p 33.**

কমিশনর মার্শী ও শোভে তদন্তের তৃতীয় দফার উত্তরে লিখিয়াছেন যে,—

'That the present Nazir (Khgendra Narayan) Deo was himself the original piojector as well as negotiator of the Treaty.'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ভুটান দুয়ার

প্রাচীন কালে ভুটানদেশ স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলপতিগণকর্ত্তৃক শাসিত হইত, কিন্তু সেই সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বতীয় লামার নোয়ানামগী নামক এক শিষ্য সমগ্র ভুটানদেশ একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং লোকেও তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। নোয়ানামগী ভুটানদেশশাসনের সুব্যবস্থা এবং তদ্দেশে স্বকীয় ধর্ম্মমত প্রচলন করিয়াছিলেন। ভুটীয়াদের বিশ্বাস এই যে, নোয়ানামগীর মৃত্যুর পরে তাঁহার আত্মা, শরীর এবং বাক্য হইতে পৃথক্ পৃথক্ তিন লামার উৎপত্তি হইয়াছে এবং উক্ত তিন লামার মধ্যে যখন যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি তখন নবকলেবর ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে লামা গীশাতু, লামা শাবড়ু এবং লামা রিম্বুচী নামে অভিহিত হইতেন। আনুমানিক ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লামা গীশাতুর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম আর আবিষ্কৃত হয় নাই। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারী মিঃ বগলের ভুটানগমনকালে (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) লামা শাবড়ু সপ্তমবৎসরবয়স্ক বালক ছিলেন, সুতরাং সেই সময়ে লামা রিম্বুচীই ভুটানের একমাত্র অধিপতি এবং প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। বঙ্গদেশে ইনি 'ধর্ম্মরাজা' নামে পরিচিত হইতেন, এবং ভুটীয়ারা ইঁহাকে স্বয়ং বুদ্ধদেব (Buddha himself) বলিয়া মনে করিত।(১)

ভুটানের ইতিবৃত্ত

বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু তাঁহার ভুটানভ্রমণবৃত্তান্তে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন যে, সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভুটানদেশ কোচজাতিদ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল। সেই সময়ে উত্তর হইতে লামসপ্তো নামক এক সন্ন্যাসী ভুটানে আগমন করিয়া স্বকীয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে ভুটান অধিকার করেন এবং 'ধর্ম্মরাজা' নামে পরিচিত হন, এবং সেই 'ধর্ম্মরাজা'র নিযুক্ত মন্ত্রী 'দেবরাজা' বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। বাবু কৃষ্ণকান্ত বসুর সমসাময়িক রঙ্গপুরের জজ মিঃ স্কট যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত বৃত্তান্ত হইতে গৃহীত।

---

(১) *Narratives of the Bogle Mission, pp 33-42, 191-202.*

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সিকিমের চিবু (শিবু ?) লামার নিকট শ্রুত হইয়া মিঃ (পরে স্যার এশলি) ইডেন ভুটানের যে ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;—প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লাসার কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কতকগুলি তিব্বতীয় সৈন্য সাম্পু নদের উপত্যকা হইতে ভুটানে আগমন করিয়া তদ্দেশে বাস করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে ভুটান টেঙ্কু (কোচ) জাতির অধিকারে ছিল ; তিব্বতীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধে 'টেঙ্কু'রা পরাজিত হইয়া নিম্নভূমিতে বিতাড়িত হয়। টেঙ্কুদের মধ্যে যাহারা ভুটান ত্যাগ করে নাই, তাহাদের সন্তানেরা তথায় নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে। পরে শেপতুন লাফা নামক এক জন তিব্বতীয় লামা ভুটানে আগমন করিয়া রাজশক্তি হস্তগতপূর্ব্বক 'ধর্ম্মরাজা' নামে পরিচিত হন এবং রাজ্যশাসনের জন্য কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পরে ফারচু ডুপেন শেপতুন নামক আর এক জন লামা তিব্বত হইতে ভুটানে আগমন করিয়া ক্রমশঃ রাজশক্তি হস্তগত করিয়াছিলেন এবং 'ধর্ম্মরাজ' হইয়া স্বকীয় পরিবার হইতে পৃথক্ হইয়াছিলেন। উক্ত পরিবারের বংশধরেরা ভুটানে 'চু-জি'. (chu-je) অর্থাৎ 'লামাবংশীয় শ্রেষ্ঠপুরুষ' বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। 'ধর্ম্মরাজে'র নিযুক্ত মন্ত্রী 'দেবরাজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, এবং প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে তাৎকালিক 'দেবরাজা' প্রবল হইয়া 'দেবজিদা' (Deb Jeedah) নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।(২)

দরঙ্গের সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী অবলম্বনে ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোচবিহার-রাজবংশের মূলপুরুষ মহারাজ বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র নরসিংহ তাঁহার কনীয়ান্ ভ্রাতা নরনারায়ণ-কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে তিনি ভুটানে গমন করিয়া তথাকার 'ধর্ম্মরাজা' হইয়াছিলেন। তিনি রাজকার্য্য পরিচালনের জন্য 'দেব' পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সমগ্র ভুটান দেশ 'দাগা' (দাকা) 'টংশা' অথবা 'টংশু' এবং 'পারো' এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন জন 'পল্ল'র ('পেনলো'র) অধীনতায় স্থাপন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি।(৩)

---

(২) *Bhutan and story of the Dooar War, pp 7-10.*

(৩) ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে 'ধর্ম্মরাজে'র মৃত্যু হইলে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম আর আবিষ্কৃত হয় নাই। নিয়মানুসারে ঐরূপ অবস্থায় 'দেবরাজা' রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাৎকালিক 'দেবরাজা' তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ না করায় 'টংশু পেনলো' দেশের সর্ব্বময় প্রভু হন এবং ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সমর্থন করেন। উক্ত 'পেনলো' বিশেষ শক্তিশালী এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধু ; ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতসরকারের প্রেরিত 'তিব্বত অভিযানে'র সাহায্যদাতা ছিলেন, এবং তিনি স্বয়ং লাসা গমন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কে, সি, আই, ই, উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং প্রিন্স অব ওয়েলস্‌এর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ)। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত 'টংশু পেনলো' স্যার উজ্জ্বেন ওয়াঙ্‌চুক আপনাকে ভুটানের একমাত্র অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশধরগণেরও উত্তরাধিকারিত্ব ঘোষিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে তিনি ভুটানের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ভারতসরকার ভুটানকর্ত্তৃপক্ষকে যে বার্ষিক ৫০ সহস্র মুদ্রা প্রদান

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিক্ রালফ্ ফিচ্ 'ভূটান্ত দেশ' (Bottenter) এবং তথাকার 'ধর্ম্মরাজা'র (Dermain) সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিব্বত দেশের দক্ষিণে অবস্থিত ভূটানের প্রকৃত নাম 'ভোটান্ত'ই বটে; ভোট্ বা 'ভোট' শব্দের অর্থ 'তিব্বত', তিব্বত দেশের দক্ষিণ সীমান্তকে তাই (ভোট+অন্ত) 'ভোটান্ত' বলে। 'ভোটান্ত' পরে লোকমুখে 'ভোটান' এবং 'ভূটান' হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ষ্টিফেন ক্যাসিলা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে ভূটান (Potenti) গমন করিয়া 'ধর্ম্মরাজা'র (Droma Rajah) সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মরাজা' সেই সময়ে ৬৩ বৎসর বয়স্ক এবং তিনি দেশের রাজা ও প্রধান ধর্ম্মযাজক ছিলেন। নবাব মীরজুম্লার সহযাত্রী (১৬৬১ খৃষ্টাব্দে) সিহাবুদ্দীন মোহাম্মদ তালিশ ভূটীয়াদের নিকট সংগৃহীত সংবাদ অবলম্বনে 'তারিখে আসাম' পুস্তকে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ভূটানের 'ধর্ম্মরাজা' সেই সময়ে ১২০ বৎসর বয়স্ক, দুগ্ধফলভোজী এবং সর্ব্বদা উপাসনারত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার অধীন ব্যক্তিগণ রাজ্যের স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া দেশ শাসন করিতেন বলিয়া লিখিত আছে। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব মস্কোভয়ের প্রেরিত তিন ব্যক্তির ভূটান হইয়া চীনদেশ গমনের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের সহিত ভূটানের রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা

ভূটানদেশে 'লামা'গণই সর্ব্ববিষয়ে প্রভুত্ব করিতেন; লামা ব্যতীত তদ্দেশে 'গেলঙ্গ' নামক আর এক শ্রেণীর পুরোহিত আছেন। রাজকার্য্যপরিচালনের জন্ত লামারা একজন মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতেন, ভূটীয়ারা তাঁহাকে 'কুণ্ডদেবু' বলিত এবং বঙ্গদেশে তিনি 'দেবরাজা' নামে পরিচিত ছিলেন; যুদ্ধ এবং সন্ধিসংক্রান্ত ব্যাপারে দেবরাজা লামাগণের সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য ছিলেন।

দেবধুর

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক কুণ্ডদেবু প্রবল হইয়া লামা রিম্বুচীর প্রাধান্ত অস্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে নজরবন্দী করেন এবং নেপালের রাজা ও তিব্বতের তিশু লামার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। এই কুণ্ডদেবু অথবা দেবরাজ লোকমুখে 'দেবধুর' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।(৪) সেই সময়ে

করিতেন, তাহা দ্বিগুণিত করিয়া এক লক্ষ করা হইয়াছে। উক্ত সন্ধিতে ভূটানের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং বৈদেশিক ব্যাপারে ভারতসরকারের উপদেশ গৃহীত হইবে বলিয়া বাধ্য হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভূটানরাজ ভারতসম্রাটের দিল্লীদরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে কে, সি. এস, আই. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। *Lands of the Thunderbolt, Chap. XX.*

(৪) তিশু লামা (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কর্তৃপক্ষকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে) ইঁহাকে 'ডিহা টেরিয়া' (Deha Terrea), কাপ্তান টার্ণার 'দৈব জিদার' (Daib Jeeder) এবং মিঃ ইডেন 'দেব জিদা' (Deb Jeedah) লিখিয়াছেন। শব্দটি মূলতঃ 'দেবযোদ্ধা' ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ভূটানদেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার থাকার প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নেপালের এক রাজা 'গীর্ব্বাণযোদ্ধা' নামে পরিচিত ছিলেন (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ)। *History of Nepal, p 253.* সংস্কৃতভাষায় 'গীর্ব্বাণ' শব্দের অর্থ 'দেব' বা 'দেবতা'।

তিব্বতের সপ্তম দলাই লামা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক থাকায় গীশব রিম্বুচী নামক এক ব্যক্তি তাঁহার অভিভাবক ছিলেন।

দেবধর্ম্ম গীশব রিম্বুচীর সমবেদনা লাভ করিয়া চীনসম্রাটের অনুগ্রহপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় তাঁহার রাজকীয় ছাপমোহর ভুটানে প্রচলিত করিয়াছিলেন। পরের রাজ্য লুণ্ঠন এবং অধিকার করিতে দেবধর্ম্মের সবিশেষ আগ্রহ ছিল; তিনি সিকিম অধিকারপূর্ব্বক কোচবিহাররাজ্যের উপরে স্বকীয় ক্ষমতা-বিস্তার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কোচবিহাররাজবংশের গৃহবিবাদ অভিনব আকারে পুনরাবির্ভূত হইয়াছিল এবং দেবধর্ম্ম সেই সুযোগে রাজা ও দেওয়ানকে বন্দী করিয়া ভুটানে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন (১৭৭০ খৃষ্টাব্দ); কিন্তু, তাহাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় আট দশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি কোচবিহার আক্রমণে অগ্রসর হন। তিব্বতের তিশু লামা তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন; দেশের অন্যান্য লামাগণ এবং মন্ত্রিগণও দেবধর্ম্মের উক্ত অভিযান সমর্থন করেন নাই, কিন্তু তিনি সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কোচবিহার আক্রমণপূর্ব্বক যুদ্ধে জয়লাভ করেন (১৭৭২ খৃষ্টাব্দ)। প্রায় সমগ্র কোচবিহাররাজ্যই তাঁহার অধিকৃত হয় এবং তিনি রঙ্গপুরের সীমান্তের নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে সৈন্যসমাবেশ করেন।

কোচবিহার অধিকার

ভুটীয়া জাতির এই অভ্যুত্থান এবং স্বকীয় অধিকারের নিতান্ত সান্নিধ্যে তাহাদের সৈন্য-সমাবেশদর্শনে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ যখন সবিশেষ চিন্তিত, ঠিক সেই সময়ে কোচবিহারের রাজপরিবার এবং প্রজাপুঞ্জ তাঁহাদের নিকট সাহায্য-প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিলেন।(৫) ভুটানে আবদ্ধ রাজার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের অভিভাবকস্বরূপ নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাঁহাদের সন্ধির আলোচনা আরব্ধ হয় এবং তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কাপ্তান জোন্স সসৈন্যে কোচবিহারে আগমন করেন।(৬) ভুটীয়ারা কোম্পানীর সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ক্রমশঃ হটিয়া গিয়া কোচবিহারদুর্গে একত্র হয় এবং তথায় বিশেষ পরাক্রমের সহিত কোম্পানীর

কোচবিহার-সন্ধি

(৫) *Narratives of the Bogle Mission, p 136; Introduction, p LXVII.*

(৬) *Narratives of the Bogle Mission, p 1 (note).*

কোচবিহারসন্ধিতে রাজপক্ষ ১১৭৯ সনের ৬ই মাঘ (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী) এবং কোম্পানীর পক্ষ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; কিন্তু, গবর্ণর মিষ্টার ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী ফোর্ট উইলিয়ম হইতে ইংলণ্ডে সার জর্জ্জ কোলব্রুককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ আরব্ধ হওয়ার এবং কোনও কোনও স্থলে জয়লাভকরার বৃত্তান্ত লিখিত আছে। *Memoirs of W. Hastings, Vol. I. p 279.*

নিম্নলিখিত পত্রাবলীতেও উল্লিখিত যুদ্ধ আরব্ধ হইবার সংবাদ লিখিত আছে:—

রেভিনিউ কাউন্সিলের নামে রঙ্গপুরের কলেক্টারের লিখিত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরের, গবর্ণরের নামে কাপ্তান জোন্সের লিখিত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২১শে ও ২৪শে ডিসেম্বরের, রঙ্গপুরের সার্কিট কমিটীর নামে রেভিনিউ কাউন্সিলের লিখিত ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরের এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারীর পত্র। *Bengal Secret Consultations, 1773.*

সৈন্যদলকে বাধা প্রদান করে; কিন্তু, কাপ্তান জোন্স বহুক্ষতিস্বীকার করিয়াও কোচবিহারদুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কোচবিহাররাজ্যের উদ্ধারকার্য্য যত সহজে সম্পন্ন হইবে বলিয়া ইংরেজপক্ষ মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ভুটানের সৈন্যদল এবং রায়কতের সন্ন্যাসী ও বরকন্দাজ সৈন্যগণ পূর্ব্বদিকে আসামসীমান্ত হইতে পশ্চিমে তীরহুতের সীমাপর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমালয়ের পার্ব্বত অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অনেকটা নিরাপদ করিয়া তুলিয়াছিল।

কোচবিহারদুর্গ অধিকার

কাপ্তান জোন্স গবর্ণরকে যুদ্ধের অবস্থা পরিজ্ঞাত করিলে নানা স্থান হইতে কোম্পানীর নূতন সৈন্য আগমন করে, (৭) এবং তাহারা শত্রুপক্ষের উল্লিখিত আশ্রয়স্থানে তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক ক্রমশঃ হীনবল কবিতে আরম্ভ করে। ক্রমাগত আক্রমণের ফলে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। ভুটীয়াগণ স্বদেশে এবং রায়কত দর্পদেব জঙ্গলে আশ্রয়গ্রহণ করিলে কোম্পানীর পক্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ের পরে তাঁহারা ভবানীগঞ্জ এবং চেকাখাতার দুর্গ ভগ্ন এবং ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের পাদদেশবর্ত্তী অস্বাস্থ্যকর সমতলভূমিতে অবস্থানকালে কোম্পানীর সিপাহীসৈন্য রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল এবং কাপ্তান জোন্স ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন।(৮)

ইংরেজের জয়লাভ

দেবষধুর বক্সায় উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ পরিচালন করিতেছিলেন। কোচবিহাররাজ্য আক্রমণের জন্য দেশের লামারা এবং মন্ত্রিগণ তাঁহার উপর বিরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত নানাবিধ অত্যাচারের জন্য জনসাধারণও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। ভুটানে চীনসম্রাটের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়াও অসন্তোষের আর একটী প্রধান কারণ ছিল। দেবষধুরের অল্পকালস্থায়ী আধিপত্যের মধ্যে তাসিসুদনের রাজবাটী অগ্নিসংযুক্ত হইয়া ভস্মসাৎ হইয়াছিল এবং তিনি এক বৎসরের ভিতর তথায় সুরম্য রাজপ্রাসাদ পুনর্নির্ম্মাণের জন্য প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। দেবষধুর যে সময়ে সসৈন্যে কোম্পানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাসিসুদনের লামারা এবং প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া এক জন নূতন কুণ্ডদেবু (দেবরাজা) নির্ব্বাচিত করেন। তিশু লামা দেবষধুরকে বক্সায় উক্ত সংবাদ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত এবং ভগ্নমনোরথ হইয়া ভিন্ন পথে লাসায় পলায়ন করেন। পরে তিনি তিশু লামার আশ্রয়লাভ করিয়া অনেকটা নিরাপদ হইয়াছিলেন। নূতন কুণ্ডদেবুর আদেশে দেবষধুরের পক্ষভুক্ত কর্ম্মচারিগণ ধৃত এবং দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভুটানে

দেবষধুরের পরিণাম

(৭) *Memoirs of W. Hastings, Vol. I, pp 296, 297, 306; Embassy to Tibet, Introduction, p VIII; Bengal Secret Consultations, 1773.*

(৮) কর্নেল সার জন কামিং রোগাক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। (*Embassy to Tibet, p 21*) সম্ভবতঃ ইনি দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিয়াছিলেন।

চীনসম্রাটের যে ছাপমোহর প্রচলিত হইয়াছিল, নূতন কুঙুদেবু তাহাও রহিত করিয়াছিলেন।

দেবযধুরের পুনঃপ্রচেষ্টা

দেবযধুর তাঁহার প্রণষ্টগৌরবের পুনরুদ্ধারের এবং কোম্পানীর সহিত যুদ্ধকরার অভিপ্রায়ে নেপাল, আসাম ও শ্রীহট্টের রাজগণের সহিত যোগসংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেবযধুরকে সাহায্য প্রদান করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার নিজের সৈন্যবল হস্তচ্যুত হওয়ায় তাঁহার যাবতীয় দুরাশা বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেবযধুর যে পাঁচবৎসরকাল স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় যুদ্ধবিগ্রহাদিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

দেবযধুর পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে ভুটীয়াদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; যুদ্ধপরিচালনের অবস্থায় ভুটীয়ারা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সন্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা সমগ্র কোচবিহার-রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং বৈকুণ্ঠপুর পরগণা কোম্পানী ত্যাগ করিবেন, এরূপ সর্ত্ত ছিল; তাহারা কোম্পানীর সংশ্রবব্যতিরেকে কোচবিহাররাজের সহিত গোপনে সন্ধিস্থাপনেরও প্রয়াস পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ পর্ব্বতমূল-পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমিভাগ কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া এবং রায়কতগণ রাজার কর্ম্মচারি-মাত্র থাকায় বৈকুণ্ঠপুরের উপরেও রাজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাবী করিয়াছিলেন; কিন্তু, ভুটানের ধর্ম্মরাজা এবং নবনির্ব্বাচিত দেবরাজা কোম্পানীর সহিত সন্ধিস্থাপন ও কোচবিহাররাজের সহিত পূর্ব্বসদ্ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষভাবে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিব্বতের তিশু লামা উক্ত কার্য্যে মধ্যস্থ হইয়া, উপঢৌকন ও একখানি পত্র সহ, পেইমা নামক এক জন তিব্বতী এবং পূর্ণগির গোস্বামী নামক এক জন সন্ন্যাসীকে দূতস্বরূপ গবর্ণরের নিকট কলিকাতায় প্রেরণ করেন।(১) পত্রখানির মর্ম্ম নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

তিশু লামা ও তাঁহার পত্র

'* * * আমার নিকট বারংবার সংবাদ আসিয়াছে যে, ডিহা টেরীয়ার (দেবযধুরের) সহিত আপনার শত্রুতা চলিতেছে, এবং তাহার কারণ ইহাও শুনিয়াছি যে, তিনি সীমান্ত প্রদেশে আপনার অধিকৃত স্থানে লুণ্ঠন ও দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্ব্বর এবং অশিক্ষিত এক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে; অতীতকালে সেই সম্প্রদায়দ্বারা উক্ত প্রকারের যে সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত বিরল নহে; সুতরাং তিনি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ অপরাধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি যে পূর্ব্ব

---

(১) তিশু লামা গবর্ণরকে নিম্নলিখিত দ্রব্য উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন:—কিছু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, কয়েক থলিয়া সুবর্ণচূর্ণ, উৎকৃষ্ট মৃগনাভি, তিব্বতদেশীয় স্বল্প-বিস্তৃত পশমী বস্ত্র, চীনদেশীয় রেশমী বস্ত্র এবং কয়েকখণ্ড গিল্টী করা চর্ম্ম,—তাহাতে রুষদেশীয় রাজচিহ্ন ঈগলপক্ষীর চিত্র অঙ্কিত ছিল।

পূর্ণগির বা পুরাণগির কান্যকুব্জবাসী রাজপুত ছিলেন; তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হইয়া (১৭৫২-৫৩ খৃঃ) আসিয়া এবং ইয়োরোপ দেশের অনেকস্থান পর্য্যটন করেন। কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আশাপুর গ্রাম জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন।

দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা বিসদৃশ নহে। বাঙ্গালা ও বিহারের সীমায় তিনি লুণ্ঠন এবং ক্ষতিকর কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্য আপনি তাহার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে সৈন্য পাঠাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার সেনাদল পরাজিত এবং বহু লোকক্ষয় হইয়াছে, তিনটী দুর্গ আপনাদের অধিকারে আসিয়াছে এবং তিনি উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছেন। ইহা ধ্রুব সত্য যে, আপনার সৈন্যদল বিজয়ী হইয়াছে, এবং যদি আপনি সেই সময়ে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে মাত্র দুই দিবসের মধ্যেই তাঁহাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে পারিতেন; কারণ, সেই অবস্থায় আপনার আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সম্প্রতি আমি তাঁহার পক্ষ হইতে মধ্যস্থতাকরার ভার গ্রহণ করিলাম। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, এই ডিহা টেরীয়া এ দেশের অসীম ক্ষমতাশালী দালাই লামার আশ্রিত, এবং দালাই লামা এক্ষণে অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকায় রাজ্যের শাসনভার আমার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যদি আপনি পুনরায় ডিহা টেরীয়ার রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে লামারা এবং তাঁহার দেশবাসী লোক আপনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইবেন। অতএব আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমাদের ধর্ম্ম এবং আচারব্যবহারের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক আপনি অতঃপর ডিহা টেরীয়ার সহিত সর্ব্বপ্রকার শত্রুতাসাধনে বিরত হইবেন। এই রূপ কার্য্য করিলে, আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহপ্রকাশ এবং বন্ধুতার কার্য্য করিবেন। আমি তাঁহার গত আচরণের জন্য ভৎর্সনা করিয়া ভবিষ্যতে মন্দ কার্য্য করার অভ্যাস হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত ডিহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছি এবং সর্ব্বদা আপনার অনুগত থাকিতে বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস এই যে, তিনি আমার উপদেশমত কার্য্য করিবেন; কিন্তু, ইহাও আবশ্যক যে, আপনি তাঁহার প্রতি দয়া এবং অনুগ্রহপ্রকাশ করিবেন। আমি এক জন সামান্য ফকির, মানবজাতির মঙ্গলকামনা এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশবাসীর সুখ ও শান্তির জন্য জপমালাহস্তে প্রার্থনা করাই আমাদের সম্প্রদায়ের রীতি। আমি এই মুহূর্ত্তে আমার উষ্ণীষ উন্মোচনপূর্ব্বক আপনাকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি যে, ভবিষ্যতে ডিহার প্রতি আপনি সর্ব্বপ্রকার শত্রুতাসাধন করিতে বিরত হইবেন। এই পত্রবাহক একজন গোঁসাই; বলা বাহুল্য যে, তিনি আপনাকে অন্যান্য সকল বিষয় জানাইবেন, এবং আশা করা যায় যে, আপনি সবিশেষ শুনিয়া তাহা সমর্থন করিবেন।

"সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপাসনা করা এই দেশবাসীর প্রচলিত নিয়ম। আমাদের ন্যায় দরিদ্র প্রাণী কোনও অংশেই আপনাদের সহিত তুলনায় সমান হইতে পারে না। কিছু দ্রব্য হস্তে মজুত থাকায় স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহা আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম; আশা করি, তাহা আপনার দ্বারা গৃহীত হইবে" ।(১০)

---

(১০) *Embassy to Tibet, Introduction, p IX.*

তিশু লামার উক্ত পত্রপাঠে অনুমিত হয় যে, তিনি ডিহা টেরীয়ার (দেবধর্ম্মের) জন্য মধ্যস্থতা করিয়াছিলেন; পরে অন্য দেবরাজের সহিত সন্ধি হইয়াছিল।

তিশু লামার লিখিত উক্ত পত্র ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ গবর্ণরের হস্তগত হইয়াছিল। অতঃপর দেবরাজা এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে নিম্নলিখিত সর্ত্তে এক সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়। এই সন্ধিপত্রকে ভুটিয়াদের লিখিত প্রস্তাবের প্রতিলিপি বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই সন্ধিস্থাপনকালে কোচবিহারের রাজপক্ষের সংশ্লিষ্ট থাকার কোনও আভাস কোথাও প্রকাশ নাই।

ভুটীয়াপক্ষ হইতে প্রেরিত সন্ধির প্রস্তাব (১১)

"*Proposals from the Bhootan Deputies for a Treaty of Peace*

"*1st.*—That, they have the land from the south edge of the Jungle under the Hills, to the north bank of the Soondunga (Saraidanga) river.

"*2nd.*—That, they have the lands of Kirmutee (Kyranti), Luckipore and Dalimcote, all which adjoin the Jungle under the Hills and always belonged to them.

"*3rd.*—That, they will deliver up Dhairjendra Narayan, Raja of Cooch-Behar, together with his brother, who is confined with him.

"*4th.*—That, being merchants, they shall have the same privilege of trade as formerly, without the payment of duties, and their caravan be allowed to go to Rungpore annually.

"*5th.*—That, they will never make any incursions into the country nor molest the Ryots, that have come under the Company's subjection.

"*6th.*—That, if any Ryot or inhabitant whatever shall desert from the Company's territories, they will deliver them up upon application being made for them.

"*7th.*—That, in case they or those under their Government shall have any demands upon disputes with any inhabitant of those or any part of the Company's territories, they shall prosecute them only by an application to the Magistrate, who shall reside here for the administration of justice.

"*8th.*—That, in case the Company should have occasion for cutting timbers from any part of the woods under the Hills, they shall do it duty-free, and the people whom they send shall be protected.

"*9th.*—That, there shall be a mutual exchange of prisoners."

বঙ্গানুবাদ

১ম—পার্ব্বত অরণ্যের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে সুনডাঙ্গা (সরাইডাঙ্গা) নদীর উত্তরতীর পর্য্যন্ত ভূমি তাহাদের।

২য়—কেরান্তী, লক্ষীপুর এবং ডালিম্‌কোটের ভূমি তাহাদের, এই গুলি গিরিমূলে অবস্থিত জঙ্গলের সংলগ্ন এবং তাহাদের চিরকালের মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট।

---

(১১) ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চের তিন দিবস পূর্ব্বে সন্ধির প্রস্তাব গবর্ণরের হস্তগত হইয়াছিল। *Memoirs of W. Hastings, Vol I. pp 389, 395.*

৩য়—কোচবিহারের রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার ভ্রাতার সহিত বন্দী আছেন, তাহারা (ভুটীয়ারা) তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিবে।

৪র্থ—তাহারা ব্যবসাদার, তাহারা পূর্ব্ববৎ বিনাশুল্কে বাণিজ্যকরার অনুগ্রহ পাইবে এবং তাহাদের সার্থবাহগণকে প্রতিবৎসর রঙ্গপুরে যাইতে দেওয়া হইবে।

৫ম—তাহারা কোম্পানীর অধীন দেশে কখনও লুণ্ঠনাদি করিবে না এবং সে সমস্ত প্রজা কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকে কোনও প্রকারে উৎপীড়িত করিবে না।

৬ষ্ঠ—যে কোনও প্রজা অথবা অধিবাসী কোম্পানীর অধিকার ত্যাগ করিয়া তাহাদের (ভুটীয়াদের) দেশে পলায়ন করিবে, তাহারা, তৎসম্বন্ধে আবেদনপত্র পাওয়া মাত্র, তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে।

৭ম—তাহাদের অথবা তাহাদের গবর্ণমেণ্টের অধীন কোনও ব্যক্তির কোম্পানীর এলাকাভুক্ত স্থানের অথবা উহার যে কোন অংশের অধিবাসীর উপরে কোনও বিবাদমূলক দাবী থাকিলে, তাহারা বিচারাধিকারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্তদ্বারা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিবে। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারকার্য্যপরিচালনের নিমিত্ত তথায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

৮ম—কোম্পানী আবশ্যকমত পার্ব্বত অরণ্যের যে কোনও স্থান হইতে বাহাদুরি কাষ্ঠ বিনাশুল্কে ছেদন করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা উক্ত কার্য্যের জন্য যে সমস্ত লোক পাঠাইবেন তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করা হইবে।

৯ম—উভয়পক্ষের মধ্যে বন্দীর বিনিময় হইবে।

ভুটানসন্ধি (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ)

"*Articles of a Treaty between the Honourable East India Company and the Deva Raja or Raja of Bhutan*

"1. That, the Honourable Company, wholly from consideration for distress to which the Bhutias represent themselves to be reduced, and from the desire of living in peace with their neighbours, will relinquish the lands which belonged to Deva Raja before the commencement of the war with the Raja of Cooch Behar, namely, to the eastward of the lands of Chichakhata and Paglahat, and to the westward of the lands of Kyranti, Maraghat and Luckeepore.

"2. That, for the possession of the Chichakhata province, the Deva Raja shall pay an annual tribute of five Tangan horses to the Honourable Company, which was the ackonowledgment paid to the Cooch Behar Raja.

"3. That, the Deva Raja shall deliver up Dhairjendra Narayan, Raja of Cooch Behar, together with his brother, the Dewan Deo, who is confined with him.

"4. That, the Bhutias, being merchants, shall have the same privileges of trade as formerly, without the payment of duties, and their caravan shall be allowed to go to Rungpore annually.

"5. That, the Deva Raja shall never cause incursions to be made into the country, nor in any respect whatever, molest the ryots that have come under the Honourable Company's subjection.

"6. That, if any ryot or inhabitant whatever, shall desert from the Honourable Company's territories, the Deva Raja shall cause them to be delivered up immediately upon application being made to him.

"7. That, in case the Bhutias, or any one under the Government of Deva Raja, shall have any demands upon, or disputes with any of the inhabitants of these or any part of the Company's territories, they shall prosecute them by an application to the Magistrate who shall reside here for the administration of justice.

"8. That, whatever Sannyasis are considered by the English as an enemy, the Deva Raja will not allow to take shelter in any part of the districts now given up, nor permit them to enter into the Honourable Company's territories, or through any part of his ; and if the Bhutias shall not of themselves be able to drive them out, they shall give information to the Resident on the part of English in Cooch Behar and they shall not consider the English troops pursuing the Sannyasis into these districts as any breach of this treaty.

"9. That, in case the Honourable Company shall have occasion for cutting timbers from any part of the woods under the Hills, they shall do it duty-free, and the people they send shall be protected.

"10. That, there shall be a mutual release of prisoners.

"This treaty to be signed by the Honourable President and Council of Bengal, and the Honourable Company's Seal to be affixed on the one part, and to be signed and sealed by the Deva Raja on the other part." (১২)

The following signatures on the part of the Government of India are appended to this treaty:—Warren Hastings, William Andersey, P. M. Daires, J. Lawrel, Henry Goodwin, H. Graham and George Vansitart.

বঙ্গানুবাদ

মহামান্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ভুটানের দেবরাজের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিপত্র

১। ভুটীয়াগণ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইতেছে এইরূপ প্রকাশ করায়, মহামান্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক এবং প্রতিবেশীদিগের সহিত শান্তিতে বসবাস করার অভিপ্রায়ে, কোচবিহাররাজের সহিত তাহাদের যুদ্ধ আরব্ধ হওয়ার পূর্ব্বে, যে সমস্ত ভূখণ্ডে দেবরাজ মালিক ছিলেন, (অর্থাৎ) পূর্ব্বদিকে চেকাখাতা ও পাগলাহাটের ভূমি এবং পশ্চিম দিকে কেরান্তি, মরাঘাট ও লক্ষ্মীপুরের ভূমি, তাহা ত্যাগ করিবেন।

২। চেকাখাতা অঞ্চল অধিকারে রাখার জন্য দেবরাজ কোচবিহাররাজকে প্রতিবৎসর পাঁচটী টাঙ্গন ঘোড়া 'কর' প্রদান করিতেন; উক্ত ভূমি অধিকারের জন্য তাঁহাকে উক্ত বাৎসরিক কর কোম্পানীকে প্রদান করিতে হইবে।

---

(১২) *Aitchison's Treaties.*

৩। কোচবিহাররাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে এবং তাঁহার সহিত বন্দী তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ান দেউকে দেবরাজ মুক্তি দিবেন।

৪। ভুটীয়াগণ ব্যবসাদার, তাহারা পূর্ব্ববৎ বিনাশুল্কে বাণিজ্যকরিবার অনুগ্রহ পাইবে এবং তাহাদের দলকে প্রতিবৎসর রঙ্গপুরে যাইতে দেওয়া হইবে।

৫। দেবরাজ দেশে লুণ্ঠনাদি করিতে, এবং যে সব প্রজা মহামান্য কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে কোনও প্রকারে কষ্ট দিতে পারিবেন না।

৬। কোনও প্রজা বা অধিবাসী, যে ব্যক্তিই হউক, মহামান্য কোম্পানীর রাজ্যত্যাগ করিয়া পলাইলে, দেবরাজ সংবাদ পাওয়ামাত্র তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ কবিবেন।

৭। ভুটীয়াগণের অথবা দেবরাজের অধীন যে কোনও ব্যক্তির, ঐ সমস্ত স্থানের অথবা কোম্পানীর এলাকাভুক্ত স্থানের যে কোনও অংশেব অধিবাসীর উপরে, কোনও বিষয়ের দাবি থাকিলে, কিংবা কাহারও সহিত কোনও বিবাদ থাকিলে, তাহাদের নামে বিচারাধিকারপ্রাপ্ত স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে দরখাস্তদ্বারা অভিযোগ করিতে হইবে।

৮। দেবরাজকে যে সমস্ত স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হইল, ইংরেজেরা, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে করিবেন, তিনি তাহাদিগেব কাহাকেও ঐ সমস্ত স্থানের কোনও অংশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে দিবেন না এবং তাহাদিগকে মহামান্য কোম্পানীর অধিকারে অথবা তাঁহার রাজ্যের কোনও অংশে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিবেন না। যদ্যপি ভুটীয়ারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাগারা কোচবিহারের ইংরেজ রেসিডেন্টকে তৎসংবাদ প্রদান করিবে। সন্ন্যাসীদিগের অনুসরণ করিতে ইংরেজসৈন্য ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিলে তাহার দ্বারা এই সন্ধি ভঙ্গ হওয়া বিবেচিত হইবে না।

৯। কোম্পানী আবশ্যকমত পার্ব্বত বনের যে কোনও স্থান হইতে মূল্যবান্ (বাহাদুরি) বৃক্ষ বিনা মাশুলে কর্ত্তন করিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদের প্রেরিত লোকদিগকে তথায় নিরাপদে রক্ষা করিতে হইবে।

১০। পরস্পরের মধ্যে বন্দীর আদান প্রদান হইবে।

এই সন্ধিপত্রে এক পক্ষে বঙ্গীয় কাউন্সিলের মহামান্য সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবর্গের স্বাক্ষর এবং মহামান্য কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত হইবে; অপর পক্ষে দেবরাজ স্বাক্ষর এবং মোহর করিবেন। ভারত সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর :—ওয়ারেন হেষ্টিংস, উইলিয়াম আগুারসে, পি. এম. ডেয়ারেস্, জে. লরেল, হেনরি গুডউইন, এইচ গ্রেহাম এবং জর্জ্জ ভান্সিটার্ট।

কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্যের প্রান্তদেশ হইতে ভুটিয়াগণকে বিতাড়ন এবং এবং কোচবিহার-রাজ্যের উদ্ধারসাধন ব্যতীত কোম্পানীর পক্ষে ১৭৭২-১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার আরও এক উদ্দেশ্য ছিল,—তাহা তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রসারের সুবিধাকরা। রঙ্গপুর নগরে তিব্বতীয় ব্যবসায়ের যে কেন্দ্র ছিল, তথায় ভুটিয়াদের সহিত বার্ষিক দুই লক্ষ হইতে আড়াই

কোম্পানীর উদ্দেশ্য

লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদান হইত।(১৩) কোচবিহারের মধ্য দিয়া সেই সমস্ত দ্রব্য যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল এবং কোচবিহাররাজের সহিত দেবধর্মের যুদ্ধারম্ভ হইলে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বাণিজ্যজীবী কোম্পানির পক্ষে তাহা বিশেষ ক্ষতির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল; এ জন্য যুদ্ধ আরব্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণর সেই বাণিজ্য-পথ উন্মুক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ভুটীয়াদেরও স্বার্থহানি হইতেছিল, সুতরাং তাহাদের পক্ষেও কোম্পানীর বাণিজ্যবিষয়কপ্রস্তাবে সম্মত হইবার বিশেষ কারণ ছিল।(১৪) সন্ধির সময়ে তিশু লামা গবর্ণরকে যে সমস্ত দ্রব্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া তিব্বতের সহিত স্থায়িভাবে বাণিজ্যসম্পর্কস্থাপনের জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধির দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে, তিনি এই রূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

তিশু লামার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হওয়ায়, গবর্ণর উক্ত সুযোগে ভুটান, তিব্বত, কাশ্মীর এবং এমন কি চীনদেশের সহিতও বাণিজ্যসম্বন্ধস্থাপনের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য

'বগল'-মিশন

তিনি অধিক সময়ক্ষেপ করেন নাই এবং কতিপয় দিবস পরেই (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে) মিঃ 'বগল্' নামক এক ইংরেজ সিভিলিয়ান যুবককে স্বকীয় প্রতিনিধি (Deputy) নিযুক্ত করিয়া তিব্বতাভিমুখে প্রেরণ করেন। বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রয়োজন ব্যতীত উক্ত দেশগুলির কৃষির এবং পশুপক্ষীর সংবাদ, তিব্বত ও সাইবিরিয়ার মধ্যবর্ত্তিস্থানের অবস্থা, ব্রহ্মপুত্র নদের গতি এবং তাহাতে নৌকা চলাচলের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়সমূহের সম্পর্কে জর্জ্জ বগলের প্রতি অনুসন্ধানের আদেশ ছিল। মির্জ্জা মোহাম্মদ সাত্তার নামক এক কাশ্মীরী মুসলমান এবং ডাক্তার হেমিল্টন মিঃ বগলের সহযাত্রী ছিলেন। মিঃ বগল্ মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর এবং রঙ্গপুর হইয়া মে মাসের শেষভাগে কোচবিহারে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েক দিবস অবস্থানানন্তর চেকাখাতা ও বক্সার পথে ভুটানের রাজধানী তাসিসুদন গমন করেন। ১২ই অক্টোবর তারিখে মিঃ বগল্ ভুটান হইতে তিব্বতের দেশীরিপগী গমন করিয়া তথায় তিশু লামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

---

(১৩) নেপালের মধ্য দিয়া যে সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যের আদানপ্রদান হইত, তাহার মূল্য ইহার ৩৩৪ গুণ অধিক এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকা ছিল। *Narratives of the Bogle Mission, pp 52, 53 (Foot Note).*

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নেপাল, সিকিম, তিব্বত এবং ভুটানের সহিত বঙ্গদেশের যে সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হইয়াছিল, তাহার মূল্য দুই কোটী চারি লক্ষ টাকা ছিল। *Bengal Administration Report, 1923-24, p 98.*

(১৪) *Letter, from Mr. W. Hastings to John Purling Esq., dated the 31st March, 1773.*

'Indeed there is every reason to suppose the Bhutans would be glad to come into our terms, in order to secure a communication for their merchandise into Bengal by the passes through the Cooch Behar province, which are the only inlets from the country'. *Memoirs of W. Hastings, Vol. I. p 296.*

মিঃ বগল্ দেশীরিপশী হইতে তিশুলাম্বু (শিগাৎসীর নিকট) গমন করিয়া ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তিশু লামা তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহাকে তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রেরণ করিতে সমর্থ হন নাই। দেবধর্ম্মের পরাজয়ে লাসার কর্ত্তৃপক্ষ 'ফিরিঙ্গি'র উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না, এবং ভিন্ন দেশীয় লোকের লাসাগমনে চীনসম্রাটের প্রতিনিধিরও সম্মতি ছিল না। সেই সময়ে সপ্তম দালাই লামা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক থাকায় সীশব রিম্বুচী তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন এবং তিনিই মিঃ বগলের লাসাগমনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন।(১৫)

মিঃ বগল্ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তাসিসুদন এবং কোচবিহারের পথে বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিব্বতে তাঁহার দৌত্য ফলপ্রসূ না হইলেও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ হতাশ হন নাই এবং তাঁহারা তিশু লামার সহিত সদ্ভাবস্থাপনই আপাততঃ যথেষ্ট লাভ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস তিশু লামার সহিত বন্ধুতারক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

গঙ্গাতীরে বৌদ্ধমঠ

কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে একটী বৌদ্ধমঠস্থাপনের জন্য তিশু লামা মিঃ বগলের নিকট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় গবর্ণর জেনারেল তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মঠ কলিকাতার নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে ঘুষুড়ীতে স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেই স্থান এক্ষণে "ভোট বাগান" নামে পরিচিত হইতেছে। পূর্ণ গির গোস্বামী উক্ত মঠের প্রথম পুরোহিত হইয়াছিলেন। ভুটানের দেবরাজও কোম্পানীর সহিত বাণিজ্যসম্পর্কস্থাপনের জন্য সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ইহা কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছিল; কারণ, সে কালে ভুটানের মধ্য দিয়াই তিব্বতীয় বাণিজ্য-দ্রব্য আদানপ্রদানের একমাত্র পথ ছিল।

বগল্-মিশনের ফল যাহাই হউক না কেন, মিঃ ওয়ারেন হেষ্টীংসের আশা তাহাতে নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি মিঃ বগলের সহযাত্রী ডাঃ হেমিল্টনকে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুনরায় তিব্বতে প্রেরণ করেন।

হেমিল্টন-মিশন

ডাঃ হেমিল্টন কাঁটালবাড়ী এবং লক্ষ্মীদুয়ারের পথে ভুটানে প্রবেশের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, বক্সার পথে তথায় গমন করেন।

---

(১৫) ষষ্ঠ দালাই লামার মৃত্যুকালের (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের) দুই বৎসর পরে তিশু লামা উক্ত বালককে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত দালাই লামা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং চীন সম্রাট্ তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন। *Narratives of the Bogle Mission, p. 130.*

গবর্ণরের নিকট তিশু লামার প্রেরিত পত্রে তিনি আপনাকে দালাই লামার প্রতিনিধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মিঃ বগলকে লাসায় প্রেরণ করিতে সমর্থ হন নাই।

ইতোমধ্যে বর্ত্তমান পশ্চিম দুয়ারের কোনও কোনও স্থান লইয়া কোচবিহারের রাজা এবং বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতের সহিত ভূটানের দেবরাজের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে নূতন দেবরাজের সংবর্দ্ধনার উপলক্ষে ডাঃ হেমিল্টন পুনর্ব্বার ভূটানে গমন করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। মিঃ হেষ্টিংস এই প্রকারে ভূটানে এবং তিব্বত দেশে বাণিজ্যসম্পর্কসংস্থাপন এবং সংরক্ষণ করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন।(১৬)

মিঃ বগল্ ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনরায় তিব্বতের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে তিশু লামা তিব্বতে ছিলেন না; তিনি পূর্ণ গির গোসাঁইকে সঙ্গে লইয়া চীনদেশের রাজধানী পিকিনে গমন করিয়াছিলেন। মিঃ বগল্ উক্ত কারণে তাঁহার তিব্বতগমন স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। তিশু লামা, কোম্পানীর সহিত স্বকীয় বন্ধুতা সুদৃঢ় করার জন্য, মিঃ বগল্‌কে সমুদ্রপথে কাণ্টনে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু, পিকিনে তিশু লামার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় মিঃ বগলের তিব্বত অথবা চীন কোথায়ও যাওয়া ঘটে নাই।

তিব্বতের অসম্পূর্ণ কার্য্য সমাধা করার জন্য ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাপ্তান টার্নার তথায় গমন করিতে আদিষ্ট হন। তিনিও মিঃ বগলের পথে কোচবিহার এবং বক্সা হইয়া ভূটানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার সামুয়েল ডেভিস্, ডাঃ রবার্ট সাণ্ডার্স এবং পূর্ণ গির গোস্বামী তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন।

টার্নার মিশন

ইতোমধ্যে তিশু লামার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছিল, অর্থাৎ একটী শিশু পুনর্জ্জন্ম-প্রাপ্ত তিশু লামা বলিয়া অবধারিত হইয়াছিলেন। কাপ্তান টার্নার ভূটান হইতে তিব্বতের তিশুলাম্বু গমন করিয়াছিলেন; তথায় প্রথমতঃ তিশু লামার প্রতিনিধির সহিত এবং পরে (শিশু) তিশু লামার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময়ে তিশু লামার বয়স আঠার মাসের অধিক ছিল না; কিন্তু, 'তিনি কথোপকথনে অশক্ত হইলেও অন্যের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম সমস্তই বুঝিতে পারেন,' কাপ্তান ইহা শ্রবণ করিয়া সেই শিশুর সমক্ষে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে লামার চীনদেশে তিরোভাবজনিত গবর্ণর জেনারেলের দুঃখ এবং তিব্বতে তাঁহার পুনরাবির্ভাবহেতু আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছিল। কোম্পানীর সহিত পূর্ব্ব-মিত্রতা যাহাতে আরও দৃঢ়তর হয়, শিশু লামাকে তজ্জন্য অনুরোধ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই।

আমবাড়ী-ফালাকাটা

কাপ্তান টার্নারও তিব্বতের রাজধানী লাসাগমনে সমর্থ হন নাই; অগত্যা তিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভূটান হইয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ডাঃ হেমিল্টনের অনুসন্ধানের ফলে

---

(১৬) 'Thus Warren Hastings prevented the opening made by Mr. Bogle from again being closed, by keeping up regular intercourse with the Bhutan rulers, by maintaining a correspondence with the Tishu Lama, and by means of the annual fair at Rungpore.' *Narratives of the Bogle Mission, Introduction. p LXX.*

[illegible] ও আমবাড়ী-ফালাকাটা দেবরাজকে সমর্পণ করা অবধারিত হইয়াছিল; গবর্ণর জেনারেলের আদেশে কাপ্তান টার্ণার সেই ভূখণ্ডগুলি দেবরাজকে প্রদান করিয়াছিলেন।

কোচবিহাররাজ্যের আয়তন

দেবযুদ্ধের আক্রমণের পূর্ব্বে কোচবিহাররাজ্যের আয়তন যে দক্ষিণে রঙ্গপুর জেলার সীমান্ত হইতে উত্তরে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সম্যগ্‌রূপে অবগত ছিলেন, এবং মিঃ হেষ্টিংস বারংবার তাহার উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।(১৭) যুদ্ধপরিচালনের অবস্থায় মিঃ পার্লীং নামীয়ের উক্তি বলিয়া চেকাখাতা হইতে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ও ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে রাজার সহিত যখন ভুটীয়াদের সন্ধি হইয়াছিল, সেই সময় হইতে ভুটীয়ারা পর্ব্বতের নিম্নের ভূমি দখল করিত এবং তজ্জন্য রাজাকে পাঁচটী ঘোড়া বার্ষিক কর-স্বরূপ প্রদান করিত; প্রায় নয় বা দশ মাস পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সময় পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত ছিল; ঐ সমস্ত স্থান অত্যন্ত উর্ব্বর এবং তাহাতে শালবৃক্ষ, ধান্য এবং কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। মিঃ পার্লীং ১৭ই ও ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চেকাখাতা হইতে কাউন্সিলে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, এই স্থান রাজার সম্পত্তি এবং ইহার উত্তরদিকের (বক্সা পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত) সন্তরাবাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ১৪ মাইল স্থান কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত। কোম্পানীর কাউন্সিল ১১ই মার্চ্চ তারিখে মিঃ পার্লীংকে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত সীমা স্থির রাখিয়া সমগ্র আবাদী ভূমি অধিকার করার আদেশ ছিল। (১৮)

---

(১৭) *Para 4 of a letter, dated the 15th January, 1773, from W. Hastings Esqr. to Sir George Colebrooke;*—'A province (Cooch Behar) lying between Rungpore and the mountains of Bhotan.'

Para 18 of a letter, dated the 9th March, 1773, from W. Hastings Esq. to Josias Dupre Esq.

'Which (Cooch Behar) lies between their (Bhotan) mountains and Rungpore and has been for some years in their possession.'—*Memoirs of W. Hastings, Vol. I. pp 279, 306.*

(১৮) *Letters, dated Chichacottah, the 17th and 21st Feby. 1773, from Mr. C. Purling to the President and Council of Revenue at Fort William.*

'The Ryots have all retreated from their houses, but I entertain not a doubt of getting them to return and to acknowledge the Rajah's sovereignty under protection of the Hon'ble Company. There is not a doubt but this is the actual property of the Beyhar Rajah, and is by far the richest and best cultivated country I ever beheld.

'The extent of the Rajah's territories lays to the northward as far as Santerabarries being fourteen miles within the Jungul which lays to the northward of this Fort.' *Bengal Secret Consultations, 1773.*

Letter, dated Fort William, the 11th March, 1773, from Mr. J. Stewart, Secy. to Mr. Charles Purling.

'Sir, I am commanded to signify to you the orders of the Board in reply to your Sunday letters of the 25th Jan & the 15th, 17th, & 27th ultimo that in your operations regarding Cose Beyhar you are to assume the possessions of all the cultivated counry extending to the foot of the hills as the forntier line of Bengal on that side,' *Bengal Secret Consultations, 1773.*

ভুটীয়াদের সহিত কোম্পানীর সন্ধির আলোচনা অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের উল্লিখিত সীমাবিষয়ক উক্ত অভিমত ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়াছিল। মিঃ হেষ্টিংস লিখিয়াছেন যে, ভুটীয়ারা কেবলমাত্র জঙ্গল ও পর্ব্বতপাদমূলে অবস্থিত নিম্নভূমি তাহাদের অধিকারে রাখিয়া সমস্ত উন্মুক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক, অন্যথায় তাহাদের আত্মরক্ষাকরা অসম্ভব হইবে; এবং তাহারা পূর্ব্ববৎ বিনা শুল্কে রঙ্গপুরে বাণিজ্যকরার অধিকার প্রার্থনা করে। গবর্ণর ভুটীয়াদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্যকরার জন্য মিঃ পার্লীংকে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।(১৯) সেই সময়ে কথা হইয়াছিল যে, উভয় রাজ্যের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সীমা ঠিক রাখিয়া সন্ধি করিতে হইবে।(২০)

ভুটীয়াদের দাবী

যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সমস্ত সমতলভূমি হইতে ভুটীয়ারা বিতাড়িত হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ); পরে, সন্ধিস্থাপনের জন্য, তাহারা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট যে সকল লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাদের প্রথম দফায় 'পার্ব্বত অরণ্যের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে সরাইডাঙ্গা নদীর উত্তরতীর পর্য্যন্ত ভূমি তাহাদের', এবং দ্বিতীয় দফায় 'পর্ব্বতপাদমূলে অবস্থিত জঙ্গলের সংলগ্ন ডালিম্‌কোট, লক্ষীপুর এবং কেরান্তীর ভূমি তাহাদের চিরকালের মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। তদনুসারে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী ও দেবরাজের মধ্যে যে সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়, তাহাতে ভুটীয়াদের প্রস্তাবের অতিরিক্ত 'ময়নাগুড়ি' নামক স্থানও দেবরাজের প্রাপ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু, সরাইডাঙ্গানদীর এবং ডালিম্‌কোটের নাম তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। উক্ত সন্ধিপত্রের প্রথম দফায় লিখিত হইয়াছিল যে, 'কোচবিহাররাজের সহিত দেবরাজের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যে সমস্ত ভূমিতে দেবরাজ মালিক ছিলেন, (অর্থাৎ, পূর্ব্বে চেকাখাতা ও পাগলাহাটের ভূমি এবং পশ্চিমে কেরান্তি, ময়নাঘাট ও লক্ষীপুরের ভূমি) ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা ত্যাগ করিবেন।' তাহার দ্বিতীয় দফায় লিখিত আছে যে, 'চেকাখাতা অঞ্চল অধিকারে রাখার জন্য দেবরাজ যে পাঁচটী টাঙ্গন ঘোড়া কোচবিহাররাজকে

(১৯) 'The Booteas have solicited peace, offering to give up the whole open country requiring only the possessions of the woods and low lands lying at the foot of the mountains, without which they can not subsist, and the liberty of trading duty-free as formerly to Rungpore as soon as the peace should be concluded. Their proposals were received about three days ago, and orders were immediately returned to Mr. Purling to accept them'. *Letter, form W. Hastings to to Laurence Sulivan, dated the 20th March, 1774. Memoirs of W. Hastings, Vol. I, p 395.*

(২০) 'They (Council) yielded, without hesitation, to the intercession of the Lama, and consented to a peace with the Bhooteeas upon the easy terms of replacing the dominion of each Government, within its former boundaries.' *Embassy to Tibet, Introduction, p XII.*

বার্ষিক কর প্রদান করিতেন, সেই অধিকারের জন্য তদবধি তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিবেন।'

বক্সিহাপনের অব্যবহিত পরে (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে) ডুয়ারের অন্তর্গত কোনও কোনও স্থান লইয়া কোচবিহাররাজ ও দেবরাজের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হওয়ার কালেও ভূটীয়ারা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত ভূমিসম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল।(২১)

দিনাজপুরের-কাউন্সিলের বিচার

'দিনাজপুর-কাউন্সিল' ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র এবং ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের মিঃ পার্লীং-এর নির্দ্ধারিত কোচবিহাররাজ্যের হস্তবুদ অবলম্বনে সেই সমস্ত বিবাদের বিচার করিয়াছিলেন (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ)। তাহাতে লিখিত আছে যে, 'যুদ্ধের পূর্ব্বে চেকাখাতা, পাগলাহাট, লক্ষীদুয়ার (লক্ষ্মীপুর নহে), কেরান্তী এবং ময়াঘাট তালুক যেরূপ ভাবে ভুটীয়াদের অধিকারে ছিল, উহা সেই প্রকারেই তাহাদের অধিকারে থাকিবে।'(২২) দেবরাজের পক্ষে নাভাপম নামক একজন ভুটীয়া কর্ম্মচারী এবং কোম্পানীর পক্ষের কর্ম্মচারী হররাম সেন তালুকগুলির সীমা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন।(২৩) কোচবিহাররাজের পক্ষে উক্ত সীমানির্ণয়ের কার্য্যে কাহারও যোগদান করিবার অথবা আহুত হইবার কোনও প্রসঙ্গ কোথায়ও প্রকাশ নাই। ভুটীয়াদিগকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য মিঃ হেষ্টিংসের অসাধারণ আগ্রহের এবং হররাম সেনের প্রকৃতির বিষয় স্মরণ করিলে উল্লিখিত সীমানির্ণয়ের কার্য্য নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল কিনা, তাহা বলা কঠিন।

মেজর রেনেলের (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ), মিঃ ট্যাসিনের (১৮৪১ খৃষ্টাব্দ) এবং সার্জ্জন রেণীর (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ) মানচিত্রে উল্লিখিত ডালিমকোট, লক্ষ্মীপুর এবং কেরান্তির অবস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।

সরাইভাঙ্গানদী

কাপ্তান টার্নারের (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ) এবং মেজর রেনেলের মানচিত্রে সরাইভাঙ্গানদীর নামান্তর শনকোষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ডাঃ বুকানন হেমিল্টনের সময়ে (১৮০৮ খৃষ্টাব্দ) আলাইকুরি নদীকে

---

(২১) Extract form the Governor-General's Minute, the Revenue Department, under date, the 6th April, 1779.

'A—The first (No. 1) relates to the lands at the foot of the Bhootan mountains about which representations were made to this Government on part of the Bhooteas about four years ago.' *Cooch Behar Select Records, Vol. 1, p. 6.*

(২২) * * * the Talooks of Chichakotta, Paugula Hat, Luckeeduar, Kyranty and Maraghat are to be held by the Bhooteas in the same manner as they possessed them before the war, * * *' *Letter from the Dinagepore-Council to Governor General, dated, the 28th May, 1777. Cooch Behar Select Records, Vol. I. p. 1.*

(২৩) হররাম সেন রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলার জমিদারবংশের আদিপুরুষ ছিলেন। হররাম কিছু দিনের জন্য মিঃ পার্লীং-এর এবং কিছু দিনের জন্য দেবী সিংহের পেস্কার ছিলেন। 'দেবী সিংহের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের সাহায্যকারী' এই অভিযোগে হররামের প্রতি একবৎসরের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত এবং রঙ্গপুর ও দিনাজপুর প্রদেশ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল বলিয়া 'মুর্শিদাবাদকাহিনী'তে লিখিত হইয়াছে। ৫১১,৫০২ পৃষ্ঠা।

সরাইডাঙ্গা বলিত ; আলাইকুরি নদী বক্সাদুয়ারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমান আলীপুর নগরের (দুয়ারের) অদূরে উত্তরপশ্চিমে গরম নদীর সহিত মিলিত হইবার পরে নিম্নদিকে 'কালজানী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল ; মিঃ ট্যাসিনের মানচিত্রে প্রায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ডালিম্‌কোট একণে দার্জ্জিলিঙ্ জেলার দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে এবং কেরান্তী জলপাইগুড়ী জেলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। 'লক্ষীপুর' বাগানের দক্ষিণপশ্চিমে, জয়গাঁওএর উত্তরপশ্চিমে, তোরষা নদীর পশ্চিমে এবং মুজনাই নদীর পূর্ব্বে পার্ব্বত ভূমিতে অবস্থিত ছিল।(২৪) সেই স্থান বর্ত্তমান কোচবিহার-রাজ্যের উত্তরসীমান্ত হইতে প্রায় ২০।২৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। 'লক্ষীদুয়ার' একটী বিভিন্ন স্থান, এবং উহাও পার্ব্বত অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া কাপ্তান টার্নারের এবং মিঃ ট্যাসিনের মানচিত্রে প্রদর্শিত আছে; উহা জয়গাঁওএর উত্তর এবং তোর্ষানদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হেমিল্টন এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিঃ ম্যানিং ভুটানগমনকালে লক্ষীদুয়ারের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিনাজপুর কাউন্সিল ভুটীয়াদের দাবীর বিচারকালে মিঃ গার্ণীএর অবধারিত যে হস্তবুদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'জেলা লক্ষীপুর' কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া তাহার রাজস্ব ৫,২৮৮৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল, এবং তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ব্যক্ত আছে।

লক্ষীপুর ও লক্ষীদুয়ার

বর্ত্তমান কোচবিহাররাজ্যের উত্তরদিকে এবং ভুটান পর্ব্বতের দক্ষিণ উপত্যকায় অবস্থিত 'দুয়ার' নামক স্থানগুলি বাঙ্গালার পরগণাগুলির অনুরূপ এবং প্রত্যেক 'দুয়ার' কতকগুলি করিয়া তালুকে বিভক্ত ছিল। ইংরেজেরা এই সমস্ত স্থানকে 'ভুটান দুয়ারস্' নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। সার্জ্জন রেণীর এবং মিঃ ট্যাসিনের মানচিত্রে 'দুয়ার' গুলির অবস্থান এবং আয়তন যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা প্রায় একই প্রকার; যথা, ডালিমদুয়ার তিস্তা ও ধরলা নদীর, জামির বা ময়নাগুড়িদুয়ার ধরলা ও জলঢাকা নদীর, চামুরচী দুয়ার জলঢাকা ও মুজনাই নদীর, লক্ষীদুয়ার মুজনাই ও তোরষা নদীর, বক্সাদুয়ার তোরষা ও রায়ডাক নদীর, এবং ভলকা দুয়ার রায়ডাক ও শনকোষ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। কেরান্তী ডালিমদুয়ারে, লক্ষীপুর ও ময়নাহাট লক্ষীদুয়ারে, চেকাখাতা বক্সাদুয়ারে এবং পাগলাহাট ভলকাদুয়ারে অবস্থিত ছিল।

'দুয়ার'গুলির অবস্থান ও আয়তন

লক্ষীপুর বা লক্ষীদুয়ারের পশ্চিমে অবস্থিত চামুরচী দুয়ার এবং জামির বা ময়নাগুড়ী দুয়ার ভুটিয়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকার প্রসঙ্গ তাহাদের লিখিত প্রস্তাবে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রে, অথবা দিনাজপুর-কাউন্সিলের নিষ্পত্তিপত্রে লিখিত নাই। উক্ত দুই দুয়ারের বিস্তৃতি পূর্ব্বপশ্চিমে ২৫।৩০ মাইলের

চামুরচী ও ময়নাগুড়ি

(২৪) লক্ষীপুর স্থানীয় লোকমুখে 'লকীপুর' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত লক্ষীপুরের বহু দক্ষিণে 'কেন্তি লক্ষীপুর' নামে আর একটী স্থান ছিল। 'দুয়ারে' একই নামে পরিচিত ভিন্ন ভিন্ন স্থান অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

সুস্পষ্ট ছিল না। ভুটীয়ারা তাহাদের প্রার্থিত পশ্চিম দিকে অবস্থিত ভূভাগের কোনও সীমাবন্দী প্রদান করে নাই; কেবলমাত্র ডালিম্‌কোট এবং কেরান্তী নামক দুইটি স্থান তাহাদের বলিয়া দাবী করিয়াছিল। পরে তাহারা দাবী বাড়াইতে আরম্ভ করিলে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ময়নাগুড়ি দুয়ার ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এবং চামুরচী দুয়ার প্রায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিস্তা নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কালাকাটা এবং বগড়ীবাড়ী প্রভৃতি স্থান ডালিম্‌কোট ও কেরান্তীর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বহুদূরে অবস্থিত থাকিলেও ভুটীয়ারা ক্রমশঃ সে গুলিও লাভ করিয়াছিল (প্রায় ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ)।

ভুটীয়ারা তাহাদের মূল প্রস্তাবে 'পার্ব্বত অরণ্যের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে সরাইভাঙ্গা নদীর উত্তরতীর পর্য্যন্ত স্থান তাহাদের' বলিয়া দাবী করিয়াছিল। উক্ত নদীটিকে আগা গোড়া কোচবিহারের উত্তর এবং পূর্ব্বোত্তর সীমারেখা বলিয়া গণ্য করা হইলে কোম্পানীর নিজের অধিকারভুক্ত রঙ্গপুর জেলার পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত 'বাগারবন্দ জমিদারী'র সীমান্ত পর্য্যন্ত ভুটানের এলাকা প্রসারিত হইত; (২৫) কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, সন্ধিপত্রে উক্ত নদীর নামোল্লেখ করা হয় নাই, 'পূর্ব্বদিকে চেকাখাতা এবং পাগলাহাটের ভূমি' ভুটীয়াদের প্রাপ্য বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। মেজর রেনেল সরাইভাঙ্গা নদীকেই কোচবিহাররাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমা বলিয়া তাঁহার মানচিত্রে দেখাইয়াছেন। চেকাখাতা বক্সাদুয়ারের অন্তর্গত এবং সরাইভাঙ্গা নদীর কয়েক মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত ছিল; পাগলাহাট ভলকাদুয়ারের অন্তর্গত ও সরাইভাঙ্গা নদী হইতে পূর্ব্বদিকে অন্যূন কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। ভলকাদুয়ার আঠারটি মৌজায় (Villages) বিভক্ত এবং উহা কোচবিহারের কুমার ভৈরবনারায়ণের জায়গীর ছিল।

চেকাখাতা ও পাগলাহাট

দিনাজপুর কাউন্সিল চেকাখাতা এবং পাগলাহাট 'তালুক' ভুটীয়াগণকে প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু, ঐ দুই তালুকের প্রায় ৭।৮ মাইল দক্ষিণদিকে অবস্থিত চিকলিগুড়ি ও ভলকা 'তালুক' এবং প্রায় ১০।১২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মারেরডাবরী পর্য্যন্ত তালুকগুলিও ভুটীয়ারা প্রাপ্ত হইয়াছিল (১৮০০ খৃষ্টাব্দ)। সরাইভাঙ্গা নদী যে দক্ষিণ এবং ঈষৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী ছিল, তাহা সেই সময়ের প্রস্তুত মেজর রেনেলের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়; বস্তুতঃ দুয়ারের কোন নদীই পূর্ব্ববাহিনী নহে। উক্ত নদীকে পূর্ব্ববাহিনী ধরিয়া লইয়া তাহার উত্তর (বাম) তীরের

ভলকা

(২৫) রঙ্গপুরের অন্তর্গত তোলায়হাট নামক একটী স্থান 'দেবরাজের রাজ্যভুক্ত' এই হেতুবাদে দুয়ানামক তাঁহার এক কর্ম্মচারী মিঃ বগলের নিকট বাহারবন্দের জমিদার কান্ত বাবুর নামে নালিশ করিয়া প্রথমে জয়লাভ করিয়াছিলেন (১৭৭৯-৮১ খৃঃ); কিন্তু পরে কান্ত বাবুর প্রার্থনানুসারে মিঃ গুড তাহা রদ করিয়াছিলেন (১৭৮৪-৮৬ খৃঃ)। দেবরাজ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ তোলায়হাট কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত গণ্য করিয়া দুয়াকে তাহার 'সনন্দ' প্রদান করিয়াছিলেন (১৭৮৭ খৃঃ)। *Cooch Behar Select Records, Vol, I pp 3-5.*

চেকাখাতা এবং পাগলাহাট ভুটীয়াগণকে প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, তবেই পশ্চিম তীরের ভূমিগুলি স্বতঃই কোচবিহাররাজ্যের অন্তর্গত হওয়া উচিত ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাও হয় নাই। কোম্পানির কর্তৃক উক্ত নদীর দক্ষিণ (ডান) দিকের পয়োরপাড়, ভগনীবাড়ী, [illegible], কামদিগাঁও, চকোয়াকেতি, সোনাপুর এবং রায়চেঙ্গা প্রভৃতি তালুকগুলিও ক্রমশঃ ভুটীয়াগণকে প্রদান করিয়াছিলেন (১৮১৫ খৃষ্টাব্দ)।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মেজর রেনেলের মানচিত্র ইংলণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল; উহাকে বাঙ্গালার কোনও জেলার সূক্ষ্ম সীমানির্ণয়ের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না। ভুটীয়াদের প্রস্তাবের অনুরূপ সরাইভাঙ্গা নদীকেই উক্ত মানচিত্রে কোচবিহারের সীমা স্থির করা হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধিপত্রে উক্ত নদীকে সীমারেখা স্থির করা হয় নাই। মেজর রেনেল সম্ভবতঃ তাহা জানিতেন না ; সুতরাং সন্ধিস্থাপনের পূর্ব্বে, অর্থাৎ কোচবিহাররাজ্য ভুটীয়াদের হস্তগত থাকা অবস্থায়, উক্ত মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানসম্পর্কেও এই মানচিত্র ভ্রমবর্জ্জিত নহে। কোচবিহারের অন্তর্গত, তাহার পশ্চিম দিকের দেওয়ানগঞ্জ নামক বিখ্যাত স্থানটীও রাজ্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতরূপে উক্ত মানচিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। রঙ্গপুর জেলার অনেকগুলি স্থানসম্পর্কেও যে রেনেলের মানচিত্রে ভুল আছে, কলেক্টর মিঃ গ্লেজিয়ার তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (১৮৭২ খৃষ্টাব্দ)। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল গবর্ণর জেনারেল যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত মানচিত্রকে কোচবিহার এবং ভুটানের সীমাসম্পর্কে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও যে রায়চেঙ্গা এবং বগড়ীবাড়ী প্রভৃতি স্থান কোচবিহারের এবং অন্যেশ বৈকুণ্ঠপুর জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া লিখিত ছিল, সেগুলিও ভুটানের দেবরাজই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রেনেলের মানচিত্র

ভুটীয়াগণকে যাহাই প্রদত্ত হউক না কেন, কিন্তু স্থানীয় অবস্থা তাহার অনুকূল ছিল না। ভুটান-সন্ধি এবং দিনাজপুর কাউন্সিলের বিচারের উল্লেখ পূর্ব্বক দেবরাজকে যে 'ময়নাগুড়ি' প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোচবিহাররাজের নির্ম্মিত পথ, দেবমন্দির, কাছারীবাড়ী এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি তখন পর্য্যন্তও বিদ্যমান ছিল এবং ইংরেজ কমিশনর মিঃ ডিগবী তাহাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ)। সেই সময়ে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত স্থানের [illegible] অধিকার করিয়াছিলেন ; মিঃ ডিগবী তাহা সমর্থন করিলে, গবর্ণমেণ্ট রাজাকে [illegible] প্রদান করিয়াছিলেন (২৩)

ডিগবীর সিদ্ধান্ত

(২৩) *Letter, dated the 19th October, 1809, from the Deputy Persian Secretary to Government to the Deva Rajah of Bhootan. Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 194.*

কোচবিহাররাজ্য আক্রমণকালে রায়কত দর্পদেব দেবরাজের সহকারী ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছিল। কোচবিহার অধিকার করিয়া দেওয়ার পণস্বরূপ দর্পদেব যে সমস্ত স্থান (আমবাড়ী-ফালাকাটা এবং জল্পেশ) দেবরাজকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, ভুটীয়ারা তাহা পাইবার জন্য জেদ প্রকাশ করায় কোম্পানির আদেশে তাহাও দেবরাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ)।(২৭) উক্ত সময়ের একশত বৎসর পূর্ব্বে জল্পেশ্বরের সুবিখ্যাত দেবমন্দির কোচবিহারের রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিঃ পার্লীং রঙ্গপুরে দ্বিতীয়বার কলেক্টার থাকা কালে বোর্ডে যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন (১৭৯০ খৃষ্টাব্দ), তাহাতে তিনি জল্পেশে হিন্দুর দেবমন্দির বিদ্যমান থাকার উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন যে, জল্পেশ এবং আমবাড়ী-ফালাকাটার উপরে ভুটীয়াদের দাবী থাকার কথা তিনি পূর্ব্বে শ্রবণ করেন নাই।(২৮) প্রকৃত পক্ষে ভুটীয়াদের প্রেরিত সন্ধির প্রস্তাব, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র এবং দিনাজপুর কাউন্সিলের বিচারের সহিত উল্লিখিত স্থানগুলির কোনও সংশ্রব ছিল না ; তথাপি, ডাঃ হেমিল্টন উক্ত স্থানসমূহ ভুটীয়াদের প্রাপ্য বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে ইহাও লিখিয়াছিলেন যে, উক্ত স্থানগুলি ভুটীয়াগণকে প্রদত্ত হইলে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইবে।(২৯) জল্পেশ ও আমবাড়ী-ফালাকাটা অন্যায়রূপে ভুটীয়াগণকে প্রদান করিবার বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী ইংরেজ সমালোচকগণ বারংবার উল্লেখ করিয়াছিলেন।(৩০)

জল্পেশ্বরের দেবমন্দির

---

(২৭) *Eastern India. Vol. III, pp 420-421.*

জল্পেশ জলপাইগুড়ি নগরের পূর্ব্বে এবং 'আমবাড়ী-ফালাকাটা' উহার পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত। জলপাইগুড়ির পূর্ব্বদিকে আর একটি বিভিন্ন 'ফালাকাটা' আছে।

(২৮) *The District of Rungpore, p 45 ; Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 11.*

(২৯) 'And he (Dr. Hamilton) came to the conclusion, after taking evidence, that, equity demanded their restoration to Bhutan. He reported that if restitution was made, he would probably be able to induce the Dev Raja to fulfil his agreement with Mr. Bogle, and only to levy moderate transit duties on merchandise'. *Narratives of the Bogle Mission, Introduction, p LXX.*

(৩০) *Eastern India, Vol. III, p 221.*

'I am afraid, that on this occasion the friendship of the Bhutanese was purchased at the expense of the Bykuntapore Zemindar'. *Mr. Eden's remarks.*

'The Jelpaish tract on the left bank of the Teesta river in Bootan was undoubtedly part and parcel of the Bykuntpore Zemindaree * * * improperly given up to the Booteas' *Lt. Governor Sir F. Halliday's remarks,—Bhutan and story of the Dooar War, pp 36, 403.*

ভুটীয়ারা রঙ্গপুরের কলেক্টারের দেওয়ান রামমোহন রায় এবং মুন্সী হেমায়েতুল্লার উপরে উৎকোচগ্রহণের দোষারোপ করিয়া মিঃ ডিগবীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মরাঘাট অঞ্চলের উপরে পুনরায় দাবী করিতে আরম্ভ করে।(৩১) সেই সময়ে মিঃ স্কট রঙ্গপুরের জজ ছিলেন, এবং তিনি মরাঘাট সম্বন্ধে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। তাঁহার মতে মরাঘাট রাজার প্রাপ্য হইলেও তাহা কেবল 'মৌজা মরাঘাট' 'পের্দ্দি মরাঘাট' নহে; সুতরাং 'মৌজা'র অন্তর্গত কতকগুলি চালা বা ভূমিখণ্ড (৩,০৬৫ বিঘা) কোচবিহাররাজকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকের 'পের্দ্দি (Division অথবা পরগণা) মরাঘাট' দেবরাজকে প্রদান করিবার প্রস্তাব তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহাতে সম্মত হন (১৮১৭ খৃষ্টাব্দ)।(৩২) দিনাজপুর কাউন্সিল ভুটীয়াগণকে যে 'তালুক মরাঘাট' প্রদান করিয়াছিলেন, এই প্রকারে তাহা পরে 'পের্দ্দি মরাঘাটে' পরিণত হইয়াছিল। তবে, উক্ত অঞ্চলের নানা স্থানে অবস্থিত কোচবিহার-রাজের নির্ম্মিত রাজপথ, পুষ্করিণী, দেবমন্দির এবং কাছারীবাটী প্রভৃতি কীর্ত্তিগুলিকে মিঃ স্কট একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ সেই কারণে উল্লিখিত 'চালা'গুলি মাগুরমারী, গোসাঁইরহাট এবং গাদং তালুকে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং উহারা যে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও বলা যাইতে পারে না। 'পের্দ্দি মরাঘাট' দেবরাজের রাজ্যভুক্ত হইবার ফলে কোচবিহাররাজ্যের পশ্চিমোত্তর সীমারেখা উল্লিখিত চালাভূমিগুলির দক্ষিণে চারি মাইল হইতে সাত মাইল দূরে অপসারিত হইয়াছে।

স্কটের সিদ্ধান্ত

মিঃ স্কট স্বমতসমর্থনের জন্য ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র, দিনাজপুর কাউন্সিলের নিষ্পত্তিপত্র (১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ) এবং মেজর রেনেলের মানচিত্র (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ) ব্যতীত আরও দলিল প্রমাণের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার লিখিত পত্রে প্রদান করেন নাই। তাঁহার দলিল এবং প্রমাণাদি নির্ব্বাচনের যোগ্যতা যে কতদূর অভিজ্ঞতাপূর্ণ ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোচবিহাররাজ ধরেন্দ্র-নারায়ণের পরলোকগমনের পরে তাঁহার পিতা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ উত্তরাধিকারসূত্রে চাকলাজাত জমিদারী এবং তাহার সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ)। উক্ত সনদের

স্কটের অভিজ্ঞতা

(৩১) *Cooch Behar Select Records, Vol. I, pp 17-18.*

রামমোহন রায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত প্রায় দেড়বৎসর মিঃ ডিগবীর অস্থায়ী দেওয়ান ছিলেন, পরে মুন্সী হেমায়েতুল্লা স্থায়ী দেওয়ান নিযুক্ত হন (রেভিনিউ বোর্ডের বরাবরে মিঃ ডিগবীর লিখিত পত্র)। রামমোহন রায় (পরে রাজা) মিঃ ডিগবীর দেওয়ান হইয়া ১৮১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সহিত কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন। রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

(৩২) *Cooch Behar Select Records, Vol. I, p 57; Vol. II, pp 21-26.*

চালাগুলির সংখ্যা সর্ব্বত্র একরূপ লিখিত নাই।

চাকলাগুলির নামোল্লেখ করা হয় নাই ; কেবল 'সরকার কোচবিহারের অধিকারী' মাত্র বলিয়া উক্ত সনদ প্রদত্ত হইয়াছিল। 'সরকার কোচবিহারের' পরিচয় ইতঃপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে (২৬১ পৃষ্ঠা)। মিঃ কট মোগল অধিকার কালের রঙ্গপুর অঞ্চলের বিভাগগুলির সংবাদ অবগত ছিলেন না ; তিনি উক্ত সনদ কোচবিহাররাজ্য-সম্পর্কিত মনে করিয়া তাহার ইংরাজী অনুবাদ সদরে প্রেরণ পূর্বক তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন (১৮১৯ খৃষ্টাব্দ)। কিন্তু, যে কোনও কারণেই হউক, কর্তৃপক্ষ তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন নাই।

রঙ্গপুর জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া গবর্ণর-জেনারেল পর্য্যন্ত যখন যিনিই 'দুয়ার'গুলির সম্পর্কে ভুটীয়াদের দাবীর সমর্থন করিয়াছেন, তখন তিনিই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র এবং দিনাজপুর-কাউন্সিলের নিষ্পত্তিপত্রের কথা প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

পাঁচ 'তালুক' হইতে ছয় 'দুয়ার'

সন্ধিপত্রের প্রথম দফার লিখিত দেবরাজের প্রাপ্য পাঁচটী নামের 'ভূমি' (lands) শব্দ নিষ্পত্তিপত্রে পাঁচটী 'তালুক' শব্দে পরিবর্তিত হইয়াছে। নিষ্পত্তিপত্রে তালুকগুলির সীমাবন্দী অথবা পরিমাণফল লিখিত হয় নাই, কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাহা হইতেই ছয় দুয়ারে (প্রায় ৮০ মাইল দীর্ঘ এবং ২০।৩০ মাইল প্রস্থ) বিভক্ত প্রায় ১,৮০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ভুটীয়াগণকে প্রদান করিয়াছেন। সেই সময়ে ঐ পাঁচটী 'তালুক' ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন নামের যে আরও বহুসংখ্যক 'তালুক' উক্ত ভূভাগে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের মধ্যেই ব্যক্ত রহিয়াছে।(৩৩)

সন্ধিপত্রের প্রথম দফার লিখিত চেকাখাতার 'ভূমি' (lands) এবং দ্বিতীয় দফার লিখিত চেকাখাতা 'অঞ্চল' (province) একার্থবাচক নহে। প্রথম দফার লিখিত 'ভূমি' অপেক্ষাকৃত একটী ক্ষুদ্রতর স্থান এবং দ্বিতীয় দফার লিখিত 'অঞ্চল' একটী বৃহত্তর ভূমিভাগ বলিয়া স্বতঃই মনে হয়।

চেকাখাতার 'কর'

প্রথম দফার লিখিত ভূমির 'মালিক' (belonged to) দেবরাজ ; তিনি দ্বিতীয় দফার লিখিত অঞ্চলের উপরে পূর্ববৎ কর (tribute) প্রদান স্বীকার পূর্বক তাহার 'দখল' (possession) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিনাজপুর-কাউন্সিল উল্লিখিত 'মালিক' এবং 'দখল' শব্দ দুইটির পার্থক্যনির্ণয় অথবা তাহাদের অর্থের আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা কেবল বলিয়াছেন যে, দেবরাজ পাঁচখানা তালুক পূর্বের অনুরূপ অধিকার (hold) করিবেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে আর একটী বিতর্কিত বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার মীমাংসা এবং নিষ্পত্তির ভারও কার্য্যতঃ নাজীদের এবং হরমাম সেনের হস্তে পতিত হইয়াছিল।

---

(৩৩) Claims of the Buxa Duar Subah ; Answer of the Behar Rajah to the above ; *Letter, dated the 11th May, 1787 from J. Adam, Secretary to the Government to the Collector of Rungpore. Cooch Behar Select Records, Vol. I, pp 1, 4.*

ভূটীয়ারা পর্ব্বতীয় অরণ্যের সংলগ্ন ডালিমকোট, লক্ষীপুর এবং কেরাণী নামক স্থান (lands) 'তাহাদের চিরকালের মালিকী স্বত্ববিশিষ্ট' বলিয়াছিল; কিন্তু, সন্নিকোশ নদীর উত্তর তীরের ভূমিও (চেকাখাতা ও পাগলাহাট) যে তাহাদের সেই রূপ স্বত্ববিশিষ্ট, তাহা বলে নাই, অধিকন্তু ঐ অঞ্চল (Chichacotta province) দখলে (possession) রাখার জন্য পাঁচটী টাঙ্গন ঘোড়া কর (tribute) প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিল; সুতরাং ভূটীয়াদের নিজের উক্তি এবং সন্ধিপত্রানুসারে শেষোক্তস্থান ভূটান রাজ্যভুক্ত ছিল না, বরং কোচবিহার-রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাই সপ্রমাণ হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে দেবরাজের এবং কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত সন্ধিপত্রানুসারে উক্ত কর কোম্পানির প্রাপ্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু, তাহার প্রকৃত অধিকারী কোচবিহারের রাজা কখন, কেন এবং কিরূপ অবস্থায় যে উক্ত করলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা কোথায়ও প্রকাশ নাই।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র এবং দিনাজপুর কাউন্সিলের নিষ্পত্তিপত্রে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন, তাহা যথাযথরূপে প্রতিপালিত হইলে কোচবিহাররাজ্যের উত্তর প্রান্ত সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালের অনুরূপ এতদূর সঙ্কুচিত হইতে পারিত না।

দলিলের ব্যাখ্যা

উক্ত দুই দলিলে দেবরাজের প্রাপ্য পাঁচটী 'স্থান' অথবা 'তালুকে'র নাম বিশেষ ভাবে লিখিত থাকা সত্ত্বেও গবর্ণর জেনারেল মিঃ হেষ্টিংস ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন যে, 'বিরোধীয় ভূমি সমস্তই দেবরাজের, তাহাদের মধ্যে কতক ভূমির নাম সন্ধিপত্রে লিখিত হইয়াছিল এবং অন্যান্যগুলি তিনি জরিপের সময়ে পাইয়াছেন; এই সমস্ত তুচ্ছ বিষয় প্রতিবেশী কোনও রাজ্যের সহিত সদ্ভাবরক্ষার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না,—ইত্যাদি।(৩৪) দিনাজপুর-কাউন্সিলের বিচারও প্রায় উক্ত রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অর্থাৎ তাহাও যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় নাই। রাজনৈতিক প্রয়োজনে ভূটানরাষ্ট্রের মনস্তুষ্টি এবং সদ্ভাবরক্ষার নিমিত্ত তাহারও অন্যথা করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।(৩৫)

---

(৩৪) '*Extract from the Governor General's Minute in the Revenue Department, under date, the 6th April, 1779.*

'* * * there can be no doubt that the lands in question fall within the Bhootan frontier. Part of them are expressly named in the treaty: others, in the survey of that frontier, are placed in the Bhootan country and altogether they are trifling and not worthy to stand as an obstacle to the friendship and satisfaction of a neighbouring State.' *Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 6.*

(৩৫) '*Extract from a letter from Mr. Sisson, dated the 18th March, 1815.*

'22. This decision of the Dinagepore Council totally disallowed the right of the Bhooteas to Phalakatta and their present lower possession on the east bank of the Teesta which are situated much to the south of the boundaries fixed by the decree; but it seems to have been at that time deemed politically expedient to conciliate the good disposition of this State.' *Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 8.*

ভুটিয়াগণের সন্তোষবিধান

ভুটান দুয়ার ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও ভুটিয়াদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কোম্পানির কর্মচারিগণের আগ্রহের অভাব ছিল না। ভুটিয়াদিগের এবং কোম্পানির প্রজাগণের মধ্যে কার্পাস-বাণিজ্যের যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন ছিল, গবর্ণর জেনারেলের আদেশে সেগুলি নিরাকৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে রঙ্গপুরে যে একটী 'ভুটিয়ামেলা' প্রতিষ্ঠিত ছিল, গবর্ণর জেনারেলের আদেশে ভুটিয়াগণ তাহাতে বিনাশুল্কে ক্রয়বিক্রয়াদি করিত এবং তাহাদের দলের মনুষ্য ও অশ্বাদির বাসের জন্য বিনাব্যয়ে বাটী প্রাপ্ত হইত; ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত মেলা চলিয়াছিল।(৩৬) দিনাজপুর-কাউন্সিলের আদেশে কোচবিহাররাজ বার্ষিক দ্বাদশ সহস্রের অধিক নারায়ণীমুদ্রা প্রস্তুত করিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ), এবং সেই কারণে বাজারে নারায়ণীমুদ্রার সংখ্যা হ্রাস-প্রাপ্ত হওয়ায় ভুটিয়াদের বাণিজ্যব্যবসায়ে অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছিল; উহারা নারায়ণীমুদ্রার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে রঙ্গপুর ট্রেজারী হইতে তাহা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোচবিহাররাজ পলায়িত অপরাধিগণকে দুয়ার অঞ্চল হইতে ধৃত করিয়া আনয়ন করিতেন; কিন্তু, ভুটিয়ারা আপত্তি করায় কোম্পানির আদেশে সে প্রথাও রহিত হইয়াছিল (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ)।

ভুটিয়ারা রৌপ্য প্রদান পূর্ব্বক তাহার পরিবর্ত্তে কোচবিহারের টাঁকশাল হইতে নারায়ণীমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইত; রাজা অনুগ্রহপূর্ব্বক অথবা বন্ধুভাবে তাহা করিয়া দিতেন। উপযুক্ত অবসর বিবেচনায়, ভুটিয়ারা 'কোচবিহারের টাঁকশালে তাহারা টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতে অধিকারী' বলিয়া কোম্পানীর দরবারে দাবী উত্থাপন করিয়াছিল (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) এবং রঙ্গপুরের কলেক্টার মিঃ গুডল্যাড তাহারও সমর্থন করিয়াছিলেন। বিজনীরাজ্য বাদশাহী রাজ্যভুক্ত ছিল, এবং তদনুসারে কোম্পানী তাহার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদশাহী আধিপত্যকালে বিজনীর রাজা 'বিজনীদুয়ারে'র (বিজনীরাজ্যের নহে) উপরে দেবরাজের প্রভুত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে করদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বিজনীর রাজা নিহত হইলে, দেবরাজ তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ইংরেজপক্ষ প্রথমতঃ উক্ত মনোনয়নের সমর্থন করেন নাই; পরে, যে কোনও কারণেই হউক, তাঁহারা উহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কোচবিহাররাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া তিস্তা নদী এবং পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া সংকোশ নদী প্রবাহিত ছিল; এই দুই নদী দিয়া নৌকাযোগে ভুটানের সহিত বাঙ্গলার বাণিজ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইত, এবং কোচবিহারের রাজা তাহাদের উপরে শুল্ক আদায় করিতেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর গবর্ণমেন্টের আদেশে চলতি নৌকার মালের উপরে রাজার পক্ষে শুল্ক আদায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

---

(৩৬) সাহেবদের নিকট 'ভুটিয়াবন্দর' নামে উক্তস্থান দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল।

বস্তুতঃ দেবরাজকে নির্ব্বিচারে সন্তুষ্ট রাখাই যে কোম্পানীর তদানীন্তন কর্ত্তৃপক্ষের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহারা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, 'আমরা দেবরাজকে সন্তুষ্ট করিতে প্রতিশ্রুত আছি; তজ্জন্য এবং দীর্ঘকালের বন্ধুতা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার দাবীর সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ না করিয়াই তাঁহার প্রার্থিত বস্তু তাঁহাকে অগোণে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে'।(৩৭) ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মিঃ হেষ্টিংস রঙ্গপুরের কালেক্টর মিঃ গুডল্যাডকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ভূটীয়াদের যেন অসন্তোষ উৎপাদক কোনও ঘটনা আদৌ না ঘটে।(৩৮) লর্ড কর্ণওয়ালিস সম্ভবতঃ মিঃ হেষ্টিংসের ঐ সমস্ত রাজনীতির সমর্থন করেন নাই; তিনি কোনও কোনও বিষয়ে দিনাজপুর-কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বার বলবৎ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; (৩৯) কিন্তু, তদ্দ্বারা মিঃ হেষ্টিংসের নীতির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

নির্ব্বিচারে মনোরঞ্জন

ভূটীয়া কর্ম্মচারী নাজাপম এবং কোম্পানির কর্ম্মচারী হররাম সেন যে সীমারেখা অবধারণ করিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত তাহা মানিয়া লইতে সম্মত ছিলেন না। কোচবিহারের পক্ষে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণও উক্ত ব্যবস্থায় সম্মত হন নাই; পরে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভুটিয়াদের কবল হইতে তাহাদের অধিকাংশ তালুক উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুটিয়ারা তজ্জন্য কোম্পানির দরবারে বারংবার অনুযোগ অভিযোগ করিতে বিরত ছিল না। উল্লিখিত কারণে উক্ত ভূমির উপরে যুদ্ধারম্ভকাল হইতে কোনও পক্ষই নির্ব্বিঘ্ন এবং নিরবচ্ছিন্ন অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু, পরিণামে কোম্পানির আদেশের ফলে কোচবিহাররাজ এবং রায়কত উভয়েই নিজ নিজ দখল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিরোধীয় ভূমির অবস্থা

---

(৩৭) '*Extract from a letter from Mr. T. Sisson, dated the 18th March, 1815.*

'24. * * * In consequence of which representation, the Government on the 21st January, 1785, directed that the Deb Rajah be put in possession of all the villages of Falacotta &c. and in the orders issued to the Committee of Revenue, without entering into the merits of the Deb Rajah's claims, we have thus readily acceded to them, as a pledge of our wish to oblige him and to keep up the good understanding that has long subsisted between the Bhootan Government and ours'. *Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 9.*

(৩৮) 'And Mr. Goodlad writes in 1782:—'I have never gone to the Presidency, but Mr. Hastings has particularly enjoined me not to suffer anything to happen that could give the least umbrage to the Bhooteas'.' *The District of Rungpore, p. 45.*

(৩৯) 'With regard to the first, we direct that you revert to the adjustment of the boundaries, as settled at the time that Mr. Harwood was Chief of the Dinagepore Council, * * * excepting the Talooks of Jilpaish and Phalacotta * * *' *Letter dated the 11 th May, 1787 from Mr. Adam, Secretary to the Government, to the Collector of Rungpore, Cooch Behar Select Records, Vol I. p 4.*

কোম্পানি এইরূপে চেকাখাতার প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া অন্যান্য স্থান ভুটিয়াগণকে প্রদান করায় কোচবিহাররাজ্যের পরিমাণ তাহার পূর্ব্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের কিঞ্চিদধিক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ভুটিয়ারা যাহা প্রাপ্ত হইল, তাহার সহিত প্রকৃত ভুটানের প্রাকৃতিক অবস্থার কোনও সাদৃশ্য ছিল না; পরন্তু সেই সমস্ত স্থান বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের অনুরূপ উন্মুক্ত সমতলভূমি এবং তাহার অধিবাসিগণের প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিল।(৪০)

দুয়ারের প্রাকৃতিক অবস্থা

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ময়নাঘাটের সীমানির্ণয়ের জন্য দেবরাজা যে ২৯ জন সাক্ষীর নাম গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ময়নাগুড়ী, জোটকাট এবং ময়নাঘাটের স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। বৃটিশ অধিকারে বাস করার দীর্ঘকালব্যাপী নানা সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও দুয়ারে একাল পর্য্যন্ত প্রকৃত ভুটিয়াজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের প্রায় সাত হাজার লোক উত্তর প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিত। ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোচবিহাররাজ্যের উত্তরসীমা পর্ব্বতমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং মিঃ হেষ্টিংস বারংবার তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে এবং প্রধানতঃ তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারেই, উক্ত সীমারেখা পর্ব্বতমূল হইতে অন্যূন ২০ হইতে ২৫ মাইল দূরে দক্ষিণদিকে অপসারিত হইয়াছে।

কাপ্তান টার্নারের ভুটান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অল্প দিবস পরেই (১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) মিঃ হেষ্টিংস কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে গমন করেন। তাঁহার কর্ম্মত্যাগের পরে তিব্বতের সহিত কোম্পানির বাণিজ্যসম্পর্ক বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, এবং একটী বিশেষ ঘটনার জন্য সেই সম্পর্ক চিরকালের জন্য রহিত হইয়া যায়। দেবধর্ম্ম কর্ত্তৃক কোচবিহার অধিকারের সময়ে গোর্খা রাজা পৃথ্বীনারায়ণ নেপালরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পরে (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) নেপালীরা মোরঙ্গের শাসনকর্ত্তার সহায়তায় সিকিম আক্রমণ করিয়াছিল এবং উক্ত ঘটনার পরে তাহারা অষ্টাদশ সহস্র সৈন্যসহ অকস্মাৎ তিব্বত আক্রমণপূর্ব্বক তিস্তলাম্বু অধিকার এবং লুণ্ঠন করে, এবং তিশু লামা লাসার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে চীনসম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে চীনসম্রাটের আদেশে তিব্বত উদ্ধারের জন্য প্রেরিত সপ্ততি সহস্র চীনা এবং তাতারী সৈন্য নেপালীদিগকে তিব্বত হইতে তাড়াইয়া দিয়া হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক নেপালে প্রবেশ করিয়াছিল (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে)।(৪১)

চীন-নেপাল যুদ্ধ

---

(৪০) 'Which (Dooars) formerly and naturally belonged to Bengal, but which was partly wrested from the Mahomedan rulers of Bengal, and partly ceded by us at the end of last century'. *Mr. Eden's remarks. Bhutan and Story of the Dooar War, p 155.*

(৪১) চীনসৈন্য নেপাল আক্রমণকালে চর্ম্মনির্ম্মিত এক প্রকার কামানের ব্যবহার করিয়াছিল। তাহাতে ৪।৫ বারের অধিক গোলা ব্যবহৃত হইতে পারিত না। *Narratives of the Bogle Mission, Introduction, p LXXVII.*

আক্রমণকারী চীনসৈন্য নেপালের রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে নেপালরাজ সন্ধিপ্রার্থনা করেন এবং তিনি নিয়মিতরূপে বার্ষিক কর এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে সম্মত হইলে চীনসৈন্য নেপাল পরিত্যাগ করে। নেপালরাজ উক্ত বিপদে কোম্পানির সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁহাকে সাহায্যপ্রদানে স্বীকৃত হন নাই; তথাপি. চীনসেনাপতি পিকিনে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, কোম্পানির সৈন্যের সহায়তায় নেপালরাজ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চীনসম্রাট্ উক্ত সংবাদে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার আদেশে ভারতবাসিগণের পক্ষে তিব্বতপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়া যায়।(৪২)

তিব্বতগমনের অন্তরায়

কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের তিব্বতপ্রবেশের পথ রুদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকার এক বৃহৎ ভূখণ্ড (দুয়ার অঞ্চল) তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। 'ভুটান দুয়ার' দেবরাজকে প্রদান করিবার প্রকৃত মর্ম্ম অথবা উদ্দেশ্য উল্লিখিত ঘটনার সমালোচনা হইতেও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা ন্যায়ানুসারে ভুটিয়াদের প্রাপ্য বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইত, পরবর্ত্তী ইংরেজ সমালোচকগণ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 'হস্তচ্যুত' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং সেই সমস্ত ভূখণ্ড হস্তচ্যুত হওয়ার জন্য মিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলের উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। সমালোচকগণের মতে হেষ্টিংসের দৃঢ়তা, সতর্কদৃষ্টি, এবং অধ্যবসায় বন্ধুতারক্ষা ও বাণিজ্যপ্রসারের জন্য নিয়োজিত ছিল; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তিগণ তৎপ্রতি আগ্রহপ্রকাশ এবং মনোযোগপ্রদান করেন নাই।(৪৩)

দুয়ার সম্পর্কিত সমালোচনা

সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত সমালোচনা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মিঃ হেষ্টিংস তিশু লামার সহিত সদ্ভাবস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু, তিশু লামা কার্য্যতঃ তিব্বতের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন না,—এমন কি তিনি মিঃ বগলকে লাসায় প্রেরণ করিতেও সমর্থ হন নাই। তিশু লামার সহিত কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের বন্ধুতা উদ্দেশ্যমূলক ছিল, অথবা উহাকে

---

(৪২) *Narratives of the Bogle Mission, Introduction, p LXXIX; Embassy to Tibet, pp 437-442.*

(৪৩) 'But for officials the way to Tibet was permanently closed; while the countries on the southern slopes of the Himalayas were alienated by the change of policy from that of Warren Hastings to that which has prevailed since. The former was a policy of constant and watchful vigilance; of firmness combined with conciliation; and of persistent resolution to keep open friendly relations and to encourage trade. The latter is one of indifference and neglect, varied by occasional small but disastrous wars, which are waged not for any broad imperial end, but on account of some petty squabble about boundaries.' *Narratives of the Bogle Mission, Introduction, p LXXX.*

ব্যক্তিগত মিত্রতা মাত্রও বলা যাইতে পারে। তিশু লামার মধ্যস্থতায় কোম্পানির বিজয়ী সৈন্যদল ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভুটানরাজ্যের সীমা হইতে অপসারিত হইয়াছিল, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার জন্য ভুটীয়াগণকে কিছুমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হয় নাই; অধিকন্তু, তাহারাই লাভবান্ হইয়াছিল। কোম্পানির তাৎকালিক ভদ্রতা এবং উদারতা তিশু লামার পক্ষে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। দেহত্যাগের পরে তিনি নবকলেবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, কিংবা দেড়বৎসর বয়সে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু, কাপ্তান টার্নার বন্ধুতারক্ষার জন্য তাঁহার সমক্ষে যে সব বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা যে ব্যর্থ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। চীননেপালযুদ্ধের পরে অন্ততঃ পক্ষে ঐ প্রকারের বক্তৃতা প্রদান করার সুযোগও ইংরেজেরা আর পান নাই।

সমালোচকগণের মতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকা (দুয়ার অঞ্চল) হস্তচ্যুত অথবা ভুটীয়াগণকে প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও তিনি নিজের চেষ্টায় বাণিজ্যের সাহায্যে সেই ক্ষতি পোষাইয়া লইয়া অধিক লাভবান্ হইতে পারিতেন; পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলগণ লাভবান্ হইতে অথবা ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারেন নাই, কিন্তু কথিত ভূখণ্ডের উপর তাঁহাদের অধিকার লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মিঃ হেষ্টিংসের কর্ম্মত্যাগের পরে ইংলণ্ডে তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য যেরূপ তীব্রভাবে জবাবদেহী আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলগণের পক্ষে তাঁহার যাবতীয় কর্ম্মের সমর্থন করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভুটানসম্পর্কিত কূটনীতিও ফলপ্রদ হয় নাই। দেবযধুর কোম্পানির হস্তে পরাজিত না হইলে, ভুটানরাজ্য পরবর্ত্তী দেবরাজের হস্তগত হইত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। উক্ত কারণে ধর্ম্মরাজ এবং নূতন দেবরাজের পক্ষে ইংরেজজাতির বিশেষ অনুরক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। অধিকন্তু, তাঁহারা 'দুয়ার'সম্পর্কে রায়কত এবং কোচবিহাররাজের বিপক্ষে যখন যে অভিযোগ কোম্পানির দরবারে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন তাহাতেই প্রায় জয়লাভ করিয়াছেন; ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারেলগণও ভুটীয়াদের অনেক আবদার রক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে ধর্ম্মরাজ 'কলেবর পরিবর্ত্তন' করিতেন এবং দেবরাজের পদ নির্ব্বাচনক্রমে অধিকৃত হইত। কাহারও বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কৃত কার্য্য কতকটা অনুসরণ এবং মান্য করিয়া চলিয়া থাকেন; কিন্তু, পরবর্ত্তী পদাধিকারিগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কৃত কর্ম্ম ততটা মান্য করিয়া চলিবেন, ইহা সর্ব্বত্র আশা করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বের ধর্ম্মরাজ এবং দেবরাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভুটীয়ারা কোম্পানির কৃত উপকারও ক্রমশঃ ভুলিয়া যাইতেছিল, অথবা তৎপ্রতি অমনোযোগী হইতেছিল; পক্ষান্তরে,

তাহাদের দাবী দাওয়া পূরণের ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তি কোম্পানির পক্ষেও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। তিব্বতের পথ উন্মুক্ত রাখা ব্যতীত খাস ভুটানে ব্যবসায়বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ছিল না; সুতরাং 'যেন তেন প্রকারেণ' ভুটীয়াগণকে সন্তুষ্ট রাখারও আর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বাণিজ্যনীতিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া ভুটীয়াগণের দীর্ঘকাল-ব্যাপী যে সমস্ত আবদার রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা কোম্পানির দুর্ব্বলতামূলক বলিয়াই যে ভুটীয়ারা বুঝিয়াছিল, তাহাদের পরবর্ত্তী আচরণে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইংরেজজাতির ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রতাপ এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের তাৎকালিক বন্ধুতার মূর্ত্তি ভুটিয়াদের স্মৃতিপট হইতে ক্রমশঃ মুছিয়া গিয়াছিল।(৪৪) ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিঃ ডিগবীর রিপোর্টসূত্রে গবর্ণমেণ্ট মরাঘাটের কতকস্থান কোচবিহাররাজকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারকে ভুটীয়ারা 'কোম্পানির নিকট চাহিলেই পাওয়া যায়' এই নীতির ব্যতিক্রম বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং তাহাতে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত এবং রুষ্ট হইয়াছিল। সেই রোষ এবং বিস্ময়ের ফলে ১৮০৮, ১৮০৯ এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা কোচবিহাররাজ্য বারংবার আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার সীমান্তে অবস্থিত গ্রামগুলিকে লুণ্ঠন এবং নরহত্যার বীভৎস ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিল। পরে কোম্পানির সৈন্যের আগমনে অত্যাচারের সাময়িক বিরাম মাত্র হয়।

ভুটীয়াদের মনোবৃত্তি

ভুটীয়াদের উপদ্রব

এই সময় হইতে ভুটীয়াদের সহিত কোম্পানির সম্পর্ক পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম হয়। অতঃপর সীমালঙ্ঘন এবং লুণ্ঠনাদি ব্যাপার উভয়পক্ষেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইল।(৪৫) ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিঃ টমাস ম্যানিঙ্ নামক এক ইংরেজ পর্য্যটক লক্ষ্মীদুয়ারের পথে ভুটানে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিব্বতগমনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। মিঃ ম্যানিঙ্ ভুটানে কোনও বাধা প্রাপ্ত হন নাই। চিকিৎসাকার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল; তিব্বতসীমান্তে অবস্থিত কতকগুলি চীনসৈন্যের চিকিৎসা করিবার পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাহাদের সেনাপতির সাহায্যে লাসা গমন করিতে এবং তথায় কয়েকমাস বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পিকিনের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

মিঃ ম্যানিঙ্

---

(৪৪) 'All memory of the visits of Bogle and Turner was entirely obliterated.' *Narratives of the Bogle Mission. Introduction, p LXXXIV.*

(৪৫) 'Instead of friendly intercourse, the history of the relations between the British and the Bhutanese has been one of local disputes about frontiers, and raids.' *Narratives of the Bogle Mission, Introduction, p LXXXII.*

অতঃপর কোম্পানির দূত হইয়া যাঁহারা ভুটানে গিয়াছিলেন, তাঁহারা বন্ধুতার আবরণে বাণিজ্যপ্রসারের অভিপ্রায় লইয়া আর গমন করেন নাই, শান্তিস্থাপনের নামে অথবা অর্থনীতির প্রেরণায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ আরব্ধ হইলে যে প্রচুর অর্থব্যয় হইবে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাহা উত্তমরূপে হৃদ্বোধ করিতেন। তাঁহারা ভুটীয়াদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া উপস্থিত গোলযোগের নিষ্পত্তির চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ভুটীয়ারা তাহাতে প্রশ্রয় পাইয়া তাহাদের দাবী এবং অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। এরূপ অবস্থায় মিঃ ম্যানিঙ্ ভুটানে যে কোনও প্রকার বাধা প্রাপ্ত হন নাই, ইহা উপেক্ষার বিষয় ছিল না।

মিঃ স্কট্ যখন সীমাসংক্রান্ত আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন, সেই সময়ে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) তিনি গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারী বাবু কৃষ্ণকান্ত বসুকে উক্ত প্রয়োজনে দূতস্বরূপ ভুটানরাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু সিদ্‌লী অথবা চিরাঙ্ দুয়ারের পথে পুনাখা গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই দৌত্য কোনও ফলপ্রসূ হয় নাই; ভুটীয়ারা তাহাদের দাবী পূরণ করা অথবা 'দেহি দেহি' রবে 'চাওয়া' ব্যতীত ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক কোনও সুযুক্তিসঙ্গত আপোষে উপস্থিত হইতে মোটেই সম্মত ছিল না। তাহারা ভুটান-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রায় ২৫০ মাইল দীর্ঘ ইংরেজ অধিকৃত স্থানের উপরে লুণ্ঠনাদি নানা প্রকারের অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। কোচবিহার-রাজ্যও উল্লিখিত অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত ছিল না। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভুটীয়ারা কোচবিহারের ওয়ালী মহম্মদ নামক একজন বিশিষ্ট প্রজার পরিবারভুক্ত পাঁচ জন পুরুষ এবং চৌদ্দ জন স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া ভুটানে লইয়া গিয়াছিল।

কৃষ্ণকান্ত-মিশন

ভুটীয়া উপদ্রব

এই অত্যাচার নিবারণের অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট কাপ্তান পেম্বারটন্‌কে পুনরায় ভুটানে প্রেরণ করেন (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ)। তিনি দেওয়ানগিরির পথে টংশু হইয়া পুনাখা গমন করিয়াছিলেন, এবং ডাঃ গ্রিফিথ্ ও মিঃ ইসিন ব্ল্যাক্ তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। শান্তিস্থাপন অথবা বিবাদের নিরসন হওয়া দূরে থাকুক, ভুটীয়ারা কাপ্তান পেম্বারটনের সহিত ভদ্রতার বাহ্য আবরণটুকু পর্য্যন্ত রক্ষা করে নাই। গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য দূতগণ ভুটানে যে প্রকার সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পেম্বারটনের ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি অগত্যা বক্সার পথে বঙ্গদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ওয়ারেন হেষ্টিংস যে ভুটীয়াজাতিকে সরল, উদার এবং কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, অর্দ্ধশতাব্দী পরেই তাঁহার স্বজাতিগণের নিকট তাহারা 'বর্ব্বর এবং শিক্ষাদীক্ষালাভের অযোগ্য জাতি' বলিয়া কথিত হইতে লাগিল।(৪৬)

পেম্বারটন্-মিশন

(৪৬) *Memoirs of W. Hastings, Vol. I. p 395; Narratives of the Bogle Mission, Introduction, p LXXXIV.*

কাপ্তান পেম্বারটনের প্রত্যাবর্ত্তনের পরে কোচবিহাররাজ্য এবং কোম্পানির অধিকৃত স্থানগুলি ভুটীয়াদের দ্বারা অনবরত উৎপীড়িত হইতে লাগিল। কোচবিহারের সহিত ভুটানের বিরোধব্যাপারে গবর্ণমেণ্টই মধ্যস্থতা করিয়া আসিতেছিলেন। কোচবিহারের উত্তরসীমায় ভুটানদুয়ারের প্রায় ৫০।৬০ মাইল স্থান সংযুক্ত ছিল, এবং রাজা তাহার রক্ষার্থ কয়েকটী থানা স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্দ্বারা কার্য্যতঃ বিশেষ কোনও উপকার পাওয়া যাইত না, উল্লিখিত সুদীর্ঘ স্থানের কোনও না কোনও অংশে অত্যাচার উপদ্রব প্রায় লাগিয়াই থাকিত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ভুটীয়ারা ক্ষেতির নিকটবর্ত্তী টেঙ্গনমারীর শাকালু প্রধানের বাটী আক্রমণ এবং তাঁহার বহু সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ইহা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করা হইয়াছিল, এবং দার্জ্জিলিঙের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্যাম্বেল গবর্ণমেণ্টের নিকট তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিয়াছিলেন।

বারংবার ভুটীয়া উৎপীড়ন

এই প্রকারে ভুটীয়ারা কোচবিহার এবং বৈকুণ্ঠপুরের বহু স্থান ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লইতে লাগিল। ভুটিয়ারা স্বকীয় অধিকারের সীমা স্বেচ্ছায় নির্ণয় করিত এবং সেই সমস্ত স্থানের উৎপন্ন শস্যাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিত।(৪৭) ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ক্ষেতীর নিকটে পুনরায় তাহারা কোচবিহার-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে। আসাম দুয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানে অত্যাচার এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট অগত্যা সমগ্র অঞ্চল অধিকার করাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড সমস্ত আসামদুয়ার বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া দেবরাজকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ বার্ষিক দশ সহস্র টাকা দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। এই প্রকারে ক্ষতিপূরণদানের অঙ্গীকারে গবর্ণমেণ্ট আমবাড়ী-ফালাকাটাও গ্রহণ করেন (১৮৪২ খৃষ্টাব্দ)। এতদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের স্বকীয় অধিকারের কিয়দংশ নিরাপদ্ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কোচবিহাররাজ্য 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রহিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত ব্যবস্থায় গবর্ণমেণ্টও কোন স্থায়িফল প্রাপ্ত হন নাই।

দুইটী স্থান অধিকার

(৪৭) 'The conduct of the Bhutias, in forcibly carrying off the grain from this land, and in putting up marks to define it as belonging to them, cannot, now that their claims have been examined, be considered otherwise than as a deliberate encroachment on our frontier, and as a fresh instance of the mode by which they acquired a great deal of territory from Cooch Behar and Bykuntapore in former days, when this part of our frontier was so much neglected by us." *Mr. Campbell's letter of the 6th March, 1845 to the Govt. of Bengal. Cooch Behar Select Records, Vol. II. p 117.*

মিঃ বগল, ভুটান গমনকালে, কোচবিহার নগরের প্রায় নয় ক্রোশ উত্তরের একটী নদী কোচবিহার ও ভুটান-রাজ্যের সীমা ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (*Narratives of the Bogle Mission, pp 14-15*), কিন্তু বর্ত্তমান উত্তর সীমা রাজধানী হইতে ছয় ক্রোশের অধিক দূরে নহে। মিঃ ডিগবীর সময়ে 'ঢোপগুড়ী' রাজ্যের সীমায় অবস্থিত ছিল (*Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 210*), বর্ত্তমানে ঐ স্থান সীমারেখা হইতে কয়েক মাইল দূরে দুয়ারের অন্তর্গত রহিয়াছে।

প্রজার ধনপ্রাণ নিরাপদ করিতে গিয়া গবর্ণমেণ্ট ভুটীয়াদের নিকট হইতে কেবল অবিচার এবং অপমান প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।(৪৮) উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তপ্রদেশের এজেণ্ট মেজর

দুয়ার অধিকারের প্রস্তাব

জেন্‌কিন্স, বাঙ্গালার সমস্ত দুয়ারগুলি অবিলম্বে অধিকারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাল্‌হৌসী আমবাড়ী-ফালাকাটা এবং জলপেশ স্থায়িভাবে অধিকার করাই সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু, সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তদনুসারে কোনও কার্য্য হয় নাই। এ দিকে অত্যাচারের নিবৃত্তি ছিল না; ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভুটীয়ারা ক্ষেতির নিকটবর্ত্তী স্থানের শাকালু প্রধান এবং অন্যান্যের বাটী বারংবার আক্রমণপূর্ব্বক একবিংশতি সহস্র টাকার

অত্যাচার ও অপহরণ

সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং কয়েকজনকে বন্দী করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভুটীয়ারা কোচবিহারের আরও পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে, ময়নাগুড়ীর 'কাটমা' উক্ত কার্য্যের প্রধান নায়ক ছিলেন।(৪৯) ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের ফৌজদারী আহেলকারের (ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেটের) প্রস্তুত ভুটীয়াদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচারের যে তালিকা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে দুই বৎসরের মধ্যে তেত্রিশটি ঘটনায় চল্লিশ জন লোক বন্দীকৃত এবং নানা প্রকারের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ লিখিত ছিল।

সিপাহীবিদ্রোহের অবসান হইলে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তপ্রদেশের এজেণ্ট 'দুয়ার'গুলি অধিকারে আনয়নের জন্য গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সেই

---

(৪৮) Mr. Campbell's report ;—'The whole history of our connection with Bhutan is a continuous record of injuries to our subjects all along the frontier of 250 miles, of denials of justice, and of acts of insult to our Government.' *Narratives of the Bogle Mission, Introduction, p C.*

(৪৯) *Bhutan and Story of the Dooar War, p 402.*

হরগোবিন্দ নামক এক ব্যক্তি দেবরাজের অধীনতায় ময়নাগুড়ীর 'কাটমা' অর্থাৎ 'স্থানীয় কর্ম্মচারী' ছিলেন। 'কাটমা'রা (দেবু), 'জংপেন' অথবা 'সুবা'র অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন। জংপেনের উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে 'পেনলো' বলিত এবং সমগ্র ভুটানরাজ্য তিন জন 'পেনলো'র (শাসনকর্ত্তার) দ্বারা শাসিত হইত; যথা—পূর্ব্বে 'টংও পেনলো', মধ্যে 'দাকা পেনলো' এবং পশ্চিমে 'পারো পেনলো'। 'টংও', 'দাকা' এবং 'পারো' তিনটি পৃথক্ পৃথক্ স্থানের নাম মাত্র। পেনলোগণের উপরে মন্ত্রিসমাজের এবং দেবরাজের প্রভুত্ব ছিল। হরগোবিন্দ 'কাটমা' হরিদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি দেবরাজের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া গোর্খা ও হিন্দুস্থানী সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং কোম্পানির অধিকার হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া ভুটিয়াদের উপরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকৃত ময়নাগুড়ি বিভাগ কোম্পানির অধীন করিতে এবং তজ্জন্য তিনি কোম্পানিকে বার্ষিক পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ তখন সম্মত হন নাই (১৮০০ খৃষ্টাব্দ)। হরগোবিন্দ পরে দেবরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

Bhutan and Story of the Dooar War, pp 16, 389.

সময়ে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী রাজা ছিলেন; ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুটীয়াদের দ্বারা লুণ্ঠিত যে সমস্ত বস্তুর তালিকা গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সতেরটি হাতীরও উল্লেখ ছিল। উক্ত বৎসরে ভুটীয়ারা ময়নাগুড়ির নিকট হইতে কোচবিহাররাজের চারি জন মাহুতকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ছাট ভলকা ও দেউতীখাতা তালুক হইতে ভুটীয়ারা বহু সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং রতিবর মণ্ডল ও অন্যান্য ছয় জন কোচবিহারের প্রজাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়; স্থানীয় প্রহরীরা ভুটীয়াদিগকে বাধাদানে সমর্থ হয় নাই। প্রায় উল্লিখিত সময়েই ভুটীয়ারা রামদুলাল বসুনীয়া নামক কোচবিহারের এক বিশিষ্ট প্রজাকে ধৃত করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। ইহার পরে প্রায় একই সময়ে ভুটীয়ারা মধুরভাষা এবং পুণ্ডীবাড়ী গ্রাম আক্রমণ করে; উভয় স্থানেই বহু সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং উহারা পুণ্ডীবাড়ীর প্রহরিদলের মধ্যে কয়েকজনকে আহত করে ও এক জনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

প্রজাপুঞ্জের উল্লিখিতরূপ দুরবস্থাদর্শনে মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ অগত্যা সুবাদার বিশ্বেশ্বরনাথ সিংহ এবং জমাদাব ভবানীপ্রসাদ সিংহের অধীনতায় ৫০ জন সিপাহীকে ভুটীয়াদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজসৈন্য 'মাদারী' নামক স্থানে ভুটীয়াগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত এবং তাহাদের মধ্যে দুই জনকে বন্দী করিলে অবশিষ্ট শত্রুসৈন্য পলায়ন করে; উক্ত ঘটনার পরে দেবরাজ এবং ধর্ম্মরাজ উভয়ে কোচবিহাররাজের নিকট বন্ধুতাজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও স্থায়ি-ফললাভ হয় নাই। বন্দীর সংখ্যা ক্রমশঃই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুনাখা গমনকালে 'পারো'র নিকট পেমথঙ্ নামক স্থানে দৃষ্ট কতকগুলি বাঙ্গালী বন্দীকে মিঃ ইডেন কোচবিহারবাসী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে ভুটানে কোম্পানির, সিকিমের এবং কোচবিহারের এলাকা হইতে গৃহীত বন্দীর সংখ্যা তিন শতেরও অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ভুটীয়ারা উপযুক্ত নিষ্ক্রয় প্রাপ্ত হইলে বন্দিগণকে মুক্ত করিত এবং উক্ত কারণে ধনাঢ্য ও সম্মানার্হ ব্যক্তিগণকেই বন্দী করার জন্য তাহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভুটীয়ারা পুনরায় কোচবিহাররাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক লুণ্ঠন করে এবং রাজা সন্ধিসূত্রে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হন। গবর্ণমেণ্ট হইতে দুই দল সৈন্যপ্রেরণের আদেশ হইয়াছিল; কিন্তু বর্ষাকালে তাহাদের আগমনের প্রয়োজন না থাকায়, সৈন্যপ্রেরণ অনাবশ্যক বলিয়া রাজা গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

কোচবিহাররাজের প্রত্যাক্রমণ

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আবার সেই মামুলী প্রথা অবলম্বিত হইল;—অর্থাৎ মিঃ ইডেন গবর্ণমেণ্টের দূত হইয়া ভুটানে যাত্রা করিলেন এবং সিকিমের চিবু লামা, কাপ্তান অস্টীন্, কাপ্তান লেম্বু, ডাঃ সিমসন্ এবং মিঃ পাওয়ার তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। মিঃ ইডেন দার্জ্জিলিঙ্ হইতে ডালিম্‌কোট এবং পারোর পথে পুনাখা গমন করেন। এ বারে ভুটীয়ারা তাঁহার গমনের প্রারম্ভ হইতেই বাধাপ্রদান

ইডেন-মিশন

করিয়াছিল। মিঃ ইডেনের এই যাত্রার ফল বিপরীত হইল, অর্থাৎ ভুটীয়ারা 'সমগ্র আসাম-দুয়ার তাহাদের রাজ্য' বলিয়া তাহা প্রত্যর্পণের দাবী করিল। মিঃ ইডেন তাহাদের উক্ত প্রস্তাবে অসম্মত হইলে ভুটীয়ারা তাঁহার রসদ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ত্যাগপত্র লিখাইয়া লইল এবং নানাবিধ অভদ্রভাবে তাঁহাকে অবমানিত করিল। অতঃপর মিঃ ইডেন অতিকষ্টে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কোনও প্রকারে ভুটান পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

দুয়ার অধিকারের ঘোষণা

মিঃ ইডেন প্রত্যাবৃত্ত হইলে আর গত্যন্তর রহিল না। 'সমগ্র ভুটান দুয়ার স্থায়িভাবে অধিকৃত হইল' বলিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা প্রচার করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। ভুটানের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া দোভাষী চিবু লামার উপরে সমস্ত দোষারোপপূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং মিঃ ইডেনের উপর বলপ্রয়োগের ও তাঁহাকে অসম্মান করার যাবতীয় বৃত্তান্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন।(৫০)

দুয়ার অধিকার

আসাম এবং বাঙ্গলার সমস্ত দুয়ার অধিকারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রায় দশ সহস্র সৈন্যের সংগ্রহ এবং সমাবেশ করিতে হইয়াছিল এবং সমস্ত সৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-দিকের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি জেনারেল মল্‌কাষ্টারের অধীনতায় গৌহাটী ও গোয়ালপাড়ার সৈন্য এবং পশ্চিম-দিকের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি জেনারেল ডানস্‌কোর্ডের নেতৃত্বে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের সৈন্য পরিচালিত হইয়াছিল। যুগপৎ চারি স্থান হইতে ভুটানদেশ আক্রমণের আয়োজন হইয়াছিল। গৌহাটীর সৈন্য দেওয়ানগিরি, গোয়ালপাড়ার সৈন্য বিষেণসিংহ, কোচবিহারের সৈন্য বক্সা এবং বালা এবং জলপাইগুড়ির সৈন্য চামুর্চী এবং ডালিম্‌কোট আক্রমণ করিয়াছিল।

---

(৫০) *Bhutan and Story of the Dooar War, p 157.*

ইডেন-মিশনে চিবু লামা দোভাষী ছিলেন। 'তিনি কোন্ পক্ষকে কি বুঝাইয়াছেন, ভুটীয়ারা তাহা হৃদবোধ করিতে পারে নাই' উল্লিখিত পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিল। চিবু লামা দোভাষীর কার্য্যের অযোগ্য অথবা তিনি অসরল প্রকৃতির লোক ছিলেন কি না, তাহার আলোচনা অনাবশ্যক; কিন্তু, টংশু পেনলো প্রকাশ্য দরবারে মিঃ ইডেনের মুখে ভিজা ময়দা মাখাইয়া দিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিলেন, এক অংপেন ডাঃ সিমসনের মুখে চর্ব্বিত পান নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং সন্ধিপত্রে বলপূর্ব্বক মিঃ ইডেনের স্বাক্ষর করাইয়া লওয়া হইয়াছিল; এই সমস্ত ঘটনা হৃদবোধ করিতে দোভাষীর আবশ্যকতা ছিল না। ভুটীয়াদের উল্লিখিত অপলাপবাক্যে নূতনত্ব ছিল না। ভুটিয়াদের বিবিধ উৎপীড়নের জন্য বাধ্য হইয়া কোচবিহাররাজ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ ২৬৭ রাজশকে (১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে) কোচবিহাররাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে রাজাকে অন্যায়রূপে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া কষ্ট দেওয়ার কথা লিখিত ছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ বগলকেও তাঁহারা ঐ প্রকারের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সীমাসংক্রান্ত বিবাদ আরম্ভ হইলে (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁহারা কোম্পানির নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল যে, প্রজাগণের বিবাদকে উপলক্ষ করিয়া

জলপাইগুড়ির সৈন্যদল ময়নাগুড়ী এবং দোমোহানী অধিকারপূর্ব্বক ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিনাযুদ্ধে ডালিম্‌কোট এবং ধামসঙ্ অধিকার করে। কোচবিহারের কমিশনর কর্ণেল হটন এই সৈন্যদলের পলিটিকাল অফিসার ছিলেন। ধর্ম্মরাজা এই সময়ে সিকিমের চিবু লামা এবং মিঃ ইডেনের প্রতি দোষারোপ করিয়া সিকিমরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন এবং স্বরাজ্য-রক্ষার নিমিত্ত ইংরেজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সকলকে সাধারণ আদেশ প্রদান করেন। ইহার পরে ইংরেজসৈন্য নামমাত্র যুদ্ধে চামুরচী অধিকার করে। ইংরেজসৈন্যাধ্যক্ষ ঐ স্থানে দেবরাজের এক পত্র প্রাপ্ত হন, তাহাতে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান এবং ভয় প্রদর্শন উভয়ই ছিল।(৫১)

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর কর্ণেল ওয়াট্‌সনের অধীনতায় একদল সৈন্য কোচবিহার হইতে গিয়া চেকাখাতা অধিকার করে এবং তথা হইতে ৭ই ডিসেম্বর বক্সা আক্রমণ ও অধিকার করে। লেপ্টেনান্ট্ হেদায়েৎ আলীর অধীনতায় কোচবিহাররাজের ৭০০ পদাতি, ৩৫ অশ্বারোহী এবং ২টী ছয় পাউণ্ডের কামান ছিল।(৫২) লেপ্টেনান্ট্ আলী কর্ণেল ওয়াট্‌সনের সহিত প্রথমতঃ চেকাখাতায় ও পরে আলীপুরে ছাউনী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সৈন্যদল বিশেষ প্রশংসার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। বক্সা অধিকারকালে কোচবিহাররাজের একজন সৈনিক বিশেষ শৌর্য্য প্রদর্শন করার জন্য গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। কর্ণেল ওয়াট্‌সন বক্সা রক্ষার

নাজীর কোম্পানীর অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন (*Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 2*)। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভুটীয়াকর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানির দরবারে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে, কোচবিহাররাজ দেবরাজের সহিত বিবাদ করিয়া কোম্পানির সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন (*Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 17*)।

(৫১) *Bhutan and Story of the Dooar War, p 182.*

উক্ত পত্রে লিখিত ছিল যে, ইংরেজরা যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইলে ভয়ঙ্কর দ্বাদশ দেবতার সসৈন্যে আবির্ভাব হইবে এবং তাহাদের সপ্ত সহস্র চামুরচীতে, পঞ্চ সহস্র ডোরমায়, নব সহস্র বক্সায় এবং এক লক্ষ দুই সহস্র ডালিম্‌কোটে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইত্যাদি।

(৫২) লেপ্টেনান্ট্ হেদায়েৎ আলীর নামানুসারে দুয়ারে (বর্ত্তমান সবডিভিজন) 'আলীপুর' নগরের নাম করণ হইয়াছে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোচবিহাররাজের সৈন্যের অবস্থা কোম্পানির সৈন্যের তুলনায় নিকৃষ্টতর ছিল। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর সেই সময়ে (১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে) নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কমিশনর কর্ণেল হটন রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। ভুটানযুদ্ধের আয়োজন উপস্থিত হইলে কর্ণেল হটন রাজসেনাপতি (রূপান সিংহের বংশধর) বিশ্বেশ্বরনাথ সিংহের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টসৈন্যদলের লেপ্টেনান্ট্ হেদায়েৎআলীকে পাঁচ শত টাকা বেতনে কোচবিহারসৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে রাজার সৈন্যদল উপযুক্ত সৈন্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ভুটানযুদ্ধের কৃতকার্য্যতার জন্য তাহাদের ১৩৮ জন মেডাল প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেনান্ট্ গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল্ উক্ত সৈন্যদল পরিদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

জন্য কোচবিহাররাজের এক শত সৈনিককে তথায় স্থাপন করিয়া সন্তরাবাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং ইহার পরে তিনি বালা দুয়ার অধিকার করেন।

বক্সা এবং চামুরচী অধিকারের প্রায় সমকালে জেনারেল মলকাষ্টার গৌহাটী হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যদলও নামমাত্র যুদ্ধে দেওয়ানগিরি অধিকার করিয়াছিল।(৫৩) কর্নেল রিচার্ডসন গোয়ালপাড়া হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। 'বিষেণসিংহ' দুর্গ সিদলি হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত এবং তাহার পথ অত্যন্ত দুর্গম ও স্থান অস্বাস্থ্যকর ছিল। জেনারেল মল্‌কাষ্টার 'বিষেণসিংহ' অধিকারের জন্য কর্নেল রিচার্ডসনের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত 'বিষেণসিংহ' দুর্গ অধিকার করেন এবং তথায় কিছু সৈন্য স্থাপনপুর্ব্বক সিদলীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। এইরূপে প্রায় বিনাযুদ্ধে সমগ্র ভুটানদুয়ার গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছিল।

পরন্তু, পরিণামে গবর্ণমেণ্ট বিনাযুদ্ধে ভুটান অভিযানের ফলভোগ করিতে পারেন নাই। অল্প দিবস অতীত হইতে না হইতেই শ্রুত হইল যে, দেওয়ানগিরি হইতে চামুরচী পর্য্যন্ত সমস্ত দুয়ারগুলির পুনরধিকারের জন্য ভুটীয়ারা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ উক্ত সংবাদে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই; কিন্তু, পরে যখন সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল, ঠিক সেই সময়েই (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী) টংগু পেনলো স্বয়ং দেওয়ানগিরি আক্রমণ করিলেন। কয়েকদিবস যুদ্ধের পরে ইংরেজসৈন্য পরাজিত হইয়া দেওয়ানগিরি হইতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। সমতলভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশায় পতিত হয় এবং তাহারা সেই অবস্থায় কয়েকটী কামান পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হওয়ায় টংগু পেনলো সেগুলিকে হস্তগত করেন। উক্ত যুদ্ধে টংগু পেনলো বিশেষ শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পাঁচ হাজার ভুটীয়াসৈন্য উক্ত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দক্ষিণ তিব্বতের অন্তর্গত 'খাম্বা'র অধিবাসী ছিল। ইংরেজপক্ষের কতকগুলি সৈনিক বন্দী হইয়াছিল। অনেক সময় ভুটীয়াদলপতিগণ ইংরেজসেনাপতিগণের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভুটীয়ারাই অধিকতর পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ভুটীয়ারা দেওয়ানগিরি পুনরধিকার করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; তাহারা বিষেণসিংহ, বক্সা, বালা এবং চামুরচীর উদ্ধারের জন্য প্রায় একই সময়ে ইংরেজসৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়াছিল। উক্ত সময়ে সমগ্র দুয়ারে ইংরেজপক্ষের ১৩০০ গোরা, ২০০০ দেশীয় পদাতি এবং ১৬০ জন মাত্র

ভুটীয়াদের প্রত্যাক্রমণ

(৫৩) সেই সময়ে চামুরচীর এক মঠ ধর্ম্মবিষয়ক হস্তলিখিত পুঁথির দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। দেওয়ানগিরির এক মঠেও ভুটীয়াদের বহুসহস্র হস্তলিপি পুঁথি ছিল, এবং তথাকার জংপেনের বাটীতেও তিব্বতীয় ভাষার কতকগুলি পুঁথি ছিল। *Bhutan and Story of the Dooar War, pp 180, 190.*

গোলন্দাজ সৈন্য ছিল। তাহাদিগকে সাহায্যপ্রদানের জন্য মিরাট, লক্ষ্ণৌ, কলিকাতা ও দম্‌দমা হইতে অগৌণে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব সেনাপতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সাহায্যকারী সৈন্যদল মার্চ্চ মাসে দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জেনারেল টাইট্‌লারের অধীন সৈন্যদল বালা, চামুরচী ও বক্সা পুনরধিকৃত করে। জেনারেল টুম্‌স্ দেওয়ানগিরি পুনরধিকৃত এবং 'বিষেণসিংহ' দুর্গ বিধ্বস্ত করেন।

দুয়ার পুনরধিকার

অধিকার অব্যাহত রাখার জন্য তেজপুর, কুমারীকাটা, রঙ্গীয়া, গৌহাটী, দাতমা, বক্সা, বালা, পাতলাখাওয়া, চামুরচী, ডালিম্‌কোট, জল্পেশ এবং দার্জ্জিলিঙে সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল। পরে চামুরচী হইতে ইংরেজসৈন্য স্থানান্তরিত এবং কোচবিহাররাজের সৈন্যের উপরে তাহার রক্ষার ভার অর্পিত হয়। বর্ষা অতিবাহিত হইলে ইংরেজসৈন্য পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়; তাহাদের সপ্ত সহস্রের অধিক সৈন্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পুনাখা এবং টংশু আক্রমণে উদ্যত হইলে দেবরাজ সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন। সন্ধির অঙ্গীকারানুসারে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর) গবর্ণমেণ্ট সমগ্র দুয়ার স্থায়িভাবে অধিকার করেন এবং তাঁহারা ক্ষতিপূরণস্বরূপ বার্ষিক পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা দেবরাজকে প্রদান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন। অতঃপর ভুটীয়াপক্ষে কোনও অন্যায়াচরণ পরিদৃষ্ট না হইলে, উক্ত মুদ্রার পরিমাণ দ্বিগুণিত করা হইবে, ইহাও অবধারিত হয়।

সন্ধিস্থাপন

বাঙ্গলা এবং আসামের সমস্ত দুয়ার গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে পর্ব্বতের দক্ষিণে ভুটীয়াদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভুটীয়াদিগের দ্বারা কোচবিহাররাজ্য আক্রান্ত এবং অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে উক্ত রাজ্যের আয়তন ৩,২০০ বর্গ মাইলেরও অধিক ছিল। যুদ্ধের ব্যয় এবং রাজস্বের অর্দ্ধেক বর্ষে বর্ষে কোম্পানিকে প্রদান করিয়া এবং স্বাধীনতার বিনিময়ে যে টুকুর উদ্ধার হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ ১,৩১৭ বর্গমাইল মাত্র হইয়াছিল। অবশিষ্ট কিয়দংশ ভূমির প্রভুত্ব কোম্পানি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ ভূমি তাঁহাদের বিচারের ফলে ভুটানরাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোচবিহাররাজ্যের আয়তন

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে চেকাখাতা অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে ভুটানরাষ্ট্রের অন্তর্গত করা হয় নাই; দেবরাজকে কেবল 'অধিকার (possession) করিতে' দেওয়া হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত অঞ্চলের উপরে কোম্পানির সাক্ষাৎ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে কোচবিহাররাজের পূর্ব্ব অধিকার এবং দাবীদাওয়া সম্পর্কে কোনও বিবেচনা করা হইয়াছিল কি না, এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার পক্ষে কেহ কোনও দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই। ১৮৬৪।৬৫ খৃষ্টাব্দের

যুদ্ধে রাজার সাহায্য

যুদ্ধে কোচবিহাররাজের সৈন্যদল গবর্ণমেণ্টকে অনেক সাহায্য করিয়াছিল, এবং তাহাতে রাজার বার্ষিক অন্যূন দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।(৫৪) উল্লিখিত সাহায্যপ্রদানের জন্য রাজার সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সৈনিক পর্য্যন্ত অনেকেই গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন, (৫৫) কিন্তু রাজা বা তাঁহার রাজ্য পুরস্কারের কোনও অংশ প্রাপ্ত হন নাই। ভুটান দুয়ার গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় কোচবিহাররাজ্য ভুটীয়াদের উপদ্রব হইতে চিরকালের জন্য রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু, এই প্রকারের উপদ্রব নিবারণের ভার কোম্পানির গবর্ণমেণ্ট সন্ধিসূত্রে পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

(৫৪) '* * * When the cost of accoutrements, Marching Batta and compensation for dearness of provisions and the pay of the men is taken into the consideration, it will be proved, that, this army costs the State not less than 1½ lakhs a year or half of the income of the State. * * * but he (Captain Ally) has not resided in Cooch Behar for a month together since December 1864 and I confess that I do not see that either he or his army has done any good to this State.' *Annual Administration Report, of the Cooch Behar State, 1864, written by Mr. H. Beveridge, Offg. Deputy Commissioner of the State.*

'The Cooch Behar troops did good service in the Bhutan Campaign and Captain Hedayat Ally their Commandant has obtained the thanks of Government and the title of Khan Bahadoor for his exertions, but they were a heavy burden on the State.' *Annual Administration Report of the Cooch Behar State, 1865.*

(৫৫) কাপ্তান হেদায়েৎ আলীর হস্তে 'ভুটান দুয়ারের' শাসনসংরক্ষণের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল এবং তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে দুয়ারের অন্তর্গত ময়রাঘাট ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে ৪১,৭৫৪ একার ভূমি ৩০ বৎসর ম্যাদে অর্দ্ধরাজস্ব প্রদানের সর্ত্তে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থলবর্ত্তিগণ ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৮,৪৯৫ একারভূমি ২০ বৎসর ম্যাদে এবং তিনচতুর্থাংশ রাজস্ব (৭,৮৯৭ টাকা) প্রদানের সর্ত্তে অধিকার করিতেছেন। কাপ্তান হেদায়েৎ আলী দানাপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে ক্রমশঃ কর্নেলের শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কোচবিহার-সন্ধি

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে বিশ্বসিংহবংশের স্বাধীনতা পুনরায় সঙ্কুচিত হয়। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহাররাজ্যের উপর মোগলপ্রভুত্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু মহারাজ মোদনারায়ণ স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নামে নাজীরদেউ খগেন্দ্রনারায়ণ কোম্পানির বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সম্মানহানিকর সন্ধিস্থাপনের জন্য খগেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সেই তিরস্কার বিশ্বসিংহবংশের উপযুক্ত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু, বিশ্বসিংহের সিংহাসনরক্ষার নিমিত্ত কোম্পানির আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত তৎকালে আর গত্যন্তর ছিল না, সুতরাং খগেন্দ্রনারায়ণ স্বকীয় ক্ষমতায় উক্ত সন্ধিস্থাপন করিয়া যে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্য

নাজীরদেউ খগেন্দ্রনারায়ণ যে সময়ে কোম্পানির সহিত উল্লিখিত সন্ধির সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সে সময়ে ধরেন্দ্রনারায়ণের পিতা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটানে বন্দী ছিলেন। উক্ত কারণে ভুটীয়াদের স্থাপিত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সাধারণের নিকট সেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি প্রাপ্ত হন নাই। যাঁহারা ধরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে স্থায়িরাজা মনে করিতেন না। মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ভুটান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী এবং খাসনবিস কাশীনাথ লাহিড়ী তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

দুইজন রাজার অবস্থা

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামী এবং খাসনবিস কাশীনাথ লাহিড়ী ভুটীয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস করার জন্য ভুটানে অবরুদ্ধ মহারাজের পুত্র কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিতে নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।(১) ভুটীয়ারা তাহাদের মনোনীত অন্য কাহাকেও পুনরায় রাজা করার উদ্যোগ না করিলে ধরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করার আবশ্যক হইত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। যাঁহার নামেই সন্ধি স্থাপিত হউক না কেন, কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকেই রাজা এবং ধরেন্দ্রনারায়ণকে

---

(১) রাজোপাখ্যান, নবখণ্ড, সপ্তদশ অধ্যায়।

কেবল তাঁহার স্থলবর্ত্তী মাত্র বলিয়া মনে করিতেন।(২) ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ভুটীয়াসন্ধির তৃতীয় ধারাতেও তাঁহাদের সেইরূপ মনোভাব ব্যক্ত রহিয়াছে।

সন্ধিপত্র (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ)

'Dharendranarayan, Raja of Cooch Behar, having represented to the Honourable the President and Council of Calcutta the present distressed state of the country, owing to its being harassed by the neighbouring independent Rajas, who are in league to depose him, the Honourable the President and Council, from a love of justice and desire of assisting the distressed, have agreed to send a force, consisting of four companies of Sepoys, and a field-piece for the protection of the said Raja and his country against his enemies, and the following conditions are mutually agreed on :—

'*1st.*—That the said Raja will immediately pay into the hands of the Collector of Rungpore Rs. 50,000 to defray the expenses of the force sent to assist him.

'*2nd.*—That if more than Rs. 50,000 are expended, the Raja make it good to the Honourable the English East India Company, but in case any part of it remains unexpended that it be delivered back.

'*3rd.*—That the Raja will acknowledge subjection to the English East India Company upon his country being cleared of his enemies, and will allow the Cooch Behar country to be annexed to the Province of Bengal.

'*4th.*—That the Raja further agrees to make over to the English East India Company one-half of the annual revenues of Cooch Behar for ever.

'*5th.*—That the other moiety shall remain to the Raja and his heirs for ever, provided he is firm in his allegiance to the Honourable United East India Company.

'*6th.*—That in order to ascertain the value of the Cooch Behar country, the Raja will deliver a fair hastabud of his district into the hands of such person as the Honourable the President and Council of Calcutta shall think proper to depute for that purpose, upon which valuation the annual Malguzari, which the Raja is to pay, shall be established.

'*7th.*—That the amount of Malguzari settled by such person of the Honourable the East India Company shall depute, shall be perpetual.

(২) '* * * During which time Dharendra Narayan, his (Dhairjendra Narayan's) eldest son, officiated.' ১১৯০ সনের ২৫শে মাঘের লিখিত কোম্পানির কাগজের মন্তব্য।

'*8th.*—That the Honourable English East India Company shall always assist the said Raja with a force when he has occasion for it for the defence of the country, the Raja bearing the expense.

'*9th.*—That this treaty shall remain in force for the space of two years, or till such time as advices may be received trom the Court of Directors, empowering the President and Council to ratify the same for ever.

'This treaty signed, sealed, and concluded, by the Honourable the President and Council at Fort William, the fifth day of April, 1773, on the one part, and by Dharendranarayan, Raja of Cooch Behar, at Behyar Fort, the 6th Magh, 1179, Bengal style, on the other part.'

বঙ্গানুবাদ

কোচবিহাররাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করণেচ্ছু ঐক্যবদ্ধ সন্নিহিত স্বাধীন রাজগণের উৎপীড়নে, রাজ্যের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কলিকাতাস্থ মাননীয় কাউন্সিল এবং তাহার সভাপতির নিকট জ্ঞাপন করিলে, মহামান্য সভাপতি এবং কাউন্সিলের সদস্যগণ ন্যায়প্রিয়তা ও বিপদ্‌গ্রস্তজনের হিতেচ্ছা বশতঃ, চারিদল সিপাহী এবং একটী কামান রাজা ও তাঁহার রাজ্যকে রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষে নিম্নলিখিত সর্ত্ত ধার্য্য হইল;—

১। রাজার সাহায্যার্থ যে সৈন্যদল প্রেরিত হইবে তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য তিনি রঙ্গপুরের কালেক্টরের হস্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা অগৌণে প্রদান করিবেন।

২। পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় প্রয়োজন হইলে, রাজা ইংলণ্ডীয় মহামান্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে তাহা প্রদান করিবেন এবং যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে কার্য্যসিদ্ধি ঘটে, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত টাকা তিনি ফেরত পাইবেন।

৩। রাজ্য শত্রুমুক্ত হইলে রাজা ইংলণ্ডীয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করিবেন এবং কোচবিহাররাজ্য বঙ্গদেশের সহিত সংযোজিত হইতে দিবেন।

৪। রাজা, অধিকন্তু, কোচবিহাররাজ্যের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ ইংলণ্ডীয় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চিরকাল প্রদান করিতে সম্মত হইলেন।

৫। মাননীয় যুক্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিলে, অপরার্দ্ধ চিরকাল রাজা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের থাকিবে।

৬। মহামান্য সভাপতি এবং কলিকাতাস্থ কাউন্সিল যে ব্যক্তিকে তদ্বিষয়ে উপযুক্ত মনে করিয়া প্রেরণ করিবেন, রাজা কোচবিহাররাজ্যের রাজস্ব অবধারণের জন্য একটী 'হস্তবুদ' (রাজস্বনিরূপক হিসাব) তাঁহাকেই প্রদান করিবেন। রাজার দেয় মালগুজারী তদ্দ্বারাই অবধারিত হইবে।

৭। মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্ধারিত মালগুজারী চিরস্থায়ী হইবে।

৮। মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ্যরক্ষার জন্য রাজার আবশ্যক মত সৈন্যদ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিবেন ; কিন্তু তাহার ব্যয় রাজাকে বহন করিতে হইবে।

৯। এই সন্ধি দুই বৎসর কাল, অথবা কাউন্সিল এবং তাহার সভাপতি কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরগণের নিকট হইতে ইহা স্থায়ী বলিয়া স্বীকার করিবার ক্ষমতা না পাওয়া পর্য্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পঞ্চম দিবসে ফোর্ট উইলিয়মে এক পক্ষে মহামান্য কাউন্সিল ও তাহার সভাপতিকর্ত্তৃক এবং অপর পক্ষে বিহারদুর্গে বঙ্গাব্দ ১১৭৯ সনের মাঘ মাসের ষষ্ঠ দিবসে কোচবিহারের রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণকর্ত্তৃক এই সন্ধি স্বাক্ষরিত, মোহরাঙ্কিত এবং সম্পাদিত হইল।

মূল সন্ধির ভাষা যে কি ছিল, তাহা প্রকাশ নাই। বঙ্গভাষা অথবা তাৎকালিক প্রচলিত রাজভাষায় (ফারসীতে) ইহা লিখিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়। কোচবিহাররাজসভার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে সন্ধিপত্রের পাঁচখণ্ড জীর্ণপ্রায় বাঙ্গলা নকল রক্ষিত আছে। ভারত সরকার ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়া তাহার দুই খণ্ড প্রতিলিপি (নকলের নকল) গ্রহণ করিয়াছেন। রক্ষিত নকলের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'নকল বমজিব নকল ১২২০।২৫ মাঘ

'৭ শ্রীশ্রীরাম

'রাজা ধরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের কলিকাতাতে কঙচলি সাহেব ও বড় সাহেবকে দরখাস্ত করিলেন তাহার মলুকের খারাব আহওাল জে তাহার মলুকের সন্নিদ্ধ অন্য রাজা সকল তাহার মলুকে চড়াই করিয়া লুট তরাজ করে এবং সকলে একজোগ হইয়া তাহার মলুক হাত করে বড় সাহেব ও কঙচলি সাহেব লোক খুভার ইনসাফ নিমিত্তে আর সহকারি নিমিত্তে গরিবলোকের এঁহারা চারি কুম্পানি সিপাহি আর এক ময়দানি কামান রাজার এবং তাহার মলুকের হেফাজতি নিমিত্তে এবং তাহার বিপক্ষ লোকের দমন কারণ পাঠাইলেন এই সকল দফা বিমৌজিব তপসীল অএশ(৩) কওল করার উভয়তো রাজি পূর্ব্বক হইল।

'১ দফা—

রাজা দিবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা রঙ্গপুরের তহসীলদারকে ফৌজের খরচ কারণ জে ফৌজ গীয়াছে তাহার হেফাজাতি কারণ

(৩) 'অএশ' শব্দটি 'অয়েল' ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 'অজেল' আরবীভাষার শব্দ, উহার অর্থ 'পরবর্ত্তী'।

'২ দফা—

যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হইতে জ্যাদা খরচ হয় তবে সে টাকা রাজা দিবেন কুম্পানিতে জদি পঞ্চাশ হাজার অন্দরে ফৌজের খরচ দিয়া জে কিছু উদ্বর্ত্ত হয় তাহা রাজা ফিরিয়া পাবেন।

'৩ দফা— রাজ্ঞা করার করিবেন তাবেদারী অঙ্গরেজ কুম্পানির তাহার মলুক ছুসমণ হইতে পরিছন্ন হইলে মলুক কোচবিহার খুবে বাঙ্গালার মোতাবক হবেক।

'৪ দফা—

রাজা রাজি হইলেন অর্দ্ধেক খাজানা কোচবিহারের কুম্পানিতে দিবেন

'৫ দফা—

আর অর্দ্ধেক থাকিবেক রাজার ও রাজার সন্তান আদীর দখলে বসরতেক এইরূপ কওল করার জদি তিনি রাখেন।

'৬ দফা—

তহকিক করিতে খাজনা কোচবিহারের রাজা খোলাসা হস্তবুদ দিবেন জে সাহেব ঐ কাজের নিমিত্তে বড় সাহেব ও কঙচলি সাহেবেরা জে লোককে তয়নাত করিবেন তাহা তহকিক হইলে রাজা জে টাকা দিবেন তাহা নিরোপণ হইবেক।

'৭ দফা—

জে লোককে গবরনর সাহেব ও কঙচলি সাহেব লোক পাঠাবেন হস্তবুদ করিতে তাহাই স্থির হইবেক।

'৮ দফা—

কুম্পানি রাজার সহকারি করিবেন ফৌজের জখন তাহার দরকার হইবেক এবং মলুকের হেফাজত নিমিত্তে রাজা দিবেন তাহার খরচ।

'৯ দফা—

এই কওল করার রবেক দুই বৎসর তক কিম্বা জতদিন তক খবর পহুছে বিলাত হইতে তবে কঙচলি লোকেরা এবং বড় সাহেবের সাধ্য হবেক মজবুত করিতে এই কওল করার দস্তখত করিলেন মোহর করিলেন এবং সমাধা করিলেন বড় সাহেব ও কঙচলি সাহেবেরা মোকাম কলিকাতার কোঠী ৪ দিজম্বর ১৭৭২ সন অঙ্গরেজি(৪)

'দস্তখত
ধরেন্দ্রনারায়ণ'

'দস্তখত
ওয়ারিণ হিষ্টীঙ্গ
ওলিম অনডরসি
রিচার্ড বারওএল'

(৪) উল্লিখিত নকলে সন্ধি সম্পাদনের সময় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লিখিত আছে। রাজোপাখ্যানে এবং কমিশনার মার্শীও পোঙের লিখিত ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে (*Article 5*) ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত

কুমার খগেন্দ্রনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী নাজীরগণ রাজ্যাভিষেককালে রাজার মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিতেন, এবং অধিকন্তু তাঁহারা রাজ্যের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষও ছিলেন; নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণও

নাজীরের অধিকার

সেই পূর্ব্বপ্রথা মত রাজকার্য্য করিতেছিলেন। বৈদেশিক কোনও রাজশক্তির নিকট বশ্যতা ও করপ্রদান স্বীকার এবং তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন অতি গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার। উক্ত ঘটনার পূর্ব্বে কোনও রাজকর্ম্মচারীর অথবা নাজীরের দ্বারা উল্লিখিত সর্ত্তে সন্ধিস্থাপনের সংবাদ কোচবিহারের ইতিহাসে প্রকাশ নাই। পরবর্ত্তী সময়ে, অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে প্রতিনিধিস্বরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন কোচবিহাররাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা রাজার পক্ষে এই খগেন্দ্রনারায়ণ নাজীরের ভূমিদানের অধিকার স্বীকার করেন নাই।(৫)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের সনদসূত্রে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশার দেওয়ানীকার্য্যের (রাজস্ব আদায়ের) অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে

কোম্পানির ব্যবসায়

রাজকার্য্যপরিচালনের ইচ্ছা কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের ছিল না, প্রকৃত বণিকের ন্যায় ব্যবসায়বাণিজ্যের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সমসাময়িক অবস্থানুসারে রাজস্বসংগ্রহের কার্য্যে সৈন্যবলের আবশ্যকতা হইত; সুতরাং ঐ সময়ে স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে দেশের সৈন্যবল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হস্তগত করিয়াছিলেন। দেশের শাসন এবং বিচার কার্য্য পূর্ব্ববৎ বাদশাহের নামে নবাবের কর্ম্মচারিগণই পরিচালন করিতেছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার নবাবের সহিত কোম্পানির যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে দেশের নায়েব (Naib of the Provinces) নিযুক্ত করার জন্য নবাবের সমর্থন গৃহীত হইয়াছিল। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ নবাবী শাসন এবং বিচার কার্য্যের উপর সময় সময় হস্তক্ষেপ করিতেন। রাজ্যশাসন এবং রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে

হইবার উক্তি আছে। উক্ত অব্দে সম্পাদিত সন্ধিপত্রের নকল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কোচবিহারের কমিশনরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে মাস ও তারিখের স্থান ফাঁক রহিয়াছে। (*Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 244*) ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হইবার কথা বুকানন হেমিল্টনও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন (*Eastern India, Vol. III. p 421*)। রেভিনিউ বোর্ডের বরাবরে মিঃ আমুটীর লিখিত ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারীর পত্রে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ বা ১১৭৯ সনে সন্ধি হইবার উল্লেখ আছে। মেজর জেন্‌কিন্স স্বীয় রিপোর্টে (১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ) ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইবার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি হইবার উল্লেখ আছে।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 'Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement' পুস্তকে (*p 245*) উক্ত সন্ধির যে নকল প্রদান করিয়াছেন, তাহার ৩য় ধারায় 'Subjection to the will of the English East India Company' বাক্য আছে, কিন্তু 'will of' বাক্যাংশ উল্লিখিত আর কোনও নকলে নাই। ইংরেজী নকলগুলিতে কোম্পানির পক্ষে স্বাক্ষরকারীদিগেরও নাম নাই।

(৫) কমিশনার সার উইলিয়াম হার্শেলের ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই মের লিখিত পত্র। '*Letters and Proceedings having the Force of Law, p 18.*

...ভাবে হস্তক্ষেপ করা প্রথমাবস্থায় কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টরগণের অভিপ্রেত ছিল ...; এমন কি, তাঁহারা অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজ্যবিভাগসংক্রান্ত সন্ধিপত্রেরও সমর্থন করেন নাই। এ দেশে কোম্পানির রাজ্যবিস্তারনীতি মঙ্গলজনক বলিয়া ডাইরেক্টরগণ মনে করিতেন না।

...৭১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার রাজস্বসংগ্রহের কার্য্য কোম্পানির সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে পরিচালনের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু, তাহাতে কার্য্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত না হওয়ায়, চারি বৎসর পরে উক্ত কার্য্যের ভার নায়েবসুবা রেজা খাঁর হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। সেই সময়ে ডাইরেক্টরগণ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, কোনও বিদেশীয় শক্তির সহিত যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে নবাবের নামে কার্য্যপরিচালনই শ্রেয়স্কর। তদনুসারে কোম্পানির গবর্ণর নবাবের নামেই তাঁহার সহি মোহরযুক্ত আবশ্যক আদেশগুলির প্রচার করিতেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ সরকার কোচবিহারে (রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায়) অবস্থিত জমিদারীর জন্য কোচবিহাররাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে যে সনদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাৎকালিক ঔপাধিক বাদশাহের (শাহ আলমের) রাজত্বের ১৭শ বর্ষ লিখিত হইয়াছিল। সেই সময়ে এবং তাহারও অনেক পরে (১৭৮৯।৯০ খৃষ্টাব্দে) কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে শাহ আলম বাদশাহের নামে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়াছেন। কোচবিহাররাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পরে রঙ্গপুরের কালেক্টরগণ কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার জন্য কোচবিহারে যে সমস্ত পত্র প্রেরণ করিতেন, তাহাতে তাৎকালিক নায়েব কাজীর দস্তখত এবং মোহর থাকিত; কিন্তু, কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের বারংবার হস্তক্ষেপবশতঃ নেজামত সরকারের প্রাচীন এবং জীর্ণপ্রায় শাসনযন্ত্র উত্তরোত্তর বিকল হইতেছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে নায়েবসুবা দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিভাগের উপর স্বীয় একচ্ছত্র ক্ষমতাস্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার দ্বৈতশাসনের অবসান হয় এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হন।

বাদশাহের নামে রাজ্যশাসন

উল্লিখিত দ্বৈতশাসনের প্রথমাবস্থায়ই কোচবিহারের রাজার সহিত কোম্পানির সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ), এবং সেই সময়ে বাঙ্গলার একমাত্র কোম্পানিই সৈন্যবলে বলীয়ান্ ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অর্থসংগ্রহ ব্যতীত রাজ্যবৃদ্ধির বা প্রভুত্বস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা সে সময়ে কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের ছিল না; এবং উক্ত কারণে কোচবিহারসন্ধির নিয়মগুলিতে অর্থসংগ্রহ ব্যতীত কোম্পানির অন্য কোনও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয় নাই। রাজার পক্ষে 'বাধ্য থাকার' বিষয়ে অনির্দ্দিষ্ট (Undefined) একটি উক্তি ছিল বটে, কিন্তু তাহা অর্থসংগ্রহকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে লিখিত হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে। যুদ্ধারম্ভ, সন্ধিস্থাপন, মুদ্রাপ্রস্তুত, সৈন্যরক্ষা এবং রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক শাসনাধিকার প্রভৃতি স্বাধীনরাজোচিত কোনও অধিকার অথবা শক্তির সঙ্কোচ,

সন্ধিপত্রের অবস্থা

অথবা অন্য কোনও রাজশক্তির সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক রহিত করার কোনও প্রসঙ্গ উক্ত সন্ধিপত্রে লিখিত নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ভুটীয়াসন্ধিও একটী বাণিজ্যসন্ধি মাত্র, তবে তাহাতে উভয় দেশের মধ্যে বিবাদবিসংবাদনিবারক কয়েকটী অতিরিক্ত অঙ্গীকারও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

অনির্দ্দিষ্ট ভাষা

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কোচবিহাররাজের সহিত কোম্পানির যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এখন ইংরেজীভাষায় মুদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। কোচবিহারে উক্ত সন্ধিপত্রের যে বাঙ্গলা নকল রক্ষিত আছে, (ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে) তাহার তৃতীয় ধারায় 'মলুক কোচবিহার সুবে বাঙ্গলার মোতাবক হবেক' লিখিত আছে। কোচবিহার-সন্ধির ভাষা যে অনির্দ্দিষ্ট, এবং অধিকন্তু অস্পষ্ট, কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অচিরেই অনুভব করিয়াছিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের গবর্ণমেণ্ট কমিশনার মার্শী ও গোভেকে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহার-সন্ধির অবস্থার (Nature of the Treaty) অনুসন্ধানের ভারও অর্পণ করিয়াছিলেন। কমিশনরগণ সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখে যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নিম্নলিখিত অংশে তাঁহাদের তদ্বিষয়ক অভিমত সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ;—

কমিশনারগণের মন্তব্য

"* * * ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সন্ধিপত্রের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য এবং যথার্থ মর্ম্মের ব্যাখ্যা উদারভাবে করিলে, চুক্তিতে আবদ্ধ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলতর পক্ষের (রাজার) স্বার্থের হানি ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, উহাতে শিথিল এবং অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ব্যবহৃত উল্লিখিত 'অধীনতা' (Subjection) এবং 'রাষ্ট্রের সহিত সম্মিলিত করা' (Annexation) শব্দ দুইটীর সুবিধা ন্যায়তঃ লওয়া যাইতে পারে না,—অর্থাৎ রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজার স্বকীয় স্বাধীন স্বত্বের কোনও রূপ হানি বা হ্রাস করা যে উক্ত সন্ধির অভিপ্রেত ছিল না, তাহা স্বাধীন রাজশক্তির দুইটী বড় বড় অধিকার,—স্বনামাঙ্কিত মুদ্রাপ্রচারের এবং রাজ্যের প্রজাগণের উপরে বিচারের অধিকার,—তাঁহার অব্যাহত রাখিয়া দেওয়া হইতেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে; এবং সমষ্টিভাবে গৃহীত এই যুক্তিসমূহ হইতে (এই সন্ধিপত্রের) আমাদের কৃত ব্যাখ্যা এই যে, কোচবিহাররাজ্যকে ঐ সময় (সন্ধিপত্রের সময়) হইতে একটী 'করদমিত্রদেশ'স্বরূপে গণ্য করিতে হইবে এবং ইহা (কোম্পানির) আশ্রয়লাভ করিয়াও এবং তজ্জন্য নিজের স্বত্বের কিয়দংশ স্বেচ্ছায় সমর্পণ করিয়াও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনাধিকারের উপরে স্বকীয় স্বাধীনতা অক্ষতভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।'(৬)

---

(৬) * * * it will be admitted, that under a liberal construction of the apparent object and spirit of the Treaty no advantage can justly be taken of the loose and undefined expressions of 'subjection' and 'annexation' above mentioned to the prejudice of the less powerful contracting party that no diminution of the independent

কমিশনরগণের উল্লিখিত অভিমত প্রাপ্ত হইয়া লর্ড কর্নওয়ালিসের গবর্ণমেণ্ট ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে নিম্নলিখিত মন্তব্য অবধারণ করেন ;—'সন্ধিপত্রের প্রধান প্রধান ধারাগুলির উল্লিখিত সারসঙ্কলন হইতে বোর্ড কমিশনরগণের সহিত একমত হইয়াছেন যে, রাজ্যমধ্যে রাজার স্বকীয় স্বাধীন স্বত্বের কোনও রূপ হ্রাস হওয়া সন্ধির উদ্দেশ্য ছিল না ; কিন্তু, কোচবিহাররাজ্যকে সন্ধির সময় হইতে একটী করদমিত্রদেশস্বরূপে গণ্য করিতে হইবে। উহা কোম্পানির আশ্রয়লাভ করিয়াও এবং তদুদ্দেশ্যে নিজের স্বত্বের কিয়দংশ স্বেচ্ছায় সমর্পণ করিলেও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনাধিকারসম্পর্কে স্বকীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।'(৭) বোর্ডের এই ব্যাখ্যা এবং অভিমত তাঁহারা ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং ডাইরেক্টরগণ তাহার সমর্থনপূর্ব্বক ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে বোর্ডকে তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।(৮)

রেভিনিউ বোর্ড এবং ডাইরেক্টরগণের মন্তব্য

সন্ধিপত্রের উক্ত রূপ অর্থ এবং ব্যাখ্যা কোম্পানির গবর্ণর জেনেরালগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা যদিও রাজার অধিকার এবং ক্ষমতার বিষয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অন্যথাচরণ করিতে সমর্থ ছিলেন না, তথাপি তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে তাঁহারা নিরস্ত হন নাই। চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবলতরপক্ষের হস্তে বিচারভার ন্যস্ত থাকিলে দুর্ব্বলতর-

বিরুদ্ধ সমালোচনা

---

rights of the Rajah within his own Government was intended, is obvious from his having been left in possession of the two great characteristics of sovereignty, the right of coining money impressed with his own name, and the administration of Justice, and from these considerations collectively, our construction of the Treaty, is, that Cooch Behar, was thenceforward to be regarded in the light of a Tributary District, deriving protection from the State to which for that purpose it made a partial and voluntary surrender of its rights ; but maintaining in its domestic administration its independence un-impaired.' *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II. p 185.*

(৭) 'From the above abstract of the principal articles of the Treaty, the Board can not but be of opinion with the commissioner, that no diminution of the independent rights of the Rajah within his own Government was intended by it, but that Cooch Behar was thenceforward to be regarded in the light of a tributary district deriving protection from the State to which for that purpose it made a partial and voluntary surrender of its rights ; but maintaining in its domestic administration its independence unimpaired.' *Resolution by the Government on Cooch Behar Report, 13th May, 1789. Mercer and Chauvet's Report, Vol. II. p 202.*

(৮) '25. Your last Despatch of the 10th August 1789 has acquainted us with the result of the Deputation to Cooch Behar, and of the measures you adopted in consequence which have met with our approbation. *Extract from letters from the Court of Directors dated, the 19th May, 1790.*

পক্ষের স্বার্থের হানি হইবার যে আশঙ্কা কমিশনার মার্শী ও শোভে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লির গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন যে, কোচবিহাররাজ্য তাহার সম্পূর্ণ রাজশক্তিসহকারে গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইবে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের যে এই রূপ অভিপ্রায় ছিল, সন্ধিপত্রের তৃতীয় দফায় অঙ্গীকার হইতে তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবেই করা হইয়াছিল, ইত্যাদি।(৯) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর গবর্ণমেণ্টও প্রায় ঐ রূপ মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন।(১০)

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ময়রার সময়ে সন্ধিপত্রের ব্যাখ্যা এবং রাজার অধিকার লইয়া পুনরালোচনা আরব্ধ হইলে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, (১১) তাহার সহিত গবর্ণমেণ্টের ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের অভিমতের মূলতঃ ঐক্য ছিল, কিন্তু এই ব্যাখ্যার দ্বারাও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধ সমালোচনার নিবৃত্তি হয় নাই। অধিকন্তু, তাঁহারা যে কখনও কখনও সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, অথবা ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াও কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, এই কোচবিহারসন্ধির আলোচনার মধ্য হইতে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার সিসিল বিডন উক্ত সন্ধিপত্রের যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত প্রতিকূল ব্যাখ্যাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। সন্ধিপত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাখ্যাগুলি তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল কি না, অথবা তিনি সেগুলির যথাযথ সংবাদ অবগত ছিলেন কি না, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার অভিমতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ;—দৃষ্ট হইতেছে যে, কোচবিহারের রাজা তাঁহার নিজের অবস্থা হৃদ্বোধ করিতে ভুল করিতেছেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিরাজা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কোচবিহাররাজ্যকে বাঙ্গলার অন্তর্ভুক্ত

---

(৯) '* * * that the terms of the 3rd article of the Treaty, concluded between this Government and the late Rajah in the year 1772 would warrant the conclusion, that it was the intention of the contracting parties, that the country of Cooch Behar should be ceded in complete sovereignty to the Hon'ble Company. It appears, however, that a much more limited interpretation has been annexed to the conditions of the Treaty'. *Extract from the Proceedings of the Governor General in Council in the Revenue Department, dated the 26th August, 1802. Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 133.*

(১০) Extract from the Proceedings of the Governor General in Council under date the 7th August, 1813. *Cooch Behar Select Records, Vol. I, pp 225-231.*

(১১) '4. On a careful revision of the terms of 1772, the Governor General in Council has satisfied himself that it will not fairly bear the construction in which alone (independently of the Rajah's violation of the fundamental principles and stipulations of the Treaty) the British Government could claim the right of exercising the powers above described. * * * *Extract from the letter from the Secretary to Government to the Commissioner of Cooch Behar, dated the 24th February, 1816. Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 97.*

করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। * * * তদনুসারে কোচবিহাররাজ্যের ভূমির চিরস্থায়ী রাজস্ব ধার্য্য হইয়া তাহা এ পর্য্যন্ত গৃহীত হইতেছে; যদিও রাজাকে তাঁহার ইচ্ছামত রাজ্যশাসনের সাধারণ অধিকার এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল, তথাচ তিনি আপনাকে অন্যতর উচ্চাধিকারসম্পন্ন চুক্তিকারকপক্ষ অথবা মহারাণীর এক অনুগত প্রজা ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া মনে করিবার দাবী করিতে পারেন না, ইত্যাদি।(১২)

যাহাই হউক, সন্ধিপত্রের তৃতীয় এবং অষ্টম ধারা দুইটি একত্র পাঠ করিলে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে কমিশনারগণের কথিত 'উদারব্যাখ্যা'র প্রয়োজন হয় না; পরন্তু স্বতঃই একটী স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তৃতীয় ধারায় কোচবিহাররাজ্যকে বঙ্গদেশের সহিত সংযোজিত হইতে দিবার উক্তি আছে। এই উক্তি রাজার স্বাধীন রাষ্ট্রাধিকার লুপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলে, অষ্টম ধারা লিখিত হওয়ার আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। এই ধারার বাক্য অতি বিশদ, তাহাতে 'ধরিয়া লওয়া' অর্থের আবশ্যকতা নাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, 'কোম্পানি রাজ্যরক্ষার জন্য রাজার আবশ্যক (his occasion) মত সৈন্যদ্বারা সর্ব্বদা তাঁহাকে সাহায্য প্রদান করিবেন, কিন্তু তাহার ব্যয় রাজাকে বহন করিতে হইবে'। 'তৃতীয় ধারার অঙ্গীকারসূত্রে কোচবিহাররাজ্য বঙ্গদেশের সহিত 'সংযোজিত' হইয়া তাহা কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হইয়া গেলে, ভবিষ্যতে রাজার পক্ষে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সেই রাজ্য রক্ষার আর কোনও আবশ্যকতা, অথবা তদুদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈন্যসাহায্যপ্রদানের ব্যয়ও তাঁহার দিবার কোনও প্রয়োজন, থাকে না। এই অষ্টম ধারাটি প্রতিকূল সমালোচকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল বলিয়া এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু, কমিশনার মার্শী ও শোভে সমষ্টিভাবে (collectively) সন্ধিপত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কোচবিহাররাজ কোম্পানির নিকট হইতে রাজ্যলাভ করেন নাই; শত্রুর কবল হইতে রাজ্যোদ্ধারের সাহায্যলাভের

সন্ধিপত্রের দুইটী ধারা

---

(১২) '4. The Rajah of Cooch Behar appears to misunderstand his position. By the Treaty of 1773, his predecessor acknowledged subjection to the British Government and allowed Cooch Behar to be annxed to Bengal * * *. Accordingly, a permanent settlement of the land revenue of Cooch Behar was made and continues in force to this day.

"5. Therefore, although the Rajah of Cooch Behar has been permitted to conduct the civil administration of the district as he pleases, and has been exempted from the jurisdiction of all British Courts and from the operations of the laws in force in other parts of Bengal, he has no claim to consider himself in the light of a 'high Contracting party' with the British Government, or otherwise than a subject of Her Majesty, bound to be firm in his allegiance, and to obey the orders of constituted authority." *Extract from the letter No. 228 T from the Offg. Joint Secretary to the Government of Bengal, to the Agent to the Governor General, N. E. F. dated the 30th July, 1862. Cooch Behar Select Records Vol. II. p 254.*

বিনিময়ে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সন্ধিপত্রের দ্বারা স্বকীয় অধিকার যে যে বিষয়ে এবং যে যে পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য অধিকার এবং ক্ষমতা যে সম্পূর্ণ অক্ষত বা অব্যাহত থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। শিথিল এবং অনির্দ্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত কোনও শব্দের সাহায্যে তাহাদের লোপ অথবা হস্তান্তর হওয়া সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নহে।

কোচবিহার-সন্ধি (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ) ৯টী ধারায় সম্পূর্ণ; তন্মধ্যে কেবল ৩য় ধারার শেষভাগে রাজ্যকে বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত হইতে দিবার উক্তি আছে। সন্ধির সময়ে দিল্লীর বাদশাহ সুবে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন; কোম্পানি তাহার রাজস্ব সংগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট টাকা বাদশাহ ও নবাবকে প্রদান করিতেন এবং রাজ্যরক্ষার ব্যয় এবং স্বকীয় লাভ বাবদে রাজস্বের অংশ বিশেষ তাঁহারা স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। বাদশাহের সহিত কোম্পানির ঐ চুক্তি (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ) রাজস্বসংগ্রহবিষয়ক একটী বন্দোবস্ত ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তদ্দ্বারা কোম্পানি কোনও নূতন রাজ্য জয় অথবা কোনও নূতন রাজ্যকে বাদশাহী রাজ্যের সহিত 'সম্মিলিত' করিবার কোনও রাজনৈতিক অধিকার অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই।

কোম্পানির অবস্থা

উল্লিখিত নানা কারণে কমিশনার মার্শী ও শোভে শিথিল ও অনির্দ্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত উল্লিখিত 'সংযোগ' এবং 'অধীনতা' এই দুইটী শব্দের উপরে নির্ভর করা সঙ্গত মনে করেন নাই, এবং তাৎকালিক গবর্ণমেণ্ট হইতে কোর্ট অব ডাইরেক্টর পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কৃত ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। কমিশনারের উক্তি কেবল মাত্র 'উদার ব্যাখ্যা' ছিল না; সন্ধির সময়ের (১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের) যাবতীয় অবস্থা, ঘটনা এবং আলোচনা তখন (১৭৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্তও কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের স্মৃতিপটে সম্যগ্‌রূপে জাগরূক ছিল। পরে যাঁহারা সন্ধির অর্থ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা শব্দার্থের উপরেই নির্ভর করার চেষ্টা করিয়াছেন, সমসাময়িক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাঁহারা পরিচিত ও ছিলেন না অথবা তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদানও করেন নাই। কোনও রাজ্য অধিকার করিতে হইলে তৎসংক্রান্ত লিখিত দলিলে কিরূপ ভাষার ব্যবহারের প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র হইতেই তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান 'বেঙ্গলদুয়ার' ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে; তাহার নির্দ্ধারণপত্রে (Resolution) লিখিত হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট ভুটানদুয়ার স্থায়িভাবে অধিকার এবং তাহা ব্রিটিশরাজ্যের সহিত সংযোজিত করিলেন।(১৩)

সন্ধিপত্রের প্রকৃত মর্ম্ম

---

(১৩) 'The Governor General in Council has therefore reluctantly resolved to occupy permanently and annex to British territory the Bengal Dooars of Bhutan' *Bhutan and story of the Dooar War, p 162.*

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাৎকালিক মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণকে দত্তকপুত্রগ্রহণের অধিকার এবং তাহার সনদ প্রদান করিয়াছিলেন ;(১৪) কিন্তু, সন্ধিপত্রের ৫ম ধারার অঙ্গীকারসূত্রে রাজার উত্তরাধিকারী (heir) রাজা হইতে পারেন এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের নামে বোর্ডের লিখিত ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্টের পত্রের ৫১ দফাতেও 'রাজার প্রকৃত উত্তরাধিকারী (rightful heir) রাজা হইতে পারেন' বলিয়া লিখিত আছে।(১৫) হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র ঔরসপুত্রের স্থানীয় বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং দত্তকপুত্র ছিলেন ; তৎপূর্ব্বে ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণকর্ত্তৃক কুমার ললিতনারায়ণকে এবং মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণকর্ত্তৃক কুমার দীননারায়ণকে দত্তকগ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্ত দত্তকপুত্রই বিশ্বসিংহবংশোদ্ভব ছিলেন। মোগল বাদশাহ এবং ভুটানের রাজা যাঁহাদিগকে (দীননারায়ণ এবং রাজেন্দ্রনারায়ণকে) বলপূর্ব্বক সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও উক্ত বংশজাত ছিলেন।

উত্তরাধিকারের নিয়ম

কোচবিহারের কোনও রাজা অপুত্রক হইলে তাঁহার সিংহাসনাধিকারী নির্ব্বাচিত করিবার একটী প্রচলিত নিয়ম আছে, এবং ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কমিশনার মার্শী ও শোভে সেই পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, কোচবিহারের রাজবংশে রাজা হইবার একটী সর্ব্ববাদিসম্মত রীতি আছে ; কিন্তু ভুটীয়াদের স্থাপিত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের সময়ে সেই রীতি রক্ষিত হয় নাই। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজা হইয়া থাকেন, এবং রাজা অপুত্রক হইলে তাঁহার নেদিষ্ঠ জ্ঞাতিদিগের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনিই রাজা হন। মহারাজ রূপনারায়ণের সময়ে উক্ত রীতি প্রবর্ত্তিত হয় ; কিন্তু দেওয়ানদেউ রামনারায়ণ রাজার কর্ম্মচারীর শ্রেণিভুক্তথাকার হেতুবাদে রাজা হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠত্ব উত্তরাধিকারের পক্ষে প্রযোজ্য অথবা প্রতিপালিত হয় নাই।(১৬) রামনারায়ণের কনীয়ান্ ভ্রাতা রাজেন্দ্রনারায়ণের অঙ্গুলিতে ক্ষত ছিল বলিয়া বংশের নিয়মানুসারে তিনিও রাজা হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মহীন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের পরে ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণ আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনিও দেওয়ানদেউ রামনারায়ণের সমাবস্থাপন্ন—অর্থাৎ রাজকর্ম্মচারী—ছিলেন বলিয়া বংশের নিয়মানুসারে রাজা হইবার অযোগ্য ছিলেন।

---

(১৪) *Aitchison's Treaties, Vol. I. p 294.*

(১৫) সন্ধিপত্রের বাঙ্গলা নকলে ইংরেজী 'heir' শব্দের স্থলে 'সন্তান আদী' লিখিত আছে।

(১৬) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II. p 181.*

কোচবিহারের রাজার সহিত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সন্ধিপত্রানুসারে অবধারিত সম্পর্কের আলোচনাকালে কতকগুলি অবস্থার উপরে দৃষ্টি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। কোম্পানি রাজাকে এবং তাঁহার রাজ্যকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করার জন্য সন্ধিবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই শত্রু পরাজিত এবং রাজা মুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য সম্পূর্ণরূপে রাজার হস্তগত হয় নাই। ইহা ব্যতীত, গবর্ণমেণ্ট রাজার আরও কতকগুলি রাজোচিত অধিকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিলুপ্ত করিয়াছেন, যথা :—

রাজার অধিকারবিলোপ

১। কোচবিহাররাজ্যের অভ্যন্তরে ইয়োরোপের অধিবাসিগণকর্ত্তৃক দণ্ডযোগ্য কোনও অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে রাজার আদালতে তাহার বিচার (১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ)।

২। রাজার স্বনামে মুদ্রা প্রস্তুত এবং প্রচার (১৮০৫ খৃষ্টাব্দ)।

৩। কোচবিহাররাজ্যে গাঁজা এবং অহিফেনের চাষ (১৮৬৭ এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ)।

৪। রাজার স্বকীয় ডাকবিভাগের কার্য্যপরিচালন (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ), ইত্যাদি।

গাঁজা এবং অহিফেনের চাষ রহিত এবং রাজার ডাকবিভাগের অধিকার গ্রহণ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কতকগুলি আর্থিক সুবিধা প্রদান করিয়াছেন।

কোম্পানির গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখের নির্দ্ধারণ অনুসারে নাবালগ মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের বয়ঃপ্রাপ্তিকালপর্য্যন্ত রাজ্যশাসনের এবং রাজাকে শিক্ষা-প্রদানের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।(১৭) তুল্যরূপ অবস্থায় পরবর্ত্তিকালেও তাঁহারা রাজ্যশাসন এবং নাবালগ রাজার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোচবিহাররাজ্যের উপরে কোম্পানির সার্ব্বভৌমোচিত প্রভুত্ব স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাদের স্কন্ধে একটী গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই মনে করিতেন।(১৮) সন্ধির অষ্টম ধারার চুক্তি অনুসারে আবশ্যক সময়ে

গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব

---

(১৭) 'Upon due consideration of the wretched state of the country, as described in the report of the commissioners, the incapacity of the Rani, the improper conduct of her dependents, and the helpless state of the infant Rajah ; the Board can not but be of opinion that the interposition of the authority of this Government, without any view to its own advantage, but solely to establish good order throughout the country, and restore the Rajah to his independent rights as soon as he may be capable of exercising them, will not only be justifiable under the relation in which he stands to this Government, but consistent with the principles of equity, humanity, and good policy.' *Resolution by Government on Cooch Behar Report, 13th May, 1789. Mercer and Chauvet's Report, Vol. II. p 203.*

(১৮) (a) *Letter from the Government to the Rajah of Cooch Behar, dated the 24th February, 1816. Cooch Behar Select Records, Vol. I. p 99.*

(b) '15. * * * It must not be forgotten that both the Rajah and the people of his country are under the protection of this Government which is responsible for their

কেবলমাত্র সৈন্যসাহায্য প্রেরণ করিয়াই যদ্যপি কোম্পানির কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কোচবিহাররাজ্যের পরিণাম যে কি হইত, তাহা বলা কঠিন। সন্ধিস্থাপনের পরে প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক নূতন রাজার সিংহাসনারোহণের সময়ে এক একটী গোলযোগ উদ্ভূত হইয়াছে, এবং যথোপযুক্ত সময়ে এবং যথাযথভাবে প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতা এবং হস্তক্ষেপ দ্বারাই তাহা নিবারিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

---

welfare.' *Letter No. 156, dated the 14th December, 1848 from Offg. Secretary to the Govt. of Bengal to the Offg. Secretary to the Govt. of India, Foriegn Department. Cooch Behar Select Records Vol. II. p 146.*

(*c*) 'I am instructed to acquaint you that the appointment of a British Commissioner to manage the State, during the minority of Nripendra Narayan, is considered by Government to be imperatively called for * * *' *Letter No. 1, dated the 15th January 1864 from Offg. Agent to the Governor General N. E. F. to the Maharanees of Cooch Behar. Cooch Behar Select Records, Vol. II. p 275.*

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সময়সংক্রান্ত আলোচনা

মহারাজ মোদনারায়ণের পরে, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বিপ্লবে যখন বাত্যাতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সিংহাসনাধিকারের অপেক্ষা আত্মরক্ষার চিন্তাই তাঁহাদের অনেককে অধিকতর মাত্রায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। বিস্তৃত রাজ্য এবং রাজরক্তের বিনিময়ে অবশেষে যখন সেই সমস্ত বিপ্লবের অবসান হইল, তখন সুবিশাল কামতারাজ্যের শুধু নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিল। যে অর্দ্ধশতাব্দ-ব্যাপী বিপ্লবের যুগে রাজ্য এবং রাজবংশের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতিজনক অবনতি আপতিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণের দ্বারা ঐ সময়ের মধ্যে সম্পাদিত এক খণ্ড দানপত্রে রাজশকের (রাজাব্দের) অঙ্ক-সংক্রান্ত একটী অনৈক্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার সম্পাদনের সময় ১১৩০ সন এবং ২১৫ রাজশক বলিয়া লিখিত; কিন্তু, জয়নাথ ঘোষের অনুসৃত পদ্ধতিক্রমে ১১৩০ সনে ২১৫র পরিবর্ত্তে ২১৪ রাজশক হওয়া আবশ্যক। এই একটী বৎসরের অনৈক্যের কারণ লিপিকরপ্রমাদও হইতে পারে; কিন্তু রাজশকের গণনায় কোনও ভুলভ্রান্তি বা গোলযোগ থাকিলেও, তাহা ১১৩০ সনের (১৭২৩ খৃষ্টাব্দের) পরে ঘটিয়াছিল, মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

রাজশকের একটী অনৈক্য

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে চাকলাজাত জমিদারী লইয়া রঙ্গপুরে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার নিষ্পত্তিপত্রে কতকগুলি প্রাচীন দলিলের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ আছে। সে গুলির সমস্তই নির্ভরযোগ্য না হইলেও, এক স্থানে ২২৮ রাজশকে ১১৪৪ সন, এবং অন্যত্র ২২৯ রাজশকে ১১৪৫ সন লিখিত আছে। চাকলা বোদার দেবোত্তরভূমিসংশ্লিষ্ট ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এক মোকদ্দমার কাগজে ২৩৪ রাজশকে ১১৫০ সন লিখিত আছে। অমুদ্রিত 'সাত্বততন্ত্রের' হস্তলিপির অংশবিশেষের ভণিতায় লিখিত আছে যে, উক্ত পুথি ২৪৯ রাজশকে অথবা ১৬৮০ শকাব্দে

যুগ্ম অব্দের ব্যবহার

লিখিত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালে ঐ প্রকার যুগ্ম অঙ্কের একত্র ব্যবহার দেখিতে পাওয়ায়, জয়নাথ ঘোষের লিখিত ৭৮ রাজশককে ১৫০৯ শকাব্দ এবং ৯৯৪ বঙ্গাব্দ প্রচলিত থাকা সমর্থিত হইতেছে। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে নবম বৎসরবয়স্ক বালক বিশ্বসিংহ দৈবশক্তির সাহায্যে কয়েকজন মাত্র ক্রীড়াসহচর সমভিব্যাহারে 'কোতয়াল'কে (গৌড়ীয় সুলতানের প্রতিনিধিকে) আক্রমণ এবং সসৈন্যে বিনাশ পূর্ব্বক স্বদেশের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন 'ঐ হইতে রাজশকা প্রবৃত্ত' হইয়াছে। বিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে প্রকৃত সংবাদের উদ্ধার না হওয়ায় পূর্ব্বাপর সময়ের সহিত সামঞ্জস্যরক্ষার নিমিত্ত দৈবশক্তির সাহায্য কল্পিত হইয়া থাকিলে, বিশ্বসিংহের এই বাল্যলীলার মধ্যে রাজশক-প্রতিষ্ঠার বাল্যবিবরণও লুক্কায়িত আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

মহারাজ বিশ্বসিংহ আপনাকে দেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। স্বনামে মুদ্রাপ্রচারের দ্বারা স্বাধীনতাঘোষণা যত সহজে হইতে পারে, অব্দপ্রচলনের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। বিশ্বসিংহের নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। একখানা মাত্র আধুনিক (দুর্গাদাসকৃত) বংশাবলী ব্যতীত, তাঁহার মুদ্রাপ্রস্তুতের সংবাদ এ পর্য্যন্ত আর কোথায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অব্দপ্রচলনকারী রাজা মহারাজের সংখ্যা অত্যল্প, এবং বিশেষ বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন নরপতিগণই স্ব স্ব নামে অব্দ প্রচলন করিয়া গিয়াছেন; বিশ্বসিংহ সে স্থানীয় ছিলেন না। তাঁহার রাজ্যলাভ 'হইতে রাজশক 'প্রবৃত্ত'; কিন্তু, তিনিই যে তাহার প্রবর্ত্তক, এরূপ উক্তি এ পর্য্যন্ত কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ সুপণ্ডিত এবং বিশেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনিই পিতার স্বাধীনতাবলম্বনের সময় ধরিয়া রাজশকের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত অথবা প্রাচীনব্যবহারবিরুদ্ধ নহে; বরংচ ইতিহাসে সেরূপ ব্যবহারের একাধিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।(১)

রাজশকের প্রবর্ত্তক

রাজোপাখ্যানের লেখক মুন্সী জয়নাথ ঘোষের মতে, রাজশকের প্রারম্ভবৎসরে ১৪৩২ শক, ৯১৭ সন, ৯২১ হিজরী এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দ চলিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন অব্দগুলির এরূপ একত্র সমাহার তিনি কোথায়ও লিখিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার সময়ে প্রচলিত রাজশকের অঙ্ক

রাজশকের গণনা

---

(১) হিজরী এবং খৃষ্টাব্দ এক একটী প্রসিদ্ধ ঘটনার অবলম্বনে গণিত হইয়া থাকিলেও, হিজরী উহার ১৭ বৎসর এবং খৃষ্টাব্দ প্রায় ৫০০ বৎসর পরে প্রচলিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ গুপ্তাব্দ (খৃষ্টাব্দ ৩১৯ অব্দে প্রারম্ভ) সমুদ্রগুপ্ত অথবা তাঁহার পিতা মহারাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলেও উহার প্রারম্ভ বংশের প্রথম রাজা শ্রীগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি হইতে এবং লক্ষ্মণাব্দ (১১১৯ খৃষ্টাব্দে প্রারম্ভ) সেনবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেনের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতে গণিত হইয়াছে।

উল্লিখিত তিনখানা পুথির লিখিত রাজ্যারম্ভকাল

রাজগণের নাম	জয়নাথ ঘোষের প্রদত্ত সময়			খৃষ্টাব্দ	দুর্গাদাসের প্রদত্ত রাজশক	খৃষ্টাব্দ	গোবিন্দ-দেবের প্রদত্ত শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ	সম্প্রতি অবধারিত খৃষ্টাব্দ
	রাজশক	শকাব্দ	বঙ্গাব্দ						
১। চন্দন ...	১	১৪৩২	৯১৭	১৫১০	১	(খ) ১৪৯৬ (১৫১০)	১৪১৭	১৪৯৫	(ক) ...
২। মদন (গ) ...	...	......	......	... ..	৯	১৫০৪ (১৫১৮)	১৪১০	১৪৮৮	...
৩। বিশ্বসিংহ ...	১৪	১৪৪৫	৯৩০	১৫২৩	১৩	১৫০৮ (১৫২২)	১৪৩০	১৫০৮	১৪৯৬
৪। নরনারায়ণ ...	৪৫	১৪৭৬	৯৬১	১৫৫৪	৪৫	১৫৪০ (১৫৫৪)	১৪৫০	১৫২৮	১৫৩৩
৫। লক্ষ্মীনারায়ণ ...	৭৮	১৫০৯	৯৯৪	১৫৮৭	৯৩	১৫৮৮ (১৬০২)	১৫০৬	১৫৮৪	...
৬। বীরনারায়ণ ...	১১২	১৫৪৩	১০২৮	১৬২১	১৩৩	১৬২৮ (১৬৪২)	১৫৪৪	১৬২২	১৬২৭
৭। প্রাণনারায়ণ ...	১১৭	১৫৪৮	১০৩৩	১৬২৬	১৪৮	১৬৪৩ (১৬৫৭)	১৫৪৯	১৬২৭	১৬৩২

৮।	মোদনারায়ণ	...	১৫৬	১৫৮৭	১০৭২	১৬৬৫	১৫৩	১৬৪৮ (১৬৬২)	১৫৮৭	১৬৬৫	...
৯।	বসুদেবনারায়ণ	...	১৭১	১৬০২	১০৮৭	১৬৮০	১৭৩	১৬৬৮ (১৬৮২)	১৬০২	১৬৮০	...
১০।	মহীন্দ্রনারায়ণ	...	১৭৩	১৬০৪	১০৮৯	১৬৮২	১৭৫	১৬৭০ (১৬৮৪)	১৬০৬	১৬৮৪	...
১১।	রূপনারায়ণ	...	১৮৫	১৬১৬	১১০১	১৬৯৪	১৮৭	১৬৮২ (১৬৯৬)	১৬১৭	১৬৯৫	১৭০৪
১২।	উপেন্দ্রনারায়ণ	...	২০৫	১৬৩৬	১১২১	১৭১৪	২০৫	১৭০০ (১৭১৪)	১৬৩৬	১৭১৪	...
১৩।	দেবেন্দ্রনারায়ণ	...	২৫৪	১৬৮৫	১১৭০	১৭৬৩	২৪৪	১৭৩৯ (১৭৫৩)	১৬৮৫	১৭৬৩	...
১৪।	ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ (প্রথমবার)	...	২৫৬	১৬৮৭	১১৭২	১৭৬৫	২৫৩	১৭৪৮ (১৭৬২)	১৬৮৭	১৭৬৫	...
১৫।	রাজেন্দ্রনারায়ণ (খ)	...	২৬১	১৬৯২	১১৭৭	১৭৭০	২৫৯॥	১৭৫৪ (১৭৬৮)	১৬৯৩	১৭৭১	...
১৬।	ধরেন্দ্রনারায়ণ	...	২৬২	১৬৯৩	১১৭৮	১৭৭২	২৬২	১৭৫৭ (১৭৭১)	১৬৯৪	১৭৭২	...
[illegible]	ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ (দ্বিতীয়বার)	...	২৬৫	......	১১৮১	১৭৭৫	২৬৬	১৭৬১ (১৭৭৫)	১৭০২	১৭৮০	...
১৭।	হরেন্দ্রনারায়ণ	...	২৭৪	১৭০৫	১১৯০	১৭৮৩	২৭০	...	১৭০৫	১৭৮৩	...

'ক' চিহ্নিত ঘরে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং একাদশ সংখ্যক রাজগণের রাজ্যারম্ভের যে সমস্ত খৃষ্টাব্দের অঙ্ক প্রদত্ত হইল, সেই সমস্ত অব্দের অঙ্কের সহিত তাঁহাদের রাজত্ববিবরণে বর্ণিত বৃত্তান্তের অচ্ছেদ্য যোগ থাকার জন্য উক্ত রাজগণের রাজত্বকালও তদনুসারে এই ইতিহাসে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। মহারাজ বিশ্বসিংহ ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে রাজকার্য্যের পরিচালনা করিতেন; কিন্তু, সেই সমস্ত কার্য্য তাঁহার পিতার নামে সম্পন্ন হইত বলিয়া অনুমিত হয়। উক্ত কারণে, তাঁহার স্বাধীনতালাভের সময় (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ) হইতেই তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল গণিত হইল।

অষ্টম, নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ সংখ্যক রাজগণের রাজ্যারম্ভের সম্ভাবিত সময় যথাক্রমে ১৬৭০, ১৬৮৮, ১৭১৭, ১৭৫৫ এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে বলিয়া এই অধ্যায়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইতেছে, তাঁহাদের রাজত্ববিবরণে তাহা গৃহীত হয় নাই; এই পাঁচ জনের এবং প্রথম, পঞ্চম, দশম, পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ সংখ্যক রাজগণের রাজ্যারম্ভকাল রাজোপাখ্যানে যাহা লিখিত আছে, এই ইতিহাসেও তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(খ) মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের টাকার অঙ্ক (১৫০৯ শকে ৯২ রাজশক) এবং মহারাজ বিশ্বসিংহের স্বাধীনতালাভের আনুমানিক সময় (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজশকের প্রারম্ভ বা প্রথম বৎসর) ধরিয়া 'খ' চিহ্নিত ঘরের খৃষ্টাব্দগুলি গণিত হইল। আলোচনার সুবিধার জন্য উক্ত অঙ্কগুলির প্রত্যেকের নীচে, রাজোপাখ্যানের অনুসরণে গণিত খৃষ্টাব্দ (১ রাজশকে ১৫১০ খৃষ্টাব্দ), বন্ধনীর অভ্যন্তরে প্রদত্ত হইল।

(গ) রাজোপাখ্যানে মদন রাজার নাম নাই; এক গোবিন্দদেব গোস্বামী ব্যতীত আর কেহই ইঁহাকে রাজা বলেন নাই। চন্দন এবং মদন কোচবিহাররাজ-বংশের রাজা বলিয়া এই ইতিহাসে স্বীকৃত হন নাই।

(ঘ) রাজোপাখ্যানে রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজার রাজ্যারম্ভের শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দ যথাক্রমে ১৬৯৩ ও ১১৭৮ লিখিত আছে; ইহা লিপিকরপ্রমাদজনিত বলিয়া মনে হয়।

জয়নাথ ঘোষ এবং গোবিন্দদেব গোস্বামী প্রত্যেক রাজার রাজ্যারম্ভকালসূচক যে সকল শকাব্দের অঙ্ক প্রদান করিয়াছেন, সেগুলির তুলনা এবং মিল করিয়া তালিকায় লিখিত তিন জন (প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ সংখ্যক) রাজার সংগ্রহে (উল্লিখিত অঙ্কের মধ্যে) বিশেষ পার্থক্য পাওয়া যায়। সাত জন (পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম, একাদশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ সংখ্যক) রাজার শকাব্দের অঙ্কগুলির মধ্যে পার্থক্য এক হইতে তিনবৎসর; এবং ছয় জন (অষ্টম, নবম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ এবং সপ্তদশ সংখ্যক) রাজার শকাব্দের অঙ্কের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

'নারায়ণ'রাজগণের প্রত্যেকের সিংহাসনপ্রাপ্তির কালসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত একত্র প্রদর্শনের জন্য যে তালিকা (Table) প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, দুর্গাদাস এবং গোবিন্দদেব মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজ্যারম্ভের সময়ের অঙ্ক পৃথক্ পৃথক্ অব্দের দ্বারা যাহা প্রদান করিয়াছেন, সেগুলিকে খৃষ্টাব্দের অঙ্কে পরিণত করায় একই সময় (১৫০৮ খৃষ্টাব্দ) প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

চৌদ্দ বৎসরের পার্থক্য

জয়নাথ ঘোষের মতে সেই সময়ে (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে) চতুর্দ্দশ রাজশক এবং দুর্গাদাসের মতে (১৫২২ খৃষ্টাব্দ) ত্রয়োদশ রাজশক প্রচলিত ছিল। এরূপ অবস্থায়, দুর্গাদাস এবং গোবিন্দদেবের প্রদত্ত সময়ের সহিত তুলনায় জয়নাথ ঘোষের প্রদত্ত সময়ের প্রায় চৌদ্দ বৎসরের পার্থক্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রা (১৫০৯।৯২ শক) হইতেও সেই চৌদ্দ বৎসরের পার্থক্যই সমর্থিত হয়।

পাঁচখানা প্রাচীন দলিলে প্রাপ্ত রাজশকের অঙ্কগুলিকে 'রাজোপাখ্যানে'র এবং লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রার লিখিত পদ্ধতিক্রমে খৃষ্টাব্দের অঙ্কে পরিণত করিয়া তাহা হইতে ১৪ বৎসরের পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

আবিষ্কৃত দলিলের বিবরণ।	দলিল-সম্পাদনের রাজশক।	রাজোপাখ্যানের পদ্ধতিক্রমে (১ রাজশকে ১৫১০ খৃষ্টাব্দ) নিরূপিত খৃষ্টাব্দ।	লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রা (১৫০৯ শকে ৯২ রাজশক) অবলম্বনে নিরূপিত খৃষ্টাব্দ।	পার্থক্য।
১। সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণ কুমারের ওয়াকা (ক)	১৭৭	১৬৮৬	১৬৭২	১৪
২। ঐ ...	১৮৫	১৬৯৪	১৬৮০	১৪
৩। সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ ভুজদেব কুমার এবং ছত্রনাজীর মহীজিন্নারায়ণ কুমারের ওয়াকা ...	১৮৮	১৬৯৭	১৬৮৩	১৪
৪। শান্তনারায়ণের ওয়াকা (খ) ...	২১৫	১৭২৪	১৭১০	১৪
৫। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের চাকলাজাত মোকদ্দমার ফয়সালার নকলে উল্লিখিত শান্তনারায়ণের পরওয়ানা (গ) ...	২২৮	১৭৩৭	১৭২৩	১৪

(ক) যে কর্ম্মচারীর দ্বারা এবং যাঁহার সমক্ষে দলিল সম্পাদনের আদেশ হয়, তাঁহার নামের পূর্ব্বে 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ' লিখিত হইত।

(খ) 'খ' চিহ্নিত ওয়াকা (আজ্ঞাপত্র বা আমলনামা) সম্পাদনের সময় ২১৫ রাজশক এবং ১১৩০ বঙ্গাব্দ লিখিত আছে; ১১৩০ অঙ্ক লিপিকরপ্রমাদজনিত বলিয়া মনে হয়, উহা ১১৩১ হইবে।

(গ) 'গ' চিহ্নিত পরওয়ানা ২২৮ রাজশকে এবং ১১৪৪ বঙ্গাব্দে লিখিত হইয়াছিল।

মহারাজ বিশ্বসিংহের সময় —

মহারাজ বিশ্বসিংহের জন্মসময়সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন মত আছে যথা :—

আকবরনামায় (আনুমানিক)	...	৮৬৩	হিজরী	(১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ)
রাজোপাখ্যানে	...	১৪২২	শক	(১৫০০ „)
খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে	...	১৪৩০	„	(১৫০৮ „)
গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে	...	১৪৩০	„	(১৫০৮ „)
রিপুঞ্জয়লিখিত বংশাবলীতে	...	৪৬১০	কল্যব্দ	(১৫১০ „)

ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, ১৪০৫ শকে (১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে) আহোমরাজের সহিত বিশ্বসিংহের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল এবং ১৪১৯ শকে (১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি আসামের সুহুঙ্মুং রাজার সহিত সাক্ষাৎকার এবং বন্ধুতাস্থাপন করিয়াছিলেন (৮৭-৮৮ পৃষ্ঠা)।

রাজশকের প্রারম্ভ

বিশ্বসিংহের পৌত্র মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের কতকগুলি মুদ্রায়, অব্দের স্থলে ১৫০৯ এবং তাহার নিম্নে ৯২ অঙ্ক একত্র পাওয়া গিয়াছে ; সেই সমস্ত মুদ্রায় লিখিত ১৫০৯ শকে ৯২ রাজশক প্রচলিত থাকিলে, ১৪১৮ শকে (১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে) রাজশকের প্রারম্ভ গণিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিশ্বসিংহের জন্ম এবং উক্ত অব্দে তাঁহার স্বাধীনতালাভ হইয়াছিল, মনে করা যুক্তিসঙ্গত।

বিশ্বসিংহের জন্মকাল

বিশ্বসিংহের পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বসময়ে আবুলফজলকর্ত্তৃক 'আকবরনামার' রচনা আরব্ধ হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থের লিখিত বিবরণানুসারে আকবর শাহের রাজত্বের একশত বৎসর পূর্ব্বে (আনুমানিক ৮৬৩ হিজরী, অথবা ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে) বিশ্বসিংহের জন্মকাল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফারসী ভাষায় লিখিত মূল 'আকবরনামায়' বিশ্বসিংহের জন্মকালনির্দ্দেশোপলক্ষে 'পেশতর্ আজিঁ বসদ্ সাল' বাক্য লিখিত আছে এবং মিঃ বিভারিজ তাহার ইংরাজী অনুবাদ 'A hundred years before this' (ইহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে) করিয়াছেন। আকবরনামা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বৎসরে রচিত হয় নাই ; পুস্তকখানা 'নামা' (চরিত গ্রন্থ) হিসাবেও সম্পূর্ণ নহে। গ্রন্থকারের জীবনের শেষপর্য্যন্ত (১৬০২ খৃষ্টাব্দ) উহার রচনা চলিয়াছিল; সুতরাং, তাঁহার লিখিত 'আজিঁ' (this) বুঝিতে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বৎসর গ্রহণ করা অবস্থাবিরুদ্ধ। যোধপুরের মুন্সী দেবীপ্রসাদ মুন্সেফ তাঁহার উর্দ্দু ও হিন্দি সংগ্রহ 'আকবরনামা'য় উল্লিখিত বাক্যের স্থলে 'আকবর বাদশাহকে আহাদ্‌সে ১১৫ বরস পহলে' বিশ্বসিংহের জন্ম হইবার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তিনি কেবল মাত্র আবুল ফজলের অনুসরণে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই ; খাজা নেজামুদ্দিন বখ্‌শী, মোল্লা আবদুল কাদের বদাউনী, খাজা আতা বেগ করদানী, মোয়তামদ খাঁ মীর বখ্‌শী এবং মোহাম্মদ কাজেম ফেরেস্তা প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের লিখিত পুস্তক-

সমূহ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। মুন্সী দেবীপ্রসাদ আবুল ফজলের লিখিত 'আজিঁ' (this) শব্দের অর্থ বাদশাহের 'আহাদ্' (সময়, রাজত্বকাল) করিয়াছেন, এবং ইহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং 'আকবর বাদশাহের সময়ের ১১৫ বৎসর পূর্ব্বে' বলিলে উক্ত ১১৫ অঙ্ক তাঁহার রাজ্যারম্ভ সন (৯৬৩ হিজরী) হইতে বিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আকবরনামার ভিন্ন ভিন্ন হস্তলিপিতে উল্লিখিত বৎসরের অঙ্ক একরূপ নহে। মুন্সী দেবীপ্রসাদের উর্দ্দু ও হিন্দি সংগ্রহে ১১৫ বৎসর, লক্ষ্ণৌর নওয়ল কিশোর প্রেসে মুদ্রিত ফারসী ভাষার আকবরনামায় ১৫ বৎসর, পাটনার খোদাবখস পুস্তকাগারে রক্ষিত ফারসী ভাষার হস্তলিপিতে (১০৫৯ হিজরী বা ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের নকল) ১০০ বৎসর, কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীর মুদ্রিত ফারসী এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদে ১০০ বৎসর লিখিত আছে। অবস্থানুসারে এই (১০০) এক শত অঙ্কই গ্রহণযোগ্য।

মহারাজ নরনারায়ণের সময়—

মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্বকালসম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, যথা—

		রাজত্বের প্রারম্ভ		মৃত্যুকাল
দামোদরচরিতের ভূমিকায়	...	১৪৫০ শক	(১৫২৮ খৃষ্টাব্দ)	১৫০৬ শক
আসাম বুরঞ্জীতে	...	ঐ ,,	ঐ ,,	ঐ ,,
খড়্গনারায়ণের বংশাবলীতে	...	১৪৫৫ ,,	(১৫৩৩ ,,)	......
গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলীতে	...	১৪৫৬ ,,	(১৫৩৪ ,,)	......
সার এডওয়ার্ড গেইটের মতে	...	......	(১৫৪০ ,,)	... ..
রাজোপাখ্যানে	...	১৪৭৬ ,,	(১৫৫৪ ,,)	১৫০৯ ,,
কামরূপবংশাবলীতে	...	১৪৭৭ ,,	(১৫৫৫ ,,)	......
দুর্গাদাসলিখিত বংশাবলীতে	...	৪৫ রাজশক	......	৯৩ রাজশক

মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্যভারগ্রহণের অব্যবহিত পরে শ্রীচৈতন্যদেবের কামরূপে আগমন কথিত হইয়া থাকে।(৪) উহা প্রকৃত হইলে, মহারাজ নরনারায়ণের রাজ্যভারগ্রহণ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে (অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে) হইয়া থাকিবে। মহারাজ নরনারায়ণ যে ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই রাজত্ব করিতে ছিলেন, তাহা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী তাঁহার রাজত্ববিবরণে লিখিত হইয়াছে (নবম অধ্যায়)।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকাল ৭৮-১১২ রাজশক, ১৫০৯-১৫৪৩ শকাব্দ এবং ৯৯৪-১০২৮ বঙ্গাব্দ (১৫৮৭-১৬২১ খৃষ্টাব্দ) লিখিত আছে।

(৪) ১৪৫৫ শকের (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের) আষাঢ় মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে চৈতন্যদেবের দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল। মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্ববিবরণে শ্রীচৈতন্যদেবের কামরূপে আগমনসম্বন্ধে মতভেদের উল্লেখ করা গিয়াছে (১৩৪ পৃষ্ঠা)।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রার '৯২' অঙ্কটিকে রাজশক বলিয়া ধরিয়া লইলে এবং উহা ১৫০৯ শকাব্দার সহিত একত্র লিখিত থাকায়, ৯২ রাজশকে ১৫০৯ শকাব্দ প্রচলিত থাকা এবং উক্ত বৎসরকে তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল মনে করিতে হয়; কিন্তু জয়নাথ ঘোষের মতে ১৫০৯ শকে ৭৮ রাজশক প্রচলিত ছিল। ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত ৯২ এবং ৭৮ রাজশকের মধ্যে যে ১৪ বৎসর পার্থক্য আছে, তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। দুর্গাদাসের মতে লক্ষ্মীনারায়ণ ৯৩ রাজশকে রাজা হইয়াছিলেন।

মুদ্রার যুগ্ম অঙ্ক

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের কয়েকটী মুদ্রায় '১৫৪৯' শকের (১৬২৭ খৃষ্টাব্দের) অনুরূপ যে অঙ্ক আছে, নারায়ণীমুদ্রার প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে (২৮৫ পৃষ্ঠা)। ১০৩৩ হিজরী সনে (১৬২৪ খৃষ্টাব্দে) জাহাঁগীর বাদশাহের বিদ্রোহী পুত্র শাহজাঁহার সহিত যুদ্ধে বাঙ্গলার সুবাদার ইব্‌রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গের নিহত হওয়ার সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (১৪৬ পৃষ্ঠা)। সেতাব খাঁ তাঁহার রচিত 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকে লিখিয়াছেন (২৯৯ খ পৃষ্ঠা) যে, তিনি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং সত্রাজিৎ প্রভৃতির সহকারে 'হাজো'তে অবস্থানকালে উক্ত সংবাদ তথায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগালের অধিবাসী ষ্টিফেন ক্যাসিলা ১৬২৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাণ্ডুতে (গৌহাটীর নিকট) আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি তথা হইতে হাজো গমন করিয়া রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। ইহার পরে, ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, যে পত্র তিনি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ লিখিত ছিল। উল্লিখিত প্রমাণগুলির দ্বারা ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ (১৫৪৯ শক) যে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যুর বৎসর, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সার এডওয়ার্ড গেইটের মতে উক্তকাল ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।(৫)

লক্ষ্মীনারায়ণের পরলোক

মহারাজ বীরনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ বীরনারায়ণের রাজত্বকাল ১১২-১১৭ রাজশক এবং ১৫৪৩-১৫৪৮ শক (১৬২১-১৬২৬ খৃষ্টাব্দ) লিখিত আছে।

বীরনারায়ণের সমসাময়িক দৈত্যারি ঠাকুরবিরচিত 'মহাপুরুষ শঙ্কর এবং মাধবদেবের জীবনচরিত্রে' মাধবদেবের বিহারে অবস্থান এবং সেই সময়ে মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বিদ্যমান থাকার সংবাদ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'বীরনারায়ণ রাজার কুমর রাজমাও আই ধাই' প্রভৃতি মাধবদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং 'বেহারে' মাধবদেবের মৃত্যু

কুমার বীরনারায়ণের সংস্রব

(৫) 'So we may take Lakshminarayan's death to have occurred somewhere between 1627 and 1633, or about 1630 A. D.' *The Koch Kings of Kamarupa*, p 43.

হইয়াছিল (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ)। নীলকণ্ঠকৃত 'শ্রীশ্রীদামোদরদেবচরিত্রে' লিখিত আছে যে, দামোদরদেবের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ (১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে) বীরনারায়ণ নৃপতির উদ্যোগে সম্পন্ন হইয়াছিল (১৭৮, ১৮০ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কবিশেখর 'কিরাত পর্ব্ব' রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত পুথি কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। উঁহার ভণিতা এইরূপ:—

'সিন্ধুপক্ষবাণবিধু সকের সময়।
মকরত দেব দিনকরের উদয়॥
গুরুদিন শ্রীপঞ্চমী পক্ষ পরধান।
কাননে কুসুমাকর করিল প্রস্থান॥
সুগন্ধ সমীর দশোদিশে সঞ্চারিল।
মনমথে বাকমনে মনোজ মিলিল॥
জন্মে জন্মে বীরনারায়ণ নরেশ্বর।
যদি জন্ম নরতনু বিহার নগর'॥ ৪ পত্র
'বীবনাবাবণ মহারাজার আজ্ঞায়।
কহে কবিশেখর গোবিন্দ সর্ব্বদায়'॥৮ পত্র
'বিহাব কামতাপুরি নামে অম্রাবতী।
বীবনারায়ণ দেব যার অধিপতি॥' ১৮ পত্র

উদ্ধৃত বচনানুসারে ১৫২৭ শকের (১৬০৬ খৃষ্টাব্দের) ৩রা মাঘ বৃহস্পতিবার এবং শ্রীপঞ্চমী ছিল; জ্যোতিষকল্পদ্রুমধৃত খণ্ডার মতে উহা শুদ্ধ। উক্ত গ্রন্থে বীরনারায়ণকে 'নরেশ্বর' এবং 'মহারাজা' বলা হইয়াছে।

'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুথিতে লিখিত আছে যে, ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণ ঢাকায় বন্দীকৃত হইলে, তাঁহার পুত্র রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে পুত্রের নামোল্লেখ নাই। ইয়োরোপীয় পর্য্যাটক ষ্টিফেন ক্যাসিলার লিখিত বিবরণানুসারে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ জীবিত ছিলেন না; সুতরাং সেই সময় হইতে বীরনারায়ণের রাজ্যারম্ভকাল গণনা করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে, পরীক্ষিতের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত থাকার সময়ে, লক্ষ্মীনারায়ণের পক্ষে রাজ্যশাসনভার সম্ভবতঃ পুত্রের উপর ন্যস্ত করার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল; 'বাহরিস্তানে ঘাইবী' পুস্তকে এবং ষ্টিফেন ক্যাসিলার লিখিত বিবরণে তাহার কিছু কিছু সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহারাজ নরনারায়ণের সময়ে রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজ 'রাজা' বলিয়া অভিহিত হইতেন; ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী রালফ্ ফিচ্ শুক্লধ্বজকেই 'রাজা' বলিয়াছেন। রাজকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কুমার বীরনারায়ণকে কবির পক্ষে 'নরেশ্বর' অথবা 'মহারাজা' বলা অসম্ভাব্য বিবেচিত হয় না।

বীরনারায়ণের রাজ্যারম্ভ

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সম্পর্কে রাজোপাখ্যানে লিখিত বৃত্তান্তের অধিকাংশই যে ইতিহাস-বিরুদ্ধ, তাহার প্রমাণ তাঁহার রাজত্ববিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে

বীরনারায়ণের অস্তিত্বকাল

যে, মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত আহোমরাজের বিবাহের বাগদান হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয় (১৫৩ পৃষ্ঠা)। আহোমরাজ আহোম টাওছিঙার ৪১ লাক্নি কাপছি অব্দের (১৬৩২ খৃষ্টাব্দের) ডিনছিপ (ভাদ্র) মাসে উক্ত রাজকন্যাকে আনয়নের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র বীতনারায়ণের (বীরনারায়ণের) নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভগিনীকে প্রদান করিতে সম্মত হন নাই। আহোম টাওছিঙার ৪২ লাক্নি ডাপচেউ অব্দ (১৬৩৩ খৃষ্টাব্দ) প্রারম্ভের দুই তিন মাস পূর্ব্বে উক্ত দূত কামতারাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন; এরূপ অবস্থায় ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগপর্য্যন্ত বীরনারায়ণ রাজা ছিলেন, মনে করিতে হয়।

মহারাজ প্রাণনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ প্রাণনারায়ণের রাজত্বকাল ১১৭-১৫৬ রাজশক এবং ১৫৪৮-১৫৮৭ শকাব্দ (১৬২৬-১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ)।

মহারাজ প্রাণনারায়ণের ১৫৫৪ শকাব্দের (১৬৩২ খৃষ্টাব্দের) একটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং 'নারায়ণীমুদ্রা' অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা মহারাজ বীরনারায়ণ জীবিত ছিলেন এরূপ গৃহীত হইলে, সেই বৎসরেই অথবা পিতার মৃত্যু এবং প্রাণনারায়ণের রাজ্যারম্ভ হইয়াছিল। ১৫৮৮ শকাব্দের (১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের) পরে 'বিহারের' রাজা দূতস্বরূপ রামচরণ এবং ভকতচরণ নামক দুই ব্যক্তিকে আসামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেরক রাজার নাম জানা যায় নাই। মহারাজ প্রাণনারায়ণকর্ত্তৃক রামচরণকে দূতস্বরূপ আসামে প্রেরণের উল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রেরণের সময় লিখিত নাই। রামচরণের উল্লিখিত দুই দৌত্য এক এবং অভিন্ন হইলে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের দূতপ্রেরণের সময় পর্য্যন্ত প্রাণনারায়ণ জীবিত ছিলেন, বলিতে হয়। 'নারায়ণীমুদ্রা' অধ্যায়ে (২৮৭ পৃষ্ঠা) তাঁহার যে একটী আধুলীর উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ১৬১ রাজশকে (১৬৭০ খৃষ্টাব্দে) প্রস্তুত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।(৬)

মহারাজ মোদনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ মোদনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৬-১৭১ রাজশক বলিয়া লিখিত আছে। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার ১৬৬ রাজশকের মূল সনদ এবং ১৭৯ রাজশকের মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

---

(৬) 'নারায়ণীমুদ্রা' শীর্ষক অধ্যায়ে মুদ্রাগুলির পাঠ লইয়া আলোচনা করা গিয়াছে।

কোচবিহারের রাজসভায় এবং মালকাছারীর মহাফেজখানায় কতকগুলি প্রাচীন 'ওয়াকা' রক্ষিত আছে; তাহাদের শীর্ষদেশে এক একটী 'শ্রীঃ মোহর এবং 'শ্রীশ্রীমহারাজার হুকুম' বাক্য ব্যতীত দাতৃগণের নাম প্রায়ই লিখিত হয় নাই।(৭)

ওয়াকা লেখার পদ্ধতি

যে যে স্থলে কোনও রাজা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার দান স্বীকৃত, পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিতাদি করিয়া নূতন 'ওয়াকা' প্রদান করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে সাধারণতঃ সম্পাদনের সময়ের সহিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওয়াকার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রকারের অনেকগুলি ওয়াকা লইয়া এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইতেছে; তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে পূর্ব্বদাতৃগণের পরিচয় নিম্নলিখিত প্রকারে লিখিত আছে, যথা—

'বাবা ৺ রাজা' ... ... (জীবিত পিতা রাজা)।

'আগা ৺ রাজা' ... ... (পূর্ব্ববর্ত্তী জীবিত রাজা)।

'স্বর্গী ৺ রাজা' ... ... (অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মৃত রাজা)।

'অতি স্বর্গী ৺ রাজা' ... ... (অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মৃত রাজার পূর্ব্ববর্ত্তী মৃত রাজা)।

'পূর্ব্ব অতি স্বর্গী ৺ রাজা' ... (উক্ত রূপ দুইজনের পূর্ব্ববর্ত্তী মৃত রাজা)।

'বাপ্পা স্বর্গী ৺ রাজা' ... ... (মৃত পিতামহ রাজা)।

'জেঠো স্বর্গী ৺ রাজা' ... (মৃত জ্যেষ্ঠতাত রাজা)।

ঊর্দ্ধতন এবং অধস্তন সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান অত্যধিক ছিল বলিয়া মহারাজ রূপনারায়ণের এক ওয়াকায় 'আমার পূর্ব্বপুরুষ নরনারায়ণ রাজা' লিখিত হইয়াছিল।(৮)

কোনও কোনও ওয়াকায় নাজীর এবং দেওয়ানের নাম লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে তাঁহাদের সহিত ওয়াকাদাতা রাজার সম্পর্কও উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

'ছত্রনাজীর ভায়া মহীজিন্নারায়ণ কুমর'

'ছত্রনাজীর ভায়া ললিতনারায়ণ কুমর'

'ছত্রনাজীর দাদা রুদ্রনারায়ণ কুমর'

'ছত্রনাজীর ভাতিজা খগেন্দ্রনারায়ণ কুমর'

'বাবা দেওয়ান কুমর'

'দাদো দেওয়ান কুমর'

'গাবুরনাজীর বাবা ললিতনারায়ণ' প্রভৃতি

---

(৭) ১৮৭১ এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সেটল্‌মেণ্ট মোকদ্দমায় যে সমস্ত ওয়াকা দাখিল হইয়াছিল, তাহাতে প্রার্থিগণ ওয়াকাদাতা বলিয়া যে যে রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র শুদ্ধ নহে; তদনুসারে রাজকীয় 'লাখেরাজ রেজেষ্ট্রি' পুস্তক প্রস্তুত হওয়ায়, তাহাও নির্দ্দোষ হয় নাই। ওয়াকায় রাজার নাম লিপিবদ্ধ না থাকাতেই এই গোলযোগের উৎপত্তি হইয়াছে।

(৮) কোচবিহারে জীবিত রাজগণের নামের পূর্ব্বে '৺' লেখার রীতি এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু 'স্বর্গী' বিশেষণের প্রয়োগ হয় না। কোনও কোনও প্রাচীন ওয়াকায় 'স্বর্গী মহা ৺ রাজ' বাক্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ রূপনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্বকাল ১৮৫-২০৫ রাজশক, ১৬১৬-১৬৩৬ শকাব্দ এবং ১১০১-১১২১ বঙ্গাব্দ (১৬৯৪-১৭১৪ খৃষ্টাব্দ)।

রাজোপাখ্যানে মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুকাল হইতেই রূপনারায়ণের রাজ্যারম্ভকাল গণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরে, ছত্রনাজীর

যজ্ঞনারায়ণের রাজ্যাধিকার

যজ্ঞনারায়ণ সিংহাসন অধিকার করিলে, রায়কত জগদেব এবং ভুজদেবের সহিত তাঁহার যে বিবাদ আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইতে কিছু না কিছু সময়ের আবশ্যক হইয়াছিল। যজ্ঞনারায়ণ অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও যে রাজপদ অধিকার করিয়াছিলেন, মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব-বিবরণে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। ২৪৩ রাজশকের ১১ই মাঘের লিখিত এক খণ্ড দানপত্রে 'স্বর্গী রাজার ওয়াকা অনুরূপ ২০০ শকার ১৫ জ্যৈষ্ঠের' এক খণ্ড দানপত্রের উল্লেখ আছে। ২৪৩ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল, সুতরাং ২০০ রাজশকে তাঁহার পিতা এবং অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রূপনারায়ণের বিদ্যমানতা সমর্থিত হইতেছে।

২১৪ রাজশকের ১১ই আষাঢ়ের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকার মধ্যে '১৯৮ শকার ২১শে আষাঢ় স্বর্গী ৺রাজার ওয়াকার' প্রভৃতি বাক্য লিখিত আছে। ২১৪ রাজশক মহারাজ

স্বর্গী ৺ রাজা

উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের অন্তর্গত হইলে, ১৯৮ রাজশকের ওয়াকা তাঁহার 'স্বর্গী ৺রাজার' অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ রূপনারায়ণের প্রদত্ত মনে করা ন্যায়সঙ্গত। ২১৬ রাজশকের ১২ই মাঘের এক খণ্ড ওয়াকা আছে; তাহার লিখিত দান পরবর্ত্তিকালে (১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮৬৮ নং সেটল্‌মেণ্ট মোকদ্দমায়) স্বীকৃত হয় নাই। এই ওয়াকায় পূর্ব্বের দুই খণ্ড ওয়াকার উল্লেখ আছে, যথা—

'বোলে ১৯৫ শকার ৫ই আশ্বিন সর্গি ৺জার এক ওয়াকা' এবং 'আর ১৯৪ শকার ৮ ফাগুনের আর এক ওয়াকা'। শেষোক্ত ১৯৪ শকার ওয়াকা কাহার প্রদত্ত, তাহার উল্লেখ

রূপনারায়ণ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা

নাই। ২১৬ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল; সুতরাং ১৯৫ রাজশক তাঁহার 'সর্গি ৺জার' রূপনারায়ণের এবং ১৯৪ রাজশক তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য এক রাজার রাজত্বকালের অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৮৮ রাজশকের ১৮ই শ্রাবণের এক খণ্ড ওয়াকায় লিখিত আছে, '১৮৬ শকার তেরিখ ২৩ শে ফাল্গুনে হুকুম করিচি'। এ রূপ অবস্থায় ১৮৮ রাজশকের ১৮ই শ্রাবণ এবং ১৮৬ রাজশকের ২৩ শে ফাল্গুন একই (রূপনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী) রাজার রাজত্বকাল মনে করা অযৌক্তিক নহে।

১৮৮ রাজশকের ১৮ই শ্রাবণের উল্লিখিত ওয়াকা 'ভুজদেব কুমর, ছত্রনাজীর তায়া মহীজিন্নারায়ণ কুমর ও ভবানীনাথ খাসনীস রুজু' করিয়াছিলেন।(৯) ইহার পৃষ্ঠে একটী মোহরের ছাপ আছে, কিন্তু পৃষ্ঠে থাকায় উহা রাজার নামের ছাপ মনে করা যায় না।(১০) ছাপের 'নারায়ণ' শব্দ ব্যতীত অন্যান্য অক্ষরও অপাঠ্য হইয়াছে। রূপনারায়ণ রাজার কর্ম্মচারিস্বরূপ কুমার ভুজদেব রায়কত যে ঐ ওয়াকা রুজু করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা অবস্থা-বিরুদ্ধ। মহীজিন্নারায়ণ যে কোন্ বংশের কুমার ছিলেন, তাহাও জানা যায় না। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, রূপনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের সময়ে রায়কত জগদেব মৃত এবং ভুজদেব পীড়িত হইয়াছিলেন। রায়কত ভুজদেব নিহত হওয়ার পরে রূপনারায়ণের রাজা হইবার বৃত্তান্ত কমিশনার মার্শী ও শোভের সংগৃহীত বিবরণে লিখিত আছে। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের চাকলাজাত মোকদ্দমার ফয়সালার নকলে লিখিত আছে যে, রূপনারায়ণের রাজ্যলাভের পূর্ব্বে যজ্ঞনারায়ণের হস্তে রায়কত জগদেব এবং ভুজদেব নিহত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত উক্তির দ্বারা ১৮৮ রাজশকের ১৮ই শ্রাবণ মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্বকালের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। রায়কতগণ সেই সময়ে রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিতে ছিলেন; রায়কত জগদেব আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিলে, কথিত ওয়াকা 'ভুজদেব কুমর রুজু' করিতে পারেন।

তায়া মহীজিন্নারায়ণ

১৮৫ রাজশকের ১০ই আষাঢ়ের লিখিত আর এক খণ্ড ওয়াকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণ কুমর ও শ্রীবলরাম খাসনিস'। ১৮২ রাজশকে মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্বসময়ে ছত্রনাজীর যজ্ঞ-নারায়ণের মৃত্যু হইবার বৃত্তান্ত রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে। কমিশনার মার্শী ও শোভের নিকট প্রদত্ত বিবরণে লিখিত আছে যে, মহীন্দ্রনারায়ণের রাজত্বসময়ে অথবা তাঁহার মৃত্যুর পরে, রায়কতদ্বয়ের সহিত বিরোধকালে যজ্ঞনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের চাকলাজাত মোকদ্দমার ফয়সালার নকলে লিখিত আছে যে, ফৌজদার আলী কুলি খাঁর সময়ে (১১০৭-১১১৮ সন, ১৯১-২০২ রাজশক) প্রথমতঃ রায়কতদ্বয়ের এবং পরে 'রাজা' যজ্ঞনারায়ণের মৃত্যু হয়, এবং তৎপরে (তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র) রূপনারায়ণ রাজা হন; সুতরাং যজ্ঞনারায়ণের ছত্রনাজীরের পদাভিষিক্ত থাকার কালে (১৮৫ রাজশকের ১০ আষাঢ়) রূপনারায়ণের রাজ্যলাভ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। উল্লিখিত বিবিধ অবস্থার একত্র আলোচনার ফলে জানা যায় যে, ১৮৬ হইতে ১৯৪ রাজশক (১৬৯৫-১৭০৩ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ন্যূনপক্ষে আট বা

যজ্ঞনারায়ণের বিদ্যমানতা

যজ্ঞনারায়ণের মৃত্যু এবং রূপ-নারায়ণের রাজ্যারম্ভ

---

(৯) 'রুজু' শব্দের অর্থ সম্পাদনের জন্য রাজার সমক্ষে উপস্থিত করা।

(১০) কোনও দলিলের নিম্নে অথবা পৃষ্ঠদেশে রাজমোহর অঙ্কিত করা রাজ্যের ব্যবহারবিরুদ্ধ।

দুই বৎসরকাল যজ্ঞনারায়ণ রাজপদ অধিকার করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার সেই অধিকার নির্ব্বিবাদ ছিল না ; মরণকতক্ষণ শেষপর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারের চেষ্টায় ছিলেন এবং আনুমানিক ১৭০০ হইতে ১৭০২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছিল।

২৪২ রাজশকের ১লা আষাঢ়ের সম্পাদিত এক খণ্ড ওয়াকায় লিখিত আছে, 'স্বর্গী ৺রাজার ওয়াকা অনুরূপ দেওয়ান খাসনবীসের সনদ মত ২০৭ সকার ২৭শে শ্রাবণে দপ্তরের সনদ * * * এ তকে স্বর্গী ৺রাজার ওয়াকা মতে দপ্তরের সনদে পাওয়া চারি বিষের জমী' প্রদত্ত হইল।(১১)

রূপনারায়ণের অন্তিমকাল

২৪২ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ; সুতরাং ২০৭ অব্দের ২৭শে শ্রাবণ তাঁহার 'স্বর্গী ৺রাজার' অর্থাৎ মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্বকালের অন্তর্গত হইতেছে। অতঃপর ২১০ অব্দের ২৮শে চৈত্রের লিখিত যে ওয়াকার বিবরণ লিখিত হইল, তদনুসারে ২০৭ অব্দের শেষভাগে মহারাজ রূপনারায়ণের মৃত্যুকাল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ২০৫-২৫৪ রাজশক, ১১২১-১১৭০ সন, ১৬৩৬-১৬৮৫ শকাব্দ লিখিত আছে।

২১০ রাজশকে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ২১০ রাজশকের ২৮শে চৈত্রের এক খণ্ড ওয়াকায় লিখিত আছে, 'শ্রীরাধানাথ মিশ্র আমাক রাস্নাই টিকা দিছে তাহার দক্ষিণাত মিশ্র মজকুরক দুই গ্রাম ভূমি ব্রহ্মোত্তরহে হুকুম করিয়া ২০৭ শকা ২০শে চৈত্র ওয়াকা দিছি জমী পায় নাই।' কোচবিহাররাজবংশের প্রাচীন প্রথা এই যে, অভিষেক-ক্রিয়ার সংশ্রবে সেই সময়ে যাহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ হইত, সেই সম্বন্ধে লিখিত ওয়াকা উপস্থিতক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ প্রদত্ত হইত এবং মৃত রাজার দেহসংকারের ওয়াকাও সেই সময়ে প্রদত্ত হইত।(১২) উক্ত রীত্যনুসারে উল্লিখিত ওয়াকা প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, ২০৭ শকের ২০শে চৈত্র মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যারম্ভ হইয়াছিল। ২০৭ শকের ২৭শে শ্রাবণের ওয়াকা যে তাঁহার 'স্বর্গী রাজার' (পিতার) প্রদত্ত ছিল, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

উপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যারম্ভ

---

(১১) ওয়াকা এবং সনদ যে বিভিন্ন বিভিন্ন দলিল, উল্লিখিত বাক্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সনদ বিশেষ দলিল বলিয়া সেরেস্তায় তাহার নকল রাখার প্রথা ছিল।

(১২) মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকবৃত্তান্ত (রাজোপাখ্যান, প্রত্যক্ষ খণ্ড, ১ম অধ্যায়), ছত্রনাজীর অভয়নারায়ণ, জয়নারায়ণ এবং খাবুর নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের নিয়োগের বিবরণ। *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II. pp 79, 85.*

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নামের মোহরাঙ্কিত ২৬৪ রাজশকের ১৫ ই চৈত্রের এক ওয়াকায় '২১০ শকার ২৬ বৈশাখ বাপ্পা স্বর্গী ৺রাজা ওয়াকা দিয়াছেন' প্রভৃতি বাক্য লিখিত আছে। ২১০ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল, এবং তিনি মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের পিতার পিতৃব্য, সুতরাং তিনি ধরেন্দ্রনারায়ণের 'বাপ্পা' (বাপু, পিতামহ) ছিলেন।

বাপ্পা স্বর্গী ৺রাজা

২১৩ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের মধ্যে। ২৪৩ রাজশকের ১১ই মাঘের ওয়াকায় 'আমার এক ওয়াকায় ২২৫ শকার ৮ অগ্রহায়ণ এক ওয়াকায় এবং ২১৩ শকার ১৭ ফাল্গুন আমারও ২২৭ শকার ৫ অগ্রহায়ণ আমার এক ওয়াকায়' প্রভৃতি বাক্য আছে। এতদ্দ্বারা ২৪৩ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের মধ্যে গণ্য হইতেছে। ২৪৪ রাজশকের ১০ই আশ্বিনের এক খণ্ড ওয়াকায় লিখিত আছে যে, '২৪০ সকার ২১ জ্যৈষ্ঠ আমার ওয়াকায় ব্রহ্মোত্তর পায়াছিল'; সুতরাং ২৪৪ রাজশকও উক্ত রাজার রাজত্বকালের অন্তর্গত হইতেছে।

মহারাজ দীননারায়ণের সময়—

আনুমানিক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে, রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ আহমদ, কুমার দীননারায়ণকে 'রাজা' করার নিমিত্ত কোচবিহাররাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ প্রথমতঃ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি রাজ্যের উদ্ধারসাধন করেন। রাজোপাখ্যানে রাজার পরাজয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু দীননারায়ণের কোচবিহারের রাজা হওয়ার সম্বন্ধে কোনও উক্তি নাই। দুর্গাদাসের মতে, দীননারায়ণ সেই সময়ে অষ্টাহকাল রাজপদ অধিকার করিয়াছিলেন। উল্লিখিত যুদ্ধের অর্দ্ধশতাব্দী পরে (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) কমিশনার মার্শী ও শোভের নিকট প্রদত্ত বিবরণে দীননারায়ণের রাজা হওয়ার সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে এবং ডাঃ বুকানন হেমিল্টনও দীননারায়ণকে 'রাজা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৮০৮ খৃষ্টাব্দ)। সমসাময়িক অন্যান্য প্রমাণ হইতেও দীননারায়ণের রাজা হওয়ার বৃত্তান্ত সমর্থিত হয়। তাৎকালিক কোচবিহাররাজ্যের তিন দিক্ বাদশাহীরাজ্যভুক্ত ছিল; এরূপ অবস্থায়, পরাজিত এবং পলায়িত রাজার পক্ষে সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক ফৌজদারকে বিতাড়িত করিয়া রাজ্যোদ্ধার করা সম্ভাব্য হইলেও তাহা অল্প সময়ের মধ্যে হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। নিম্নলিখিত কারণে ২২৬ হইতে ২২৯ রাজশক (১৭৩৬-১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজ্য দীননারায়ণের অধিকারে থাকা অনুমিত হয়।

দীননারায়ণের রাজত্ব

২৫৪ রাজশকের ২৫শে ভাদ্রের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত বলিয়া আলোচনায় অবধারিত হইয়াছে। সেই ওয়াকায় 'পূর্ব্ব অভি স্বর্গী ৺রাজার' প্রদত্ত বলিয়া ২২৯ রাজশকের ৩১শে চৈত্রের এক ওয়াকায় উল্লেখ আছে। এই 'পূর্ব্ব অভি স্বর্গী রাজা' দীননারায়ণ ব্যতীত উপেন্দ্রনারায়ণ অথবা রূপনারায়ণ হইতে পারেন না।

পূর্ব্ব অভি স্বর্গী ৺রাজা

২২৬ রাজশকের (১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের) ১২ই চৈত্রের এক খণ্ড ওয়াকায় 'বাবা দেওয়ান কুমর' লিখিত আছে। ২২৬ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইলেও উক্ত ওয়াকা মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত হইতে পারে না। উপেন্দ্রনারায়ণের দেওয়ান সত্যনারায়ণ এবং খড়্গনারায়ণ যথাক্রমে তাঁহার পিতৃব্য এবং ভ্রাতা ছিলেন। আনুমানিক ২২৮ রাজশকে সত্যনারায়ণ পদচ্যুত এবং খড়্গনারায়ণ দেওয়ান নিযুক্ত হন। দীননারায়ণ সত্যনারায়ণের ঔরসপুত্র ছিলেন এবং সেই দীননারায়ণ রাজা হইয়া ২২৬ রাজশকে সত্যনারায়ণকে 'বাবা দেওয়ান কুমর' লিখিয়াছিলেন, ইহা ব্যতীত আর কিছু মনে করিবার উপায় নাই। উল্লিখিত ওয়াকায় গৌরীনন্দন শর্ম্মা (মুস্তোফী) 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ' ছিলেন। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ফৌজদারের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইলে খাসনবীস মহাদেব রায় পলায়ন করেন এবং গৌরীনন্দন মুস্তোফী মহাদেব রায়ের স্থলে খাসনবীস নিযুক্ত হন; কিন্তু, যুদ্ধাবসানে তিনি উক্ত কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। উক্ত কারণে, দেওয়ান সত্যনারায়ণের ন্যায় গৌরীনন্দন শর্ম্মাও (মুস্তোফী) দীননারায়ণের পক্ষ গ্রহণ করিয়া ছিলেন, এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নহে।

বাবা দেওয়ান কুমার

ললিতনারায়ণ, বিশ্বনারায়ণের ঔরসপুত্র এবং ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণের দত্তকপুত্র ছিলেন। দীননারায়ণ (স্বাভাবিক সম্পর্কে) এবং ললিতনারায়ণ মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। ললিতনারায়ণ ২২৯ রাজশকের ২১শে ভাদ্র গৌরীপ্রসাদ শর্ম্মাকে তাঁহার নায়েব নিযুক্ত করিয়া এক পরওয়ানা দিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী ১লা আশ্বিনের রাজদত্ত এক ওয়াকার দ্বারা উক্ত পরওয়ানা সমর্থিত হইয়াছিল। উক্ত রাজদত্ত ওয়াকায় 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ শ্রী বাবা গাবুরনাজীর ললিতনারায়ণ কোঙর ও শ্রীরসিক রায়' এবং উহার তিন স্থানে 'বাবা গাবুরনাজীর ললিতনারায়ণ' লিখিত আছে। এই দুই খণ্ড দলিলের মূল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তাহাদের জাবেদা নকল রক্ষিত আছে।(১৩) মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ অথবা (অস্থায়ী) রাজা দীননারায়ণ ললিতনারায়ণকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন না; সুতরাং এই ওয়াকা কাহার প্রদত্ত, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। সম্বন্ধবিচার করিলে, এই ওয়াকাদাতা রাজা কুমার ললিতনারায়ণের (তদনুসারে দীননারায়ণেরও) পিতা অথবা পিতৃব্য স্থানীয় হন, এবং গৌরীপ্রসাদ শর্ম্মা, কুমার ললিতনারায়ণ ও রসিক রায়কে তাঁহার কর্ম্মচারী মনে করিতে হয়। রসিক রায়ের 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ' যুক্ত ২৩১ রাজশকের ১২ই আষাঢ়ের আরও এক খণ্ড ওয়াকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কাকিনার জমিদার রুদ্র রায়ের পুত্র রসিক রায় ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, এবং রুদ্র রায়ের প্রাপ্ত পেটভাতা ভূমি তাঁহার

অনির্দ্দিষ্ট ওয়াকা

(১৩) এই সমস্ত জাবেদা নকলে ১১৯৯ সনের (১৭৯২ খৃষ্টাব্দের) রঙ্গপুরের কাজীর কায়নী মোহর আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে (২২৭ রাজশকে) প্রদত্ত বলিয়া তাহার সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমায় উল্লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং দীননারায়ণের রাজ্যপ্রাপ্তিমূলক অবস্থার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোনও পার্থক্য ছিল না; (দীননারায়ণের প্রদত্ত) উল্লিখিত ২২৬ রাজশকের ওয়াকা পরবর্ত্তিকালে (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে) প্রকৃত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ২৫৪-২৫৬ রাজশক, ১১৭০-১১৭২ সন এবং ১৬৮৫-১৬৮৭ শকাব্দ।

দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যারম্ভ

২৪৫ রাজশকের ১১ই শ্রাবণের এক খণ্ড ওয়াকায় লিখিত আছে, 'তোমাক যে ২৪৪ সকার ২৫ চৈত্রে যে দুই গ্রামের জমী ব্রহ্মোত্তরত দিয়া সনদ দিছে সে সনদ হুজুর করিয়া জাহির করিলেন', ইত্যাদি। এই সনদ কে 'দিছে', তাহা উক্ত ওয়াকায় ব্যক্ত নাই। 'দিছে' প্রথমপুরুষের ক্রিয়াপদে প্রযুক্ত হইলে ২৪৪ এবং ২৪৫ অব্দের মধ্যে দেবেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিতে হয়।(১৪)

'খুড়া' দেওয়ান দেও এবং নাজীর দেও

২৪৬ রাজশকের ১৫ই অগ্রহায়ণ ভুটানের দেবরাজ কোচবিহাররাজকে এক খণ্ড পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে, 'তুমি রাজা তোমার খুড়া দেওয়ানদেও ও নাজীরদেও' প্রভৃতি; উক্ত অব্দের ১৩ই পৌষ 'প্রধান কারবারী' (প্রধান মন্ত্রী) গৌরীনন্দন মুস্তোফীর নামে দেবরাজের লিখিত পত্রে 'সক্ষি (সখা) নাজীরদেও ও ভাই দেওয়ানদেও' লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ২৪৬ রাজশকের অগ্রহায়ণ এবং পৌষমাসে যাঁহারা নাজীর (ললিতনারায়ণ) এবং দেওয়ান (খড়্গনারায়ণ) ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃসম্পর্কিত

---

(১৪) প্রাচীন লিখনপদ্ধতিতে 'দিছে' সর্ব্বত্রই প্রথমপুরুষের ক্রিয়া নহে। বিভিন্ন বিভিন্ন ওয়াকায় 'করিল,' 'দিলি' এবং 'দিল' প্রভৃতি উত্তমপুরুষের এবং 'দিবো,' 'করিবো' প্রভৃতি মধ্যমপুরুষের ক্রিয়াপদে প্রযুক্ত হইয়াছে।

এতদঞ্চলের প্রাচীন পুথিতে ক্রিয়ার ব্যবহার এইরূপ;—

'বেদ পক্ষ বান (ণ) আর শশাঙ্ক শকত।
আরম্ভ 'করিলো' (লোঁ) মার্কণ্ডেয়কথা যত॥'

পীতাম্বরকৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২ পত্র।

'আদিপর্ব্ব ভারতের সুশোভন পদ।
রচিল শ্রীনাথ রাম 'বোলা' সভাসদ॥' ৫৯, ৬৩, ৭১ পত্র।

উদ্ধৃত ভণিতায় 'করিলো' বলিতে 'করিলাম' এবং 'বোলা' বলিতে 'বল' বুঝিতে হইবে।

এবং রাজার 'খুড়া' (পিতৃব্য) ছিলেন। উক্ত সময়ে দেবেন্দ্রনারায়ণকে রাজা মনে না করিলে, উল্লিখিত সম্পর্কগুলির সঙ্গতি থাকে না।

২৪৮ রাজশকের ২রা শ্রাবণের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকায় নিম্নলিখিত বাক্য আছে—'২১৩ শকার ১৫ই মাঘে স্বর্গী মহা ৺জার চৌদ্দ বিষের জমী ব্রহ্মোত্তর পারাছো সে ওয়াকা জীর্ণ হইয়া যায়।' ২১৩ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল; রীত্যনুসারে অব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা—অর্থাৎ মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ—তাঁহাকে 'স্বর্গী মহা ৺জার' বলিতে পারেন। সুতরাং ২৪৮ রাজশক মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বসময়ের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতে হইতেছে।

কোচবিহার সাহিত্যসভায় রক্ষিত 'সাত্বততন্ত্র'পুথির হস্তলিপিতে (২৮ পত্র) নিম্নলিখিত ভণিতা আছে :—

'শাকে খাষ্টর্দ্ধিশেষেহলিখদহ্নিশনৌ ফাল্গুনে কৃষ্ণপক্ষে
শ্রীরামানন্দদেবদ্বিজবরবচসা, রামচন্দ্রদ্বিজোহি।
শ্রীশ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণমনুজপতৌ কামরূপৈকদেশে
দেশশ্রেষ্ঠে বিহারে গুণিগণগণিতে সাত্বতং তন্ত্রমিষ্টম্॥

নিজ দেশীয় রাজশক ২৪৯ শ্রীরস্ত লেখকে মরি।'

এই পুথি মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে, ১৬৮০ শকে (শেষ১ ঋদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ৬ অষ্ট ৮ খ ০ = ১৬৮০ শকে, অর্থাৎ—১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে) এবং ২৪৯ রাজশকে, রচিত হইয়াছিল।

অতি স্বর্গী ৺ রাজা

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে লিখিত ২৬৩ রাজশকের ৫ই ফাল্গুনের এক খণ্ড ওয়াকায় 'তাক ২৩৯ সকার ৭ শ্রাবণ অতি স্বর্গী ৺ রাজার ওয়াকাত পায়া' বাক্য আছে। উদ্ধৃত অঙ্কের দশকের অঙ্কটী সন্দেহজনক, উহা ২৩৯ অথবা ২৪৯ দুইই হইতে পারে। ধরেন্দ্রনারায়ণ 'অতি স্বর্গী ৺ রাজা' বলিলে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণকে মনে করিতে হইবে, যেহেতু ধরেন্দ্রনারায়ণের পিতা ঐ সময়ে (২৬৩ রাজশকে) জীবিত এবং ভুটানে বন্দী ছিলেন।

২৫২ রাজশকের ২৫শে ফাল্গুনের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকায় আবেদা নকলে '২৫০ সকার ১০ আশ্বিনে আমার হুকুমা ওয়াকায়' বাক্য আছে। এতদ্দ্বারা ২৫২ এবং ২৫০ রাজশক একই রাজার রাজত্বকালের অন্তর্গত হইতেছে।

২৫২ রাজশকের ২২শে শ্রাবণের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকায় নিম্নলিখিত বাক্য আছে,—'এ তকে ২০৩ সকাত অতি স্বর্গী ৺ জার ওয়াকা পাওয়া' ইত্যাদি। ২০৩ রাজশক মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্বকাল। সাময়িক রাজার একান্তর ঊর্দ্ধতন রাজাকে যে 'অতি স্বর্গী' বলা যাইতে পারে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহা গৃহীত হইলে, ২৫২ রাজশক মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের অন্তর্গত হয়।

২৫২ রাজশকের ২৭শে ভাদ্রের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকায় লিখিত আছে, 'দাদো ৺দেবান কুমরের মনসব বাবদ পাঁচ গ্রাম ভূমি দাদো দেবান কুমর তোমাকে ব্রহ্মোত্তর দিছে'। রাজবংশধরগণের মধ্যে সত্যনারায়ণ কুমারের প্রথম 'দেওয়ান' নিযুক্ত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং তিনি সম্পর্কে মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের পিতৃব্য এবং দেবেন্দ্রনারায়ণের 'দাদো' (পিতামহ) ছিলেন। সত্যনারায়ণের পরে, মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা খড়্গনারায়ণ দেওয়ান হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ তিন রাজাই সত্যনারায়ণকে 'দাদো' বলিতে পারেন; কিন্তু, ২৫২ রাজশক শেষোক্ত দুই রাজার মধ্যে কাহারও রাজত্বকালের অন্তর্গত হইতে পারে না, সুতরাং মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত আর কাহাকেও উল্লিখিত (২৫২ রাজশকের) ওয়াকাদাতা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ কোনও দেওয়ানকে 'দাদো' বলিতে পারেন না। ২৫২ রাজশকে দেওয়ান খড়্গনারায়ণ জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার নামের পূর্ব্বে মৃত্যুজ্ঞাপক '৺' চিহ্নের ব্যবহার রীতিবিরুদ্ধ।

দাদো ৺ দেওয়ান কুমার

২৫২ রাজশকের ২৫শে ফাল্গুনের লিখিত পূর্ব্বোক্ত ওয়াকার জাবেদা নকলে 'ছত্রনাজীর দাদা শ্রীরুদ্রনারায়ণ কুমরক' বাক্য লিখিত আছে। রুদ্রনারায়ণ মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের জ্ঞাতিভ্রাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।

'দাদা' রুদ্রনারায়ণ

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সময়—(প্রথম বার)

রাজোপাখ্যানে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রথমবারের রাজত্বকাল ২৫৬-২৬১ রাজশক, ১১৭২-১১৭৭ সন এবং ১৬৮৭-১৬৯২ শকাব্দ।

ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণ যে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন, রাজোপাখ্যানে তাহার উল্লেখ আছে। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিগণও, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে (২৭৯ রাজশকে), কমিশনার মার্শী ও গোভের নিকট তদ্রূপ উক্তি করিয়াছেন।

২৫৪ রাজশকের ২৫শে ভাদ্রের ওয়াকায় লিখিত আছে, 'বোলে অতি স্বর্গী ৺জার ওয়াকায় দুই বিঘ সাত দোনের জমী মোর পিতৃ ব্রহ্মোত্তর পারাছে * * * এ তকে পূর্ব্ব অতি স্বর্গী ৺জার ওয়াকা পাওয়া ইহার পিতৃ ব্রহ্মোত্তর ভোগবাবদ ২২৯ সকার ৩১ চৈত্রে বিলাতি আর তানি কামাত বিলায়ত বেহার তালুক কাড়িশালত', ইত্যাদি।(১৫) ২২৯ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের অন্তর্গত হইলেও সেই সময়ে দীননারায়ণ (প্রকৃত, *De Facto*) রাজা ছিলেন; সুতরাং ২৫৪ রাজশকের উল্লিখিত দলিল মহারাজ

---

(১৫) উল্লিখিত ওয়াকার এক স্থানে 'অতি স্বর্গী' এবং আর এক স্থানে 'পূর্ব্ব অতি স্বর্গী' বাক্য আছে।

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত না হইলে 'পূর্ব্ব অতি স্বর্গী ৺ রাজার' বাক্যের প্রয়োগ সুসঙ্গত হয় না। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ব্যতীত দেবেন্দ্রনারায়ণ (অস্থায়ী) রাজা দীননারায়ণকে 'পূর্ব্ব অতি স্বর্গী' বলিতে পারেন না; সুতরাং ২৫৪ শকের ২৫শে ভাদ্র মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালের অন্তর্গত হইতেছে।

২৫৪ রাজশকের ১৬ই ফাল্গুনের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকার জাবেদা নকলে 'ছত্রনাজীর ভাতিজা শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ কুমর' লিখিত আছে। মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ এবং ধৈর্য্যেন্দ্র-

'ভাতিজা' খগেন্দ্রনারায়ণ

নারায়ণ উভয়েই খগেন্দ্রনারায়ণকে 'ভাতিজা' (ভ্রাতুষ্পুত্র) লিখিতে পারেন; কিন্তু, মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণের সময়ে খগেন্দ্রনারায়ণ 'ছত্রনাজীর' অথবা 'গাবুরনাজীর' ছিলেন না। এ রূপ অবস্থায়, ২৫৪ রাজশকের ১৬ই ফাল্গুনের ওয়াকা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণেরই প্রদত্ত মনে করিতে হইবে; অর্থাৎ,—সেই সময়ে তিনি সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

কমিশনার মার্শী ও শোভের নিকট প্রদত্ত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর উক্তিতে প্রকাশ আছে যে, খগেন্দ্রনারায়ণ ২৫৪ রাজশকে,—ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের অভিষেকদিবসেই,—গাবুর নাজীর হন।(১৬)

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যারম্ভ

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, দেবেন্দ্রনারায়ণ যে সময়ে নিহত হন, সেই সময়ে ঘটনাস্থানের নিকটে কুম্ভকারগণ কূপখনন করিতেছিল (নরখণ্ড, ১৩শ অধ্যায়)। কোচবিহার অঞ্চলে চৈত্র-বৈশাখ মাস কূপখননের সময়; সুতরাং ২৫৪ রাজশকের বৈশাখ মাস হইতে ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যারম্ভকাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

২৬০ রাজশকের ২৫শে শ্রাবণের এক খণ্ড ওয়াকায় 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ শ্রীশচীনন্দন শর্ম্মা' লিখিত আছে। শচীনন্দন মুস্তোফী মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের এক প্রধান কর্ম্মচারী এবং তাঁহার সহিত ভুটানে বন্দী ছিলেন।

২৬১ রাজশকের ২৭শে ভাদ্রের এক খণ্ড ওয়াকায় 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ হরেশ্বর কার্য্যী খাস দেওয়ানিয়া' লিখিত আছে। মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ হরেশ্বরকে 'খাসদেওয়ানিয়া' নিযুক্ত

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ বন্দী

করিয়াছিলেন। এই ওয়াকার মধ্যে দুই খানা প্রাচীনতর ওয়াকার বিবরণ আছে। এক খানা ২২৪ রাজশকের ৫ই জ্যৈষ্ঠের 'স্বর্গী ৺ রাজার' প্রদত্ত এবং অপর খানা ২৬০ রাজশকের ২৭শে ফাল্গুনে লিখিত। শেষোক্ত ওয়াকার দাতার উল্লেখ নাই; সুতরাং ২৬১ রাজশকের ২৭শে ভাদ্রের এবং ২৬০ রাজশকের ২৭শে ফাল্গুনের দুই ওয়াকা একই রাজার প্রদত্ত মনে করা যুক্তিসঙ্গত। ইহা হইতে, ২৬০ রাজশকের ফাল্গুন হইতে ২৬১ রাজশকের ভাদ্র মাসের

(১৬) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II, pp 80, 82, 86.*

মধ্যে, মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের বন্দী হইবার এবং মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভের সময় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কমিশনার মার্শী ও গোভের নিকট প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিগণ রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল দুই বৎসর কয়েক মাস স্থায়ী বলিয়াছেন।(১৭)

মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ২৬১-২৬২ রাজশক, ১১৭৮-১১৭৯ সন এবং ১৬৯৩-১৬৯৪ শকাব্দ লিখিত আছে। ২৬১ রাজশকে ১১৭৮ সন এবং ১৬৯৩ শক হইতে পারে না; ইহা নকলের ভুল বলিয়া মনে হয়। রেভারেণ্ড রবিনসনের অনুবাদেও এই ভ্রম রহিয়াছে।(১৮) জয়নাথ ঘোষের গৃহীত পদ্ধতিক্রমে উহা যথাক্রমে ১১৭৭ এবং ১৬৯২ হইবে।

হরেশ্বর কার্য্যী খাস দেওয়ানিয়া মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রধান কারবারী ছিলেন। 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ হরেশ্বর কার্য্যী খাস দেওয়ানিয়া'র সম্পাদিত ২৬১ রাজশকের ২২শে জ্যৈষ্ঠের লিখিত ওয়াকায় 'আগা ৺ জার ২৫৯ সকার ১৯শে আশ্বিনে ওয়াকা দিয়াছে' ইত্যাদি বাক্য লিখিত আছে। এ স্থলে 'স্বর্গী' বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, রাজেন্দ্রনারায়ণের সময়ে 'আগা' (পূর্ব্ববর্ত্তী) রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ জীবিত এবং ভুটানে বন্দী ছিলেন।

আগা ৺ রাজা

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নামের মোহরাঙ্কিত ২৬৫ রাজশকের ১৪ই চৈত্রের ওয়াকায় লিখিত আছে, 'তোক যে ২৬১ সকার ২রা ভাদ্রে জেঠো স্বর্গী ৺ রাজা চারি বিষের জমী পেট-ভাতা দিয়া ওয়াকা দিয়াছে'। মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং দেবেন্দ্রনারায়ণ উভয়েই মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের পিতৃব্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনারায়ণ ধরেন্দ্রনারায়ণের পিতার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন;(১৯) সুতরাং দেবেন্দ্রনারায়ণ ধরেন্দ্রনারায়ণের 'জেঠো' (জ্যেষ্ঠতাত) হইতে পারেন না; রাজেন্দ্র-নারায়ণই ধরেন্দ্রনারায়ণের 'জেঠো' ছিলেন।

জেঠো স্বর্গী ৺ রাজা

২৬১ রাজশকের ৯ই আশ্বিনের লিখিত এক খণ্ড ওয়াকায় 'জেঠো স্বর্গী ৺ রাজার' উল্লেখ আছে। ২৬১ রাজশক মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল, এবং মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার 'জেঠো' ছিলেন।

২৬৪ রাজশকের ১৫ই চৈত্রের লিখিত এবং মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নামের মোহরাঙ্কিত আর এক খণ্ড ওয়াকায় 'জেঠো স্বর্গী ৺ রাজার' উল্লেখ আছে।

---

(১৭) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II.pp 149-151.*

(১৮) রাজোপাখ্যান, নবখণ্ড, ষোড়শ অধ্যায়। ইংরাজী অনুবাদ, *p 86.*

(১৯) ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাপ্তান টার্ণার কোচবিহারে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ধরেন্দ্রনারায়ণের পিতা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে স্থবির (*an infirm old man*) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *Embassy to Tibet, p 10.*

পরমানন্দ তর্কালঙ্কার ২৮৮ রাজশকে (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) স্বরচিত বনপর্ব্ব পুথির পঞ্চম পত্রে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সম্পর্কে লিখিয়াছেন ;—

'পরে তার জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ,
রাজেন্দ্র নৃপতিবরে।'

রাজোপাখ্যানে রাজেন্দ্রনারায়ণ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মিঃ মুরের এবং কমিশনার মার্শী ও শোভের প্রদত্ত বংশলতায় খড়্গনারায়ণের পুত্রগণের মধ্যে রামনারায়ণ প্রথম, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয় এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ তৃতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ধরেন্দ্রনারায়ণ তৎপ্রদত্ত ওয়াকায় রাজেন্দ্রনারায়ণকে 'জেঠো' বলায় সমস্ত মতভেদের নিরসন হইয়াছে।

'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ হরেশ্বর কার্য্যী খাসদেওয়ানিয়া'র সম্পাদিত ২৬২ রাজশকের ১৫ই মাঘের আর এক খণ্ড ওয়াকা আছে ; সুতরাং ঐ সময় পর্য্যন্ত মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ জীবিত ছিলেন, মনে করিতে হইবে ; যেহেতু, মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হরেশ্বর রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

২৬২ রাজশকের (১১৭৮ সনের) শেষভাগে মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। কমিশনার মার্শী ও শোভের নিকট কোনও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বলিয়াছেন যে, ১১৭৯ সনের চৈত্র মাসে রাজেন্দ্রনারায়ণের দেহত্যাগ হইয়াছিল। ১১৭৯ ছাপার ভুলে হইয়াছে, উহা ১১৭৮ হইবে।

রূপচন্দ্র বড়কায়স্থকার্য্যী মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের মাতুল এবং এক প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ'যুক্ত এক খণ্ড ওয়াকা ২৬৩ রাজশকের ১৭ই ফাল্গুনে বলরামপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিত বাক্য আছে ;—

'শ্রীনারায়ণ পুরোহিতক স্বর্গী ৺ জার সতীসকলের অন্ন দানত ভূমি উৎসর্গ করিয়া যে তাহার বাবদ ॥॰ অর্দ্ধ গ্রামের জমী তোমার পিতৃক ১১৭৮ সকার ১৫ই ফাল্গুন ওয়াকা দিয়াছে সে ওয়াকা জীর্ণ হইয়া যায়।' এতদ্দ্বারা ধরেন্দ্রনারায়ণের কথিত 'স্বর্গী ৺ জার' (রাজেন্দ্রনারায়ণের) মৃত্যু এবং তাঁহার পত্নীগণের সহমরণ উল্লিখিত ১৫ই ফাল্গুন, অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে, ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের সময়—

রাজোপাখ্যানে মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল ২৬২-২৬৫ রাজশক, ১১৭৮-১১৮১ সন লিখিত আছে।

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নামের মোহরাঙ্কিত ২৬২ রাজশকের (১১৭৮ সন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের) ১২ই চৈত্রের ওয়াকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ১২ই চৈত্রের পূর্ব্বে মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু এবং মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভ প্রমাণিত হইতেছে।

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নামের মোহরাঙ্কিত ২৬৫ রাজশকের (১১৮১ সন, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের) ১লা মাঘ এবং ১৪ই চৈত্রের ওয়াকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণ অন্ততঃ উক্ত সনের ১৪ই চৈত্র পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের নামের মোহরাঙ্কিত ২৬৫ রাজশকের ১লা মাঘের লিখিত ওয়াকায় 'বাপ্পা স্বর্গী ৺ রাজা ও বাবা ৺ রাজা ও আমার ও ৺ দেবাই ৺ আই দেবতীর দত্ত ও দাদো দেবান কুমরের ও দাদা নাজীর কুমর' প্রভৃতি বাক্য একত্র লিখিত আছে। উল্লিখিত সময়ে মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের পিতা মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ জীবিত ছিলেন। এ জন্য 'বাবা ৺ রাজা' লিখিতে 'স্বর্গী' বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। 'বাপ্পা স্বর্গী ৺ রাজা' এবং 'বাবা ৺ রাজা' যে একই ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত নহে এবং 'দাদো' (ঠাকুরদাদা) ও 'দাদা' যে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ, তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। দেওয়ান খড়্গনারায়ণ মহারাজ ধরেন্দ্রনারায়ণের 'দাদো' এবং ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার 'দাদা' সম্পর্কিত ছিলেন।(২০)

কতিপয় সম্বন্ধ

ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণ কুমারের সময়—

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভের (১৭৩ রাজশকের) পরে যজ্ঞনারায়ণ ছত্রনাজীরের পদলাভ করিয়াছিলেন এবং ১৮২ রাজশকে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল (নবখণ্ড, ১০ম অধ্যায়)। ছত্রনাজীর যজ্ঞনারায়ণের 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ'যুক্ত ১৭৭ এবং ১৮৫ রাজশকের দুই খণ্ড ওয়াকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। চাকলাজাত মোকদ্দমার (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের) ফয়সালার নকলে 'রাজা' যজ্ঞনারায়ণের ১১০৭-১১১৮ সনের (১৯১-২০২ রাজশকের) মধ্যে মৃত্যু হইবার উল্লেখ আছে। মহারাজ রূপনারায়ণের রাজত্বকালবিষয়ক আলোচনায় যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করা গিয়াছে, তদনুসারে ১৮৬ হইতে ১৯৪ রাজশক (১৬৯৫-১৭০৩ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত যজ্ঞনারায়ণ রাজপদ অধিকার করিয়াছিলেন, এ রূপ বোধ হয়।

যজ্ঞনারায়ণের রাজ্যাধিকারকাল

দেওয়ান সত্যনারায়ণ কুমারের সময়—

কুমার সত্যনারায়ণ মহারাজ রূপনারায়ণকর্ত্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং আনুমানিক• ২২৮ রাজশকে (১৭৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণকর্ত্তৃক তিনি

(২০) ২৬৫ রাজশকে দেওয়ান খড়্গনারায়ণ জীবিত ছিলেন না ; কিন্তু, 'দাদো দেবান কুমর' লিখিতে উক্ত হইলে 'স্বর্গী' বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই। ২৩১ রাজশকের ২৭শে ভাদ্র 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ হয়েবর কার্জী খাস দেওয়ানীয়া'র সম্পাদিত আর এক ওয়াকায় ২২৮ রাজশকের ৫ই জ্যৈষ্ঠের ওয়াকাদাতা রাজাকে 'স্বর্গী ৺ রাজা' বলা হইয়াছে। ২৩১ রাজশক মহারাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের এবং ২২৮ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের

পদচ্যুত হইয়াছিলেন। সত্যনারায়ণের প্রদত্ত ২০১ রাজশকের ২২শে জ্যৈষ্ঠের ভূমিদানপত্রের জাবেদা নকল রক্ষিত আছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনও পদাধিকারের পরিচয় লিখিত নাই। তাঁহার 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ' যুক্ত ২১১ রাজশকের (১৭২০ খৃষ্টাব্দের) ওয়াকাও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণ কুমারের সময়—

কোচবিহারের ইতিহাসে ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ১৮২ রাজশকে মহারাজ মহীন্দ্রনারায়ণের কর্তৃক তিনি ছত্রনাজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরবর্তী মহারাজ রূপনারায়ণের সময়ে ১৯৯ রাজশকে (১৭০৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল (নরখণ্ড, ১০ম এবং ১১শ অধ্যায়)। চাকলাজাত-

শান্তনারায়ণের কর্মকাল

সম্পর্কে শান্তনারায়ণের মোহরযুক্ত ২০৩, ২১৫ এবং ২২৫ রাজশকে লিখিত দলিলের জাবেদা নকল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং চাকলাজাত মোকদ্দমার (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের) ফয়সালার নকলে শান্তনারায়ণের প্রদত্ত বলিয়া ২২৮ রাজশক এবং ১১৪৪ সনের এক খণ্ড দলিলের উল্লেখ আছে। ছত্রনাজীর শান্তনারায়ণের 'সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ'যুক্ত ২১১ রাজশকের ওয়াকাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কমিশনার মার্শী ও শোভের নিকট প্রদত্ত বিবরণে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে শান্তনারায়ণের মৃত্যু হইবার কথা লিখিত আছে।(২১) রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাহারবন্দের জমিদার লোকনাথ নন্দীর মোকদ্দমায় শান্তনারায়ণের প্রপৌত্র ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ বিবাদী ছিলেন; এবং তিনি সেই মোকদ্দমায় ১১৮৬ সনের (১৭৮০ খৃষ্টাব্দের) ১৯শে ফাল্গুন যে আপত্তিপত্র দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, শান্তনারায়ণ ১৮ বৎসর বয়সে নাজীরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি ১১৫৩ সনে (১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) ৯৬ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন।(২২)

ছত্রনাজীর ললিতনারায়ণ কুমারের সময়—

রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে যে, শান্তনারায়ণের মৃত্যু হইলে (১৯৯ রাজশকে) তাঁহার দত্তকপুত্র কুমার ললিতনারায়ণ মহারাজ রূপনারায়ণকর্তৃক ছত্রনাজীরের পদে নিযুক্ত

রাজত্বকালের অন্তর্গত। রাজেন্দ্রনারায়ণের পক্ষে উপেন্দ্রনারায়ণকে 'অতি স্বর্গী ৺ রাজা' লেখা উচিত ছিল, কিন্তু এ স্থলেও সাধারণ লেখনপদ্ধতির অন্যথাচরণ দৃষ্ট হইতেছে।

(২১) *Mercer and Chauvet's Report, Vol. II. p 49.*

(২২) এই উক্তি সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে, ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে শান্তনারায়ণের জন্ম এবং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নাজীরের পদলাভ হইয়াছিল, বলিতে হয়। পরন্তু, শান্তনারায়ণের পিতৃব্য এবং পূর্ববর্তী ছত্রনাজীর যজ্ঞ-নারায়ণের 'সাক্ষাত হুকম প্রমাণ'যুক্ত ১৮৫ রাজশকের (১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের) ওয়াকা আবিষ্কৃত হওয়ায়, শান্তনারায়ণের

হইয়াছিলেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজা হওয়ার 'কতক দিবস অন্তর' ললিতনারায়ণের মৃত্যু হইলে, কুমার বিশ্বনারায়ণের পৌত্র (কুমার হেমনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র) কুমার অভয়নারায়ণ ছত্রনাজীর হন; 'কতক দিবস' পরে অভয়নারায়ণের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্রনারায়ণ ছত্রনাজীর হইয়াছিলেন (নরখণ্ড, ১২শ অধ্যায়); ২৫৯ রাজশকে তাঁহার মৃত্যু হইলে, মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ মৃত নাজীরের ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার খগেন্দ্রনারায়ণকে ছত্রনাজীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন (নরখণ্ড, ১৪শ অধ্যায়)।

গাবুর নাজীর 'বাবা' ললিতনারায়ণ

ইতঃপূর্ব্বে 'গাবুরনাজীর বাবা ললিতনারায়ণ ও রসিক রায়ের সাক্ষাত হুকুম প্রমাণ' যুক্ত ২২৯ রাজশকের ১লা আশ্বিনে লিখিত এক খণ্ড ওয়াকার জাবেদা নকলের উল্লেখ করা গিয়াছে; উহা 'শ্রীশ্রী মহারাজার হুকুমে' গৌরীপ্রসাদ শর্ম্মাকে প্রস্তুত হইয়াছিল।

নায়েব নাজীরের বেতন

ললিতনারায়ণের মোহরাঙ্কিত ২২৯ রাজশকের ২১শে ভাদ্রের নিয়োগপত্রের যে জাবেদা নকল রক্ষিত আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ললিতনারায়ণ মহারাজকর্তৃক 'সরকারের কর্ম্মকার্য্য মুলুকী বাহেরী ভিতরী করিবার হুকুম' প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে রাজসকাশে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকা অসম্ভব বলিয়া তিনি উক্ত নিয়োগপত্রের বলে গৌরীপ্রসাদ শর্ম্মাকে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে তাঁহার নায়েব নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ভায়া ললিতনারায়ণ

২৩৮ এবং ২৩৯ রাজশকের দুই খণ্ড ওয়াকার নকলে 'ছত্রনাজীর ভায়া ললিতনারায়ণ' লিখিত আছে। ২৩৮ এবং ২৩৯ রাজশক মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল, এবং ললিতনারায়ণ তাঁহার ভ্রাতৃসম্পর্কিত ছিলেন।

ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণ কুমারের সময়—

ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণের ২৪৯ রাজশক অথবা ১১৬৭ সনের (?) এক খণ্ড পরওয়ানা চাকলাজাত মোকদ্দমায় (১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে) দাখিল হইয়াছিল; উক্ত মোকদ্দমার কয়সালার নকলে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। রুদ্রনারায়ণ ২৫০ রাজশকে চাকলাজাত জমিদারীতে কর্ম্ম করিতেন; তাঁহার সম্পাদিত সেই সময়ের এক পরওয়ানা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ২৫২ রাজশকের রাজদত্ত এক খণ্ড ওয়াকার জাবেদা নকলে 'ছত্রনাজীর দাদা রুদ্রনারায়ণ' লিখিত আছে। সেই সময়ে মহারাজ দেবেন্দ্রনারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন, এবং তিনি রুদ্রনারায়ণের ভ্রাতৃসম্পর্কিত এবং বয়সে ছোট ছিলেন।

নাজীর হইবার উক্ত বিবরণ সত্য হইতে পারে না। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে শান্তনারায়ণের পিতামহ কুমার মহীনারায়ণ ছত্রনাজীর ছিলেন। শান্তনারায়ণ প্রথমাবস্থায় 'গাবুর নাজীর' ছিলেন কি না, তাহা প্রকাশ নাই।

ছত্রনাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ কুমারের সময়—

২৫৯ রাজশকে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর এবং খগেন্দ্রনারায়ণের ছত্রনাজীরের পদাভিষিক্ত হইবার বৃত্তান্ত রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে (নরখণ্ড, ১৪শ অধ্যায়)। ২৫৪ রাজশকের এক খণ্ড ওয়াকার জাবেদা নকলে 'ছত্রনাজীর ভাতিজা খগেন্দ্রনারায়ণ' প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ২৫৭ রাজশকে খগেন্দ্রনারায়ণ চাকলাজাত জমিদারীতে দেবোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন; তাহার জাবেদা নকল রক্ষিত আছে। এ রূপ অবস্থায়, ২৫৪ রাজশকে অথবা তাহার পূর্ব্বে রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু এবং খগেন্দ্রনারায়ণের ছত্রনাজীরের পদলাভ হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে। ২৫৪ রাজশকে মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসনে আসীন থাকার উল্লেখ করা গিয়াছে; খগেন্দ্রনারায়ণ সম্পর্কে তাঁহার 'ভাতিজা' (ভ্রাতুষ্পুত্র) ছিলেন।

সময়ানুক্রমণী (Chronological Summary)

(এই প্রকরণের বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে কতকগুলির সময় আনুমানিক বলিয়া পুস্তকে লিখিত হইয়াছে)।

বৈদিক কাল —আর্য্যজাতির প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে আগমন

পৌরাণিক কাল —দানববংশ, কিরাতবংশ এবং নরক-ভগদত্তবংশের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে আধিপত্য, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কামরূপে উপনিবেশ এবং মহাভারতযুদ্ধ

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী—ব্রহ্মদেশ এবং আসামের পথে চীনদেশের সহিত বাণিজ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান

খৃঃ পূঃ তৃতীয় ঐ —মেগাস্থিনিসের বিবরণে ভারতীয় ব্রাহ্মণের সংবাদ, অশোকের ধর্ম্মসভায় কামরূপের প্রতিনিধির গমন

খৃষ্টীয় প্রথম ঐ —গ্রীকবণিগ্‌গণের বিবরণে এ দেশের শিল্পবাণিজ্যের সংবাদ

ঐ দ্বিতীয় ঐ —শূদ্ররাজগণের কামরূপে আধিপত্য

ঐ চতুর্থ ঐ —নাগশঙ্কর রাজার কামরূপে প্রভুত্ব, সমুদ্রগুপ্তের কামরূপাক্রমণ এবং প্রয়াগের অশোকস্তম্ভের উপর দিগ্বিজয়লিপি, গুপ্তাব্দপ্রচলন, পুষ্যবর্ম্মা, সমুদ্রবর্ম্মা এবং বলবর্ম্মাপ্রভৃতি রাজগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে আধিপত্য

ঐ পঞ্চম ঐ —কল্যাণবর্ম্মা, গণপতিবর্ম্মা, মহেন্দ্রবর্ম্মা, নারায়ণবর্ম্মা, এবং কোচ-দেশের রাজা সাঙ্গলদেবের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে রাজত্ব এবং আধিপত্য

ঐ ষষ্ঠ ঐ —ভূতিবর্ম্মা, চন্দ্রমুখবর্ম্মা, স্থিতবর্ম্মা এবং সুস্থিতবর্ম্মাপ্রভৃতি রাজগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে রাজত্ব এবং বিষ্ণুবর্দ্ধন, নরেন্দ্রগুপ্ত, গোপীচন্দ্র (মতান্তরে অষ্টম শতাব্দী) এবং বিমলচন্দ্র প্রভৃতি রাজগণের কামরূপাধিকার

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী—হিজরী অব্দের প্রচলন, ভাস্করবর্ম্মার প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে রাজত্ব, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, হর্ষচরিতরচনা, হিউয়েন সাঙ্‌এর কামরূপে আগমন, তিব্বতীয়গণের বঙ্গদেশ ও মগধ আক্রমণ—শালস্তম্ভ, বিগ্রহস্তম্ভ এবং বিজয়প্রভৃতি রাজগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে প্রভুত্ব—কোচবিহাররাজবংশের অভ্যুত্থান

ঐ অষ্টম ঐ —পালক, কুমার, বজ্রদেব, শ্রীহরিষ, গোপাল, ধর্ম্মপাল এবং কোচরাজগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে প্রভুত্ব, ললিতাদিত্যের প্রাগ্‌জ্যোতিষাক্রমণ

ঐ নবম ঐ —জয়েশ্বর কামরূপের রাজা, দেবপালের কামরূপে আধিপত্য, কম্বোজজাতির প্রসঙ্গ—প্রালম্ভ, হর্জ্জর, বনমাল, জয়মাল, বীরবাহু এবং কোচরাজগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে আধিপত্য—আরবদেশীয় ভ্রমণকারী সোলেমানের কামরূপে আগমন, ডাকের বচন রচনা

ঐ দশম ঐ —বলবর্ম্মা, ত্যাগসিংহ, ব্রহ্মপাল, জিতারিমুনি এবং কোচরাজগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে রাজত্ব

ঐ একাদশ ঐ —রত্নপাল, পুরন্দরপাল, ইন্দ্রপাল, গোপাল, হর্ষপাল প্রভৃতি রাজগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপে আধিপত্য—তিরুমলৈ-গিরিলিপি—চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্যকর্ত্তৃক কামরূপ আক্রমণ, শাহ সোলতানের হস্তে রাজা নরসিংহের নিধন এবং বাগদাদের বড়পীর—ঈশ্বরঘোষ, পৃথুরাজা এবং কোচরাজগণের কামরূপে আধিপত্য—গৌড়দেশে কৈবর্ত্তবিদ্রোহ, আল বেরুনীর ভ্রমণবৃত্তান্তরচনা—সুবর্ণচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র এবং ভগদত্তপাল পূর্ব্ববঙ্গের রাজা

ঐ দ্বাদশ ঐ —ধর্ম্মপাল ও তিঙ্গদেব প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের রাজা, রামপালকর্ত্তৃক কামরূপ পুনরধিকার, বিজয়সেনকর্ত্তৃক কামরূপরাজের পরাজয়সাধন, কুমারপালকর্ত্তৃক বৈদ্যদেবকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজ্যার্পণ—রায়ারীদেবের সময়ে বঙ্গসেনার কামরূপাক্রমণ—বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের কামরূপে আধিপত্য—লক্ষ্মণাব্দের সৃষ্টি, কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোচরাজগণের পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে কামরূপের উপর প্রভুত্ব—ভূটানে এবং আসামে বারুদ এবং আগ্নেয়াস্ত্রপ্রস্তুতের সংবাদ

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী—কছাড়ীজাতির কামরূপে উপনিবেশ, কোচজাতির অধিকার, সিন্ধুরায়, সিন্ধুপতি, রূপরায়, সিংহধ্বজ, প্রতাপধ্বজ এবং দুর্লভনারায়ণ কামতার রাজা—'অভিধানচিন্তামণি'র সঙ্কলনকাল—কামরূপে ইসলামধর্ম-প্রচারের সূত্রপাত—মুসলমানগণের পূর্ববঙ্গ আক্রমণে মনোনিবেশ

১২০৫ খৃষ্টাব্দ —মোহাম্মদ বখ্‌তিয়ারের তিব্বত আক্রমণের প্রয়াস, আলিমেচের ইসলাম-ধর্মাবলম্বন এবং মোহাম্মদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা

১২০৬ ঐ —কানাইবরসী শিরিলিপি

১২০৯ ঐ —মোহাম্মদ শিরান নিহত

১২২৪ ঐ —ছুটীয়ারাজবংশের প্রতিষ্ঠা

১২২৬ ঐ —গেয়াসউদ্দিনের কামরূপাধিকার

১২২৯ ঐ —আহোমজাতির রাজ্যপ্রতিষ্ঠা

১২৫৭ ঐ —এখ্‌তিয়ারউদ্দিন তুগ্রিলের কামরূপাধিকার এবং তাঁহার নিধন

১২৫৮ ঐ —'তাবকাতে নাসেরী'র রচনা

১২৭৮ ঐ —মগিসউদ্দিন তুগ্রিলের কামরূপবিজয়

১২৯৩ ঐ —আহোমরাজ ও কামতারাজের মধ্যে যুদ্ধ ও সন্ধিস্থাপন

১৩০৩ ঐ —কামতারাজের জামাতা রত্নধ্বজপাল

১৩১৩ ঐ —বড় খাঁ গাজীর পরলোকপ্রাপ্তি

১৩২৮ ঐ —কামতারাজ নীলধ্বজ

১৩৩২ ঐ —আহোমরাজ ও কামতারাজের মধ্যে মিলন

১৩৩৭ ঐ —মালেক খসরুর চীন দেশে অভিযান

১৩৪৬ ঐ —ইবনে বতুতার কামরূপে আগমন

১৩৫৮ ঐ —সেকেন্দার সাহের কামরূপে টাকাপ্রস্তুতের সংবাদ

১৩৯৮ ঐ —তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণ

১৩৯৭-১৪০৭ ঐ —আহোমরাজ ও কামতারাজের মধ্যে বিরোধ

১৪৩৪ ঐ —'কিতাবৎ মঞ্জরী' নামক অঙ্কের পুথিসঙ্কলন

১৪৪২ ঐ —কামতারাজের রাজ্যবিস্তার

১৪৪৭ ঐ —পাণ্ডুয়ার ছোট দরগার পীরের পরলোকপ্রাপ্তি

১৪৪৯ ঐ —শ্রীশঙ্করদেবের জন্ম

১৪৫৮ ঐ —বিশ্বসিংহের জন্ম

১৪৬০ ঐ —ইস্‌মাইল গাজীর কামরূপাক্রমণ এবং কামেশ্বররাজার ইসলাম ধর্মাবলম্বনের সংবাদ

১৪৬০-৭৪	খৃষ্টাব্দ	—রহমত খাঁর কামতারাজ্য আক্রমণ ও পরাজয়
১৪৭৯	ঐ	—কামতেশ্বর ও গৌড়েশ্বরের মধ্যে কুটুম্বিতা
১৪৮৩	ঐ	—আহোমরাজের নিকট বিশ্বসিংহের বশ্যতাস্বীকার, গৌড়েশ্বরের হস্তে কামতেশ্বরের পরাজয় ও আসামে আশ্রয়গ্রহণ
১৪৯১	ঐ	—মজলিশ খাঁর আক্রমণ ও দলিপ সামন্তের বধ
১৪৯৩	ঐ	—কামতেশ্বর নীলাম্বরের সময়ে হোসেন শাহকর্তৃক কামতাপুরবিজয় এবং তাঁহার মুদ্রাপ্রস্তত
১৪৯৬	ঐ	—গৌড়েশ্বর এবং দিল্লীশ্বরের সমবেত আক্রমণে মিথিলার রাজার পরাজয়, ভূঁইয়া'দের উত্থান এবং বিশ্বসিংহের স্বাধীনতাবলম্বন
১৪৯৭	ঐ	—বিশ্বসিংহ ও আহোমরাজের মধ্যে মিত্রতা
১৫০২	ঐ	—হোসেন শাহের মসজিদলিপি
১৫০৫	ঐ	—বিশ্বসিংহ ও তুবরকখাঁর মধ্যে যুদ্ধ
১৫০৬	ঐ	—তুবরক খাঁর পুনরাক্রমণ ও জয়লাভ
১৫১৩	ঐ	—কামতাপুরে গৌড়ীয় (মুসলমান) অধিকারের বিলোপ
১৫২৭	ঐ	—আহোমসৈন্যের সহিত গৌড়ীয় সৈন্যের যুদ্ধ
১৫৩১	ঐ	—তুবরক খাঁর কামরূপাধিকারের প্রয়াস
১৫৩২	ঐ	—আহোমসৈন্য ও গৌড়ীয় সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ
১৫৩৩	ঐ	—আহোমসৈন্যের হস্তে গৌড়ীয় সৈন্যের পরাজয়—বিশ্বসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি, নরসিংহের রাজ্যভারগ্রহণ ও তাঁহার পলায়ন, শ্রীচৈতন্যদেবের কামরূপে আগমনের কথা—তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ
১৫৩৩-৩৪	ঐ	—নরনারায়ণের কামতার রাজ্যভারগ্রহণ
১৫৪৩	ঐ	—আহোমরাজের সহিত কামতারাজের বিবাদের সূত্রপাত—আহোমরাজের মুদ্রাপ্রস্তুতের প্রসঙ্গ
১৫৪৬	ঐ	—আহোমসৈন্যের সহিত যুদ্ধে কামতার রাজকুমারগণ নিহত, নানা স্থানে যুদ্ধ
১৫৪৭	ঐ	—কামতারাজের আসাম আক্রমণ ও পরাজয়
১৫৪৮	ঐ	—প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সংবাদ
১৫৪৯	ঐ	—আসামযুদ্ধে কামতারাজের পরাজয়
১৫৫৩	ঐ	—কালাপাহাড়ের কামতা ও কামরূপ আক্রমণ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসসাধন

১৫৫৫	খৃষ্টাব্দ	—কামতারাজকর্ত্তৃক নীলাম্বরের পৌত্র সুচারুচাপকে বিতাড়ন, হনুমানদণ্ড ও ছত্রলাভ—আসামে দূতপ্রেরণ, সামন্তরাজের বিদ্রোহ, নরনারায়ণের মুদ্রাপ্রস্তুত, আকবর বাদশাহের রাজ্যারম্ভ
১৫৫৬	ঐ	—দূতদলের আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, আসাম আক্রমণের উদ্যোগ
১৫৬২	ঐ	—কামতারাজের আসামে যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধারম্ভ
১৫৬৩	ঐ	—আসামের নানা স্থানে যুদ্ধ, আহোমরাজের পরাজয় এবং করপ্রদানের অঙ্গীকার, সন্ধিস্থাপন, পূর্ব্বদেশের নানা রাজ্যবিজয়—ব্রহ্মপুত্রনদের গতির পরিবর্ত্তন—খাইরমরাজকে মুদ্রাপ্রস্তুতের অধিকারপ্রদান—জয়ন্তারাজের প্রতি স্বনামে মুদ্রাপ্রচারের নিষেধাজ্ঞা, [৭] পূর্ব্বদেশ হইতে কায়স্থ আনয়ন
১৫৬৪	ঐ	—কামতারাজের গৌড় আক্রমণ ও পরাজয়—গৌড় হইতে পণ্ডিত আনয়ন—আহোমপ্রতিভূগণকে প্রত্যর্পণ
১৫৬৫	ঐ	—কামাখ্যাদেবীর বিধ্বস্তপ্রায় মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ
১৫৬৬	ঐ	—আহোমরাজের স্বাধীনতালাভের প্রয়াস—কামতারাজের পুনরায় আসাম আক্রমণ ও পরাজয়
১৫৬৭	ঐ	—কুমার লক্ষ্মীনারায়ণের জন্ম
১৫৬৮	ঐ	—'প্রয়োগ রত্নমালা' ব্যাকরণ প্রণয়ন—শ্রীশঙ্করদেবের পরলোকপ্রাপ্তি
১৫৬৮-৬৯	ঐ	—সোলেমান কররানীর কামতা আক্রমণ
১৫৭১	ঐ	—কামতারাজের পুনরায় আসাম আক্রমণ ও পরাজয়, শুক্লধ্বজের পরলোকপ্রাপ্তি
১৫৭৫	ঐ	—পাঠানগণের কামতারাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ—মোগলকর্ত্তৃক গৌড় অধিকার
১৫৭৮	ঐ	—দিল্লীশ্বরের সহিত কামতারাজের মিত্রতাস্থাপন—যুদ্ধে কালাপাহাড়ের মৃত্যু
১৫৮০	ঐ	—তোডরমল্লকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ—মাসুম খাঁর সহিত কামতারাজের যোগ এবং গৌড় আক্রমণ
১৫৮১	ঐ	—রঘুদেব নারায়ণকে 'ছোট রাজা' উপাধি এবং রাজ্যপ্রদান
১৫৮২	ঐ	—তোডরমল্লকর্ত্তৃক "আসল জমা তুমার" প্রস্তুত—ঈশা খাঁকর্ত্তৃক যশোদহ দুর্গ অধিকার
১৫৮৩	ঐ	—পাঠানগণের কামতারাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ—রঘুদেবের আদেশে হয়গ্রীব মাধবের মন্দিরনির্ম্মাণ—আজিজ কোকাকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ —ঈশা খাঁর কামতারাজ্য আক্রমণ—শাহবাজখাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৫৮৫ ঐ —রঘুদেবনারায়ণকর্ত্তৃক পাণ্ডুনাথের মন্দিরনির্ম্মাণ

১৫৮৬ ঐ —রালফ্ ফিচের আগমন—কামতারাজ্যে কৌশের ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুতের সংবাদ

১৫৮৪-৮৭ ঐ —শাহবাজ খাঁ ও ওয়াজির খাঁর পাঠানদমন এবং অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ

১৫৮৭ ঐ —নরনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি, লক্ষ্মীনারায়ণের কামতার রাজ্যভারগ্রহণ, লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রাপ্রস্তুত

১৫৮৮ ঐ —রঘুদেবনারায়ণের মুদ্রাপ্রস্তুত

১৫৮৯ ঐ —রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৫৯০ ঐ —রাজা তোডরমল্লের পরলোকপ্রাপ্তি

১৫৯১-৯২ ঐ —আকবর বাদশাহের নামাঙ্কিত তরবারি

১৫৯২ ঐ —রঘুদেবনারায়ণের কামান

১৫৯৬ ঐ —লক্ষ্মীনারায়ণকর্ত্তৃক বাদশাহের আশ্রয়গ্রহণ, মানসিংহের কামতারাজ্যে আগমন ও লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনী প্রভাবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ, শ্রীমাধবদেবের পরলোকপ্রাপ্তি, প্রবল ভূমিকম্পের সংবাদ; দিনাজপুরের রাজার সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের মিত্রতা

১৫৯৭ ঐ —রঘুদেবের পুনরাক্রমণ, ফতে খাঁ এবং জুঝার খাঁর সহিত তাঁহার যুদ্ধ, কত্রাভুর যুদ্ধ, দুর্জ্জনসিংহ নিহত—রঘুদেবের কামান প্রস্তুত

১৫৯৮ ঐ —শ্রীদামোদরদেবের পরলোকপ্রাপ্তি

১৫৯৯ ঐ —ঈশাখাঁর পরলোকপ্রাপ্তি, আহোমরাজকে রঘুদেবের কন্যাদান

১৬০০ ঐ —ওসমান খাঁর আতাইর দুর্গে অবস্থান

১৬০২ ঐ —মার্কণ্ডেয় পুরাণের বঙ্গানুবাদ—আবুল ফজলের উপাংশুহত্যা

১৬০৩ ঐ —রঘুদেবের পরলোকপ্রাপ্তি, পরীক্ষিৎ নারায়ণের কামরূপের রাজ্যভার-গ্রহণ, পরীক্ষিতের মুদ্রাপ্রস্তুত

১৬০৪ ঐ —আব্দুল মজিদ আসফ খাঁকে বাঙ্গলার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৬০৫ ঐ —আকবর বাদশাহের পরলোকপ্রাপ্তি, জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যভারগ্রহণ

১৬০৬ ঐ —'কিরাতপর্ব্ব' গ্রন্থ রচনা—কুতুবউদ্দিন খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৬০৭ খৃষ্টাব্দ —জাহাঁগীরকুলী খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৬০৮ ঐ —এসলাম খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৬০৯ ঐ —এসলাম খাঁর সহিত কামতারাজের মিত্রতা—ঘোড়াঘাট কোচরাজ্যের সীমা, পরীক্ষিতের হস্তে মোগলসেনাপতির পরাজয়

১৬০৯-১১ ঐ —এসলাম খাঁকর্ত্তৃক 'বারভূঁইয়া'র উচ্ছেদসাধন

১৬১১-১২ ঐ —লক্ষ্মীনারায়ণের কামান

১৬১২ ঐ —মোকরম খাঁকর্ত্তৃক কামরূপ আক্রমণ এবং তাঁহার সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের যোগদান

১৬১৩ ঐ —বাদশাহের কামরূপরাজ্য অধিকার, পরীক্ষিতের আত্মসমর্পণ, লক্ষ্মীনারায়ণের কামরূপরাজ্যলাভ, সুবাদার এসলাম খাঁর পরলোকপ্রাপ্তি—জলযুদ্ধের কামান

১৬১৪ ঐ —কাশেম খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ, লক্ষ্মীনারায়ণও পরীক্ষিৎ বন্দী, রায়কত মাণিক্যদেবের বিদ্যমানতা, মধুসূদনের বিদ্রোহ, মানসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি এবং রাজকুমারী প্রভাবতীর সহমরণ

১৬১৫ ঐ —কামরূপ ও কামতা রাজ্যে বিদ্রোহ—কামতার রাজপুত্রের রাজ্যশাসন

১৬১৬ ঐ —স্মৃতিনিবন্ধ 'কৌমুদী গ্রন্থাবলী'র সঙ্কলন—আহোমরাজকর্ত্তৃক ডিমরুয়ারাজ্য অধিকার

১৬১৭ ঐ —ইব্রাহিম খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিয়োগ, মোগলকর্ম্মচারীর বিদ্রোহ

১৬১৮ ঐ —লক্ষ্মীনারায়ণের মুক্তিলাভ, বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎকারলাভ, লোলার্ক-কুণ্ডের আবিষ্কার, শেখ কামালকে কামরূপের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োগ, লক্ষ্মীনারায়ণের বাদশাহী কর্ম্ম

১৬২০ ঐ —লক্ষ্মীনারায়ণের 'হাজো' নামক স্থানে অবস্থিতি, আহোমরাজের সহিত বাদশাহের সন্ধিস্থাপনের প্রয়াস

১৬২৪ ঐ —লক্ষ্মীনারায়ণের 'হাজো'তে অবস্থান, বিদ্রোহী শাহাজাদা খুরম (শাহজাহাঁ) কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অধিকার এবং লক্ষ্মীনারায়ণকর্ত্তৃক তাঁহার পক্ষাবলম্বন, কামতারাজ্য স্বাধীন থাকার সংবাদ, 'বাহরিস্তানে ঘাইবী'র রচনা

১৬২৬ ঐ —লক্ষ্মীনারায়ণের 'হাজো'তে অবস্থান, ষ্টিফেন ক্যাসিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার, ক্যাসিলার কামতাপুরে আগমন, 'গাবুর শাহে'র রাজ্য-শাসন

১৬২৭ খৃষ্টাব্দ —ষ্টিফেন ক্যাসিলার ভুটানগমন, লক্ষ্মীনারায়ণের মুদ্রাপ্রস্তুত, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি—বীরনারায়ণের রাজ্যভারগ্রহণ

১৬২৯ ঐ —ষ্টিফেন ক্যাসিলার ভুটান হইতে কামতারাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন

১৬৩২ ঐ —আহোমরাজের সহিত লক্ষ্মীনারায়ণের কন্তার বিবাহের প্রস্তাব—বীরনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি—প্রাণনারায়ণের কামতার (কোচবিহারের) রাজ্যভারগ্রহণ, প্রাণনারায়ণের মুদ্রাপ্রস্তুত

১৬৩৩ ঐ —'রেসালা-তোস্ সোহাদা'র প্রণয়ন, প্রাণনারায়ণের মুদ্রাপ্রস্তুত

১৬৩৪ ঐ —নবাব আহল্মার খাঁর নামে আহোম কর্ম্মচারীর পত্র

১৬৩৭ ঐ —মোগলপক্ষে প্রাণনারায়ণের আসামে যুদ্ধ এবং তাঁহার মুদ্রাপ্রস্তুত

১৬৩৮ ঐ —দরঙ্গরাজ বলিনারায়ণের পৈতৃক রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা—তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি—প্রাণনারায়ণের আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

১৬৪৪ ঐ —কোচবিহারের রাজগণের জীবিত কালেই নামের পূর্ব্বে ৺ লেখার পদ্ধতি

১৬৪৫ ঐ —চন্দ্রগ্রহণকালে প্রাণনারায়ণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান, 'সিংহচাপ' মোহরের ব্যবহার

১৬৪৬ ঐ —প্রাণনারায়ণের 'ব্রাহ্মণ নাজীর'—তাঁহার 'আমলনামা' সম্পাদন

১৬৪৮ ঐ —আকবরনামার একখানি নকল (পাটনায় রক্ষিত)

১৬৪৯ ঐ —প্রাণনারায়ণের ভগিনী রূপমতী দেবীর স্বামী নেপালরাজ প্রতাপমল্লের মন্দিরলিপি—প্রাণনারায়ণের মুদ্রায় অঙ্কিত একটী বিন্দু চিহ্ন, শাহজাদা সুজাকে বাঙ্গলার সুবাদারপদে নিয়োগ

১৬৫০ ঐ —ব্লেভ এর (Blaev's) মানচিত্র

১৬৫৭ ঐ —'হাজো'র 'পোয়ামক্কা' মসজিদের দ্বারলিপি, শাহজাঁহা বাদশাহের পীড়া—তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ, আহোমরাজ ও প্রাণনারায়ণের কামরূপ (কোচ হাজো) অধিকার

১৬৫৮ ঐ —সুজার জমাবন্দী প্রস্তুত, প্রাণনারায়ণের সহিত মোগল কর্ম্মচারিগণের যুদ্ধ এবং তাঁহাদের পরাজয়

১৬৫৯ ঐ —'কোচ হাজো'র অধিকার লইয়া আহোম ও কোচবিহাররাজের মধ্যে যুদ্ধ, কোচবিহাররাজের পরাজয়, ডিউক অফ্ মস্কোভয়ের প্রেরিত লোকের ভুটানে গমন

১৬৬০ ঐ —ভন্ ড্যান্ ব্রুকের মানচিত্র

১৬৬১ খৃষ্টাব্দ —প্রাণনারায়ণের ঘোড়াঘাট ও ঢাকা অধিকার, মীরজুম্‌লার কোচবিহার আক্রমণ ও অধিকার, রাজার পলায়ন, রাজপুত্রের ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বনের সংবাদ, 'আলমগীর নগরে' মুদ্রাপ্রস্তুত

১৬৬২ ঐ —মীরজুম্‌লার আসাম অভিযান এবং প্রাণনারায়ণের রাজ্যোদ্ধার

১৬৬৩ ঐ —অর্দ্ধঘণ্টা (?) ব্যাপী ভূমিকম্পের সংবাদ, 'তারিখে আসাম' রচনা

১৬৬৪ ঐ —শায়েস্তা খাঁর কোচবিহার আক্রমণের উদ্যোগ, রাজার বশ্যতাস্বীকার, রাজ্য নিরাপদরাখার জন্য পণপ্রদানের অঙ্গীকার, রাজার আসামে দূতপ্রেরণ

১৬৬৫ ঐ —বাদশাহের নিকট রাজার পেশকষপ্রেরণ, গোসানীমারির বর্ত্তমান মন্দির-নির্ম্মাণ, জল্পেশ্বরের মন্দিরনির্ম্মাণের উদ্যোগ, প্রাণনারায়ণের পরলোক-প্রাপ্তি—মোদনারায়ণের রাজ্যভারগ্রহণ ; পাটরাণী রূপমতী দেবীকে 'বঙ্গাধিপের কন্যা' বলিয়া নেপালের মন্দিরলিপিতে উল্লেখ—দুর্ভিক্ষ, মহীনারায়ণকে 'ছত্রনাজীর' নিয়োগ

১৬৬৬ ঐ —কোচবিহাররাজের আসামে দূতপ্রেরণ

১৬৬৮ ঐ —রাজা রাম সিংহ ও গুরু তেগবাহাদুরের কোচবিহারে আগমন

১৬৭০ ঐ —'জয়ন্তা নগরে' মুদ্রাপ্রস্তুত

১৬৭৪ ঐ —জরিপসূত্রে কোচবিহারে জমীর পরিমাণ অবধারণ

১৬৭৬ ঐ —'সিংহচাপ' যুক্ত রাজাজ্ঞাপ্রচার

১৬৮০ ঐ —মোদনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি—বসুদেবনারায়ণের রাজ্যভারগ্রহণ, নূতন 'সিংহচাপ' প্রস্তুত

১৬৮২ ঐ —বসুদেবনারায়ণের নিধন (রাজহত্যা)—মহীন্দ্রনারায়ণের রাজ্যভারগ্রহণ

১৬৮৫ ঐ —নায়েব সুবাদার ভবানীদাসের কোচবিহার আক্রমণ ও সসৈন্যে বিনাশ-প্রাপ্তি

১৬৮৬ ঐ —রাজগুরু রতিকান্ত মিশ্র,—ছত্র নাজীর যজ্ঞনারায়ণের ওয়াকা সম্পাদন

১৬৮৭ ঐ —ফৌজদার এবাদত খাঁর কোচবিহার আক্রমণ, রাজকর্ম্মচারিগণের বিশ্বাস-ঘাতকতা

১৬৮৮ ঐ —ফৌজদার মুকল্লা খাঁর কোচবিহার আক্রমণ

১৬৯৩ ঐ —মোগল সেনাপতি জবরদস্ত খাঁর কোচবিহার আক্রমণ, মহীন্দ্রনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ —ফৌজদার ইব্রাহিম খাঁর কোচবিহার আক্রমণ ; 'পুরণি অসম বুরঞ্জী'র রচনা

১৬৯৭ ঐ —ভুজদেবকর্তৃক কোচবিহারে ভূমিদানের ওয়াকাসম্পাদন, রাজার 'শ্রী মোহর'যুক্ত দলিল সম্পাদন—বাঙ্গলার সুবাদারপদে শাহজাদা আজিম ওস্থানের নিয়োগ

১৬৯৮ ঐ —ফৌজদার সায়াদত আলী খাঁর কোচবিহার আক্রমণ ও পরাজয়, জবরদস্ত খাঁর বাঙ্গালাপরিত্যাগ

১৬৯৯ ঐ —ফৌজদার শামস্সুদ্দৌলা খাঁ, দেওয়ান ইয়াজেদ খাঁ, রাজা দেবকীনন্দন এবং ফৌজদার আলীকুলি খাঁর কোচবিহার আক্রমণ, আলীকুলি খাঁর তিন চাকলা অধিকার এবং রাজার সহিত সন্ধিস্থাপন

১৭০০-১৭০২ ঐ —রায়কত জগদেব এবং ভুজদেবের মৃত্যু

১৭০৪ ঐ —রূপনারায়ণের রাজ্যলাভ, কোচবিহারে নাজীর, দেওয়ান এবং সুবার পদ ও রাজ্যের উপর প্রত্যেকের অংশ নিরূপণ ; স্বাধীন কোচবিহার-রাজ্যের সংবাদ

১৭০৬ ঐ —সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে রাজার গুরুকে ভূমিদান

১৭০৭ ঐ —বাদশাহী কাননগু দপ্তরে লিখিত চাকলা বোদা ও পূর্ব্বভাগের রাজস্ব

১৭০৮ ঐ —'জয়স্তানগরে' মুদ্রাপ্রস্তুত

১৭১০ ঐ —সত্যনারায়ণের ওয়াকা প্রদান, ৫৩ রাজশকের উল্লেখে রাজার ওয়াকা সম্পাদন

১৭১১ ঐ —ফৌজদার আলিকুলি খাঁর পদচ্যুতি,—নেয়ামতুল্লা খাঁর নিয়োগ এবং পূর্ব্বস্বীকৃত সন্ধির অস্বীকার,—পাটগ্রামের রাজস্বের পরিমাণ

১৭১২ ঐ —শান্তনারায়ণের ওয়াকা প্রদান, বাদশাহ বাহাদুর শাহের পরলোকপ্রাপ্তি,—অস্থায়ী নায়েব নাজীম খাঁ জাহাঁ বাহাদুরের চাকলা অধিকারের প্রয়াস, রাজপুত্রের সহিত মোগলসৈন্যের যুদ্ধ,—বাদশাহী কাননগু দপ্তরে চাকলা অধিকারের লিখিত বিবরণ ; 'রুদ্রসিংহের বুরঞ্জী' রচনা

১৭১৩ ঐ —পুনরায় সন্ধিস্থাপন এবং শান্তনারায়ণের নামে তিন চাকলার ইজারা গ্রহণ

১৭১৪ ঐ —রূপনারায়ণের পরলোক গমন এবং উপেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভ, রাজ্যের পরিমাণফল

১৭২০ খৃষ্টাব্দ —শান্তনারায়ণ এবং সত্যনারায়ণের ওয়াকা সম্পাদন

১৭২২ ঐ —দিনাজপুররাজ প্রাণনাথের পরলোকপ্রাপ্তি,—রামনাথের জমিদারীলাভ—মুর্শীদকুলি খাঁর 'জমা কামেল তুমারী' জমাবন্দী

১৭২৪ ঐ —শান্তনারায়ণের ওয়াকা সম্পাদন

১৭২৮ ঐ —নবাব সুজাউদ্দিনের জমাবন্দী

১৭৩২ ঐ —খাফি খাঁর 'মন্ত-খাবুল্-লুবাব' রচনা

১৭৩৪ ঐ —শান্তনারায়ণের ওয়াকা প্রদান,—সুকুমার কায়েতের 'হস্তিবিদ্যার্ণব' গ্রন্থের রচনা

১৭৩৬ ঐ —ফৌজদার সৈয়দ আহ্‌মদের কোচবিহারবিজয় এবং দীননারায়ণের রাজ্যলাভ; দীননারায়ণের ওয়াকা সম্পাদন

১৭৩৭ ঐ —খড়্গনারায়ণের ওয়াকার 'বড় গোসাঁই'র উল্লেখ; শান্তনারায়ণের দলিল-সম্পাদন; প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সংবাদ

১৭৩৭-৩৮ ঐ —ফৌজদারের পরাজয় এবং দীননারায়ণের পলায়নের সংবাদ—রাজার রাজ্যোদ্ধার; দেওয়ান সত্যনারায়ণ ও 'সুবা' কান্তনারায়ণের পদচ্যুতি এবং খড়্গনারায়ণকে দেওয়ানের ও হরিনারায়ণকে 'সুবার'পদে নিয়োগ

১৭৩৮ ঐ —ললিত নারায়ণ গাবুর নাজীর

১৭৪৫ ঐ —কাছাড়ের রাজকুমার লক্ষ্মীচন্দ্রের খাসপুর অধিকার

১৭৪৬ ঐ —শান্তনারায়ণের মৃত্যু এবং ললিতনারায়ণকে 'ছত্রনাজীর' নিয়োগ—ঢালা জরিপ

১৭৪৭-৪৮ ঐ —ললিতনারায়ণ ছত্র নাজীর

১৭৫৫ ঐ —কোচবিহাররাজের নামে ভুটানের দেবরাজের পত্র; দেবরাজ ও ছত্র নাজীরের মধ্যে সখ্যতা—গৌরীনন্দন মুস্তৌফী 'প্রধান কারবারী'

১৭৫৮ ঐ —ষষ্ঠ দালাই লামার দেহত্যাগ—ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণের পরওয়ানা প্রদান

১৭৫৯ ঐ —ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণের পরওয়ানা প্রদান—'সাত্বততন্ত্রের' পুথি নকল

১৭৬১ ঐ —নবাব কাশেমআলী খাঁর জমাবন্দী

১৭৬২ ঐ —ছত্রনাজীর রুদ্রনারায়ণের বিদ্যমানতা; লামা শীশাতুর মৃত্যু—প্রবল ভূমিকম্প

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ —উপেন্দ্রনারায়ণ রাজার পরলোকগমন ও দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যভারগ্রহণ

১৭৬৫ ঐ —ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীলাভ—দেবেন্দ্রনারায়ণের উপাংশুহত্যা এবং ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভ

১৭৬৬ ঐ —চালা জরিপ

১৭৬৭ ঐ —ভুটানে রাষ্ট্রবিপ্লব—'দেবধুর' রাষ্ট্রপতি—ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ

১৭৬৮ ঐ —কুমার ধরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম—নেপালে মল্লবংশের অধিকারবিলোপ

১৭৬৯ ঐ — বিজয়পুরের যুদ্ধে দেওয়ান রামনারায়ণের যোগদান—দেওয়ানের উপাংশু-হত্যা—সুরেন্দ্রনারায়ণকে দেওয়াননিয়োগ—রাজা এবং দেওয়ান উভয়ে ভুটানে বন্দী—কোম্পানীর ও কোচবিহার রাজ্যের সীমানির্ণয়—'ছেয়াত্তরে মন্বন্তর'—রঙ্গপুরে ভুটীয়াবাণিজ্য, কাশীনাথ লাহিড়ীর রাজ-কার্য্যে প্রবেশ

১৭৭০ ঐ —রাজেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভ এবং বীজেন্দ্রনারায়ণকে দেওয়াননিয়োগ—'দেবধুরে'র প্রতিপত্তি—কোচবিহারের টাঁকশাল ভুটানে নীত এবং ভুটানে 'দেবটাকা' প্রস্তুত—বাঙ্গালার নবাবের সহিত কোম্পানীর সন্ধি-স্থাপন—মিঃ গ্রোস রঙ্গপুরের সুপারভাইজার

১৭৭১ ঐ —কোম্পানীর পক্ষে সাক্ষাদ্‌ভাবে বাঙ্গালার রাজস্বসংগ্রহের চেষ্টা—রায়কত দর্পদেব

১৭৭২ ঐ —রাজেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ, পীড়া এবং মৃত্যু, ধরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভ, রাজমাতার রাজ্যশাসন; রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর প্রতিপত্তি এবং তাঁহার ব্রহ্মোত্তরের পাকা দলিল; 'দেবধুরে'র কোচবিহার অধিকার—রায়কত দর্পদেবের শত্রুতা—সন্ধির সর্ত্তনির্ণয়—কোম্পানীর সহিত ভুটীয়াদের যুদ্ধ—ধরেন্দ্রনারায়ণের ওয়াকা প্রদান

১৭৭৩ ঐ —মিঃ পার্লীং এবং মিঃ হেস্‌টিংসের পত্রে কোচবিহাররাজ্যের সীমাবন্দী—কোম্পানীর সহিত রাজার সন্ধিপত্রসম্পাদন এবং ভুটানযুদ্ধে কোম্পানীর জয়লাভ, রাজ্যের উদ্ধার; হস্তবুদপ্রস্তুত এবং কোম্পানীর প্রাপ্য-নির্ণয়; রাজার টাকাপ্রস্তুতের অধিকার—রায়কত দর্পদেবের পেশ-কষের পরিমাণ—'সন্ন্যাসী ও ফকির ডাকাইতে'র উপদ্রব; রাজার টাঁকশালে ৪০।৫০ হাজার মুদ্রাপ্রস্তুত

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ —কোম্পানীর নিকট তিব্বত রাজার দূত ও সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ, ভুটান সন্ধি; রায়কতের সহিত রাজার সম্পর্কনাশ—রাজা ও দেওয়ানের মুক্তিলাভ—রায়কতের রাজস্ববৃদ্ধি—'বগ্‌ল-মিশন' এবং মিঃ বগ্‌লের রিপোর্টে কোচবিহাররাজ্যের সীমার উল্লেখ—গঙ্গাতীরে বৌদ্ধমঠ প্রস্তুত-প্রস্তাবে কোম্পানীর সম্মতি—রাজ্যের আয় ও ব্যয়—'নূতন নারায়ণী' মুদ্রাগ্রহণে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের অনিচ্ছা, পরন্তু তাহা গ্রহণে দেবরাজের আগ্রহ—রাজার তীর্থভ্রমণ, রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন—কোম্পানীর কর্ত্তৃক রাজগুরু গোস্বামীর ২২ দেহা ব্রহ্মোত্তরসমর্থন—ধরেন্দ্রনারায়ণের নামাঙ্কিত ওয়াকা

১৭৭৫ ঐ —'কুতঘাট' সম্বন্ধে মিঃ হারউডের সিদ্ধান্ত—গোস্বামীর ব্রহ্মোত্তরের নির্ব্বাধ দলিল; ধরেন্দ্রনারায়ণের নামাঙ্কিত ওয়াকাপ্রদান—তাঁহার পরলোকগমন—ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতীয়বার রাজত্ব—মহারাণী ও গোস্বামীর প্রতিপত্তি—রাজগুরু গোস্বামীর রাজ্যব্যাপী বার্ষিক বৃত্তি—ভুটীয়াদের 'দুয়ারে'র উপর দাবী—নারায়ণী টাকার সংখ্যাসঙ্কোচ করিতে কোম্পানীর আদেশ

১৭৭৬ ঐ —'হেমিল্টন-মিশন', ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের চাকলাজাতের সনদলাভ—রাজ্যে 'ধর্ম্মদণ্ডের-কড়ি' আদায়ের সনদ প্রদান—রাজা ও নাজীরের মধ্যে বিবাদনিবারণের জন্য ভুটানের ধর্ম্মরাজার পত্রপ্রেরণ

১৭৭৭ ঐ —কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা প্রদানে রাজার একটী প্রস্তাব—'হেমিল্টন-মিশন'—রাজার টাঁকশাল বন্ধ করার জন্য কোম্পানীর অভিপ্রায়—'দুয়ার' সম্পর্কে দিনাজপুর কাউন্সিলের বিচার—রঙ্গপুরের জমিদারী পাট্টার সর্ত্ত-নির্ণয়

১৭৭৮ ঐ —চাকলাজাত দখলের মোকদ্দমায় 'চৌধুরী'দের পরাজয়—রঙ্গপুরের জমিদারগণের দেয় রাজস্ব আদায়ের নিয়ম—রাজার নিকট চাকলাজাতের হস্তবুদ তলব

১৭৭৯ ঐ —দেবরাজের সহিত কান্তবাবুর মোকদ্দমা—রাজার প্রতি 'দুয়ারে' আসামী ধরার নিষেধাজ্ঞা—রাজার নামে লোকনাথ নন্দীর মোকদ্দমা—নায়েব সুবার বাঙ্গলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতালাভের প্রস্তাব—মুর্শীদাবাদে নারায়ণী টাকার প্রেরণ নিষেধ, রেনেলের মানচিত্রমুদ্রণ, ভুটীয়াদের সহিত সদ্ভাবরক্ষার জন্য গবর্ণর জেনারেলের মন্তব্য—রাজার ঋণ

১৭৮০ খৃষ্টাব্দ —কুমার হরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম—গোস্বামী ও কাশীনাথ লাহিড়ী রঙ্গপুরে বন্দী

১৭৮১ ঐ —সর্বানন্দ গোস্বামী মহারাণীর 'মোৎতার'

১৭৮২ ঐ —'ফকির ও সন্ন্যাসী ডাকাইতে'র উপদ্রব—কোম্পানীর পক্ষ হইতে দেবরাজকে অসন্তুষ্ট করার নিষেধাজ্ঞা

১৭৮৩ ঐ —'টার্ণার-মিশন', চীনসম্রাট্ কর্তৃক রায়কত দর্পদেবের সম্মান—রঙ্গপুরে প্রজাবিদ্রোহ, ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের উইল ও পরলোক, তাঁহার একাদশ রাণীর সহমরণ—হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যলাভ এবং বীরেন্দ্রনারায়ণের 'যুবরাজ'পদ

১৭৮৪ ঐ —নাজীরের সহিত রাজমোহর লইয়া বিরোধ—রাজার চাকলাজাত জমিদারীর সনদলাভ—মিঃ মুরকে রঙ্গপুরের কালেক্টার নিয়োগ—দেওয়ান গঙ্গাপ্রসাদের তদন্ত—কোম্পানীর কাননগুর মন্তব্য—মিঃ মুরের লিখিত রিপোর্ট ও কুর্শীনামা—রাজ্যের উত্তরাধিকারসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য; খগেন্দ্রনারায়ণের রাজাসনে উপবেশন—খগেন্দ্রনারায়ণ বন্দী, রাজার ঋণ—ভুটীয়াদের আমবাড়ী-ফালাকাটা ও ময়নাগুড়ি লাভ

১৭৮৫ ঐ —খগেন্দ্রনারায়ণের পলায়ন, মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচার—খগেন্দ্রনারায়ণের সম্পর্কে 'বোয়দাদে-বদিয়ত' প্রস্তুত—গোস্বামী ও লাহিড়ীর ব্রহ্মোত্তরের পরিমাণ—কোচবিহারের টাঁকশালে দেবরাজের টাকাপ্রস্তুতের দাবী—কোম্পানীর পক্ষ হইতে দেবরাজকে সন্তুষ্ট রাখার প্রতিশ্রুতি—মিঃ হেস্‌টিংসের কর্ম্মত্যাগ—দেওয়ান শ্যামচন্দ্রের বিচার

১৭৮৬ ঐ —মিঃ ম্যাক্‌ডোয়েলকে রঙ্গপুরের কালেক্টার-নিয়োগ—মন্ত্রিচমতীর প্রচেষ্টা—কোম্পানীর পক্ষে ডাকাইতদমনের উদ্যোগ

১৭৮৭ ঐ —মহারাণীর গঙ্গাস্নান—খগেন্দ্রনারায়ণের আশ্রয়গ্রহণসম্বন্ধে দেবরাজের উত্তর—আসামে প্রজাবিদ্রোহ—খগেন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নিজ আসামে রাজা হওয়ার আশা—ডাঙ্গর দেওর 'রাজাধরা', রাজা ও মহারাণীকে বলরামপুরে আবদ্ধরাখা, অস্পপত্র-প্রণয়ন; কোম্পানীর সাহায্যে রাজার ও মহারাণীর উদ্ধার—খগেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে রাজার অভিযোগ—'ঘোড়াঘাট জেলার' সৃষ্টি—রাজ্যের আমদানি ও রপ্তানির সংবাদ—'সন্ন্যাসী ডাকাইতে'র উপদ্রব—'দুয়ার' সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা—রাজার সহিত বিরোধ সম্পর্কে ভুটীয়াদের অপ্রকৃত উক্তি—প্রবল বন্যায় তিস্তানদীর গতিপথের পরিবর্ত্তন, ২৮।৩০ হাজার নারায়ণী আধুলী প্রস্তুত

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ —'রাজাধরা' সম্পর্কে নবাবী আদালতের এবং কমিশনার মার্শ ও পোল্ডের তদন্ত, কমিশনারের কৃত রিপোর্টে কুর্শীনামা ও রাজার টাকাপ্রস্তুতের অধিকারস্বীকার, রাজার উত্তরাধিকারিদ্বয়ের নিয়মপ্রকাশ—'রাজাধরা' অপরাধে অভিযুক্তগণের বিচার, নেপালরাজের তিব্বত আক্রমণ—গ্লাড্উইনের ইতিহাস অনুবাদ

১৭৮৯ ঐ —গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক কমিশনারের রিপোর্টের সমর্থন—ডাকাইতের উপদ্রব—কোম্পানীর পক্ষ হইতে কোচবিহারের রাজকার্য্যপরিচালনের ভারগ্রহণ

১৭৯০ ঐ —মিঃ পার্লিএর রিপোর্টে জল্পেশ্বরের বিবরণ, তিন চাকলার রাজস্বনির্ণয়—গোস্বামী ও লাহিড়ীর অবৈধ ব্রহ্মোত্তরের সংবাদ—কোম্পানীর অধিকারে দ্বৈতশাসনের অবসান এবং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা-লাভ—বাদশাহের নামে কোম্পানীর টাকা তৈয়ার—ডাইরেক্টরগণ-কর্ত্তৃক কমিশনারের ও বোর্ডের কোচবিহারবিষয়ক মন্তব্যের সমর্থন

১৭৯১ ঐ —দেবরাজকর্ত্তৃক বিজনীর রাজার মনোনয়ন, খগেন্দ্রনারায়ণের মানসিক দুরবস্থা—'সমুদ্রনারায়ণের বংশাবলী'র রচনা

১৭৯২ ঐ —ডাঃ ওয়েড্ কর্ত্তৃক An Account of Assam পুস্তক-রচনা—চীন-সৈন্যের নেপাল আক্রমণ এবং ভারতবাসীর পক্ষে তিব্বত প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা—দরঙ্গরাজের স্বাধীনতাঘোষণা, কোচবিহারের প্রাচীন সনদাদির রঙ্গপুরে জাবেদা নকল প্রস্তুত

১৭৯৩ ঐ —তিন চাকলার চিরস্থায়ী রাজস্বের অবধারণ

১৭৯৪ ঐ —ইয়োরোপের অধিবাসিগণের কৃত অপরাধে রাজার বিচারাধিকার রহিত—নেপালী ডাকাইতের উপদ্রব

১৭৯৫ ঐ —আসামে প্রজাবিদ্রোহের অবসান—জয়নাথ ঘোষের রাজকার্য্যে প্রবেশ

১৭৯৭ ঐ —পরমানন্দ তর্কালঙ্কারের রাজার কুর্শীনামা রচনা

১৮০০ ঐ —ভুটীয়াগণের মায়ের ডাবরী এবং ভলকা প্রভৃতি তালুক লাভ—মহারাণী কামতেশ্বরীর পরলোকপ্রাপ্তি এবং রাজার মোহরাঙ্কিত বহু সাদা কাগজের আবিষ্কার—'খড়্গনারায়ণের বংশাবলী'র রচনা

১৮০১ ঐ —রাজার লিখিত সর্ব্বানন্দ গোস্বামীর প্রবঞ্চনার বৃত্তান্ত

১৮০২ ঐ —কোচবিহারসন্ধির ব্যাখ্যাসম্বন্ধে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের পক্ষপাত বিরুদ্ধ সমালোচনা—গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক রাজার মুদ্রাপ্রস্তুতের অধিকারস্বীকার

১৮০৩ খৃষ্টাব্দ —হরেন্দ্রনারায়ণ রাজার 'উপকথা' রচনা এবং তাহার অন্তর্গত কুর্শীনামা

১৮০৫ ঐ —কোম্পানীকর্ত্তৃক রাজার টাঁকশাল বন্ধ

১৮০৮ ঐ —ডাঃ বুকানন হেমিণ্টনের কামতাপুরপরিদর্শন এবং রাজবংশের কুর্শীনামা সঙ্কলন—কোচবিহারের সীমায় ভুটীয়াদের অত্যাচার—মহিষমতী আঈর মৃত্যু

১৮০৯ ঐ —কোচবিহারসীমান্তে ভুটীয়াদের উপদ্রব—মরাঘাটসম্পর্কে মিঃ ডিগ্‌বীর অভিমত—চোপগুড়ির অবস্থান—রায়কত শর্ব্বদেবের রঙ্গপুরে পলায়ন —রামমোহন রায় মিঃ ডিগবীর দেওয়ান

১৮১১ ঐ —কোচবিহারের সীমায় ভুটীয়াদের অত্যাচার, রামমোহন রায় মিঃ ডিগবীর দেওয়ান—মিঃ ম্যানিংএর ভুটানগমন

১৮১৩ ঐ —কোচবিহারসন্ধির ব্যাখ্যার সম্পর্কে পুনরায় বিরুদ্ধ সমালোচনা,—মিঃ ডিগ্‌বীর দেওয়ান রামমোহন রায়

১৮১৫ ঐ —কৃষ্ণকান্ত মিশন, ভুটীয়াদের পরোরপাড় এবং তপসীখাতা প্রভৃতি তালুক লাভ—রাজার সহিত বিবাদসম্পর্কে ভুটীয়াদের অপ্রকৃত উক্তি এবং রামমোহন রায় ও হেমায়েতুল্লার উপরে দোষরোপ

১৮১৬ ঐ —কোচবিহারসন্ধির ব্যাখ্যার অনুকূল সমালোচনা

১৮১৭ ঐ —মিঃ স্কটের বিচারে 'দুয়ারের' কতিপয় 'চালা' ব্যতীত অন্যত্র রাজার অধিকারলোপ

১৮১৯ ঐ —ভুটীয়াদের চামুরচী লাভ, রাজার শাসনাধিকারসম্বন্ধে মিঃ স্কটের প্রতিকূল রিপোর্ট

১৮২০ ঐ —প্রবল বন্যা এবং কামতাপুরের মধ্যদিয়া মানসাই নদীর গতি আরম্ভ

১৮২১ ঐ —রাজার মুদ্রাপ্রস্তুতের পুনঃপ্রচেষ্টা

১৮২৩ ঐ —'রাজোপাখ্যানের' রচনা আরম্ভ

১৮২৩ ঐ —'গোসানীমঙ্গল' পুথির রচনা এবং নকল

১৮২৭ ঐ —কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজার তিস্তা ও সনকোষ নদীর উপরে চলিত নৌকার শুল্ক আদায় নিষেধ

১৮২৮ ঐ —রাজার মুদ্রাপ্রস্তুতের পুনঃপ্রচেষ্টা

১৮৩০ ঐ —কাছাড় রাজ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার

১৮৩২ খৃষ্টাব্দ —রঙ্গপুরে ভুটীয়া মেলার অবসান—রাজ্যের সীমান্তে ভুটীয়া উপদ্রব

১৮৩৫ ঐ —কোম্পানীর স্বকীয় মুদ্রার প্রথম প্রচলন—জয়ন্তিয়ারাজ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার

১৮৩৬ ঐ —'দুয়ারে' হরগোবিন্দের বিদ্রোহ, 'নারায়ণী' টাকাগ্রহণে কোম্পানীর নিষেধাজ্ঞা

১৮৩৮ ঐ —'পেম্বারটন মিশন'—কোম্পানীর রাজ্যে সিক্কা টাকার ব্যবহার রহিত

১৮৩৯ ঐ —রাজোপাখ্যানের অসম্পূর্ণ নকল এবং তিনখানা রাজবংশলতা প্রস্তুত

১৮৪০ ঐ —কোচবিহার রাজবংশে 'কন্যাপাত্রী' গ্রহণসম্বন্ধে রায়কত শর্ব্বদেবের মন্তব্য —'গন্ধর্ব্বনারায়ণের বংশাবলী'র রচনা, পাঙ্গার উত্তরাধিকারবিষয়ক মোকদ্দমার বিচার

১৮৪১ ঐ —শিবেন্দ্রনারায়ণ রাজার বিবাহ—লর্ড অকলাণ্ডের 'আসাম' দুয়ার অধিকার —মিঃ ট্যাসিনের মানচিত্র প্রস্তুত

১৮৪২ ঐ —গবর্ণর কর্ত্তৃক আমবাড়ী-ফালাকাটা পুনরধিকার

১৮৪৩ ঐ —রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক কাশীর 'লোলার্ককুণ্ডের' সংস্কার এবং উৎকীর্ণ লিপিস্থাপন—এজেণ্টের নিকট দয়াময়ী দেব্যার ব্রহ্মোত্তরবিষয়ক দরখাস্ত

১৮৪৪ ঐ —রাজ্যের সীমান্তে ভুটীয়ার উপদ্রব

১৮৪৫ ঐ —কোচবিহারের টাঁকশাল বন্ধকরার জন্য গবর্ণমেণ্টের পুনরাদেশ

১৮৪৮ ঐ —রাজ্যের সীমায় ভুটীয়াজাতির উৎপীড়ন—রায়কতবংশের ধর্ম্মমতসম্বন্ধে ডাঃ ক্যাম্বেলের উক্তি, রায়কত শর্ব্বদেবের মৃত্যু

১৮৪৯ ঐ —কোচবিহারের ইতিহাস সংবলিত মেজর জেঙ্কিন্সের রিপোর্ট

১৮৫৩ ঐ —আসামে নারায়ণী টাকার পূর্ব্বপ্রচলন থাকার সংবাদ

১৮৫৭ ঐ —রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে ভুটীয়াদের অত্যাচার—কোম্পানীর অধিকারে 'সিপাহী বিদ্রোহ'

১৮৫৮ ঐ —মুন্সী জয়নাথ ঘোষের মৃত্যু—রাজ্যে ভুটীয়া উপদ্রব

১৮৫৯ ঐ —কোচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেটকর্ত্তৃক ভুটীয়া অত্যাচারের তালিকাপ্রণয়ন—উত্তরপূর্ব্বসীমান্তপ্রদেশের এজেণ্টের 'দুয়ার' অধিকারের প্রস্তাব—'বেহারোদন্ত' পুথির রচনা

১৮৬০ ঐ —রাজোপাখ্যানের নকল

১৮৬১ খৃষ্টাব্দ —ভুটীয়া অত্যাচারের তালিকাপ্রণয়ন

১৮৬২ ঐ —ভুটীয়াদের উপরে রাজসৈন্যের আক্রমণ, রাজ্যের সীমায় ভুটীয়া উপদ্রব, বাঙ্গালার লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণরকর্ত্তৃক কোচবিহারসন্ধির নূতন ব্যাখ্যা, গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক রাজাকে দত্তকপুত্রগ্রহণের অধিকারপ্রদান

১৮৬৩ ঐ —ভুটানে কোচবিহারবাসীর বন্দিত্ব, 'ইডেন-মিশন' এবং তাহার পরিণাম, গোসানীমারিতে টাকা, খড়্গ ও কামানের আবিষ্কার—'রাজবংশাবলী'র রচনা

১৮৬৪ ঐ —কোম্পানীর 'দুয়ার' অধিকারের ঘোষণা, 'দুয়ার' আক্রমণ ও অধিকার—কোচবিহারের রাজসৈন্যের অবস্থা এবং তাহার সংস্কার—চামুরচী ও দেওয়ানগিরিতে ভুটীয়া ভাষার পুস্তকের আবিষ্কার

১৮৬৫ ঐ —ভুটীয়াদের প্রত্যাক্রমণ এবং গবর্ণমেণ্টের 'দুয়ার' পুনরধিকার ও সন্ধি-পত্র-সম্পাদন, ভুটানযুদ্ধে রাজার অর্থব্যয়, সার্জ্জন রেনীর মানচিত্র, কোচবিহারে নারায়ণী টাকার ব্যবহার রহিত, 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রবন্ধের রচনা

১৮৬৬ ঐ —কোচবিহারে গবর্ণমেণ্টের টাকার প্রচলন

১৮৬৭ ঐ —কোচবিহাররাজ্যে আফিমের চাষ রহিত, 'ক্যালক্যাটা রিভিউ' (The Calcutta Review) পত্রিকায় দানিয়াল ও গেয়াশউদ্দিনের সংবাদ

১৮৬৯ ঐ —মার্শ ও পোভের রিপোর্ট মুদ্রণ, 'One Authoratative Paper' প্রভৃতি প্রস্তাবের সঙ্কলন

১৮৭১ ঐ —কোচবিহাররাজ্যে গাঁজার চাষ রহিত—বাদলগাছীর চিঠার সত্যনারায়ণের ভূমির সংবাদ

১৮৭২ ঐ —মেজর রেনেলের মানচিত্রসম্বন্ধে মিঃ গ্লেজিয়ারের সমালোচনা

১৮৭৪ ঐ —মিঃ বেকেটের রিপোর্টে কোচবিহারের ইতিহাস-সঙ্কলন—রাজোপাখ্যানের ইংরেজী অনুবাদ

১৮৭৫ ঐ —গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক কোচবিহারের রাজসৈন্যের প্রশংসা

১৮৭৬ ঐ —স্যর উইলিয়াম হাণ্টারের গ্রন্থে কোচবিহাররাজবংশের ইতিহাস—'এন একাউণ্ট অহ্ দি কোচবিহার ষ্টেট্' (An Account of the Cooch Behar State) সঙ্কলন, 'বিজনীরাজবংশ' মুদ্রণ

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ —'কোচবিহারের ইতিহাস'রচনা, 'কোচবিহার সিলেক্ট রেকর্ডস্' (The Cooch Behar Select Records) ১ম খণ্ডের মুদ্রণ

১৮৮৩ ঐ —রাজসেনাপতি কাপ্তান হেদায়েত আলীর ভুটানযুদ্ধের পুরস্কারলাভ—রাজার স্বকীয় ডাকঘরের বিলোপ, 'কোচবিহাররাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' সঙ্কলন

১৮৮৪ ঐ —'কোচবিহার সিলেক্ট রেকর্ডস' (The Cooch Behar Select Records) ২য় খণ্ডের মুদ্রণ

১৮৮৫ ঐ —রায়কতবংশের পোষ্যপুত্রঘটিত মোকদ্দমায় প্রিভিকাউন্সিলের বিচার

১৮৯৩ ঐ —গেইট্ সাহেবের 'কোচ কিংস অব কামরূপ' (Koch Kings of Kamarupa) সঙ্কলন

১৮৯৪ ঐ —বিজনীর উত্তরাধিকার-বিষয়ক মোকদ্দমা

১৮৯৫ ঐ —দামোদর-চরিতের ভূমিকায় 'কোচবিহারের ইতিহাস'

১৮৯৬ ঐ —কোচবিহার নামের ইংরেজী বর্ণবিন্যাস (Cooch Behar) অবধারণ

১৮৯৭ ঐ —প্রচণ্ড ভূমিকম্প

১৮৯৯ ঐ —'গোসানীমঙ্গল' পুথির মুদ্রণ

১৯০১ ঐ —'আসামবন্তী' পত্রিকায় কোচবিহারের প্রাচীন সংবাদ

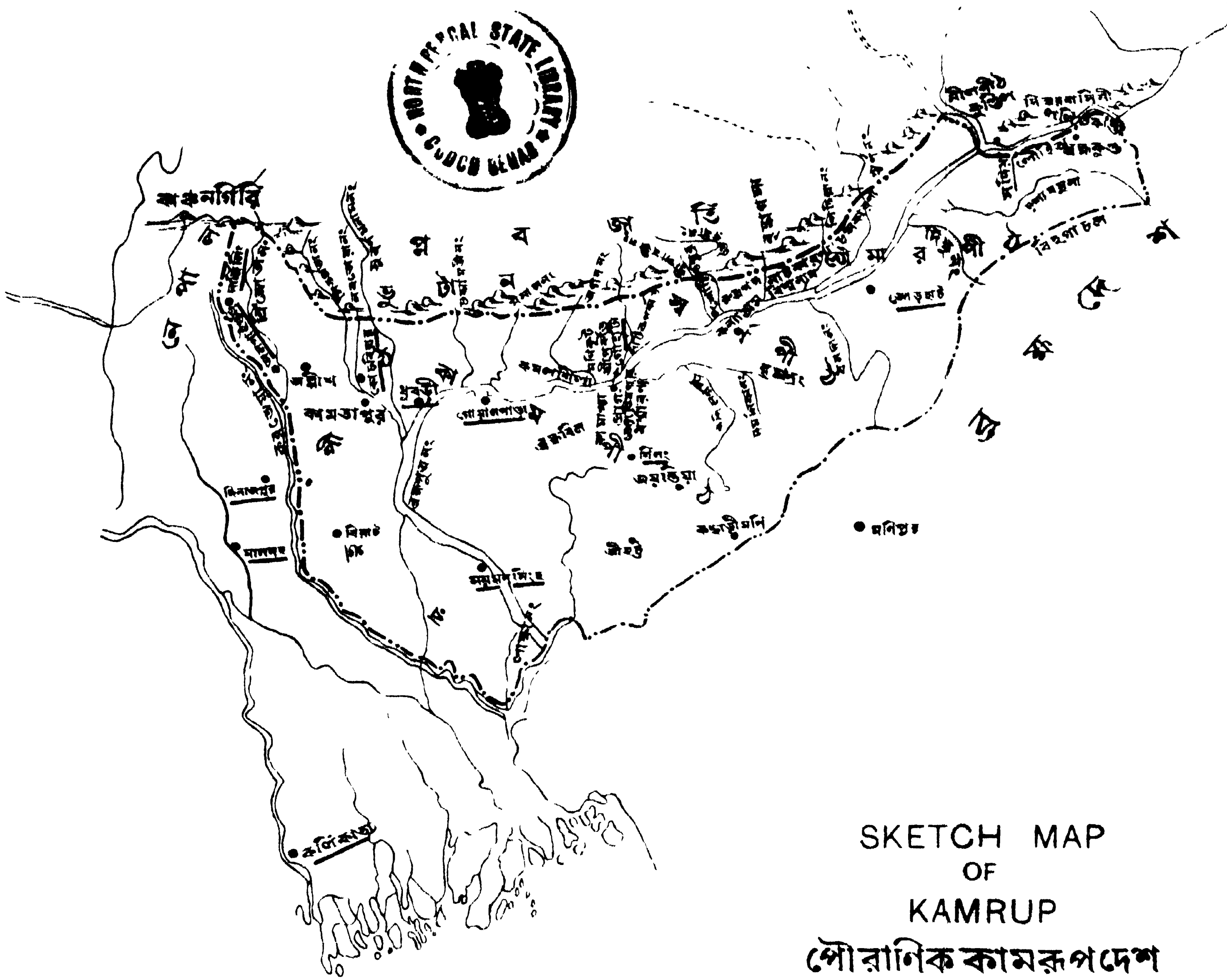
১৯০৩ ঐ —'দি কোচবিহার স্টেট এণ্ড ইটস্ ল্যাণ্ড রেভিনিউ সেট্‌লমেণ্ট', (The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement) পুস্তকের মুদ্রণ

১৯০৫ ঐ —ভুটানে 'ধর্ম্মরাজ'পদের বিলোপ এবং টংশু পেনলোর রাজ্যলাভ

১৯১৩ ঐ —'দি রি-সেট্‌লমেণ্ট অব দি টাউন অফ্ কোচবিহার' (The Re-Settlement of the Town of Cooch Behar) পুস্তকের সঙ্কলন

১৯২৩ ঐ —মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণের শ্রাদ্ধ

১৯২৯ ঐ —কোচবিহারের রাজচিহ্নে (Coat of Arms এ) সিংহমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রমূর্ত্তির প্রচলন



SKETCH MAP OF KAMRUP

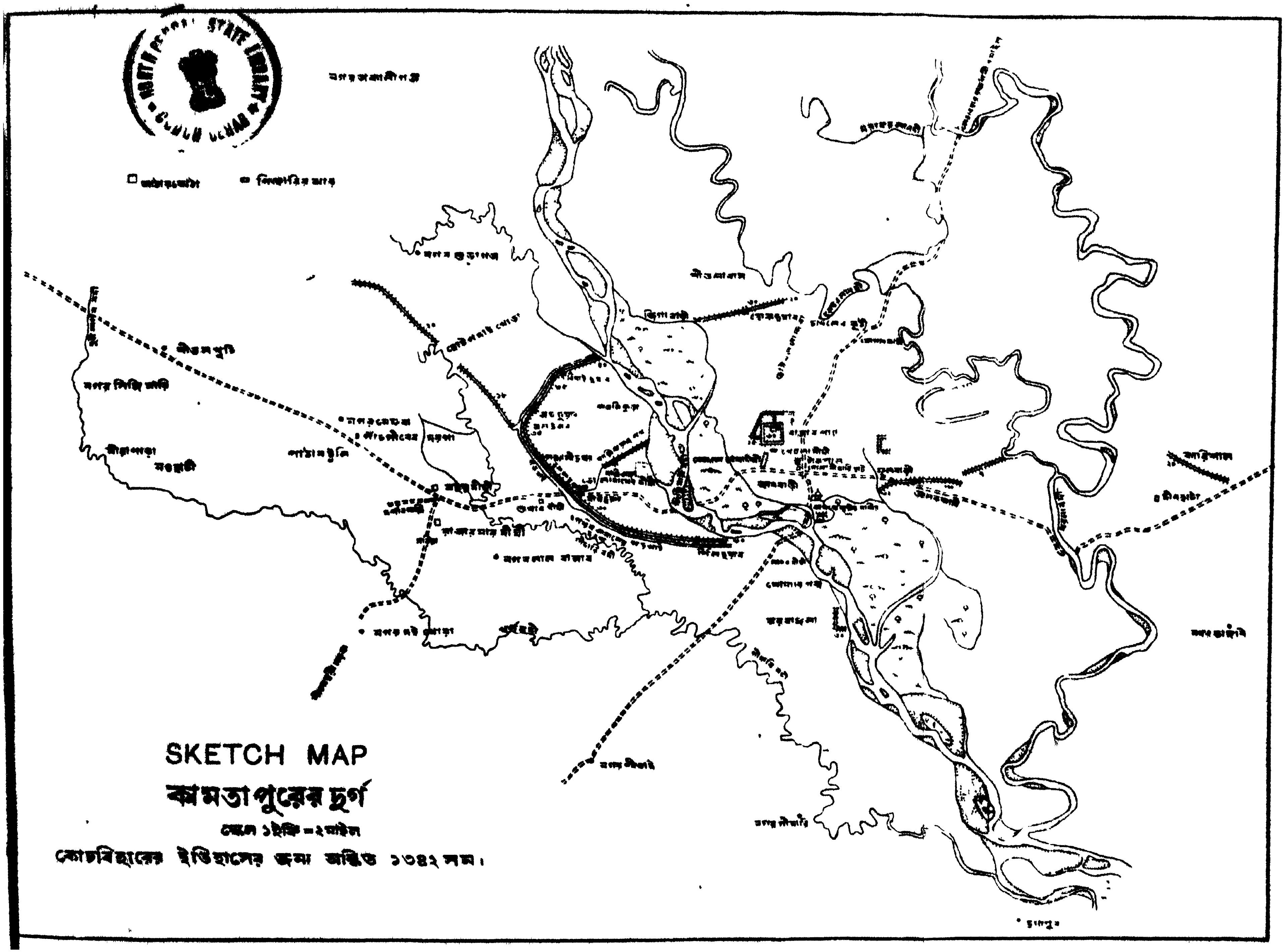
পৌরাণিক কামরূপদেশ

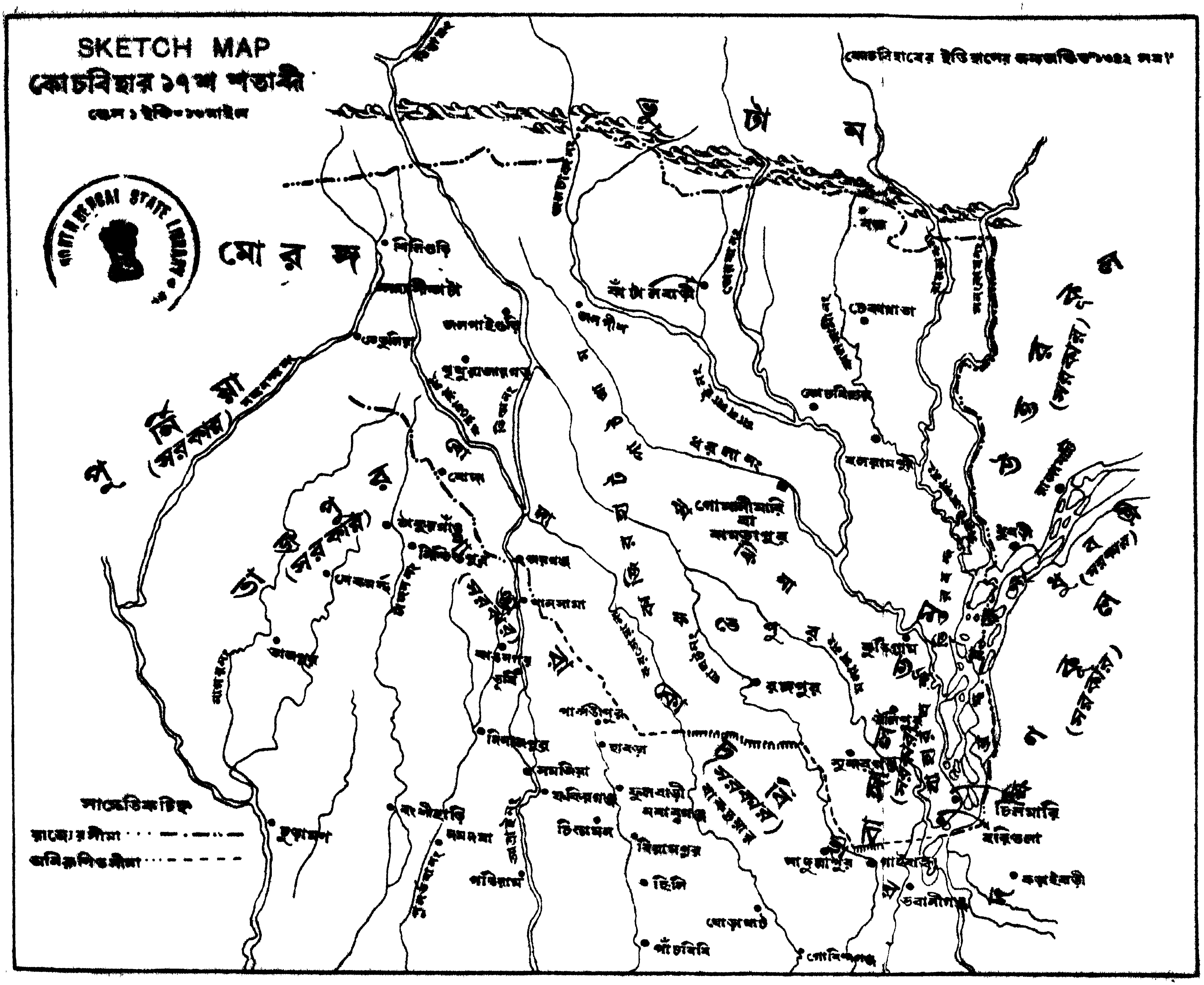
(কালিকাপুরাণ এবং যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি)

স্কেল ১ ইঞ্চি = ৮০ মাইল

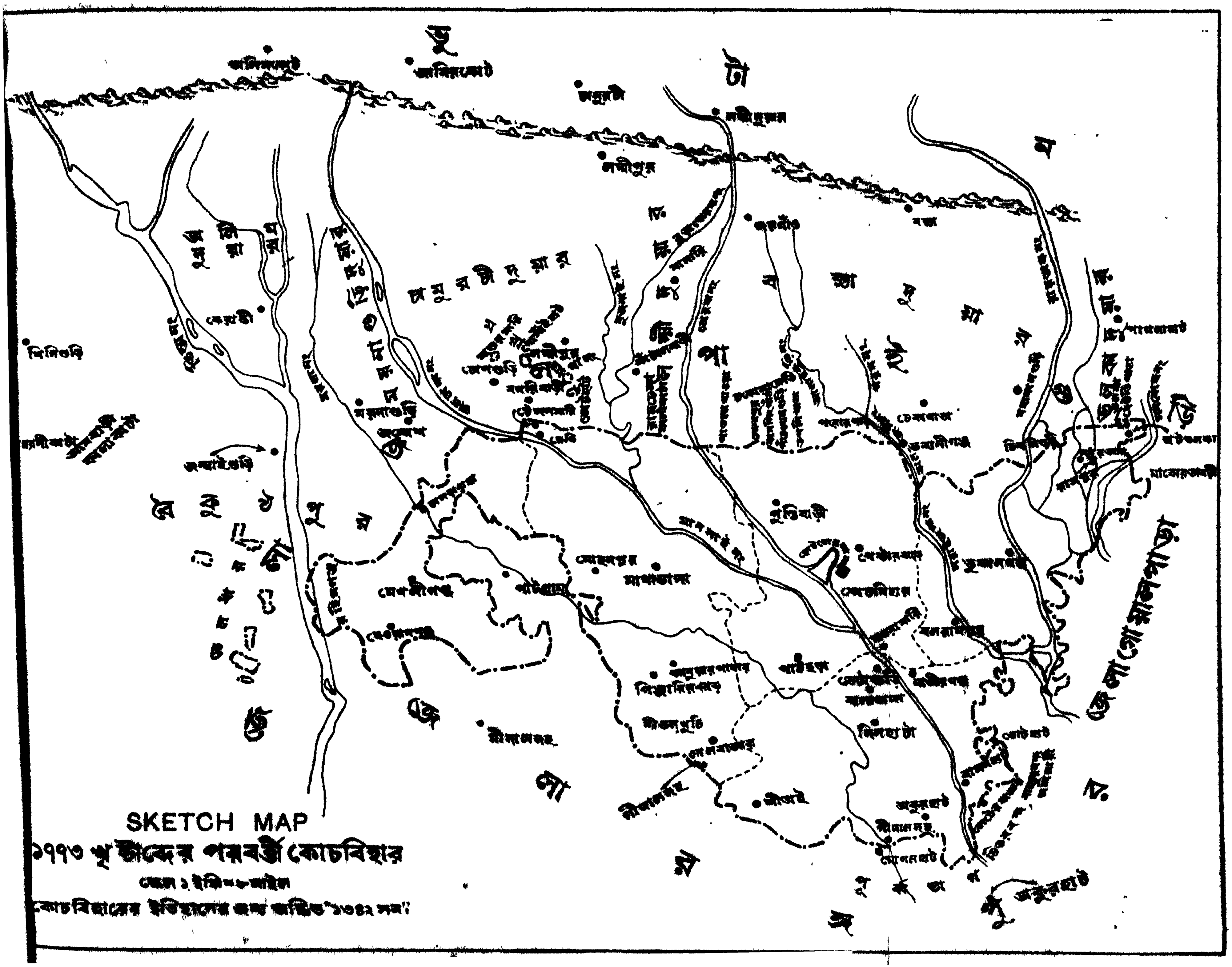
— রেখার দ্বারা চিহ্নিত নামগুলি আধুনিক

কোচবিহারের ইতিহাস গ্রন্থের জন্য অঙ্কিত "১৩৪২ সন।"


SKETCH MAP
কামতাপুরের দুর্গ
স্কেল ১ইঞ্চি = ২মাইল
কোচবিহারের ইতিহাসের জন্য অঙ্কিত ১৩৪২ সন।



SKETCH MAP
কোচবিহার ১৭শ শতাব্দী
মো র ঙ্গ
ভু টা ন
শিলিগুড়ি
দিনাজপুর
চিলমারি

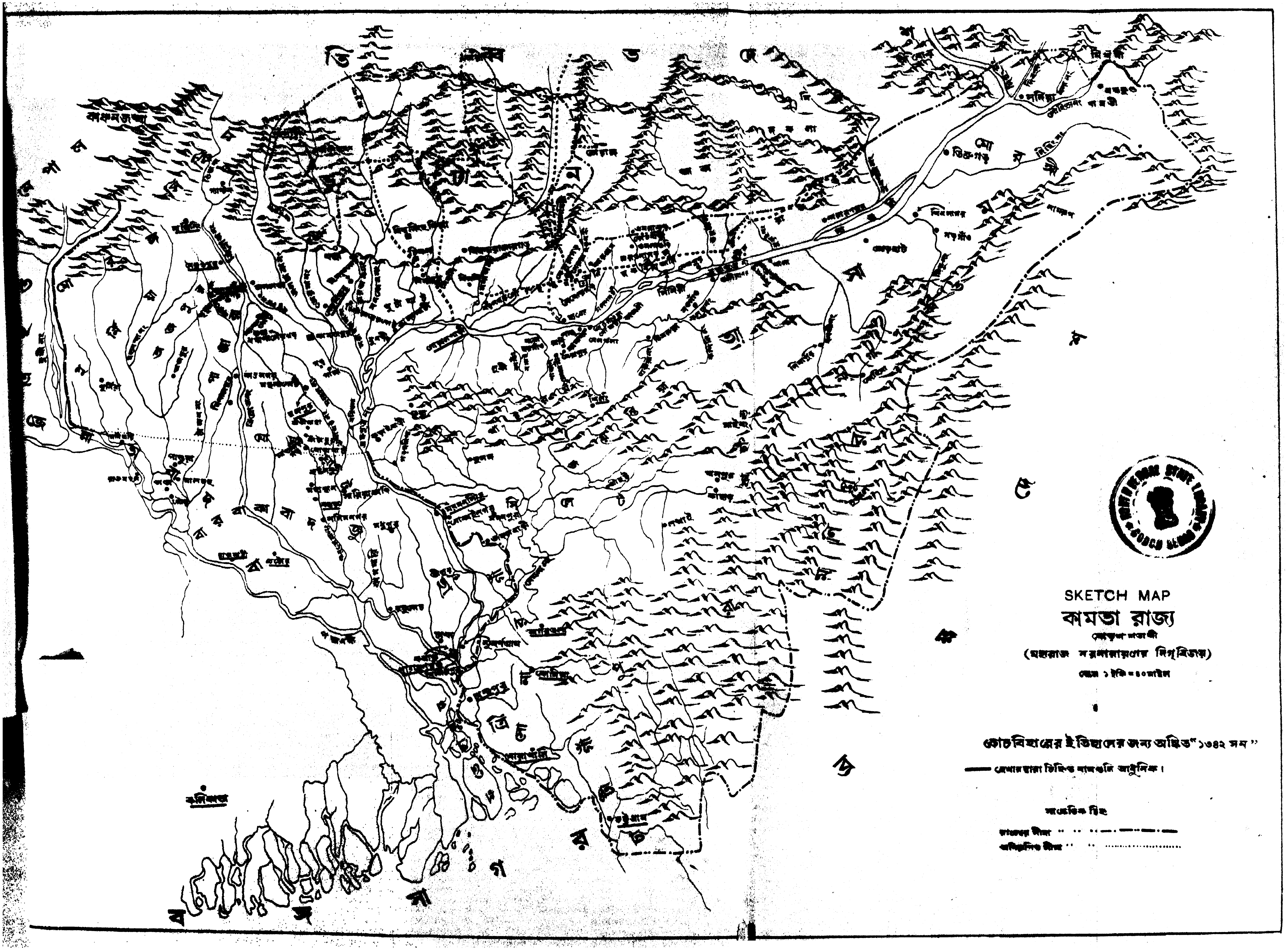


SKETCH MAP

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোচবিহার

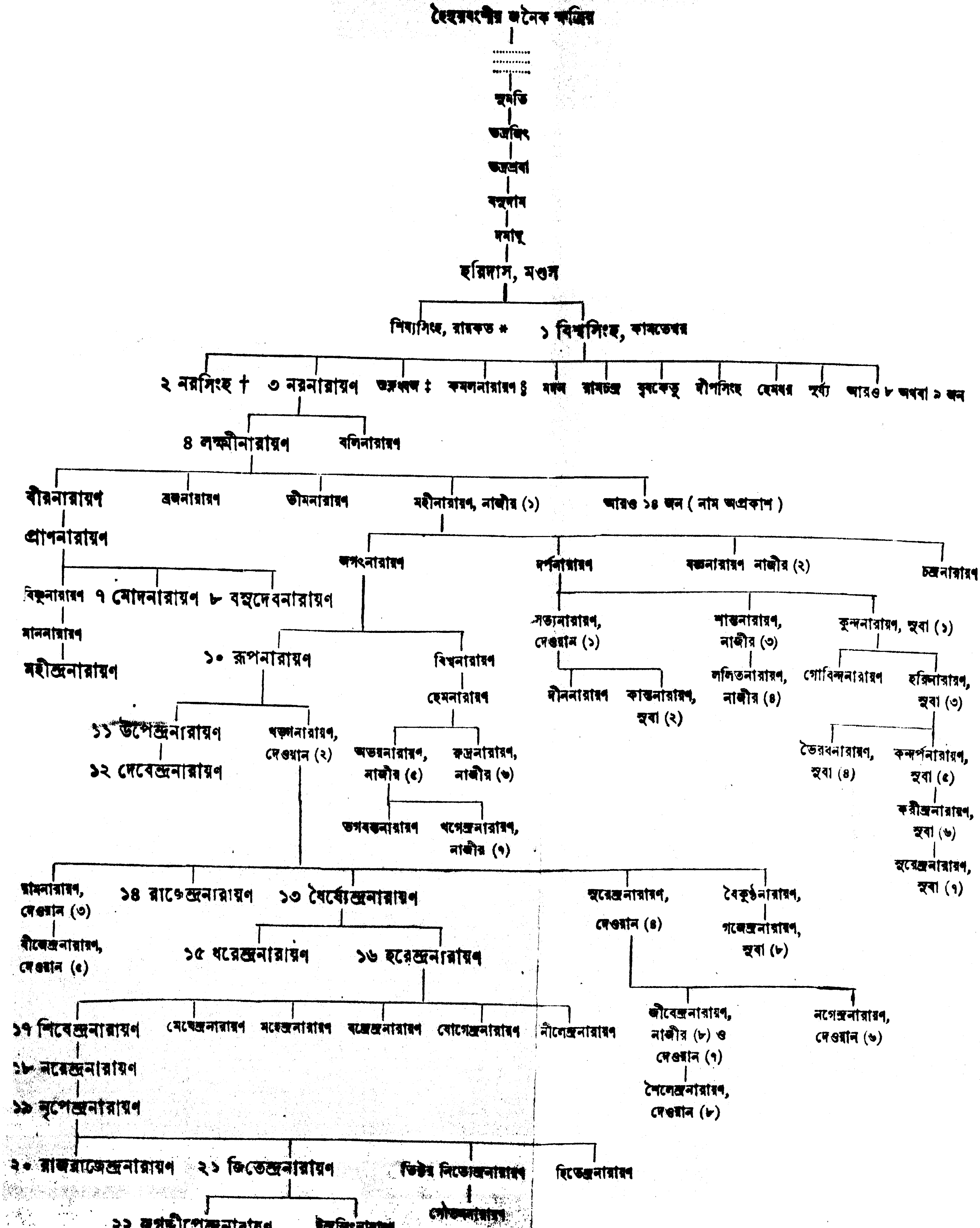
স্কেল ১ ইঞ্চি = ৮ মাইল

কোচবিহারের ইতিহাসের জন্য অঙ্কিত ১৩৪২ সন।


SKETCH MAP
কামতা রাজ্য
(মহারাজ নরনারায়ণের দিগ্বিজয়)
কোচবিহারের ইতিহাসের জন্য অঙ্কিত" ১৩৪২ সন"
রেখার দ্বারা চিহ্নিত স্থানগুলি আধুনিক।
সাংকেতিক চিহ্ন

রাজবংশলতা

(রাজাদিগের নাম অপেক্ষাকৃত বৃহদক্ষরে মুদ্রিত)



* জলপাইগুড়ি জেলার রায়কতবংশের আদিপুরুষ। † রংপুর জেলার অন্তর্গত পাঙ্গার ভূতপূর্ব রাজবংশের আদিপুরুষ। ‡ আসামের অন্তর্গত বিজনী, দরঙ্গ এবং বেলতলা রাজবংশের আদিপুরুষ। § আসামের অন্তর্গত কামরূপের ভূতপূর্ব রাজবংশের আদিপুরুষ।